Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

GIFT OF
Dr. C.C.McCown

EX LIBRIS

Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

Tagore, Rabindranath

হিতবাদির উপহার।

Granthabali

রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী।

v. 1

430 1-3

কলিকাতা।

৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদি-কার্য্যালয় হইতে
শ্রীঅশ্বিনীকুমার হালদার কর্ত্তৃক
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩১১ সাল। 1311 (1893/14)

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Gift
D... C. ...

Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

PK1718
T24
1893
v.1

সূচীপত্র।

—*—

সংসার চিত্র।

বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	নিশীথে	১
২।	আপদ	১১
৩।	দিদি	২০
৪।	মধ্যবর্ত্তিনী	২৯
৫।	শাস্তি	৪০
৬।	সুভা	৪৮
৭।	প্রতিহিংসা	৫৪
৮।	খোঁকা বাবুর প্রত্যাবর্ত্তন	৬৫
৯।	সম্পত্তি-সমর্পণ	৭১
১০।	অতিথি	৭৮
১১।	গিন্নি	৯১
১২।	একরাত্রি	৯৪
১৩।	ছুটি	৯৯
১৪।	দান প্রতিদান	১০৪
১৫।	কাবুলিওয়ালা	১০৯
১৬।	রামকানায়ের নির্ব্বুদ্ধিতা	১১৫
১৭।	ব্যবধান	১১৯
১৮।	খাতা	১২২
১৯।	উদ্ধার	১২৬
২০।	দুর্ব্বুদ্ধি	১২৯
২১।	দৃষ্টিদান	১৩২
২২।	শুভদৃষ্টি	১৪৮
২৩।	উলুখড়ের বিপদ	১৫৩

সমাজচিত্র।

বিষয়		পৃষ্ঠা
১।	প্রায়শ্চিত্ত	১৫৫
২।	বিচারক	১৬৫
৩।	মেঘ ও রৌদ্র	১৭১
৪।	ত্যাগ	১৯২
৫।	মহামায়া	১৯৭
৬।	অধ্যাপক	২০৩
৭।	সমস্যা-পূরণ	২১৮
৮।	দেনা পাওনা	২২৩
৯।	পোষ্টমাষ্টার	২২৯
১০।	সম্পাদক	২৩৩
১১।	যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ	২৩৭
১২।	দুরাশা	২৪১
১৩।	প্রতিবেশিনী	২৫১
১৪।	ফেল।	২৫৫

রঙ্গচিত্র।

১।	চিরকুমার সভা	২৫৮
২।	মানভঞ্জন	৩৫৬
৩।	ঠাকুর্দা	৩৬৪
৪।	মুক্তির উপায়	৩৭১
৫।	রাজটীকা	৩৭৮

852319

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

বিচিত্র চিত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। ক্ষুধিত পাষাণ	৩৮৮
২। অনধিকার প্রবেশ	৩৯৮
৩। দালিয়া	৪০২
৪। জীবিত ও মৃত	৪০৯
৫। ডিটেক্‌টিভ	৪১৮
৬। জয় পরাজয়	৪২৫
৭। অসম্ভব কথা	৪৩৩
৮। কঙ্কাল	৩৩৯
৯। স্বর্ণমৃগ	৪৪৫
১০। মণিহারা	৪৫৩
১১। একটা আষাঢ়ে গল্প	৪৬৫
১২। একটি পুরাতন গল্প	৪৭২
১৩। ঘাটের কথা	৪৭৪
১৪। রাজপথের কথা	৪৮২
১৫। রীতিমত নভেল	৪৮৫
১৬। সমাপ্তি	৪৮৮

উপন্যাস।

2nd Vol.

১। বৌ-ঠাকুরাণীর হাট	৫০৫
২। রাজর্ষি	৬১৭
৩। নষ্ট নীড়	৭১৩

নাটক।

১। রাজা ও রাণী	৭৫৬
২। বিসর্জ্জন	৮১৩
৩। গোড়ায় গলদ	৮৫০
৪। চিত্রাঙ্গদা	৯০৪
৫। বিদায়—অভিশাপ	৯২০

বিষয়	পৃষ্ঠা
৬। বৈকুণ্ঠের খাতা	৯২৭
৭। মায়ার খেলা	৯৫৩

গান।

গানের বহি	৯৬৮

সমালোচনা।

১। অনাবশ্যক	১০৫৩
২। তাকক	১০৫৭
৩। সত্যের অংশ	১০৬১
৪। মেঘনাদ বধ কাব্য	১০৬৬
৫। সঙ্গীত ও কবিতা	১০৭৬
৬। বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা	১০৮১
৭। ডিপ্রোফণ্ডিস্‌	১০৮৪
৮। কাব্যের অবস্থা পরিবর্ত্তন	১০৯১
৯। চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি	১০৯৬
১০। বাউলের গান	১১০৮
১১। সমস্যা	১১১৩
১২। এক-চোখো সংস্কার	১১১৯
১৩। কাব্যের উপেক্ষিতা	১১২৩
১৪। একটি পুরাতন কথা	১১৩০

আলোচনা।

১। ডুবদেওয়া	১১৩৭
২। ডুবিবার ক্ষমতা	১১৩৯
৩। ডুবিবার স্থান	১১৩৯
৪। স্বদেশ	১১৪১
৫। কেন	১১৪২
৬। এক কাঠা জমি	১১৪২

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

	বিষয়	পৃষ্ঠা
৭।	জগৎ মিথ্যা	১১৪৩
৮।	তুলনায় অরুচি	১১৪৩
৯।	জগৎ সত্য	১১৪৪
১০।	প্রেমের শিক্ষা	১১৪৬
১১।	ধর্ম্ম	১১৪৬
১২।	পথ	১১৪৭
১৩।	পাপপুণ্য	১১৪৭
১৪।	চেতনা	১১৪৭
১৫।	অচৈতন্য	১১৪৭
১৬।	বিস্মৃতি	১১৪৮
১৭।	জগতের বন্ধন	১১৪৮
১৮।	জগতের ধর্ম্ম	১১৪৯
১৯।	উদাহরণ	১১৪৯
২০।	সচেতন ধর্ম্ম	১১৫০
২১।	অপক্ষপাত	১১৫০
২২।	সকলে আত্মীয়	১১৫০
২৩।	জড় আত্মা	১১৫০
২৪।	মৃত্যু	১১৫১
২৫।	জগতের সহিত ঐক্য	১১৫১
২৬।	মূলধর্ম্ম	১১৫১
২৭।	একটি রূপক	১১৫২
২৮।	সৌন্দর্য্য ও প্রেম	১১৫৩
২৯।	সৌন্দর্য্য বিশ্বপ্রেমী	১১৫৪
৩০।	মনের মিল	১১৫৪
৩১।	উপযোগিতা	১১৫৪
৩২।	আমরা সুন্দর	১১৫৪
৩৩।	সুদূর ঐক্য	১১৫৫
৩৪।	সুন্দর সুন্দর করে	১১৫৫
৩৫।	শান্তি	১১৫৫
৩৬।	উদ্ধার	১১৫৫
৩৭।	কবির কাজ	১১৫৬

	বিষয়	পৃষ্ঠা
৩৮।	কবিতা ও তত্ত্ব	২১৫৬
৩৯।	তত্ত্বের বার্দ্ধক্য	১১৫৭
৪০।	সৌন্দর্য্যের কাজ	১১৫৭
৪১।	স্বাধীনতার পথ প্রদর্শক	১১৫৮
৪২।	পুরাতন কথা	১১৫৮
৪৩।	জ্ঞান ও প্রেম	১১৫৯
৪৪।	নগদ কড়ি	১১৫৯
৪৫।	আংশিক ও সম্পূর্ণ অধিকার	১১৫৯
৪৬।	লক্ষ্মী	১১৬০
৪৭।	কথাবার্ত্তা	১১৬০
৪৮।	আত্মা	১১৬৩
৪৯।	আত্মার সীমা	১১৬৪
৫০।	মানুষ চেনা	১১৬৪
৫১।	শ্রেষ্ঠ অধিকার	১১৬৫
৫২।	নিষ্ফল আত্মা	১১৬৬
৫৩।	আত্মার অমরতা	১১৬৬
৫৪।	স্থায়িত্ব	১১৬৭
৫৫।	বৈষ্ণব কবির গান	১১৬৭
৫৬।	স্বর্গের সামগ্রী	১১৬৮
৫৭।	মিলন	১১৬৮
৫৮।	স্বর্গের গান	১১৬৮
৫৯।	মর্ত্ত্যের বাতায়ন	১১৬৮
৬০।	সাড়া	১১৬৯
৬১।	সৌন্দর্য্যের ধৈর্য্য	১১৬৯
৬২।	জ্ঞানদাসের গান	১১৬৯
৬৩।	মুরলী করাও উপদেশ	১১৭০
৬৪।	বাঁশীর গান	১১৭০
৬৫।	বিপরীত	১১৭০
৬৬।	বিবাহ	১১৭১
১।	য়ুরোপপ্রবাসির পত্র	১১৭২

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী।

[গদ্যাংশ]

গল্প।

সংসার চিত্র।

—০:০:০—

নিশীথে।

"ডাক্তার! ডাক্তার!"

জ্বালাতন করিল! এই অর্দ্ধেক রাত্রে—

চোখ মেলিয়া দেখি আমাদের জমিদার দক্ষিণাচরণ বাবু। ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া পিঠভাঙ্গা চৌকিটা টানিয়া আনিয়া তাঁহাকে বসিতে দিলাম এবং উদ্বিগ্নভাবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিলাম। ঘড়িতে দেখি তখন রাত্রি আড়াইটা।

দক্ষিণাচরণ বাবু বিবর্ণমুখে বিস্ফারিত নেত্রে কহিলেন, আজ রাত্রে আবার সেইরূপ উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছে,—তোমার ঔষধ কোন কাজে লাগিল না।

আমি কিঞ্চিৎ সসঙ্কোচে বলিলাম, আপনি বোধ করি মদের মাত্রা আবার বাড়াইয়াছেন।

দক্ষিণা বাবু অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন,—ওটা তোমার ভারি ভ্রম। মদ নহে; আদ্যোপান্ত বিবরণ না শুনিলে তুমি আসল কারণটা অনুমান করিতে পারিবে না।

কুলুঙ্গির মধ্যে ক্ষুদ্র টিনের ডিবায় ম্লানভাবে কেরোসিন্ জ্বলিতেছিল, আমি তাহা উস্কাইয়া দিলাম; একটুখানি আলো জাগিয়া উঠিল এবং অনেকখানি ধোঁয়া বাহির হইতে লাগিল। কোঁচাখানা গায়ের উপর টানিয়া একখানা খবরের কাগজ-পাতা প্যাক্ বাক্সের উপর বসিলাম। দক্ষিণা বাবু বলিতে লাগিলেন।—

আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর মত এমন গৃহিণী অতি দুর্লভ ছিল। কিন্তু আমার তখন বয়স বেশী ছিল না; সহজেই রসা

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ধিক্য ছিল, তাহার উপর আবার কাব্যশাস্ত্রটা ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিলাম, তাই অবিমিশ্র গৃহিণীপনায় মন উঠিত না। কালিদাসের সেই শ্লোকটা প্রায় মনে উদয় হইত,—

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।

কিন্তু আমর গৃহিণীর কাছে ললিত কলাবিধির কোন উপদেশ খাটিত না এবং সখীভাবে প্রণয়সম্ভাষণ করিতে গেলে তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। গঙ্গার স্রোতে যেমন ইন্দ্রের ঐরাবত নাকাল হইয়াছিল, তেমনি তাঁহার হাসির মুখে বড় বড় কাব্যের টুক্‌রা এবং ভাল ভাল আদরের সম্ভাষণ মুহূর্ত্তের মধ্যে অপদস্থ হইয়া ভাসিয়া যাইত। তাঁহার হাসিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল।

তাহার পর, আজ বছর চারেক হইল আমাকে সাংঘাতিক রোগে ধরিল। ওষ্ঠব্রণ হইয়া জ্বরবিকার হইয়া মরিবার দাখিল হইলাম। বাঁচিবার আশা ছিল না। একদিন এমন হইল যে, ডাক্তারে জবাব দিয়া গেল। এমন সময় আমার এক আত্মীয় কোথা হইতে এক ব্রহ্মচারী আনিয়া উপস্থিত করিল;— সে গব্যঘৃতের সহিত একটা শিকড় বাঁটিয়া আমাকে খাওয়াইয়া দিল। ঔষধের গুণেই হউক বা অদৃষ্টক্রমেই হউক সে যাত্রা বাঁচিয়া গেলাম।

রোগের সময় আমার স্ত্রী অহর্নিশি এক মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্রাম করেন নাই। সেই ক'টা দিন একটি অবলা স্ত্রীলোক, মানুষের সামান্য শক্তি লইয়া, প্রাণপণ ব্যাকুলতার সহিত, দ্বারে সমাগত যমদূতগুলার সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সমস্ত প্রেম, সমস্ত হৃদয়, সমস্ত যত্ন দিয়া আমার এই অযোগ্য প্রাণটাকে যেন বক্ষের শিশুর মত দুই হস্তে ঝাঁপিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। আহার ছিল না, নিদ্রা ছিল না, জগতের আর কোন কিছুর প্রতিই দৃষ্টি ছিল না।

যম তখন পরাহত ব্যাঘ্রের ন্যায় আমাকে তাঁহার কবল হইতে ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু যাইবার সময় আমার স্ত্রীকে একটা প্রবল থাবা মারিয়া গেলেন।

আমার স্ত্রী তখন গর্ভবতী ছিলেন, অনতিকাল পরে এক মৃত সন্তান প্রসব করিলেন। তাহার পর হইতেই তাঁহার নানাপ্রকার জটিল ব্যামোর সূত্রপাত হইল। তখন আমি তাঁহার সেবা আরম্ভ করিয়া দিলাম। তাহাতে তিনি বিব্রত হইয়া উঠিলেন। বলিতে লাগিলেন—আঃ, কর কি! লোকে বলিবে কি! অমন করিয়া দিন রাত্রি তুমি আমার ঘরে যাতায়াত করিয়ো না!

যেন নিজে পাখা খাইতেছি এইরূপ ভাণ করিয়া রাত্রে যদি তাঁহাকে তাঁহার জ্বরের সময় পাখা করিতে যাইতাম'ত ভারি একটা কাড়াকাড়ি ব্যাপার পড়িয়া যাইত; কোন দিন যদি তাঁহার শুশ্রূষা উপলক্ষে আমার আহারের নিয়মিত সময় দশ মিনিট উত্তীর্ণ হইয়া যাইত তবে সেও নানাপ্রকার অনুনয় অনুরোধ অনুযোগের কারণ হইয়া দাঁড়াইত। স্বল্পমাত্র সেবা করিতে গেলে হিতে বিপরীত হইয়া উঠিত। তিনি বলিতেন, পুরুষ মানুষের অতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়।

আমাদের সেই বরানগরের বাড়িটি বোধ করি তুমি দেখিয়াছ। বাড়ীর সাম্নেই বাগান, এবং বাগানের সম্মুখেই গঙ্গা বহিতেছে। আমাদের শোবার ঘরের নীচেই দক্ষিণের দিকে খানিকটা জমি মেহেদির বেড়া দিয়া ঘিরিয়া আমার স্ত্রী নিজের মনের

মত একটুক্‌রা বাগান বানাইয়াছিলেন। সমস্ত বাগানটির মধ্যে সেই খণ্ডটিই অত্যন্ত সাদাসিধা এবং নিতান্ত দিশী। অর্থাৎ তাহার মধ্যে গন্ধের অপেক্ষা বর্ণের বাহার, ফুলের অপেক্ষা পাতার বৈচিত্র্য ছিল না—এবং টবের মধ্যে অকিঞ্চিৎকর উদ্ভিজ্জের পার্শ্বে কাঠি অবলম্বন করিয়া কাগজে নির্ম্মিত লাটিন নামের জয়ধ্বজা উড়িত না। বেল, জুঁই, গোলাপ, গন্ধরাজ, করবী এবং রজনী-গন্ধারই প্রাচুর্ভাব কিছু বেশী। প্রকাণ্ড একটা বকুল গাছের তলা সাদা মার্ব্বল পাথর দিয়া বাঁধানো ছিল। সুস্থ অবস্থায় তিনি নিজে দাঁড়াইয়া চুইবেলা তাহা ধুইয়া সাফ করাইয়া রাখিতেন। গ্রীষ্মকালে কাজের অবকাশে সন্ধ্যার সময় সেই তাঁহার বসিবার স্থান ছিল। সেখান হইতে গঙ্গা দেখা যাইত কিন্তু গঙ্গা হইতে কুঠির পান্সীর বাবুরা তাঁহাকে দেখিতে পাইত না।

অনেকদিন শয্যাগত থাকিয়া একদিন চৈত্রের শুক্লপক্ষ সন্ধ্যায় তিনি কহিলেন, ঘরে বদ্ধ থাকিয়া আমার প্রাণ কেমন করিতেছে? আজ একবার আমার সেই বাগানে গিয়া বসিব।

আমি তাঁহাকে বহু যত্নে ধরিয়া ধীরে ধীরে সেই বকুলতলের প্রস্তর-বেদিকায় লইয়া গিয়া শয়ন করাইয়া দিলাম। আমা-রই জানুর উপরে তাঁহার মাথাটি তুলিয়া রাখিতে পারিতাম কিন্তু জানি সেটাকে তিনি অদ্ভুত আচরণ বলিয়া গণ্য করিবেন। তাই একটি বালিশ আনিয়া তাঁহার মাথার তলায় রাখিলাম।

দুটি একটি করিয়া প্রস্ফুট বকুল ফুল ঝরিতে লাগিল এবং শাখান্তরাল হইতে ছায়াঙ্কিত-জ্যোৎস্না তাঁহার শীর্ণ মুখের উপর আসিয়া পড়িল। চারিদিক্ শান্ত নিস্তব্ধ; সেই ঘনগন্ধপূর্ণ ছায়ান্ধকারে একপার্শ্বে নীরবে বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া আমার চোখে জল আসিল।

আমি ধীরে ধীরে কাছের গোড়ায় আসিয়া চুই হস্তে তাঁহার একটি উত্তপ্ত শীর্ণ হাত তুলিয়া লইলাম। তিনি তাহাতে কোন আপত্তি করিলেন না। কিছুক্ষণ এইরূপ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া আমার হৃদয় কেমন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, আমি বলিয়া উঠি-লাম—তোমার ভালবাসা আমি কোন কালে ভুলিব না।

তখনি বুঝিলাম, কথাটা বলিবার কোন আবশ্যক ছিল না। আমার স্ত্রী হাসিয়া উঠিলেন। সে হাসিতে লজ্জা ছিল, সুখ ছিল এবং কিঞ্চিৎ অবিশ্বাস ছিল—এবং উহার মধ্যে অনেকটা পরিমাণে পরিহাসের তীব্রতাও ছিল। প্রতিবাদস্বরূপে একটি কথামাত্র না বলিয়া কেবল তাঁহার সেই হাসির দ্বারা জানাইলেন, কোন কালে ভুলিবে না, ইহা কখনও সম্ভব নহে, এবং আমি তাহা প্রত্যাশাও করি না।

ঐ সুমিষ্ট সুতীক্ষ্ণ হাসির ভয়েই আমি কখন আমার স্ত্রীর সঙ্গে রীতিমত প্রেমালাপ করিতে সাহস করি নাই। অসাক্ষাতে যে সকল কথা মনে উদয় হইত, তাঁহার সম্মুখে গেলেই সে গুলাকে নিতান্ত বাজে কথা বলিয়া বোধ হইত। ছাপার অক্ষরে যে সব কথা পড়িলে চুই চক্ষু বাহিয়া দর দর ধারায় জল পড়িতে থাকে সেইগুলা মুখে বলিতে গেলে কেন যে হাস্যের উদ্রেক করে এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিলাম না।

বাদ প্রতিবাদ কথায় চলে, কিন্তু হাসির উপরে তর্ক চলে না, কাজেই চুপ করিয়া

যাইতে হইল। জ্যোৎস্না উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল, একটা কোকিল ক্রমাগতই কুহু কুহু ডাকিয়া অস্থির হইয়া গেল। আমি বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম এমন জ্যোৎস্না রাত্রেও কি পিকবধূ বধির হইয়া আছে?

বহু চিকিৎসায় আমার স্ত্রীর রোগ উপশমের কোন লক্ষণ দেখা গেল না। ডাক্তার বলিল, একবার বায়ু-পরিবর্ত্তন করিয়া দেখিলে ভাল হয়। আমি স্ত্রীকে লইয়া এলাহাবাদে গেলাম।

এইখানে দক্ষিণাবাবু হঠাৎ থমকিয়া চুপ করিলেন। সন্দিগ্ধভাবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর দুই হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া ভাবিতে লাগিলেন। আমিও চুপ করিয়া রহিলাম। কুলুঙ্গিতে কেরোসিন্ মিট্‌মিট্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল এবং নিস্তব্ধ ঘরে মশার ভন্‌ভন্ শব্দ সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। হঠাৎ মৌন-ভঙ্গ করিয়া দক্ষিণাবাবু বলিতে আরম্ভ করিলেন।

সেখানে হারাণ ডাক্তার আমার স্ত্রীকে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন।

অবশেষে অনেক কাল একভাবে কাটাইয়া ডাক্তারও বলিলেন, আমিও বুঝিলাম এবং আমার স্ত্রীও বুঝিলেন যে, তাঁহার ব্যামো সারিবার নহে। তাঁহাকে চিররুগ্ন হইয়াই কাটাইতে হইবে।

তখন, একদিন আমার স্ত্রী আমাকে বলিলেন,—যখন ব্যামোও সারিবে না এবং শীঘ্র আমার মরিবার আশাও নাই, তখন আর কতদিন এই জীবন্মৃতকে লইয়া কাটাইবে? তুমি আর একটা বিবাহ কর।

এটা যেন কেবল একটা সুযুক্তি এবং সদ্বিবেচনার কথা—ইহার মধ্যে যে, ভারি একটা মহত্ত্ব বীরত্ব বা অসামান্য কিছু আছে, এমন ভাব তাঁহার লেশমাত্র ছিল না।

এইবার আমার হাসিবার পালা ছিল। কিন্তু আমার কি তেমন করিয়া হাসিবার ক্ষমতা আছে? আমি উপন্যাসের প্রধান নায়কের ন্যায় গম্ভীর সমুচ্চভাবে বলিতে লাগিলাম—যতদিন এই দেহে জীবন আছে—

তিনি বাধা দিয়া কহিলেন—নাও! নাও! আর বলিতে হইবে না! তোমার কথা শুনিয়া আমি আর বাঁচি না!

আমি পরাজয় স্বীকার না করিয়া বলিলাম—এ জীবনে আর কাহাকেও ভালবাসিতে পারিব না!

শুনিয়া আমার স্ত্রী ভারি হাসিয়া উঠিলেন। তখন আমাকে ক্ষান্ত হইতে হইল।

জানি না, তখন নিজের কাছেও কখনও স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছি কি না, কিন্তু এখন বুঝিতে পারিতেছি এই আরোগ্য-আশাহীন সেবাকার্য্যে আমি মনে মনে পরিশ্রান্ত হইয়া গিয়াছিলাম। এ কার্য্যে যে ভঙ্গ দিব, এমন কল্পনাও আমার মনে ছিল না; অথচ চিরজীবন এই চিররুগ্নকে লইয়া যাপন করিতে হইবে এ কল্পনাও আমার নিকট পীড়াজনক হইয়াছিল। হায়! প্রথম যৌবনকালে যখন সম্মুখে তাকাইয়াছিলাম তখন প্রেমের কুহকে, সুখের আশ্বাসে, সৌন্দর্য্যের মরীচিকায় সমস্ত ভবিষ্যৎ জীবন প্রফুল্ল দেখাইতেছিল। আজ হইতে শেষ পর্য্যন্ত কেবলই আশাহীন সুদীর্ঘ সতৃষ্ণ মরুভূমি।

আমার সেবার মধ্যে সেই আন্তরিক শ্রান্তি নিশ্চয় তিনি দেখিতে পাইয়াছিলেন! তখন জানিতাম না কিন্তু এখন সন্দেহমাত্র নাই যে, তিনি আমাকে যুক্ত-অক্ষরহীন

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

প্রথমভাগ শিশুশিক্ষার মত অতি সহজে বুঝিতেন। সেই জন্য,যখন উপন্যাসের নায়ক সাজিয়া গম্ভীরভাবে তাঁহার নিকট কবিত্ব ফলাইতে যাইতাম তিনি এমন সুগভীর স্নেহ অথচ অনিবার্য্য কৌতুকের সহিত হাসিয়া উঠিতেন। আমার নিজের অগোচর অন্তরের কথাও অন্তর্যামীর ন্যায় তিনি সমস্তই জানিতেন, এ কথা মনে করিলে আজও লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা করে।

হারাণ ডাক্তার আমাদের স্বজাতীয়। তাঁহার বাড়িতে আমার প্রায়ই নিমন্ত্রণ থাকিত। কিছুদিন যাতায়াতের পর ডাক্তার তাঁহার মেয়েটীর সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিলেন। মেয়েটি অবিবাহিত—তাহার বয়স পনরো হইবে। ডাক্তার বলেন তিনি মনের মত পাত্র পান নাই বলিয়া বিবাহ দেন নাই। কিন্তু বাহিরের লোকের কাছে গুজব শুনিতাম, মেয়েটির কুলের দোষ ছিল।

কিন্তু আর কোন দোষ ছিল না। যেমন স্বরূপ তেমনি সুশিক্ষা। সেই জন্য মাঝে মাঝে এক এক দিন তাঁহার সহিত নানা কথার আলোচনা করিতে করিতে আমার বাড়ি ফিরিতে রাত হইত, আমার স্ত্রীকে ঔষধ খাওয়াইবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইত। তিনি জানিতেন, আমি হারাণ ডাক্তারের বাড়ি গিয়াছি, কিন্তু বিলম্বের কারণ একদিনও আমাকে জিজ্ঞাসাও করেন নাই।

মরুভূমির মধ্যে আর একবার মরীচিকা দেখিতে লাগিলাম। তৃষ্ণা যখন বুক পর্য্যন্ত, তখন চোখের সামনে কূলপরিপূর্ণ স্বচ্ছ জল ছলছল টলটল করিতে লাগিল। তখন মনকে প্রাণপণে টানিয়া আর ফিরাইতে পারিলাম না।

রোগীর ঘর আমার কাছে দ্বিগুণ নিরানন্দ হইয়া উঠিল। এখন প্রায়ই শুশ্রূষা করিবার এবং ঔষধ খাওয়াইবার নিয়ম ভঙ্গ হইতে লাগিল।

হারাণ ডাক্তার আমাকে প্রায় মাঝে মাঝে বলিতেন, যাহাদের রোগ আরোগ্য হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, তাহাদের পক্ষে মৃত্যুই ভাল। কারণ, বাঁচিয়া তাহাদের নিজেরও সুখ নাই, অন্যেরও অসুখ। কথাটা সাধারণভাবে বলিতে দোষ নাই, তথাপি আমার স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া এমন প্রসঙ্গ উত্থাপন করা তাঁহার উচিত হয় নাই। কিন্তু মানুষের জীবনমৃত্যু সম্বন্ধে ডাক্তারদের মন এমন অসাড় যে, তাহারা ঠিক আমাদের মনের অবস্থা বুঝিতে পারে না।

হঠাৎ একদিন পাশের ঘর হইতে শুনিতে পাইলাম, আমার স্ত্রী হারাণ বাবুকে বলিতেছেন,—ডাক্তার, কতকগুলা মিথ্যা ওষুধ গিলাইয়া ডাক্তারখানার দেনা বাড়াইতেছ কেন? আমার প্রাণটাই যখন একটা ব্যামো, তখন এমন একটা ওষুধ দাও যাহাতে শীঘ্র এই প্রাণটা যায়।

ডাক্তার বলিলেন, ছি, এমন কথা বলিবেন না।

কথাটা শুনিয়া হঠাৎ আমার বক্ষে বড় আঘাত লাগিল।

ডাক্তার চলিয়া গেলে আমার স্ত্রীর ঘরে গিয়া তাঁহার শয্যা-প্রান্তে বসিলাম, তাঁহার কপালে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলাম। তিনি কহিলেন, এ ঘর বড় গরম—তুমি বাহিরে যাও। তোমার বেড়াইতে যাইবার সময় হইয়াছে। খানিকটা না বেড়াইয়া আসিলে আবার রাত্রে তোমার ক্ষুধা হইবে না।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

বেড়াইতে যাওয়ার অর্থ ডাক্তারের বাড়ি যাওয়া। আমিই তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলাম, ক্ষুধাসঞ্চারের পক্ষে খানিকটা বেড়াইয়া আসা বিশেষ আবশ্যক। এখন নিশ্চয় বলিতে পারি, তিনি প্রতিদিনই আমার এই ছলনাটুকু বুঝিতেন। আমি নির্ব্বোধ, মনে করিতাম তিনি নির্ব্বোধ।

এই বলিয়া দক্ষিণা বাবু অনেকক্ষণ করতলে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অবশেষে কহিলেন, আমাকে একগ্লাস জল আনিয়া দাও। জল খাইয়া বলিতে লাগিলেন ;—

একদিন ডাক্তার বাবুর কন্যা মনোরমা আমার স্ত্রীকে দেখিতে আসিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। জানি না, কি কারণে তাঁহার সে প্রস্তাব আমার ভাল লাগিল না। কিন্তু প্রতিবাদ করিবার কোন হেতু ছিল না। তিনি একদিন সন্ধ্যা বেলায় আমাদের বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সে দিন আমার স্ত্রীর বেদনা অন্যদিনের অপেক্ষা কিছু বাড়িয়া উঠিয়াছিল। যেদিন তাঁহার ব্যথা বাড়ে সে দিন তিনি অত্যন্ত স্থির নিস্তব্ধ হইয়া থাকেন ; কেবল মাঝে মাঝে মুষ্টিবদ্ধ হইতে থাকে এবং মুখ নীল হইয়া আসে তাহাতেই তাঁহার যন্ত্রণা বুঝা যায়। ঘরে কোন সাড়া ছিল না, আমি শয্যাপ্রান্তে চুপ করিয়া বসিয়াছিলাম ;—সে দিন আমাকে বেড়াইতে যাইতে অনুরোধ করেন, এমন সামর্থ্য তাঁহার ছিল না, কিংবা হয় ত বড় কষ্টের সময় আমি কাছে থাকি এমন ইচ্ছা তাঁহার মনে মনে ছিল। চোখে লাগিবে বলিয়া কেরোসিনের আলোটা দ্বারের পার্শ্বে ছিল। ঘর অন্ধকার এবং নিস্তব্ধ। কেবল এক একবার যন্ত্রণার কিঞ্চিৎ উপশমে আমার স্ত্রীর গভীর দীর্ঘনিশ্বাস শুনা যাইতেছিল।

এমন সময়ে মনোরমা ঘরের প্রবেশদ্বারে দাঁড়াইলেন। বিপরীত দিক্ হইতে কেরোসিনের আলো আসিয়া তাঁহার মুখের উপর পড়িল। আলো-আঁধারে লাগিয়া তিনি কিছুক্ষণ ঘরে কিছুই দেখিতে না পাইয়া দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন।

আমার স্ত্রী চমকিয়া আমার হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—ও কে ?—তাঁহার সেই দুর্ব্বল অবস্থায় হঠাৎ অচেনা লোক দেখিয়া ভয় পাইয়া আমাকে দুই তিন বার অস্ফুটস্বরে প্রশ্ন করিলেন, ও কে ? ও কে গো ?

আমার কেমন দুর্ব্বুদ্ধি হইল আমি প্রথমেই বলিয়া ফেলিলাম, আমি চিনি না ! বলিবামাত্রই কে যেন আমাকে কশাঘাত করিল। পরের মুহূর্ত্তেই বলিলাম—ওঃ, আমাদের ডাক্তার বাবুর কন্যা !

স্ত্রী একবার আমার মুখের দিকে চাহিলেন ;—আমি তাঁহার মুখের দিকে চাহিতে পারিলাম না। পরক্ষণেই তিনি ক্ষীণস্বরে অভ্যাগতকে বলিলেন, আপনি আসুন।—আমাকে বলিলেন, আলোটা ধর !

মনোরমা ঘরে আসিয়া বসিলেন। তাঁহার সহিত রোগিণীর অল্পস্বল্প আলাপ চলিতে লাগিল। এমন সময় ডাক্তারবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

তিনি তাঁহার ডাক্তারখানা হইতে দুই শিশি ওষুধ সঙ্গে আনিয়াছিলেন। সেই দুটি শিশি বাহির করিয়া আমার স্ত্রীকে বলিলেন—এই নীল শিশিটা মালিশ করিবার,

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

আর এইটি খাইবার। দেখিবেন, দুইটাতে মিলাইবেন না; এ ওষুধটা ভারি বিষ।

আমাকেও একবার সতর্ক করিয়া দিয়া ঔষধ দুটি শয্যাপার্শ্ববর্ত্তী টেবিলে রাখিয়া দিলেন। বিদায় লইবার সময় ডাক্তার তাঁহার কন্যাকে ডাকিলেন।

মনোরমা কহিলেন—বাবা, আমি থাকি না কেন। সঙ্গে স্ত্রীলোক কেহ নাই, ইঁহাকে সেবা করিবে কে?

আমার স্ত্রী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, বলিলেন, না, না, আপনি কষ্ট করিবেন না। পুরাণো ঝি আছে সে আমাকে মায়ের মত যত্ন করে।

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন—উনি মা-লক্ষ্মী, চিরকাল পরের সেবা করিয় আসিয়াছেন, অন্যের সেবা সহিতে পারেন না।

কন্যাকে লইয়া ডাক্তার গমনের উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় আমার স্ত্রী বলিলেন, ডাক্তার বাবু, ইনি বদ্ধঘরে অনেকক্ষণ বসিয়া আছেন, ইঁহাকে একবার বাহিরে বেড়াইয়া লইয়া আসিতে পারেন?

ডাক্তার বাবু আমাকে কহিলেন, আসুন না, আপনাকে নদীর ধার হইয়া একবার বেড়াইয়া আনি।—

আমি ঈষৎ আপত্তি দেখাইয়া অনতিবিলম্বে সম্মত হইলাম। ডাক্তার বাবু যাইবার সময় দুই শিশি ঔষধ সম্বন্ধে আবার আমার স্ত্রীকে সতর্ক করিয়া দিলেন।

সে দিন ডাক্তারের বাড়িতেই আহার করিলাম। ফিরিয়া আসিতে রাত হইল। আসিয়া দেখি, আমার স্ত্রী ছট্‌ফট্ করিতেছেন। অনুতাপে বিদ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম তোমার কি ব্যথা বাড়িয়াছে?—

তিনি উত্তর করিতে পারিলেন না, নীরবে আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তখন তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়াছে।

আমি তৎক্ষণাৎ সেই রাত্রেই ডাক্তারকে ডাকাইয়া আনিলাম। ডাক্তার প্রথমটা আসিয়া অনেকক্ষণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, সেই ব্যথাটা কি বাড়িয়া উঠিয়াছে? ঔষধটা একবার মালিশ করিলে হয় না?

বলিয়া শিশিটা টেবিল হইতে লইয়া দেখিলেন সেটা খালি।

আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কি ভুল করিয়া এই ওষুধটা খাইয়াছেন? আমার স্ত্রী ঘাড় নাড়িয়া নীরবে জানাইলেন—হাঁ।

ডাক্তার তৎক্ষণাৎ গাড়ি করিয়া তাঁহার বাড়ি হইতে পাম্প আনিতে ছুটিলেন। আমি অর্দ্ধমূর্চ্ছিতের ন্যায় আমার স্ত্রীর বিছানার উপর গিয়া পড়িলাম।

তখন, মাতা তাহার পীড়িত শিশুকে যেমন করিয়া সান্ত্বনা করে তেমনি করিয়া তিনি আমার মাথা তাঁহার বক্ষের কাছে টানিয়া লইয়া দুই হস্তের স্পর্শে আমাকে তাঁহার মনের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। কেবল তাঁহার সেই করুণ স্পর্শের দ্বারাই আমাকে বারংবার করিয়া বলিতে লাগিলেন —শোক করিয়ো না, ভালই হইয়াছে—তুমি সুখী হইবে, এবং সেই মনে করিয়া আমি সুখে মরিলাম।

ডাক্তার যখন ফিরিলেন, তখন জীবনের সঙ্গে সঙ্গে আমার স্ত্রীর সকল যন্ত্রণার অবসান হইয়াছে।

—দক্ষিণাচরণ আর একবার জল খাইয়া বলিলেন, উঃ বড় গরম! বলিয়া দ্রুত বাহির হইয়া বারকয়েক বারান্দায় পায়চারি করিয়া

Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

আসিয়া বসিলেন। বেশ বোঝা গেল তিনি বলিতে চাহেন না কিন্তু আমি যেন যাদু করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কথা কাড়িয়া লইতেছি। আবার আরম্ভ করিলেন—

মনোরমাকে বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিলাম।

মনোরমা তাহার পিতার সম্মতিক্রমে আমাকে বিবাহ করিল। কিন্তু আমি যখন তাহাকে আদরের কথা বলিতাম, প্রেমালাপ করিয়া তাহার হৃদয় অধিকার করিবার চেষ্টা করিতাম সে হাসিত না, গম্ভীর হইয়া থাকিত। তাহার মনের কোথায় কোনখানে কি খট্‌কা লাগিয়া গিয়াছিল আমি কেমন করিয়া বুঝিব?

এই সময় আমার মদ খাইবার নেশা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল।

একদিন প্রথম শরতের সন্ধ্যায় মনোরমাকে লইয়া আমাদের বরানগরের বাগানে বেড়াইতেছি। ছম্‌ছমে অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে। পাখীদের বাসায় ডানা ঝাড়িবার শব্দটুকুও নাই। কেবল বেড়াইবার পথের দুই ধারে ঘন ছায়াবৃত ঝাউগাছ বাতাসে সশব্দে কাঁপিতেছিল।

শ্রান্তিবোধ করিতেই মনোরমা সেই বকুলতলার শুভ্র পাথরের বেদীর উপর আসিয়া নিজের দুই বাহুর উপর মাথা রাখিয়া শয়ন করিল। আমিও কাছে আসিয়া বসিলাম।

সেখানে অন্ধকার আরও ঘনীভূত,—যতটুকু আকাশ দেখা যাইতেছে একেবারে তারায় আচ্ছন্ন; তরুতলের ঝিল্লিধ্বনি যেন অনন্তগগনবক্ষচ্যুত নিঃশব্দতার নিম্নপ্রান্তে একটি শব্দের সরু পাড় বুনিয়া দিতেছে।

সেদিনও বৈকালে আমি কিছু মদ খাইয়াছিলাম, মনটা বেশ একটু তরলাবস্থায় ছিল। অন্ধকার যখন চোখে সহিয়া আসিল তখন বনচ্ছায়াতলে পাণ্ডুরবর্ণে অঙ্কিত সেই শিথিল অঞ্চল শ্রান্তকায় রমণীর আবছায়া মূর্ত্তিটি আমার মনে এক অনিবার্য্য আবেগের সঞ্চার করিল। মনে হইল, ও যেন একটি ছায়া, ওকে যেন কিছুতেই দুই বাহু দিয়া ধরিতে পারিব না।

এমন সময় অন্ধকার ঝাউগাছের শিখরদেশে যেন আগুন ধরিয়া উঠিল; তাহার পরে কৃষ্ণপক্ষের জীর্ণপ্রান্ত হলুদবর্ণ চাঁদ ধীরে ধীরে গাছের মাথার উপরকার আকাশে আরোহণ করিল;—শাদা পাথরের উপর শাদা সাড়িপরা সেই শ্রান্তশয়ান রমণীর মুখের উপর জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িল। আমি আর থাকিতে পারিলাম না। কাছে আসিয়া দুই হাতে তাহার হাতটি তুলিয়া ধরিয়া কহিলাম, মনোরমা, তুমি আমাকে বিশ্বাস কর না, কিন্তু তোমাকে আমি ভালবাসি তোমাকে আমি কোনকালে ভুলিতে পারিব না।

কথাটা বলিবামাত্র চমকিয়া উঠিলাম; মনে পড়িল ঠিক এই কথাটা আর এক দিন আর কাহাকেও বলিয়াছি! এবং সেই মুহূর্ত্তেই বকুল গাছের শাখার উপর দিয়া, ঝাউ গাছের মাথার উপর দিয়া, কৃষ্ণপক্ষের পীত বর্ণ ভাঙ্গাচাঁদের নীচে দিয়া গঙ্গার পূর্ব্ব পার হইতে গঙ্গার সুদূর পশ্চিম পার পর্য্যন্ত হাহা—হাহা—হাহা করিয়া অতি দ্রুতবেগে একটা হাসি বহিয়া গেল! সেটা মর্ম্মভেদী হাসি, কি অভ্রভেদী হাহাকার, বলিতে পারি না। আমি তদ্দণ্ডেই পাথরের বেদীর উপর হইতে মূর্চ্ছিত হইয়া নীচে পড়িয়া গেলাম।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

মূর্চ্ছাভঙ্গে দেখিলাম আমার ঘরে বিছানায় শুইয়া আছি। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার হঠাৎ এমন হইল কেন ?—আমি কাঁপিয়া উঠিয়া বলিলাম, শুনিতে পাও নাই সমস্ত আকাশ ভরিয়া হাহা করিয়া একটা হাসি বহিয়া গেল ?

স্ত্রী হাসিয়া কহিলেন—সে বুঝি হাসি ? সার বাঁধিয়া দীর্ঘ এক ঝাঁক পাখী উড়িয়া গেল, তাহাদেরই পাখার শব্দ শুনিয়াছিলাম। তুমি এত অল্পেই ভয় পাও ?—

দিনের বেলায় স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, পাখীর ঝাঁক উড়িবার শব্দই বটে, এই সময়ে উত্তর দেশ হইতে হংসশ্রেণী নদীর চরে চরিবার জন্য আসিতেছে। কিন্তু সন্ধ্যা হইলে সে বিশ্বাস রাখিতে পারিতাম না। তখন মনে হইত চারিদিকে সমস্ত অন্ধকার ভরিয়া ঘন হাসি জমা হইয়া রহিয়াছে, সামান্য একটা উপলক্ষে হঠাৎ আকাশ ভরিয়া অন্ধকার বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনিত হইয়া উঠিবে। অবশেষে এমন হইল, সন্ধ্যার পর মনোরমার সহিত একটা কথা বলিতে আমার সাহস হইত না।

তখন আমাদের বরানগরের বাড়ি ছাড়িয়া মনোরমাকে লইয়া বোটে করিয়া বাহির হইলাম। অগ্রহায়ণ মাসে নদীর বাতাসে সমস্ত ভয় চলিয়া গেল। কয়দিন বড় সুখে ছিলাম। চারিদিকের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া মনোরমাও যেন তাহার হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার অনেক দিন পরে ধীরে ধীরে আমার নিকট খুলিতে লাগিল।

গঙ্গা ছাড়াইয়া, খ’ড়ে ছাড়াইয়া, অবশেষে পদ্মায় আসিয়া পৌঁছিলাম। ভয়ঙ্করী পদ্মা তখন হেমন্তের বিবরলীন ভুজঙ্গিনীর মত কৃশ নির্জ্জীবভাবে সুদীর্ঘ শীতনিদ্রায় নিবিষ্ট ছিল। উত্তর পারে জনশূন্য তৃণশূন্য চিহ্নশূন্য দিগন্তপ্রসারিত বালির চর ধূ ধূ করিতেছে—এবং দক্ষিণের উচ্চ পাড়ের উপর গ্রামের আমবাগানগুলি এই রাক্ষসীনদীর নিতান্ত মুখের কাছে যোড়হস্তে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে ;—পদ্মা ঘুমের ঘোরে এক একবার পাশ ফিরিতেছে এবং বিদীর্ণ তটভূমি ঝুপ্‌ঝাপ্‌ করিয়া ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে।

এইখানে বেড়াইবার সুবিধা দেখিয়া বোট বাঁধিলাম।

একদিন আমরা দুই জনে বেড়াইতে বেড়াইতে বহুদূরে চলিয়া গেলাম। সূর্য্যাস্তের স্বর্ণচ্ছায়া মিলাইয়া যাইতেই শুক্লপক্ষের নির্ম্মল চন্দ্রালোক দেখিতে দেখিতে ফুটিয়া উঠিল। সেই অন্তহীন শুভ্র বালির চরের উপর যখন অজস্র অবারিত উচ্ছ্বসিত জ্যোৎস্না একেবারে আকাশের সীমান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া গেল—তখন মনে হইল যেন জনশূন্য চন্দ্রলোকের অসীম স্বপ্নরাজ্যের মধ্যে কেবল আমরা দুই জনে ভ্রমণ করিতেছি। একটি লাল শাল মনোরমার মাথার উপর হইতে নামিয়া তাহার মুখখানি বেষ্টন করিয়া তাহার শরীরটি আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। নিস্তব্ধতা যখন নিবিড় হইয়া আসিল, কেবল একটি সীমাহীন দিশাহীন শুভ্রতা এবং শূন্যতা ছাড়া যখন আর কিছুই রহিল না, তখন মনোরমা ধীরে ধীরে হাতটি বাহির করিয়া আমার হাত চাপিয়া ধরিল ; অত্যন্ত কাছে আসিয়া সে যেন তাহার সমস্ত শরীর মন, জীবন যৌবন আমার উপর বিন্যস্ত করিয়া নিতান্ত নির্ভর করিয়া দাঁড়াইল। পুলকিত উদ্বেলিত হৃদয়ে মনে করিলাম, ঘরের মধ্যে কি যথেষ্ট ভালবাসা যায় ? এইরূপ অনাবৃত অবারিত অনন্ত আকাশ

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

নহিলে কি দুটি মানুষকে কোথাও ধরে? তখন মনে হইল, আমাদের ঘর নাই, দ্বার নাই, কোথাও ফিরিবার নাই, এমনি করিয়া হাতে হাতে ধরিয়া গম্যহীন পথে, উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণে চন্দ্রালোকিত শূন্যতার উপর দিয়া অবারিতভাবে চলিয়া যাইব।

এইরূপে চলিতে চলিতে এক জায়গায় আসিয়া দেখিলাম সেই বালুকারাশির মাঝখানে অদূরে একটি জলাশয়ের মত হইয়াছে—পদ্মা সরিয়া যাওয়ার পর সেইখানে জল বাধিয়া আছে।

সেই মরুবালুকাবেষ্টিত নিস্তরঙ্গ নিষুপ্ত নিশ্চল জলটুকুর উপরে একটি সুদীর্ঘ জ্যোৎস্নার রেখা মূর্চ্ছিতভাবে পড়িয়া আছে। সেই জায়গাটাতে আসিয়া আমরা দুইজনে দাঁড়াইলাম—মনোরমা কি ভাবিয়া আমার মুখের দিকে চাহিল; তাহার মাথার উপর হইতে শালটা হঠাৎ খসিয়া পড়িল। আমি তাহার সেই জ্যোৎস্নাবিকশিত মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া চুম্বন করিলাম।

এমন সময় সেই জনমানবশূন্য নিঃশব্দ মরুভূমির মধ্যে গম্ভীরস্বরে কে তিনবার বলিয়া উঠিল—ও কে; ও কে? ও কে?

আমি চমকিয়া উঠিলাম, আমার স্ত্রীও কাঁপিয়া উঠিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই আমরা দুইজনেই বুঝিলাম, এই শব্দ মানুষিক নহে, অমানুষিকও নহে—চর-বিহারী জলচর পাখীর ডাক। হঠাৎ এতরাত্রে তাহাদের নিরাপদ নিভৃত নিবাসের কাছে লোকসমাগম দেখিয়া চকিত হইয়া উঠিয়াছে।

সেই ভয়ের চমক খাইয়া আমরা দুই জনেই তাড়াতাড়ি বোটে ফিরিলাম। রাত্রে বিছানায় আসিয়া শুইলাম; শ্রান্তশরীরে মনোরমা অবিলম্বে ঘুমাইয়া পড়িল।

তখন অন্ধকারে কে এক জন আমার মশারির কাছে দাঁড়াইয়া সুষুপ্ত মনোরমার দিকে একটি মাত্র দীর্ঘ শীর্ণ অস্থিসার অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া যেন আমার কাণে কাণে অত্যন্ত চুপি চুপি অস্ফুটকণ্ঠে কেবলি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল—ও কে? ও কে? ও কে গো?—

তাড়াতাড়ি উঠিয়া দেশালাই জ্বালাইয়া বাতি ধরাইলাম। সেই মুহূর্ত্তেই ছায়ামূর্ত্তি মিলাইয়া গিয়া, আমার মশারি কাঁপাইয়া, বোট দুলাইয়া, আমার সমস্ত ঘর্ম্মাক্ত শরীরের রক্ত হিম করিয়া দিয়া হাহা—হাহা—হাহা করিয়া একটা হাসি অন্ধকার রাত্রির ভিতর দিয়া বহিয়া চলিয়া গেল। পদ্মা পার হইল, পদ্মার চর পার হইল, তাহার পরবর্ত্তী সমস্ত সুপ্ত দেশ গ্রাম নগর পার হইয়া গেল —যেন তাহা চিরকাল ধরিয়া দেশদেশান্তর লোকলোকান্তর পার হইয়া ক্রমশঃ ক্ষীণ, ক্ষীণতর, ক্ষীণতম হইয়া অসীম সুদূরে চলিয়া যাইতেছে,—ক্রমে যেন তাহা জন্মমৃত্যুর দেশ ছাড়াইয়া গেল—ক্রমে তাহা যেন সূচির অগ্রভাগের ন্যায় ক্ষীণতম হইয়া আসিল—এত ক্ষীণ শব্দ কখন শুনি নাই, কল্পনা করি নাই—আমার মাথার মধ্যে যেন অনন্ত আকাশ রহিয়াছে এবং সেই শব্দ যতই দূরে যাইতেছে, কিছুতেই আমার মস্তিষ্কের সীমা ছাড়াইতে পারিতেছে না;—অবশেষে যখন একান্ত অসহ্য হইয়া আসিল, তখন ভাবিলাম, আলো নিবাইয়া না দিলে ঘুমাইতে পারিব না। যেমন আলো নিবাইয়া শুইলাম, অমনি আমার মশারির পাশে, আমার কাণের কাছে অন্ধকারে আবার সেই অবরুদ্ধ স্বর বলিয়া উঠিল—ও কে, ও কে, ও কে গো। আমার বুকের রক্ত

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ঠিক সমান তালে ক্রমাগতই ধ্বনিত হইতে লাগিল—ও কে, ও কে, ও কে গো! ও কে, ও কে, ও কে গো! সেই গভীর রাত্রে নিস্তব্ধ বোটের মধ্যে আমার গোলাকার ঘড়িটাও সজীব হইয়া উঠিয়া তাহার ঘণ্টার কাঁটা মনোরমার দিকে প্রসারিত করিয়া শেল্‌ফের উপর হইতে তালে তালে বলিতে লাগিল, ও কে, ও কে, ও কে গো! ও কে ও কে, ও কে গো!

বলিতে বলিতে দক্ষিণাবাবু পাংশুবর্ণ হইয়া আসিলেন, তাঁহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। আমি তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া কহিলাম একটু জল খান। এমন সময় হঠাৎ আমার কেরোসিনের শিখাটা দপ্‌দপ্‌ করিতে করিতে নিবিয়া গেল। হঠাৎ দেখিতে পাইলাম, বাহিরে আলো হইয়াছে। কাক ডাকিয়া উঠিল। দোয়েল শিশ্‌ দিতে লাগিল। আমার বাড়ির সম্মুখবর্ত্তী পথে একটা মহিষের গাড়ির ক্যাঁচ্‌ ক্যাঁচ্‌ শব্দ জাগিয়া উঠিল। তখন দক্ষিণাবাবুর মুখের ভাব একেবারে বদল হইয়া গেল। ভয়ের কিছুমাত্র চিহ্ন রহিল না। রাত্রির কুহকে, কাল্পনিক শঙ্কার মত্ততায় আমার কাছে যে এত কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন সে জন্য যেন অত্যন্ত লজ্জিত এবং আমার উপর আন্তরিক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। শিষ্টসম্ভাষণমাত্র না করিয়া অকস্মাৎ উঠিয়া দ্রুতবেগে চলিয়া গেলেন।

সেই দিনই অর্দ্ধরাত্রে আবার আমার দ্বারে আসিয়া ঘা পড়িল—ডাক্তার ডাক্তার!

আপদ।

সন্ধ্যার দিকে ঝড় ক্রমশঃ প্রবল হইতে লাগিল। বৃষ্টির ঝাপট, বজ্রের শব্দ, এবং বিদ্যুতের ঝিক্‌মিকিতে আকাশে যেন সুরাসুরের যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কালো কালো মেঘগুলো মহাপ্রলয়ের জয়পতাকার মত দিগ্বিদিকে উড়িতে আরম্ভ করিল, গঙ্গার এপারে ওপারে বিদ্রোহী ঢেউগুলো কল শব্দে নৃত্য জুড়িয়া দিল, এবং বাগানের বড় বড় গাছগুলো সমস্ত শাখা ঝট্‌পট্‌ করিয়া হা হুতাশ সহকারে দক্ষিণে বামে লুটোপুটি করিতে লাগিল।

তখন চন্দননগরের বাগানবাড়িতে একটি দীপালোকিত রুদ্ধ কক্ষে খাটের সম্মুখবর্ত্তী নীচের বিছানায় বসিয়া স্ত্রীপুরুষে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল।

শরৎ বাবু বলিতেছিলেন, আর কিছু দিন থাকিলেই তোমার শরীর সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিবে, তখন আমরা দেশে ফিরিতে পারিব।

কিরণময়ী বলিতেছিলেন, আমার শরীর সম্পূর্ণ সারিয়া উঠিয়াছে, এখন দেশে ফিরিলে কোন ক্ষতি হইবে না।

বিবাহিত ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, কথাটা যত সংক্ষেপে রিপোর্ট করিলাম তত সংক্ষেপে শেষ হয় নাই। বিষয়টি বিশেষ দুরূহ নয়, তথাপি বাদ প্রতিবাদ কিছুতেই মীমাংসার দিকে অগ্রসর হইতেছিল না; কর্ণহীন নৌকার মত ক্রমাগতই ঘুর খাইয়া মরিতেছিল; অবশেষে অশ্রুতরঙ্গে ডুবি হইবার সম্ভাবনা দেখা দিল।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

শরৎ কহিলেন, ডাক্তার বলিতেছে আর কিছুদিন থাকিয়া গেলে ভাল হয়।

কিরণ কহিলেন, তোমার ডাক্তার ত সব জানে!

শরৎ কহিলেন, জান ত, এই সময়ে দেশে নানাপ্রকার ব্যামোর প্রাদুর্ভাব হয়, অতএব আর মাস দুয়েক কাটাইয়া গেলেই ভাল হয়।

কিরণ কহিলেন, এখানে এখন বুঝি কোথাও কাহারো কোন ব্যামো হয় না!

পূর্ব্ব ইতিহাসটা এই। কিরণকে তাহার ঘরের এবং পাড়ার সকলেই ভালবাসে, এমন কি, শাশুড়ি পর্য্যন্ত। সেই কিরণের যখন কঠিন পীড়া হইল তখন সকলেই চিন্তিত হইয়া উঠিল—এবং ডাক্তার যখন বায়ুপরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করিল, তখন গৃহ এবং কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া প্রবাসে যাইতে তাহার স্বামী এবং শাশুড়ি কোন আপত্তি করিলেন না। যদিও গ্রামের বিবেচক প্রাজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই, বায়ুপরিবর্ত্তনে আরোগ্যের আশা করা এবং স্ত্রীর জন্য এতটা হুলস্থূল করিয়া তোলা নব্য স্ত্রৈণতার একটা নির্লজ্জ আতিশয্য বলিয়া স্থির করিলেন এবং প্রশ্ন করিলেন, ইতিপূর্ব্বে কি কাহারও স্ত্রীর কঠিন পীড়া হয় নাই, শরৎ যেখানে যাওয়া স্থির করিয়াছেন সেখানে কি মানুষরা অমর, এবং এমন কোন দেশ আছে কি যেখানে অদৃষ্টের লিপি সফল হয় না—তথাপি শরৎ এবং তাঁহার মা সে সকল কথায় কর্ণপাত করিলেন না; তখন গ্রামের সমস্ত সমবেত বিজ্ঞতার অপেক্ষা তাঁহাদের হৃদয়লক্ষ্মী কিরণের প্রাণটুকু তাঁহাদের নিকট গুরুতর বোধ হইল। প্রিয় ব্যক্তির বিপদে মানুষের এরূপ মোহ ঘটিয়া থাকে।

শরৎ চন্দননগরের বাগানে আসিয়া বাস করিতেছেন, এবং কিরণও রোগমুক্ত হইয়াছেন, কেবল শরীর এখনও সম্পূর্ণ সবল হয় নাই। তাঁহার মুখে চক্ষে একটি সকরুণ কৃশতা অঙ্কিত হইয়া আছে, যাহা দেখিলে হৃৎকম্প সহ মনে উদয় হয়, আহা, বড় রক্ষা পাইয়াছে!

কিন্তু কিরণের স্বভাবটা সঙ্গপ্রিয়, আমোদপ্রিয়। এখানে একলা আর ভাল লাগিতেছে না; তাহার ঘরের কাজ নাই, পাড়ার সঙ্গিনী নাই, কেবল সমস্ত দিন আপনার রুগ্ন শরীরটাকে লইয়া নাড়াচাড়া করিতে মন যায় না। ঘণ্টায় ঘণ্টায় দাগ মাপিয়া ঔষধ খাও, তাপ দাও, পথ্য পালন কর, ইহাতে বিরক্তি ধরিয়া গিয়াছে; আজ ঝড়ের সন্ধ্যাবেলায় রুদ্ধগৃহে স্বামী স্ত্রীতে তাহাই লইয়া আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল।

কিরণ যতক্ষণ উত্তর দিতেছিল ততক্ষণ উভয় পক্ষে সমকক্ষভাবে দ্বন্দ্বযুদ্ধ চলিতেছিল, কিন্তু অবশেষে কিরণ যখন নিরুত্তর হইয়া বিনা প্রতিবাদে শরতের দিক্ হইতে ঈষৎ বিমুখ হইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বসিল, তখন দুর্ব্বল নিরুপায় পুরুষটির আর কোন অস্ত্র রহিল না। পরাভব স্বীকার করিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় বাহির হইতে বেহারা উচ্চৈঃস্বরে কি একটা নিবেদন করিল।

শরৎ উঠিয়া দ্বার খুলিয়া শুনিলেন, নৌকা ডুবি হইয়া একটি ব্রাহ্মণ-বালক সাঁতার দিয়া তাঁহাদের বাগানে আসিয়া উঠিয়াছে।

শুনিয়া কিরণের মান অভিমান দূর হইয়া গেল, তৎক্ষণাৎ আল্না হইতে

Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

শুষ্কবস্ত্র বাহির করিয়া দিলেন, এবং শীঘ্র এক বাটি দুধ গরম করিয়া ব্রাহ্মণের ছেলেকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

ছেলেটির লম্বা চুল, বড় বড় চোখ, গোঁফের রেখা এখনো উঠে নাই। কিরণ তাহাকে নিজে থাকিয়া ভোজন করাইয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

শুনিলেন, সে যাত্রার দলের ছোক্‌রা; তাহার নাম নীলকান্ত। তাহারা নিকটবর্ত্তী সিংহ বাবুদের বাড়ি যাত্রার জন্য আহূত হইয়াছিল; ইতিমধ্যে নৌকা ডুবি হইয়া তাহাদের দলের লোকের কি গতি হইল কে জানে; সে ভাল সাঁতার জানিত, কোন মতে প্রাণরক্ষা করিয়াছে।

ছেলেটি এইখানেই রহিয়া গেল। আর একটু হইলেই সে মারা পড়িত এই মনে করিয়া তাহার প্রতি কিরণের অত্যন্ত দয়ার উদ্রেক হইল।

শরৎ মনে করিলেন, হইল ভাল, কিরণ একটা নূতন কাজ হাতে পাইলেন, এখন কিছুকাল এইভাবেই কাটিয়া যাইবে। ব্রাহ্মণ-বালকের কল্যাণে পুণ্যসঞ্চয়ের প্রত্যাশায় শাশুড়িও প্রসন্নতা লাভ করিলেন। এবং অধিকারী মহাশয় ও যমরাজের হাত হইতে সহসা এই ধনী পরিবারের হাতে বদ্‌লি হইয়া নীলকান্ত বিশেষ আরাম বোধ করিল।

কিন্তু অনতিবিলম্বে শরৎ এবং তাঁহার মাতার মত পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। তাঁহারা ভাবিলেন আর আবশ্যক নাই, এখন এই ছেলেটাকে বিদায় করিতে পারিলে আপদ যায়।

নীলকান্ত গোপনে শরতের গুড়গুড়িতে ফড়্‌ফড়্‌ শব্দে তামাক টানিতে আরম্ভ করিল। বৃষ্টির দিনে অম্লানবদনে তাঁহার সখের সিল্কের ছাতাটি মাথায় দিয়া নববন্ধু-সঞ্চয়চেষ্টায় পল্লীতে পর্য্যটন করিতে লাগিল। কোথাকার একটা মলিন গ্রাম্য কুক্কুরকে আদর দিয়া এমনি স্পর্দ্ধিত করিয়া তুলিল যে, সে অনাহূত শরতের সুসজ্জিত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নির্ম্মল জাজিমের উপর পদপল্লবচতুষ্টয়ের ধূলিরেখায় আপন শুভাগমনসংবাদ স্থায়িভাবে মুদ্রিত করিয়া আসিতে লাগিল। নীলকান্তের চতুর্দ্দিকে দেখিতে দেখিতে একটি সুবৃহৎ ভক্তশিশু-সম্প্রদায় গঠিত হইয়া উঠিল, এবং সে বৎসর গ্রামের আম্রকাননে কচি আম পাকিয়া উঠিবার অবসর পাইল না।

কিরণ এই ছেলেটিকে বড় বেশী আদর দিতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। শরৎ এবং শরতের মা সে বিষয়ে তাঁহাকে অনেক নিষেধ করিতেন, কিন্তু তিনি তাহা মানিতেন না। শরতের পুরাতন জামা মোজা এবং নূতন ধুতি চাদর জুতা পরাইয়া তিনি তাহাকে বাবু সাজাইয়া তুলিলেন। মাঝে মাঝে যখন তখন তাহাকে ডাকিয়া লইয়া তাঁহার স্নেহ এবং কৌতুক উভয়ই চরিতার্থ হইত। কিরণ সহাস্যমুখে পানের বাটা পাশে রাখিয়া খাটের উপর বসিতেন, দাসী তাঁহার ভিজে এলোচুল চিরিয়া চিরিয়া ঘষিয়া ঘষিয়া শুকাইয়া দিত এবং নীলকান্ত নীচে দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া নলদময়ন্তীর পালা অভিনয় করিত—এইরূপে দীর্ঘ মধ্যাহ্ন অত্যন্ত শীঘ্র কাটিয়া যাইত। কিরণ শরৎকে তাঁহার সহিত একাসনে দর্শকশ্রেণীভুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু শরৎ অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন এবং শরতের সম্মুখে নীলকান্তের প্রতিভাও সম্পূর্ণ স্ফূর্ত্তি পাইত না।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

শ্বাশুড়ি এক একদিন ঠাকুর-দেবতার নাম শুনিবার আশায় আকৃষ্ট হইয়া আসিতেন কিন্তু অবিলম্বে তাঁহার চিরাভ্যস্ত মধ্যাহ্ন-কালীন নিদ্রাবেশ ভক্তিকে অভিভূত এবং তাঁহাকে-শয্যাশায়ী করিয়া দিত।

শরতের কাছ হইতে কাণমলা চড়টা চাপড়টা নীলকান্তের অদৃষ্টে প্রায়ই জুটিত; কিন্তু তদপেক্ষা কঠিনতর শাসনপ্রণালীতে আজন্ম অভ্যস্ত থাকাতে সেটা তাহার নিকট অপমান বা বেদনাজনক বোধ হইত না। নীলকান্তের দৃঢ় ধারণা ছিল যে, পৃথিবীর জল স্থল বিভাগের ন্যায় মানবজন্মটা আহার এবং প্রহারে বিভক্ত; প্রহারের অংশটাই অধিক।

নীলকান্তের ঠিক কত বয়স নির্ণয় করিয়া বলা কঠিন; যদি চোদ্দ পনেরো হয়, তবে বয়সের অপেক্ষা মুখ অনেক পাকিয়াছে বলিতে হইবে; যদি সতেরো আঠারো হয়, তবে বয়সের অনুরূপ পাক ধরে নাই। হয় সে অকাল-পক্ক, নয় সে অকাল-অপক্ক।

আসল কথা এই, সে অতি অল্প বয়সেই যাত্রার দলে ঢুকিয়া রাধিকা, দময়ন্তী, সীতা এবং বিদ্যার সখী সাজিত। অধিকারীর আবশ্যকমত বিধাতার বরে খানিকদূর পর্য্যন্ত বাড়িয়া তাহার বাড় থামিয়া গেল। তাহাকে সকলে ছোটই দেখিত, আপনাকেও সে ছোটই জ্ঞান করিত, বয়সের উপযুক্ত সম্মান সে কাহারও কাছে পাইত না। এই সকল স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক কারণ প্রভাবে সতেরো বৎসর বয়সের সময় তাহাকে অনতিপক্ক সতেরোর অপেক্ষা অতিপরিপক্ক চোদ্দর মত দেখাইত। গোঁফের রেখা না উঠাতে এই ভ্রম আরো দৃঢ়মূল হইয়াছিল। তামাকের ধোঁয়া লাগিয়াই হোক্ বা বয়সানুচিত ভাষা প্রয়োগবশতই হোক, নীলকান্তের ঠোঁটের কাছটা কিছু বেশী পাকা বোধ হইত, কিন্তু তাহার বৃহৎ তারাবিশিষ্ট দুইটি চক্ষের মধ্যে একটা সারল্য এবং তারুণ্য ছিল। অনুমান করি, নীলকান্তের ভিতরটা স্বভাবতঃ কাঁচা, কিন্তু যাত্রার দলের তা' লাগিয়া উপরিভাগে পক্কতার লক্ষণ দেখা দিয়াছে।

শরৎ বাবুর আশ্রয়ে চন্দননগরের বাগানে বাস করিতে করিতে নীলকান্তের উপর স্বভাবের নিয়ম অব্যাহতভাবে আপন কাজ করিতে লাগিল। সে এতদিন যে একটা বয়ঃসন্ধিস্থলে অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘ-কাল থামিয়াছিল, এখানে আসিয়া সেটা কখন্ এক সময় নিঃশব্দে পার হইয়া গেল। তাহার সতেরো আঠারো বৎসরের বয়ঃক্রম বেশ সম্পূর্ণভাবে পরিণত হইয়া উঠিল।

তাহার সে পরিবর্ত্তন বাহির হইতে কাহারও চোখে পড়িল না, কিন্তু তাহার প্রথম লক্ষণ এই যে, যখন কিরণ নীল-কান্তের প্রতি বালকযোগ্য ব্যবহার করিতেন সে মনে মনে লজ্জিত ও ব্যথিত হইত। একদিন আমোদপ্রিয় কিরণ তাহাকে স্ত্রী-বেশে সখী সাজিবার কথা বলিয়াছিলেন, সে কথাটা অকস্মাৎ তাহার বড়ই কষ্টদায়ক লাগিল অথচ তাহার উপযুক্ত কারণ খুঁজিয়া পাইল না। আজকাল তাহাকে যাত্রার অনুকরণ করিতে ডাকিলেই সে অদৃশ্য হইয়া যাইত। সে যে একটা লক্ষ্মীছাড়া যাত্রার দলের ছোকরার অপেক্ষা অধিক কিছু নয় এ কথা কিছুতে তাহার মনে লইত না।

এমন কি, সে বাড়ির সরকারের নিকট

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

কিছু কিছু করিয়া লেখাপড়া শিখিবার সঙ্কল্প করিল। কিন্তু বৌঠাকরুণের স্নেহ-ভাজন বলিয়া নীলকান্তকে সরকার দুই চক্ষে দেখিতে পারিত না—এবং মনের একাগ্রতা রক্ষা করিয়া পড়াশুনো কোন কালে অভ্যাস না থাকাতে অক্ষরগুলো তাহার চোখের সাম্নে দিয়া ভাসিয়া যাইত। গঙ্গার ধারে চাঁপাতলায় গাছের গুঁড়িতে ঠেসান দিয়া কোলের উপর বই খুলিয়া সে দীর্ঘ-কাল বসিয়া থাকিত; জল ছল্ ছল্ করিত, নৌকা ভাসিয়া যাইত, শাখার উপরে চঞ্চল অন্যমনস্ক পাখী কিচ্‌মিচ্ শব্দে স্বগত উক্তি প্রকাশ করিত, নীলকান্ত বইয়ের পাতায় চক্ষু রাখিয়া কি ভাবিত সেই জানে অথবা সেও জানে না। একটা কথা হইতে কিছুতেই আর একটা কথায় গিয়া পৌঁছিতে পারিত না, অথচ, বই পড়িতেছি মনে করিয়া তাহার ভারি একটা আত্মগৌরব উপস্থিত হইত। সাম্নে দিয়া যখন একটা নৌকা যাইত তখন সে আরও অধিক আড়ম্বরের সহিত বইখানা তুলিয়া লইয়া বিড় বিড় করিয়া পড়ার ভাণ করিত; দর্শক চলিয়া গেলে সে আর পড়ার উৎসাহ রক্ষা করিতে পারিত না।

পূর্ব্বে সে অভ্যস্ত গানগুলো যন্ত্রের মত যথানিয়মে গাহিয়া যাইত, এখন সেই গানের সুরগুলো তাহার মনে এক অপূর্ব্ব চাঞ্চল্য সঞ্চার করে। গানের কথা অতি যৎ-সামান্য, তুচ্ছ অনুপ্রাসে পরিপূর্ণ, তাহার অর্থও নীলকান্তের নিকট সম্যক্ বোধগম্য নহে, কিন্তু যখন সে গাহিত—

ওরে রাজহংস, জন্মি দ্বিজবংশে,
এমন নৃশংস কেন হলি রে,—
বল্ কি জন্যে, এ অরণ্যে,
রাজকন্যের প্রাণসংশয় করিলি রে,—

তখন সে যেন সহসা লোকান্তরে জন্মা-ন্তরে উপনীত হইত—তখন চারিদিকের অভ্যস্ত জগৎটা এবং তাহার তুচ্ছ জীবনটা গানে তর্জ্জমা হইয়া একটা নূতন চেহারা ধারণ করিত। রাজহংস এবং রাজকন্যার কথা হইতে তাহার মনে এক অপরূপ ছবির আভাস জাগিয়া উঠিত, সে আপনাকে কি মনে করিত স্পষ্ট করিয়া বলা যায় না, কিন্তু যাত্রার দলের পিতৃমাতৃহীন ছোকরা বলিয়া ভুলিয়া যাইত। নিতান্ত অকিঞ্চনের ঘরের হতভাগ্য মলিন শিশু যখন সন্ধ্যাশয্যায় শুইয়া, রাজপুত্র, রাজকন্যা এবং সাত রাজার ধন মাণিকের কথা শোনে তখন সেই ক্ষীণ দীপালোকিত জীর্ণ গৃহকোণের অন্ধকারে তাহার মনটা সমস্ত দারিদ্র্য ও হীনতার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া এক সর্ব্বসম্ভব রূপ-কথার রাজ্যে একটা নূতন রূপ, উজ্জ্বল বেশ এবং অপ্রতিহত ক্ষমতা ধারণ করে; সেই-রূপ গানের সুরের মধ্যে এই যাত্রার দলের ছেলেটি আপনাকে এবং আপনার জগৎটিকে একটি নবীন আকারে সৃজন করিয়া তুলিত; জলের ধ্বনি, পাতার শব্দ, পাখীর ডাক, এবং যে লক্ষ্মী এই লক্ষ্মীছাড়াকে আশ্রয় দিয়াছেন তাঁহার সহাস্য স্নেহমুখচ্ছবি, তাঁহার কল্যাণমণ্ডিত বলয়বেষ্টিত বাহু দুইখানি এবং দুর্লভ সুন্দর পুষ্পদল-কোমল রক্তিম চরণ-যুগল কি এক মায়ামন্ত্রবলে রাগিণীর মধ্যে রূপান্তরিত হইয়া যাইত। আবার এক সময় এই গীত-মরীচিকা কোথায় অপসারিত হইত, যাত্রার দলের নীলকান্ত ঝাঁকড়া চুল লইয়া প্রকাশ পাইত, আমবাগানের অধ্যক্ষ প্রতিবেশীর অভিযোগক্রমে শরৎ আসিয়া তাহার গালে ঠাস্ ঠাস্ করিয়া চড় কসাইয়া দিতেন, এবং বালক ভক্তমণ্ডলীর অধিনায়ক

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

হইয়া নীলকান্ত জলে স্থলে এবং তরুশাখাগ্রে নব নব উপদ্রব সৃজন করিতে বাহির হইত।

ইতিমধ্যে শরতের ভাই সতীশ কলিকাতা হইতে কলেজের ছুটিতে বাগানে আসিয়া আশ্রয় লইল। কিরণ ভারি খুসি হইলেন, তাঁহার হাতে আর একটি কাজ জুটিল; উপবেশনে আহারে আচ্ছাদনে সমবয়স্ক ঠাকুরপোর প্রতি পরিহাস-পাশ বিস্তার করিতে লাগিলেন। কখনও হাতে সিঁদুর মাখিয়া তাহার চোখ টিপিয়া ধরেন, কখনও তাহার জামার পিঠে বাঁদর লিখিয়া রাখেন, কখনও ঝনাৎ করিয়া বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া সুললিত উচ্চহাস্যে পলায়ন করেন। সতীশও ছাড়িবার পাত্র নহে; সে তাঁহার চাবি চুরি করিয়া, তাঁহার পানের মধ্যে লঙ্কা পুরিয়া, অলক্ষিতে খাটের খুরার সহিত তাঁহার আঁচল বাঁধিয়া প্রতিশোধ তুলিতে থাকে। এইরূপে উভয়ে সমস্ত দিন তর্জ্জন ধাবন হাস্য, এমন কি, মাঝে মাঝে কলহ, ক্রন্দন, সাধাসাধি এবং পুনরায় শান্তিস্থাপন চলিতে লাগিল।

নীলকান্তকে কি ভূতে পাইল কে জানে! সে কি উপলক্ষ করিয়া কাহার সহিত বিবাদ করিবে ভাবিয়া পায় না, অথচ তাহার মন তীব্র তিক্তরসে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সে তাহার ভক্ত বালকগুলিকে অন্যায়রূপে কাঁদাইতে লাগিল, তাহার সেই পোষা দিশী কুকুরটাকে অকারণে লাথি মারিয়া কেঁই কেঁই শব্দে নভোমণ্ডল ধ্বনিত করিয়া তুলিল, এমন কি, পথে ভ্রমণের সময় সবেগে ছড়ি মারিয়া আগাছাগুলার শাখাচ্ছেদন করিয়া চলিতে লাগিল।

যাহারা ভাল খাইতে পারে, তাহাদিগকে সম্মুখে বসিয়া খাওয়াইতে কিরণ অত্যন্ত ভালবাসেন। ভাল খাইবার ক্ষমতাটা নীলকান্তের ছিল, সুখাদ্য দ্রব্য পুনঃপুনঃ খাইবার অনুরোধ তাহার নিকট কদাচ ব্যর্থ হইত না। এই জন্য কিরণ প্রায় তাহাকে ডাকিয়া নিজে থাকিয়া খাওয়াইতেন, এবং এই ব্রাহ্মণ-বালকের তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার দেখিয়া তিনি বিশেষ সুখ অনুভব করিতেন। সতীশ আসার পরে অনবসরবশতঃ নীলকান্তের আহারস্থলে প্রায় মাঝে মাঝে কিরণকে অনুপস্থিত থাকিতে হইত; পূর্ব্বে এরূপ ঘটনায় তাহার ভোজনের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হইত না; সে সর্ব্বশেষে দুধের বাটি ধুইয়া তাহার জলসুদ্ধ খাইয়া তবে উঠিত,—কিন্তু আজ কাল কিরণ নিজে ডাকিয়া না খাওয়াইলে তাহার বক্ষ ব্যথিত তাহার মুখ বিস্বাদ হইয়া উঠিত, না খাইয়া উঠিয়া পড়িত; বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে দাসীকে বলিয়া যাইত, আমার ক্ষুধা নাই। মনে করিত, কিরণ সংবাদ পাইয়া এখনি অনুতপ্তচিত্তে তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইবেন, এবং খাইবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিবেন, সে তথাপি কিছুতেই সে অনুরোধ পালন করিবে না, বলিবে, আমার ক্ষুধা নাই। কিন্তু কিরণকে কেহ সংবাদও দেয় না, কিরণ তাহাকে ডাকিয়াও পাঠান না; খাবার যাহা থাকে দাসী খাইয়া ফেলে। তখন সে আপন শয়নগৃহের প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া অন্ধকার বিছানার উপর পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া ফাঁপিয়া ফাঁপিয়া মুখের উপর সবলে বালিশ চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিতে থাকে; কিন্তু কি তাহার নালিশ, কাহার উপরে তাহার দাবী, কে তাহাকে সান্ত্বনা করিতে আসিবে! যখন কেহই আসে না

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

তখন স্নেহময়ী বিশ্বধাত্রী নিদ্রা আসিয়া ধীরে ধীরে কোমল করস্পর্শে এই মাতৃহীন ব্যথিত বালকের অভিমান শান্ত করিয়া দেন।

নীলকান্তের দৃঢ় ধারণা হইল সতীশ কিরণের কাছে তাহার নামে সর্ব্বদাই লাগায়; যে দিন কিরণ কোন কারণে গম্ভীর হইয়া থাকিতেন সে দিন নীলকান্ত মনে করিত, সতীশের চক্রান্তে কিরণ তাহা-রই উপর রাগ করিয়া আছেন।

এখন হইতে নীলকান্ত এক মনে তীব্র আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সর্ব্বদাই দেবতার নিকট প্রার্থনা করে, আর জন্মে আমি যেন সতীশ হই, এবং সতীশ যেন আমি হয়। সে জানিত ব্রাহ্মণের একান্তমনের অভিশাপ কখন নিষ্ফল হয় না, এই জন্য সে মনে মনে সতীশকে ব্রহ্মতেজে দগ্ধ করিতে গিয়া নিজে দগ্ধ হইতে থাকিত, এবং উপরের তলা হইতে সতীশ ও তাহার বৌঠাকুরাণীর উচ্ছ্বসিত উচ্চহাস্যমিশ্রিত পরিহাসকলরব শুনিতে পাইত।

নীলকান্ত স্পষ্টতঃ সতীশের কোনরূপ শত্রুতা করিতে সাহস করিত না, কিন্তু সুযোগমত তাহার ছোটখাট অসুবিধা ঘটাইয়া প্রীতিলাভ করিত। ঘাটের সোপানে সাবান রাখিয়া সতীশ যখন গঙ্গায় নামিয়া ডুব দিতে আরম্ভ করিত, তখন নীলকান্ত ফস্ করিয়া আসিয়া সাবান চুরি করিয়া লইত—সতীশ যথাকালে সাবানের সন্ধানে আসিয়া দেখিত সাবান নাই। একদিন নাহিতে নাহিতে হঠাৎ দেখিল তাহার বিশেষ সখের চিকণের কাজ করা জামাটি গঙ্গার জলে ভাসিয়া যাইতেছে, ভাবিল হাওয়ায় উড়িয়া গেছে, কিন্তু হাওয়াটা কোন দিক্ হইতে বহিল তাহা কেহ জানে না।

একদিন সতীশকে আমোদ দিবার জন্য কিরণ নীলকান্তকে ডাকিয়া তাহাকে যাত্রার গান গাহিতে বলিলেন—নীলকান্ত নিরুত্তর হইয়া রহিল। কিরণ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোর আবার কি হলরে? নীল-কান্ত তাহার জবাব দিল না। কিরণ পুনশ্চ বলিলেন, সেই গানটা গা না!—সে আমি ভুলে গেছি বলিয়া নীলকান্ত চলিয়া গেল।

অবশেষে কিরণের দেশে ফিরিবার সময় হইল। সকলেই প্রস্তুত হইতে লাগিল;—সতীশও সঙ্গে যাইবে। কিন্তু নীলকান্তকে কেহ কোন কথাই বলে না। সে সঙ্গে যাইবে কি থাকিবে সে প্রশ্নমাত্র কাহারও মনে উদয় হয় না।

কিরণ নীলকান্তকে সঙ্গে লইবার প্রস্তাব করিলেন তাহাতে শাশুড়ি স্বামী এবং দেবর সকলেই একবাক্যে আপত্তি করিয়া উঠি-লেন, কিরণও তাঁহার সংকল্প ত্যাগ করি-লেন। অবশেষে যাত্রার দুই দিন আগে ব্রাহ্মণ-বালককে ডাকিয়া কিরণ তাহাকে স্নেহবাক্যে স্বদেশে যাইতে উপদেশ করিলেন।

সে উপরি উপরি কয় দিন অবহেলার পর মিষ্টবাক্য শুনিতে পাইয়া আর থাকিতে পারিল না, একেবারে কাঁদিয়া উঠিল। কিরণেরও চোখ ছল্ ছল্ করিয়া উঠিল;—যাহাকে চিরকাল কাছে রাখা যাইবে না, তাহাকে কিছুদিন আদর দিয়া তাহার মায়া বসিতে দেওয়া ভাল হয় নাই বলিয়া কির-ণের মনে বড় অনুতাপ উপস্থিত হইল।

সতীশ কাছে উপস্থিত ছিল, সে অত-বড় ছেলের কান্না দেখিয়া ভারি বিরক্ত

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

হইয়া বলিয়া উঠিল—আরে মোলো! কথা নাই বার্ত্তা নাই, একেবারে কাঁদিয়াই অস্থির!—

কিরণ এই কঠোর উক্তির জন্য সতীশকে ভর্ৎসনা করিলেন; সতীশ কহিল, তুমি বোঝ না বৌদিদি, তুমি সকলকেই বড় বেশী বিশ্বাস কর; কোথাকার কে তাহার ঠিক নাই, এখানে আসিয়া দিব্য রাজার হালে আছে। আবার পুনর্মূষিক হইবার আশঙ্কায় আজ মায়া-কান্না জুড়িয়াছে—ও বেশ জানে যে দু ফোঁটা চখের জল ফেলিলেই তুমি গলিয়া যাইবে।

নীলকান্ত তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল;—কিন্তু তাহার মনটা সতীশের কাল্পনিক মূর্ত্তিকে ছুরি হইয়া কাটিতে লাগিল, ছুঁচ হইয়া বিঁধিতে লাগিল, আগুন হইয়া জ্বালাইতে লাগিল, কিন্তু প্রকৃত সতীশের গায়ে একটি চিহ্নমাত্র বসিল না, কেবল তাহারই মর্ম্মস্থল হইতে রক্তপাত হইতে লাগিল।

কলিকাতা হইতে সতীশ একটি সৌখীন দোয়াতদান কিনিয়া আনিয়াছিল, তাহাতে দুই পাশে দুই ঝিনুকের নৌকার উপর দোয়াত বসান, এবং মাঝে একটা জর্ম্মণ রৌপ্যের হাঁস উন্মুক্ত চঞ্চুপুটে কলম লইয়া পাখা মেলিয়া বসিয়া আছে, সেটির প্রতি সতীশের অত্যন্ত যত্ন ছিল; প্রায় সে মাঝে মাঝে সিল্কের রুমাল দিয়া অতি সযত্নে সেটি ঝাড়পোঁচ করিত। কিরণ প্রায়ই পরিহাস করিয়া সেই রৌপ্যহংসের চঞ্চু-অগ্রভাগে অঙ্গুলির আঘাত করিয়া বলিতেন, ওরে রাজহংস, জন্মি দ্বিজবংশে এমন নৃশংস কেন হলি রে—এবং ইহাই উপলক্ষ করিয়া দেবরে তাঁহাতে হাস্যকৌতুকের বাগ্যুদ্ধ চলিত।

স্বদেশযাত্রার আগের দিন সকাল-বেলায় সে জিনিষটা খুজিয়া পাওয়া গেল না। কিরণ হাসিয়া কহিলেন, ঠাকুরপো, তোমার রাজহংস তোমার দময়ন্তীর অন্বেষণে উড়িয়াছে।

কিন্তু সতীশ অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিল। নীলকান্তই যে সেটা চুরি করিয়াছে সে বিষয়ে তাহার সন্দেহমাত্র রহিল না—গতকল্য সন্ধ্যার সময় তাহাকে সতীশের ঘরের কাছে ঘুর ঘুর করিতে দেখিয়াছে এমন সাক্ষীও পাওয়া গেল।

সতীশের সম্মুখে অপরাধী আনীত হইল। সেখানে কিরণও উপস্থিত ছিলেন। সতীশ একেবারেই তাহাকে বলিয়া উঠিলেন, তুই আমার দোয়াত চুরি করে কোথায় রেখেছিস্, এনে দে!

নীলকান্ত নানা অপরাধে এবং বিনা অপরাধেও শরতের কাছে অনেক মার খাইয়াছে, এবং বরাবর প্রফুল্লচিত্তে তাহা বহন করিয়াছে। কিন্তু কিরণের সম্মুখে যখন তাহার নামে দোয়াৎ চুরির অপবাদ আসিল, তখন তাহার বড় বড় দুই চোখ আগুনের মত জ্বলতে লাগিল; তাহার বুকের কাছটা ফুলিয়া কণ্ঠের কাছে ঠেলিয়া উঠিল; সতীশ আর একটা কথা বলিলেই সে তাহার দুই হাতের দশ নখ লইয়া ক্রুদ্ধ বিড়ালশাবকের মত সতীশের উপর গিয়া পড়িত।

তখন কিরণ তাহাকে পাশের ঘরে ডাকিয়া লইয়া মৃদুমিষ্টস্বরে বলিলেন—নীলু, যদি সেই দোয়াৎটা নিয়ে থাকিস্ আমাকে আস্তে আস্তে দিয়ে যা, তোকে কেউ কিছু বল্‌বে না!

নীলকান্তর চোখ ফাটিয়া টস্ টস্

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

করিয়া জল পড়িতে লাগিল, অবশেষে সে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল।

কিরণ বাহিরে আসিয়া বলিলেন, নীলকান্ত কখনই চুরি করে নি!

শরৎ এবং সতীশ উভয়েই বলিতে লাগিলেন, নিশ্চয়, নীলকান্ত ছাড়া আর কেহই চুরি করেনি।

কিরণ সবলে বলিলেন, কখনই না।

শরৎ নীলকান্তকে ডাকিয়া সওয়াল করিতে ইচ্ছা করিলেন, কিরণ বলিলেন, না, উহাকে এই চুরি সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারিবে না।

সতীশ কহিলেন, উহার ঘর এবং বাক্স খুঁজিয়া দেখা উচিত।

কিরণ বলিলেন, তাহা যদি কর, তাহা হইলে তোমার সঙ্গে আমার জন্মশোধ আড়ি হইবে। নির্দ্দোষের প্রতি কোনরূপ সন্দেহ প্রকাশ করিতে পাইবে না।

বলিতে বলিতে তাঁহার চোখের পাতা দুই ফোটা জলে ভিজিয়া উঠিল। তাহার পর সেই দুটি করুণ চক্ষুর অশ্রুজলের দোহাই মানিয়া নীলকান্তের প্রতি আর কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হইল না।

নিরীহ আশ্রিত বালকের প্রতি এইরূপ অত্যাচারে কিরণের মনে অত্যন্ত দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি ভাল দুই যোড়া ফরাসডাঙ্গার ধুতি চাদর, দুইটি জামা, এক যোড়া নূতন জুতা এবং একখানি দশ টাকার নোট লইয়া সন্ধ্যাবেলায় নীলকান্তের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, নীলকান্তকে না বলিয়া সেই স্নেহ-উপহারগুলি আস্তে আস্তে তাহার বাক্সর মধ্যে রাখিয়া আসিবেন। টিনের বাক্সটিও তাঁহার দত্ত।

আঁচল হইতে চাবির গোচ্ছা লইয়া নিঃশব্দে সেই বাক্স খুলিলেন। কিন্তু তাঁহার উপহারগুলি ধরাইতে পারিলেন না। বাক্সর মধ্যে লাঠাই, কঞ্চি, কাঁচা আম কাটিবার জন্য ঘষা ঝিনুক, ভাঙ্গা গ্লাসের তলা প্রভৃতি নানা জাতীয় পদার্থ স্তূপাকারে রক্ষিত।

কিরণ ভাবিলেন, বাক্সটি ভাল করিয়া গুছাইয়া তাহার মধ্যে সকল জিনিষ ধরাইতে পারিবেন। সেই উদ্দেশে বাক্সটি খালি করিতে লাগিলেন। প্রথমে লাঠাই লাঠিম ছুরি ছড়ি প্রভৃতি বাহির হইতে লাগিল—তাহার পরে খান কয়েক ময়লা এবং কাচা কাপড় বাহির হইল, তাহার পরে সকলের নীচে হঠাৎ সতীশের সেই বহুযত্নের রাজহংসশোভিত দোয়াতদানটি বাহির হইয়া আসিল।

কিরণ আশ্চর্য্য হইয়া আরক্তিমমুখে অনেকক্ষণ সেটি হাতে করিয়া লইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে কখন্ নীলকান্ত পশ্চাৎ হইতে ঘরে প্রবেশ করিল তিনি তাহা জানিতেও পারিলেন না। নীলকান্ত সমস্তই দেখিল; মনে করিল কিরণ স্বয়ং চোরের মত তাহার চুরি ধরিতে আসিয়াছেন, এবং তাহার চুরিও ধরা পড়িয়াছে। সে যে সামান্য চোরের মত লোভে পড়িয়া চুরি করে নাই, সে যে কেবল প্রতিহিংসাসাধনের জন্য এ কাজ করিয়াছে, সে যে ঐ জিনিষটা গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিবে বলিয়াই ঠিক করিয়াছিল, কেবল এক মুহূর্ত্তের দুর্ব্বলতাবশতঃ ফেলিয়া না দিয়া নিজের বাক্সর মধ্যে পূরিয়াছে, সে সকল কথা সে কেমন করিয়া বুঝাইবে! সে চোর নয়, সে চোর নয়!

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

তবে সে কি? কেমন করিয়া বলিবে সে কি! সে চুরি করিয়াছে, কিন্তু সে চোর নহে; কিরণ যে তাহাকে চোর বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন এ নিষ্ঠুর অন্যায় সে কিছুতেই বুঝাইতেও পারিবে না, বহন করিতেও পারিবে না।

কিরণ একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেই দোয়াতদানটা বাক্সর ভিতরে রাখিলেন। চোরের মত তাহার উপরে ময়লা কাপড় চাপা দিলেন, তাহার উপর বালকের লাঠাই লাঠি লাঠিম ঝিনুক কাঁচের টুক্‌রা প্রভৃতি সমস্তই রাখিলেন, এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার উপহারগুলি ও দশ টাকার নোটটি সাজাইয়া রাখিলেন।

কিন্তু পরের দিন সেই ব্রাহ্মণ-বালকের কোন উদ্দেশ পাওয়া গেল না। গ্রামের লোকেরা বলিল, তাহাকে দেখে নাই; পুলিস বলিল তাহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। তখন শরৎ বলিল, এইবার নীলকণ্ঠের বাক্সটা. পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক্।

কিরণ জেদ্ করিয়া বলিলেন, সে কিছুতেই হইবে না।

বলিয়া বাক্সটি আপন ঘরে আনাইয়া দোয়াৎদানটি বাহির করিয়া গোপনে গঙ্গার জলে ফেলিয়া আসিলেন।

শরৎ সপরিবারে দেশে চলিয়া গেলেন; বাগান একদিনে শূন্য হইয়া গেল; কেবল নীলকান্তের সেই পোষা গ্রাম্য কুকুরটা আহার ত্যাগ করিয়া নদীর ধারে ধারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া খুজিয়া খুজিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতে লাগিল।

দিদি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পল্লীবাসিনী কোন এক হতভাগিনীর অন্যায়কারী অত্যাচারী স্বামীর দুষ্কৃতি সকল সবিস্তারে বর্ণন পূর্ব্বক প্রতিবেশিনী তারা অত্যন্ত সংক্ষেপে নিজের রায় প্রকাশ করিয়া কহিল এমন স্বামীর মুখে আগুন।

শুনিয়া জয়গোপাল বাবুর স্ত্রী শশি অত্যন্ত পীড়া অনুভব করিলেন;—স্বামীজাতির মুখে চুরটের আগুন ছাড়া অন্য কোন প্রকার আগুন কোন অবস্থাতেই কামনা করা স্ত্রী-জাতিকে শোভা পায় না।

অতএব এ সম্বন্ধে তিনি কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ প্রকাশ করাতে কঠিন-হৃদয় তারা দ্বিগুণ উৎসাহের সহিত কহিল এমন স্বামী থাকার চেয়ে সাতজন্ম বিধবা হওয়া ভাল। এই বলিয়া সে সভাভঙ্গ করিয়া চলিয়া গেল।

শশি মনে মনে কহিল, স্বামীর এমন কোন অপরাধ কল্পনা করিতে পারি না, যাহাতে তাঁহার প্রতি মনের ভাব এত কঠিন হইয়া উঠিতে পারে। এই কথা মনের মধ্যে আলোচনা করিতে করিতেই তাহার কোমল হৃদয়ের সমস্ত প্রীতিরস তাহার প্রবাসী স্বামীর অভিমুখে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল; শয্যাতলে তাহার স্বামী যে অংশে শয়ন করিত সেই অংশের উপর বাহু প্রসারণ করিয়া পড়িয়া শূন্য বালিশকে চুম্বন করিল, বালিশের মধ্যে স্বামীর মাথার আঘ্রাণ অনুভব করিল এবং দ্বার রুদ্ধ করিয়া কাঠের

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

বাক্স হইতে স্বামীর একখানি বহুকালের লুপ্তপ্রায় ফটোগ্রাফ এবং হাতের লেখা চিঠিগুলি বাহির করিয়া বসিল। সেদিন-কার নিস্তব্ধ মধ্যাহ্ন এইরূপে নিভৃত কক্ষে, নির্জ্জন চিন্তায়, পুরাতন স্মৃতিতে এবং বিষাদের অশ্রুজলে কাটিয়া গেল।

শশিকলা এবং জয়গোপালের যে নব-দাম্পত্য তাহা নহে। বাল্যকালে বিবাহ হইয়াছিল, ইতিমধ্যে সন্তানাদিও হইয়াছে। উভয়ে বহুকাল একত্র অবস্থান করিয়া নিতান্ত সহজ সাধারণ ভাবেই দিন কাটিয়াছে; কোন পক্ষেই অপরিমিত প্রেমোচ্ছ্বাসের কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। প্রায় ষোল বৎসর একাদিক্রমে অবিচ্ছেদে যাপন করিয়া হঠাৎ কর্ম্মবশে তাহার স্বামী বিদেশে চলিয়া যাওয়ার পর শশির মনে একটা প্রবল প্রেমাবেগ জাগ্রৎ হইয়া উঠিল। বিরহের দ্বারা বন্ধনে যতই টান পড়িল কোমল হৃদয়ে প্রেমের ফাঁশ ততই শক্ত করিয়া আঁটিয়া ধরিল; ঢিলা অবস্থায় যাহার অস্তিত্ব অনু-ভব করিতে পারে নাই এখন তাহার বেদনা টন্‌টন্ করিতে লাগিল।

তাই আজ এতদিন পরে এত বয়সে ছেলের মা হইয়া শশি বসন্তমধ্যাহ্নে নির্জ্জন ঘরে বিরহশয্যায় উন্মেষিতযৌবনা নব-বধূর সুখস্বপ্ন দেখিতে লাগিল। যে প্রেম অজ্ঞাতভাবে জীবনের সম্মুখ দিয়া প্রবাহিত হইয়া গিয়াছে, সহসা আজ তাহারই কলগীতিশব্দে জাগ্রৎ হইয়া মনে মনে তাহারই উজান বাহিয়া দুই তীরে বহু দূরে অনেক সোণার পুরী অনেক কুঞ্জবন দেখিতে লাগিল;—কিন্তু সেই অতীত সুখসম্ভাবনার মধ্যে এখন আর পদার্পণ করিবার স্থান নাই। মনে করিতে লাগিল এইবার যখন স্বামীকে নিকটে পাইব, তখন জীবনকে নীরস এবং বসন্তকে নিষ্ফল হইতে দিব না। কতদিন কতবার তুচ্ছতর্কে সামান্য কলহে স্বামীর প্রতি সে উপদ্রব করিয়াছে আজ অনুতপ্তচিত্তে একান্ত মনে সঙ্কল্প করিল আর কখনই সে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিবে না, স্বামীর ইচ্ছায় বাধা দিবে না, স্বামীর আদেশ পালন করিবে, প্রীতিপূর্ণ নম্রহৃদয়ে নীরবে স্বামীর ভালমন্দ সমস্ত আচরণ সহ্য করিবে; কারণ, স্বামী সর্ব্বস্ব, স্বামী প্রিয়তম, স্বামী দেবতা।

অনেকদিন পর্য্যন্ত শশিকলা তাহার পিতামাতার একমাত্র আদরের কন্যা ছিল। সেই জন্য, জয়গোপাল যদিও সামান্য চাকরি করিত, তবু ভবিষ্যতের জন্য তাহার কিছু-মাত্র ভাবনা ছিল না। পল্লীগ্রামে রাজভোগে থাকিবার পক্ষে তাহার শ্বশুরের যথেষ্ট সম্পত্তি ছিল।

এমন সময় নিতান্ত অকালে প্রায় বৃদ্ধ-বয়সে শশিকলার পিতা কালীপ্রসন্নের একটি পুত্রসন্তান জন্মিল। সত্য কথা বলিতে কি, পিতামাতার এইরূপ অনপেক্ষিত অসঙ্গত অন্যায় আচরণে শশি মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল; জয়গোপালও সবি-শেষ প্রীতিলাভ করে নাই।

অধিক বয়সের ছেলেটির প্রতি পিতা-মাতার স্নেহ অত্যন্ত ঘনীভূত হইয়া উঠিল। এই নবাগত, ক্ষুদ্রকায়, স্তন্যপিপাসু, নিদ্রা-তুর শ্যালকটি অজ্ঞাতসারে দুই দুর্ব্বল হস্তের অতি ক্ষুদ্র বদ্ধমুষ্টির মধ্যে জয়গোপালের সমস্ত আশা ভরসা যখন অপহরণ করিয়া বসিল, তখন সে আসামের চা-বাগানে এক চাকরি লইল।

নিকটবর্ত্তী স্থানে চাকরির সন্ধান করিতে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

সকলেই তাহাকে পীড়াপীড়ি করিয়াছিল— কিন্তু সর্ব্বসাধারণের উপর রাগ করিয়াই হউক, অথবা চা-বাগানে দ্রুত বাড়িয়া উঠিবার কোন উপায় জানিয়াই হউক, জয়গোপাল কাহারও কথায় কর্ণপাত করিল না; শশিকে সন্তানসহ তাহার বাপের বাড়ি রাখিয়া সে আসামে চলিয়া গেল। বিবাহিত জীবনে স্বামী স্ত্রীর এই প্রথম বিচ্ছেদ।

এই ঘটনায় শিশু ভ্রাতাটির প্রতি শশিকলার ভারি রাগ হইল। যে মনের আক্ষেপ মুখ ফুটিয়া বলিবার যো নাই, তাহারই আক্রোশটা সব চেয়ে বেশী হয়। ক্ষুদ্র ব্যক্তিটি আরামে স্তন্যপান করিতে ও চক্ষু মুদিয়া নিদ্রা দিতে লাগিল এবং তাহার বড় ভগিনীটি দুধ গরম, ভাত ঠাণ্ডা, ছেলের ইস্কুলে যাওয়ার দেরি প্রভৃতি নানা উপলক্ষে নিশিদিন মান অভিমান করিয়া অস্থির হইল এবং অস্থির করিয়া তুলিল।

অল্পদিনের মধ্যেই ছেলেটির মার মৃত্যু হইল; মরিবার পূর্ব্বে জননী তাহার কন্যার হাতে শিশুপুত্রটিকে সমর্পণ করিয়া দিয়া গেলেন।

তখন অনতিবিলম্বেই সেই মাতৃহীন ছেলেটি অনায়াসেই তাহার দিদির হৃদয় অধিকার করিয়া লইল। হুহুঙ্কার শব্দ পূর্ব্বক সে যখন তাঁহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া পরম আগ্রহের সহিত দন্তহীন ক্ষুদ্র মুখের মধ্যে তাঁহার মুখ চক্ষু নাসিকা সমস্তটা গ্রাস করিবার চেষ্টা করিত, ক্ষুদ্র মুষ্টির মধ্যে তাঁহার কেশগুচ্ছ লইয়া কিছুতেই দখল ছাড়িতে চাহিত না, সূর্য্যোদয় হইবার পূর্ব্বেই জাগিয়া উঠিয়া গড়াইয়া তাঁহার গায়ের কাছে আসিয়া কোমল স্পর্শে তাঁহাকে পুলকিত করিয়া মহাকলরব আরম্ভ করিয়া দিত;— যখন ক্রমে সে তাঁহাকে জিজি এবং জিজিমা বলিয়া ডাকিতে লাগিল এবং কাজকর্ম্ম ও অবসরের সময় নিষিদ্ধ কার্য্য করিয়া, নিষিদ্ধ খাদ্য খাইয়া, নিষিদ্ধ স্থানে গমনপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি বিধিমত উপদ্রব আরম্ভ করিয়া দিল, তখন শশি আর থাকিতে পারিলেন না। এই স্বেচ্ছাচারী ক্ষুদ্র অত্যাচারীর নিকটে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া দিলেন। ছেলেটির মা ছিল না বলিয়া তাহার প্রতি তাঁহার আধিপত্য ঢের বেশী হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

ছেলেটির নাম হইল নীলমণি। তাহার বয়স যখন দুই বৎসর তখন তাহার পিতার কঠিন পীড়া হইল। অতি শীঘ্র চলিয়া আসিবার জন্য জয়গোপালের নিকট পত্র গেল। জয়গোপাল যখন বহু চেষ্টায় ছুটি লইয়া আসিয়া পৌঁছিল তখন কালীপ্রসন্নের মৃত্যুকাল উপস্থিত।

মৃত্যুর পূর্ব্বে কালীপ্রসন্ন, নাবালক ছেলেটির তত্ত্বাবধানের ভার জয়গোপালের প্রতি অর্পণ করিয়া তাঁহার বিষয়ের সিকি অংশ কন্যার নামে লিখিয়া দিলেন।

সুতরাং বিষয়-রক্ষার জন্য জয়গোপালকে কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসিতে হইল।

অনেক দিনের পরে স্বামীস্ত্রীর পুনর্ম্মিলন হইল। একটা জড়পদার্থ ভাঙ্গিয়া গেলে আবার ঠিক তাহার খাঁজে খাঁজে মিলাইয়া দেওয়া যায়। কিন্তু দুটি মানুষকে যেখানে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

বিচ্ছিন্ন করা হয়, দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে আর ঠিক সেখানে রেখায় রেখায় মেলে না;—কারণ, মন জিনিষটা সজীব পদার্থ; নিমেষে নিমেষে তাহার পরিণতি এবং পরিবর্ত্তন।

শশির পক্ষে এই নূতন মিলনে নূতন ভাবের সঞ্চার হইল। সে যেন তাহার স্বামীকে ফিরিয়া বিবাহ করিল। পুরাতন দাম্পত্যের মধ্যে চিরাভ্যাসবশতঃ যে এক অসাড়তা জন্মিয়া গিয়াছিল, বিরহের আকর্ষণে তাহা অপসৃত হইয়া সে তাহার স্বামীকে যেন পূর্ব্বাপেক্ষা সম্পূর্ণতর ভাবে প্রাপ্ত হইল,—মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল, যেমন দিনই আসুক্, যতদিনই যাক্, স্বামীর প্রতি এই দীপ্ত প্রেমের উজ্জ্বলতাকে কখনই ম্লান হইতে দিব না।

নূতন মিলনে জয়গোপালের মনের অবস্থাটা অন্যরূপ। পূর্ব্বে যখন উভয়ে অবিচ্ছেদে একত্র ছিল যখন স্ত্রীর সহিত তাহার সমস্ত স্বার্থের এবং বিচিত্র অভ্যাসের ঐক্যবন্ধন ছিল, স্ত্রী তখন জীবনের একটি নিত্য সত্য হইয়াছিল,—তাহাকে বাদ দিতে গেলে দৈনিক অভ্যাসজালের মধ্যে সহসা অনেকখানি ফাঁক পড়িত। এই জন্য বিদেশে গিয়া জয়গোপাল প্রথম প্রথম অগাধ জলের মধ্যে পড়িয়াছিল। কিন্তু ক্রমে তাহার সেই অভ্যাস-বিচ্ছেদের মধ্যে নূতন অভ্যাসের তালি লাগিয়া গেল।

কেবল তাহাই নহে। পূর্ব্বে নিতান্ত নিশ্চেষ্ট নিশ্চিন্তভাবে তাহার দিন কাটিয়া যাইত। মাঝে দুই বৎসর, অবস্থা-উন্নতি-চেষ্টা তাহার মনে এমন প্রবলভাবে জাগিয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার মনের সম্মুখে আর কিছুই ছিল না। এই নূতন নেশার তীব্রতার তুলনায় তাহার পূর্ব্বজীবন বস্তুহীন ছায়ার মত দেখাইতে লাগিল। স্ত্রীলোকের প্রকৃতিতে প্রধান পরিবর্ত্তন ঘটায় প্রেম, এবং পুরুষের ঘটায় দুশ্চেষ্টা।

জয়গোপাল দুই বৎসর পরে আসিয়া অবিকল তাহার পূর্ব্ব স্ত্রীটিকে ফিরিয়া পাইল না। তাহার স্ত্রীর জীবনে শিশু শ্যালকটি একটা নূতন পরিসর বৃদ্ধি করিয়াছে। এই অংশটি তাহার পক্ষে সম্পূর্ণ অপরিচিত,—এই অংশে স্ত্রীর সহিত তাহার কোন যোগ নাই। স্ত্রী তাহাকে আপনার এই শিশু-স্নেহের ভাগ দিবার অনেক চেষ্টা করিত—কিন্তু ঠিক কৃতকার্য্য হইত কি না, বলিতে পারি না।

শশি নীলমণিকে কোলে করিয়া আনিয়া হাস্যমুখে তাহার স্বামীর সম্মুখে ধরিত—নীলমণি প্রাণপণে শশির গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার কাঁধে মুখ লুকাইত, কোন প্রকার কুটুম্বিতার খাতির মানিত না। শশির ইচ্ছা, তাহার এই ক্ষুদ্র ভ্রাতাটির যত প্রকার মন ভুলাইবার বিদ্যা আয়ত্ত আছে, সবগুলি জয়গোপালের নিকট প্রকাশ হয়; কিন্তু জয়গোপালও সে জন্য বিশেষ আগ্রহ অনুভব করিত না এবং শিশুটিও বিশেষ উৎসাহ দেখাইত না। জয়গোপাল কিছুতেই বুঝিতে পারিত না এই কৃশকায় বৃহৎমস্তক গম্ভীরমুখ শ্যামবর্ণ ছেলেটার মধ্যে এমন কি আছে যে জন্য তাহার প্রতি এতটা স্নেহের অপব্যয় করা হইতেছে।

ভালবাসার ভাবগতিক মেয়েরা খুব চট্ করিয়া বোঝে। শশি অবিলম্বেই বুঝিল জয়গোপাল নীলমণির প্রতি বিশেষ অনুরক্ত নহে। তখন ভাইটিকে সে বিশেষ সাবধানে আড়াল করিয়া রাখিত—স্বামীর স্নেহহীন বিরাগদৃষ্টি হইতে তাহাকে তফাতে রাখিতে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

চেষ্টা করিত। এইরূপে ছেলেটি তাহার গোপন যত্নের ধন, তাহার একলার স্নেহের সামগ্রী হইয়া উঠিল। সকলেই জানেন, স্নেহ যত গোপনের, যত নির্জ্জনের হয়, ততই প্রবল হইতে থাকে।

নীলমণি কাঁদিলে জয়গোপাল অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিত—এই জন্য শশি তাহাকে তাড়াতাড়ি বুকের মধ্যে চাপিয়া সমস্ত প্রাণ দিয়া তাহার কান্না থামাইবার চেষ্টা করিত;—বিশেষতঃ নীলমণির কান্নায় যদি রাত্রে তাহার স্বামীর ঘুমের ব্যাঘাত হইত, এবং স্বামী এই ক্রন্দনপরায়ণ ছেলেটার প্রতি অত্যন্ত হিংস্রভাবে ঘৃণা প্রকাশ পূর্ব্বক জর্জ্জর-চিত্তে গর্জ্জন করিয়া উঠিত তখন শশি যেন অপরাধিনীর মত সঙ্কুচিত শশব্যস্ত হইয়া পড়িত, তৎক্ষণাৎ তাহাকে কোলে করিয়া দূরে লইয়া গিয়া একান্ত সানুনয় স্নেহের স্বরে সোণা আমার, ধন আমার, মাণিক আমার বলিয়া ঘুম পাড়াইতে থাকিত।

ছেলেতে ছেলেতে নানা উপলক্ষে ঝগড়া বিবাদ হইয়াই থাকে। পূর্ব্বে এরূপ স্থলে শশি নিজের ছেলেদের দণ্ড দিয়া ভাইয়ের পক্ষ অবলম্বন করিত, কারণ, তাহার মা ছিল না। এখন বিচারকের সঙ্গে সঙ্গে দণ্ডবিধির পরিবর্ত্তন হইল। এখন সর্ব্বদাই নিরপরাধে এবং অবিচারে নীলমণিকে কঠিন দণ্ড ভোগ করিতে হইত। সেই অন্যায় শশির বক্ষে শেলের মত বাজিত; তাই সে দণ্ডিত ভ্রাতাকে ঘরে লইয়া গিয়া তাহাকে মিষ্ট দিয়া খেলেনা দিয়া আদর করিয়া চুমো খাইয়া শিশুর আহত হৃদয়ে যথাসাধ্য সান্ত্বনা বিধান করিবার চেষ্টা করিত।

ফলতঃ দেখা গেল, শশি নীলমণিকে যতই ভালবাসে জয়গোপাল নীলমণির প্রতি ততই বিরক্ত হয়; আবার জয়গোপাল নীলমণির প্রতি যতই বিরাগ প্রকাশ করে, শশি তাহাকে ততই স্নেহসুধায় অভিষিক্ত করিয়া দিতে থাকে।

জয়গোপাল লোকটা কখনও তাহার স্ত্রীর প্রতি কোনরূপ কঠোর ব্যবহার করে না এবং শশি নীরবে নম্রভাবে প্রীতির সহিত তাহার স্বামীর সেবা করিয়া থাকে, কেবল এই নীলমণিকে লইয়া ভিতরে ভিতরে উভয়ে উভয়কে অহরহঃ আঘাত দিতে লাগিল।

এইরূপ নীরব দ্বন্দ্বের গোপন আঘাত প্রতিঘাত প্রকাশ্য বিবাদের অপেক্ষা ঢের বেশী দুঃসহ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

নীলমণির সমস্ত শরীরের মধ্যে মাথাটাই সর্ব্বপ্রধান ছিল। দেখিলে মনে হইত বিধাতা যেন একটা সরু কাঠির মধ্যে ফুঁ দিয়া তাহার ডগার উপরে একটা বড় বুদ্বুদ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। ডাক্তাররাও মাঝে মাঝে আশঙ্কা প্রকাশ করিত ছেলেটি এইরূপ বুদ্বুদের মতই ক্ষণভঙ্গুর ক্ষণস্থায়ী হইবে। অনেক দিন পর্য্যন্ত সে কথা কহিতে এবং চলিতে শেখে নাই। তাহার বিষণ্ণ গম্ভীর মুখ দেখিয়া বোধ হইত, তাহার পিতামাতা তাঁহাদের অধিক বয়সের সমস্ত চিন্তাভার এই ক্ষুদ্র শিশুর মাথার উপরে চাপাইয়া দিয়া গেছেন।

দিদির যত্নে ও সেবায় নীলমণি তাহার বিপদের কাল উত্তীর্ণ হইয়া ছয় বৎসরে পা দিল।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

কার্ত্তিকমাসে ভাইফোঁটার দিনে নূতন জামা, চাদর এবং একখানি লালপেড়ে ধুতি পরাইয়া বাবু সাজাইয়া নীলমণিকে শশি ভাইফোঁটা দিতেছেন এমন সময়ে পূর্ব্বোক্ত স্পষ্টভাষিণী প্রতিবেশিনী তারা আসিয়া কথায় কথায় শশির সহিত ঝগড়া বাধাইয়া দিল।

সে কহিল, গোপনে ভাইয়ের সর্ব্বনাশ করিয়া ঘটা করিয়া ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিবার কোন ফল নাই।

শুনিয়া শশি বিস্ময়ে ক্রোধে বেদনায় বজ্রাহত হইল। অবশেষে শুনিতে পাইল, তাহারা স্বামী-স্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া নাবালক নীলমণির সম্পত্তি খাজনার দায়ে নিলাম করাইয়া তাহার স্বামীর পিস্তুতো ভাইয়ের নামে বেনামী করিয়া কিনিতেছে।

শুনিয়া শশি অভিশাপ দিল, যাহারা এতবড় মিথ্যা কথা রটনা করিতে পারে তাহাদের মুখে কুষ্ঠ হউক্।

এই বলিয়া সরোদনে স্বামীর নিকট উপস্থিত হইয়া জনশ্রুতির কথা তাহাকে জানাইল।

জয়গোপাল কহিল আজকালকার দিনে কাহাকেও বিশ্বাস করিবার যো নাই। উপেন্ আমার আপন পিস্তুতো ভাই, তাহার উপরে বিষয়ের ভার দিয়া আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিলাম—সে কখন্ গোপনে খাজনা বাকী ফেলিয়া মহল হাসিলপুর নিজে কিনিয়া লইয়াছে আমি জানিতেও পারি নাই।

শশি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, নালিশ করিবে না?

জয়গোপাল কহিল, ভাইয়ের নামে নালিশ করি কি করিয়া? এবং নালিশ করিয়াও ত কোন ফল নাই, কেবল অর্থ নষ্ট।

স্বামীর কথা বিশ্বাস করা শশির পরম কর্ত্তব্য, কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিল না। তখন এই সুখের সংসার এই প্রেমের গার্হস্থ্য সহসা তাহার নিকট অত্যন্ত বিকট বীভৎস আকার ধারণ করিয়া দেখা দিল। যে সংসারকে আপনার পরম আশ্রয় বলিয়া মনে হইত—হঠাৎ দেখিল সে একটা নিষ্ঠুর স্বার্থের ফাঁদ—তাহাদের দুটি ভাইবোনকে চারিদিক্ হইতে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। সে একা স্ত্রীলোক, অসহায় নীলমণিকে কেমন করিয়া রক্ষা করিবে ভাবিয়া কূল কিনারা পাইল না। যতই চিন্তা করিতে লাগিল, ততই ভয়ে এবং ঘৃণায় এবং বিপন্ন বালক ভ্রাতাটির প্রতি অপরিসীম স্নেহে তাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল সে যদি উপায় জানিত তবে লাট্ সাহেবের নিকট নিবেদন করিয়া, এমন কি, মহারাণীর নিকট পত্র লিখিয়া তাহার ভাইয়ের সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিত। মহারাণী কখনই নীলমণির বার্ষিক সাত শ আটান্ন টাকার মুনফার হাসিলপুর মহল বিক্রয় হইতে দিতেন না।

এইরূপে শশি যখন একেবারে মহারাণীর নিকট দরবার করিয়া তাহার পিস্তুতো দেবরকে সম্পূর্ণ জব্দ করিয়া দিবার উপায়চিন্তা করিতেছে তখন হঠাৎ নীলমণির জ্বর আসিয়া আক্ষেপসহকারে মূর্চ্ছা হইতে লাগিল।

জয়গোপাল এক গ্রাম্য নেটিভ ডাক্তারকে ডাকিল। শশি ভাল ডাক্তারের জন্য অনুরোধ করাতে জয়গোপাল বলিল, কেন মতিলাল মন্দ ডাক্তার কি!

শশি তখন তাঁহার পায়ে পড়িল, মাথার দিব্য দিল ; জয়গোপাল বলিল, আচ্ছা সহর হইতে ডাক্তার ডাকিতে পাঠাইতেছি।

শশি নীলমণিকে কোলে করিয়া বুকে করিয়া পড়িয়া রহিল। নীলমণিও তাহাকে এক দণ্ড চোখের আড়াল হইতে দেয় না ; পাছে ফাঁকি দিয়া পালায় এই ভয়ে তাহাকে জড়াইয়া থাকে ; এমন কি, ঘুমাইয়া পড়িলেও আঁচলটি ছাড়ে না।

সমস্ত দিন এমনি ভাবে কাটিলে সন্ধ্যার পর জয়গোপাল আসিয়া বলিল—সহরে ডাক্তার বাবুকে পাওয়া গেল না, তিনি দূরে কোথায় রোগী দেখিতে গিয়াছেন। ইহাও বলিল, মকদ্দমা উপলক্ষে আমাকে আজই অন্যত্র যাইতে হইতেছে ; আমি মতিলালকে বলিয়া গেলাম সে নিয়মিত আসিয়া রোগী দেখিয়া যাইবে।

রাত্রে নীলমণি ঘুমের ঘোরে প্রলাপ বকিল। প্রাতঃকালেই শশি কিছুমাত্র বিচার না করিয়া রোগী ভ্রাতাকে লইয়া নৌকা চড়িয়া একবারে সহরে গিয়া ডাক্তারের বাড়ি উপস্থিত হইল। ডাক্তার বাড়িতে আছেন—সহর ছাড়িয়া কোথাও যান নাই। ভদ্রস্ত্রীলোক দেখিয়া তিনি তাড়াতাড়ি বাসা ঠিক করিয়া একটি প্রাচীনা বিধবার তত্ত্বাবধানে শশিকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন এবং ছেলেটির চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন।

পরদিনই জয়গোপাল আসিয়া উপস্থিত। ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া স্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ তাহার সহিত ফিরিতে অনুমতি করিল।

স্ত্রী কহিল, আমাকে যদি কাটিয়া ফেল তবু আমি এখন ফিরিব না। তোমরা আমার নীলমণিকে মারিয়া ফেলিতে চাও —উহার মা নাই, বাপ নাই, আমি ছাড়া উহার আর কেহই নাই—আমি উহাকে রক্ষা করিব।

জয়গোপাল রাগিয়া কহিল, তবে এই খানেই থাক, তুমি আর আমার ঘরে ফিরিয়ো না।

শশি তখন প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়া কহিল ঘর তোমার কি ! আমার ভাইয়েরই ত ঘর।

জয়গোপাল কহিল—আচ্ছা সে দেখা যাইবে !

পাড়ার লোকে এই ঘটনার কিছুদিন খুব আন্দোলন করিতে লাগিল। প্রতিবেশিনী তারা কহিল, স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করিতে হয় ঘরে বসিয়া কর না বাপু। ঘর ছাড়িয়া যাইবার আবশ্যক কি ! হাজার হোক্ স্বামী ত বটে।

সঙ্গে যাহা টাকা ছিল সমস্ত খরচ করিয়া গহনাপত্র বেচিয়া শশি তাহার ভাইকে মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা করিল। তখন সে খবর পাইল, দ্বারিগ্রামে তাহাদের যে বড় জোৎ ছিল, যে জোতের উপরে তাহাদের বাড়ি, নানা রূপে যাহার আয় প্রায় বার্ষিক দেড় হাজার টাকা হইবে সেই জোৎটি জমিদারের সহিত যোগ করিয়া জয়গোপাল নিজের নামে খারিজ করিয়া লইয়াছে। এখন বিষয়টি সমস্তই তাহাদের—তাহার ভাইয়ের নহে।

ব্যামো হইতে সারিয়া উঠিয়া নীলমণি করুণস্বরে বলিতে লাগিল, দিদি, বাড়ি চল। সেখানে তাহার সঙ্গী ভাগিনেয়দের জন্য তাহার মন-কেমন করিতেছে। তাই বারংবার বলিল, দিদি আমাদের সেই ঘরে চল

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

না, দিদি! শুনিয়া দিদি কাঁদিতে লাগিল। আমাদের ঘর আর কোথায়!

কিন্তু কেবল কাঁদিয়া কোন ফল নাই—তখন পৃথিবীতে দিদি ছাড়া তাহার ভাইয়ের আর কেহ ছিল না। ইহা ভাবিয়া চোখের জল মুছিয়া শশি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ তারিণী বাবুর অন্তঃপুরে গিয়া তাঁহার স্ত্রীকে ধরিল।

ডেপুটি বাবু জয়গোপালকে চিনিতেন। ভদ্রঘরের স্ত্রী ঘরের বাহির হইয়া বিষয় সম্পত্তি লইয়া স্বামীর সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে চাহে ইহাতে শশির প্রতি তিনি বিশেষ বিরক্ত হইলেন। তাহাকে ভুলাইয়া রাখিয়া তৎক্ষণাৎ জয়গোপালকে পত্র লিখিলেন। জয়গোপাল শ্যালকসহ তাহার স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক নৌকায় তুলিয়া বাড়ি লইয়া গিয়া উপস্থিত করিল।

স্বামী স্ত্রীতে, দ্বিতীয় বিচ্ছেদের পর, পুনশ্চ এই দ্বিতীয় বার মিলন হইল! প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ!

অনেক দিন পরে ঘরে ফিরিয়া পুরাতন সহচরদিগকে পাইয়া নীলমণি বড় আনন্দে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার সেই নিশ্চিন্ত আনন্দ দেখিয়া অন্তরে অন্তরে শশির হৃদয় বিদীর্ণ হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

শীতকালে ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব মফঃস্বল পর্য্যবেক্ষণে বাহির হইয়া শীকার সন্ধানে গ্রামের মধ্যে তাঁবু ফেলিয়াছেন। গ্রামের পথে সাহেবের সঙ্গে নীলমণির সাক্ষাৎ হয়। অন্য বালকেরা তাঁহাকে দেখিয়া চাণক্য শ্লোকের কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক নখী দন্তী শৃঙ্গী প্রভৃতির সহিত সাহেবকেও যোগ করিয়া যথেষ্ট দূরে সরিয়া গেল। কিন্তু সুগম্ভীর প্রকৃতি নীলমণি অটল কৌতূহলের সহিত প্রশান্তভাবে সাহেবকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল।

সাহেব সকৌতুকে কাছে আসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি পাঠশালায় পড়?—

বালক নীরবে মাথা নাড়িয়া জানাইল, হাঁ।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কোন পুস্তক পড়িয়া থাক?—

নীলমণি পুস্তক শব্দের অর্থ না বুঝিয়া নিস্তব্ধভাবে ম্যাজিষ্ট্রেটের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

ম্যাজিষ্ট্রর সাহেবের সহিত এই পরিচয়ের কথা নীলমণি অত্যন্ত উৎসাহের সহিত তাহার দিদির নিকট বর্ণনা করিল।

মধ্যাহ্নে চাপকান প্যাণ্ট্লুন পাগ্ড়ি পরিয়া জয়গোপাল ম্যাজিষ্ট্রেট্কে সেলাম করিতে গিয়াছে। অর্থী প্রত্যর্থী চাপ্রাশী কন্ষ্টেবলে চারিদিক্ লোকারণ্য। সাহেব গরমের ভয়ে তাম্বুর বাহিরে খোলা ছায়ায় ক্যাম্পটেবিল পাতিয়া বসিয়াছেন এবং জয়গোপালকে চৌকিতে বসাইয়া তাহাকে স্থানীয় অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। জয়গোপাল তাহার গ্রামবাসী সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে এই গৌরবের আসন অধিকার করিয়া মনে মনে স্ফীত হইতেছিল, এবং মনে করিতেছিল এই সময়ে চক্রবর্ত্তীরা এবং নন্দীরা কেহ আসিয়া দেখিয়া যায় ত বেশ হয়!

এমন সময় নীলমণিকে সঙ্গে করিয়া

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

অবগুণ্ঠনাবৃত একটি স্ত্রীলোক একেবারে ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। কহিল, সাহেব, তোমার হাতে আমার এই অনাথ ভাইটিকে সমর্পণ করিলাম, তুমি ইহাকে রক্ষা কর!

সাহেব তাঁহার সেই পূর্ব্বপরিচিত বৃহৎ-মস্তক গম্ভীরপ্রকৃতি বালকটিকে দেখিয়া এবং স্ত্রীলোকটিকে ভদ্রস্ত্রীলোক বলিয়া অনুমান করিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া দাঁড়াই-লেন—কহিলেন, আপনি তাঁবুতে প্রবেশ করুন।

স্ত্রীলোকটি কহিল, আমার যাহা বলি-বার আছে আমি এইখানেই বলিব।

জয়গোপাল বিবর্ণমুখে ছট্‌ফট্‌ করিতে লাগিল। কৌতূহলী গ্রামের লোকেরা পরম কৌতুক অনুভব করিয়া চারিদিকে ঘেঁষিয়া আসিবার উপক্রম করিল। সাহেব বেত উচাঁইবামাত্র সকলে দৌড় দিল।

তখন শশি তাহার ভ্রাতার হাত ধরিয়া সেই পিতৃমাতৃহীন বালকের সমস্ত ইতিহাস আদ্যোপান্ত বলিয়া গেল। জয়গোপাল মধ্যে মধ্যে বাধা দিবার উপক্রম করাতে ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ রক্তবর্ণ মুখে গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন—চুপ্‌ রও! এবং বেত্রাগ্র দ্বারা, তাহাকে চৌকি ছাড়িয়া সম্মুখে দাঁড়াইতে নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন।

জয়গোপাল মনে মনে শশির প্রতি গর্জ্জন করিতে করিতে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। নীলমণি দিদির অত্যন্ত কাছে ঘেঁষিয়া অবাক্‌ হইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল।

শশির কথা শেষ হইলে ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ জয়গোপালকে গুটিকতক প্রশ্ন করিলেন এবং তাহার উত্তর শুনিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া শশিকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন—বাছা, এ মকদ্দমা যদিও আমার কাছে উঠিতে পারে না তথাপি তুমি নিশ্চিন্ত—থাক—এ সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য আমি করিব। তুমি তোমার ভাইটিকে লইয়া নির্ভয়ে বাড়ি ফিরিয়া যাইতে পার!

শশি কহিল—সাহেব, যতদিন নিজের বাড়ি ও না ফিরিয়া পায় ততদিন আমার ভাইকে বাড়ি লইয়া যাইতে আমি সাহস করি না। এখন নীলমণিকে তুমি নিজের কাছে না রাখিলে ইহাকে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না।

সাহেব কহিলেন, তুমি কোথায় যাইবে।

শশি কহিল, আমি আমার স্বামীর ঘরে ফিরিয়া যাইব, আমার কোন ভাবনা নাই।

সাহেব ঈষৎ হাসিয়া অগত্যা এই গলায় মাদুলি পরা কৃশকায় শ্যামবর্ণ গম্ভীর প্রশান্ত মৃদুস্বভাব বাঙ্গালীর ছেলেটিকে সঙ্গে লইতে রাজি হইলেন।

তখন শশি বিদায় লইবার সময় বালক তাহার আঁচল চাপিয়া ধরিল। সাহেব কহিলেন, বাবা তোমার কোন ভয় নেই—এস!

ঘোমটার মধ্য হইতে অবিরল অশ্রু-মোচন করিতে করিতে শশি কহিল—লক্ষ্মী ভাই, যা ভাই—আবার তোর দিদির সঙ্গে দেখা হবে!

এই বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া কোন মতে আপন অঞ্চল ছাড়াইয়া তাড়াতাড়ি সে চলিয়া গেল; অমনি সাহেব নীল-মণিকে বাম হস্তের দ্বারা বেষ্টন করিয়া ধরিলেন, সে দিদিগো দিদি করিয়া উচ্চৈঃ-

স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল ;—শশি একবার ফিরিয়া চাহিয়া দূর হইতে প্রসারিত দক্ষিণ হস্তে তাহার প্রতি নীরবে সান্ত্বনা প্রেরণ করিয়া বিদীর্ণ হৃদয়ে চলিয়া গেল।

আবার সেই বহুকালের চিরপরিচিত পুরাতন ঘরে স্বামী স্ত্রীর মিলন হইল। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ !

কিন্তু এ মিলন অধিক দিন স্থায়ী হইল না। কারণ, ইহার অনতিকাল পরেই একদিন প্রাতঃকালে গ্রামবাসিগণ সংবাদ পাইল যে, রাত্রে শশি ওলাউঠো রোগে আক্রান্ত হইয়া মরিয়াছে—এবং রাত্রেই তাহার দাহক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেছে।

কেহ এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিল না। কেবল সেই প্রতিবেশিনী তারা মাঝে মাঝে গর্জ্জন করিয়া উঠিতে চাহিত, সকলে চুপ্ চুপ্ করিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিত।

বিদায়কালে শশি ভাইকে কথা দিয়া গিয়াছিল আবার দেখা হইবে—সে কথা কোনখানে রক্ষা হইয়াছে জানি না।

মধ্যবর্ত্তিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

নিবারণের সংসার নিতান্তই সচরাচর রকমের, তাহাতে কাব্যরসের কোন নামগন্ধ ছিল না। জীবনে উক্ত রসের যে কোন আবশ্যক আছে এমন কথা তাহার মনে কখনও উদয় হয় নাই। যেমন পরিচিত পুরাতন চটিযোড়াটার মধ্যে পাদুটো দিব্য নিশ্চিন্তভাবে প্রবেশ করে, এই পুরাতন পৃথিবীটার মধ্যে নিবারণ সেইরূপ আপনার চিরাভ্যস্ত স্থানটি অধিকার করিয়া থাকে, সে সম্বন্ধে ভ্রমেও কোনরূপ চিন্তা, তর্ক বা তত্ত্বালোচনা করে না।

নিবারণ প্রাতঃকালে উঠিয়া গলির ধারে গৃহদ্বারে খোলাগায়ে বসিয়া অত্যন্ত নিরুদ্বিগ্ন ভাবে হুঁকাটি লইয়া তামাক খাইতে থাকে। পথ দিয়া লোকজন যাতায়াত করে, গাড়িঘোড়া চলে, বৈষ্ণব-ভিখারী গান গাহে, পুরাতন বোতল-সংগ্রহকারী হাঁকিয়া চলিয়া যায়; এই সমস্ত চঞ্চল দৃশ্য মনকে লঘুভাবে ব্যাপৃত রাখে এবং যে দিন কাঁচা আম অথবা তপ্‌সী মাছওয়ালা আসে, সে দিন অনেক দরদাম করিয়া কিঞ্চিৎ বিশেষরূপ রন্ধনের আয়োজন হয়। তাহার পর যথাসময়ে তেল মাখিয়া স্নান করিয়া আহারান্তে দড়িতে ঝুলান চাপকানটি পরিয়া, এক ছিলিম তামাক পানের সহিত নিঃশেষ পূর্ব্বক আর একটি পান মুখে পুরিয়া, আপিসে যাত্রা করে। আপিস হইতে ফিরিয়া আসিয়া সন্ধ্যাবেলাটা প্রতিবেশী রামলোচন ঘোষের বাড়িতে প্রশান্ত গম্ভীরভাবে সন্ধ্যাযাপন করিয়া আহারান্তে রাত্রে শয়নগৃহে স্ত্রী হরসুন্দরীর সহিত সাক্ষাৎ হয়।

সেখানে মিত্রদের ছেলের বিবাহে আইবড়ভাত পাঠান, নবনিযুক্ত ঝির অবাধ্যতা, ছেঁচ্‌কিবিশেষে ফোড়নবিশেষের উপযোগিতা সম্বন্ধে যে সমস্ত সংক্ষিপ্ত সমালোচনা চলে, তাহা এ পর্য্যন্ত কোন কবি ছন্দোবদ্ধ করেন নাই এবং সে জন্য নিবারণের মনে কখনও ক্ষোভের উদয় হয় নাই।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ইতিমধ্যে ফাল্গুনমাসে হরসুন্দরীর সঙ্কট পীড়া উপস্থিত হইল। জ্বর আর কিছুতেই ছাড়িতে চাহে না। ডাক্তার যতই কুইনাইন্ দেয়, বাধাপ্রাপ্ত প্রবল স্রোতের ন্যায় জ্বরও তত ঊর্দ্ধে চড়িতে থাকে। এমন বিশ দিন, বাইশ দিন, চল্লিশ দিন পর্য্যন্ত ব্যাধি চলিল।

নিবারণের আপিস্ বন্ধ; রামলোচনের বৈকালিক সভায় বহুকাল আর সে যায় না; কি যে করে তাহার ঠিক নাই।

একবার শয়ন-গৃহে গিয়া রোগীর অবস্থা জানিয়া আসে, একবার বাহিরের বারান্দায় বসিয়া চিন্তিত মুখে তামাক টানিতে থাকে।

দুই বেলা ডাক্তার বৈদ্য পরিবর্ত্তন করে এবং যে যাহা বলে সেই ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাহে।

ভালবাসার এইরূপ অব্যবস্থিত শুশ্রূষা সত্ত্বেও চল্লিশ দিনে হরসুন্দরী ব্যাধিমুক্ত হইল। কিন্তু এমনি দুর্ব্বল এবং শীর্ণ হইয়া গেল যে, শরীরটি যেন বহুদূর হইতে অতি ক্ষীণস্বরে "আছি" বলিয়া সাড়া দিতেছে মাত্র।

তখন বসন্তকালে দক্ষিণের হাওয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং উষ্ণ নিশীথের চন্দ্রালোকও সীমন্তিনীদের উন্মুক্ত শয়নকক্ষে নিঃশব্দপদসঞ্চারে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে।

হরসুন্দরীর ঘরের নীচেই প্রতিবেশীদের খিড়কীর বাগান। সেটা যে বিশেষ কিছু সুদৃশ্য রমণীয় স্থান তাহা বলিতে পারি না। এক সময় কে একজন সক করিয়া গোটাকতক ক্রোটোন রোপণ করিয়াছিল, তার পরে আর সে দিকে বড় একটা দৃক্‌পাত করে নাই। শুষ্ক ডালের মাচার উপর কুষ্মাণ্ডলতা উঠিয়াছে; বৃদ্ধ কুলগাছের তলায় বিষম জঙ্গল; রান্নাঘরের পাশে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া কতকগুলো ইট জড় হইয়া আছে এবং তাহারই সহিত দগ্ধাবশিষ্ট পাথুরে কয়লা এবং ছাই দিন দিন রাশীকৃত হইয়া উঠিতেছে।

কিন্তু বাতায়নতলে শয়ন করিয়া এই বাগানের দিকে চাহিয়া হরসুন্দরী প্রতিমুহূর্ত্তে যে একটি আনন্দরস পান করিতে লাগিল, তাহার অকিঞ্চিৎকর জীবনে এমন সে আর কখনো করে নাই। গ্রীষ্মকালে স্রোতোবেগ মন্দ হইয়া ক্ষুদ্র গ্রাম্যনদীটি যখন বালুশয্যার উপরে শীর্ণ হইয়া আসে, তখন সে যেমন অত্যন্ত স্বচ্ছতা লাভ করে; তখন যেমন প্রভাতের সূর্য্যালোক তাহার তলদেশে পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়া থাকে, বায়ুস্পর্শ তাহার সর্ব্বাঙ্গ পুলকিত করিয়া তোলে, এবং আকাশের তারা তাহার স্ফটিক দর্পণের উপর সুখস্মৃতির ন্যায় অতি সুস্পষ্টভাবে প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি হরসুন্দরীর ক্ষীণ জীবনতন্তুর উপর আনন্দময়ী প্রকৃতির প্রত্যেক অঙ্গুলী যেন স্পর্শ করিতে লাগিল এবং অন্তরের মধ্যে যে একটি সঙ্গীত উঠিতে লাগিল তাহার ঠিক ভাবটি সে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিল না।

এমন সময় তাহার স্বামী যখন পাশে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিত, "কেমন আছ" তখন তাহার চোকে যেন জল উছলিয়া উঠিত। রোগশীর্ণ মুখে তাহার চোখ দুটি অত্যন্ত বড় দেখায়, সেই বড় বড় প্রেমার্দ্র সকৃতজ্ঞ চোখ স্বামীর মুখের দিকে তুলিয়া শীর্ণহস্তে স্বামীর হস্ত ধরিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিত, স্বামীর অন্তরেও যেন কোথা

হইতে একটা নূতন অপরিচিত আনন্দরশ্মি প্রবেশ লাভ করিত।

এই ভাবে কিছু দিন যায়। একদিন রাত্রে ভাঙ্গা-প্রাচীরের উপরিবর্ত্তী খর্ব্ব অশথগাছের কম্পমান শাখান্তরাল হইতে একখানি বৃহৎ চাঁদ উঠিতেছে এবং সন্ধ্যা-বেলাকার গুমট্ ভাঙ্গিয়া হঠাৎ একটা নিশাচর বাতাস জাগ্রৎ হইয়া উঠিয়াছে, এমন সময় নিবারণের চুলের মধ্যে অঙ্গুলি বুলাইতে বুলাইতে হরসুন্দরী কহিল, "আমাদের ত ছেলেপুলে কিছুই হইল না, তুমি আর একটি বিবাহ কর!"

হরসুন্দরী কিছুদিন হইতে এই কথা ভাবিতেছিল। মনে যখন একটা প্রবল আনন্দ, একটা বৃহৎ প্রেমের সঞ্চার হয়, তখন মানুষ মনে করে আমি সব করিতে পারি। তখন হঠাৎ একটা আত্মবিসর্জ্জনের ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠে। স্রোতের উচ্ছ্বাস যেমন কঠিন তটের উপর আপনাকে সবেগে মূর্চ্ছিত করে, তেমনি প্রেমের আবেগ, আনন্দের উচ্ছ্বাস একটা মহৎ ত্যাগ, একটা বৃহৎ দুঃখের উপর আপনাকে যেন নিক্ষেপ করিতে চাহে।

সেইরূপ অবস্থায় অত্যন্ত পুলকিত চিত্তে একদিন হরসুন্দরী স্থির করিলেন, আমার স্বামীর জন্য আমি খুব বড় একটা কিছু করিব। কিন্তু হায়, যতখানি সাধ ততখানি সাধ্য কাহার আছে। হাতের কাছে কি আছে, কি দেওয়া যায়! ঐশ্বর্য্য নাই, বুদ্ধি নাই, ক্ষমতা নাই, শুধু একটা প্রাণ আছে, সেটাও যদি কোথাও দিবার থাকে এখনি দিয়া ফেলি, কিন্তু তাহারই বা মূল্য কি?

আর স্বামীকে যদি দুগ্ধফেনের মত শুভ্র, নবনীর মত কোমল, শিশুকন্দর্পের মত সুন্দর একটি স্নেহের পুত্তলি সন্তান দিতে পারিতাম! কিন্তু প্রাণপণে ইচ্ছা করিয়া মরিয়া গেলেও ত সে হইবে না। তখন মনে হইল, স্বামীর একটি বিবাহ দিতে হইবে। ভাবিল, স্ত্রীরা ইহাতে এত কাতর হয় কেন, এ কাজ ত কিছুই কঠিন নহে! স্বামীকে যে ভালবাসে, সপত্নীকে ভালবাসা তাহার পক্ষে কি এমন অসাধ্য! মনে করিয়া বক্ষ স্ফীত হইয়া উঠিল।

প্রস্তাবটা প্রথম যখন শুনিল, নিবারণ হাসিয়া উড়াইয়া দিল, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বারও কর্ণপাত করিল না। স্বামীর এই অসম্মতি, এই অনিচ্ছা দেখিয়া হরসুন্দরীর বিশ্বাস এবং সুখ যতই বাড়িয়া উঠিল তাহার প্রতিজ্ঞাও ততই দৃঢ় হইতে লাগিল।

এ দিকে নিবারণ যত বারংবার এই অনুরোধ শুনিল, ততই ইহার অসম্ভাব্যতা তাহার মন হইতে দূর হইল, এবং গৃহদ্বারে বসিয়া তামাক খাইতে খাইতে সন্তানপরি-বৃত গৃহের সুখময় চিত্র তাহার মনে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল।

একদিন নিজেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া কহিল, "বুড়াবয়সে একটি কচি খুঁকিকে বিবাহ করিয়া আমি মানুষ করিতে পারিব না।"

হরসুন্দরী কহিল, "সে জন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না। মানুষ করিবার ভার আমার উপর রহিল।" বলিতে বলিতে এই সন্তানহীনা রমণীর মনে একটি কিশোর-বয়স্কা, সুকুমারী, লজ্জাশীলা, মাতৃক্রোড় হইতে সদ্যোবিচ্যুতা নববধূর মুখচ্ছবি উদয় হইল এবং হৃদয় স্নেহে বিগলিত হইয়া গেল

নিবারণ কহিল, "আমার আপিস

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

আছে, কাজ আছে, তুমি আছ, কচি মেয়ের আবদার শুনিবার অবসর আমি পাইব না।"

হরসুন্দরী বারবার করিয়া কহিল তাহার জন্য কিছুমাত্র সময় নষ্ট করিতে হইবে না এবং অবশেষে পরিহাস করিয়া কহিল—"আচ্ছা গো, তখন দেখিব কোথায় বা তোমার কাজ থাকে, কোথায় বা আমি থাকি, আর কোথায় বা তুমি থাক!"

নিবারণ সে কথার উত্তরমাত্র দেওয়া আবশ্যক বোধ করিল না, শাস্তির স্বরূপ হরসুন্দরীর কপোলে হাসিয়া তর্জ্জনী আঘাত করিল। এই ত গেল ভূমিকা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

একটি নলকপরা অশ্রুভরা ছোটখাটো মেয়ের সহিত নিবারণের বিবাহ হইল, তাহার নাম শৈলবালা।

নিবারণ ভাবিল, নামটি বড় মিষ্ট এবং মুখখানিও বেশ ঢলঢল। তাহার ভাবখানা, তাহার চেহারাখানি, তাহার চলাফেরা একটু বিশেষ মনোযোগ করিয়া চাহিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু সে আর কিছুতেই হইয়া উঠে না। উল্টিয়া এমন ভাব দেখাইতে হয় যে, ঐত একফোঁটা মেয়ে, উহাকে লইয়া ত বিষম বিপদে পড়িলাম, কোনমতে পাশ কাটাইয়া আমার বয়সোচিত কর্ত্তব্যক্ষেত্রের মধ্যে গিয়া পড়িলে যেন পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

হরসুন্দরী নিবারণের এই বিষম বিপদ্‌গ্রস্ত ভাব দেখিয়া মনে মনে বড় আমোদ বোধ করিত। এক এক দিন হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিত, "আহা পালাও কোথায়! ঐটুকু মেয়ে, ওত আর তোমাকে খাইয়া ফেলিবে না।"—

নিবারণ দ্বিগুণ শশব্যস্ত ভাব ধারণ করিয়া বলিত, "আরে রোস রোস, আমার একটু বিশেষ কাজ আছে।"—বলিয়া যেন পালাইবার পথ পাইত না। হরসুন্দরী হাসিয়া দ্বার আটক করিয়া বলিত, আজ ফাঁকি দিতে পারিবে না। অবশেষে নিবারণ নিতান্তই নিরুপায় হইয়া কাতরভাবে বসিয়া পড়িত।

হরসুন্দরী তাহার কাণের কাছে বলিত, "আহা পরের মেয়েকে ঘরে আনিয়া অমন হতশ্রদ্ধা করিতে নাই।"

এই বলিয়া শৈলবালাকে ধরিয়া নিবারণের বাম পাশে বসাইয়া দিত, এবং জোর করিয়া ঘোমটা খুলিয়া ও চিবুক ধরিয়া, তাহার আনতমুখ তুলিয়া নিবারণকে বলিত, "আহা কেমন চাঁদের মত মুখখানি দেখ দেখি!"—

কোন দিন বা উভয়কে ঘরে বসাইয়া কাজ আছে বলিয়া উঠিয়া যাইত এবং বাহির হইতে ঝনাৎ করিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিত। নিবারণ নিশ্চয় জানিত দু'টি কৌতূহলী চক্ষু কোন-না কোন ছিদ্রে সংলগ্ন হইয়া আছে—অতিশয় উদাসীনভাবে পাশ ফিরিয়া নিদ্রার উপক্রম করিত, শৈলবালা ঘোমটা টানিয়া গুটিসুটি মারিয়া মুখ ফিরিয়া একটা কোণের মধ্যে মিলাইয়া থাকিত।

অবশেষে হরসুন্দরী নিতান্ত না পারিয়া হাল ছাড়িয়া দিল, কিন্তু খুব বেশী দুঃখিত হইল না।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

হরসুন্দরী যখন হাল ছাড়িল, তখন স্বয়ং নিবারণ হাল ধরিল। এ বড় কৌতুহল, এ বড় রহস্য! একটুক্‌রা হীরক পাইলে তাহাকে নানাভাবে নানাদিকে ফিরাইয়া দেখিতে ইচ্ছা করে,আর এ একটি ক্ষুদ্র সুন্দর মানুষের মন—বড় অপূর্ব্ব! ইহাকে কত রকম করিয়া স্পর্শ করিয়া, সোহাগ করিয়া, অন্তরাল হইতে, সম্মুখ হইতে, পার্শ্ব হইতে দেখিতে হয়! কখন একবার কাণের দুলে দোল দিয়া, কখনো ঘোমটা একটুখানি টানিয়া তুলিয়া, কখনো বিদ্যুতের মত সহসা সচকিতে, কখনো নক্ষত্রের মত দীর্ঘকাল একদৃষ্টে নবনব সৌন্দর্য্যের সীমা আবিষ্কার করিতে হয়।

ম্যাক্‌মোরান্ কোম্পানির আপিসের হেডবাবু শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্রের অদৃষ্টে এমন অভিজ্ঞতা ইতিপূর্ব্বে হয় নাই। সে যখন প্রথম বিবাহ করিয়াছিল তখন বালক ছিল, যখন যৌবন লাভ করিল তখন স্ত্রী তাহার নিকট চিরপরিচিত, বিবাহিত জীবন চিরাভ্যস্ত। হরসুন্দরীকে অবশ্যই সে ভাল বাসিত, কিন্তু কখনই তাহার মনে ক্রমে ক্রমে প্রেমের সচেতন সঞ্চার হয় নাই।

একেবারে পাকা আম্রের মধ্যেই যে পতঙ্গ জন্মলাভ করিয়াছে, যাহাকে কোন কালে রস অন্বেষণ করিতে হয় নাই, অল্পে অল্পে রসাস্বাদ করিতে হয় নাই,তাহাকে একবার বসন্ত কালের বিকশিত পুষ্পবনের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হোক্ দেখি—বিকচোন্মুখ গোলাপের আধখোলা মুখটির কাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার আগ্রহ! একটুকু যে সৌরভ পায়, একটুকু যে মধুর আস্বাদ লাভ করে তাহাতে তাহার কি নেশা!

নিবারণ প্রথমটা কখন বা একটা গাউন্‌পরা কাঁচের পুতুল, কখনো বা এক শিশি এসেন্স, কখনো বা কিছু মিষ্টদ্রব্য কিনিয়া আনিয়া শৈলবালাকে গোপনে দিয়া যাইত। এমনি করিয়া একটুখানি ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হয়। অবশেষে কখন্ একদিন হরসুন্দরী গৃহকার্য্যের অবকাশে আসিয়া দ্বারের ছিদ্র দিয়া দেখিল, নিবারণ এবং শৈলবালা বসিয়া কড়ি লইয়া দশ পঁচিশ খেলিতেছে।

বুড়া বয়সের এই খেলা বটে! নিবারণ সকালে আহারাদি করিয়া যেন আপিসে বাহির হইল কিন্তু আপিসে না গিয়া কখন্ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছে! এ প্রবঞ্চনার কি আবশ্যক ছিল! হঠাৎ একটা জলন্ত বজ্রশলাকা দিয়া কে যেন হরসুন্দরীর চোক খুলিয়া দিল, সেই তীব্রতাপে চোকের জল বাষ্প হইয়া শুকাইয়া গেল!

হরসুন্দরী মনে মনে কহিল, আমিই ত উহাকে ঘরে আনিলাম, আমিই ত মিলন করাইয়া দিলাম, তবে আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার কেন, যেন আমি উঁহাদের সুখের কাঁটা।

হরসুন্দরী শৈলবালাকে গৃহকার্য্য শিখাইত। একদিন নিবারণ মুখ ফুটিয়া বলিল, "ছেলেমানুষ, উহাকে তুমি বড় বেশী পরিশ্রম করাইতেছ, উহার শরীর তেমন সবল নহে।"

বড় একটা তীব্র উত্তর হরসুন্দরীর মুখের কাছে আসিয়াছিল, কিন্তু কিছু বলিল না, চুপ করিয়া গেল।

সেই অবধি বউকে কোন গৃহকার্য্যে হাত দিতে দিত না। রাঁধাবাড়া, দেখাশুনা সমস্ত কাজ নিজে করিত। এমন হইল,

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

শৈলবালা আর নড়িয়া বসিতে পারে না, হরসুন্দরী দাসীর মত তাহার সেবা করে এবং স্বামী বিদূষকের মত তাহার মনোরঞ্জন করে। সংসারের কাজ করা, পরের দিকে তাকানো যে, জীবনের কর্ত্তব্য এ শিক্ষাই তাহার হইল না।

হরসুন্দরী যে নীরবে দাসীর মত কাজ করিতে লাগিল তাহার মধ্যে ভারি একটা গর্ব্ব আছে। তাহার মধ্যে ন্যূনতা এবং দীনতা নাই। সে কহিল, তোমারা দুই শিশুতে মিলিয়া খেলা কর সংসারের সমস্ত ভার আমি লইলাম!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

হায়, আজ কোথায় সে বল, যে বলে হরসুন্দরী মনে করিয়াছিল স্বামীর জন্য চিরজীবনকাল সে আপনার প্রেমের দাবীর অর্দ্ধেক অংশ অকাতরে ছাড়িয়া দিতে পারিবে। হঠাৎ এক দিন পূর্ণিমার রাত্রে জীবনে যখন জোয়ার আসে, তখন দুই কুল প্লাবিত করিয়া মানুষ মনে করে, আমার কোথাও সীমা নাই। তখন যে একটা বৃহৎ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে, জীবনের সুদীর্ঘ ভাটার সময় সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে তাহার সমস্ত প্রাণে টান পড়ে। হঠাৎ ঐশ্বর্য্যের দিনে লেখনীর এক আঁচড়ে যে দানপত্র লিখিয়া দেয়, চির-দারিদ্র্যের দিনে পলে পলে তিল তিল করিয়া তাহা শোধ করিতে হয়। তখন বুঝা যায়, মানুষ বড় দীন, হৃদয় বড় দুর্ব্বল, তাহার ক্ষমতা অতি যৎসামান্য।

দীর্ঘ রোগাবসানে ক্ষীণ, রক্তহীন, পাণ্ডু কলেবরে হরসুন্দরী সে দিন শুক্ল দ্বিতীয়ার চাঁদের মত একটি শীর্ণ রেখামাত্র ছিল; সংসারে নিতান্ত লঘু হইয়া ভাসিতেছিল। মনে হইয়াছিল, আমার যেন কিছুই না হইলেও চলে। ক্রমে শরীর বলী হইয়া উঠিল, রক্তের তেজ বাড়িতে লাগিল, তখন হরসুন্দীর মনে কোথা হইতে এক দল শরীক আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহারা উচ্চৈঃস্বরে কহিল, তুমি ত ত্যাগপত্র লিখিয়া বসিয়া আছ, কিন্তু আমাদের দাবী আমরা ছাড়িব না।

হরসুন্দরী যেদিন প্রথম পরিষ্কাররূপে আপন অবস্থা বুঝিতে পারিল, সেদিন নিবারণ ও শৈলবালাকে আপন শয়নগৃহ ছাড়িয়া দিয়া ভিন্ন গৃহে একাকিনী গিয়া শয়ন করিল।

আট বৎসর বয়সে বাসররাত্রে যে শয্যায় প্রথম শয়ন করিয়াছিল আজ সাতাশ বৎসর পরে সেই শয্যা ত্যাগ করিল। প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া এই সধবা রমণী যখন অসহ্য হৃদয়ভার লইয়া তাহার নূতন বৈধব্যশয্যার উপরে আসিয়া পড়িল, তখন গলির অপর প্রান্তে একজন সৌখিন যুবা বেহাগ রাগিণীতে মালিনীর গান গাহিতেছিল; আর একজন বাঁয়া তব্‌লায় সঙ্গৎ করিতেছিল এবং শ্রোতৃবন্ধুগণ সমের কাছে হা-হাঃ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেছিল।

তাহার সেই গান সেই নিস্তব্ধ জ্যোৎস্না-রাত্রে পার্শ্বের ঘরে মন্দ শুনাইতেছিল না। তখন বালিকা শৈলবালার ঘুমে চোখ ঢুলিয়া পড়িতেছিল, আর নিবারণ তাহার কাণের কাছে মুখ রাখিয়া ধীরে ধীরে ডাকিতেছিল, সই!

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

লোকটা ইতিমধ্যে বঙ্কিম বাবুর চন্দ্রশেখর পড়িয়া ফেলিয়াছে এবং দুই একজন আধুনিক কবির কাব্যও শৈলবালাকে পড়িয়া শুনাইয়াছে।

নিবারণের জীবনের নিম্নস্তরে যে যৌবন-উৎস বরাবর চাপা পড়িয়াছিল, আঘাত পাইয়া হঠাৎ বড় অসময়ে তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। কেহই সেজন্য প্রস্তুত ছিল না, এই হেতু অকস্মাৎ তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি এবং সংসারের সমস্ত বন্দোবস্ত উল্টাপাল্টা হইয়া গেল। সে বেচারা কোন কালে জানিত না, মানুষের ভিতরে এমন সকল উপদ্রবজনক পদার্থ থাকে, এমন সকল দুর্দাম দুরন্ত শক্তি, যাহা সমস্ত হিসাব কিতাব, শৃঙ্খলা সামঞ্জস্য একেবারে নয়ছয় করিয়া দেয়।

কেবল নিবারণ নহে, হরসুন্দরীও একটা নূতন বেদনার পরিচয় পাইল। এ কিসের আকাঙ্ক্ষা, এ কিসের দুঃসহ যন্ত্রণা! মন এখন যাহা চায়, কখনও ত তাহা চাহেও নাই, কখনও ত তাহা পায়ও নাই। যখন ভদ্রভাবে নিবারণ নিয়মিত আপিসে যাইত, যখন নিদ্রার পূর্ব্বে কিয়ৎকালের জন্য গয়লার হিসাব, দ্রব্যের মহার্ঘতা এবং লৌকিকতার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা চলিত, তখন ত এই অন্তর্বিপ্লবের কোন সূত্রপাতমাত্র ছিল না। ভাল বাসিত বটে, কিন্তু তাহার ত কোন উজ্জ্বলতা, কোন উত্তাপ ছিল না। সে ভালবাসা অপ্রজ্বলিত ইন্ধনের মত ছিল মাত্র।

আজ তাহার মনে হইল, জীবনের সফলতা হইতে যেন চিরকাল কে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছে। তাহার হৃদয় যেন চিরদিন উপবাসী হইয়া আছে। তাহার এই নারীজীবন বড় দারিদ্র্যেই কাটিয়াছে। সে কেবল হাটবাজার পানমস্লা তরিতরকারীর ঝঞ্ঝাট লইয়াই সাতাশটা অমূল্য বৎসর দাসীবৃত্তি করিয়া কাটাইল, আর আজ জীবনের মধ্যপথে আসিয়া দেখিল, তাহারই শয়নকক্ষের পার্শ্বে এক গোপন মহামৈশ্বর্য্য ভাণ্ডারের কুলুপ খুলিয়া একটি ক্ষুদ্র বালিকা একেবারে রাজরাজেশ্বরী হইয়া বসিল। নারী দাসী বটে, কিন্তু সেই সঙ্গে নারী রাণীও বটে। কিন্তু ভাগাভাগী করিয়া একজন নারী হইল দাসী, আর একজন নারী হইল রাণী; তাহাতে দাসীর গৌরব গেল, রাণীর সুখ রহিল না।

কারণ, শৈলবালাও নারী-জীবনের যথার্থ সুখের স্বাদ পাইল না। এত অবিশ্রাম আদর পাইল যে, ভালবাসিবার আর মুহূর্ত্ত অবসর রহিল না। সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হইয়া, সমুদ্রের মধ্যে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া বোধ করি নদীর একটি মহৎ চরিতার্থতা আছে, কিন্তু সমুদ্র যদি জোয়ারের টানে আকৃষ্ট হইয়া ক্রমাগতই নদীর উন্মুখীন হইয়া রহে, তবে নদী কেবল নিজের মধ্যেই নিজে স্ফীত হইতে থাকে। সংসার তাহার সমস্ত আদর সোহাগ লইয়া দিবারাত্রি শৈলবালার দিকে অগ্রসর হইয়া রহিল, তাহাতে শৈলবালার আত্মাদর অতিশয় উত্তুঙ্গ হইয়া উঠিতে লাগিল, সংসারের প্রতি তাহার ভালবাসা পড়িতে পাইল না। সে জানিল, আমার জন্যই সমস্ত, এবং আমি কাহার জন্যও নহি। এ অবস্থায় যথেষ্ট অহঙ্কার আছে কিন্তু পরিতৃপ্তি কিছুই নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

একদিন ঘনঘোর মেঘ করিয়া বর্ষা আসিয়াছে। এমনি অন্ধকার করিয়াছে যে, ঘরের মধ্যে কাজকর্ম্ম করা অসাধ্য। বাহিরে ঝুপঝুপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে। কুলগাছের তলায় লতাগুল্মের জঙ্গল প্রায় নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে এবং প্রাচীরের পার্শ্ববর্ত্তী নালা দিয়া ঘোলা জলস্রোত কল্‌কল্‌ শব্দে বহিয়া চলিয়াছে। হরসুন্দরী আপনার নূতন শয়ন-গৃহের নির্জ্জন অন্ধকারে জান্‌লার কাছে চুপ করিয়া বসিয়া আছে।

এমন সময় নিবারণ চোরের মত ধীরে ধীরে দ্বারের কাছে প্রবেশ করিল, ফিরিয়া যাইবে কি অগ্রসর হইবে ভাবিয়া পাইল না। হরসুন্দরী তাহা লক্ষ্য করিল কিন্তু একটি কথাও কহিল না।

তখন নিবারণ হঠাৎ একেবারে তীরের মত হরসুন্দরীর পার্শ্বে গিয়া এক নিশ্বাসে বলিয়া ফেলিল—গোটাকতক গহনার আবশ্যক হইয়াছে। জান ত অনেকগুলো দেনা হইয়া পড়িয়াছে, দেন্‌দার বড়ই অপমান করিতেছে—কিছু বন্ধক রাখিতে হইবে—শীঘ্রই ছাড়াইয়া লইতে পারিব।

হরসুন্দরী কোন উত্তর দিল না, নিবারণ চোরের মত দাঁড়াইয়া রহিল। অবশেষে পুনশ্চ কহিল, তবে আজ কি হইবে না?—

হরসুন্দরী কহিল—"না।"

ঘরে প্রবেশ করাও যেমন শক্ত, ঘর হইতে অবিলম্বে বাহির হওয়াও তেমনি কঠিন। নিবারণ একটু এদিকে ওদিকে চাহিয়া ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "তবে অন্যত্র চেষ্টা দেখিগে যাই"—বলিয়া প্রস্থান করিল।

ঋণ কোথায় এবং কোথায় গহনা বন্ধক দিতে হইবে হরসুন্দরী তাহা সমস্তই বুঝিল। বুঝিল নববধূ পূর্ব্বরাত্রে তাহার এই হতবুদ্ধি পোষা পুরুষটিকে অত্যন্ত ঝঙ্কার দিয়া বলিয়াছিল, "দিদির সিন্দুকভরা গহনা, আর আমি বুঝি একখানি পরিতে পাই না?"

নিবারণ চলিয়া গেলে ধীরে ধীরে উঠিয়া লোহার সিন্দুক খুলিয়া একে একে সমস্ত গহনা বাহির করিল। শৈলবালাকে ডাকিয়া প্রথমে আপনার বিবাহের বেণারসী সাড়িখানি পরাইল, তাহার পর তাহার আপাদমস্তক এক একখানি করিয়া গহনায় ভরিয়া দিল। ভাল করিয়া চুল বাঁধিয়া দিয়া প্রদীপ জ্বালিয়া দেখিল বালিকার মুখখানি বড় সুমিষ্ট, একটি সদ্যঃপক্ক সুগন্ধ ফলের মত নিটোল, রসপূর্ণ। শৈলবালা যখন ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ করিয়া চলিয়া গেল, সেই শব্দ বহুক্ষণ ধরিয়া হরসুন্দরীর শিরায় রক্তের মধ্যে ঝিম্‌ঝিম্‌ করিয়া বাজিতে লাগিল। মনে মনে কহিল, আজ আর কি লইয়া তোতে আমাতে তুলনা হইবে? কিন্তু এক সময়ে আমারও ত ঐ বয়স ছিল, আমিও ত অমনি যৌবনের শেষরেখা পর্য্যন্ত ভরিয়া উঠিয়াছিলাম; তবে আমাকে সে কথা কেহ জানায় নি কেন? কখন্ সে দিন আসিল এবং কখন্ সে দিন গেল তাহা একবার সংবাদও পাইলাম না! কিন্তু কি গর্ব্বে, কি গৌরবে, কি তরঙ্গ তুলিয়াই শৈলবালা চলিয়াছে।

হরসুন্দরী যখন কেবলমাত্র ঘরকন্নাই জানিত তখন এই গহনাগুলি তাহার কাছে কত দামী ছিল! তখন কি নির্ব্বোধের মত

এ সমস্ত এমন করিয়া এক মুহূর্ত্তে হাত ছাড়া করিতে পারিত ? এখন ঘরকন্না ছাড়া আর একটা বড় কিসের পরিচয় পাইয়াছে, এখন গহনার দাম, ভবিষ্যতের হিসাব সমস্ত তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে।

আর শৈলবালা সোণামাণিক ঝক্‌মক্‌ করিয়া শয়নগৃহে চলিয়া গেল, একবার মুহূর্ত্তের তরে ভাবিলও না হরসুন্দরী তাহাকে কতখানি দিল। সে জানিল চতুর্দ্দিক্‌ হইতে সমস্ত সেবা, সমস্ত সম্পদ, সমস্ত সৌভাগ্য স্বাভাবিক নিয়মে তাহার মধ্যে আসিয়া পরিসমাপ্ত হইবে, কারণ, সে হইল শৈলবালা, সে হইল সই !

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এক এক জন লোক স্বপ্নাবস্থায় নির্ভীক ভাবে অত্যন্ত সঙ্কটের পথ দিয়া চলিয়া যায়, মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করে না। অনেক জাগ্রৎ মানুষেরও তেমনি চির-স্বপ্নাবস্থা উপস্থিত হয়, কিছুমাত্র জ্ঞান থাকে না, বিপদের সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া নিশ্চিন্ত মনে অগ্রসর হইতে থাকে, অবশেষে নিদারুণ সর্ব্বনাশের মধ্যে গিয়া জাগ্রৎ হইয়া উঠে।

আমাদের ম্যাক্‌মোরান্‌ কোম্পানির হেড্‌বাবুটিরও সেই দশা। শৈলবালা তাহার জীবনের মাঝখানে একটা প্রবল আবর্ত্তের মত ঘুরিতে লাগিল, এবং বহুদূর হইতে বিবিধ মহার্ঘ পদার্থ আকৃষ্ট হইয়া তাহার মধ্যে বিলুপ্ত হইতে লাগিল। কেবল যে নিবারণের মনুষ্যত্ব এবং মাসিক বেতন, হরসুন্দরীর সুখসৌভাগ্য এবং বসনভূ তাহা নহে; সঙ্গে সঙ্গে ম্যাক্‌মোরান্‌ কোম্পানির ক্যাশ তহবিলেও গোপনে টান পড়িল। তাহার মধ্য হইতেও দুটা একটা করিয়া তোড়া অদৃশ্য হইতে লাগিল। নিবারণ স্থির করিত আগামী মাসের বেতন হইতে আস্তে আস্তে শোধ করিয়া রাখিব। কিন্তু আগামী মাসের বেতনটি হাতে আসিবামাত্র সেই আবর্ত্ত হইতে টান পড়ে এবং শেষে দুআনীটি পর্য্যন্ত চকিতের মত চিক্‌মিক্‌ করিয়া বিদ্যুৎ-বেগে অন্তর্হিত হয়।

শেষে একদিন ধরা পড়িল। পুরুষানুক্রমের চাকুরি; সাহেব বড় ভালবাসে; তহবিল পূরণ করিয়া দিবার জন্য দুইদিনমাত্র সময় দিল।

কেমন করিয়া যে ক্রমে ক্রমে আড়াই হাজার টাকার তহবিল ভাঙ্গিয়াছে তাহা নিবারণ নিজেই বুঝিতে পারিল না। একেবারে পাগলের মত হইয়া হরসুন্দরীর কাছে গেল, বলিল, "সর্ব্বনাশ হইয়াছে !"

হরসুন্দরী সমস্ত শুনিয়া একেবারে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল !

নিবারণ কহিল, "শীঘ্র গহনাগুলা বাহির কর।" হরসুন্দরী কহিল, "সে ত আমি সমস্তই ছোটবৌকে দিয়াছি।"

নিবারণ নিতান্ত শিশুর মত অধীর হইয়া বলিতে লাগিল, "কেন দিলে ছোটবৌকে ? কেন দিলে ? কে তোমাকে দিতে বলিল ?"

হরসুন্দরী তাহার প্রকৃত উত্তর না দিয়া কহিল, "তাহাতে ক্ষতি কি হইয়াছে ? সে ত আর জলে পড়ে নাই ?"

ভীরু নিবারণ কাতর স্বরে কহিল, "তবে যদি তুমি কোন ছুতা করিয়া তাহার কাছ হইতে বাহির করিতে পার ! কিন্তু

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

আমার মাথা খাও বলিয়ো না যে, আমি চাহিতেছি, কিংবা কি জন্য চাহিতেছি!”

তখন হরসুন্দরী মর্ম্মান্তিক বিরক্তি ও ঘৃণাভরে বলিয়া উঠিল, “এই কি তোমার ছল ছুতা করিবার সোহাগ দেখাইবার সময়! চল!” বলিয়া স্বামীকে লইয়া ছোট-বৌয়ের ঘরে প্রবেশ করিল।

ছোট-বৌ কিছু বুঝিল না। সে সকল কথাতেই বলিল, “সে আমি কি জানি!”

সংসারের কোন চিন্তা যে তাহাকে কখন ভাবিতে হইবে এমন কথা কি তাহার সহিত ছিল? সকলে আপনার ভাবনা ভাবিবে এবং সকলে মিলিয়া শৈলবালার আরাম চিন্তা করিবে, অকস্মাৎ ইহার ব্যতিক্রম হয়, এ কি ভয়ানক অন্যায়!

তখন নিবারণ শৈলবালার পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িল। শৈলবালা কেবলি বলিল, “সে আমি জানি না। আমার জিনিষ আমি কেন দিব?”

নিবারণ দেখিল ঐ দুর্ব্বল ক্ষুদ্র সুন্দর সুকুমারী বালিকাটি লোহার সিন্দুকের অপেক্ষাও কঠিন। হরসুন্দরী সঙ্কটের সময় স্বামীর এই দুর্ব্বলতা দেখিয়া ঘৃণায় জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। শৈলবালার চাবি বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইতে গেল। শৈলবালা চাবির গোছা প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া পুষ্করিণীর মধ্যে ফেলিয়া দিল।

হরসুন্দরী হতবুদ্ধি স্বামীকে কহিল, “তালা ভাঙ্গিয়া ফেল না!”

শৈলবালা প্রশান্তমুখে বলিল, “তাহা হইলে আমি গলায় দড়ি দিয়া মরিব!”—

নিবারণ কহিল, আমি আর একটা চেষ্টা দেখিতেছি, বলিয়া এলো-থেলো বেশে বাহির হইয়া গেল।

নিবারণ দুই ঘণ্টা মধ্যেই পৈতৃক বাড়ি আড়াই হাজার টাকায় বিক্রয় করিয়া আসিল।

বহুকষ্টে হাতে বেড়িটা বাঁচিল, কিন্তু চাকরী গেল। স্থাবর জঙ্গমের মধ্যে রহিল কেবল দুটিমাত্র স্ত্রী। তাহার মধ্যে ক্লেশকাতর বালিকা স্ত্রীটি গর্ভবতী হইয়া নিতান্ত স্থাবর হইয়াই পড়িল। গলির মধ্যে একটি ছোট স্যাঁৎসেঁতে বাড়িতে এই ক্ষুদ্র পরিবার আশ্রয় গ্রহণ করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

ছোটবৌয়ের অসন্তোষ এবং অসুখের আর শেষ নাই। সে কিছুতেই বুঝিতে চায় না তাহার স্বামীর ক্ষমতা নাই। “ক্ষমতা নাই যদি ত বিবাহ করিলে কেন?”

উপরের তলায় কেবল দুটিমাত্র ঘর। একটি ঘরে নিবারণ ও শৈলবালার শয়নগৃহ। আর একটি ঘরে হরসুন্দরী থাকে। শৈলবালা খুংখুৎ করিয়া বলে, “আমি দিনরাত্রি শোবার ঘরে কাটাইতে পারি না।”

নিবারণ মিথ্যা আশ্বাস দিয়া বলিত, “আমি আর একটা ভাল বাড়ির সন্ধানে আছি, শীঘ্র বাড়ি বদল করিব।”

শৈলবালা বলিত, “কেন, ঐ ত পাশে আর একটা ঘর আছে!”

শৈলবালা তাহার পূর্ব্ব প্রতিবেশিনীদের দিকে কখনো মুখ তুলিয়া চাহে নি। নিবারণের বর্ত্তমান দুরবস্থায় ব্যথিত হইয়া তাহারা একদিন দেখা করিতে আসিল, শৈলবালা ঘরে খিল দিয়া বসিয়া রহিল,

কিছুতেই দ্বার খুলিল না। তাহারা চলিয়া গেলে রাগিয়া, কাঁদিয়া, উপবাসী থাকিয়া, হিষ্টিরিয়া করিয়া পাড়া মাথায় করিল। এমনতর উৎপাত প্রায় ঘটিতে লাগিল।

অবশেষে শৈলবালার এই শারীরিক সঙ্কটের অবস্থায় গুরুতর পীড়া হইল, এমন কি গর্ভপাত হইবার উপক্রম হইল।

নিবারণ হরসুন্দরীর দুই হাত ধরিয়া বলিল, "তুমি শৈলকে বাঁচাও।"

হরসুন্দরী দিন নাই রাত্রি নাই শৈলবালার সেবা করিতে লাগিল। তিলমাত্র ক্রটি হইলে শৈল তাহাকে দুর্ব্বাক্য বলিত, সে একটি উত্তরমাত্র করিত না।

শৈল কিছুতেই সাগু খাইতে চাহিত না, বাটিসুদ্ধ ছুঁড়িয়া ফেলিত—জ্বরের সময় কাঁচা আমের অম্বল দিয়া ভাত খাইতে চাহিত, না পাইলে রাগিয়া কাঁদিয়া অনর্থপাত করিত—হরসুন্দরী তাহাকে, "লক্ষ্মী আমার", "বোন আমার", "দিদি আমার" বলিয়া শিশুর মত ভুলাইতে চেষ্টা করিত।

কিন্তু শৈলবালা বাঁচিল না। সংসারের সমস্ত সোহাগ আদর লইয়া পরম অসুখ ও অসন্তোষে বালিকার ক্ষুদ্র অসম্পূর্ণ ব্যর্থ জীবন অকালে নষ্ট হইয়া গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

নিবারণের প্রথমে খুব একটা আঘাত লাগিল, পরক্ষণেই দেখিল তাহার একটা মস্ত বাঁধন ছিঁড়িয়া গিয়াছে। শোকের মধ্যেও হঠাৎ তাহার একটা মুক্তির আনন্দ বোধ হইল। হঠাৎ মনে হইল এতদিন তাহার বুকের উপর একটা দুঃস্বপ্ন চাপিয়া ছিল। চৈতন্য হইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে জীবন নিরতিশয় লঘু হইয়া গেল। মাধবীলতাটির মত এই যে কোমল জীবনপাশ ছিঁড়িয়া গেল, এই কি তাহার আদরের শৈলবালা? হঠাৎ নিশ্বাস টানিয়া দেখিল, না, সে তাহার উদ্বন্ধনরজ্জু।

আর তাহার চিরজীবনের সঙ্গিনী হরসুন্দরী? দেখিল সেই ত তাহার সমস্ত সংসার একাকিনী অধিকার করিয়া তাহার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখের স্মৃতিমন্দিরের মাঝখানে বসিয়া আছে—কিন্তু তবু মধ্যে একটা বিচ্ছেদ। ঠিক যেন একটি ক্ষুদ্র উজ্জ্বল সুন্দর নিষ্ঠুর ছুরি আসিয়া একটি হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ এবং বাম অংশের মাঝখানে বেদনাপূর্ণ বিদারণ-রেখা টানিয়া দিয়া গেছে।

একদিন গভীর রাত্রে সমস্ত সহর যখন নিদ্রিত, নিবারণ ধীরে ধীরে হরসুন্দরীর নিভৃত শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। নীরবে সেই পুরাতন নিয়মমত সেই পুরাতন শয্যার দক্ষিণ অংশ গ্রহণ করিয়া শয়ন করিল। কিন্তু এবার তাহার সেই চির-অধিকারের মধ্যে চোরের মত প্রবেশ করিল।

হরসুন্দরীও একটি কথা বলিল না, নিবারণও একটি কথা বলিল না। উহারা পূর্ব্বে যেরূপ পাশাপাশি শয়ন করিত এখনও সেইরূপ পাশাপাশি শুইল, কিন্তু ঠিক মাঝখানে একটি মৃত বালিকা শুইয়া রহিল, তাহাকে কেহ লঙ্ঘন করিতে পারিল না।

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

শাস্তি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:(*):—

দুখিরাম রুই এবং ছিদাম রুই দুই ভাই সকালে যখন দা হাতে লইয়া জন খাটিতে বাহির হইত তখন তাহাদের দুই স্ত্রীর মধ্যে মহা বকাঝকি চেঁচামেচি চলিতেছে। কিন্তু প্রকৃতির অন্যান্য নানা-বিধ নিত্য কলরবের ন্যায় এই কলহ কোলাহলও পাড়াসুদ্ধ লোকের অভ্যাস হইয়া গেছে। তীব্র কণ্ঠস্বর শুনিবামাত্র লোকে পরস্পরকে বলে "ঐ রে বাধিয়া গিয়াছে," অর্থাৎ যেমনটি আশা করা যায় ঠিক তেম্‌নিটি ঘটিয়াছে, আজও স্বভাবের নিয়মের কোনরূপ ব্যত্যয় হয় নাই। প্রভাতে পূর্ব্বদিকে সূর্য্য উঠিলে যেমন কেহ তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করে না তেমনি এই কুরিদের বাড়িতে দুই যায়ের মধ্যে যখন একটা হৈ হৈ পড়িয়া যায় তখন তাহার কারণ নির্ণয়ের জন্য কাহারও কোনরূপ কৌতূহলের উদ্রেক হয় না।

অবশ্য এই কোন্দল-আন্দোলনে প্রতি-বেশীদের অপেক্ষা দুই স্বামীকে বেশী স্পর্শ করিত সন্দেহ নাই কিন্তু সেটা তাহারা কোনরূপ অসুবিধার মধ্যে গণ্য করিত না। তাহারা দুই ভাই যেন দীর্ঘ সংসারপথ একটা একা গাড়িতে করিয়া চলিয়াছে, দুই দিকের দুই স্প্রিংবিহীন চাকার অবিশ্রাম ছড়্ ছড় খড় খড় শব্দটাকে জীবনরথযাত্রার একটা বিধিবিহিত নিয়মের মধ্যেই ধরিয়া লইয়াছে।

বরঞ্চ ঘরে যেদিন কোন শব্দমাত্র নাই, সমস্ত থম্‌থম্ ছম্‌ছম্ করিতেছে, সেদিন একটা আসন্ন অনৈসর্গিক উপদ্রবের আশঙ্কা জন্মিত, সেদিন যে কখন কি হইবে তাহা কেহ হিসাব করিয়া বলিতে পারিত না।

আমাদের গল্পের ঘটনা যেদিন আরম্ভ হইল সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে দুই ভাই যখন জন খাটিয়া শ্রান্তদেহে ঘরে ফিরিয়া আসিল তখন দেখিল স্তব্ধ গৃহ গম্‌গম্ করিতেছে!

বাহিরেও অত্যন্ত গুমট্। দুই প্রহরের সময় খুব এক পস্‌লা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখনও চারিদিকে মেঘ জমিয়া আছে। বাতাসের লেশমাত্র নাই। বর্ষায় ঘরের চারিদিকে জঙ্গল এবং আগাছাগুলা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে, সেখান হইতে এবং জল-মগ্ন পাটের ক্ষেত হইতে সিক্ত উদ্ভিজ্জের ঘন গন্ধবাষ্প চতুর্দ্দিকে একটি নিশ্চল প্রাচী-রের মত জমাট হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। গোয়ালের পশ্চাদ্বর্ত্তী ডোবার মধ্য হইতে ভেক ডাকিতেছে এবং ঝিল্লিরবে সন্ধ্যার নিস্তব্ধ আকাশ একেবারে পরিপূর্ণ।

অদূরে বর্ষার পদ্মা নবমেঘচ্ছায়ায় বড় স্থির ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিয়া চলিয়াছে। শস্যক্ষেত্রের অধিকাংশই ভাঙ্গিয়া লোকা-লয়ের কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে। এমন কি, ভাঙ্গনের ধারে দুই চারিটা আম কাঁঠালগাছের শিকড় বাহির হইয়া দেখা দিয়াছে, যেন তাহাদের নিরুপায় মুষ্টির প্রসারিত অঙ্গুলিগুলি শূন্যে একটা কিছু অন্তিম অবলম্বন আঁকড়িয়া ধরিবার চেষ্টা করিতেছে।

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

দুখিরাম এবং ছিদাম সেদিন জমিদারের কাছারি-ঘরে কাজ করিতে গিয়াছিল। ওপারের চরে জলিধান পাকিয়াছে। বর্ষায় চর ভাসিয়া যাইবার পূর্ব্বেই ধান কাটিয়া লইবার জন্য দেশের দরিদ্র লোকমাত্রেই কেহ বা নিজের ক্ষেতে কেহ বা পাট খাটিতে নিযুক্ত হইয়াছে; কেবল কাছারি হইতে পেয়াদা আসিয়া এই দুই ভাইকে জবরদস্তি করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। কাছারি-ঘরে চাল ভেদ করিয়া স্থানে স্থানে জল পড়িতেছিল তাহাই সারিয়া দিতে এবং গোটাকতক ঝাঁপ নির্ম্মাণ করিতে তাহারা সমস্ত দিন খাটিয়াছে। বাড়ি আসিতে পায় নাই, কাছারি হইতেই কিঞ্চিৎ জলপান খাইয়াছে। মধ্যে মধ্যে বৃষ্টিতেও ভিজিতে হইয়াছে,—উচিতমত পাওনা মজুরি পায় নাই, এবং তাহার পরিবর্ত্তে যে সকল অন্যায় কটুকথা শুনিতে হইয়াছে সে তাহাদের পাওনার অনেক অতিরিক্ত।

পথের কাদা এবং জল ভাঙ্গিয়া সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দুই ভাই দেখিল, ছোট যা চন্দরা ভূমিতে অঞ্চল পাতিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া আছে;—আজিকার এই মেঘলা দিনের মত সেও মধ্যাহ্নে প্রচুর অশ্রুবর্ষণপূর্ব্বক সায়াহ্নের কাছাকাছি ক্ষান্ত দিয়া অত্যন্ত গুমট্ করিয়া আছে; আর বড় যা রাধা মুখটা মস্ত করিয়া দাওয়ায় বসিয়াছিল—তাহার দেড় বৎসরের ছোট ছেলেটি কাঁদিতেছিল, দুই ভাই যখন প্রবেশ করিল, দেখিল উলঙ্গ শিশু প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে চীৎ হইয়া পড়িয়া ঘুমাইয়া আছে।

ক্ষুধিত দুখিরাম আর কালবিলম্ব না করিয়া বলিল "ভাত দে।"

বড় বৌ বারুদের বস্তায় স্ফুলিঙ্গপাতের মত এক মুহূর্ত্তেই তীব্র কণ্ঠস্বর আকাশ পরিমাণ করিয়া বলিয়া উঠিল, "ভাত কোথায় যে ভাত দিব? তুই কি চাল দিয়া গিয়াছিলি? আমি কি নিজে রোজগার করিয়া আনিব?"

সারাদিনের শ্রান্তি ও লাঞ্ছনার পর অন্নহীন নিরানন্দ অন্ধকার ঘরে প্রজ্বলিত ক্ষুধানলে গৃহিণীর রুক্ষবচন, বিশেষতঃ শেষ কথাটার গোপন কুৎসিত শ্লেষ দুখিরামের হঠাৎ কেমন একেবারেই অসহ্য হইয়া উঠিল।

ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় গম্ভীর গর্জ্জনে বলিয়া উঠিল "কি বল্লি!" বলিয়া, মুহূর্ত্তের মধ্যে দা লইয়া কিছু না ভাবিয়া একেবারে স্ত্রীর মাথায় বসাইয়া দিল। রাধা তাহার ছোট যায়ের কোলের কাছে পড়িয়া গেল এবং মৃত্যু হইতে মুহূর্ত্ত বিলম্ব হইল না।

চন্দরা রক্তসিক্ত বস্ত্রে "কি হল গো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ছিদাম তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল। দুখিরাম দা ফেলিয়া মুখে হাত দিয়া হতবুদ্ধির মত ভূমিতে বসিয়া পড়িল। ছেলেটা জাগিয়া উঠিয়া ভয়ে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বাহিরে তখন পরিপূর্ণ শান্তি। রাখাল বালক গরু লইয়া গ্রামে ফিরিয়া আসিতেছে। পরপারের চরে যাহারা নূতন-পক্ক ধান কাটিতে গিয়াছিল, তাহারা পাঁচ সাতজনে এক একটি ছোট নৌকায় এপারে ফিরিয়া পরিশ্রমের পুরস্কার দুই চারি আঁটি

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ধান মাথায় লইয়া প্রায় সকলেই নিজ নিজ ঘরে আসিয়া পৌছিয়াছে।

চক্রবর্ত্তীদের বাড়ির রামলোচন খুড়ো গ্রামের ডাকঘরে চিঠি দিয়া ঘরে ফিরিয়া নিশ্চিন্ত মনে চুপচাপ তামাক খাইতেছিলেন। হঠাৎ মনে পড়িল, তাঁহার কোর্ফা প্রজা দুখির অনেক টাকা খাজনা বাকি; আজ কিয়দংশ শোধ করিবে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল। এতক্ষণে তাহারা বাড়ি ফিরিয়াছে স্থির করিয়া চাদরটা কাঁধে ফেলিয়া ছাতা লইয়া বাহির হইলেন।

কুরীদের বাড়িতে ঢুকিয়া তাঁহার গা ছম্‌ছম্ করিয়া উঠিল। দেখিলেন, ঘরে প্রদীপ জ্বালা হয় নাই। অন্ধকার দাওয়ায় দুই চারিটা অন্ধকার মূর্ত্তি অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। রহিয়া রহিয়া দাওয়ার এক কোণ হইতে একটা অস্ফুট রোদন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে—এবং ছেলেটা যত মা মা করিয়া কাঁদিয়া উঠিতে চেষ্টা করিতেছে ছিদাম তাহার মুখ চাপিয়া ধরিতেছে।

রামলোচন কিছু ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুখি, আছিস্ না কি!"

দুখি এতক্ষণ প্রস্তরমূর্ত্তির মত নিশ্চল হইয়া বসিয়া ছিল, তাহার নাম ধরিয়া ডাকিবামাত্র একেবারে অবোধ বালকের মত উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ছিদাম তাড়াতাড়ি দাওয়া হইতে অঙ্গনে নামিয়া চক্রবর্ত্তীর নিকটে আসিল। চক্রবর্ত্তী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মাগীরা বুঝি ঝগড়া করিয়া বসিয়া আছে? আজ ত সমস্ত দিনই চীৎকার শুনিয়াছি।"

এতক্ষণ ছিদাম কিংকর্ত্তব্য কিছুই ভাবিয়া উঠিতে পারে নাই। নানা অসম্ভব গল্প তাহার মাথায় উঠিতেছিল। আপাততঃ স্থির করিয়াছিল রাত্রি কিঞ্চিৎ অধিক হইলে মৃতদেহ কোথাও সরাইয়া ফেলিবে। ইতিমধ্যে যে চক্রবর্ত্তী আসিয়া উপস্থিত হইবে এ সে মনেও করে নাই। ফস্ করিয়া কোন উত্তর যোগাইল না। বলিয়া ফেলিল, "হাঁ, আজ খুব ঝগড়া হইয়া গিয়াছে।"

চক্রবর্ত্তী দাওয়ার দিকে অগ্রসর হইবার উপক্রম করিয়া বলিল, "কিন্তু সে জন্য দুখি কাঁদে কেন রে!"

ছিদাম দেখিল আর রক্ষা হয় না, হঠাৎ বলিয়া ফেলিল—"ঝগড়া করিয়া ছোট বৌ বড় বৌয়ের মাথায় এক দায়ের কোপ বসাইয়া দিয়াছে।"

উপস্থিত বিপদ ছাড়া যে আর কোন বিপদ থাকিতে পারে এ কথা সহজে মনে হয় না। ছিদাম তখন ভাবিতেছিল, ভীষণ সত্যের হাত হইতে কি করিয়া রক্ষা পাইব? মিথ্যা যে তদপেক্ষা ভীষণ হইতে পারে তাহা তাহার জ্ঞান হইল না। রামলোচনের প্রশ্ন শুনিবামাত্র তাহার মাথায় তৎক্ষণাৎ একটা উত্তর যোগাইল এবং তৎক্ষণাৎ বলিয়া ফেলিল।

রামলোচন চমকিয়া উঠিয়া, কহিল, "অ্যা! বলিস্ কি! মরে নাই ত!"

ছিদাম কহিল, "মরিয়াছে!" বলিয়া চক্রবর্ত্তীর পা জড়াইয়া ধরিল।

চক্রবর্ত্তী পালাইবার পথ পায় না। ভাবিল, রাম, রাম, সন্ধ্যাবেলায় একি বিপদেই পড়িলাম! আদালতে সাক্ষ্য দিতে দিতেই প্রাণ বাহির হইয়া পড়িবে। ছিদাম কিছুতেই তাঁহার পা ছাড়িল না,

কহিল "দাদা ঠাকুর এখন আমার বৌকে বাঁচাইবার কি উপায় করি।"

মাম্‌লা মোকদ্দমার পরামর্শে রামলোচন সমস্ত গ্রামের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি একটু ভাবিয়া বলিলেন, দেখ্, ইহার এক উপায় আছে। তুই এখনি থানায় ছুটিয়া যা—বল্‌গে, তোর বড় ভাই দুখি সন্ধ্যাবেলায় ঘরে আসিয়া ভাত চাহিয়াছিল; ভাত প্রস্তুত ছিল না বলিয়া স্ত্রীর মাথায় দা বসাইয়া দিয়াছে। আমি নিশ্চয় বলিতেছি এ কথা বলিলে ছুঁড়িটা বাঁচিয়া যাইবে।

ছিদামের কণ্ঠ শুষ্ক হইয়া আসিল; উঠিয়া কহিল, ঠাকুর, বৌ গেলে বৌ পাইব কিন্তু আমার ভাই ফাঁসি গেলে আর ত ভাই পাইব না। কিন্তু যখন নিজের স্ত্রীর নামে দোষারোপ করিয়াছিল তখন এ সকল কথা ভাবে নাই। তাড়াতাড়িতে একটা কাজ করিয়া ফেলিয়াছে, এখন অলক্ষিত ভাবে মন আপনার পক্ষে যুক্তি এবং প্রবোধ সঞ্চয় করিতেছে।

চক্রবর্ত্তীও কথাটা যুক্তিসঙ্গত বোধ করিলেন, কহিলেন, তবে যেমনটি ঘটিয়াছে তাই বলিস্ সকল দিক্ রক্ষা করা অসম্ভব।

বলিয়া রামলোচন অবিলম্বে প্রস্থান করিল এবং দেখিতে দেখিতে গ্রামে রাষ্ট্র হইল যে, কুরীদের বাড়ির চন্দরা রাগারাগি করিয়া তাহার বড় যায়ের মাথায় দা বসাইয়া দিয়াছে।

বাঁধ ভাঙ্গিলে যেমন জল আসে গ্রামের মধ্যে তেমনি হুহুঃশব্দে পুলিস আসিয়া পড়িল; অপরাধী এবং নিরপরাধ সকলেই বিষম উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—০:০:০—

ছিদাম ভাবিল, যে পথ কাটিয়া ফেলিয়াছে সেই পথেই চলিতে হইবে। সে চক্রবর্ত্তীর কাছে নিজ মুখে এক কথা বলিয়া ফেলিয়াছে সে কথা গাঁসুদ্ধ রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে, এখন আবার আর একটা কিছু প্রকাশ হইয়া পড়িলে কি জানি কি হইতে কি হইয়া পড়িবে সে নিজেই কিছু ভাবিয়া পাইল না। মনে করিল কোন মতে সেই কথাটা রক্ষা করিয়া তাহার সহিত আর পাঁচটা গল্প জুড়িয়া স্ত্রীকে রক্ষা করা ছাড়া আর কোন পথ নাই।

ছিদাম তাহার স্ত্রী চন্দরাকে অপরাধ নিজ স্কন্ধে লইবার জন্য অনুরোধ করিল। সে ত একেবারে বজ্রাহত হইয়া গেল। ছিদাম তাহাকে আশ্বাস দিয়া কহিল, যাহা বলিতেছি তাই কর্, তোর কোন ভয় নাই, আমরা তোকে বাঁচাইয়া দিব।—আশ্বাস দিল বটে কিন্তু গলা শুকাইল, মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল।

চন্দ্রার বয়স সতেরো আঠারোর অধিক হইবে না। মুখখানি হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল—শরীরটি অনতিদীর্ঘ, আঁটসাঁট সুস্থ সবল; অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে এমনি একটি সৌষ্ঠব আছে যে, চলিতে ফিরিতে নড়িতে চড়িতে দেহের কোথাও যেন কিছু বাধে না। একখানি নূতন তৈরি নৌকার মত; বেশ ছোট এবং সুডৌল, অত্যন্ত সহজে সরে এবং তাহার কোথাও কোন গ্রন্থি শিথিল হইয়া যায় নাই। পৃথিবীর সকল বিষয়েই তাহার একটা

কৌতুক এবং কৌতুহল আছে; পাড়ায় গল্প করিতে যাইতে ভাল বাসে; এবং কুম্ভকক্ষে ঘাটে যাইতে আসিতে দুই অঙ্গুলি দিয়া ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া উজ্জ্বল চঞ্চল ঘনকৃষ্ণ চোখ দুটি দিয়া পথের মধ্যে দর্শনযোগ্য যাহা কিছু সমস্ত দেখিয়া লয়।

বড়বৌ ছিল ঠিক ইহার উল্টা; অত্যন্ত এলোমেলো ঢিলেঢালা অগোছালো। মাথার কাপড় কোলের শিশু, ঘরকন্নার কাজ কিছুই সে সাম্‌লাইতে পারিত না। হাতে বিশেষ একটা কিছু কাজও নাই অথচ কোন কালে যেন সে অবসর করিয়া উঠিতে পারে না। ছোটযা তাহাকে অধিক কিছু কথা বলিত না, মৃদুস্বরে দুই একটা তীক্ষ্ণ দংশন করিত, আর সে হাউ হাউ দাউ দাউ করিয়া রাগিয়া মাগিয়া বকিয়া ঝকিয়া সারা হইত এবং পাড়াসুদ্ধ অস্থির করিয়া তুলিত।

এই দুই যুড়ি স্বামী স্ত্রীর মধ্যেও একটা আশ্চর্য্য স্বভাবের ঐক্য ছিল। দুখিরাম মানুষটা কিছু বৃহদায়তনের—হাড়গুলা খুব চওড়া—নাসিকা খর্ব্ব—দুটি চক্ষু এই দৃশ্যমান সংসারকে যেন ভাল করিয়া বোঝে না, অথচ ইহাকে কোনরূপ প্রশ্ন করিতেও চায় না। এমন নিরীহ অথচ ভীষণ, এমন সবল অথচ নিরুপায় মানুষ অতি দুর্লভ।

আর ছিদামকে একখানি চকচকে কাল পাথরে কে যেন বহুযত্নে কুঁদিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। লেশমাত্র বাহুল্য-বর্জ্জিত এবং কোথাও যেন কিছু টোল খায় নাই। প্রত্যেক অঙ্গটি বলের সহিত নৈপুণ্যের সহিত মিশিয়া অত্যন্ত সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। নদীর উচ্চপাড় হইতে নিম্নে লাফাইয়া পড়ুক, লগি দিয়া নৌকা ঠেলুক, বাঁশগাছে চড়িয়া বাছিয়া বাছিয়া কঞ্চি কাটিয়া আনুক, সকল কাজেই তাহার একটি পরিমিত পারিপাট্য, একটি অবলীলা-কৃত শোভা প্রকাশ পায়। বড় বড় কাল চুল তেল দিয়া কপাল হইতে যত্নে আঁচড়াইয়া তুলিয়া কাঁধে আনিয়া ফেলিয়াছে—বেশভূষা সাজ-সজ্জায় বিলক্ষণ একটা যত্ন আছে।

অপরাপর গ্রামবধূদিগের সৌন্দর্য্যের প্রতি যদিও তাহার উদাসীন দৃষ্টি ছিল না, এবং তাহাদের চক্ষে আপনাকে মনোরম করিয়া তুলিবার ইচ্ছাও তাহার যথেষ্ট ছিল তবু ছিদাম তাহার যুবতী স্ত্রীকে এ... বিশেষ ভাল বাসিত। উভয়ে ঝগড়াও হইত, ভাবও হইত, কেহ কাহাকে পরাস্ত করিতে পারিত না। আর একটি কারণে উভয়ের মধ্যে বন্ধন কিছু সুদৃঢ় ছিল। ছিদাম মনে করিত চন্দরা যেরূপ চটুল চঞ্চল প্রকৃতির স্ত্রীলোক তাহাকে যথেষ্ট বিশ্বাস নাই, আর চন্দরা মনে করিত, আমার স্বামীটির চতুর্দ্দিকেই দৃষ্টি, তাঁহাকে কিছু কষাকষি করিয়া না বাঁধিলে কোন্ দিন হাতছাড়া হইতে আটক নাই।

উপস্থিত ঘটনা ঘটিবার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে ভারি একটা গোলযোগ চলিতেছিল। চন্দরা দেখিয়াছিল তাহার স্বামী কাজের ওজর করিয়া মাঝে মাঝে দূরে চলিয়া যায়, এমন কি, দুই একদিন অতীত করিয়া আসে, অথচ কিছু উপার্জ্জন করিয়া আনে না। লক্ষণ মন্দ দেখিয়া সেও কিছু বাড়াবাড়ি দেখাইতে লাগিল। যখন তখন ঘাটে যাইতে আরম্ভ করিল এবং পাড়া পর্য্যটন করিয়া আসিয়া কা...

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

মজুমদারের মেজ ছেলেটির প্রচুর ব্যাখ্যা করিতে লাগিল।

ছিদামের দিন এবং রাত্রিগুলির মধ্যে কে যেন বিষ মিশাইয়া দিল। কাজে কর্ম্মে কোথাও একদণ্ড গিয়া সুস্থির হইতে পারে না। একদিন ভাজকে আসিয়া ভর্ৎসনা করিল। সে হাত নাড়িয়া ঝঙ্কার দিয়া অনুপস্থিত মৃত পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—ও মেয়ে ঝড়ের আগে ছোটে উহাকে আমি সামলাইব! আমি জানি ও কোন্ দিন কি সর্ব্বনাশ করিয়া বসিবে!

চন্দরা পাশের ঘর হইতে আসিয়া আস্তে আস্তে কহিল "কেন দিদি তোমার এত ভয় কিসের!" এই ত দুই যায়ে বিষম দ্বন্দ্ব বাধিয়া গেল।

ছিদাম চোখ পাকাইয়া বলিল, এবার যদি কখনও শুনি তুই একলা ঘাটে গিয়াছিস্ তোর হাড় গুঁড়াইয়া দিব।

চন্দরা বলিল—তাহা হইলে ত হাড় যুড়ায়!—বলিয়া তৎক্ষণাৎ বাহিরে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

ছিদাম একলম্ফে তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া ঘরে পুরিয়া বাহির হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

কর্ম্মস্থান হইতে সন্ধ্যাবেলায় ফিরিয়া আসিয়া দেখে ঘর খোলা, ঘরে কেহ নাই। চন্দরা তিনটে গ্রাম ছাড়াইয়া একেবারে তাহার মামার বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

ছিদাম সেখান হইতে বহুকষ্টে অনেক সাধ্যসাধনায় তাহাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিল, কিন্তু এবার পরাস্ত মানিল। দেখিল, এক অঞ্জলি পারদকে মুষ্টির মধ্যে শক্ত করিয়া ধরা যেমন দুঃসাধ্য এই মুষ্টিমেয় স্ত্রীটুকুকেও কঠিন করিয়া ধরিয়া রাখা তেমনি অসম্ভব—ও যেন দশ আঙুলের ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া পড়ে।

আর কোন জবরদস্তি করিল না, কিন্তু বড় অশান্তিতে বাস করিতে লাগিল। তাহার এই চঞ্চলা যুবতি স্ত্রীর প্রতি সদাশঙ্কিত ভালবাসা উগ্র একটা বেদনার মত বিষম টনটনে হইয়া উঠিল। এমন কি, এক একবার মনে হইত এ যদি মরিয়া যায় তবে আমি নিশ্চিন্ত হইয়া একটুখানি শান্তিলাভ করিতে পারি!—মানুষের উপরে মানুষের যতটা ঈর্ষ্যা হয় যমের উপরে এতটা নহে!

এমন সময়ে ঘরে সেই বিপদ ঘটিল। চন্দরাকে যখন তাহার স্বামী খুন স্বীকার করিয়া লইতে কহিল, সে স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিল। তাহার কালো দুটি চক্ষু কালো অগ্নির ন্যায় নীরবে তাহার স্বামীকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত শরীর মন যেন ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া এই স্বামীরাক্ষসের হাত হইতে বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা একান্ত বিমুখ হইয়া দাঁড়াইল।

ছিদাম আশ্বাস দিল তোমার কিছু ভয় নাই।—বলিয়া পুলিসের কাছে ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে কি বলিতে হইবে বারবার শিখাইয়া দিল। চন্দরা সে সমস্ত দীর্ঘ কাহিনী কিছুই শুনিল না, কাঠের মূর্ত্তি হইয়া বসিয়া রহিল।

সমস্ত কাজেই ছিদামের উপর দুখিরামের একমাত্র নির্ভর। ছিদাম যখন চন্দরার উপর সমস্ত দোষারোপ করিতে বলিল, দুখি কহিল, তাহা হইলে বৌমার কি হইবে। ছিদাম কহিল, উহাকে আমি

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

বাঁচাইয়া দিব। বৃহৎকায় দুখিরাম নিশ্চিন্ত হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

-•:০:•-

ছিদাম তাহার স্ত্রীকে শিখাইয়া দিয়াছিল যে, তুই বলিস বড় যা আমাকে বঁটি লইয়া মারিতে আসিয়াছিল, আমি তাহাকে দা লইয়া ঠেকাইতে গিয়া হঠাৎ কেমন করিয়া লাগিয়া গিয়াছে। এসমস্তই রামলোচনের রচিত। ইহার অনুকূলে যে যে অলঙ্কার এবং প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্যক তাহাও সে বিস্তারিত ভাবে ছিদামকে শিখাইয়াছিল।

পুলিস আসিয়া তদন্ত করিতে লাগিল। চন্দরাই যে তাহার বড় যাকে খুন করিয়াছে গ্রামের সকল লোকেরই মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। সকল সাক্ষীর দ্বারাই সেইরূপ প্রমাণ হইল। পুলিস যখন চন্দরাকে প্রশ্ন করিল, চন্দরা কহিল, হাঁ, আমি খুন করিয়াছি।

কেন খুন করিয়াছ ?

আমি তাহাকে দেখিতে পারিতাম না।

কোন বচসা হইয়াছিল ?

না।

সে তোমাকে প্রথমে মারিতে আসিয়াছিল ?

না।

তোমার প্রতি কোন অত্যাচার করিয়াছিল ?

না।

এইরূপ উত্তর শুনিয়া সকলে অবাক্ হইয়া গেল।

ছিদাম ত একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল। কহিল, উনি ঠিক কথা বলিতেছেন না। বড় বৌ প্রথমে—

দারোগা খুব এক তাড়া দিয়া তাহাকে থামাইয়া দিল। অবশেষে তাহাকে বিধিমতে জেরা করিয়া বার বার সেই একই উত্তর পাইল—বড় বৌএর দিক্ হইতে কোনরূপ আক্রমণ চন্দরা কিছুতেই স্বীকার করিল না।

এমন একগুঁয়ে মেয়েও ত দেখা যায় না। একেবারে প্রাণপণে ফাঁসিকাষ্ঠের দিকে ঝুঁকিয়াছে, কিছুতেই তাহাকে টানিয়া রাখা যায় না। চন্দরা বড় অভিমানে মনে মনে স্বামীকে বলিতেছে, আমি তোমাকে ছাড়িয়া আমার এই নবযৌবন লইয়া ফাঁসিকাঠকে বরণ করিলাম—আমার ইহজন্মের শেষবন্ধন তাহার সহিত।

বন্দিনী হইয়া চন্দরা, একটী নিরীহ ক্ষুদ্র চঞ্চল কৌতুকপ্রিয় গ্রামবধূ, চিরপরিচিত গ্রামের পথ দিয়া, রথের তলা দিয়া, হাটের মধ্য দিয়া, ঘাটের প্রান্ত দিয়া, মজুমদারের বাড়ির সম্মুখ দিয়া, পোষ্টআফিস এবং ইস্কুল-ঘরের পার্শ্ব দিয়া সমস্ত পরিচিত লোকের চক্ষের উপর দিয়া কলঙ্কের ছাপ লইয়া চিরকালের মত গৃহ ছাড়িয়া গ্রাম ছাড়িয়া চলিয়া গেল। একপাল ছেলে পিছন পিছন চলিল এবং গ্রামের মেয়েরা তাহার সইসাঙ্গাৎরা কেহ ঘোমটার ফাঁক দিয়া, কেহ দ্বারের প্রান্ত হইতে, কেহ বা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া পুলিস-চালিত চন্দরাকে দেখিয়া ঘৃণায় লজ্জায় ভয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছেও চন্দরা দোষ স্বীকার করিল। এবং খুনের সময় বড়

Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

বৌ যে, তাহার প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল তাহার কথায় তাহা প্রকাশ হইল না।

কিন্তু সেদিন ছিদাম সাক্ষ্যস্থলে আসিয়াই একেবারে কাঁদিয়া যোড়হস্তে কহিল, দোহাই হুজুর আমার স্ত্রীর কোন দোষ নাই। হাকিম ধমক দিয়া তাহার উচ্ছ্বাস নিবারণ করিয়া তাহাকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, সে একে একে সত্য ঘটনা সমস্ত প্রকাশ করিল।

হাকিম তাহার কথা বিশ্বাস করিলেন না। কারণ, প্রধান বিশ্বস্ত ভদ্রসাক্ষী রামলোচন কহিল, খুনের অনতিবিলম্বেই আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলাম। সাক্ষী ছিদাম আমার নিকট সমস্ত স্বীকার করিয়া আমার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, বৌকে কি করিয়া উদ্ধার করিব আমাকে যুক্তি দিন। আমি ভাল মন্দ কিছুই বলিলাম না। সাক্ষী আমাকে বলিল, আমি যদি বলি আমার বড় ভাই ভাত চাহিয়া ভাত পায় নাই বলিয়া রাগের মাথায় স্ত্রীকে মারিয়াছে, তাহা হইলে কি সে রক্ষা পাইবে? আমি কহিলাম, খবরদার হারামজাদা, আদালতে এক বর্ণ মিথ্যা বলিস্ না—এতবড় মহাপাপ আর নাই—ইত্যাদি।

রামলোচন প্রথমে চন্দরাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশে অনেকগুলা গল্প বানাইয়া তুলিয়াছিল, কিন্তু যখন দেখিল চন্দরা নিজে বাঁকিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন ভাবিল, ওরে বাপ্‌রে শেষকালে কি মিথ্যা-সাক্ষীর দায়ে পড়িব! যে টুকু জানি সেইটুকু বলা ভাল। এই মনে করিয়া রামলোচন যাহা জানে তাহাই বলিল। বরঞ্চ তাহার চেয়েও কিছু বেশী বলিতে ছাড়িল না।

ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সেশনে চালান দিলেন।

ইতিমধ্যে চাষবাস হাটবাজার হাসিকান্না পৃথিবীর সমস্ত কাজ চলিতে লাগিল। এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের মত নবীন ধান্যক্ষেত্রে শ্রাবণের অবিরল বৃষ্টিধারা বর্ষিত হইতে লাগিল।

পুলিস আসামী এবং সাক্ষী লইয়া আদালতে হাজির। সম্মুখবর্ত্তী মুন্সেফের কোর্টে বিস্তর লোক নিজ নিজ মোকদ্দমার অপেক্ষায় বসিয়া আছে। রন্ধনশালার পশ্চাদ্বর্ত্তী একটি ডোবার অংশ বিভাগ লইয়া কলিকাতা হইতে এক উকীল আসিয়াছে এবং তদুপলক্ষে বাদীর পক্ষে উনচল্লিশ জন সাক্ষী উপস্থিত আছে। কতশত লোক আপন আপন কড়াগণ্ডা হিসাবের চুলচেরা মীমাংসা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আসিয়াছে, জগতে আপাততঃ তদপেক্ষা গুরুতর আর কিছুই উপস্থিত নাই এইরূপ তাহাদের ধারণা। ছিদাম বাতায়ন হইতে এই অত্যন্ত ব্যস্তসমস্ত প্রতিদিনের পৃথিবীর দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছে, সমস্তই স্বপ্নের মত বোধ হইতেছে। কম্পাউণ্ডের বৃহৎ বটগাছ হইতে একটি কোকিল ডাকিতেছে—তাহাদের কোনরূপ আইন আদালত নাই।

চন্দরা জজের কাছে কহিল, ওগো সাহেব, এক কথা আর বারবার কতবার করিয়া বলিব!

জজসাহেব তাহাকে বুঝাইয়া কহিলেন, তুমি যে অপরাধ স্বীকার করিতেছ তাহার শাস্তি কি জান?

চন্দরা কহিল, না।

জজসাহেব কহিলেন—তাহার শাস্তি ফাঁসী।

চন্দরা কহিল—ওগো তোমার পায়ে পড়ি, তাই দাও না সাহেব ! তোমাদের যাহা খুসি কর—আমার ত আর সহ্য হয় না !

যখন ছিদামকে আদালতে উপস্থিত করিল—চন্দরা মুখ ফিরাইল। জজ কহিলেন—সাক্ষীর দিকে চাহিয়া বল এ তোমার কে হয়।

চন্দরা দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কহিল, ও আমার স্বামী হয়।

প্রশ্ন হইল—ও তোমাকে ভালবাসে না ?

উত্তর—উঃ ! ভারি ভালবাসে।

প্রশ্ন। তুমি উহাকে ভালবাস না ?

উত্তর। খুব ভালবাসি !

ছিদামকে যখন প্রশ্ন হইল, ছিদাম কহিল, আমি খুন করিয়াছি।

প্রশ্ন। কেন ?

ছিদাম। ভাত চাহিয়াছিলাম বড় বৌ ভাত দেয় নাই।

দুখিরাম সাক্ষ্য দিতে আসিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। মূর্চ্ছাভঙ্গের পর উত্তর করিল—সাহেব খুন আমি করিয়াছি।

কেন ?

ভাত চাহিয়াছিলাম ভাত দেয় নাই।

বিস্তর জেরা করিয়া এবং অন্যান্য সাক্ষ্য শুনিয়া জজ সাহেব স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন—ঘরের স্ত্রীলোককে ফাঁসির অপমান হইতে বাঁচাইবার জন্য ইহারা দুই ভাই অপরাধ স্বীকার করিতেছে। কিন্তু চন্দরা পুলিস হইতে সেশন আদালত পর্য্যন্ত বরাবর এক কথা বলিয়া আসিতেছে, তাহার কথার তিলমাত্র নড়চড় হয় নাই। দুইজন উকীল স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাকে প্রাণদণ্ড হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু অবশেষে তাহার নিকট পরাস্ত মানিয়াছে।

যেদিন একরত্তি বয়সে একটি কালো কালো ছোটখাটো মেয়ে তাহার গোলগাল মুখটি লইয়া খেলার পুতুল ফেলিয়া বাপের ঘর হইতে শ্বশুরঘরে আসিল, সেদিন রাত্রে শুভলগ্নের সময় আজিকার দিনের কথা কে কল্পনা করিতে পারিত ! তাহার বাপ মরিবার সময় এই বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছিল যে, যাহা হউক আমার মেয়েটির একটি সদ্গতি করিয়া গেলাম।

জেলখানায় ফাঁসির পূর্ব্বে দয়ালু সিভিল সার্জ্জন চন্দরাকে জিজ্ঞাসা করিল কাহাকেও দেখিতে ইচ্ছা কর ?

চন্দরা কহিল, একবার আমার মাকে দেখিতে চাই।

ডাক্তার কহিল—তোমার স্বামী তোমাকে দেখিতে চায়, তাহাকে কি ডাকিয়া আনিব

চন্দরা কহিল—মরণ !—

সুভা।

১।

মেয়েটির নাম যখন সুভাষিণী রাখা হইয়াছিল তখন কে জানিত সে বোবা হইবে ? তাহার দুটি বড় বোনকে সুকেশিনী ও সুহাসিনী নাম দেওয়া হইয়াছিল, তাই মিলের অনুরোধে তাহার বাপ ছোট

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

মেয়েটির নাম সুভাষিণী রাখে। এখন সকলে তাহাকে সংক্ষেপে সুভা বলে।

দস্তুরমত অনুসন্ধান ও অর্থব্যয়ে বড় দুটি মেয়ের বিবাহ হইয়া গেছে, এখন ছোটটি পিতামাতার নীরব হৃদয়ভারের মত বিরাজ করিতেছে।

যে কথা কয় না, সে যে কিছু অনুভব করে, ইহা সকলের মনে হয় না, এই জন্য তাহার সাক্ষাতেই সকলে তাহার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা প্রকাশ করিত। সে যে, বিধাতার অভিশাপস্বরূপে তাহার পিতৃগৃহে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এ কথা সে শিশুকাল হইতে বুঝিয়া লইয়াছিল। তাহার ফল এই হইয়াছিল, সাধারণের দৃষ্টিপথ হইতে সে আপনাকে গোপন করিয়া রাখিতে সর্ব্বদাই চেষ্টা করিত। মনে করিত, আমাকে সবাই ভুলিলে বাঁচি। কিন্তু বেদনা কি কেহ কখন ভোলে? পিতামাতার মনে সে সর্ব্বদাই জাগরূক ছিল।

বিশেষতঃ তাহার মা তাহাকে নিজের একটা ত্রুটিস্বরূপে দেখিতেন। কেন না, মাতা পুত্র অপেক্ষা কন্যাকে নিজের অংশস্বরূপে দেখেন—কন্যার কোন অসম্পূর্ণতা দেখিলে সেটা যেন বিশেষরূপে নিজের লজ্জার কারণ বলিয়া মনে করেন। বরঞ্চ কন্যার পিতা বাণীকণ্ঠ সুভাকে তাঁহার অন্য মেয়ের অপেক্ষা যেন একটু বেশী ভালবাসিতেন, কিন্তু মাতা তাহাকে নিজের গর্ভের কলঙ্ক জ্ঞান করিয়া তাহার প্রতি বড় বিরক্ত ছিলেন।

সুভার কথা ছিল না, কিন্তু তাহার সুদীর্ঘপল্লববিশিষ্ট বড় বড় দুটি কালো চোখ ছিল—এবং তাহার ওষ্ঠাধর ভাবের আভাসমাত্রে কচি কিশলয়ের মত কাঁপিয়া উঠিত।

কথায় আমরা যে ভাব প্রকাশ করি, সেটা আমাদিগকে অনেকটা নিজের চেষ্টায় গড়িয়া লইতে হয়, কতকটা তর্জ্জমা করার মত; সকল সময়ে ঠিক হয় না, ক্ষমতা অভাবে অনেক সময়ে ভুলও হয়। কিন্তু কালো চোখকে কিছু তর্জ্জমা করিতে হয় না—মন আপনি তাহার উপরে ছায়া ফেলে; ভাব আপনি তাহার উপরে কখন প্রসারিত, কখন মুদিত হয়, কখন উজ্জ্বলভাবে জ্বলিয়া উঠে, কখন ম্লানভাবে নিবিয়া আসে, কখন অস্তমান চন্দ্রের মত অনিমেষভাবে চাহিয়া থাকে, কখন দ্রুত চঞ্চল বিদ্যুতের মত দিগ্বিদিকে ঠিকরিয়া উঠে। মুখের ভাব বই আজন্মকাল যাহার অন্য ভাষা নাই, তাহার চোখের ভাষা অসীম উদার এবং অতলস্পর্শ গভীর, অনেকটা স্বচ্ছ আকাশের মত, উদয়াস্ত এবং ছায়ালোকের নিস্তব্ধ রঙ্গভূমি। এই বাক্যহীন মনুষ্যের মধ্যে বৃহৎ প্রকৃতির মত একটা বিজন মহত্ত্ব আছে। এইজন্য সাধারণ বালকবালিকারা তাহাকে একপ্রকার ভয় করিত, তাহার সহিত খেলা করিত না। সে নির্জ্জন দ্বিপ্রহরের মত শব্দহীন এবং সঙ্গিহীন।

২।

গ্রামের নাম চণ্ডীপুর। নদীটি বাঙ্গলা দেশের একটি ছোট নদী, গৃহস্থ ঘরের মেয়েটির মত; বহুদূর পর্য্যন্ত তাহার প্রসর নহে; নিরলসা তন্বী নদীটি আপন কূল রক্ষা করিয়া কাজ করিয়া যায়, দুই ধারের গ্রামের সকলেরই সঙ্গে তাহার যেন একটা-না-একটা সম্পর্ক আছে। দুই ধারে লোকালয় এবং তরুচ্ছায়াঘন উচ্চ তট; নিম্ন

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

তল দিয়া গ্রামলক্ষ্মী স্রোতস্বিনী আত্মবিস্মৃত দ্রুত পদক্ষেপে, প্রফুল্লহৃদয়ে আপনার অসংখ্য কল্যাণকার্য্যে চলিয়াছে।

বাণীকণ্ঠের ঘর নদীর একেবারে উপরেই। তাহার বাঁখারির বেড়া, আটচালা, গোয়ালঘর, ঢেঁকিশালা, খড়ের স্তূপ, তেঁতুলতলা, আম কাঁঠাল এবং কলার বাগান, নৌকাবাহীমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই গার্হস্থ্য স্বচ্ছলতার মধ্যে বোবা মেয়েটি কাহারও নজরে পড়ে কি না জানি না, কিন্তু কাজকর্ম্মে যখনি অবসর পায় তখনি সে এই নদীতীরে আসিয়া বসে।

প্রকৃতি যেন তাহার ভাষার অভাব পূরণ করিয়া দেয়। যেন তাহার হইয়া কথা কয়। নদীর কলধ্বনি, লোকের কোলাহল মাঝির গান, পাখীর ডাক, তরুর মর্ম্মর সমস্ত মিশিয়া চারিদিকের চলাফেরা আন্দোলন কম্পনের সহিত এক হইয়া, সমুদ্রের তরঙ্গরাশির ন্যায়, বালিকার চির-নিস্তব্ধ হৃদয়-উপকূলের নিকটে আসিয়া ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়ে। প্রকৃতির এই বিবিধ শব্দ এবং বিচিত্র গতি ইহাও বোবার ভাষা—বড় বড় চক্ষুপল্লববিশিষ্ট সুভার যে ভাষা, তাহারই একটা বিশ্বব্যাপী বিস্তার; ঝিল্লিরবপূর্ণ তৃণভূমি হইতে শব্দাতীত নক্ষত্রলোক পর্য্যন্ত কেবল ইঙ্গিত, ভঙ্গী, সঙ্গীত, ক্রন্দন এবং দীর্ঘনিশ্বাস।

এবং মধ্যাহ্নে যখন মাঝিরা জেলেরা খাইতে যাইত, গৃহস্থেরা ঘুমাইত, পাখীরা ডাকিত না, খেয়া নৌকা বন্ধ থাকিত, সজন জগৎ সমস্ত কাজকর্ম্মের মাঝখানে সহসা থামিয়া গিয়া ভয়ানক বিজন মূর্ত্তি ধারণ করিত, তখন রুদ্র মহাকাশের তলে কেবল একটি বোবা প্রকৃতি এবং একটি বোবা মেয়ে মুখামুখি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত—একজন সুবিস্তীর্ণ রৌদ্রে আর একজন তরুচ্ছায়ায়।

সুভার যে গুটিকতক অন্তরঙ্গ বন্ধুর দল ছিল না তাহা নহে। গোয়ালের দুটি গাভী, তাহাদের নাম সর্ব্বশী ও পাঙ্গুলি। সে নাম বালিকার মুখে তাহারা কখন শুনে নাই, কিন্তু তাহার পদশব্দ তাহারা চিনিত—তাহার কথাহীন একটা করুণ সুর ছিল, তাহার মর্ম্ম তাহারা ভাষার অপেক্ষা সহজে বুঝিত। সুভা কখন্ তাহাদের আদর করিতেছে, কখন্ ভর্ৎসনা করিতেছে, কখন্ মিনতি করিতেছে, তাহা তাহারা মানুষের অপেক্ষা ভাল বুঝিতে পারিত।

সুভা গোয়ালে ঢুকিয়া দুই বাহুর দ্বারা সর্ব্বশীর গ্রীবা বেষ্টন করিয়া তাহার কাণের কাছে আপনার গণ্ডদেশ ঘর্ষণ করিত এবং পাঙ্গুলি স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তাহার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া তাহার গা চাটিত। বালিকা দিনের মধ্যে নিয়মিত তিনবার করিয়া গোয়ালঘরে যাইত, তাহা ছাড়া অনিয়মিত আগমনও ছিল; গৃহে যেদিন কোন কঠিন কথা শুনিত, সেদিন সে অসময়ে তাহার এই মূক বন্ধু দুটির কাছে আসিত—তাহার সহিষ্ণুতাপরিপূর্ণ বিষাদশান্ত দৃষ্টিপাত হইতে তাহারা কি একটা অন্ধ অনুমানশক্তি দ্বারা বালিকার মর্ম্মবেদনা যেন বুঝিতে পারিত, এবং সুভার গা ঘেঁসিয়া আসিয়া অল্পে অল্পে তাহার বাহুতে শিং ঘষিয়া ঘষিয়া তাহাকে নির্ব্বাক্ ব্যাকুলতার সহিত সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিত।

ইহারা ছাড়া ছাগল এবং বিড়ালশাবকও ছিল, কিন্তু তাহাদের সহিত সুভার এরূপ সমকক্ষ ভাবের মৈত্রী ছিল না,

তথাপি তাহারা যথেষ্ট আনুগত্য প্রকাশ করিত। বিড়ালশিশুটি দিনে এবং রাত্রে যখন্ তখন্ সুভার গরম কোলটি নিঃসঙ্কোচে অধিকার করিয়া সুখনিদ্রার আয়োজন করিত এবং সুভা তাহার গ্রীবা ও পৃষ্ঠে কোমল অঙ্গুলি বুলাইয়া দিলে যে, তাহার নিদ্রাকর্ষণের বিশেষ সহায়তা হয়, ইঙ্গিতে এরূপ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করিত।

৩।

উন্নত-শ্রেণীর জীবের মধ্যে সুভার আরো একটি সঙ্গী জুটিয়াছিল, কিন্তু তাহার সহিত বালিকার ঠিক কিরূপ সম্পর্ক ছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন, কারণ, সে ভাষাবিশিষ্ট জীব; সুতরাং উভয়ের মধ্যে সমভাষা ছিল না।

গোঁসাইদের ছোট ছেলেটি—তাহার নাম প্রতাপ। লোকটি নিতান্ত অকর্ম্মণ্য। সে যে, কাজকর্ম্ম করিয়া সংসারের উন্নতি করিতে যত্ন করিবে বহু চেষ্টার পর বাপ মা সে আশা ত্যাগ করিয়াছেন। অকর্ম্মণ্য লোকের একটা সুবিধা এই যে, আত্মীয় লোকেরা তাহাদের উপর বিরক্ত হয় বটে, কিন্তু প্রায় তাহারা নিঃসম্পর্ক লোকদের প্রিয়পাত্র হয়—কারণ, কোন কার্য্যে আবদ্ধ না থাকাতে তাহারা সরকারী সম্পত্তি হইয়া দাঁড়ায়। সহরে যেমন এক-আধটা গৃহসম্পর্কহীন সরকারী বাগান থাকা আবশ্যক, তেমনি গ্রামে দুই চারটা অকর্ম্মণ্য সরকারী লোক থাকার বিশেষ প্রয়োজন। কাজেকর্ম্মে, আমোদ অবসরে যেখানে একটা লোক কম পড়ে, সেখানেই তাহাদিগকে হাতের কাছে পাওয়া যায়।

প্রতাপের প্রধান সখ, ছিপ ফেলিয়া মাছ ধরা। ইহাতে অনেকটা সময় সহজে কাটান যায়। অপরাহ্ণে নদীতীরে ইহাকে প্রায় এই কাজে নিযুক্ত দেখা যাইত। এবং এই উপলক্ষে সুভার সহিত তাহার প্রায় সাক্ষাৎ হইত। যে কোন কাজেই নিযুক্ত থাক্, একটা সঙ্গী পাইলে প্রতাপ থাকে ভাল। মাছধরার সময় বাক্যহীন সঙ্গীই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—এইজন্য প্রতাপ সুভার মর্য্যাদা বুঝিত। এইজন্য, সকলেই সুভাকে সুভা বলিত, প্রতাপ আর একটু অতিরিক্ত আদর সংযোগ করিয়া সুভাকে 'সু' বলিয়া ডাকিত।

সুভা তেঁতুলতলায় বসিয়া থাকিত এবং প্রতাপ অনতিদূরে মাটিতে ছিপ্ ফেলিয়া জলের দিকে চাহিয়া থাকিত। প্রতাপের একটি করিয়া পান বরাদ্দ ছিল, সুভা তাহা নিজে সাজিয়া আনিত। এবং বোধ করি, অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া চাহিয়া চাহিয়া ইচ্ছা করিত প্রতাপের কোন একটা বিশেষ সাহায্য করিতে, একটা কোন কাজে লাগিতে, কোন মতে জানাইয়া দিত যে, এই পৃথিবীতে সেও একজন কম প্রয়োজনীয় লোক নহে। কিন্তু কিছুই করিবার ছিল না। তখন সে মনে মনে বিধাতার কাছে অলৌকিক ক্ষমতা প্রার্থনা করিত—মন্ত্রবলে সহসা এমন একটা আশ্চর্য্য কাণ্ড ঘটাইতে ইচ্ছা করিত যাহা দেখিয়া প্রতাপ আশ্চর্য্য হইয়া যাইত, বলিত, তাইত, আমাদের সুভির যে এত ক্ষমতা তাহা ত জানিতাম না!"

মনে কর, সুভা যদি জলকুমারী হইত; আস্তে আস্তে জল হইতে উঠিয়া একটা সাপের মাথার মণি ঘাটে রাখিয়া যাইত; প্রতাপ তাহার তুচ্ছ মাছধরা রাখিয়া সেই মাণিক লইয়া জলে ডুব মারিত; এবং

পাতালে গিয়া দেখিত, রূপার অট্টালিকায় সোণার পালঙ্কে—কে বসিয়া?—আমাদের বাণীকণ্ঠের ঘরের সেই বোবা মেয়ে সু—আমাদের সু সেই মণিদীপ্ত গভীর নিস্তব্ধ পাতালপুরীর একমাত্র রাজকন্যা। তাহা কি হইতে পারিত না, তাহা কি এতই অসম্ভব! আসলে কিছুই অসম্ভব নয়, কিন্তু তবুও সু প্রজাশূন্য পাতালের রাজবংশে না জন্মিয়া বাণীকণ্ঠের ঘরে আসিয়া জন্মিয়াছে এবং গোঁসাইদের ছেলে প্রতাপকে কিছুতেই আশ্চর্য্য করিতে পারিতেছে না।

৪।

সুভার বয়স ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে। ক্রমে সে যেন আপনাকে আপনি অনুভব করিতে পারিতেছে। যেন কোন একটা পূর্ণিমা তিথিতে কোন একটা সমুদ্র হইতে একটা জোয়ারের স্রোত আসিয়া তাহার অন্তরাত্মাকে এক নূতন অনির্ব্বচনীয় চেতনা-শক্তিতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। সে আপনাকে আপনি দেখিতেছে, ভাবিতেছে, প্রশ্ন করিতেছে এবং বুঝিতে পারিতেছে না।

গভীর পূর্ণিমা রাত্রে সে একদিন ধীরে শয়ন-গৃহের দ্বার খুলিয়া ভয়ে ভয়ে মুখ বাড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখে। পূর্ণিমা প্রকৃতিও সুভার মত একাকিনী সুপ্ত জগতের উপর জাগিয়া বসিয়া—যৌবনের রহস্যে, পুলকে বিষাদে, অসীম নির্জ্জনতার একেবারে শেষ সীমা পর্য্যন্ত, এমন কি, তাহা অতিক্রম করিয়াও থম্‌থম্ করিতেছে, একটি কথা কহিতে পারিতেছে না। এই নিস্তব্ধ ব্যাকুল প্রকৃতির প্রান্তে একটি নিস্তব্ধ ব্যাকুলা বালিকা দাঁড়াইয়া।

এদিকে কন্যাভারগ্রস্ত পিতামাতা চিন্তিত হইয়া উঠিয়াছে। লোকেও নিন্দা আরম্ভ করিয়াছে। এমন কি, একঘরে করিবে এমন জনরবও শুনা যায়। বাণী-কণ্ঠের স্বচ্ছল অবস্থা, দুই বেলাই মাছ ভাত খায়, এজন্য তাহার শত্রু ছিল।

স্ত্রীপুরুষে বিস্তর পরামর্শ হইল। কিছু-দিনের মত বাণী বিদেশে গেল।

অবশেষে ফিরিয়া আসিয়া কহিল "চল, কলিকাতায় চল"।

বিদেশযাত্রার উদ্যোগ হইতে লাগিল। কুয়াশা-ঢাকা প্রভাতের মত সুভার সমস্ত হৃদয় অশ্রুবাষ্পে একেবারে ভরিয়া গেল। একটা অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কাবশে সে কিছুদিন হইতে ক্রমাগত নির্ব্বাক্ জন্তুর মত তাহার বাপমায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত—ডাগর চক্ষু মেলিয়া তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া কি একটা বুঝিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু তাঁহারা কিছু বুঝাইয়া বলিতেন না।

ইতিমধ্যে একদিন অপরাহ্নে জলে ছিপ্ ফেলিয়া প্রতাপ হাসিয়া কহিল, "কিরে, সু, তোর না কি বর পাওয়া গেছে, তুই বিয়ে করতে যাচ্চিস্? দেখিস্, আমাদের ভুলিস্ নে।" বলিয়া আবার মাছের দিকে মনোযোগ করিল।

মর্ম্মবিদ্ধ হরিণী ব্যাধের দিকে যেমন করিয়া তাকায়, নীরবে বলিতে থাকে "আমি তোমার কাছে কি দোষ করিয়াছি-লাম," সুভা তেমনি করিয়া প্রতাপের দিকে চাহিল; সেদিন গাছের তলায় আর বসিল না; বাণীকণ্ঠ নিদ্রা হইতে উঠিয়া শয়ন-গৃহে তামাক খাইতেছিলেন, সুভা তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া কাঁদিতে লাগিল। অবশেষে তাহাকে

Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

সান্ত্বনা দিতে গিয়া বাণীকণ্ঠের শুষ্ক কপোলে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

কাল কলিকাতায় যাইবার দিন স্থির হইয়াছে! সুভা গোয়ালঘরে তাহার বাল্যসঙ্গীদের কাছে বিদায় লইতে গেল, তাহাদিগকে স্বহস্তে খাওয়াইয়া, গলা ধরিয়া একবার দুই চোখে যত পারে কথা ভরিয়া তাহাদের মুখের দিকে চাহিল—দুই নেত্রপল্লব হইতে টপটপ করিয়া অশ্রুজল পড়িতে লাগিল।

সেদিন শুক্ল দ্বাদশীর রাত্রি। সুভা শয়ন-গৃহ হইতে বাহির হইয়া তাহার সেই চিরপরিচিত নদীতটে শষ্পশয্যায় লুটাইয়া পড়িল—যেন ধরণীকে, এই প্রকাণ্ড মূক মানবমাতাকে দুই বাহুতে ধরিয়া বলিতে চাহে,"তুমি আমাকে যাইতে দিয়ো না, মা, আমার মত দুটি বাহু বাড়াইয়া তুমিও আমাকে ধরিয়া রাখ!"

কলিকাতার এক বাসায় সুভার মা একদিন সুভাকে খুব করিয়া সাজাইয়া দিলেন। আঁটিয়া চুল বাঁধিয়া, খোঁপায় জরির ফিতা দিয়া, অলঙ্কারে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার স্বাভাবিক শ্রী যথাসাধ্য বিলুপ্ত করিয়া দিলেন। সুভার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু পড়িতেছে, পাছে চোখ ফুলিয়া খারাপ দেখিতে হয় এজন্য তাহার মাতা তাহাকে বিস্তর ভর্ৎসনা করিলেন, কিন্তু অশ্রুজল ভর্ৎসনা মানিল না।

বন্ধু সঙ্গে বর স্বয়ং কনে দেখিতে আসিলেন—কন্যার মাবাপ চিন্তিত, শঙ্কিত, শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, যেন দেবতা স্বয়ং নিজের বলির পশু বাছিয়া লইতে আসিয়াছেন। মা নেপথ্য হইতে বিস্তর তর্জ্জন গর্জ্জন শাসন করিয়া বালিকার অশ্রুস্রোত দ্বিগুণ বাড়াইয়া পরীক্ষকের সম্মুখে পাঠাইলেন।

পরীক্ষক অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন "মন্দ নহে।"

বিশেষতঃ বালিকার ক্রন্দন দেখিয়া বুঝিলেন, ইহার হৃদয় আছে এবং হিসাব করিয়া দেখিলেন, যে হৃদয় আজ বাপমায়ের বিচ্ছেদ-সম্ভাবনায় ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছে, সেই হৃদয় আজ বাদে কাল আমারই ব্যবহারে লাগিতে পারিবে। শুক্তির মুক্তার ন্যায় বালিকার অশ্রুজল কেবল বালিকার মূল্য বাড়াইয়া দিল, তাহার হইয়া আর কোন কথা বলিল না।

পঞ্জিকা মিলাইয়া খুব একটা শুভলগ্নে বিবাহ হইয়া গেল।

বোবা মেয়েকে পরের হস্তে সমর্পণ করিয়া বাপ মা দেশে চলিয়া গেল—তাহাদের জাতি ও পরকাল রক্ষা হইল।

বর পশ্চিমে কাজ করে। বিবাহের অনতিবিলম্বে স্ত্রীকে পশ্চিমে লইয়া গেল।

সপ্তাহ খানেকের মধ্যে সকলেই বুঝিল, নববধূ বোবা। তা কেহ বুঝিল না, সেটা তাহার দোষ নহে। সে কাহাকেও প্রতারণা করে নাই। তাহার দুটি চক্ষু সকল কথাই বলিয়াছিল, কিন্তু কেহ তাহা বুঝিতে পারে নাই। সে চারিদিকে চায়—ভাষা পায় না, যাহারা বোবার ভাষা বুঝিত সেই আজন্মপরিচিত মুখগুলি দেখিতে পায় না—বালিকার চিরনীরব হৃদয়ের মধ্যে একটা অসীম অব্যক্ত ক্রন্দন বাজিতে লাগিল —অন্তর্যামী ছাড়া আর কেহ তাহা শুনিতে পাইল না।

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

এবার তাহার স্বামী চক্ষু এবং কর্ণেন্দ্রিয়ের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া এক ভাষা-বিশিষ্ট কন্যা বিবাহ করিয়া আনিল।

প্রতিহিংসা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:(০):—

মুকুন্দ বাবুদের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ানের পৌত্রী, বর্ত্তমান ম্যানেজারের স্ত্রী ইন্দ্রাণী অশুভক্ষণে বাবুদের বাড়িতে তাঁহাদের দৌহিত্রের বিবাহে বৌ-ভাতের নিমন্ত্রণে উপস্থিত ছিলেন।

তৎপূর্ব্বকার ইতিহাস সংক্ষেপে বলিয়া রাখিলে কথাটা পরিষ্কার হইবে।

এক্ষণে মুকুন্দ বাবুও ভূতপূর্ব্ব, তাঁহার দেওয়ান গৌরীকান্তও ভূতপূর্ব্ব; কালের আহ্বান অনুসারে উভয়ের কেহই স্বস্থানে সশরীরে বর্ত্তমান নাই। কিন্তু যখন ছিলেন তখন উভয়ের মধ্যে বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। পিতৃমাতৃহীন গৌরীকান্তের যখন কোন জীবনোপায় ছিল না, তখন মুকুন্দলাল কেবলমাত্র মুখ দেখিয়া তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার উপরে নিজের ক্ষুদ্র বিষয় সম্পত্তি পর্য্যবেক্ষণের ভার দেন। কালে প্রমাণ হইল যে, মুকুন্দলাল ভুল করেন নাই। কীট যেমন করিয়া বল্মীক রচনা করে, স্বর্গকামী যেমন করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করে, গৌরীকান্ত তেমনি করিয়া অশ্রান্ত যত্নে তিলে তিলে দিনে দিনে মুকুন্দলালের বিষয় বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। অবশেষে যখন তিনি কৌশলে আশ্চর্য্য সুলভ-মূল্যে তরফ বাঁকাগাড়ি ক্রয় করিয়া মুকুন্দ-লালের সম্পত্তিভুক্ত করিলেন, তখন হইতে মুকুন্দবাবুরা গণ্যমান্য জমিদার শ্রেণীতে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। প্রভুর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভৃত্যেরও উন্নতি হইল;—অল্পে অল্পে তাঁহার কোঠাবাড়ি, জোতজমা, এবং পূজার্চ্চনা বিস্তার লাভ করিল। এবং যিনি এককালে সামান্য তহশীলদার শ্রেণীর ছিলেন, তিনিও সাধারণের নিকট দেওয়ানজি নামে পরিচিত হইলেন।

ইহাই ভূতপূর্ব্ব কালের ইতিহাস। বর্ত্তমান কালে মুকুন্দবাবুর একটি পোষ্যপুত্র আছেন, তাঁহার নাম বিনোদবিহারী। এবং গৌরীকান্তের সুশিক্ষিত নাতজামাই অম্বিকাচরণ তাঁহাদের ম্যানেজারের কাজ করিয়া থাকেন। দেওয়ানজি তাঁহার পুত্র রমাকান্তকে বিশ্বাস করিতেন না—সেই জন্য বার্দ্ধক্যবশতঃ নিজে যখন কাজ ছাড়িয়া দিলেন, তখন পুত্রকে লঙ্ঘন করিয়া নাত-জামাই অম্বিকাকে আপন কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

কাজকর্ম্ম বেশ চলিতেছে; পূর্ব্বের আমলে যেমন ছিল এখনও সকলি প্রায় তেমনি আছে, কেবল একটা বিষয়ে একটু প্রভেদ ঘটিয়াছে; এখন প্রভুভৃত্যের সম্পর্ক কেবল কাজকর্ম্মের সম্পর্ক—হৃদয়ের সম্পর্ক নহে। পূর্ব্বকালে টাকা শস্তা ছিল এবং হৃদয়টাও কিছু সুলভ ছিল, এখন সর্ব্ব-সম্মতিক্রমে হৃদয়ের বাজে খরচটা একপ্রকার রহিত হইয়াছে। নিতান্ত আত্মীয়ের

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ভাগেই টানাটানি পড়িয়াছে, তা বাহিরের লোকে পাইবে কোথা হইতে!

ইতিমধ্যে বাবুদের বাড়িতে দৌহিত্রের বিবাহে বৌভাতের নিমন্ত্রণে দেওয়ানজীর পৌত্রী ইন্দ্রাণী গিয়া উপস্থিত হইল।

সংসারটা কৌতূহলী অদৃষ্টপুরুষের রাসায়নিক পরীক্ষা-শালা। এখানে কতকগুলা বিচিত্র-চরিত্র মানুষ একত্র করিয়া তাহাদের সংযোগ বিয়োগে নিয়ত কত চিত্রবিচিত্র অভূতপূর্ব্ব ইতিহাস সৃজিত হইতেছে, আর তাহার সংখ্যা নাই।

এই বৌভাতের নিমন্ত্রণস্থলে, এই আনন্দকার্য্যের মধ্যে দুটি দুই রকমের মানুষের দেখা হইল এবং দেখিতে দেখিতে সংসারের অশ্রান্ত জালবুনানীর মধ্যে একটা নূতন বর্ণের সূত্র উঠিয়া পড়িল এবং একটা নূতন রকমের গ্রন্থি পড়িয়া গেল।

সকলের আহারাদি শেষ হইয়া গেলে ইন্দ্রাণী বৈকালের দিকে কিছু বিলম্বে মনিব-বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। বিনোদের নয়নতারা যখন বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিল, ইন্দ্রাণী গৃহকর্ম্মের ব্যস্ততা, শারীরিক অস্বাস্থ্য প্রভৃতি দুই চারিটা কারণ প্রদর্শন করিল, কিন্তু তাহা কাহারও সন্তোষজনক বোধ হইল না।

প্রকৃত কারণ যদিও ইন্দ্রাণী গোপন করিল তথাপি তাহা বুঝিতে কাহারও বাকি রহিল না। সে কারণটি এই,—মুকুন্দ বাবুরা প্রভু ধনী বটেন কিন্তু কুলমর্য্যাদায় গৌরীকান্ত তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ। ইন্দ্রাণী সে শ্রেষ্ঠতা ভুলিতে পারে না। সেই জন্য মনিবের বাড়ি পাছে খাইতে হয়, এই ভয়ে সে যথেষ্ট বিলম্ব করিয়া গিয়াছিল। তাহার অভিসন্ধি বুঝিয়া তাহাকে খাওয়াইবার জন্য বিশেষ পীড়াপীড়ি করা হইয়াছিল কিন্তু ইন্দ্রাণী পরাস্ত হইবার মেয়ে নহে, তাহাকে কিছুতেই খাওয়ান গেল না।

একবার মুকুন্দ এবং গৌরীকান্ত বর্ত্তমানেও কুলাভিমান লইয়া ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর বিপ্লব বাধিয়াছিল। সে ঘটনা এই স্থানে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ইন্দ্রাণীকে দেখিতে বড় সুন্দর। আমাদের ভাষায় সুন্দরীর সহিত স্থির-সৌদামিনীর তুলনা প্রসিদ্ধ আছে। সে তুলনা অধিকাংশ স্থলে খাটে না, কিন্তু ইন্দ্রাণীকে খাটে। ইন্দ্রাণী যেন আপনার মধ্যে একটি প্রবল বেগ এবং প্রখর জ্বালা একটি সহজ শক্তির দ্বারা অটল গাম্ভীর্য্যপাশে অতি অনায়াসে বাঁধিয়া রাখিয়াছে। বিদ্যুৎ তাহার মুখে চক্ষে এবং সর্ব্বাঙ্গে নিত্যকাল ধরিয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে। এখানে তাহার চপলতা নিষিদ্ধ।

এই সুন্দরী মেয়েটিকে দেখিয়া মুকুন্দ বা তাঁহার পোষ্যপুত্রের সহিত ইহার বিবাহ দিবার প্রস্তাব গৌরীকান্তের নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলেন। প্রভুভক্তিতে গৌরীকান্ত কাহারও নিকটে ন্যূন ছিলেন না; তিনি প্রভুর জন্য প্রাণ দিতে পারিতেন; এবং তাঁহার অবস্থার যতই উন্নতি হউক এবং কর্ত্তা তাঁহার প্রতি বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিয়া তাঁহাকে যতই প্রশ্রয় দিন তিনি কখনও ভ্রমেও স্বপ্নেও প্রভুর সম্মান বিস্মৃত হন নাই; প্রভুর সম্মুখে, এমন কি, প্রভুর প্রসঙ্গে তিনি যেন সন্নত হইয়া পড়িতেন—কিন্তু এই বিবাহের প্রস্তাবে তিনি কিছুতেই সম্মত হন নাই। প্রভুভক্তির দেনা তিনি কড়ায় গণ্ডায় শোধ করিতেন, কুলমর্য্যাদার পাওনা তিনি ছাড়িবেন

কেন! মুকুন্দলালের পুত্রের সহিত তিনি তাঁহার পৌত্রীর বিবাহ দিতে পারেন না।

ভৃত্যের এই কুলগর্ব্ব মুকুন্দলালের ভাল লাগে নাই। তিনি আশা করিয়াছিলেন এই প্রস্তাবের দ্বারা তাঁহার ভক্ত সেবকের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করা হইবে, গৌরীকান্ত যখন কথাটা সে ভাবে লইলেন না তখন মুকুন্দলাল কিছুদিন তাঁহার সহিত বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত মনঃকষ্ট দিয়াছিলেন। প্রভুর বিমুখভাব গৌরীকান্তের বক্ষে মৃত্যুশেলের ন্যায় বাজিয়াছিল কিন্তু তথাপি তিনি তাঁহার পৌত্রীর সহিত এক পিতৃমাতৃহীন দরিদ্র কুলীনসন্তানের বিবাহ দিয়া তাহাকে ঘরে পালন করিয়া নিজের অর্থে শিক্ষা দান করিতে লাগিলেন।

সেই কুলমদগর্ব্বিত পিতামহের পৌত্রী ইন্দ্রাণী তাহার প্রভুগৃহে গিয়া আহার করিল না; ইহাতে তাহার প্রভুপত্নী নয়নতারার অন্তঃকরণে সুমধুর প্রীতিরস উদ্বেলিত হইয়া উঠে নাই সে কথা বলা বাহুল্য। তখন ইন্দ্রাণীর অনেকগুলি স্পর্দ্ধা নয়নতারার বিদ্বেষকষায়িত কল্পনাচক্ষে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

প্রথম, ইন্দ্রাণী অনেক গহনা পরিয়া অত্যন্ত সুসজ্জিত হইয়া আসিয়াছিল। মনিববাড়িতে এত ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর করিয়া প্রভুদের সহিত সমকক্ষতা দেখাইবার কি আবশ্যক ছিল?

দ্বিতীয়, ইন্দ্রাণীর রূপের গর্ব্ব। ইন্দ্রাণীর রূপটা ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, এবং নিম্নপদস্থ ব্যক্তির এত অধিক রূপ থাকা অনাবশ্যক এবং অন্যায় হইতে পারে কিন্তু তাহার গর্ব্বটা সম্পূর্ণ নয়নতারার কল্পনা। রূপের কাহাকেও দোষী করা যায় না এই জন্য নিন্দা করিতে হইলে অগত্যা গর্ব্বের অবতারণা করিতে হয়।

তৃতীয়, ইন্দ্রাণীর দাম্ভিকতা,—চলিত ভাষায় যাহাকে দেমাক। ইন্দ্রাণীর একটি স্বাভাবিক গাম্ভীর্য্য ছিল—অত্যন্ত প্রিয় পরিচিত ব্যক্তি ব্যতীত সে কাহারও সহিত মাখামাখি করিতে পারিত না। তাহা ছাড়া গায়ে পড়িয়া একটা সোরগোল করা, অগ্রসর হইয়া সকল কাজে হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়া সেও তাহার স্বভাবসিদ্ধ ছিল না।

এইরূপ নানাপ্রকার অমূলক ও সমূলক কারণে নয়নতারা ক্রমশঃ উত্তপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। এবং অনাবশ্যক সূত্র ধরিয়া ইন্দ্রাণীকে "আমাদের ম্যানেজারের স্ত্রী" "আমাদের দেওয়ানের নাতনী" বলিয়া বারংবার পরিচিত ও অভিহিত করিতে লাগিল। তাহার একজন প্রিয় মুখরা দাসীকে শিখাইয়া দিল—সে ইন্দ্রাণীর গায়ের উপর পড়িয়া পরম সখীভাবে তাহার গহনাগুলি হাত দিয়া নাড়িয়া নাড়িয়া সমালোচনা করিতে লাগিল;—কণ্ঠী এবং বাজুবন্দের প্রশংসা করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ ভাই, এ কি গিল্টি-করা?"

ইন্দ্রাণী পরম গম্ভীর মুখে কহিল, "না, এ পিতলের!"

নয়নতারা ইন্দ্রাণীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "ওগো, তুমি ওখানে একলা দাঁড়িয়ে কি করচ, এই খাবারগুলো হাটখোলার পাল্কীতে তুলে দিয়ে এস না।" অদূরে বাড়ির দাসী উপস্থিত ছিল।

ইন্দ্রাণী কেবল মুহূর্ত্তকালের জন্য তাহার বিপুলপক্ষ্মচ্ছায়াগভীর উদার দৃষ্টি মেলিয়া

নয়নতারার মুখের দিকে চাহিল এবং পরক্ষণেই নীরবে মিষ্টান্নপূর্ণ সরা খুরি তুলিয়া লইয়া হাটখোলার পাল্কীর উদ্দেশে নীচে চলিল।

যিনি এই মিষ্টান্ন উপহার প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনি শশব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "তুমি কেন ভাই কষ্ট করচ, দাও না ঐ দাসীর হাতে দাও।"

ইন্দ্রাণী তাহাতে সম্মত না হইয়া কহিলেন, "এতে আর কষ্ট কিসের!"

অপরা কহিলেন, "তবে ভাই আমার হাতে দাও!"

ইন্দ্রাণী কহিলেন, "না, আমিই নিয়ে যাচ্চি।"

বলিয়া, অন্নপূর্ণা যেমন স্নিগ্ধগম্ভীর মুখে সমুচ্চ স্নেহে ভক্তকে স্বহস্তে অন্ন তুলিয়া দিতে পারিতেন, তেমনি অটলস্নিগ্ধভাবে তিনি পাল্কীতে মিষ্টান্ন রাখিয়া আসিলেন—এবং সেই দুই মিনিটকালের সংস্রবে হাটখোলাবাসনী ধনিগৃহ-বধূ এই স্বল্পভাষিণী মিতহাসিনী ইন্দ্রাণীর সহিত জন্মের মত প্রাণের সখীত্ব স্থাপনের জন্য উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

এইরূপে নয়নতারা স্ত্রীজনসুলভ নিষ্ঠুর নৈপুণ্যের সহিত যতগুলি অপমানশর বর্ষণ করিল ইন্দ্রাণী তাহার কোনটাকেই গায়ে বিঁধিতে দিল না;—সকলগুলিই তাহার অকলঙ্ক সমুজ্জ্বল সহজ তেজস্বিতার কঠিন বর্ম্মে ঠেকিয়া আপনি ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। তাহার গম্ভীর অবিচলতা দেখিয়া নয়নতারার আক্রোশ আরও বাড়িয়া উঠিতে লাগিল এবং ইন্দ্রাণী তাহা বুঝিতে পারিয়া এক সময় অলক্ষ্যে কাহারও নিকট বিদায় না লইয়া বাড়ি চলিয়া আসিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

যাহারা শান্তভাবে সহ্য করে তাহারা গভীরতররূপে আহত হয়; অপমানের আঘাত ইন্দ্রাণী যদিও অসীম অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল, তথাপি তাহা তাহার অন্তরে বাজিয়াছিল।

ইন্দ্রাণীর সহিত যেমন বিনোদবিহারীর বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল তেমনি এক সময় ইন্দ্রাণীর এক দূর সম্পর্কের নিঃস্ব পিস্তুতো ভাই বামাচরণের সহিত নয়নতারার বিবাহের কথা হয়;—সেই বামাচরণ এখন বিনোদের সেরেস্তায় একজন সামান্য কর্ম্মচারী। ইন্দ্রাণীর এখনো মনে পড়ে, বাল্যকালে একদিন নয়নতারার বাপ নয়নকে সঙ্গে করিয়া তাঁহাদের বাড়িতে আসিয়া বামাচরণের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহের জন্য গৌরীকান্তকে বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন। সেই উপলক্ষে ক্ষুদ্র বালিকা নয়নতারার অসামান্য প্রগল্‌ভতায় গৌরীকান্তের অন্তঃপুরে সকলেই আশ্চর্য্য এবং কৌতুকান্বিত হইয়াছিলেন, এবং তাহার সেই অকালপক্কতার নিকট মুখচোরা লাজুক ইন্দ্রাণী নিজেকে নিতান্ত অক্ষমা অনভিজ্ঞা জ্ঞান করিয়াছিল। গৌরীকান্ত এই মেয়েটির অনর্গল কথায় বার্ত্তায় এবং চেহারায় বড়ই খুসী হইয়াছিলেন কিন্তু কুলের যৎকিঞ্চিৎ ত্রুটি থাকায় বামাচরণের

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

সহিত ইহার বিবাহপ্রস্তাবে মত দিলেন না। অবশেষে তাঁহারই পছন্দে এবং তাঁহারই চেষ্টায় অকুলীন বিনোদের সহিত নয়নতারার বিবাহ হয়।

এই সকল কথা মনে করিয়া ইন্দ্রাণী কোন সান্ত্বনা পাইল না, বরং অপমান আরও বেশী করিয়া বাজিতে লাগিল। মহাভারতে বর্ণিত শুক্রাচার্য্যদুহিতা দেবযানী এবং শর্ম্মিষ্ঠার কথা মনে পড়িল। দেবযানী যেমন তাহার প্রভুকন্যা শর্ম্মিষ্ঠার দর্পচূর্ণ করিয়া তাহাকে দাসী করিয়াছিল, ইন্দ্রাণী যদি তেমনি করিতে পারিত তবেই যথোপযুক্ত বিধান হইত। এক সময় ছিল, যখন দৈত্যদের নিকট দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের ন্যায় মুকুন্দ বাবুর পরিবারবর্গের নিকট তাহার পিতামহ গৌরীকান্ত একান্ত আবশ্যক ছিলেন। তখন তিনি যদি ইচ্ছা করিতেন তবে মুকুন্দ বাবুকে হীনতা স্বীকার করাইতে পারিতেন—কিন্তু তিনিই মুকুন্দলালের বিষয় সম্পত্তিকে উন্নতির চরম সীমায় উত্তীর্ণ করিয়া দিয়া সর্ব্বপ্রকার শৃঙ্খলা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, অতএব আজ আর তাঁহাকে স্মরণ করিয়া প্রভুদের কৃতজ্ঞ হইবার আবশ্যকতা নাই। ইন্দ্রাণী মনে করিল, বাঁকাগাড়ি পরগণা তাহার পিতামহ অনায়াসে নিজের জন্যই কিনিতে পারিতেন, তখন তাঁহার সে ক্ষমতা জন্মিয়াছিল, তাহা না করিয়া তিনি সেটা মনিবকে কিনিয়া দিলেন—ইহা যে একপ্রকার দান করা সে কথা কি আজ সেই মনিবের বংশে কেহ মনে করিয়া রাখিয়াছে? আমাদেরই দত্ত ধনমানের গর্ব্বে তোমরা আমাদিগকে আজ অপমান করিবার অধিকার পাইয়াছ ইহাই মনে করিয়া ইন্দ্রাণীর চিত্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া সে দেখিল তাহার স্বামী প্রভুগৃহের নিমন্ত্রণ ও তাহার পরে জমিদারী কাছারির সমস্ত কাজকর্ম্ম সারিয়া তাঁহার শয়নকক্ষের একটি কেদারা আশ্রয় করিয়া নিভৃতে খবরের কাগজ পাঠ করিতেছেন।

অনেকের ধারণা আছে যে স্বামী স্ত্রীর স্বভাব প্রায়ই একরূপ হইয়া থাকে। তাহার কারণ, দৈবাৎ কোন কোন স্থলে স্বামী স্ত্রীর স্বভাবের মিল দেখিতে পাইলে সেটা আমাদের নিকট এমন সমুচিত এবং সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় যে, আমরা আশা করি এই নিয়ম বুঝি অধিকাংশ স্থলেই খাটে। যাহা হউক, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অম্বিকাচরণের সহিত ইন্দ্রাণীর দুই একটা বিশেষ বিষয়ে বাস্তবিক স্বভাবের মিল দেখা যায়। অম্বিকাচরণ তেমন মিশুক্ লোক নহেন। তিনি বাহিরে যান কেবলমাত্র কাজ করিতে। নিজের কাজ সম্পূর্ণ শেষ করিয়া এবং অন্যকে পুরামাত্রায় কাজ করাইয়া লইয়া বাড়ি আসিয়া যেন তিনি অনাত্মীয়তার আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য এক দুর্গম দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করেন। বাহিরে তিনি এবং তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ঘরের মধ্যে তিনি এবং তাঁহার ইন্দ্রাণী—ইহাতেই তাঁহার সমস্ত জীবন পর্য্যাপ্ত।

ভূষণের ছটা বিস্তার করিয়া যখন সুসজ্জিত ইন্দ্রাণী ঘরে প্রবেশ করিলেন, তখন অম্বিকাচরণ তাঁহাকে পরিহাস করিয়া কি একটা কথা বলিবার উপক্রম করিলেন, কিন্তু সহসা ক্ষান্ত হইয়া চিন্তিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার কি হয়েচে?"

ইন্দ্রাণী তাঁহার সমস্ত চিন্তা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন,

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

"কি আর হবে? সম্প্রতি আমার স্বামী রত্নের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে।"

অম্বিকা খবরের কাগজ ভূমিতলে ফেলিয়া দিয়া কহিলেন—"সে ত আমার অগোচর নেই। তৎপূর্ব্বে?"

ইন্দ্রাণী একে একে গহনা খুলিতে খুলিতে বলিলেন, "তৎপূর্ব্বে স্বামিনীর কাছে থেকে সমাদর লাভ হয়েচে।"

অম্বিকা জিজ্ঞাসা করিলেন—"সমাদরটা কি রকমের?

ইন্দ্রাণী স্বামীর কাছে আসিয়া তাঁহার কেদারার হাতার উপর বসিয়া তাঁহার গ্রীবা বেষ্টন করিয়া উত্তর করিল, "তোমার কাছ থেকে যে রকমের পাই ঠিক সে রকমের নয়।"

তাহার পর, ইন্দ্রাণী একে একে সকল কথা বলিয়া গেল। সে মনে করিয়াছিল স্বামীর কাছে এ সকল অপ্রিয় কথার উত্থাপন করিবে না; কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল না, এবং ইহার অনুরূপ প্রতিজ্ঞাও ইন্দ্রাণী ইতিপূর্ব্বে কখনও রক্ষা করিতে পারে নাই। বাহিরের লোকের নিকট ইন্দ্রাণী যতই সংযত সমাহিত হইয়া থাকিত, স্বামীর নিকটে সে সেই পরিমাণে আপন প্রকৃতির সমুদয় স্বাভাবিক বন্ধনমোচন করিয়া ফেলিত—সেখানে লেশমাত্র আত্মগোপন করিতে পারিত না।

অম্বিকাচরণ সমস্ত ঘটনা শুনিয়া মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, এখনি আমি কাজে ইস্তফা দিব। তৎক্ষণাৎ তিনি বিনোদ বাবুকে এক কড়া চিঠি লিখিতে উদ্যত হইলেন।

ইন্দ্রাণী তখন চৌকির হাতা হইতে নীচে নামিয়া মাদুরপাতা মেঝের উপর স্বামীর পায়ের কাছে বসিয়া তাঁহার কোলের উপর বাহু রাখিয়া বলিল—এত তড়াতাড়ি কাজ নেই। চিঠি আজ থাক্। কাল সকালে যা হয় স্থির কোরো।

অম্বিকা উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বলিলেন, না, আর এক দণ্ড বিলম্ব করা উচিত নয়।

ইন্দ্রাণী তাহার পিতামহের হৃদয়মৃণালে একটিমাত্র পদ্মের মত ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার অন্তর হইতে সে যেমন স্নেহরস আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল তেমনি পিতামহের চিত্তসঞ্চিত অনেকগুলি ভাব সে অলক্ষ্যে গ্রহণ করিয়াছিল। মুকুন্দলালের পরিবারের প্রতি গৌরীকান্তের যে একটি অচলা নিষ্ঠা ও ভক্তি ছিল ইন্দ্রাণী যদিও তাহা সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হয় নাই, কিন্তু প্রভুপরিবারের হিতসাধনে জীবন অর্পণ করা যে তাহাদের কর্ত্তব্য, এই ভাবটি তাহার মনে দৃঢ়বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল তাহার সুশিক্ষিত স্বামী ইচ্ছা করিলে ওকলাতী করিতে পারিতেন, সম্মানজনক কাজ লইতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহার স্ত্রীর হৃদয়ের দৃঢ় সংস্কার অনুসরণ করিয়া তিনি অনন্যমনে সন্তুষ্টচিত্তে বিনোদের বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন। ইন্দ্রাণী যদিও অপমানে আহত হইয়াছিল, তথাপি তাহার স্বামী যে বিনোদলালের কাজ ছাড়িয়া দিবে এ তাহার কিছুতেই মনে হইল না।

ইন্দ্রাণী তখন যুক্তির অবতারণা করিয়া মৃদু মিষ্ট স্বরে কহিল—বিনোদ বাবুর ত কোন দোষ নেই তিনি এর কিছুই জানেন না—তাঁর স্ত্রীর উপর রাগ করে তুমি হঠাৎ তাড়াতাড়ি তাঁর সঙ্গে ঝগড়া করতে যাবে কেন?

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

শুনিয়া অম্বিকা বাবু উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন—নিজের সঙ্কল্প তাঁহার নিকট অত্যন্ত হাস্যকর বলিয়া বোধ হইল। তিনি কহিলেন, "সে একটা কথা বটে! কিন্তু মনিব হোন্ আর যিনিই হোন্ ওদের ওখানে আর কখন তোমাকে পাঠাচ্চিনে।"

এই অল্প একটু ঝড়েই সে দিনকার মত মেঘ কাটিয়া গেল, গৃহ প্রসন্ন হইয়া উঠিল এবং স্বামীর বিশেষ আদরে ইন্দ্রাণী বাহিরের সমস্ত অনাদর বিস্মৃত হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:-*০:—

বিনোদবিহারী অম্বিকাচরণের উপর সম্পূর্ণ ভার দিয়া জমিদারার কাজ কিছুই দেখিতেন না। নিতান্ত-নির্ভর ও অতি-নিশ্চয়তাবশতঃ কোন কোন স্বামী ঘরের স্ত্রীকে যেরূপ অবহেলার চক্ষে দেখিয়া থাকে, নিজের জমিদারীর প্রতিও বিনোদের কতকটা সেই ভাবের উপেক্ষা ছিল। জমিদারীর আয় এতই নিশ্চিত এতই বাঁধা যে তাহাকে আয় বলিয়া বোধ হয় না—তাহা অভ্যস্ত, এবং তাহার কোন আকর্ষণ ছিল না।

বিনোদের ইচ্ছা ছিল, একটা সংক্ষেপ সুড়ঙ্গপথ অবলম্বন করিয়া হঠাৎ এক রাত্রির মধ্যে কুবেরের ভাণ্ডারের মধ্যে প্রবেশ করিবেন। সেই জন্য নানা লোকের পরামর্শে তিনি গোপনে নানা প্রকার আজ্‌গবী ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করিতেন। কখনও স্থির হইত দেশের সমস্ত বাব্‌লা গাছ জমা লইয়া গোরুর গাড়ির চাকা তৈরি করিবেন, কখনও পরামর্শ হইত সুন্দর বনের সমস্ত মধুচক্র তিনি আহরণ করিবেন, কখনও লোক পাঠাইয়া পশ্চিম প্রদেশের বনগুলি বন্দোবস্ত করিয়া হরীতকীর ব্যবসায় একচেটে করিবার আয়োজন হইত। বিনোদ মনে মনে ইহা বুঝিতেন যে, অন্য লোকে শুনিলে হাসিবে, সেই জন্য কাহারও কাছে প্রকাশ করিতে চাহিতেন না। বিশেষতঃ অম্বিকাচরণকে তিনি একটু বিশেষ লজ্জা করিতেন; অম্বিকা পাছে মনে করেন তিনি টাকাগুলো নষ্ট করিতে বসিয়াছেন সেজন্য মনে মনে সঙ্কুচিত ছিলেন। অম্বিকার নিকট তিনি এমন ভাবে থাকিতেন যেন অম্বিকাই জমিদার এবং তিনি কেবল বসিয়া থাকিবার জন্য বার্ষিক কত টাকা করিয়া বেতন পাইতেন।

নিমন্ত্রণের পরদিন হইতে নয়নতারা তাঁহার স্বামীর কাণে মন্ত্র দিতে লাগিলেন। তুমি ত নিজে কিছুই দেখ না, তোমাকে অম্বিকা হাত তুলিয়া যাহা দেয় তাহাই তুমি শিরোধার্য্য করিয়া লও; এদিকে ভিতরে ভিতরে কি সর্ব্বনাশ হইতেছে তাহা কেহই জানে না। তোমার ম্যানেজারের স্ত্রী যা গয়না পরিয়া আসিয়াছিল, এমন গয়না তোমার ঘরে আসিয়া আমি কখনও চক্ষেও দেখি নাই। এ সব গয়না সে পায় কোথা হইতে এবং এত দেমাকই বা তাহার বাড়িল কিসের জোরে! ইত্যাদি ইত্যাদি। গহনার বর্ণনা নয়নতারা অনেকটা অতিরঞ্জিত করিয়া বলিল, এবং ইন্দ্রাণী নিজ মুখে তাহার দাসীকে কি সকল কথা বলিয়া গেছে তাহাও সে বহুল পরিমাণে রচনা করিয়া গেল।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

বিনোদ দুর্ব্বল প্রকৃতির লোক—এক দিকে সে পরের প্রতি নির্ভর না করিয়াও থাকিতে পারে না, অপরদিকে যে তাহার কাণে যেরূপ সন্দেহ তুলিয়া দেয় সে তাহাই বিশ্বাস করিয়া বসে। ম্যানেজার যে চুরি করিতেছে মুহূর্ত্তকালের মধ্যেই এ বিশ্বাস তাহার দৃঢ় হইল। বিশেষতঃ কাজ সে নিজে দেখে না বলিয়া কল্পনায় সে নানাপ্রকার বিভীষিকা দেখিতে লাগিল—অথচ কেমন করিয়া ম্যানেজারের চুরি ধরিতে হইবে তাহারও রাস্তা সে জানে না। স্পষ্ট করিয়া তাহাকে কিছু বলিতে পারে এমন সাহস নাই—মহা মুস্কিল হইল।

অম্বিকাচরণের একাধিপত্যে কর্ম্মচারিগণ সকলেই ঈর্ষ্যান্বিত ছিল। বিশেষতঃ গৌরীকান্ত তাঁহার যে দূরসম্পর্কীয় ভাগিনেয় বামাচরণকে কাজ দিয়াছিলেন, অম্বিকার প্রতি বিদ্বেষ তাহারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। কারণ, সম্পর্ক প্রভৃতি অনুসারে সে নিজেকে অম্বিকার সমান জ্ঞান করিত এবং অম্বিকা তাহার আত্মীয় হইয়াও কেবলমাত্র ঈর্ষ্যাবশতঃই তাহাকে উচ্চপদ দিতেছে না, এ ধারণা তার দৃঢ় ছিল। পদ পাইলেই পদের উপযুক্ত যোগ্যতা আপনি যোগায় এই তাহার মত। বিশেষতঃ ম্যানেজারের কাজকে সে অত্যন্ত তুচ্ছজ্ঞান করিত; বলিত, সেকালে রথের উপর যেমন ধ্বজা থাকিত, আজকাল আপিসের কাজে ম্যানেজার সেইরূপ—ঘোড়াবেটা খাটিয়া মরে আর ধ্বজা মহাশয় রথের সঙ্গে সঙ্গে কেবল দর্পভরে দুলিতে থাকেন।

বিনোদ ইতিপূর্ব্বে কাজকর্ম্মের কোন খোজখবর লইত না—কেবল যখন ব্যবসা উপলক্ষে হঠাৎ অনেক টাকার আবশ্যক হইত তখন গোপনে খাজাঞ্চিকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিত, এখন তহবিলে কত টাকা আছে? খাজাঞ্চি টাকার পরিমাণ বলিলে কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া সে টাকাটা চাহিয়া ফেলিত—যেন তাহা পরের টাকা। খাজাঞ্চি তাহার নিকট সই লইয়া টাকা দিত। তাহার পরে কিছুকাল ধরিয়া অম্বিকা বাবুর নিকট বিনোদ কুণ্ঠিত হইয়া থাকিত। কোন মতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না হইলে আরাম বোধ করিত।

অম্বিকাচরণ মাঝে মাঝে ইহা লইয়া বিপদে পড়িতেন। কারণ জমিদারের অংশ জমিদারকে দিয়া তহবিলে প্রায় আমানতী, সদরখাজনা, অথবা আমলাবর্গের বেতন প্রভৃতি খরচের টাকা জমা থাকিত। সে টাকা অন্যায় ব্যয় হইয়া গেলে বড়ই অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। কিন্তু বিনোদ টাকাটি লইয়া এমনি চোরের মত লুকাইয়া বেড়াইত যে, তাহাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার অবসর পাওয়া যাইত না—পত্র লিখিলেও কোনও ফল হইত না—কারণ, লোকটার কেবল চক্ষুলজ্জা ছিল আর কোন লজ্জা ছিল না, এই জন্য সে কেবল সাক্ষাৎকারকে ডরাইত।

ক্রমে যখন বিনোদ বাড়াবাড়ী করিতে লাগিল তখন অম্বিকাচরণ বিরক্ত হইয়া লোহার সিন্ধুকের চাবি নিজের কাছে রাখিলেন। বিনোদের গোপনে টাকা লওয়া একেবারে বন্ধ হইল। অথচ লোকটা এতই দুর্ব্বল প্রকৃতি যে, প্রভু হইয়াও স্পষ্ট করিয়া এ সম্বন্ধে কোন প্রকার বল খাটাইতে পারিল না। অম্বিকাচরণের বৃথা চেষ্টা! অলক্ষ্মী যাহার সহায়, লোহার সিন্ধুকের চাবি তাহার টাকা আটক করিয়া

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

রাখিতে পারে না। বরং হিতে বিপরীত হইল। কিন্তু সে সকল কথা পরে হইবে।

অম্বিকাচরণের কড়া নিয়মে বিনোদ ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়াছিল। এমন সময় নয়নতারা যখন তাহার মনে সন্দেহ জন্মাইয়া দিল তখন সে কিছু খুসি হইল। গোপনে একে একে নিম্নতন কর্ম্মচারী-দিগকে ডাকিয়া সন্ধান লইতে লাগিল। তখন বামাচরণ তাহার প্রধান চর হইয়া উঠিল।

গৌরীকান্তের আমলে দেওয়ানজি বলপূর্ব্বক পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারের জমিতে হস্তক্ষেপ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না এমন করিয়া তিনি অনেকের অনেক জমি অপহরণ করিয়াছেন। কিন্তু অম্বিকাচরণ কখনও সে কাজে প্রবৃত্ত হইতেন না। এবং মোকদ্দমা বাধিবার উপক্রম হইলে তিনি যথাসাধ্য আপষের চেষ্টা করিতেন। বামাচরণ ইহারই প্রতি প্রভুর দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। স্পষ্ট বুঝাইয়া দিল, অম্বিকাচরণ নিশ্চয় অপরপক্ষ হইতে ঘুষ লইয়া মনিবের ক্ষতি করিয়া আপষ করিয়াছে। বামাচরণের নিজেরও বিশ্বাস তাহাই—যাহার হাতে ক্ষমতা আছে সে যে ঘুষ না লইয়া থাকতে পারে ইহা সে মরিয়া গেলেও বিশ্বাস করিতে পারে না।

এইরূপে গোপনে নানা মুখ হইতে ফুৎকার পাইয়া বিনোদের সন্দেহশিখা ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতে লাগিল—কিন্তু সে প্রত্যক্ষভাবে কোন উপায় অবলম্বন করিতেই সাহস করিল না। এক চক্ষুলজ্জা, দ্বিতীয়তঃ আশঙ্কা, পাছে সমস্ত অবস্থাভিজ্ঞ অম্বিকাচরণ তাহার কোন অনিষ্ট করে।

অবশেষে নয়নতারা স্বামীর এই কাপুরুষতায় জলিয়া পুড়িয়া বিনোদের অজ্ঞাতসারে একদিন অম্বিকাচরণকে ডাকিয়া পর্দ্দার আড়াল হইতে বলিলেন—"তোমাকে আর রাখা হবে না, তুমি বামাচরণকে সমস্ত হিসেব বুঝিয়ে দিয়ে চলে যাও!"

তাঁহার সম্বন্ধে বিনোদের নিকট আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে সে কথা অম্বিকা পূর্ব্বেই আভাসে জানিতে পারিয়াছিলেন, সেই জন্য নয়নতারার কথায় তিনি তেমন আশ্চর্য্য হন নাই; তৎক্ষণাৎ বিনোদবিহারীর নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে কিআপনি কাজ থেকে নিষ্কৃতি দিতে চান?"

বিনোদ শশব্যস্ত হইয়া কহিল, "না কখনই না"

অম্বিকাচরণ পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার উপর কি আপনার কোন সন্দেহের কারণ ঘটেছে?"

বিনোদ অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া কহিল—"কিছুমাত্র না!" অম্বিকাচরণ নয়নতারার ঘটনা উল্লেখমাত্র না করিয়া আপিসে চলিয়া আসিলেন—বাড়িতে ইন্দ্রাণীকেও কিছু বলিলেন না। এইভাবে কয়দিন গেল।

এমন সময় অম্বিকাচরণ ইনফ্লুয়েঞ্জায় পড়িলেন। শক্তব্যামো নহে, কিন্তু দুর্ব্বলতাবশতঃ অনেকদিন আপিস কামাই করিতে হইল।

সেই সময় সদর খাজনা দেয় এবং অন্যান্য কাজের বড় ভীড়। সেই জন্য একদিন সকালে রোগশয্যা ত্যাগ করিয়া অম্বিকাচরণ হঠাৎ আপিসে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সে দিন কেহই তাঁহাকে প্রত্যাশা করে নাই, এবং সকলেই বলিতে লাগিল, আপনি

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

বাড়ি যান, এত কাহিল শরীরে কাজ করিবেন না।

অম্বিকাচরণ নিজের দুর্ব্বলতার প্রসঙ্গ উড়াইয়া দিয়া, ডেস্কে গিয়া বসিলেন। আমলারা সকলেই কিছু যেন অস্থির হইয়া উঠিল এবং হঠাৎ অত্যন্ত অতিরিক্ত মনোযোগের সহিত নিজ নিজ কাজে প্রবৃত্ত হইল।

অম্বিকা ডেস্ক্ খুলিয়া দেখেন তাহার মধ্যে তাঁহার একখানি কাগজও নাই। সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন এ কি; সকলেই যেন আকাশ হইতে পড়িল, চোরে লইয়াছে, কি, ভূতে লইয়াছে কেহ ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না।

বামাচরণ কহিল,"আরে মশায় আপনারা স্থাকামি রেখে দিন্! সকলেই জানেন, ওর কাগজপত্র বাবু নিজে তলব করে নিয়ে গেছেন"।

অম্বিকা রুদ্ধ-রোষে শ্বেতবর্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'কেন?'

বামাচরণ কাগজ লিখিতে লিখিতে বলিল,"সে আমরা কেমন করে বল্‌ব?"

বিনোদ অম্বিকাচরণের অনুপস্থিতি সুযোগে বামাচরণের মন্ত্রণাক্রমে নূতন চাবি তৈয়ার করাইয়া ম্যানেজারের প্রাইভেট্ ডেস্ক খুলিয়া তাঁহার সমস্ত কাগজপত্র পরীক্ষা করিতে লইয়া গিয়াছেন। চতুর বামাচরণ সে কথা গোপন করিল না— অম্বিকা অপমানিত হইয়া কাজে ইস্তফা দেন ইহা তাহার অনভিপ্রেত ছিল না।

অম্বিকাচরণ ডেস্কে চাবি লাগাইয়া কম্পিতদেহে বিনোদের সন্ধানে গেলেন— বিনোদ বলিয়া পাঠাইল তাহার মাথা ধরিয়াছে; সেখান হইতে বাড়ি গিয়া হঠাৎ দুর্ব্বলদেহে বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। ইন্দ্রাণী তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে তাহার সমস্ত হৃদয় দিয়া যেন আবৃত করিয়া ধরিল। ক্রমে ইন্দ্রাণী সকল কথা শুনিল।

স্থির-সৌদামিনী আর স্থির রহিল না— তাহার বক্ষ ফুলিতে লাগিল, বিস্ফারিত মেঘকৃষ্ণ চক্ষুপ্রান্ত হইতে উন্মুক্ত বজ্রশিখা সুতীব্র শুভ্রজ্বালা বিক্ষেপ করিতে লাগিল। এমন স্বামীর এমন অপমান! এত বিশ্বাসের এই পুরস্কার!

ইন্দ্রাণীর এই অত্যুগ্র নিঃশব্দ রোষদাহ দেখিয়া অম্বিকার রাগ থামিয়া গেল— তিনি যেন দেবতার শাসন হইতে পাপীকে রক্ষা করিবার জন্য ইন্দ্রাণীর হাত ধরিয়া বলিলেন—"বিনোদ ছেলেমানুষ, দুর্ব্বলস্বভাব, পাঁচ জনের কথা শুনে তার মন বিগ্‌ড়ে গেছে!"

তখন ইন্দ্রাণী দুই হস্তে তাহার স্বামীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া তাঁহাকে বক্ষের কাছে টানিয়া লইয়া আবেগের সহিত চাপিয়া ধরিল। এবং হঠাৎ তাহার দুই চক্ষুর রোষদীপ্তি ম্লান করিয়া দিয়া ঝর্‌ঝর্ করিয়া অশ্রুজল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। পৃথিবীর সমস্ত অন্যায় হইতে সমস্ত অপমান হইতে দুই বাহুপাশে টানিয়া লইয়া সে যেন তাহার হৃদয়দেবতাকে আপন হৃদয়মন্দিরে তুলিয়া রাখিতে চায়!

স্থির হইল অম্বিকাচরণ এখনি কাজ ছাড়িয়া দিবেন,—আজ আর কেহ তাহাতে কিছুমাত্র প্রতিবাদ করিল না। কিন্তু এই তুচ্ছ প্রতিশোধে ইন্দ্রাণীর মন সান্ত্বনা মানিল না। যখন সন্দিগ্ধ প্রভু নিজেই অম্বিকাকে ছাড়াইতে উদ্যত, তখন কাজ ছাড়িয়া দিয়া তাহার আর কি শাসন

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

হইল? কাজে জবাব দিবার সঙ্কল্প করিয়াই অম্বিকার রাগ থামিয়া গেল, কিন্তু সকল কাজকর্ম্ম সকল আরাম বিশ্রামের মধ্যে ইন্দ্রাণীর রাগ তাহার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে জ্বলিতে লাগিল।

পরিশিষ্ট।

এমন সময়ে চাকর আসিয়া খবর দিল বাবুদের বাড়ির খাজাঞ্চি আসিয়াছে। অম্বিকা মনে করিলেন, বিনোদ স্বাভাবিক চক্ষুলজ্জাবশতঃ খাজাঞ্চির মুখ দিয়া তাঁহাকে কাজ হইতে জবাব দিয়া পাঠাইয়াছেন। সেই জন্য নিজেই একখানি ইস্তফাপত্র লিখিয়া খাজাঞ্চির হস্তে গিয়া দিলেন।

খাজাঞ্চি তৎসম্বন্ধে কোনপ্রশ্ন না করিয়া কহিল, সর্ব্বনাশ হইয়াছে! অম্বিকা জিজ্ঞাসা করিলেন কি হইয়াছে?

তদুত্তরে শুনিলেন, যখন হইতে অম্বিকাচরণের সতর্কতাবশতঃ খাজাঞ্চিখানা হইতে বিনোদের টাকা লওয়া বন্ধ হইয়াছে তখন হইতে বিনোদ নানা স্থান হইতে গোপনে বিস্তর টাকা ধার লইতে আরম্ভ করিয়াছিল। একটার পর আর একটা ব্যবসা ফাঁদিয়া সে যতই প্রতারিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল ততই তাহার রোখ্ চড়িয়া যাইতেছিল—ততই নূতন নূতন অসম্ভব উপায়ে আপন ক্ষতি নিবারণের চেষ্টা করিয়া অবশেষে আকণ্ঠ ঋণে নিমগ্ন হইয়াছে। অম্বিকাচরণ যখন পীড়িত ছিলেন তখন বিনোদ সেই সুযোগে তহবিল হইতে সমস্ত টাকা উঠাইয়া লইয়াছে। বাঁকাগাড়ি পরগণা অনেক কাল হইতেই পার্শ্ববর্ত্তী জমিদারের নিকট রেহেনে আবদ্ধ; সে এ পর্য্যন্ত টাকার অন্য কোন প্রকার তাগাদা না দিয়া অনেক টাকা সুদ জমিতে দিয়াছে, এখন সময় বুঝিয়া হঠাৎ ডিক্রী করিয়া লইতে উদ্যত হইয়াছে। এই ত বিপদ!

শুনিয়া অম্বিকাচরণ কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। অবশেষে কহিলেন, "আজ কিছুই ভেবে উঠ্তে পার্‌চিনে—কাল এর পরামর্শ করা যাবে।" খাজাঞ্চি যখন বিদায় লইতে উঠিলেন তখন অম্বিকা তাঁহার ইস্তফাপত্র চাহিয়া লইলেন।

অন্তঃপুরে আসিয়া অম্বিকা ইন্দ্রাণীকে সকল কথা বিস্তারিত জানাইয়া কহিলেন—বিনোদের এ অবস্থায় ত আমি কাজ ছেড়ে দিতে পারিনে।

ইন্দ্রাণী অনেকক্ষণ প্রস্তরমূর্ত্তির মত স্থির হইয়া রহিল—অবশেষে অন্তরের সমস্ত বিরোধদ্বন্দ্ব সবলে দলন করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল—না, এখন ছাড়্তে পার না।

তাহার পরে কোথায় টাকা কোথায় টাকা করিয়া সন্ধান পড়িয়া গেল—যথেষ্ট পরিমাণে টাকা আর জুটে না। অন্তঃপুর হইতে গহনাগুলি সংগ্রহ করিবার জন্য অম্বিকা বিনোদকে পরামর্শ দিলেন। ইতিপূর্ব্বে ব্যবসায় উপলক্ষে বিনোদ সে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কখন কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। এবারে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া অনেক কাঁদিয়া কাটিয়া অনেক দীনতা স্বীকার করিয়া গহনাগুলি ভিক্ষা চাহিলেন। নয়নতারা কিছুতেই দিলেন না;—তিনি মনে করিলেন, তাঁহার চারিদিক্ হইতে সকলি খসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে; এখন এই গহনাগুলি তাঁহার একমাত্র শেষ

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

অবলম্বনস্থল—এবং ইহা তিনি অন্তিম আগ্রহ সহকারে প্রাণপণে চাপিয়া ধরিলেন।

যখন কোথা হইতেও কোন টাকা পাওয়া গেল না, তখন ইন্দ্রাণীর প্রতিহিংসা-ভ্রূকুটির উপরে একটা তীব্র আনন্দের জ্যোতিঃ পতিত হইল। সে তাহার স্বামীর হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, তোমার যাহা কর্ত্তব্য তাহা ত করিয়াছ এখন তুমি ক্ষান্ত হও, যাহা হইবার তা হউক।

স্বামীর অবমাননায় উদ্দীপ্ত সতীর রোষা-নল এখনও নির্ব্বাহিত হয় নাই, দেখিয়া অম্বিকা মনে মনে হাসিলেন। বিপদের দিনে অসহায় বালকের ন্যায় বিনোদ তাঁহার উপরে এমন একান্ত নির্ভর করিয়া আছে যে, তাহার প্রতি তাঁহার অত্যন্ত দয়ার উদ্রেক হইয়াছে—এখন তাহাকে তিনি কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারেন না। তিনি মনে করিতেছিলেন তাঁহার নিজের বিষয় আবদ্ধ রাখিয়া টাকা উঠাইবার চেষ্টা করিবেন। কিন্তু ইন্দ্রাণী তাঁহাকে মাথার দিব্য দিয়া বলিল, ইহাতে আর তুমি হাত দিতে পারিবে না।

অম্বিকাচরণ বড় ইতস্ততের মধ্যে পড়িয়া ভাবিতে বসিয়া গেলেন। তিনি ইন্দ্রাণীকে আস্তে আস্তে বুঝাইবার যতই চেষ্টা করিতে লাগিলেন ইন্দ্রাণী কিছুতেই তাঁহাকে কথা কহিতে দিল না। অবশেষে অম্বিকা কিছু বিমর্ষ হইয়া গম্ভীর হইয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন।

তখন ইন্দ্রাণী লোহার সিন্দুক খুলিয়া তাহার সমস্ত গহনা একটি বৃহৎ থালায় স্তূপাকার করিল এবং সেই গুরুভার থালাটি বহুকষ্টে দুই হস্তে তুলিয়া ঈষৎ হাসিয়া তাহার স্বামীর পায়ের কাছে রাখিল।

পিতামহের একমাত্র স্নেহের ধন ইন্দ্রাণী পিতামহের নিকট হইতে জন্মাবধি বৎসরে বৎসরে অনেক বহুমূল্য অলঙ্কার উপহার পাইয়া আসিয়াছে; মিতাচারী স্বামীরও জীবনের অধিকাংশ সঞ্চয় এই সন্তানহীন রমণীর ভাণ্ডারে অলঙ্কাররূপে রূপান্তরিত হইয়াছে। সেই সমস্ত স্বর্ণ মাণিক্য স্বামীর নিকট উপস্থিত করিয়া ইন্দ্রাণী কহিল—আমার এই গহনাগুলি দিয়া আমার পিতামহের দত্ত দান উদ্ধার করিয়া আমি পুনর্ব্বার তাঁহার প্রভুবংশকে দান করিব।

এই বলিয়া সে সজল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া মস্তক নত করিয়া কল্পনা করিল, তাহার সেই বিরলশুভ্রকেশধারী সরলসুন্দরমুখচ্ছবি শান্তস্নেহহাস্যময়, ধী-প্রদীপ্ত উজ্জ্বলগৌরকান্তি বৃদ্ধ পিতামহ এই মুহূর্ত্তে এখানে উপস্থিত আছেন, এবং তাহার নত মস্তকে শীতল স্নেহহস্ত রাখিয়া তাহাকে নীরবে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।

বাঁকাগাড়ি পরগণা পুনশ্চ ক্রয় হইয়া গেলে, তখন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া গতভূষণা ইন্দ্রাণী আবার নয়নতারার অন্তঃপুরে নিমন্ত্রণে গমন করিল; আর তাহার মনে কোন অপমান বেদনা রহিল না।

খোঁকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

রাইচরণ যখন বাবুদের বাড়ি প্রথম চাকরী করিতে আসে তখন তাহার বয়স বারো। যশোহর জিলায় বাড়ি। লম্বা চুল, বড় বড় চোখ, শ্যামচিক্কণ ছিপ্‌ছিপে বালক। জাতি

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

কায়স্থ। তাহার প্রভুরাও কায়স্থ। বাবুদের এক বৎসর বয়স্ক একটি শিশুর রক্ষণ ও পালন-কার্য্যে সহায়তা করা তাহার প্রধান কর্ত্তব্য ছিল।

সেই শিশুটি কালক্রমে রাইচরণের কক্ষ ছাড়িয়া স্কুলে, স্কুল ছাড়িয়া কলেজে, অবশেষে কলেজ ছাড়িয়া মুন্সেফিতে প্রবেশ করিয়াছেন। রাইচরণ এখনো তাঁহার ভৃত্য।

তাহার আর একটি মনিব বাড়িয়াছে; মাঠাকুরাণী ঘরে আসিয়াছেন; সুতরাং অনুকূলবাবুর উপর রাইচরণের পূর্ব্বে যতটা অধিকার ছিল তাহার অধিকাংশই নূতন কর্ত্রীর হস্তগত হইয়াছে।

কিন্তু কর্ত্রী যেমন রাইচরণের পূর্ব্বাধিকার কতকটা হ্রাস করিয়া লইয়াছেন তেমনি একটি নূতন অধিকার দিয়া অনেকটা পূরণ করিয়া দিয়াছেন। অনুকূলের একটি পুত্রসন্তান অল্পদিন হইল জন্মলাভ করিয়াছে—এবং রাইচরণ কেবল নিজের চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে তাহাকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে।

তাহাকে এমনি উৎসাহের সহিত দোলাইতে আরম্ভ করিয়াছে, এমনি নিপুণতার সহিত তাহাকে দুই হাতে ধরিয়া আকাশে উৎক্ষিপ্ত করে, তাহার মুখের কাছে আসিয়া এমনি সশব্দে শিরশ্চালন করিতে থাকে, উত্তরের কোন প্রত্যাশা না করিয়া এমন সকল সম্পূর্ণ অর্থহীন অসঙ্গত প্রশ্ন সুর করিয়া শিশুর প্রতি প্রয়োগ করিতে থাকে যে এই ক্ষুদ্র আনুকৌলবটি রাইচরণকে দেখিলে একেবারে পুলকিত হইয়া উঠে।

অবশেষে ছেলেটি যখন হামাগুড়ি দিয়া অতি সাবধানে চৌকাট পার হইত, এবং কেহ ধরিতে আসিলে খিল্ খিল্ হাস্তকলরব তুলিয়া দ্রুতবেগে নিরাপদ স্থানে লুকাইতে ইচ্ছা করিত, তখন রাইচরণ তাহার অসাধারণ চাতুর্য্য ও বিচারশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া যাইত। মার কাছে গিয়া সগর্ব্ব সবিস্ময়ে বলিত "মা তোমার ছেলে বড় হলে জজ হবে, পাঁচ হাজার টাকা রোজগার করবে।"

পৃথিবীতে আর কোন মানবসন্তান যে এই বয়সে চৌকাট লঙ্ঘন প্রভৃতি অসম্ভব চাতুর্য্যের পরিচয় দিতে পারে তাহা রাইচরণের ধ্যানের অগম্য, 'কেবল ভবিষ্যৎ জজেদের পক্ষে কিছুই আশ্চর্য্য নহে।

অবশেষে শিশু যখন টলমল করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার এবং যখন মাকে মা, পিসিকে পিসি, এবং রাইচরণকে চন্ন বলিয়া সম্ভাষণ করিল, তখন রাইচরণ সেই প্রত্যয়াতীত সংবাদ যাহার তাহার কাছে ঘোষণা করিতে লাগিল।

সব চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, "মাকে মা বলে, পিসিকে পিসি বলে, কিন্তু আমাকে বলে চন্ন!" বাস্তবিক শিশুর মাথায় এ বুদ্ধি কি করিয়া যোগাইল বলা শক্ত। নিশ্চয়ই কোন বয়স্ক লোক কখনই অলোকসামান্যতার পরিচয় দিত না, এবং দিলেও তাহার জজের পদ প্রাপ্তি সম্ভাবনা সম্বন্ধে সাধারণের সম্পূর্ণ সন্দেহ উপস্থিত হইত।

কিছুদিন বাদে মুখে দড়ি দিয়া রাইচরণকে ঘোড়া সাজিতে হইল। এবং মল্ল সাজিয়া শিশুর সহিত কুস্তি করিতে হইত—আবার পরাভূত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া না গেলে বিষম বিপ্লব বাধিত। এই সময়ে অনুকূল পদ্মাতীরবর্ত্তী এক জিলায় বদলী হইলেন।

অনুকূল তাহার শিশুর জন্ত কলিকাতা হইতে এক ঠেলাগাড়ি লইয়া গেলেন। সাটিনের জামা এবং মাথায় একটা জরির টুপি হাতে সোণার বালা এবং পায়ে দুই গাছি মল পরাইয়া রাই-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

চরণ নবকুমারকে দুই বেলা গাড়ি করিয়া হাওয়া খাওয়াইতে লইয়া যাইত।

বর্ষাকাল আসিল। ক্ষুধিত পদ্মা উদ্যান গ্রাম শস্যক্ষেত্র এক এক গ্রাসে মুখে পূরিতে লাগিল। বালুকাচরের কাশবন এবং বনঝাউ জলে ডুবিয়া গেল। পাড় ভাঙ্গার অবিশ্রাম ঝুপ্‌ঝাপ্ শব্দ এবং জলের গর্জ্জনে দশদিক্ মুখরিত হইয়া উঠিল, এবং দ্রুতবেগে ধাবমান ফেনরাশি নদীর তীব্রগতি প্রত্যক্ষগোচর করিয়া তুলিল।

অপরাহ্ণে মেঘ করিয়াছিল, কিন্তু বৃষ্টির কোন সম্ভাবনা ছিল না। রাইচরণের খামখেয়ালি ক্ষুদ্র প্রভু কিছুতেই ঘরে থাকিতে চাহিল না। গাড়ির উপর চড়িয়া বসিল। রাইচরণ ধীরে ধীরে গাড়ি ঠেলিয়া ধান্যক্ষেত্রের প্রান্তে নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইল। নদীতে একটিও নৌকা নাই, মাঠে একটিও লোক নাই—মেঘের ছিদ্র দিয়া দেখা গেল পরপারে জনহীন বালুকাতীরে শব্দহীন দীপ্ত সমারোহের সহিত সূর্য্যাস্তের আয়োজন হইতেছে। সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে শিশু সহসা এক দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল "চন্ন, ফু!"

অনতিদূরে সজল পঙ্কিল ভূমির উপর একটি বৃহৎ কদম্ব বৃক্ষের উচ্চশাখায় গুটিকতক কদম্ব ফুল ফুটিয়াছিল, সেই দিকে শিশুর লুব্ধ দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। দুই চারি দিন হইল রাইচরণ কাঠি দিয়া বিদ্ধ করিয়া তাহাকে কদম্ব ফুলের গাড়ি বানাইয়া দিয়াছিল, তাহাতে দড়ি বাঁধিয়া টানিতে এত আনন্দ বোধ হইয়াছিল যে সেদিন রাইচরণকে আর লাগাম পড়িতে হয় নাই; ঘোড়া হইতে সে একেবারেই সহিসের পদে উন্নীত হইয়াছিল।

কাদা ভাঙ্গিয়া ফুল তুলিতে যাইতে চন্নর প্রবৃত্তি হইল না—তাড়াতাড়ি বিপরীত দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল দেখ দেখ ও—ই দেখ পাখী—ওই উড়ে—এ গেল! আয়রে পাখী আয় আয়" এইরূপ অবিশ্রান্ত বিচিত্র কলরব করিতে করিতে সবেগে গাড়ি ঠেলিতে লাগিল।

কিন্তু যে ছেলের ভবিষ্যতে জজ হইবার কোন সম্ভাবনা আছে, তাহাকে এরূপ সামান্য উপায়ে ভুলাইবার প্রত্যাশা করা বৃথা—বিশেষতঃ চারিদিকে দৃষ্টি আকর্ষণের উপযোগী কিছুই ছিল না এবং কাল্পনিক পাখী লইয়া অধিকক্ষণ কাজ চলে না।

রাইচরণ বলিল "তবে তুমি গাড়িতে বসে থাক, আমি চট্ করে ফুল তুলে আন্‌চি। খবরদার জলের ধারে যেয়ো না।" বলিয়া হাঁটুর উপর কাপড় তুলিয়া কদম্ব বৃক্ষের অভিমুখে চলিল।

কিন্তু ঐ যে জলের ধারে যাইতে নিষেধ করিয়া গেল, তাহাতে শিশুর মন কদম্ব ফুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া সেই মুহূর্ত্তেই জলের দিকে ধাবিত হইল। দেখিল, জল খল্ খল্ ছল্ ছল্ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে; যেন দুষ্টামি করিয়া কোন্ এক বৃহৎ রাইচরণের হাত এড়াইয়া এক লক্ষ শিশু প্রবাহ সহাস্য কলস্বরে নিষিদ্ধ স্থানাভিমুখে দ্রুতবেগে পলায়ন করিতেছে।

তাহাদের সেই অসাধু দৃষ্টান্তে মানবশিশুর চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। গাড়ি হইতে আস্তে আস্তে নামিয়া জলের ধারে গেল—একটা দীর্ঘ তৃণ কুড়াইয়া লইয়া তাহাকে ছিপ্ কল্পনা করিয়া ঝুঁকিয়া মাছ ধরিতে লাগিল—দুরন্ত জলরাশি অস্ফুট কলভাষায় শিশুকে বারবার আপনাদের খেলাঘরে আহ্বান করিল।

একবার ঝপ্ করিয়া একটা শব্দ হইল, কিন্তু বর্ষার পদ্মাতীরে এমন শব্দ কত শোনা যায়! রাইচরণ আঁচল ভরিয়া কদম্ব ফুল তুলিল। গাছ হইতে নামিয়া সহাস্যমুখে গাড়ির কাছে আসিয়া দেখিল কেহ নাই। চারিদিকে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

চাহিয়া দেখিল কোথাও কাহারও কোন চিহ্ন নাই।

মুহূর্ত্তে রাইচরণের শরীরের রক্ত হিম হইয়া গেল। সমস্ত জগৎসংসার মলিন বিবর্ণ ধোঁয়ার মত হইয়া আসিল। ভাঙ্গাবুকের মধ্য হইতে একবার প্রাণপণ চীৎকার করিয়া ডাকিয়া উঠিল "বাবু—খোকাবাবু, লক্ষি, দাদাবাবু আমার!"

কিন্তু চন্ন বলিয়া কেহ উত্তর দিল না, দুষ্টামি করিয়া কোন শিশুর কণ্ঠ হাসিয়া উঠিল না; কেবল পদ্মা পূর্ব্ববৎ ছল্‌ছল্‌ খল্‌খল্‌ করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল, যেন সে কিছুই জানে না, এবং পৃথিবীর এই সকল সামান্য ঘটনায় মনোযোগ দিতে তাহার যেন এক মুহূর্ত্ত সময় নাই।

সন্ধ্যা হইয়া আসিলে উৎকণ্ঠিত জননী চারিদিকে লোক পাঠাইয়া দিলেন। লণ্ঠন হাতে নদীতীরে লোক আসিয়া দেখিল রাইচরণ নিশীথের ঝোড়া বাতাসের মত সমস্ত ক্ষেত্রময় "বাবু, খোকাবাবু আমার" বলিয়া ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছে। অবশেষে ঘরে ফিরিয়া রাইচরণ দড়াম্‌ করিয়া মা ঠাকরুণের পায়ের কাছে আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়িল। তাহাকে যত জিজ্ঞাসা করে সে কাঁদিয়া বলে "জানিনে মা!"

যদিও সকলেই মনে মনে বুঝিল পদ্মারই এই কাজ, তথাপি গ্রামের প্রান্তে যে এক দল "বেদে"র সমাগম হইয়াছে তাহাদের প্রতিও সন্দেহ দূর হইল না। এবং মাঠাকুরাণীর মনে এমন সন্দেহ উপস্থিত হইল যে রাইচরণই বা চুরি করিয়াছে; এমন কি, তাহাকে ডাকিয়া অত্যন্ত অনুনয় পূর্ব্বক বলিলেন "তুই আমার বাছাকে ফিরিয়ে এনে দে—তুই যত টাকা চাস্‌ তোকে দেব!" শুনিয়া রাইচরণ কেবল কপালে করাঘাত করিল। গৃহিণী তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিলেন।

অনুকূল বাবু তাঁহার স্ত্রীর মন হইতে রাইচরণের প্রতি এই অন্যায় সন্দেহ দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন রাইচরণ এমন জঘন্য কাজ কি উদ্দেশে করিতে পারে! গৃহিণী বলিলেন "কেন? তাহার গায়ে সোণার গহনা ছিল।"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

রাইচরণ দেশে ফিরিয়া গেল। এত কাল তাহার সন্তানাদি হয় নাই, হইবার বিশেষ আশাও ছিল না। কিন্তু দৈবক্রমে, বৎসর না যাইতেই তাহার স্ত্রী অধিকবয়সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া লোকলীলা সম্বরণ করিল।

এই নবজাত শিশুটির প্রতি রাইচরণের অত্যন্ত বিদ্বেষ জন্মিল। মনে করিল, এ যেন ছল করিয়া খোকাবাবুর স্থান অধিকার করিতে আসিয়াছে। মনে করিল, প্রভুর এক মাত্র ছেলেটি জলে ভাসাইয়া নিজে পুত্রসুখ উপভোগ করা যেন একটি মহাপাতক। রাইচরণের বিধবা ভগিনী যদি না থাকিত তবে এ শিশুটি পৃথিবীর বায়ু বেশী দিন ভোগ করিতে পাইত না।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ছেলেটি কিছুদিন বাদে চৌকাট পার হইতে আরম্ভ করিল, এবং সর্ব্বপ্রকার নিষেধ লঙ্ঘন করিতে সকৌতুক চতুরতা প্রকাশ করিতে লাগিল। এমন কি, ইহার কণ্ঠস্বর হাস্যক্রন্দনধ্বনি অনেকটা সেই শিশুরই মত। এক-একদিন যখন ইহার কান্না শুনিত, রাইচরণের বুকটা সহসা ধড়াস্‌ করিয়া উঠিত, মনে হইত দাদাবাবু রাইচরণকে হারাইয়া কোথায় কাঁদিতেছে।

ফেল্‌না—রাইচরণের ভগিনী ইহার নাম

রাখিয়াছিল ফেল্‌না—যথা সময়ে পিসিকে পিসি বলিয়া ডাকিল। সেই পরিচিত ডাক শুনিয়া একদিন হঠাৎ রাইচরণের মনে হইল—তবে ত খোকাবাবু আমার মায়া ছাড়িতে পারে নই। সে ত আমার ঘরে আসিয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

এই বিশ্বাসের অনুকূলে কতকগুলি অকাট্য যুক্তি ছিল।

প্রথমতঃ সে যাইবার অনতিবিলম্বেই ইহার জন্ম। দ্বিতীয়তঃ, এতকাল পরে সহসা যে তাহার স্ত্রীর গর্ভে সন্তান জন্মে এ কখনই স্ত্রীর নিজগুণে হইতে পারে না। তৃতীয়তঃ এও হামাগুড়ি দেয়, টল্‌মল্‌ করিয়া চলে, এবং পিসিকে পিসি বলে। যে সকল লক্ষণ থাকিলে ভবিষ্যতে জজ হইবার কথা, তাহার অনেক-গুলি ইহাতে বর্ত্তিয়াছে।

তখন মাঠাকরুণের সেই দারুণ সন্দেহের কথা হঠাৎ মনে পড়িল—আশ্চর্য্য হইয়া মনে মনে কহিল "আহা, মায়ের মন জানিতে পারিয়াছিল তাহার ছেলেকে কে চুরি করি-য়াছে!"—তখন, এতদিন যে শিশুকে অযত্ন করিয়াছে, সে জন্য বড় অনুতাপ উপস্থিত হইল। শিশুর কাছে আবার ধরা দিল।

এখন হইতে ফেল্‌নাকে রাইচরণ এমন করিয়া মানুষ করিতে লাগিল যেন সে বড় ঘরের ছেলে। সাটিনের জামা কিনিয়া দিল। জরির টুপি আনিল। মৃত স্ত্রীর গহনা গলাইয়া চুড়ি এবং বালা তৈয়ারি হইল। পাড়ার কোন ছেলের সহিত তাহাকে খেলিতে দিত না—রাত্রিদিন নিজেই তাহার একমাত্র খেলায় সঙ্গী হইল। পাড়ার ছেলেরা সুযোগ পাইলে তাহাকে নবাবপুত্র বলিয়া উপহাস করিত এবং দেশের লোক রাইচরণের এইরূপ উন্মত্তবৎ আচরণে আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

ফেল্‌নার যখন বিদ্যাভ্যাসের বয়স হইল তখন রাইচরণ নিজের জোতজমা সমস্ত বিক্রয় করিয়া ছেলেটিকে কলিকাতায় লইয়া গেল। সেখানে বহুকষ্টে একটি চাকরীর যোগাড় করিয়া ফেল্‌নাকে বিদ্যালয়ে পাঠাইল। নিজে যেমন-তেমন করিয়া থাকিয়া ছেলেকে ভাল খাওয়া, ভাল পরা, ভাল শিক্ষা দিতে ত্রুটি করিত না। মনে মনে বলিত, বৎস, ভালবাসিয়া আমার ঘরে আসিয়াছ বলিয়া যে তোমার কোন অযত্ন হইবে, তা হইবে না।

এম্‌নি করিয়া বারো বৎসর কাটিয়া গেল। ছেলে পড়ে শুনে ভাল, এবং দেখিতে শুনি-তেও বেশ, হৃষ্টপুষ্ট উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ—কেশবেশ-বিন্যাসের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি, মেজাজ্‌ কিছু সুখী এবং সৌখীন। বাপকে ঠিক বাপের মত মনে করিতে পারিত না। কারণ, রাইচরণ স্নেহে বাপ এবং সেবায় ভৃত্য ছিল, এবং তাহার আর একটি দোষ ছিল, সে যে ফেল্‌নার বাপ এ কথা সকলের কাছেই গোপন রাখিয়াছিল। যে ছাত্রনিবাসে ফেল্‌না বাস করিত সেখানকার ছাত্রগণ বাঙ্গাল রাইচরণকে লইয়া সর্ব্বদা কৌতুক করিত এবং পিতার অসাক্ষাতে ফেল্‌নাও যে সেই কৌতুকালাপে যোগ দিত না তাহা বলিতে পারি না। অথচ নিরীহ বৎসল-স্বভাব রাইচরণকে সকল ছাত্রই বড় ভাল বাসিত এবং ফেল্‌নাও ভাল বাসিত, কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি ঠিক বাপের মত নহে, তাহাতে কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ মিশ্রিত ছিল।

রাইচরণ বৃদ্ধ হইয়া আসিয়াছে। তাহার প্রভু কাজকর্ম্মে সর্ব্বদাই দোষ ধরে। বাস্তবিক তাহার শরীরও শিথিল হইয়া আসিয়াছে কাজেও তেমনি মন দিতে পারে না, কেবলি ভুলিয়া যায়—কিন্তু যে পূরা বেতন দেয় বার্দ্ধ-ক্যের ওজর সে মানিতে চাহে না। এদিকে রাইচরণ বিষয় বিক্রয় করিয়া যে নগদ টাকা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল তাহাও নিঃশেষ

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

হইয়া আসিয়াছে। ফেল্না আজকাল বসন-ভূষণের অভাব লইয়া সর্ব্বদা খুৎখুৎ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

একদিন রাইচরণ হঠাৎ কর্ম্মে জবাব দিল এবং ফেল্নাকে কিছু টাকা দিয়া বলিল—আবশ্যক পড়িয়াছে, আমি কিছু দিনের মত দেশে যাইতেছি। এই বলিয়া বারাসতে গিয়া উপস্থিত হইল। অনুকূল বাবু তখন সেখানে মুন্সেফ ছিলেন।

অনুকূলের আর দ্বিতীয় সন্তান হয় নাই, গৃহিণী এখনো সেই পুত্রশোক বক্ষের মধ্যে লালন করিতেছিলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় বাবু কাছারি হইতে আসিয়া বিশ্রাম করিতেছেন এবং কর্ত্রী একটি সন্ন্যাসীর নিকট হইতে সন্তান কামনায় বহুমূল্য একটি শিকড় ও আশীর্ব্বাদ কিনিতেছেন—এমন সময় প্রাঙ্গণে শব্দ উঠিল—জয় হোক্ মা?

বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন—কেরে!

রাইচরণ আসিয়া প্রণাম করিয়া বলিল আমি রাইচরণ।

বৃদ্ধকে দেখিয়া অনুকূলের হৃদয় আর্দ্র হইয়া উঠিল। তাহার বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সহস্র প্রশ্ন করিলেন এবং আবার তাহাকে কর্ম্মে নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিলেন।

রাইচরণ ম্লান হাস্য করিয়া কহিল "মা-ঠাকরুণকে একবার প্রণাম করতে চাই।"

অনুকূল তাহাকে সঙ্গে করিয়া অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। মাঠাকরুণ রাইচরণকে তেমন প্রসন্নভাবে সমাদর করিলেন না—রাইচরণ তৎপ্রতি লক্ষ্য না করিয়া যোড়হস্তে কহিল—"প্রভু, মা, আমিই তোমাদের ছেলেকে চুরি করিয়া লইয়াছিলাম। পদ্মাও নয়, আর কেহও নয়, কৃতঘ্ন অধম এই আমি।—"

অনুকূল বলিয়া উঠিলেন "বলিস্ কিরে! কোথায় সে।" আজ্ঞা আমার কাছেই আছে আমি পরশ্ব আনিয়া দিব।"

সে দিন রবিবার। কাছারি নাই। প্রাতঃকাল হইতে স্ত্রী পুরুষে দুইজনে উন্মুখভাবে পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন। দশটার সময় ফেল্নাকে সঙ্গে লইয়া রাইচরণ উপস্থিত হইল।

অনুকূলের স্ত্রী কোন প্রশ্ন কোন বিচার না করিয়া তাহাকে কোলে বসাইয়া, তাহাকে স্পর্শ করিয়া, তাহার আঘ্রাণ লইয়া অতৃপ্ত নয়নে তাহার মুখনিরীক্ষণ করিয়া কাঁদিয়া হাসিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। বাস্তবিক ছেলেটি দেখিতে বেশ—বেশভূষা আকার প্রকারে দারিদ্র্যের কোন লক্ষণ নাই। মুখে অত্যন্ত প্রিয়দর্শন বিনীত সলজ্জ ভাব দেখিয়া অনুকূলের হৃদয়েও সহসা স্নেহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

তথাপি তিনি অবিচলিত ভাব ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—কোন প্রমাণ আছে?

রাইচরণ কহিল—এমন কাজের প্রমাণ কি করিয়া থাকিবে? আমি যে তোমার ছেলে চুরি করিয়াছিলাম সে কেবল ভগবান্ জানেন, পৃথিবীতে আর কেহ জানে না।

অনুকূল ভাবিয়া স্থির করিলেন যে, ছেলেটিকে পাইবামাত্র তাঁহার স্ত্রী যেরূপ আগ্রহের সহিত তাহাকে আগলাইয়া ধরিয়াছেন এখন প্রমাণসংগ্রহের চেষ্টা করা সুযুক্তি নহে; যেমন হউক বিশ্বাস করাই ভাল। তা ছাড়া, রাইচরণ এমন ছেলেই বা কোথায় পাইবে? এবং বৃদ্ধ ভৃত্য তাঁহাকে অকারণে প্রতারণাই বা কেন করিবে?—

ছেলেটির সহিতও কথোপকথন করিয়া

জানিলেন যে, সে শিশুকাল হইতে চন্ন ণের সহিত আছে এবং রাইচরণকে সে পিতা বলিয়া জানিত, কিন্তু রাইচরণ কখনও তাহাকে পিতার ন্যায় ব্যবহার করে নাই, অনেকটা ভৃত্যের ভাব ছিল।

অনুকূল মন হইতে সন্দেহ দূর করিয়া বলিলেন—"কিন্তু রাইচরণ, তুই আর আমাদের ছায়া মাড়াইতে পাইবি না।

রাইচরণ করোযোড়ে গদ্গদ কণ্ঠে বলিল "প্রভু, বৃদ্ধবয়সে কোথায় যাইব !"

কর্ত্রী কহিলেন "আহা থাক্ ! আমার বাছার কল্যাণ হৌক্ ! ওকে আমি মাপ করিলাম।"

ন্যায়পরায়ণ অনুকূল কহিলেন "যে কাজ করিয়াছে উহাকে মাপ করা যায় না।"

রাইচরণ অনুকূলের পা জড়াইয়া কহিল "আমি করি নাই, ঈশ্বর করিয়াছেন।"

নিজের পাপ ঈশ্বরের স্কন্ধে চাপাইবার চেষ্টা দেখিয়া অনুকূল আরো বিরক্ত হইয়া কহিলেন "যে এমন বিশ্বাসঘাতকতার কাজ করিয়াছে তাহাকে আর বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নয়।"

রাইচরণ প্রভুর পা ছাড়িয়া কহিল "সে আমি নয় প্রভু !"

"তবে কে ?"

"আমার অদৃষ্ট !"

কিন্তু এরূপ কৈফিয়তে কোন শিক্ষিত লোকের সন্তোষ হইতে পারে না।

ফেল্না যখন দেখিল সে মুন্সেফের সন্তান, রাইচরণ তাহাকে এতদিন চুরি করিয়া নিজের ছেলে বলিয়া অপমানিত করিয়াছে তখন তাহার মনে মনে কিছু রাগ হইল। কিন্তু তথাপি উদার ভাবে পিতাকে বলিল "বাবা উহাকে মাপ কর। বাড়িতে থাকিতে না দাও, উহার মাসিক কিছু টাকা বরাদ্দ করিয়া দাও।"

ইহার পর রাইচরণ কোন কথা না বলিয়া একবার পুত্রের মুখ নিরীক্ষণ করিল, সকলকে প্রণাম করিল; তাহার পর দ্বারের বাহির হইয়া পৃথিবীর অগণ্য লোকের মধ্যে মিশিয়া গেল। বাঁচিল কি মরিল কি কি হইল কেহ জানে না। মাসান্তে অনুকূল যখন তাহার দেশের ঠিকানায় কিঞ্চিৎ বৃত্তি পাঠাইলেন তখন সে টাকা ফিরিয়া আসিল। সেখানে কোন লোক নাই।

—:*:—

সম্পত্তি সমর্পণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

বৃন্দাবন কুণ্ড মহা ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়া তাহার বাপকে কহিল—"আমি এখনি চলিলাম।"

বাপ যজ্ঞনাথ কুণ্ড কহিল "বেটা অকৃতজ্ঞ, ছেলেবেলা হইতে তোকে খাওয়াইতে পরাইতে যে ব্যয় হইয়াছে তাহা পরিশোধ করিবার নাম নাই, আবার তেজ দেখ না!"

যজ্ঞনাথের ঘরে যেরূপ অশন বসনের প্রথা, তাহাতে খুব যে বেশী ব্যয় হইয়াছে তাহা নহে। প্রাচীন কালের ঋষিরা আহার এবং পরিচ্ছদ সম্বন্ধে অসম্ভব অল্প খরচে জীবন নির্ব্বাহ করিতেন; যজ্ঞনাথের ব্যবহারে প্রকাশ পাইত বেশভূষা আহার বিহারে তাঁহারও সেইরূপ অত্যুচ্চ আদর্শ ছিল। সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন নাই; সে কতকটা আধুনিক সমাজের দোষে, এবং কতকটা

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

শরীররক্ষা সম্বন্ধে প্রকৃতির কতকগুলি অন্যায় নিয়মের অনুরোধে।

ছেলে যতদিন অবিবাহিত ছিল সহিয়াছিল, কিন্তু বিবাহের পর হইতে খাওয়াপরা সম্বন্ধে বাপের অত্যন্ত বিশুদ্ধ আদর্শের সহিত ছেলের আদর্শের অনৈক্য হইতে লাগিল। দেখা গেল ছেলের আদর্শ ক্রমশঃই আধ্যাত্মিকের চেয়ে বেশী আধিভৌতিকের দিকে যাইতেছে। শীতগ্রীষ্মক্ষুধাতৃষ্ণাকাতর পার্থিব সমাজের অনুকরণে কাপড়ের বহর এবং আহারের পরিমাণ উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছে।

এ সম্বন্ধে পিতাপুত্রে প্রায় বচসা হইতে লাগিল। অবশেষে বৃন্দাবনের স্ত্রীর গুরুতর পীড়াকালে কবিরাজ বহুব্যয়সাধ্য এক ঔষধের ব্যবস্থা করাতে যজ্ঞনাথ তাহাতেই কবিরাজের অনভিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। বৃন্দাবন প্রথমে হাতে পায়ে ধরিল, তার পরে রাগারাগি করিল, কিন্তু কোন ফল হইল না। পত্নীর মৃত্যু হইলে বাপকে স্ত্রীহত্যাকারী বলিয়া গাল দিল।

বাপ বলিল, "কেন, ঔষধ খাইয়া কেহ মরে না? দামী ঔষধ খাইলেই যদি বাঁচিত তবে রাজা বাদসারা মরে কোন্ দুঃখে! যেমন করিয়া তোর মা মরিয়াছে তার দিদিমা মরিয়াছে তোর্ স্ত্রী তাহার চেয়ে কি বেশী ধুম করিয়া মরিবে?"

বাস্তবিক যদি শোকে অন্ধ না হইয়া বৃন্দাবন স্থির চিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখিত তাহা হইলে এ কথায় অনেকটা সান্ত্বনা পাইত। তাঁহার মা দিদিমা কেহই মরিবার সময় ঔষধ খান নাই। এ বাড়ির এইরূপ সনাতন প্রথা। কিন্তু আধুনিক লোকেরা প্রাচীন নিয়মে মরিতেও চায় না। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন এদেশে ইংরাজের নূতন সমাগম হইয়াছে; কিন্তু সে সময়েও তখনকার সেকালের লোক তখনকার একালের লোকের ব্যবহার দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া অধিক করিয়া তামাক টানিত।

যাহা হউক তখনকার নব্য বৃন্দাবন তখনকার প্রাচীন যজ্ঞনাথের সহিত বিবাদ করিয়া কহিল "আমি চলিলাম!"

বাপ তাহাকে তৎক্ষণাৎ যাইতে অনুমতি করিয়া সর্ব্বসমক্ষে কহিলেন, বৃন্দাবনকে যদি তিনি কখনও এক পয়সা দেন তবে তাহা গোরক্তপাতের সহিত গণ্য হইবে। বৃন্দাবনও সর্ব্বসমক্ষে যজ্ঞনাথের ধন গ্রহণ মাতৃরক্তপাতের তুল্যপাতক বলিয়া স্বীকার করিলেন। ইহার পর পিতাপুত্রে ছাড়াছাড়ি হইয়া গেল।

বহুকাল শান্তির পরে এইরূপ একটি ছোটখাট বিপ্লবে গ্রামের লোক বেশ একটু প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। বিশেষতঃ যজ্ঞনাথের ছেলে উত্তরাধিকারী হইতে বঞ্চিত হওয়ার পর সকলেই নিজ নিজ শক্তি অনুসারে যজ্ঞনাথের দুঃসহ পুত্রবিচ্ছেদদুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সকলেই বলিল, সামান্য একটা বৌয়ের জন্য বাপের সহিত বিবাদ করা কেবল একালেই সম্ভব।

বিশেষতঃ তাহারা খুব একটা যুক্তি দেখাইল; বলিল, একটা বৌ গেলে অনতিবিলম্বে আর একটা বৌ সংগ্রহ করা যায়, কিন্তু বাপ গেলে দ্বিতীয় বাপ মাথা খুঁড়িলেও পাওয়া যায় না। যুক্তি খুব পাকা সন্দেহ নাই; কিন্তু আমার বিশ্বাস, বৃন্দাবনের মত ছেলে এ যুক্তি শুনিলে অনুতপ্ত না হইয়া বরং কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইত।

বৃন্দাবনকে বিদায়কালে তাহার পিতা যে অধিক মনঃকষ্ট পাইয়াছিলেন তাহা বোধ হয় না। বৃন্দাবন যাওয়াতে একত ব্যয় সংক্ষেপ হইল তাহার উপরে যজ্ঞনাথের একটা মহা ভয় দূর হইল। বৃন্দাবন কখন্ তাঁহাকে বিষ

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

খাওয়াইয়া মারে এই আশঙ্কা সর্ব্বদাই তাঁহার ছিল। যে অত্যল্প আহার ছিল তাহার সহিত বিষের কল্পনা সর্ব্বদাই লিপ্ত হইয়া থাকিত। বধূর মৃত্যুর পর এ আশঙ্কা কিঞ্চিৎ কমিয়াছিল এবং পুত্রের বিদায়ের পর অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ হইল।

কেবল একটি বেদনা মনে বাজিয়াছিল। যজ্ঞনাথের চারিবৎসর বয়স্ক নাতি গোকুলচন্দ্রকে বৃন্দাবন সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। গোকুলের খাওয়াপরার খরচ অপেক্ষাকৃত কম ছিল। সুতরাং তাহার প্রতি যজ্ঞনাথের স্নেহ অনেকটা নিষ্কণ্টক ছিল। তথাপি বৃন্দাবন যখন তাহাকে নিতান্তই লইয়া গেল তখন অকৃত্রিম শোকের মধ্যেও যজ্ঞনাথের মনে মুহূর্ত্তের জন্য একটা জমাখরচের হিসাব উদয় হইয়াছিল; উভয়ে চলিয়া গেলে মাসে কতটা খরচ কমে এবং বৎসরে কতটা দাঁড়ায়—এবং যে টাকাটা সাশ্রয় হয় তাহা কত টাকার সুদ।

কিন্তু তবু, শূন্যগৃহে গোকুলচন্দ্রের উপদ্রব না থাকাতে গৃহে বাস করা কঠিন হইয়া উঠিল। আজকাল যজ্ঞনাথের এমনি মুস্কিল হইয়াছে, পূজার সময়ে কেহ ব্যাঘাত করে না, খাওয়ার সময় কেহ কাড়িয়া খায় না, হিসাব লিখিবার সময় দোয়াত লইয়া পালায় এমন উপযুক্ত লোক কেহ নাই। নিরুপদ্রবে স্নানাহার সম্পন্ন করিয়া তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিতে লাগিল।

মনে হইল যেন মৃত্যুর পরেই লোকে এইরূপ উৎপাতহীন শূন্যতা লাভ করে; বিশেষতঃ বিছানার কাঁথায় তাঁহার নাতির কৃত ছিদ্র এবং বসিবার মাতুরে উক্ত শিল্পীকৃত অঙ্কিত মসীচিহ্ন দেখিয়া তাঁহার হৃদয় আরও অশান্ত হইয়া উঠিত। সেই অমিতাচারী বালকটি দুই বৎসরের মধ্যেই পরিবার ধূতি সম্পূর্ণ অব্যবহার্য্য করিয়া তুলিয়াছিল বলিয়া পিতামহের নিকট বিস্তর তিরস্কার সহ্য করিয়াছিল, এক্ষণে তাহার শয়নগৃহে সেই শতগ্রন্থিবিশিষ্ট মলিন পরিত্যক্ত চীরখণ্ড দেখিয়া তাঁহার চক্ষু ছল্ ছল্ করিয়া আসিয়াছিল; সেটি, পলিতাপ্রস্তুতকরণ কিংবা অন্য কোন গার্হস্থ্যব্যবহারে না লাগাইয়া যত্নপূর্ব্বক সিন্দুকে তুলিয়া রাখিলেন এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যদি গোকুল ফিরিয়া আসে এবং এমন কি, বৎসরে একখানি করিয়া ধূতিও নষ্ট করে তথাপি তাহাকে তিরস্কার করিবেন না।

কিন্তু গোকুল ফিরিল না এবং যজ্ঞনাথের বয়স যেন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠিল এবং শূন্যগৃহ প্রতিদিন শূন্যতর হইতে লাগিল।

যজ্ঞনাথ আর ঘরে স্থির থাকিতে পারেন না। এমন কি, মধ্যাহ্নে যখন সকল সম্ভ্রান্ত লোকই আহারান্তে নিদ্রাসুখ লাভ করে যজ্ঞনাথ হুকাহস্তে পাড়ায় পাড়ায় ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। তাঁহার এই নীরব মধ্যাহ্নভ্রমণের সময় পথের ছেলেরা খেলা পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিরাপদ স্থানে পলায়ন করিয়া তাঁহার মিতব্যয়িতা সম্বন্ধে স্থানীয় কবিরচিত বিবিধ ছন্দোবদ্ধ রচনা শ্রুতিগম্য উচ্চৈঃস্বরে আবৃত্তি করিত। পাছে আহারের ব্যাঘাত ঘটে বলিয়া তাঁহার পিতৃদত্ত নাম উচ্চারণ করিতে কেহ সাহস করিত না, এইজন্য সকলেই স্বেচ্ছামতে তাঁহার নূতন নামকরণ করিত। বুড়োরা তাঁহাকে যজ্ঞনাশ বলিতেন কিন্তু ছেলেরা কেন যে তাঁহাকে "চাম্‌চিকে" বলিয়া ডাকিত তাহার স্পষ্ট কারণ পাওয়া যায় না। বোধ হয় তাঁহার রক্তহীন শীর্ণ চর্ম্মের সহিত উক্ত খেচরের কোনপ্রকার শরীরগত সাদৃশ্য ছিল।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

একদিন এইরূপে আম্রতরুচ্ছায়াশীতল গ্রামের পথে যজ্ঞনাথ মধ্যাহ্নে বেড়াইতেছিলেন—দেখিলেন এক জন অপরিচিত বালক গ্রামের ছেলেদের সর্দ্দার হইয়া উঠিয়া একটা সম্পূর্ণ নূতন উপদ্রবের পন্থা নির্দ্দেশ করিতেছে। অন্যান্য বালকেরা তাহার চরিত্রের বল এবং কল্পনার নূতনত্বে অভিভূত হইয়া কায়মনে তাহার বশ মানিয়াছে।

অন্য বালকেরা বৃদ্ধকে দেখিয়া যেরূপ খেলায় ভঙ্গ দিত, এ তাহা না করিয়া চট্ করিয়া আসিয়া যজ্ঞনাথের গায়ের কাছে চাদর ঝাড়া দিল এবং একটা বন্ধনমুক্ত গির্গিটি চাদর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া তাঁহার গা বাহিয়া অরণ্যাভিমুখে পলায়ন করিল—আকস্মিক ত্রাসে বৃদ্ধের সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। ছেলেদের মধ্যে ভারি একটা আনন্দের কলরব পড়িয়া গেল। আর কিছুদূর যাইতে না যাইতে যজ্ঞনাথের স্কন্ধ হইতে হঠাৎ তাঁহার গামছা অদৃশ্য হইয়া অপরিচিত বালকটির মাথায় পাগ্ড়ির আকার ধারণ করিল!

এই অজ্ঞাত মানবকের নিকট হইতে এই-প্রকার নূতন প্রণালীর শিষ্টাচার প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞনাথ ভারি সন্তুষ্ট হইলেন। কোন বালকের নিকট হইতে এরূপ অসঙ্কোচ আত্মীয়তা তিনি বহুদিন পান নাই। বিস্তর ডাকাডাকি করিয়া এবং নানামত আশ্বাস দিয়া যজ্ঞনাথ তাঁহাকে কতকটা আয়ত্ত করিয়া লইলেন।

জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার নাম কি?"

সে বলিল "নিতাই পাল।"

"বাড়ি কোথায়?"

"বলিব না।"

"বাপের নাম কি?"

"বলিব না।"

"কেন বলিবে না?"

"আমি বাড়ি ছাড়িয়া পালাইয়া আসিয়াছি।"

"কেন?"

"আমার বাপ আমাকে পাঠশালায় দিতে চায়।"

এরূপ ছেলেকে পাঠশালায় দেওয়া যে একটা নিষ্ফল অপব্যয় এবং বাপের বিষয়-বুদ্ধিহীনতার পরিচয়, তাহা তৎক্ষণাৎ যজ্ঞ-নাথের মনে উদয় হইল।

যজ্ঞনাথ বলিলেন "আমার বাড়িতে আসিয়া থাকিবে?"

বালকটি কোন আপত্তি না করিয়া এমনি নিঃসঙ্কোচে সেখানে আশ্রয় গ্রহণ করিল যেন সে একটা পথপ্রান্তবর্ত্তী তরুতল।

কেবল তাহাই নয়, খাওয়াপরা সম্বন্ধে এমনি অম্লানবদনে নিজের অভিপ্রায়মত আদেশ প্রচার করিতে লাগিল যেন পূর্ব্বাহ্নেই তাহার পূরা দাম চুকাইয়া দিয়াছে। এবং ইহা লইয়া মাঝে মাঝে গৃহস্বামীর সহিত রীতিমত ঝগড়া করিত। নিজের ছেলেকে পরাস্ত করা সহজ কিন্তু পরের ছেলের কাছে যজ্ঞনাথকে হার মানিতে হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:০:—

যজ্ঞনাথের ঘরে নিতাই পালের এই অভাবনীয় সমাদর দেখিয়া গ্রামের লোক আশ্চর্য্য হইয়া গেল। বুঝিল, বৃদ্ধ আর বেশী দিন বাঁচিবে না এবং কোথাকার এই বিদেশী ছেলেটাকেই সমস্ত বিষয় দিয়া যাইবে।

বালকের উপর সকলেরই পরম ঈর্ষ্যা উপস্থিত হইল এবং সকলেই তাহার অনিষ্ট

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

করিবার জন্ম কৃতসংকল্প হইল। কিন্তু বৃদ্ধ তাহাকে বুকের পাঁজরের মত ঢাকিয়া বেড়াইত।

ছেলেটা মাঝে মাঝে চলিয়া যাইবে বলিয়া শাসাইত। যজ্ঞনাথ তাহাকে প্রলোভন দেখাইত "ভাই তোকে আমি আমার সমস্ত বিষয় আশয় দিয়া যাইব।" বালকের বয়স অল্প কিন্তু এই আশ্বাসের মর্য্যাদা সে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিত।

তখন গ্রামের লোকেরা বালকের বাপের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা সকলেই বলিল "আহা বাপমার মনেনা জানি কত কষ্টই হইতেছে। ছেলেটাও ত পাপিষ্ঠ কম নয়!"

বলিয়া ছেলেটার উদ্দেশে অকথ্য উচ্চারণে গালি প্রয়োগ করিত। তাহার এতই বেশী ঝাজ যে ন্যায়বুদ্ধির উত্তেজনা অপেক্ষা তাহাতে স্বার্থের গাত্রদাহ বেশী অনুভূত হইত।

বৃদ্ধ একদিন এক পথিকের কাছে শুনিতে পাইল, দামোদর পাল বলিয়া এক ব্যক্তি তাহার নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের সন্ধান করিয়া বেড়াই-তেছে, অবশেষে এই গ্রামের অভিমুখেই আসিতেছে।

নিতাই এই সংবাদ শুনিয়া অস্থির হইয়া উঠিল। ভাবী বিষয় আশয় সমস্ত ত্যাগ করিয়া পলায়নোদ্যত হইল।

যজ্ঞনাথ নিতাইকে বারংবার আশ্বাস দিয়া কহিল, "তোমাকে আমি এমন স্থানে লুকাইয়া রাখিব যে, কেহই খুজিয়া পাইবে না। গ্রামের লোকেরাও না।"

বালকের ভারি কৌতূহল হইল, কহিল "কোথায় দেখাইয়া দাও না।"

যজ্ঞনাথ কহিল "এখন দেখাইতে গেলে প্রকাশ হইয়া পড়িবে। রাত্রে দেখাইব।"

নিতাই এই নূতন রহস্য আবিষ্কারের আশ্বাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বাপ অকৃতকার্য্য হইয়া চলিয়া গেলেই বালকদের সঙ্গে বাজি রাখিয়া একটা লুকোচুরি খেলিতে হইবে এইরূপ মনে মনে সঙ্কল্প করিল। কেহ খুজিয়া পাইবে না! ভারি মজা! বাপ আসিয়া সমস্ত দেশ খুঁজিয়া কোথাও তাহার সন্ধান পাইবে না সেও খুব কৌতুক।

মধ্যাহ্নে যজ্ঞনাথ বালককে গৃহে রুদ্ধ করিয়া কোথায় বাহির হইয়া গেল। ফিরিয়া আসিলে নিতাই তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়া করিয়া অস্থির করিয়া তুলিল।

সন্ধ্যা হইতে না হইতে বলিল "চল।"

যজ্ঞনাথ বলিল "এখনো রাত্রি হয় নাই।"

নিতাই আবার কহিল "রাত্রি হইয়াছে দাদা, চল।"

যজ্ঞনাথ কহিল "এখনো পাড়ার লোক ঘুমায় নাই।"

নিতাই মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়াই কহিল "এখন ঘুমাইয়াছে চল।"

রাত্রি বাড়িতে লাগিল। নিদ্রাতুর নিতাই বহুকষ্টে নিদ্রা সম্বরণের প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও বসিয়া বসিয়া ঢুলিতে আরম্ভ করিল। রাত্রি দুই প্রহর হইলে যজ্ঞনাথ নিতাইয়ের হাত ধরিয়া নিদ্রিত গ্রামের অন্ধকার পথে বাহির হইলেন। আর কোন শব্দ নাই, কেবল থাকিয়া থাকিয়া কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল, এবং সেই শব্দে নিকটে এবং দূরে যতগুলা কুকুর ছিল সকলে তারস্বরে যোগ দিল। মাঝে মাঝে পক্ষী পদশব্দে ত্রস্ত হইয়া ঝট্‌পট্ করিয়া বনের মধ্য দিয়া উড়িয়া গেল। নিতাই ভয়ে যজ্ঞনাথের হাত দৃঢ় করিয়া ধরিল।

অনেক মাঠ ভাঙ্গিয়া অবশেষে এক জঙ্গলের মধ্যে এক দেবতাহীন ভাঙ্গা মন্দিরে উভয়ে গিয়া উপস্থিত হইল। নিতাই কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণস্বরে কহিল "এই খানে!"

যেরূপ মনে করিয়াছিল সেরূপ কিছুই নয়। ইহার মধ্যে তেমন রহস্য নাই। পিতৃ-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634 / Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

গৃহত্যাগের পর এমন পোড়ো মন্দিরে তাহাকে মাঝে মাঝে রাত্রিযাপন করিতে হইয়াছে। স্থানটা যদিও লুকাচুরি খেলার পক্ষে মন্দ নয় কিন্তু তবু এখান হইতে সন্ধান করিয়া বাহির করা নিতান্ত অসম্ভব নহে।

যজ্ঞনাথ মন্দিরের মধ্য হইতে একখণ্ড পাথর উঠাইয়া ফেলিল। বালক দেখিল নিম্নে একটা ঘরের মত, এবং সেখানে প্রদীপ জ্বলিতেছে। দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময় এবং কৌতূহল হইল, সেই সঙ্গে ভয়ও করিতে লাগিল। একটি মই বাহিয়া যজ্ঞনাথ নামিয়া গেলেন তাহার পশ্চাতে নিতাইও ভয়ে ভয়ে নামিল।

নীচে গিয়া দেখিল চারিদিকে পিতলের কলস। মধ্যে একটি আসন এবং তাহার সম্মুখে সিঁদুর চন্দন ফুলের মালা পূজার উপকরণ। বালক কৌতূহলনিবৃত্তি করিতে গিয়া দেখিল ঘড়ায় কেবল টাকা এবং মোহর।

যজ্ঞনাথ কহিল, "নিতাই, আমি বলিয়াছিলাম আমার সমস্ত টাকা তোমাকে দিব। আমার অধিক কিছুই নাই, সবে এই ক'টি মাত্র ঘড়া আমার সম্বল। আজ আমি ইহার সমস্তই তোমার হাতে দিব।"

বালক লাফাইয়া উঠিয়া কহিল "সমস্তই? ইহার একটি টাকাও তুমি লইবে না?"

"যদি লই তবে আমার হাতে যেন কুষ্ঠ হয়। কিন্তু একটা কথা আছে। যদি কখনো আমার নিরুদ্দেশ নাতি গোকুলচন্দ্র কিংবা তাহার ছেলে কিংবা তাহার পৌত্র কিংবা তাহার প্রপৌত্র কিংবা তাহার বংশের কেহ আসে তবে তাহার কিংবা তাহাদের হাতে এই সমস্ত টাকা গণিয়া দিতে হইবে।"

বালক মনে করিল যজ্ঞনাথ পাগল হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিল, "আচ্ছা।"

যজ্ঞনাথ কহিল "তবে এই আসনে বইস।"

"কেন?"

তোমার পূজা হইবে।"

"কেন?"

"এইরূপ নিয়ম।"

বালক আসনে বসিল। যজ্ঞনাথ তাহার কপালে চন্দন দিল, সিঁদুরের টিপ্ দিয়া দিল, গলায় মালা দিল; সম্মুখে বসিয়া বিড়্ বিড় করিয়া মন্ত্র পড়িতে লাগিল।

দেবতা হইয়া বসিয়া মন্ত্র শুনিতে নিতাইয়ের ভয় করিতে লাগিল; ডাকিল "দাদা।"

যজ্ঞনাথ কোন উত্তর না করিয়া মন্ত্র পড়িয়া গেলেন।

অবশেষে এক একটি ঘড়া বহুকষ্টে টানিয়া বালকের সম্মুখে স্থাপিত করিয়া উৎসর্গ করিলেন এবং প্রত্যেকবার বলাইয়া লইলেন "যুধিষ্ঠির কুণ্ডের পুত্র গদাধর কুণ্ড তস্য পুত্র প্রাণকৃষ্ণ কুণ্ড তস্য পুত্র পরমানন্দ কুণ্ড তস্য পুত্র যজ্ঞনাথ কুণ্ড তস্য পুত্র বৃন্দাবন কুণ্ড তস্য পুত্র গোকুলচন্দ্র কুণ্ডকে কিংবা তাহার পুত্র অথবা পৌত্র অথবা প্রপৌত্রকে কিংবা তাহার বংশের ন্যায্য উত্তরাধিকারীকে এই সমস্ত টাকা গণিয়া দিব।"

এইরূপ বার বার আবৃত্তি করিতে করিতে ছেলেটা হতবুদ্ধির মত হইয়া আসিল। তাহার জিহ্বা ক্রমে জড়াইয়া আসিল। যখন অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইয়া গেল তখন দীপের ধূম ও উভয়ের নিশ্বাসবায়ুতে সেই ক্ষুদ্র গহ্বর বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া আসিল। বালকের তালু শুষ্ক হইয়া গেল, হাত পা জ্বালা করিতে লাগিল, শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল।

প্রদীপ ম্লান হইয়া হঠাৎ নিবিয়া গেল। অন্ধকারে বালক অনুভব করিল যজ্ঞনাথ মই বাহিয়া উপরে উঠিতেছে।

ব্যাকুল হইয়া কহিল "দাদা কোথায় যাও!"

যজ্ঞনাথ কহিলেন "আমি চলিলাম। তুই

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

এখানে থাক্—তোকে আর খুঁজিয়া পাইবে না। কিন্তু মনে রাগিস্, যজ্ঞনাথের পৌত্র বৃন্দাবনের পুত্র গোকুলচন্দ্র।"

বলিয়া উপরে উঠিয়াই মই তুলিয়া লই-লেন। বালক রুদ্ধশ্বাস কণ্ঠ হইতে বহুকষ্টে বলিল "দাদা, আমি বাবার কাছে যাব!"

যজ্ঞনাথ ছিদ্রমুখে পাথর চাপা দিলেন এবং কাণ পাতিয়া শুনিলেন—নিতাই আর একবার রুদ্ধকণ্ঠে ডাকিল "বাবা।"

তার পর একটা পতনের শব্দ হইল, তার পরে আর কোন শব্দ হইল না।

যজ্ঞনাথ এইরূপে যক্ষের হস্তে ধন সমর্পণ করিয়া সেই প্রস্তরখণ্ডের উপর মাটি চাপা দিতে লাগিলেন। তাহার উপরে ভাঙ্গা মন্দিরের ইট বালি স্তূপাকার করিলেন। তাহার উপর ঘাসের চাপড়া বসাইলেন, বনের গুল্ম রোপণ করিলেন। রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল কিন্তু কিছুতেই সে স্থান হইতে নড়িতে পারিলেন না। থাকিয়া থাকিয়া কেবলি মাটিতে কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন। মনে হইতে লাগিল যেন অনেক দূর হইতে, পৃথিবীর অতলস্পর্শ হইতে একটা ক্রন্দনধ্বনি উঠিতেছে। মনে হইল যেন রাত্রির আকাশ সেই একমাত্র শব্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, পৃথিবীর সমস্ত নিদ্রিত লোক যেন সেই শব্দে শয্যার উপরে জাগিয়া উঠিয়া কাণ পাতিয়া বসিয়া আছে।

বৃদ্ধ অস্থির হইয়া কেবলি মাটির উপরে মাটি চাপাইতেছে। যেন এমনি করিয়া কোনমতে পৃথিবীর মুখচাপা দিতে চাহে। ঐ কে ডাকে "বাবা!"

বৃদ্ধ মাটিতে আঘাত করিয়া বলে "চুপ কর্। সবাই শুনিতে পাইবে!"

আবার কে ডাকে "বাবা!"

দেখিল রৌদ্র উঠিয়াছে। ভয়ে মন্দির ছাড়িয়া মাঠে বাহির হইয়া পড়িল।

সেখানেও কে ডাকিল "বাবা!" যজ্ঞনাথ সচকিত হইয়া পিছন ফিরিয়া দেখিল বৃন্দাবন।

বৃন্দাবন কহিল "বাবা, সন্ধান পাইলাম আমার ছেলে তোমার ঘরে লুকাইয়া আছে তাহাকে দাও!"

বৃদ্ধ চোখ মুখ বিকৃত করিয়া বৃন্দাবনের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল "তোর ছেলে?"

বৃন্দাবন কহিল "হাঁ। গোকুল। এখন তাহার নাম নিতাই পাল, আমার নাম দামোদর। কাছাকাছি সর্ব্বত্রই তোমার খ্যাতি আছে সেই জন্য আমরা লজ্জায় নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছি নহিলে কেহ আমাদের নাম উচ্চারণ করিত না।"

বৃদ্ধ দশ অঙ্গুলি দ্বারা আকাশ হাতড়াইতে হাতড়াইতে যেন বাতাস আঁকড়িয়া ধরিবার চেষ্টা করিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

চেতনা লাভ করিয়া যজ্ঞনাথ বৃন্দাবনকে মন্দিরে টানিয়া লইয়া গেল। কহিল "কান্না শুনিতে পাইতেছ?"

বৃন্দাবন কহিল "না।"

"কাণ পাতিয়া শোন দেখি, বাবা বলিয়া কেহ ডাকিতেছে?"

বৃন্দাবন কহিল "না।" বৃদ্ধ তখন যেন ভারি নিশ্চিন্ত হইল।

তাহার পর হইতে বৃদ্ধ সকলকেই জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়ায়, "কান্না শুনিতে পাইতেছ?" পাগ্লামীর কথা শুনিয়া সকলেই হাসে।

অবশেষে বৎসর চারেক পরে বৃদ্ধের মৃত্যুর দিন উপস্থিত হইল। যখন চোখের উপর হইতে জগতের আলো নিবিয়া আসিল, এবং শ্বাস রুদ্ধপ্রায় হইল তখন বিকারের বেগে সহসা উঠিয়া বসিল; একবার দুই হস্তে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

চারিদিক্ হাতড়াইয়া মুমূর্ষু কহিল "নিতাই, আমার মইটা কে উঠিয়ে নিলে ?"

সেই বায়ুহীন আলোকহীন মহাগহ্বর হইতে উঠিবার মই খুঁজিয়া না পাইয়া আবার ধুপ্ করিয়া বিছানায় পড়িয়া গেল। সংসারের লুকাচুরি খেলায় যেখানে কাহাকেও খুজিয়া পাওয়া যায় না সেইখানেই অন্তর্হিত হইল।

অতিথি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

কাঁঠালিয়ার জমিদার মতিলাল বাবু নৌকা করিয়া সপরিবারে স্বদেশে যাইতেছিলেন। পথের মধ্যে মধ্যাহ্নে নদীতীরের এক গঞ্জের নিকট নৌকা বাঁধিয়া পাকের আয়োজন করিতেছেন এমন সময় এক ব্রাহ্মণ-বালক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বাবু তোমরা যাচ্চ কোথায় ?—প্রশ্নকর্ত্তার বয়স ১৫।১৬র অধিক হইবে না।

মতিবাবু উত্তর করিলেন, কাঁঠালে। ব্রাহ্মণবালক কহিল, আমাকে পথের মধ্যে নন্দীগাঁয়ে নাবিয়ে দিতে পার ?

বাবু সম্মতি প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি ?

ব্রাহ্মণ-বালক কহিল, 'আমার নাম তারাপদ।'

গৌরবর্ণ ছেলেটিকে বড় সুন্দর দেখিতে। বড় বড় চক্ষু এবং প্রসন্ন হাস্যময় ওষ্ঠাধরে একটি সুললিত সৌকুমার্য্য প্রকাশ পাইতেছে। পরিধানে একখানি মলিন ধূতি। অনাবৃত দেহখানি সর্ব্বপ্রকার বাহুল্যবর্জ্জিত; কোন শিল্পী যেন বহু যত্নে নিখুঁৎ নিটোল করিয়া গড়িয়া দিয়াছে। যেন সে পূর্ব্বজন্মে তাপস বালক ছিল, এবং নির্ম্মল তপস্যার প্রভাবে তাহার শরীর হইতে শরীরাংশ বহুল পরিমাণে ক্ষয় হইয়া একটি সম্মার্জ্জিত ব্রাহ্মণ্যশ্রী পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।

মতিলাল বাবু তাহাকে পরম স্নেহভরে কহিলেন, বাবা তুমি স্নান করে এস, এইখানেই আহারাদি হবে।

তারাপদ বলিল, রসুন। বলিয়া তৎক্ষণাৎ অসঙ্কোচে রন্ধনের আয়োজনে যোগদান করিল। মতিলাল বাবুর চাকরটা ছিল হিন্দুস্থানী, মাছ কোটা প্রভৃতি কার্য্যে তাহার তেমন পটুত্ব ছিল না; তারাপদ তাহার কাজ নিজে লইয়া অল্পকালের মধ্যেই সুসম্পন্ন করিল এবং দুই একটা তরকারীও অভ্যস্ত নৈপুণ্যের সহিত রন্ধন করিয়া দিল। পাককার্য্য শেষ হইলে তারাপদ নদীতে স্নান করিয়া বোঁচকা খুলিয়া একটি শুভ্র বস্ত্র পরিল; একটি ছোট কাঠের কাঁকই লইয়া মাথার বড় বড় চুল কপাল হইতে তুলিয়া গ্রীবার উপর ফেলিল এবং মার্জ্জিত পৈতার গোচ্ছা বক্ষে বিলম্বিত করিয়া নৌকায় মতিবাবুর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল।

মতিবাবু তাহাকে নৌকার ভিতরে লইয়া গেলেন। সেখানে মতিবাবুর স্ত্রী এবং তাঁহার নবমবর্ষীয়া এক কন্যা বসিয়াছিলেন। মতিবাবুর স্ত্রী অন্নপূর্ণা এই সুন্দর বালকটিকে দেখিয়া স্নেহে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিলেন—মনে মনে কহিলেন আহা কাহার বাছা, কোথা হইতে আসিয়াছে—ইহার মা ইহাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া প্রাণ ধরিয়া আছে!—

যথাসময়ে মতিবাবু এবং এই ছেলেটির জন্য পাশাপাশি দুইখানি আসন পড়িল।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ছেলেটি তেমন ভোজনপটু নহে; অন্নপূর্ণা তাহার স্বল্প আহার দেখিয়া মনে করিলেন সে লজ্জা করিতেছে; তাহাকে এটা ওটা খাইতে বিস্তর অনুরোধ করিলেন; কিন্তু যখন সে আহার হইতে নিরস্ত হইল, তখন সে কোন অনুরোধ মানিল না। দেখা গেল, ছেলেটি সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করে, অথচ এমন সহজে করে যে, তাহাতে কোন প্রকার "জেদ" অথবা "গোঁ" প্রকাশ পায় না। তাহার ব্যবহারে লজ্জার লক্ষণও লেশমাত্র দেখা গেল না।

সকলের আহারাদির পরে অন্নপূর্ণা তাহাকে কাছে বসাইয়া প্রশ্ন করিয়া তাহার ইতিহাস জানিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বিস্তারিত বিবরণ কিছুই সংগ্রহ হইল না। মোট কথা এইটুকু জানা গেল, ছেলেটি সাত আট বৎসর বয়সেই স্বেচ্ছাক্রমে ঘর ছাড়িয়া পালাইয়া আসিয়াছে।

অন্নপূর্ণা প্রশ্ন করিলেন, তোমার মা নাই?

তারাপদ কহিল—আছেন।

অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি তোমাকে ভালবাসেন না?

তারাপদ এই প্রশ্ন অত্যন্ত অদ্ভুত জ্ঞান করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল, কেন ভালবাস্‌বেন না?

অন্নপূর্ণা প্রশ্ন করিলেন, তবে তুমি তাঁকে ছেড়ে এলে যে?

তারাপদ কহিল, তাঁর আরও চারিটি ছেলে এবং তিনটি মেয়ে আছে।

অন্নপূর্ণা বালকের এই অদ্ভুত উত্তরে ব্যথিত হইয়া কহিলেন, ওমা, সে কি কথা! পাঁচটি আঙ্গুল আছে বলে কি একটি আঙ্গুল ত্যাগ করা যায়।

তারাপদর বয়স অল্প, তাহার ইতিহাসও সেই পরিমাণে সংক্ষিপ্ত, কিন্তু ছেলেটি সম্পূর্ণ নূতনতর। সে তাহার পিতামাতার চতুর্থ পুত্র, শৈশবেই পিতৃহীন হয়। বহু সন্তানের ঘরেও তারাপদ সকলের অত্যন্ত আদরের ছিল;—মা ভাই বোন এবং পাড়ার সকলেরই নিকট হইতে সে অজস্র স্নেহ লাভ করিত। এমন কি, গুরুমহাশয়ও তাহাকে মারিত না—মারিলেও বালকের আত্মীয় পর সকলেই তাহাতে বেদনা বোধ করিত এমন অবস্থায় তাহার গৃহত্যাগ করিবার কোনই কারণ ছিল না। যে উপেক্ষিত রোগা ছেলেটা সর্ব্বদাই চুরি-করা গাছের ফল এবং গৃহস্থ লোকদের নিকট তাহার চতুর্গুণ প্রতিফল পাইয়া বেড়ায় সেও তাহার পরিচিত গ্রামসীমার মধ্যে তাহার নির্য্যাতনকারিণী মার নিকট পড়িয়া রহিল আর সমস্ত গ্রামের এই আদরের ছেলে একটা বিদেশী যাত্রার দলের সহিত মিলিয়া অকাতর চিত্তে গ্রাম ছাড়িয়া পলায়ন করিল।

সকলে খোঁজ করিয়া তাহাকে গ্রামে ফিরাইয়া আনিল। তাহার মা তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া অশ্রুজলে আর্দ্র করিয়া দিল, তাহার বোনরা কাঁদিতে লাগিল; তাহার বড় ভাই পুরুষ অভিভাবকের কঠিন কর্ত্তব্যপালন উপলক্ষে তাহাকে মৃদুরকম শাসন করিবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে অনুতপ্তচিত্তে বিস্তর প্রশ্রয় এবং পুরস্কার দিল। পাড়ার মেয়েরা তাহাকে ঘরে ঘরে ডাকিয়া প্রচুরতর আদর এবং বহুতর প্রলোভনে বাধ্য করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু বন্ধন, এমন কি স্নেহবন্ধনও তাহার সহিল না;—তাহার জন্মনক্ষত্র তাহাকে গৃহহীন করিয়া দিয়াছে;—সে যখনি দেখিত নদী দিয়া বিদেশী নৌকা গুণ টানিয়া চলিয়াছে, গ্রামের বৃহৎ অশ্বত্থগাছের তলে কোন্ দূর দেশ হইতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে অথবা "বেদোরা নদীতীরের পতিত মাঠে ছোট ছোট চাটাই বাঁধিয়া বাঁখারি

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ছুলিয়া চাঙারি নির্ম্মাণ করিতে বসিয়াছে, তখন অজ্ঞাত বহিঃপৃথিবীর স্নেহহীন স্বাধীনতার জন্য তাহার চিত্ত অশান্ত হইয়া উঠিত। উপরি উপরি দুই তিন বার পলায়নের পর তাহার আত্মীয়বর্গ এবং গ্রামের লোক তাহার আশা পরিত্যাগ করিল।

প্রথমে সে একটা যাত্রার দলের সঙ্গ লইয়াছিল। অধিকারী যখন তাহাকে পুত্র-নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতে লাগিল এবং দলস্থ ছোটবড় সকলেরই যখন সে প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল, এমন কি, যে বাড়িতে যাত্রা হইত সে বাড়ির অধ্যক্ষগণ, বিশেষতঃ পুরোমহিলাবর্গ যখন বিশেষরূপে তাহাকে আহ্বান করিয়া সমাদর করিতে লাগিল, তখন একদিন সে কাহাকেও কিছু না বলিয়া কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না।

তারাপদ হরিণশিশুর মত বন্ধনভীরু আবার হরিণেরই মত সঙ্গীতমুগ্ধ। যাত্রার গানেই তাহাকে প্রথম ঘর হইতে বিবাগী করিয়া দেয়। গানের সুরে তাহার সমস্ত শিরার মধ্যে অনুকম্পন এবং গানের তালে তাহার সর্ব্বাঙ্গে আন্দোলন উপস্থিত হইত। যখন সে নিতান্ত শিশু ছিল তখনও সঙ্গীত-সভায় সে যেরূপ সংযত গম্ভীর বয়স্কভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া বসিয়া বসিয়া দুলিত, দেখিয়া প্রবীণ লোকের হাস্য সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইত। কেবল সঙ্গীত কেন, গাছের ঘনপল্লবের উপর যখন শ্রাবণের বৃষ্টিধারা পড়িত, আকাশে মেঘ ডাকিত, অরণ্যের ভিতর মাতৃহীন দৈত্যশিশুর ন্যায় বাতাস ক্রন্দন করিতে থাকিত, তখন তাহার চিত্ত যেন উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিত। নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহরে বহুদূর আকাশ হইতে চিলের ডাক, বর্ষার সন্ধ্যায় ভেকের কলরব, গভীর রাত্রে শৃগালের চীৎকারধ্বনি সকলি তাহাকে উতলা করিত। এই সঙ্গীতের মোহে আকৃষ্ট হইয়া সে অনতিবিলম্বে এক পাঁচালীর দলের মধ্যে গিয়া প্রবিষ্ট হইল। দলাধ্যক্ষ তাহাকে পরম যত্নে গান শিখাইতে এবং পাঁচালী মুখস্থ করাইতে প্রবৃত্ত হইল, এবং তাহাকে আপন বক্ষপিঞ্জরের পাখীর মত প্রিয় জ্ঞান করিয়া স্নেহ করিতে লাগিল। পাখী কিছু কিছু গান শিখিল এবং একদিন প্রত্যুষে উড়িয়া চলিয়া গেল।

শেষবারে সে এক জিম্ন্যাষ্টিকের দলে জুটিয়াছিল। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগ হইতে আষাঢ় মাসের অবসান পর্য্যন্ত এ অঞ্চলে স্থানে স্থানে পর্য্যায়ক্রমে বারোয়ারির মেলা হইয়া থাকে। তদুপলক্ষে দুই তিন দল যাত্রা, পাঁচালী, কবি, নর্ত্তকী এবং নানাবিধ দোকান নৌকাযোগে ছোট ছোট নদী উপনদী দিয়া এক মেলা অন্তে অন্য মেলায় ঘুরিয়া বেড়ায়। গতবৎসর হইতে কলিকাতার এক ক্ষুদ্র জিম্ন্যাষ্টিকের দল এই পর্য্যটনশীল মেলার আমোদ-চক্রের মধ্যে যোগ দিয়াছিল। তারাপদ প্রথমতঃ নৌকারোহী দোকানীদের সহিত মিশিয়া মেলায় পানের খিলি বিক্রয়ের ভার লইয়াছিল। পরে তাহার স্বাভাবিক কৌতুহল-বশতঃ এই জিম্ন্যাষ্টিকের ছেলেদের আশ্চর্য্য ব্যায়ামনৈপুণ্যে আকৃষ্ট হইয়া এই দলে প্রবেশ করিয়াছিল। তারাপদ নিজে নিজে অভ্যাস করিয়া ভাল বাঁশী বাজাইতে শিখিয়াছিল— জিম্ন্যাষ্টিকের সময় তাহাকে দ্রুততালে লক্ষ্ণৌ ঠুংরির সুরে বাঁশী বাজাইতে হইত এই তাহার একমাত্র কাজ ছিল।

এই দল হইতেই তাহার শেষ পলায়ন। সে শুনিয়াছিল, নন্দীগ্রামের জমীদার বাবুরা মহাসমারোহে এক সখের যাত্রা খুলিতেছেন— শুনিয়া সে তাহার ক্ষুদ্র বোঁচকাটি লইয়া নন্দীগ্রামে যাত্রার আয়োজন করিতেছিল,

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

এমন সময় মতিবাবুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়।

তারাপদ পর্য্যায়ক্রমে নানা দলের মধ্যে ভিড়িয়াও আপন স্বাভাবিক কল্পনাপ্রবণ প্রকৃতি প্রভাবে কোন দলের বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। অন্তরের মধ্য সে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত এবং মুক্ত ছিল। সংসারের অনেক কুৎসিত কথা সে সর্ব্বদা শুনিয়াছে এবং অনেক কদর্য্য দৃশ্য তাহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, কিন্তু তাহা তাহার মনের মধ্যে সঞ্চিত হইবার তিলমাত্র অবসর প্রাপ্ত হয় নাই। এ ছেলেটির কিছুতেই খেয়াল ছিল না। অন্যান্য বন্ধনের ন্যায় কোন প্রকার অভ্যাসবন্ধনও তাহার মনকে বাধ্য করিতে পারে নাই, সে এই সংসারের পঙ্কিল জলের উপর দিয়া শুভ্রপক্ষ রাজহংসের মত সাঁতার দিয়া বেড়াইত। কৌতূহলবশতঃ যতবারই ডুব দিত তাহার পাখা সিক্ত বা মলিন হইতে পারিত না। এই জন্য এই গৃহত্যাগী ছেলেটির মুখে একটি শুভ্র স্বাভাবিক তারুণ্য অম্লানভাবে প্রকাশ পাইত, তাহার সেই মুখশ্রী দেখিয়া প্রবীণ বিষয়ী মতিলাল বাবু তাহাকে বিনা প্রশ্নে বিনা সন্দেহে পরম আদরে আহ্বান করিয়া লইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আহারান্তে নৌকা ছাড়িয়া দিল। অন্নপূর্ণা পরমস্নেহে এই ব্রাহ্মণ-বালককে তাহার ঘরের কথা, তাহার আত্মীয় পরিজনের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; তারাপদ অত্যন্ত সংক্ষেপে তাহার উত্তর দিয়া বাহিরে আসিয়া পরিত্রাণ লাভ করিল। বাহিরে বর্ষার নদী পরিপূর্ণতার শেষ রেখা পর্য্যন্ত ভরিয়া উঠিয়া আপন আত্মহারা উদ্দাম চাঞ্চল্যে প্রকৃতি-মাতাকে যেন উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। মেঘনির্ম্মুক্ত রৌদ্রে নদীতীরের অর্দ্ধনিমগ্ন কাশতৃণশ্রেণী, এবং তাহার ঊর্দ্ধে সরস সঘন ইক্ষুক্ষেত্র এবং তাহার পরপ্রান্তে দূর-দিগন্তচুম্বিত নীলাঞ্জনবর্ণ বনরেখা সমস্তই যেন কোন এক রূপকথার সোণার কাঠির স্পর্শে সদ্যো-জাগ্রৎ নবীন সৌন্দর্য্যের মত নির্ব্বাক্ নীলাকাশের মুগ্ধদৃষ্টির সম্মুখে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল, সমস্তই যেন সজীব, স্পন্দিত, প্রগল্ভ, আলোকে উদ্ভাসিত, নবীনতায় সুচিক্কণ, প্রাচুর্য্যে পরিপূর্ণ।

তারাপদ নৌকার ছাদের উপরে পালের ছায়ায় গিয়া আশ্রয় লইল। পর্য্যায়ক্রমে ঢালু সবুজ মাঠ, প্লাবিত পাটের ক্ষেত, গাঢ় শ্যামল আমন ধান্যের আন্দোলন, ঘাট হইতে গ্রামাভিমুখী সঙ্কীর্ণ পথ, ঘনবনবেষ্টিত ছায়াময় গ্রাম তাহার চোখের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল। এই জলস্থল আকাশ, এই চারিদিকের সচলতা, সজীবতা, মুখরতা,—এই ঊর্দ্ধ অধোদেশের ব্যাপ্তি এবং বৈচিত্র্য এবং নির্লিপ্ত সুদূরতা, এই সুবৃহৎ, চিরস্থায়ী, নির্নিমেষ, বাক্যবিহীন বিশ্বজগৎ তরুণ বালকের পরমাত্মীয় ছিল;—অথচ সে এই চঞ্চল মানবকটিকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্নেহবাহু দ্বারা ধরিয়া রাখিতে চেষ্টা করিত না। নদীতীরে বাছুর লেজ তুলিয়া ছুটিতেছে, গ্রাম্য টাটু ঘোড়া সম্মুখের দুই দড়ি বাঁধা পা লইয়া লাফ দিয়া দিয়া ঘাস খাইয়া বেড়াইতেছে, মাছরাঙা জেলেদের জাল বাঁধিবার বংশদণ্ডের উপর হইতে ঝপ্ করিয়া সবেগে জলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া মাছ ধরিতেছে, ছেলেরা জলের মধ্যে পড়িয়া মাতামাতি করিতেছে, মেয়েরা উচ্চকণ্ঠে সহাস্য গল্প করিতে করিতে আবক্ষজলে বসনাঞ্চল প্রসারিত করিয়া দুই হস্তে তাহা মার্জ্জন করিয়া লইতেছে, কোমর-বাঁধা মেছুনীরা চুপ্‌ড়ি লইয়া

জেলেদের নিকট হইতে মাছ কিনিতেছে, এ সমস্তই সে চিরনূতন অশ্রান্ত কৌতূহলের সহিত বসিয়া বসিয়া দেখে, কিছুতেই তাহার দৃষ্টির পিপাসা নিবৃত্ত হয় না।

নৌকার ছাতের উপরে গিয়া তারাপদ ক্রমশঃ দাঁড়ি মাঝিদের সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিল। মাঝে মাঝে আবশ্যকমতে মাল্লাদের হাত হইতে লগি লইয়া নিজেই ঠেলিতে প্রবৃত্ত হইল; মাঝির যখন তামাক খাইবার আবশ্যক, তখন সে নিজে গিয়া হাল ধরিল—যখন যে দিকে পাল্ ফিরান আবশ্যক সমস্ত সে দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়া দিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে অন্নপূর্ণা তারাপদকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রাত্রে তুমি কি খাও!

তারাপদ কহিল, যা' পাই তাই খাই; সকল দিন খাইও না।

এই সুন্দর ব্রাহ্মণ-বালকটির আতিথ্য-গ্রহণে ঔদাসীন্য অন্নপূর্ণাকে ঈষৎ পীড়া দিতে লাগিল। তাঁহার বড় ইচ্ছা, খাওয়াইয়া পরাইয়া এই গৃহচ্যুত পান্থ বালকটিকে পরিতৃপ্ত করিয়া দেন। কিন্তু কিসে যে তাহার পরিতোষ হইবে তাহার কোন সন্ধান পাইলেন না। অন্নপূর্ণা চাকরদের ডাকিয়া গ্রাম হইতে দুধ মিষ্টান্ন প্রভৃতি ক্রয় করিয়া আনিবার জন্য ধূমধাম বাধাইয়া দিলেন। তারাপদ যথাপরিমাণে আহার করিল; কিন্তু দুধ খাইল না। মৌন-স্বভাব মতিলাল বাবুও তাহাকে দুধ খাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন; সে সংক্ষেপে বলিল, আমার ভাল লাগে না।

নদীর উপর দুই তিন দিন গেল। তারাপদ রাঁধাবাড়া বাজার করা হইতে নৌকাচালনা পর্য্যন্ত সকল কাজেই স্বেচ্ছা এবং তৎপরতার সহিত যোগ দিল। যে কোন দৃশ্য তাহার চোখের সম্মুখে আসে তাহার প্রতি তারাপদের সকৌতূহল দৃষ্টি ধাবিত হয়, যে কোন কাজ তাহার হাতের কাছে আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতেই সে আপনি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে। তাহার দৃষ্টি, তাহার হস্ত, তাহার মন সর্ব্বদাই সচল হইয়া আছে; এই জন্য সে এই নিত্যসচলা প্রকৃতির মত সর্ব্বদাই নিশ্চিন্ত উদাসীন অথচ সর্ব্বদাই ক্রিয়াসক্ত। মানুষমাত্রেরই নিজের একটি স্বতন্ত্র অধিষ্ঠানভূমি আছে;—কিন্তু তারাপদ এই অনন্ত নীলাম্বরবাহী বিশ্বপ্রবাহের একটি আনন্দোজ্জ্বল তরঙ্গ,—ভূত ভবিষ্যতের সহিত তাহার কোন বন্ধন নাই—সম্মুখাভিমুখে চলিয়া যাওয়াই তাহার একমাত্র কার্য্য।

এ দিকে অনেক দিন নানা সম্প্রদায়ের সহিত যোগ দিয়া অনেক প্রকার মনোরঞ্জনী বিদ্যা তাহার আয়ত্ত হইয়াছিল। কোন প্রকার চিন্তার দ্বারা আচ্ছন্ন না থাকাতে তাহার নির্ম্মল স্মৃতিপটে সকল জিনিষ আশ্চর্য্য সহজে মুদ্রিত হইয়া যাইত। পাঁচালী, কথকতা, কীর্ত্তনগান, যাত্রাভিনয়ের সুদীর্ঘ খণ্ডসকল তাহার কণ্ঠাগ্রে ছিল। মতিলাল বাবু চির-প্রথামত একদিন সন্ধ্যাবেলায় তাঁহার স্ত্রী কন্যাকে রামায়ণ পড়িয়া শুনাইতেছিলেন; কুশ লবের কথার সূচনা হইতেছে, এমন সময় তারাপদ উৎসাহ সম্বরণ করিতে না পারিয়া নৌকার ছাদের উপর হইতে নামিয়া আসিয়া কহিল, বই রাখুন! আমি কুশ লবের গান করি, আপনারা শুনে যান্।

এই বলিয়া সে কুশ লবের পাঁচালী আরম্ভ করিয়া দিল। বাঁশির মত সুমিষ্ট পরিপূর্ণস্বরে দাশুরায়ের অনুপ্রাস ক্ষিপ্রবেগে বর্ষণ করিয়া চলিল;—দাঁড়ি মাঝি সকলেই দ্বারের কাছে আসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল; হাস্য, করুণা এবং সঙ্গীতে সেই নদীতীরের সন্ধ্যাকাশে এক অপূর্ব্ব রসস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল,—দুই নিস্তব্ধ তটভূমি কুতূহলী হইয়া উঠিল, পাশ

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b0003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

দিয়া যে সকল নৌকা চলিতেছিল, তাহাদের আরোহিগণ ক্ষণকালের জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া সেই দিকে কাণ দিয়া রহিল ; যখন শেষ হইয়া গেল সকলেই ব্যথিত চিত্তে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ভাবিল, ইহারই মধ্যে শেষ হইল কেন ?

সজলনয়না অন্নপূর্ণার ইচ্ছা করিতে লাগিল, ছেলেটিকে কোলে বসাইয়া বক্ষে চাপিয়া তাহার মস্তক আঘ্রাণ করেন। মতিলাল বাবু ভাবিতে লাগিলেন, এই ছেলেটিকে যদি কোনমতে কাছে রাখিতে পারি তবে পুত্রের অভাব পূর্ণ হয়। কেবল ক্ষুদ্র বালিকা চারুশশির অন্তঃকরণ ঈর্ষ্যা ও বিদ্বেষে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—*—

চারুশশি তাহার পিতামাতার একমাত্র সন্তান, তাঁহাদের পিতৃমাতৃস্নেহের একমাত্র অধিকারিণী। তাহার খেয়াল এবং জেদের অন্ত ছিল না। খাওয়া, কাপড়পরা, চুলবাঁধা সম্বন্ধে তাহার নিজের স্বাধীন মত ছিল, কিন্তু সে মতের কিছুমাত্র স্থিরতা ছিল না। যে দিন কোথাও নিমন্ত্রণ থাকিত সে দিন তাহার মায়ের ভয় হইত পাছে মেয়েটি সাজসজ্জা সম্বন্ধে একটা অসম্ভব জেদ্ ধরিয়া বসে। যদি দৈবাৎ একবার চুলবাঁধাটা তাহার মনের মত না হইল, তবে সে দিন যতবার চুল খুলিয়া যত রকম করিয়া বাঁধিয়া দেওয়া যাক্ কিছুতেই তাহার মন পাওয়া যাইবে না, অবশেষে মহা কান্নাকাটির পালা পড়িয়া যাইবে। সকল বিষয়েই এইরূপ। আবার এক এক সময় চিত্ত যখন প্রসন্ন থাকে তখন কিছুতেই তাহার কোন আপত্তি থাকে না। তখন সে অতিমাত্রায় ভালবাসা প্রকাশ করিয়া তাহার মাকে জড়াইয়া ধরিয়া চুম্বন করিয়া হাসিয়া বকিয়া একেবারে অস্থির করিয়া তোলে। এই ক্ষুদ্র মেয়েটি একটি দুর্ভেদ্য প্রহেলিকা।

এই বালিকা তাহার দুর্বাধ্য হৃদয়ের সমস্ত বেগ প্রয়োগ করিয়া মনে মনে তারাপদকে সুতীব্র বিদ্বেষে তাড়না করিতে লাগিল। পিতামাতাকেও সর্ব্বতোভাবে উদ্বেজিত করিয়া তুলিল। আহারের সময় রোদনোন্মুখী হইয়া ভোজনের পাত্র ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়, রন্ধন তাহার রুচিকর বোধ হয় না—দাসীকে মারে, সকল বিষয়েই অকারণ অভিযোগ করিতে থাকে। তারাপদের বিদ্যাগুলি যতই তাহার এবং অন্য সকলের মনোরঞ্জন করিতে লাগিল, ততই যেন তাহার রাগ বাড়িয়া উঠিল। তারাপদের যে কোন গুণ আছে, ইহা স্বীকার করিতে তাহার মন বিমুখ হইল, অথচ তাহার প্রমাণ যখন প্রবল হইতে লাগিল,তাহার অসন্তোষের মাত্রাও উচ্চে উঠিল। তারাপদ যে দিন কুশলবের গান করিল, সে দিন অন্নপূর্ণা মনে করিলেন, সঙ্গীতে বনের পশু বশ হয়,আজ বোধ হয় আমার মেয়ের মন গলিয়াছে ;—তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—চারু, কেমন লাগ্‌ল ? সে কোন উত্তর না দিয়া অত্যন্ত প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া দিল। এই ভঙ্গীটিকে ভাষায় তর্জ্জমা করিলে এইরূপ দাঁড়ায় :—কিছুমাত্র ভাল লাগে নাই এবং কোন কালে ভাল লাগিবে না !

চারুর মনে ঈর্ষ্যার উদয় হইয়াছে বুঝিয়া তাহার মাতা চারুর সম্মুখে তারাপদের প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতে বিরত হইলেন। সন্ধ্যার পরে যখন সকাল সকাল খাইয়া চারু শয়ন করিত তখন অন্নপূর্ণা নৌকাকক্ষের দ্বারের নিকট আসিয়া বসিতেনএবং মতি বাবু ও তারাপদ বাহিরে বসিত এবং অন্নপূর্ণার অনুরোধে তারাপদ গান আরম্ভ করিত ; তাহার গানে যখন নদীতীরের বিশ্রামনিরতা গ্রামশ্রী সন্ধ্যার

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

বিপুল অন্ধকারে মুগ্ধ নিস্তব্ধ হইয়া রহিত এবং অন্নপূর্ণার কোমল হৃদয়খানি স্নেহে ও সৌন্দর্য্য-রসে উচ্ছলিত হইতে থাকিত তখন হঠাৎ চারু দ্রুতপদে বিছানা হইতে উঠিয়া আসিয়া সরোষ সরোদনে বলিত, মা তোমরা কি গোল করচ আমার ঘুম হচ্চে না। পিতামাতা তাহাকে একলা ঘুমাইতে পাঠাইয়া তারাপদকে ঘিরিয়া সঙ্গীত উপভোগ করিতেছেন ইহা তাহার একান্তঅসহ্য হইয়া উঠিত। এই দীপ্তকৃষ্ণনয়না বালিকার স্বাভাবিক সুতীব্রতা তারাপদের নিকট অত্যন্ত কৌতুকজনক বোধ হইত। সে ইহাকে গল্প শুনাইয়া, গান গাহিয়া, বাঁশি বাজাইয়া বশ করিতে অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না! কেবল, তারাপদ মধ্যাহ্নে যখন নদীতে স্নান করিতে নামিত, পরিপূর্ণ জলরাশির মধ্যে গৌরবর্ণ সরল তনু দেহখানি নানা সন্তরণ-ভঙ্গীতে অবলীলাক্রমে সঞ্চালন করিয়া তরুণ জলদেবতার মত শোভা পাইত, তখন বালিকার কৌতূহল আকৃষ্ট না হইয়া থাকিত না; সে সেই সময়টির জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত; কিন্তু আন্তরিক আগ্রহ কাহাকেও জানিতে দিত না, এবং এই অশিক্ষাপটু অভিনেত্রী পশমের গলাবন্ধ বোনা এক মনে অভ্যাস করিতে করিতে মাঝে মাঝে যেন অত্যন্ত উপেক্ষাভরে কটাক্ষে তারাপদের সন্তরণলীলা দেখিয়া লইত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

নন্দীগ্রাম কখন্ ছাড়াইয়া গেল, তারাপদ তাহার খোঁজ লইল না। অত্যন্ত মৃদুমন্দ গতিতে বৃহৎ নৌকা কখনো পাল তুলিয়া কখনো গুণ টানিয়া নানা নদীর শাখা প্রশাখার ভিতর দিয়া চলিতে লাগিল;— নৌকারোহীদের দিনগুলিও এই সকল নদী উপনদীর মত, শান্তিময় সৌন্দর্য্যময় বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া সহজ সৌম্য গমনে মৃদুমিষ্ট কলস্বরে প্রবাহিত হইতে লাগিল। কাহারো কোনরূপ তাড়া ছিল না; মধ্যাহ্নে স্নানাহারে অনেকক্ষণ বিলম্ব হইত, এদিকে সন্ধ্যা হইতে না হইতেই একটা বড় দেখিয়া গ্রামের ধারে, ঘাটের কাছে, ঝিল্লীমন্দ্রিত খদ্যোতখচিত বনের পার্শ্বে নৌকা বাঁধিত।

এমনি করিয়া দিনদশেকে নৌকা কাঁঠা-লিয়ায় পৌছিল। জমিদারের আগমনে বাড়ি হইতে পাল্কী এবং টাটু ঘোড়ার সমাগম হইল, এবং বাঁশের লাঠি হস্তে পাইক বরকন্দাজের দল ঘন ঘন বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজে গ্রামের উৎকণ্ঠিত কাক সমাজকে যৎপরোনাস্তি মুখর করিয়া তুলিল।

এই সমস্ত সমারোহে কালবিলম্ব হইতেছে ইতিমধ্যে তারাপদ নৌকা হইতে দ্রুত নামিয়া একবার সমস্ত গ্রাম পর্য্যটন করিয়া লইল। কাহাকেও দাদা, কাহাকেও খুড়া, কাহাকেও দিদি, কাহাকেও মাসী বলিয়া দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত গ্রামের সহিত সৌহার্দ্দ্যবন্ধন স্থাপিত করিয়া লইল। কোথাও তাহার প্রকৃত বন্ধন ছিল না বলিয়াই এই বালক আশ্চর্য্য সত্বর ও সহজে সকলেরই সহিত পরিচয় করিয়া লইতে পারিত। তারাপদ দেখিতে দেখিতে অল্প দিনের মধ্যেই গ্রামের সমস্ত হৃদয় অধিকার করিয়া লইল।

এত সহজে হৃদয়হরণ করিবার কারণ এই, তারাপদ সকলেরই সঙ্গে তাহাদের নিজের মত হইয়া স্বভাবতই যোগ দিতে পারিত। সে কোন প্রকার বিশেষ সংস্কা-রের দ্বারা বদ্ধ ছিল না, অথচ সকল অবস্থা

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

সকল কাজের প্রতিই তাহার এক প্রকার সহজ প্রবণতা ছিল। বালকের কাছে সে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বালক, অথচ তাহাদের হইতে শ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র, বৃদ্ধের কাছে সে বালক নহে অথচ জ্যাঠাও নহে, রাখালের সঙ্গে সে রাখাল অথচ ব্রাহ্মণ। সকলের সকল কাজেই সে চিরকালের সহযোগীর ন্যায় অভ্যস্তভাবে হস্তক্ষেপ করে;—ময়রার দোকানে গল্প করিতে করিতে ময়রা বলে দাদাঠাকুর একটু বস ত ভাই আমি আসৃচি—তারাপদ অম্লানবদনে দোকানে বসিয়া একখানা শালপাতা লইয়া সন্দেশের মাছি তাড়াইতে প্রবৃত্ত হয়। ভিয়ান্ করিতেও সে মজবুৎ, তাঁতের রহস্যও তাহার কিছু কিছু জানা আছে, কুমারের চক্রচালনাও তাহার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত নহে।

তারাপদ সমস্ত গ্রামটি আয়ত্ত করিয়া লইল, কেবল গ্রামবাসিনী একটি বালিকার ঈর্ষ্যা সে এখনো জয় করিতে পারিল না। এই বালিকাটি তারাপদের সুদূরে নির্ব্বাসন তীব্রভাবে কামনা করিতেছে জানিয়াই বোধ করি তারাপদ এই গ্রামে এত দিন আবদ্ধ হইয়া রহিল।

কিন্তু বালিকাবস্থাতেও নারীদের অন্তর-রহস্য ভেদ করা সুকঠিন, চারুশশি তাহার প্রমাণ দিল।

বামুন ঠাকুরুণের মেয়ে সোণামণি পাঁচ বছর বয়সে বিধবা হয়; সেই চারুর সমবয়সী সখী। তাহার শরীর অসুস্থ থাকাতে গৃহ-প্রত্যাগত সখীর সহিত সে কিছুদিন সাক্ষাৎ করিতে পারে নাই। সুস্থ হইয়া যে দিন দেখা করিতে আসিল সে দিন প্রায় বিনা কারণেই দুই সখীর মধ্যে একটা মনোবিচ্ছেদ ঘটিবার উপক্রম হইল।

চারু অত্যন্ত ফাঁদিয়া গল্প আরম্ভ করিয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল, তারাপদ নামক তাহাদের নবার্জ্জিত পরমরত্নটির আহরণ কাহিনী সবিস্তরে বর্ণনা করিয়া সে তাহার সখীর কৌতূহল এবং বিস্ময় সপ্তমে চড়াইয়া দিবে। কিন্তু যখন সে শুনিল, তারাপদ সোণামণির নিকট কিছুমাত্র অপরিচিত নহে, বামুন ঠাকুরুণকে সে মাসী বলে এবং সোণামণি তাহাকে দাদা বলিয়া থাকে, যখন শুনিল, তারাপদ কেবল যে বাঁশিতে কীর্ত্তনের সুর বাজাইয়া মাতা ও কন্যার মনোরঞ্জন করিয়াছে তাহা নহে, সোণামণির অনুরোধে তাহাকে স্বহস্তে একটি বাঁশের বাঁশী বানাইয়া দিয়াছে, তাহাকে কতদিন উচ্চশাখা হইতে ফল ও কণ্টকশাখা হইতে ফুল পাড়িয়া দিয়াছে তখন চারুর অন্তঃকরণে যেন তপ্তশেল বিঁধিতে লাগিল। চারু জানিত তারাপদ বিশেষরূপে তাহাদেরই তারাপদ—অত্যন্ত গোপনে সংরক্ষণীয়—ইতরসাধারণে তাহার একটু আধটু আভাসমাত্র পাইবে অথচ কোনমতে নাগাল পাইবে না, দুর হইতে তাহার রূপে গুণে মুগ্ধ হইবে এবং চারুশশিদের ধন্যবাদ দিতে থাকিবে। এই আশ্চর্য্য দুর্লভ দৈবলব্ধ ব্রাহ্মণ-বালকটি সোণামণির কাছে কেন সহজগম্য হইল? আমরা যদি এত যত্ন করিয়া না আনিতাম, এত যত্ন করিয়া না রাখিতাম তাহা হইলে সোণামণিরা তাহার দর্শন পাইত কোথা হইতে? সোণামণির দাদা! শুনিয়া সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া যায়!

যে তারাপদকে চারু মনে মনে বিদ্বেষশরে জর্জ্জর করিতে চেষ্টা করিয়াছে, তাহারই একাধিকার লইয়া এমন প্রবল উদ্বেগ কেন? বুঝিবে কাহার সাধ্য!

সেই দিনই অপর একটা তুচ্ছসূত্রে সোণামণির সহিত চারুর মর্ম্মান্তিক আড়ি হইয়া গেল। এবং সে তারাপদর ঘরে গিয়া তাহার সখের বাঁশিটি বাহির করিয়া তাহার উপর

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

লাফাইয়া মাড়াইয়া সেটাকে নির্দ্দয়ভাবে ভাঙ্গিতে লাগিল।

চারু যখন প্রচণ্ড আবেগে এই বংশীধ্বংস-কার্য্যে নিযুক্ত আছে এমন সময় তারাপদ আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। সে বালিকার এই প্রলয় মূর্ত্তি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল। কহিল "চারু, আমার বাঁশিটা ভাঙ্‌চ কেন?" চারু রক্তনেত্রে রক্তিম-মুখে "বেশ কর্‌চি, খুব কর্‌চি" বলিয়া আরও বার দুই চার বিদীর্ণ বাঁশির উপর অনাবশ্যক পদাঘাত করিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে কাঁদিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তারাপদ বাঁশিটি তুলিয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল তাহাতে আর পদার্থ নাই। অকারণে, তাহার পুরাতন নিরপরাধ বাঁশিটার এই আকস্মিক দুর্গতি দেখিয়া সে আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না। চারুশশি প্রতিদিনই তাহার পক্ষে পরম কৌতূহলের বিষয় হইয়া উঠিল।

তাহার আর একটি কৌতূহলের ক্ষেত্র ছিল, মতিলাল বাবুর লাইব্রেরিতে ইংরাজি ছবির বইগুলি। বাহিরের সংসারের সহিত তাহার যথেষ্ট পরিচয় হইয়াছে, কিন্তু এই ছবির জগতে সে কিছুতেই ভাল করিয়া প্রবেশ করিতে পারে না। কল্পনার দ্বারা আপনার মনে অনেকটা পূরণ করিয়া লইত কিন্তু তাহাতে মন কিছুতেই তৃপ্তি মানিত না।

ছবির বহির প্রতি তারাপদের এই আগ্রহ দেখিয়া একদিন মতিলাল বাবু বলিলেন, "ইংরাজি শিখ্‌বে? তা হলে এ সমস্ত ছবির মানে বুঝ্‌তে পারবে"। তারাপদ তৎক্ষণাৎ বলিল "শিখ্‌ব।"

মতিবাবু খুব খুসি হইয়া গ্রামের এণ্ট্রেন্স্ স্কুলের হেড্‌মাষ্টার রামরতন বাবুকে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় এই বালকের ইংরাজি অধ্যাপন-কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

তারাপদ তাহার প্রখর স্মরণশক্তি এবং অখণ্ড মনোযোগ লইয়া ইংরাজি শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইল। সে যেন এক নূতন দুর্গম রাজ্যের মধ্যে ভ্রমণে বাহির হইল, পুরাতন সংসারের সহিত কোন সম্পর্ক রাখিল না। পাড়ার লোকেরা আর তাহাকে দেখিতে পাইল না; যখন সে সন্ধ্যার পূর্ব্বে নির্জ্জন নদীতীরে দ্রুতবেগে পদচারণ করিতে করিতে পড়া মুখস্থ করিত, তখন তাহার উপাসক বালকসম্প্রদায় দূর হইতে ক্ষুণ্ণচিত্তে সসম্ভ্রমে তাহাকে নিরীক্ষণ করিত, তাহার পাঠে ব্যাঘাত করিতে সাহস করিত না।

চারুও আজকাল তাহাকে বড় একটা দেখিতে পাইত না। পূর্ব্বে তারাপদ অন্তঃপুরে গিয়া অন্নপূর্ণার স্নেহদৃষ্টির সম্মুখে বসিয়া আহার করিত—কিন্তু তদুপলক্ষে প্রায় মাঝে মাঝে কিছু বিলম্ব হইয়া যাইত বলিয়া সে মতিবাবুকে অনুরোধ করিয়া বাহিরে আহারের বন্দোবস্ত করিয়া লইল। ইহাতে অন্নপূর্ণা ব্যথিত হইয়া আপত্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু মতিবাবু বালকের অধ্যয়নের উৎসাহে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এই নূতন ব্যবস্থায় অনুমোদন করিলেন।

এমন সময় চারুও হঠাৎ জেদ্ করিয়া বসিল, আমিও ইংরাজি শিখিব। তাহার পিতামাতা তাঁহাদের খামখেয়ালি-কন্যার এই প্রস্তাবটিকে প্রথমে পরিহাসের বিষয় জ্ঞান করিয়া স্নেহমিশ্রিত হাস্য করিলেন—কিন্তু কন্যাটি এই প্রস্তাবের পরিহাস্য অংশটুকুকে প্রচুর অশ্রুজলধারায় অতি শীঘ্রই নিঃশেষে ধৌত করিয়া ফেলিয়াছে। অবশেষে এই স্নেহদুর্ব্বল নিরুপায় অভিভাবকদ্বয় বালিকার

প্রস্তাব গম্ভীরভাবে গ্রাহ্য করিলেন। চারু মাষ্টারের নিকট তারাপদের সহিত একত্র অধ্যয়নে নিযুক্ত হইল।

কিন্তু পড়াশুনা করা এই অস্থিরচিত্ত বালিকার স্বভাবসঙ্গত ছিল না। সে নিজে কিছু শিখিল না, কেবল তারাপদর অধ্যয়নে ব্যাঘাত করিতে লাগিল। সে পিছাইয়া পড়ে, পড়া মুখস্থ করে না, কিন্তু তবু কিছুতেই তারাপদর পশ্চাদ্বর্ত্তী হইয়া থাকিতে চাহে না। তারাপদ তাহাকে অতিক্রম করিয়া নূতন পড়া লইতে গেলে সে মহা রাগারাগি করিত, এমন কি, কান্নাকাটি করিতে ছাড়িত না। তারাপদ পুরাতন বই শেষ করিয়া নূতন বই কিনিলে তাহাকেও সেই নূতন বই কিনিয়া দিতে হইত। তারাপদ অবসরের সময় নিজে ঘরে বসিয়া লিখিত এবং পড়া মুখস্থ করিত, ইহা সেই ঈর্ষ্যাপরায়ণা কন্যাটির সহ্য হইত না; সে গোপনে তাহার লেখা খাতায় কালি ঢালিয়া আসিত, কলম চুরি করিয়া রাখিত, এমন কি বইয়ের যেখানে অভ্যাস করিবার, সেই অংশটি ছিঁড়িয়া আসিত। তারাপদ এই বালিকার অনেক দৌরাত্ম্য সকৌতুকে সহ্য করিত; অসহ্য হইলে মারিত, কিন্তু কিছুতেই শাসন করিতে পারিত না।

দৈবাৎ একটা উপায় বাহির হইল। একদিন বড় বিরক্ত হইয়া নিরুপায় তারাপদ তাহার মসীবিলুপ্ত লেখা খাতা ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া গম্ভীর বিষণ্নমুখে বসিয়াছিল;—চারু দ্বারের কাছে আসিয়া মনে করিল, আজ মার খাইবে। কিন্তু তাহার প্রত্যাশা পূর্ণ হইল না। তারাপদ একটি কথামাত্র না কহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বালিকা ঘরের ভিতরে বাহিরে ঘুরঘুর করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বারংবার এত কাছে ধরা দিল যে, তারাপদ ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই তাহার পৃষ্ঠে এক চপেটাঘাত বসাইতে দিতে পারিত। কিন্তু সে তাহা না দিয়া গম্ভীর হইয়া রহিল। বালিকা মহামুস্কিলে পড়িল। কেমন করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয় সে বিদ্যা তাহার কোন কালেই অভ্যাস ছিল না, অথচ অনুতপ্ত ক্ষুদ্র হৃদয়টি তাহার সহপাঠীর ক্ষমালাভের জন্য একান্ত কাতর হইয়া উঠিল। অবশেষে কোন উপায় না দেখিয়া ছিন্ন খাতার এক টুক্‌রা লইয়া তারাপদর নিকটে বসিয়া খুব বড় বড় করিয়া লিখিল, আমি আর কখন খাতায় কালি মাখিব না। লেখা শেষ করিয়া সেই লেখার প্রতি তারাপদর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য অনেক প্রকার চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে লাগিল। দেখিয়া তারাপদ হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না—হাসিয়া উঠিল। তখন বালিকা লজ্জায় ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়া ঘর হইতে দ্রুতবেগে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। যে কাগজের টুক্‌রায় সে স্বহস্তে দীনতা প্রকাশ করিয়াছে সেটা অনন্তকাল এবং অনন্ত জগৎ হইতে সম্পূর্ণ লোপ করিতে পারিলে তবে তাহার হৃদয়ের নিদারুণ ক্ষোভ মিটিতে পারিত।

এদিকে সঙ্কুচিতচিত্ত সোণামণি দুই একদিন অধ্যয়নশালার বাহিরে উঁকি ঝুঁকি মারিয়া ফিরিয়া চলিয়া গিয়াছে! সখী চারুশশির সহিত তাহার সকল বিষয়েই বিশেষ হৃদ্যতা ছিল, কিন্তু তারাপদর সম্বন্ধে চারুকে সে অত্যন্ত ভয় এবং সন্দেহের সহিত দেখিত। চারু যে সময়ে অন্তঃপুরে থাকিত, সেই সময়টি বাছিয়া সোণামণি সসঙ্কোচে তারাপদর দ্বারের কাছে আসিয়া দাঁড়াইত। তারাপদ বই হইতে মুখ তুলিয়া সস্নেহে বলিত, কি সোণা! খবর কি? মাসী কেমন আছে?

সোণামণি কহিত, অনেকদিন যাওনি, মা তোমাকে একবার যেতে বলেছে। মা'র কোমরে ব্যথা বলে দেখতে আস্‌তে পারে না।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

এমন সময় হয়ত হঠাৎ চারু আসিয়া উপস্থিত। সোণামণি শশব্যস্ত। সে যেন গোপনে তাহার সখীর সম্পত্তি চুরি করিতে আসিয়াছিল। চারু কণ্ঠস্বর সপ্তমে চড়াইয়া চোখ মুখ ঘুরাইয়া বলিত, অঁ্যা সোণা! তুই পড়ার সময় গোল করতে এসেছিস্, আমি এখনি বাবাকে গিয়ে বলে দেব!"—যেন তিনি নিজে তারাপদর একটি প্রবীণা অভিভাবিকা; তাহার পড়াশুনায় লেশমাত্র ব্যাঘাত না ঘটে রাত্রিদিন ইহার প্রতিই তাহার একমাত্র দৃষ্টি। কিন্তু সে নিজে কি অভিপ্রায়ে এই অসময়ে তারাপদর পাঠগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা অন্তর্যামীর অগোচর ছিল না এবং তারাপদও তাহা ভালরূপ জানিত। কিন্তু সোণামণি বেচারা ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ একরাশ মিথ্যা কৈফিয়ৎ সৃজন করিত; অবশেষে চারু যখন ঘৃণাভরে তাহাকে মিথ্যাবাদী বলিয়া সম্ভাষণ করিত তখন সে লজ্জিত শঙ্কিত পরাজিত হইয়া ব্যথিত চিত্তে ফিরিয়া যাইত। দয়ার্দ্র তারাপদ তাহাকে ডাকিয়া বলিত, "সোণা, আজ সন্ধ্যাবেলায় আমি তোদের বাড়ি যাব এখন!" চারু সর্পিণীর মত ফোঁস করিয়া উঠিয়া বলিত—"যাবে বৈ কি! তোমার পড়া করতে হবে না? আমি মাষ্টার মশায়কে বলে দেব না?"

চারুর এই শাসনে ভীত না হইয়া তারাপদ দুই একদিন সন্ধ্যার পর বামুন ঠাকরুণের বাড়ি গিয়াছিল। তৃতীয় বা চতুর্থ বারে চারু ফাঁকা শাসন না করিয়া আস্তে আস্তে এক সময় বাহির হইতে তারাপদর ঘরের দ্বারে শিকল আঁটিয়া দিয়া মা'র মসলার বাক্সর চাবি তালা আনিয়া তালা লাগাইয়া দিল। সমস্ত সন্ধ্যাবেলা তারাপদকে এইরূপ বন্দী অবস্থায় রাখিয়া আহারের সময় দ্বার খুলিয়া দিল। তারাপদ রাগ করিয়া কথা কহিল না এবং না খাইয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। তখন অনুতপ্ত ব্যাকুল বালিকা করযোড়ে সানুনয়ে বারংবার বলিতে লাগিল, তোমার দুটিপায়ে পড়ি আর আমি এমন করব না! তোমার দুটি পায়ে পড়ি তুমি খেয়ে যাও!" তাহাতেও যখন তারাপদ বশ মানিল না, তখন সে অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিল; তারাপদ সঙ্কটে পড়িয়া ফিরিয়া আসিয়া খাইতে বসিল।

চারু কতবার একান্তমনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, সে তারাপদর সহিত সদ্ব্যবহার করিবে, আর কখনও তাহাকে মুহূর্ত্তের জন্য বিরক্ত করিবে না, কিন্তু সোণামণি প্রভৃতি আর পাঁচজন মাঝে আসিয়া পড়াতে কখন তাহার কিরূপ মেজাজ হইয়া যায় কিছুতেই আত্মসম্বরণ করিতে পারে না। কিছুদিন যখন উপরি উপরি সে ভালমানুষী করিতে থাকে, তখনি একটা উৎকট আসন্ন বিপ্লবের জন্য তারাপদ সতর্কভাবে প্রস্তুত হইয়া থাকে। আক্রমণটা হঠাৎ কি উপলক্ষে কোন্ দিক্ হইতে আসে কিছুই বলা যায় না। তাহার পরে প্রচণ্ড ঝড়, ঝড়ের পরে প্রচুর অশ্রুবারি-বর্ষা তাহার পরে প্রসন্ন স্নিগ্ধ শান্তি।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

এমনি করিয়া প্রায় দুই বৎসর কাটিল। এত সুদীর্ঘকালের জন্য তারাপদ কখনো কাহারও নিকট ধরা দেয় নাই। বোধ করি, পড়া শুনার মধ্যে তাহার মন এক অপূর্ব্ব আকর্ষণে বদ্ধ হইয়াছিল; বোধ করি, বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহার প্রকৃতির পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল এবং স্থায়ী হইয়া বসিয়া সংসারের সুখস্বচ্ছন্দ ভোগ করিবার দিকে তাহার মন পড়িয়াছিল; বোধ করি তাহার সহপাঠিকা বালি-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

কার নিয়ত দৌরাত্ম্যচঞ্চল সৌন্দর্য্য অলক্ষিত-ভাবে তাহার হৃদয়ের উপর বন্ধন বিস্তার করিতেছিল।

এদিকে চারুর বয়স এগারো উত্তীর্ণ হইয়া যায়। মতিবাবু সন্ধান করিয়া তাঁহার মেয়ের বিবাহের জন্য দুই তিনটি ভাল ভাল সম্বন্ধ আনাইলেন। কন্যার বিবাহবয়স উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া মতিবাবু তাহার ইংরাজি পড়া এবং বাহিরে যাওয়া নিষেধ করিয়া দিলেন। এই আকস্মিক অবরোধে চারু ঘরের মধ্যে ভারি একটা আন্দোলন উপস্থিত করিল।

তখন একদিন অন্নপূর্ণা মতিবাবুকে ডাকিয়া কহিলেন, "পাত্রের জন্যে তুমি অত খোঁজ করে বেড়াচ্চ কেন? তারাপদ ছেলেটি ত বেশ। আর তোমার মেয়েরও ওকে পছন্দ হয়েছে।"

শুনিয়া মতিবাবু অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। কহিলেন, "সেও কি কখনো হয়? তারাপদর কুল-শীল কিছুই জানা নেই! আমার একটিমাত্র মেয়ে আমি ভাল ঘরে দিতে চাই!"

একদিন রায়ডাঙ্গার বাবুদের বাড়ি হইতে মেয়ে দেখিতে আসিল। চারুকে বেশভূষা পরাইয়া বাহির করিবার চেষ্টা করা হইল। সে শোবার ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া বসিয়া রহিল—কিছুতেই বাহির হইল না। মতিবাবু ঘরের বাহির হইতে অনেক অনুনয় করিলেন, ভর্ৎসনা করিলেন, কিছুতেই কিছু ফল হইল না। অবশেষে বাহিরে আসিয়া রায়ডাঙ্গার দূতবর্গের নিকট মিথ্যা করিয়া বলিতে হইল, কন্যার হঠাৎ অত্যন্ত অসুখ করিয়াছে, আজ আর দেখান হইবে না। তাহারা ভাবিল মেয়ের বুঝি কোন একটা দোষ আছে, তাই এইরূপ চাতুরী অবলম্বন করা হইল।

তখন মতিবাবু ভাবিতে লাগিলেন, তারাপদ ছেলেটি দেখিতে শুনিতে সকল হিসাবেই ভাল; উহাকে আমি ঘরেই রাখিতে পারিব, তাহা হইলে আমার একমাত্র মেয়েটিকে পরের বাড়ি পাঠাইতে হইবে না। ইহাও চিন্তা করিয়া দেখিলেন, তাঁহার অশান্ত অবাধ্য মেয়েটির দুরন্তপনা তাঁহাদের স্নেহের চক্ষে যতই মার্জ্জনীয় বোধ হউক শ্বশুর-বাড়িতে কেহ সহ্য করিবে না।

তখন স্ত্রী পুরুষে অনেক আলোচনা করিয়া তারাপদর দেশে তাহার সমস্ত কৌলিক সংবাদ সন্ধান করিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। খবর আসিল যে, বংশ ভাল কিন্তু দরিদ্র। তখন মতিবাবু ছেলের মা এবং ভাইয়ের নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া সম্মতি দিতে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিলেন না।

কাঁঠালিয়ায় মতিবাবু এবং অন্নপূর্ণা বিবাহের দিনক্ষণ আলোচনা করিতে লাগিলেন, কিন্তু স্বাভাবিক গোপনতাপ্রিয় সাবধানী মতিবাবু কথাটা গোপনে রাখিলেন।

চারুকে ধরিয়া রাখা গেল না। সে মাঝে মাঝে বর্গির হাঙ্গামার মত তারাপদর পাঠগৃহে গিয়া পড়িত। কখনো রাগ, কখনো অনুরাগ, কখনো বিরাগের দ্বারা তাহার পাঠচর্য্যার নিভৃতশান্তি অকস্মাৎ তরঙ্গিত করিয়া তুলিত। তাহাতে আজ কাল, এই নির্লিপ্ত মুক্তস্বভাব ব্রাহ্মণ-বালকের চিত্তে মাঝে মাঝে ক্ষণকালের জন্য বিদ্যুৎস্পন্দনের ন্যায় এক অপূর্ব্ব চাঞ্চল্য সঞ্চার হইত। যে ব্যক্তির লঘুভার চিত্ত চিরকাল অক্ষুণ্ণ ও অব্যাহতভাবে কালস্রোতের তরঙ্গচূড়ায় ভাসমান হইয়া সম্মুখে প্রবাহিত হইয়া যাইত, সে আজ কাল এক একবার অন্যমনস্ক হইয়া বিচিত্র দিবা-স্বপ্নজালের মধ্যে জড়ীভূত হইয়া পড়ে। এক একদিন পড়াশুনা ছাড়িয়া দিয়া সে মতিবাবুর লাইব্রেরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ছবির বইয়ের পাতা উল্টাইতে থাকিত; সেই ছবিগুলির

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

মিশ্রণে যে কল্পনালোক সৃজিত হইত তাহা পূর্ব্বেকার হইতে অনেক স্বতন্ত্র এবং অধিকতর রঙীন্। চারুর অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য করিয়া সে আর পূর্ব্বের মত স্বভাবতঃ পরিহাস করিতে পারিত না, দুষ্টামি করিলে তাহাকে মারিবার কথা মনেও উদয় হইত না। নিজের এই নিগূঢ় পরিবর্ত্তন এই আবদ্ধ আসক্তভাব তাহার নিজের কাছে এক নূতন স্বপ্নের মত মনে হইতে লাগিল।

শ্রাবণ মাসে বিবাহের শুভদিন স্থির করিয়া মতিবাবু তারাপদর মা ও ভাইদের আনিতে পাঠাইলেন, তারাপদকে তাহা জানিতে দিলেন না। কলিকাতার মোক্তারকে গড়ের বাদ্য বায়না দিতে আদেশ করিলেন এবং জিনিষপত্রের ফর্দ্দ পাঠাইয়া দিলেন।

আকাশে নববর্ষার মেঘ উঠিল। গ্রামের নদী এতদিন শুষ্কপ্রায় হইয়াছিল, মাঝে মাঝে কেবল এক একটা ডোবায় জল বাধিয়া থাকিত; ছোট ছোট নৌকা সেই পঙ্কিল জলে ডোবানো ছিল, এবং শুষ্ক নদী-পথে গরুরগাড়ি চলাচলের সুগভীর চক্রচিহ্ন খোদিত হইতেছিল—এমন সময় একদিন, পিতৃগৃহ প্রত্যাগত পার্ব্বতীর মত, কোথা হইতে দ্রুতগামিনী জলধারা কলহাস্যসহকারে গ্রামের শূন্যবক্ষে আসিয়া সমাগত হইল—উলঙ্গ বালকবালিকারা তীরে আসিয়া উচ্চৈঃস্বরে নৃত্য করিতে লাগিল, অতৃপ্ত আনন্দে বারংবার জলে ঝাঁপ দিয়া দিয়া নদীকে যেন আলিঙ্গন করিয়া ধরিতে লাগিল, কুটীরবাসিনীরা তাহাদের পরিচিত প্রিয়সঙ্গিনীকে দেখিবার জন্য বাহির হইয়া আসিল,—শুষ্ক নির্জ্জীব গ্রামের মধ্যে কোথা হইতে এক প্রবল বিপুল প্রাণহিল্লোল আসিয়া প্রবেশ করিল। দেশ বিদেশ হইতে বোঝাই লইয়া ছোট বড় নানা আয়তনের নৌকা আসিতে লাগিল—বাজারের ঘাট সন্ধ্যাবেলায় বিদেশী মাঝির সঙ্গীতে ধ্বনিত হইয়া উঠিল। দুই তীরের গ্রামগুলি সম্বৎসর আপনার নিভৃত কোণে আপনার ক্ষুদ্র ঘরকন্না লইয়া একাকিনী দিনযাপন করিতে থাকে, বর্ষার সময়ে বাহিরে বৃহৎ পৃথিবী বিচিত্র পণ্যোপহার লইয়া গৈরিক-বর্ণ জল-রথে চড়িয়া এই গ্রামকন্যকাগুলির তত্ত্ব লইতে আসে; তখন জগতের সঙ্গে আত্মীয়তাগর্ব্বে কিছুদিনের জন্য তাহাদের ক্ষুদ্রতা ঘুচিয়া যায়, সমস্তই সচল সজাগ সজীব হইয়া উঠে, এবং মৌন নিস্তব্ধ দেশের মধ্যে সুদূর রাজ্যের কলালাপধ্বনি আসিয়া চারিদিকের আকাশকে আন্দোলিত করিয়া তুলে।

এই সময় কুড়ুলকাটায় নাগবাবুদের এলাকায় বিখ্যাত রথযাত্রার মেলা হইবে। জ্যোৎস্না-সন্ধ্যায় তারাপদ ঘাটে গিয়া দেখিল কোন নৌকা নাগরদোলা, কোন নৌকা যাত্রার দল, কোন নৌকা পণ্য দ্রব্য লইয়া প্রবল নবীন স্রোতের মুখে দ্রুতবেগে মেলা অভিমুখে চলিয়াছে; কলিকাতার কন্সর্টের দল বিপুলশব্দে দ্রুততালের বাজনা জুড়িয়া দিয়াছে, যাত্রারদল বেহালার সঙ্গে গান গাহিতেছে এবং সমের কাছে হাহাহাঃ শব্দে চীৎকার উঠিতেছে, পশ্চিমদেশী নৌকার দাঁড়িমাল্লাগুলো কেবলমাত্র মাদল এবং করতাল লইয়া উন্মত্ত উৎসাহে বিনা সঙ্গীতে খচমচ শব্দে আকাশ বিদীর্ণ করিতেছে—উদ্দীপনার সীমা নাই। দেখিতে দেখিতে পূর্ব্ব দিগন্ত হইতে ঘন মেঘরাশি প্রকাণ্ড কালো পাল তুলিয়া দিয়া আকাশের মাঝখানে উঠিয়া পড়িল চাঁদ আচ্ছন্ন হইল—পূবে বাতাস বেগে বহিতে লাগিল, মেঘের পশ্চাতে মেঘ ছুটিয়া চলিল, নদীর জল খল খল হাস্যে স্ফীত হইয়া উঠিতে লাগিল—নদীতীর-বর্ত্তী আন্দোলিত বনশ্রেণীর মধ্যে অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল, ভেক ডাকিতে আরম্ভ করিল, ঝিল্লিধ্বনি যেন করাত দিয়া অন্ধকারকে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

চিরিতে লাগিল ;—সম্মুখে আজ যেন সমস্ত জগতের রথযাত্রা, চাকা ঘুরিতেছে, ধ্বজা উড়িতেছে, পৃথিবী কাঁপিতেছে ;—মেঘ উড়িয়াছে, বাতাস ছুটিয়াছে, নদী বহিয়াছে, নৌকা চলিয়াছে, গান উঠিয়াছে ; দেখিতে দেখিতে গুরু গুরু শব্দে মেঘ ডাকিয়া উঠিল, বিদ্যুৎ আকাশকে কাটিয়া কাটিয়া ঝলসিয়া উঠিল, সুদূর অন্ধকার হইতে একটা মুষলধারাবর্ষী বৃষ্টির গন্ধ আসিতে লাগিল। কেবল নদীর একতীরে এক পার্শ্বে কাঁঠালিয়াগ্রাম আপন কুটীর দ্বার বন্ধ করিয়া দীপ নিবাইয়া দিয়া নিঃশব্দে ঘুমাইতে লাগিল।

পরদিন তারাপদর মাতা ও ভ্রাতৃগণ কাঁঠালিয়ায় আসিয়া অবতরণ করিলেন, পরদিন কলিকাতা হইতে বিবিধ সামগ্রীপূর্ণ তিনখানা বড় নৌকা আসিয়া কাঁঠালিয়ার জমিদারিকাছারির ঘাটে লাগিল এবং পরদিন অতি প্রাতে সোণামণি কাগজে কিঞ্চিৎ আমসত্ত এবং পাতার ঠোঙায় কিঞ্চিৎ আচার লইয়া ভয়ে ভয়ে তারাপদের পাঠগৃহদ্বারে আসিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইল—কিন্তু পরদিন তারাপদকে দেখা গেল না। স্নেহ প্রেম বন্ধুত্বের ষড়যন্ত্র-বন্ধন তাহাকে চারিদিক্ হইতে সম্পূর্ণরূপে ঘিরিবার পূর্ব্বেই সমস্ত গ্রামের হৃদয়খানি চুরি করিয়া একদা বর্ষার মেঘান্ধকার রাত্রে এই ব্রাহ্মণবালক আসক্তিবিহীন উদাসীন জননী বিশ্ব পৃথিবীর নিকট চলিয়া গিয়াছে।

গিন্নি।

ছাত্রবৃত্তি ক্লাসের দুইতিন শ্রেণী নীচে আমাদের পণ্ডিত ছিলেন শিবনাথ। তাঁহার গোঁপ দাড়ি কামানো, চুল ছাঁটা এবং টিকিটি হ্রস্ব। তাঁহাকে দেখিলেই বালকদের অন্তরাত্মা শুষ্ক হইয়া যাইত।

প্রাণীদের মধ্যে দেখা যায় যাহাদের হুল আছে তাহাদের দাঁত নাই—আমাদের পণ্ডিত মহাশয়ের দুই একত্র ছিল। এদিকে কিলচড়চাপড় চারাগাছের বাগানের উপর শিলবৃষ্টির মত অজস্র বর্ষিত হইত, ওদিকে তীব্র বাক্যজ্বালায় প্রাণ বাহির করিয়া যাইত।

ইনি আক্ষেপ করিতেন, পুরাকালের মত গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ এখন আর নাই ; ছাত্রেরা গুরুকে আর দেবতার মত ভক্তি করে না ; এই বলিয়া আপনার উপেক্ষিত দেবমহিমা বালকদের মস্তকে সবেগে নিক্ষেপ করিতেন ; এবং মাঝে মাঝে হুঙ্কার দিয়া উঠিতেন, কিন্তু তাহার মধ্যে এত ইতর কথা মিশ্রিত থাকিত যে তাহাকে দেবতার বজ্রনাদের রূপান্তর বলিয়া কাহারো ভ্রম হইতে পারে না। বাপান্ত যদি বজ্রনাদ সাজিয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করে,তাহার ক্ষুদ্র বাঙ্গালী মূর্ত্তি কি ধরা পড়ে না ?

যাহা হোক্ আমাদের স্কুলের এই তৃতীয় শ্রেণী দ্বিতীয় বিভাগের দেবতাটিকে ইন্দ্র চন্দ্র বরুণ অথবা কার্ত্তিক বলিয়া কাহারো ভ্রম হইত না ; কেবল একটি দেবতার সহিত তাঁহার সাদৃশ্য উপলব্ধি করা যাইত তাঁহার নাম যম ; এবং এতদিন পরে স্বীকার করিতে দোষ নাই এবং ভয়ও নাই আমরা মনে মনে কামনা করি-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

তাম উক্ত দেবালয়ে গমন করিতে তিনি যেন অধিক বিলম্ব না করেন।

কিন্তু এটা বেশ বুঝা গিয়াছিল নরদেবতার মত বালাই আর নাই। সুরলোকবাসী দেবতাদের উপদ্রব নাই। গাছ হইতে একটা ফুল পাড়িয়া দিলে খুসী হন, না দিলে তাগাদা করিতে আসেন না। আমাদের নরদেবগণ চা'ন অনেক বেশী, এবং আমাদের তিলমাত্র ত্রুটি হইলে চক্ষু দুটো রক্তবর্ণ করিয়া তাড়া করিয়া আসেন, তখন তাঁহাদিগকে কিছুতেই দেবতার মত দেখিতে হয় না।

বালকদিগকে পীড়ন করিবার জন্য আমাদের শিবনাথ পণ্ডিতের একটি অস্ত্র ছিল সেটি শুনিতে যৎসামান্য কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত নিদারুণ। তিনি ছেলেদের নূতন নামকরণ করিতেন। নাম জিনিষটা যদিচ শব্দ বই আর কিছুই নয় কিন্তু সাধারণতঃ লোকে আপনার চেয়ে আপনার নামটা বেশী ভাল বাসে; নিজের নাম রাষ্ট্র করিবার জন্য লোকে কি কষ্টই না স্বীকার করে, এমন কি নামটিকে বাঁচাইবার জন্য লোকে আপনি মরিতে কুণ্ঠিত হয় না।

এমন নামপ্রিয় মানবের নাম বিকৃত করিয়া দিলে তাহার প্রাণের চেয়ে প্রিয়তর স্থানে আঘাত করা হয়। এমন কি যাহার নাম ভূতনাথ তাহাকে নলিনীকান্ত বলিলে তাহার অসহ্য বোধ হয়।

ইহা হইতে এই তত্ত্ব পাওয়া যায় মানুষ বস্তুর চেয়ে অবস্তুকে বেশী মূল্যবান্ জ্ঞান করে; সোণার চেয়ে বাণী প্রাণের চেয়ে মান এবং আপনার চেয়ে আপনার নামটাকে বড় মনে করে।

মানবস্বভাবের অন্তর্নিহিত এই সকল নিগূঢ় নিয়মবশতঃ পণ্ডিত মহাশয় যখন শশিশেখরকে ভেট্‌কি নাম দিলেন তখন সে নিরতিশয় কাতর হইয়া পড়িল। বিশেষতঃ উক্ত নামকরণে তাহার চেহারার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করা হইতেছে জানিয়া তাহার মর্ম্মযন্ত্রণা আরো দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল, অথচ একান্ত শান্তভাবে সমস্ত সহ্য করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হইল।

আশুর নাম ছিল গিন্নি, কিন্তু তাহার সঙ্গে একটু ইতিহাস জড়িত আছে।

আশু ক্লাসের মধ্যে নিতান্ত বেচারা ভাল মানুষ ছিল। কাহাকেও কিছু বলিত না, বড় লাজুক; বোধ হয় বয়সে সকলের চেয়ে ছোট; সকল কথাতেই কেবল মৃদু মৃদু হাসিত; বেশ পড়া করিত; স্কুলের অনেক ছেলেই তাহার সঙ্গে ভাব করিবার জন্য উন্মুখ ছিল কিন্তু সে কোন ছেলের সঙ্গেই খেলা করিত না এবং ছুটি হইবামাত্রই মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া বাড়ি চলিয়া যাইত।

পত্রপুটে গুটিকতক মিষ্টান্ন এবং ছোট কাঁসার ঘটিতে জল লইয়া একটার সময় বাড়ি হইতে দাসী আসিত। আশু সে জন্য বড় অপ্রতিভ; দাসীটা কোন মতে বাড়ি ফিরিলে সে যেন বাঁচে। সে যে স্কুলের ছাত্রের অতিরিক্ত আর কিছু, এটা সে স্কুলের ছেলেদের কাছে প্রকাশ করিতে যেন বড় অনিচ্ছুক। সে যে বাড়ির কেহ, সে যে বাপ মায়ের ছেলে, ভাইবোনের ভাই, এটা যেন ভারি একটা গোপন কথা, এটা সঙ্গীদের কাছে কোনমতে প্রকাশ না হয় এই তাহার একান্ত চেষ্টা।

পড়াশুনা সম্বন্ধে তাহার আর কোন ত্রুটি ছিল না কেবল এক এক দিন ক্লাসে আসিতে বিলম্ব হইত এবং শিবনাথ পণ্ডিত তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে কোন সদুত্তর দিতে পারিত না। সে জন্য মাঝে মাঝে তাহার লাঞ্ছনার সীমা থাকিত না। পণ্ডিত তাহাকে হাঁটুর উপর হাত দিয়া পীঠ নীচু করিয়া দালানের

নের সাঁড়ির কাছে দাঁড় করাইয়া রাখিতেন ; চারিটা ক্লাসের ছেলে সেই লজ্জাকাতর হতভাগ্য বালককে এইরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইত।

একদিন গ্রহণের ছুটি ছিল। তাহার পরদিন স্কুলে আসিয়া চৌকিতে বসিয়া পণ্ডিত মহাশয় দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিলেন একখানি শ্লেট্ ও মসীচিহ্নিত কাপড়ের থলীর মধ্যে পড়িবার বইগুলি জড়াইয়া লইয়া অন্যদিনের চেয়ে সঙ্কুচিতভাবে আশু ক্লাসে প্রবেশ করিতেছে।

শিবনাথ পণ্ডিত শুষ্ক-হাস্য হাসিয়া কহিলেন, "এই যে গিন্নি আসছে।"

তাহার পর পড়া শেষ হইলে ছুটির পূর্ব্বে তিনি সকল ছাত্রদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন "শোন্ তোরা সব শোন্।"

পৃথিবীর সমস্ত মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সবলে বালককে নীচের দিকে টানিতে লাগিল ; কিন্তু ক্ষুদ্র আশু সেই বেঞ্চির উপর হইতে একখানি কোঁচা ও দুইখানি পা ঝুলাইয়া ক্লাসের সমস্ত বালকের লক্ষ্যস্থল হইয়া বসিয়া রহিল। এতদিনে আশুর অনেক বয়স হইয়া থাকিবে এবং তাহার জীবনে অনেক গুরুতর সুখদুঃখলজ্জার দিন আসিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেইদিনকার বালক-হৃদয়ের ইতিহাসের সহিত কোন দিনের তুলনা হইতে পারে না।

কিন্তু ব্যাপারটা অতি ক্ষুদ্র এবং দুই কথায় শেষ হইয়া যায়।

আশুর একটি ছোট বোন আছে ; তাহার সমবয়স্ক সঙ্গিনী কিংবা ভগিনী আর কেহ নাই সুতরাং আশুর সঙ্গেই তাহার যত খেলা।

একটি গেটওয়ালা লোহার রেলিঙের মধ্যে আশুদের বাড়ির গাড়ি বারান্দা। সেদিন মেঘ করিয়া খুব বৃষ্টি হইতেছিল। জুতা হাতে করিয়া ছাতা মাথায় দিয়া যে দুই চারি জন পথিক পথ দিয়া চলিতেছিল তাহাদের কোন দিকে চাহিবার অবসর ছিল না। সেই মেঘের অন্ধকারে সেই বৃষ্টিপতনের শব্দে সেই সমস্তদিন ছুটিতে গাড়িবারান্দার সিঁড়িতে বসিয়া আশু তাহার বোনের সঙ্গে খেলা করিতেছিল।

সেদিন তাহাদের পুতুলের বিয়ে। তাহারি আয়োজন সম্বন্ধে অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে ব্যস্ত হইয়া আশু তাহার ভগিনীকে উপদেশ দিতেছিল।

এখন তর্ক উঠিল কাহাকে পুরোহিত করা যায়। বালিকার কি মনে হইল, চট্ করিয়া ছুটিয়া একজনকে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল "হাঁগা, তুমি আমাদের পুরুত ঠাকুর হবে ?"

আশু পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখে, শিবনাথ পণ্ডিত ভিজে ছাতা মুড়িয়া অর্দ্ধসিক্ত অবস্থায় তাহাদের গাড়িবারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন ; পথ দিয়া যাইতেছিলেন ; বৃষ্টির উপদ্রব হইতে সেখানে আশ্রয় লইয়াছেন। বালিকা তাঁহাকে পুতুলের পৌরোহিত্যে নিয়োগ করিবার প্রস্তাব করিতেছে !

পণ্ডিত মশায়কে দেখিয়াই আশু তাহার খেলা এবং ভগিনী সমস্ত ফেলিয়া এক দৌড়ে গৃহের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। তাহার ছুটির দিন সম্পূর্ণ মাটী হইয়া গেল।

পরদিন শিবনাথ পণ্ডিত যখন শুষ্ক উপহাসের সহিত এই ঘটনাটি ভূমিকা স্বরূপে উল্লেখ করিয়া সাধারণ-সমক্ষে আশুর "গিন্নি" নামকরণ করিলেন, তখন প্রথমে সে যেমন সকল কথাতেই মৃদুভাবে হাসিয়া থাকে, তেমন করিয়া হাসিয়া চারিদিকের কৌতুক-হাস্যে ঈষৎ যোগ দিতে চেষ্টা করিল ; এমন সময় একটার ঘণ্টা বাজিল, অন্য সকল ক্লাস ভাঙ্গিয়া গেল ; এবং শালপাতায় দুটি মিষ্টান্ন ও ঝক্‌ঝকে কাঁসার ঘটিতে জল লইয়া দাসী আসিয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইল।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

তখন হাসিতে হাসিতে সহসা তাহার মুখকাণ টকটকে লাল হইয়া উঠিল, ব্যথিত কপালের শিরা ফুলিয়া উঠিল, এবং উচ্ছ্বসিত অশ্রুজল আর কিছুতেই বাধা মানিল না।

শিবনাথ পণ্ডিত বিশ্রামগৃহে জলযোগ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে তামাক খাইতে লাগিলেন—ছেলেরা পরমাহ্লাদে আশুকে ঘিরিয়া গিন্নি গিন্নি করিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। সেই ছুটির দিনের ছোট বোনের সহিত খেলা জীবনের একটি সর্ব্বপ্রধান লজ্জাজনক ভ্রম বলিয়া আশুর কাছে বোধ হইতে লাগিল, পৃথিবীর লোক কোনকালেও যে সে দিনের কথা ভুলিয়া যাইবে এ তাহার মনে বিশ্বাস হইল না।

একরাত্রি।

সুরবালার সঙ্গে একত্র পাঠশালায় গিয়াছি, এবং বউবউ খেলিয়াছি। তাহাদের বাড়িতে গেলে সুরবালার মা আমাকে বড় যত্ন করিতেন, এবং আমাদের দুজনকে একত্র করিয়া আপনাআপনি বলাবলি করিতেন "আহা, দুটিতে বেশ মানায়!"

ছোট ছিলাম কিন্তু কথাটার অর্থ একরকম বুঝিতে পারিতাম। সুরবালার প্রতি যে সর্ব্বসাধারণের অপেক্ষা আমার কিছু বিশেষ দাবী ছিল সে ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। সেই অধিকারমদে মত্ত হইয়া তাহার প্রতি যে আমি শাসন এবং উপদ্রব না করিতাম তাহা নহে। সেও সহিষ্ণুভাবে আমার সকল রকম ফরমাস্ খাটিত এবং শাস্তি বহন করিত। পাড়ায় তাহার রূপের প্রশংসা ছিল—কিন্তু বর্ব্বর বালকের চক্ষে সে সৌন্দর্য্যের কোন গৌরব ছিল না—আমি কেবল জানিতাম, সুরবালা আমারই প্রভুত্ব স্বীকার করিবার জন্য পিতৃগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছে এই জন্য সে আমার বিশেষরূপে অবহেলার পাত্র।

আমার পিতা চৌধুরী জমিদারের নায়েব ছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল আমার হাতটা পাকিলেই আমাকে জমিদারী সেরেস্তার কাজ শিখাইয়া একটা কোথাও গোমস্তাগিরিতে প্রবৃত্ত করাইয়া দিবেন। কিন্তু আমি মনে মনে তাহাতে নারাজ ছিলাম। আমাদের পাড়ার নীলরতন যেমন কলিকাতায় পালাইয়া লেখা পড়া শিখিয়া কালেক্টার সাহেবের নাজির হইয়াছে, আমারও জীবনের লক্ষ্য সেইরূপ অত্যুচ্চ ছিল—কালেক্টারের নাজির না হইতে পারি ত জজ আদালতের হেড্ক্লার্ক হইব ইহা আমি মনে মনে নিশ্চয়।স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম।

সর্ব্বদাই দেখিতাম আমার বাপ উক্ত আদালতজীবীদিগকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন—নানা উপলক্ষে মাছটা তরকারীটা টাকাটা সিকেটা লইয়া যে তাঁহাদের পূজার্চ্চনা করিতে হইত তাহাও শিশুকাল হইতে আমার জানা ছিল, এই জন্য আদালতের ছোট কর্ম্মচারী, এমন কি, পেয়াদাগুলাকে পর্য্যন্ত হৃদয়ের মধ্যে খুব একটা সম্ভ্রমের আসন দিয়াছিলাম। ইঁহারা আমাদের বাঙ্গালা দেশের পূজ্য দেবতা। তেত্রিশ কোটির ছোট ছোট নূতন সংস্করণ। বৈষয়িক সিদ্ধিলাভ সম্বন্ধে স্বয়ং সিদ্ধিদাতা গণেশ অপেক্ষা ইঁহাদের প্রতি লোকের আন্তরিক নির্ভর ঢের বেশী, সুতরাং পূর্ব্বে গণেশের যাহা কিছু পাওনা ছিল আজকাল ইঁহারাই তাহা সমস্ত পাইয়া থাকেন।

আমিও নীলরতনের দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া এক সময় বিশেষ সুবিধাযোগে কলিকাতায়

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

পালাইয়া গেলাম। প্রথমে গ্রামের একটি আলাপী লোকের বাসায় ছিলাম, তাহার পরে বাপের কাছ হইতেও কিছু কিছু অধ্যয়নের সাহায্য পাইতে লাগিলাম। লেখাপড়া যথা-নিয়মে চলিতে লাগিল।

ইহার উপরে আবার সভা সমিতিতেও যোগ দিতাম। দেশের জন্য হঠাৎ প্রাণ বিসর্জ্জন করা যে, আশু আবশ্যক এ সম্বন্ধে আমার সন্দেহ ছিল না। কিন্তু কি করিয়া উক্ত দুঃসাধ্য কাজ করা যাইতে পারে আমি জানিতাম না, এবং কেহ দৃষ্টান্তও দেখাইত না।

কিন্তু তাহা বলিয়া উৎসাহের কোন ত্রুটি ছিল না। আমরা পাড়াগেঁয়ে ছেলে, ইঁচড়ে-পাকা কলিকাতার মত সকল জিনিষকেই পরিহাস করিতে শিখি নাই সুতরাং আমাদের নিষ্ঠা অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। আমাদের সভার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা বক্তৃতা দিতেন, আর আমরা চাঁদার খাতা লইয়া না খাইয়া দুপুর রৌদ্রে টোঁটোঁ করিয়া বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা ফিরিয়া বেড়াইতাম, রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া বিজ্ঞাপন বিলি করিতাম, সভাস্থলে গিয়া বেঞ্চি চৌকি সাজাইতাম, দলপতির নামে কেহ একটা কথা বলিলে কোমর বাঁধিয়া মারামারি করিতে উদ্যত হইতাম। সহরের ছেলেরা এই সকল লক্ষণ দেখিয়া আমাদিগকে বাঙ্গাল বলিত।

নাজির সেরেস্তাদার হইতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু মাটসীনি গারিবাল্‌ডি হইবার আয়োজন করিতে লাগিলাম।।

এমন সময়ে আমার পিতা এবং সুরবালার পিতা একমত হইয়া সুরবালার সহিত আমার বিবাহের জন্য উদ্যোগী হইলেন। আমি পনরো বৎসর বয়সের সময় কলিকাতায় পালাইয়া আসি তখন সুরবালার বয়স আট; এখন আমি আঠারো। পিতার মতে আমার বিবাহের বয়স ক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছে। কিন্তু এদিকে আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আজীবন বিবাহ না করিয়া স্বদেশের জন্য মরিব—বাপকে বলিলাম বিদ্যাভ্যাস সম্পূর্ণ সমাধা না করিয়া বিবাহ করিব না।

দুই চারি মাসের মধ্যে খবর পাইলাম উকীল রামলোচন বাবুর সহিত সুরবালার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পতিত ভারতের চাঁদা আদায়-কার্য্যে ব্যস্ত ছিলাম, এ সংবাদ অত্যন্ত তুচ্ছ বোধ হইল।

এণ্ট্রেন্স পাস করিয়াছি, ফার্ষ্ট আর্ট্‌স্‌ দিব, এমন সময় পিতার মৃত্যু হইল। সংসারে কেবল আমি একা নই, মাতা এবং দুটি ভগিনী আছেন। সুতরাং কালেজ ছাড়িয়া কাজের সন্ধানে ফিরিতে হইল। বহু চেষ্টায় নওয়াখালি বিভাগের একটি ছোট সহরে এণ্ট্রেন্স স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টারি পদ প্রাপ্ত হইলাম।

মনে করিলাম, আমার উপযুক্ত কাজ পাইয়াছি। উপদেশ এবং উৎসাহ দিয়া এক একটি ছাত্রকে ভাবী ভারতের এক একটি সেনাপতি করিয়া তুলিব।

কাজ আরম্ভ করিয়া দিলাম। দেখিলাম ভাবী ভারতবর্ষ অপেক্ষা আসন্ন এগজামিনের তাড়া ঢের বেশী। ছাত্রদিগকে গ্রামার অ্যাল্‌জেব্রার বহির্ভূত কোন কথা বলিলে হেড মাষ্টার রাগ করে। মাসদুয়েকের মধ্যে আমারও উৎসাহ নিস্তেজ হইয়া আসিল।

আমাদের মত প্রতিভাহীন লোক ঘরে বসিয়া নানারূপ কল্পনা করে, অবশেষে কার্য্যক্ষেত্রে নামিয়া ঘাড়ে লাঙ্গল বহিয়া পশ্চাৎ হইতে ল্যাজমলা খাইয়া নতশিরে সহিষ্ণুভাবে প্রাত্যহিক মাটিভাঙ্গার কাজ করিয়া সন্ধ্যাবেলায় এক-একপেট জাব্‌না খাইতে পাইলেই সন্তুষ্ট থাকে, লম্ফে ঝম্ফে আর উৎসাহ থাকে না।

অগ্নিদাহের আশঙ্কায় একজন করিয়া মাষ্টার স্কুলের ঘরেতেই বাস করিত। আমি

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

একা মানুষ, আমার উপরেই সেই ভার পড়িয়াছিল। স্কুলের বড় আটচালার সংলগ্ন একটি চালায় আমি বাস করিতাম।

স্কুল ঘরটি লোকালয় হইতে কিছু দূরে। একটি বড় পুষ্করিণীর ধারে। চারিদিকে সুপারি নারিকেল এবং মাদারের গাছ, এবং স্কুল গৃহের প্রায় গায়েই দুটা প্রকাণ্ড বৃদ্ধ নিমগাছ গায়ে গায়ে সংলগ্ন হইয়া ছায়া দান করিতেছে।

একটা কথা এতদিন উল্লেখ করি নাই, এবং এতদিন উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হয় নাই। এখানকার সরকারী উকীল রামলোচন রায়ের বাসা আমাদের স্কুল ঘরের অনতিদূরে। এবং তাঁহার সঙ্গে যে তাঁহার স্ত্রী—আমার বাল্যসখী সুরবালা—ছিল তাহা আমার জানা ছিল।

রামলোচন বাবুর সঙ্গে আমার আলাপ হইল। সুরবালার সহিত বাল্যকালে আমার জানাশোনা ছিল, তাহা রামলোচন বাবু জানিতেন কি না জানি না, আমিও নূতন পরিচয়ে সে সম্বন্ধে কোন কথা বলা সঙ্গত বোধ করিলাম না। এবং সুরবালা, যে, কোন কালে আমার জীবনের সঙ্গে কোনরূপে জড়িত ছিল সে কথা আমার ভাল করিয়া মনে উদয় হইত না।

একদিন ছুটির দিনে রামলোচন বাবুর বাসায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছি। মনে নাই কি বিষয়ে আলোচনা হইতেছিল, বোধ করি বর্ত্তমান ভারতবর্ষের দুরবস্থা সম্বন্ধে। তিনি যে সে জন্য বিশেষ চিন্তিত এবং ম্রিয়মাণ ছিলেন তাহা নহে, কিন্তু বিষয়টা এমন যে, তামাক টানিতে টানিতে এ সম্বন্ধে ঘণ্টাখানেক-দেড়েক অনর্গল সখের দুঃখ করা যাইতে পারে।

এমন সময় পাশের ঘরে অত্যন্ত মৃদু একটু চুড়ির টুংটাং, কাপড়ের একটুখানি খস্‌খস্‌, এবং পায়েরও একটুখানি শব্দ শুনিতে পাইলাম; বেশ বুঝিতে পারিলাম জানালার ফাঁক দিয়া কোন কৌতূহলপূর্ণনেত্র আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে।

তৎক্ষণাৎ দু'খানি চোখ আমার মনে পড়িয়া গেল—বিশ্বাস, সরলতা এবং শৈশব প্রীতিতে ঢলঢল দু'খানি বড়বড় চোখ, কালো কালো তারা, ঘনকৃষ্ণ পল্লব, স্থিরস্নিগ্ধ দৃষ্টি। সহসা হৃৎপিণ্ডকে কে যেন একটা কঠিন মুষ্টির দ্বারা চাপিয়া ধরিল এবং বেদনায় ভিতরটা টন্‌টন্‌ করিয়া উঠিল।

বাসায় ফিরিয়া আসিলাম কিন্তু সেই ব্যথা লাগিয়া রহিল। লিখি পড়ি যাহা করি কিছুতে মনের ভার দূর হয় না; মনটা সহসা একটা বৃহৎ বোঝার মত হইয়া বুকের শিরা ধরিয়া দুলিতে লাগিল।

সন্ধ্যাবেলায় একটু স্থির হইয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমনটা হইল কেন? মনের মধ্য হইতে উত্তর আসিল, তোমার সে সুরবালা কোথায় গেল।

আমি প্রত্যুত্তরে বলিলাম—আমি ত তাহাকে ইচ্ছা করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছি। সে কি চিরকাল আমার জন্যে বসিয়া থাকিবে।

মনের ভিতরে কে বলিল—তখন যাহাকে ইচ্ছা করিলেই পাইতে পারিতে এখন মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও তাহাকে একবার চক্ষে দেখিবার অধিকারটুকুও পাইবে না। সেই শৈশবের সুরবালা তোমার যত কাছেই থাকুক, তাহার চুড়ির শব্দ শুনিতে পাও, তাহার মাথাঘষার গন্ধ অনুভব কর, কিন্তু মাঝখানে বরাবর একখানি করিয়া দেয়াল থাকিবে।

আমি বলিলাম তা থাক্‌ না, সুরবালা আমার কে!

উত্তর শুনিলাম, সুরবালা আজ তোমার কেহই নয়, কিন্তু সুরবালা তোমার কি না হইতে পারিত!

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

সে কথা সত্য। সুরবালা আমার কি না হইতে পারিত? আমার সব চেয়ে অন্তরঙ্গ, আমার সব চেয়ে নিকটবর্ত্তী, আমার জীবনের সমস্ত সুখদুঃখভাগিনী হইতে পারিত, সে আজ এতদূর, এত পর, আজ তাহাকে দেখা নিষেধ, তাহার সঙ্গে কথা কওয়া দোষ, তাহার বিষয়ে চিন্তা করা পাপ! আর, একটা রামলোচন কোথাও কিছু নাই হঠাৎ আসিয়া উপস্থিত; কেবল গোটাদুয়েক মুখস্থ মন্ত্র পড়িয়া সুরবালাকে পৃথিবীর আর সকলের নিকট হইতে এক মুহূর্ত্তে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল।

আমি মানবসমাজে নূতন নীতি প্রচার করিতে বসি নাই, সমাজ ভাঙ্গিতে আসি নাই, বন্ধন ছিঁড়িতে চাই না। আমি আমার মনের প্রকৃত ভাবটা ব্যক্ত করিতেছি মাত্র। আপন মনে যে সকল ভাব উদয় হয় তাহার কি সবই বিবেচনাসঙ্গত! রামলোচনের গৃহভিত্তির আড়ালে যে সুরবালা বিরাজ করিতেছিল সে যে রামলোচনের অপেক্ষাও বেশী করিয়া আমার, এ কথা আমি কিছুতেই মন হইতে তাড়াইতে পারিতেছিলাম না। এরূপ চিন্তা নিতান্ত অসঙ্গত এবং অন্যায় তাহা স্বীকার করি কিন্তু অস্বাভাবিক নহে।

এখন হইতে আর কোন কাজে মনঃসংযোগ করিতে পারি না। দুপুর বেলায় ক্লাসে যখন ছাত্রেরা গুন্‌গুন্ করিতে থাকিত, বাহিরে সমস্ত ঝাঁ ঝাঁ করিত, ঈষৎ উত্তপ্ত বাতাসে নিমগাছের পুষ্পমঞ্জরীর সুগন্ধ বহন করিয়া আনিত, তখন ইচ্ছা করিত—কি ইচ্ছা করিত জানি না এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি ভারতবর্ষের এই সমস্ত ভাবী আশাস্পদদিগের ব্যাকরণের ভ্রম সংশোধন করিয়া জীবনযাপন করিতে ইচ্ছা করিত না।

স্কুলের ছুটি হইয়াগেলে আমার বৃহৎ ঘরে একলা থাকিতে মন টিকিত না, অথচ কোন ভদ্রলোক দেখা করিতে আসিলেও অসহ্য বোধ হইত। সন্ধ্যাবেলায় পুষ্করিণীর ধারে সুপারি নারিকেলের অর্থহীন মর্ম্মরধ্বনি শুনিতে শুনিতে ভাবিতাম, মনুষ্যসমাজ একটা জটিল ভ্রমের জাল। ঠিক সময়ে ঠিক কাজ করিতে কাহারো মনে পড়ে না, তাহার পর বেঠিক সময়ে বেঠিক বাসনা লইয়া অস্থির হইয়া মরে।

তোমার মত লোক সুরবালার স্বামীটি হইয়া বুড়াবয়স পর্য্যন্ত বেশ সুখে থাকিতে পারিত, তুমি কি না হইতে গেলে গারিবালডি, এবং হইলে শেষে একটি পাড়াগেঁয়ে ইস্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার! আর রামলোচন রায় উকীল তাহার বিশেষ করিয়া সুরবালারই স্বামী হইবার কোন জরুরি আবশ্যক ছিল না; বিবাহের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহার পক্ষে সুরবালাও যেমন ভবশঙ্করীও তেমন, সেই কি না কিছুমাত্র না ভাবিয়া চিন্তিয়া বিবাহ করিয়া সরকারী উকীল হইয়া দিব্য পাঁচটাকা রোজগার করিতেছে—যে দিন দুধে ধোঁয়ার গন্ধ হয় সে দিন সুরবালাকে তিরস্কার করে, যে দিন মন প্রসন্ন থাকে সে দিন সুরবালার জন্য গহনা গড়াইতে দেয়। বেশ মোটাসোটা, চাপকান-পরা, কোন অসন্তোষ নাই, পুষ্করিণীর ধারে বসিয়া আকাশের তারার দিকে চাহিয়া কোন দিন হাহুতাশ করিয়া সন্ধ্যাযাপন করে না।

রামলোচন একটা বড় মোকদ্দমায় কিছু কালের জন্য অন্যত্র গিয়াছে। আমার স্কুলঘরে আমি যেমন একলা ছিলাম সে দিন সুরবালার ঘরেও সুরবালা বোধ করি সেইরূপ একা ছিল।

মনে আছে সে দিন সোমবার। সকাল হইতেই আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া আছে। বেলা দশটা হইতে টিপ্‌টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে আরম্ভ করিল। আকাশের ভাবগতিক দেখিয়া হেডমাষ্টার সকাল সকাল স্কুলের ছুটি দিলেন। খণ্ড

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

খণ্ড কালো মেঘ যেন একটা কি মহা আয়োজনে সমস্ত দিন আকাশময় আনাগোনা করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার পরদিন বিকালের দিকে মুষলধারে বৃষ্টি এবং সঙ্গে সঙ্গে ঝড় আরম্ভ হইল। যত রাত্রি হইতে লাগিল বৃষ্টি এবং ঝড়ের বেগ ততই বাড়িতে চলিল। প্রথমে পূর্ব্বদিক্ হইতে বাতাস বহিতেছিল ক্রমে উত্তর উত্তরপূর্ব্ব দিয়া বহিতে লাগিল।

এ রাত্রে ঘুমাইবার চেষ্টা করা বৃথা। মনে পড়িল এই দুর্য্যোগে সুরবালা ঘরে একলা আছে। আমাদের স্কুলঘর তাহাদের ঘরের অপেক্ষা অনেক মজ্‌বুত। কতবার মনে করিলাম, তাহাকে স্কুলঘরে ডাকিয়া আনিয়া আমি পুষ্করিণীর পাড়ের উপর রাত্রিযাপন করিব। কিন্তু কিছুতেই মনস্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না।

রাত্রি যখন একটা দেড়টা হইবে হঠাৎ বানের ডাক শোনা গেল—সমুদ্র ছুটিয়া আসিতেছে। ঘর ছাড়িয়া বাহির হইলাম। সুরবালার বাড়ির দিকে চলিলাম। পথে আমাদের পুষ্করিণীর পাড়—সে পর্য্যন্ত যাইতে আমার হাঁটু জল হইল। পাড়ের উপর যখন উঠিয়া দাঁড়াইলাম তখন দ্বিতীয় আর একটা তরঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাদের পুকুরের পাড়ের একটা অংশ প্রায় এগারো হাত উচ্চ হইবে। পাড়ের উপরে আমিও যখন উঠিলাম, বিপরীত দিক হইতে আর একটি লোকও উঠিল। লোকটি কে তাহা আমার সমস্ত অন্তরাত্মা, আমার মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিল। এবং সেও যে আমাকে জানিতে পারিল তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।

আর সমস্ত জলমগ্ন হইয়া গেছে কেবল হাত পাঁচ ছয় দ্বীপের উপর আমরা দুটি প্রাণী আসিয়া দাঁড়াইলাম।

তখন প্রলয় কাল, তখন আকাশে তারার আলো ছিল না, এবং পৃথিবীর সমস্ত প্রদীপ নিভিয়া গেছে—তখন একটা কথা বলিলেও ক্ষতি ছিল না—কিন্তু একটা কথাও বলা গেল না। কেহ কাহাকেও একটা কুশল প্রশ্নও করিল না।

কেবল দুজনে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিলাম। পদতলে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ উন্মত্ত মৃত্যুস্রোত গর্জ্জন করিয়া ছুটিয়া চলিল।

আজ সমস্ত বিশ্বসংসার ছাড়িয়া সুরবালা আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। আজ আমি ছাড়া সুরবালার আর কেহ নাই। কবেকার সেই শৈশবে সুরবালা কোন্ এক জন্মান্তর, কোন্ এক পুরাতন রহস্যান্ধকার হইতে ভাসিয়া এই সূর্য্যচন্দ্রালোকিত লোকপরিপূর্ণ পৃথিবীর উপরে আমারই পার্শ্বে আসিয়া সংলগ্ন হইয়াছিল; আর আজ কতদিন পরে সেই আলোকময় লোকময় পৃথিবী ছাড়িয়া এই ভয়ঙ্কর জনশূন্য প্রলয়ান্ধকারের মধ্যে সুরবালা একাকিনী আমারই পার্শ্বে আসিয়া উপনীত হইয়াছে। জন্মস্রোতে সেই নবকলিকাকে আমার কাছে আনিয়া ফেলিয়াছিল, মৃত্যুস্রোতে সেই বিকশিত পুষ্পটিকে আমারই কাছে আনিয়া ফেলিয়াছে—এখন কেবল আর একটা ঢেউ আসিলেই পৃথিবীর এই প্রান্তটুকু হইতে বিচ্ছেদের এই বৃন্তটুকু হইতে খসিয়া আমরা দুজনে এক হইয়া যাই।

সে ঢেউ না আসুক! স্বামীপুত্রগৃহধনজন লইয়া সুরবালা চিরদিন সুখে থাকুক! আমি এই এক রাত্রে মহাপ্রলয়ের তীরে দাঁড়াইয়া অনন্ত আনন্দের আস্বাদ পাইয়াছি।

রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল—ঝড় থামিয়া গেল, জল নামিয়া গেল—সুরবালা কোন কথা না বলিয়া বাড়ি চলিয়া গেল, আমিও কোন কথা না বলিয়া আমার ঘরে গেলাম।

ভাবিলাম, আমি নাজিরও হই নাই,

Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

সেরেস্তাদারও হই নাই, গারিবাল্ডিও হই নাই, আমি এক ভাঙ্গা স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার, আমার সমস্ত ইহজীবনে কেবল ক্ষণকালের জন্য একটি অনন্তরাত্রির উদয় হইয়াছিল—আমার পরমায়ুর সমস্ত দিনরাত্রির মধ্যে সেই একটি মাত্র রাত্রিই আমার তুচ্ছ জীবনের একমাত্র চরম সার্থকতা।

ছুটি।

বালকদিগের সর্দ্দার ফটিক চক্রবর্ত্তীর মাথায় চট করিয়া একটা নূতন ভাবোদয় হইল। নদীর ধারে একটা প্রকাণ্ড শালকাষ্ঠ মাস্তুলে রূপান্তরিত হইবার প্রতীক্ষায় পড়িয়াছিল, স্থির হইল সেটা সকলে মিলিয়া গড়াইয়া লইয়া যাইবে।

যে ব্যক্তির কাষ্ঠ, আবশ্যককালে তাহার যে কতখানি বিস্ময়, বিরক্তি এবং অসুবিধা বোধ হইবে তাহাই উপলব্ধি করিয়া বালকেরা এ প্রস্তাবে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিল।

কোমর বাঁধিয়া সকলেই যখন মনোযোগের সহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময়ে ফটিকের কনিষ্ঠ মাখনলাল গম্ভীরভাবে সেই গুঁড়ির উপরে গিয়া বসিল; ছেলেরা তাহার এইরূপ উদার ঔদাসিন্য দেখিয়া কিছু বিমর্ষ হইয়া গেল।

একজন আসিয়া ভয়ে ভয়ে তাহাকে একটু আধটু ঠেলিল, কিন্তু সে তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না, এই অকাল-তত্ত্বজ্ঞানী মানব সকলপ্রকার ক্রীড়ার অসারতা সম্বন্ধে নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল।

ফটিক আসিয়া আস্ফালন করিয়া কহিল "দেখ্, মার খাবি! এই বেলা ওঠ!"

সে তাহাতে আরও একটু নড়িয়া চড়িয়া আসনটি বেশ স্থায়ীরূপে দখল করিয়া লইল।

এরূপ স্থলে সাধারণের নিকট রাজসম্মান রক্ষা করিতে হইলে অবাধ্য ভ্রাতার গণ্ডদেশে অনতিবিলম্বে এক চড় কসাইয়া দেওয়া ফটিকের কর্ত্তব্য ছিল—সাহস হইল না। কিন্তু এমন একটা ভাব ধারণ করিল যেন ইচ্ছা করিলেই এখনি উহাকে রীতিমত শাসন করিয়া দিতে পারে; কিন্তু করিল না, কারণ পূর্ব্বাপেক্ষা আর একটা ভাল খেলা মাথায় উদয় হইয়াছে, তাহাতে আর একটু বেশী মজা আছে। প্রস্তাব করিল, মাখনকে সুদ্ধ ঐ কাঠ গড়াইতে আরম্ভ করা যাক্।

মাখন মনে করিল, ইহাতে তাহার গৌরব আছে; কিন্তু অন্যান্য পার্থিব গৌরবের ন্যায় ইহার আনুষঙ্গিক যে বিপদের সম্ভাবনাও আছে তাহা তাহার কিংবা আর কাহারও মনে উদয় হয় নাই।

ছেলেরা কোমর বাঁধিয়া ঠেলিতে আরম্ভ করিল—মারো ঠেলা হেঁইয়ো, সাবাস জোয়ান হেঁইয়ো। গুঁড়ি একপাক ঘুরিতে না ঘুরিতেই মাখন তাহার গাম্ভীর্য্য, গৌরব এবং তত্ত্বজ্ঞান সমেত ভূমিসাৎ হইয়া গেল।

খেলার আরম্ভেই এইরূপ আশাতীত ফললাভ করিয়া অন্যান্য বালকেরা বিশেষ হৃষ্ট হইয়া উঠিল, কিন্তু ফটিক কিছু শশব্যস্ত হইল। মাখন তৎক্ষণাৎ ভূমিশয্যা ছাড়িয়া ফটিকের উপরে গিয়া পড়িল, একেবারে অন্ধভাবে মারিতে লাগিল। তাহার নাকে মুখে আঁচড় কাটিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহাভিমুখে গমন করিল। খেলা ভাঙ্গিয়া গেল।

ফটিক গোটাকতক কাশ উৎপাটন করিয়া লইয়া একটা অর্দ্ধনিমগ্ন নৌকার গলুইয়ের

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

উপরে চড়িয়া বসিয়া চুপচাপ করিয়া কাশের গোড়া চিবাইতে লাগিল।

এমন সময় একটা বিদেশী নৌকা ঘাটে আসিয়া লাগিল। একটি অৰ্দ্ধবয়সী ভদ্রলোক কাঁচা গোঁফ এবং পাকা চুল লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন "চক্রবর্ত্তীদের বাড়ি কোথায়?"

বালক ডাঁটা চিবাইতে চিবাইতে কহিল "ওই হোথা!" কিন্তু কোন দিকে যে নির্দ্দেশ করিল কাহারও বুঝিবার সাধ্য রহিল না।

ভদ্রলোকটি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "কোথা?"

সে বলিল "জানিনে।" বলিয়া পূর্ব্ববৎ তৃণমূল হইতে রসগ্রহণে প্রবৃত্ত হইল। বাবুটি তখন অন্য লোকের সাহায্য অবলম্বন করিয়া চক্রবর্ত্তীদের গৃহের সন্ধানে চলিলেন।

অবিলম্বে বাঘা বাগ্‌দি আসিয়া কহিল "ফটিক দাদা, মা ডাক্‌চে।"

ফটিক কহিল "যাব না।"

বাঘা তাহাকে বলপূর্ব্বক আড়কোলা করিয়া তুলিয়া লইয়া গেল, ফটিক নিষ্ফল আক্রোশে হাত পা ছুঁড়িতে লাগিল।

ফটিককে দেখিবামাত্র তাহার মা অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া কহিলেন "আবার তুই মাখনকে মেরেচিস্!"

ফটিক কহিল "না মারিনি!"

"ফের মিথ্যে কথা বল্‌চিস্!"

"কখ্‌খনো মারিনি! মাখনকে জিজ্ঞাসা কর।"

মাখনকে প্রশ্ন করাতে মাখন আপনার পূর্ব্ব নালিশের সমর্থন করিয়া বলিল "হাঁ মেরেচে।"

তখন আর ফটিকের সহ্য হইল না। দ্রুত গিয়া মাখনকে এক সশব্দ চড় কসাইয়া দিয়া কহিল "ফের মিথ্যে কথা।"

মা মাখনের পক্ষ লইয়া ফটিককে সবেগে নাড়া দিয়া তাহার পৃষ্ঠে দুটা তিনটা প্রবল চপেটাঘাত করিলেন। ফটিক মাকে ঠেলিয়া দিল।

মা চীৎকার করিয়া কহিলেন "অ্যা, তুই আমার গায়ে হাত তুলিস্!"

এমন সময়ে সেই কাঁচাপাকা বাবুটি ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন "কি হ'চ্চে তোমাদের!"

ফটিকের মা বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হইয়া কহিলেন "ওমা, এ যে দাদা! তুমি কবে এলে!" বলিয়া গড় করিয়া প্রণাম করিলেন।

বহুদিন হইল দাদা পশ্চিমে কাজ করিতে গিয়াছিলেন, ইতিমধ্যে ফটিকের মার দুই সন্তান হইয়াছে, তাহারা অনেকটা বাড়িয়া উঠিয়াছে; তাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু একবারও দাদার সাক্ষাৎ পায় নাই। আজ বহুকাল পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়া বিশ্বম্ভর বাবু তাঁহার ভগিনীকে দেখিতে আসিলেন।

কিছুদিন খুব সমারোহে গেল। অবশেষে বিদায় লইবার দুই এক দিন পূর্ব্বে বিশ্বম্ভর বাবু তাঁহার ভগিনীকে ছেলেদের পড়াশুনা এবং মানসিক উন্নতি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন। উত্তরে ফটিকের অবাধ্য উচ্ছৃঙ্খলতা, পাঠে অমনোযোগ, এবং মাখনের সুশান্ত সুশীলতা ও বিদ্যানুরাগের বিবরণ শুনিলেন।

তাঁহার ভগিনী কহিলেন "ফটিক আমার হাড় জ্বালাতন করিয়াছে।"

শুনিয়া বিশ্বম্ভর প্রস্তাব করিলেন, তিনি ফটিককে কলিকাতায় লইয়া গিয়া নিজের কাছে রাখিয়া শিক্ষা দিবেন। বিধবা এ প্রস্তাবে সহজেই সম্মত হইলেন।

ফটিককে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন রে ফটিক, মামার সঙ্গে কলকাতায় যাবি?"

ফটিক লাফাইয়া উঠিল, বলিল "যাব।"

যদিও ফটিককে বিদায় করিতে তাহার মায়ের আপত্তি ছিল না, কারণ তাঁহার মনে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

সর্ব্বদাই আশঙ্কা ছিল কোন্ দিন সে মাখনকে জলেই ফেলিয়া দেয়, কি মাথাই ফাটায়, কি, কি একটা দুর্ঘটনা ঘটায়, তথাপি ফটিকের বিদায়গ্রহণের জন্য এতাদৃশ আগ্রহ দেখিয়া তিনি ঈষৎ ক্ষুণ্ণ হইলেন।

"কবে যাবে" করিয়া ফটিক তাহার মামাকে অস্থির করিয়া তুলিল; উৎসাহে তাহার রাত্রে নিদ্রা হয় না।

অবশেষে যাত্রাকালে আনন্দের ঔদার্য্য-বশতঃ তাহার ছিপ ঘুড়ি লাটাই সমস্ত মাখনকে পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগদখল করিবার পূরা অধিকার দিয়া গেল।

কলিকাতায় মামার বাড়ি পৌঁছিয়া প্রথমতঃ মামীর সঙ্গে আলাপ হইল। মামী এই অনাবশ্যক পরিবারবৃদ্ধিতে মনে মনে যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার নিজের তিনটি ছেলে লইয়া তিনি নিজের নিয়মে ঘরকন্না পাতিয়া বসিয়া আছেন, ইহার মধ্যে সহসা একটি তেরো বৎসরের অপরিচিত অশিক্ষিত পাড়াগেঁয়ে ছেলে ছাড়িয়া দিলে কিরূপ একটা বিপ্লবের সম্ভাবনা উপস্থিত হয়! বিশ্বম্ভরের এত বয়স হইল তবু কিছুমাত্র যদি জ্ঞানকাণ্ড আছে।

বিশেষতঃ তেরো চৌদ্দ বৎসরের ছেলের মত পৃথিবীতে এমন বালাই আর নাই। শোভাও নাই, কোন কাজেও লাগে না। স্নেহও উদ্রেক করে না, তাহার সঙ্গসুখও বিশেষ প্রার্থনীয় নহে। তাহার মুখে আধ-আধ কথাও ন্যাকামি, পাকা কথাও জ্যাঠামি, এবং কথামাত্রই প্রগল্‌ভতা। হঠাৎ কাপড়চোপড়ের পরিমাণ রক্ষা না করিয়া বেমানানরূপে বাড়িয়া উঠে; লোকে সেটা তাহার একটা কুশ্রী স্পর্দ্ধা স্বরূপ জ্ঞান করে। তাহার শৈশবের লালিত্য এবং কণ্ঠস্বরের মিষ্টতা সহসা চলিয়া যায়, লোকে সে জন্য তাহাকে মনে মনে অপরাধ না দিয়া থাকিতে পারে না। শৈশব এবং যৌবনের অনেক দোষ মাপ করা যায়, কিন্তু এই সময়ের কোন স্বাভাবিক অনিবার্য্য ত্রুটিও যেন অসহ্য বোধ হয়।

সেও সর্ব্বদা মনে মনে বুঝিতে পারে, পৃথিবীর কোথাও সে ঠিক খাপ খাইতেছে না; এইজন্য আপনার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সর্ব্বদা লজ্জিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া থাকে। অথচ এই বয়সেই স্নেহের জন্য কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত কাতরতা মনে জন্মায়। এই সময়ে যদি সে কোন সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে স্নেহ কিংবা সখ্য লাভ করিতে পারে তবে তাহার নিকট আত্মবিক্রীত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাকে স্নেহ করিতে কেহ সাহস করে না, কারণ সেটা সাধারণে প্রশ্রয় বলিয়া মনে করে। সুতরাং তাহার চেহারা এবং ভাবখানা অনেকটা প্রভুহীন পথের কুকুরের মত হইয়া যায়।

অতএব এমন অবস্থায় মাতৃভবন ছাড়া আর কোন অপরিচিত স্থান বালকের পক্ষে নরক। চারিদিকের স্নেহশূন্য বিরাগ তাহাকে পদে পদে কাঁটার মত বিঁধে। এই বয়সে সাধারণতঃ নারীজাতিকে কোন এক শ্রেষ্ঠ স্বর্গলোকের দুর্লভ জীব বলিয়া মনে ধারণা হইতে আরম্ভ হয়, অতএব তাঁহাদের নিকট হইতে উপেক্ষা অত্যন্ত দুঃসহ বোধ হয়।

মামীর স্নেহহীন চক্ষে সে যে একটা দুর্গ্রহের মত প্রতিভাত হইতেছে এইটে ফটিককে সবচেয়ে বাজিত। মামী যদি দৈবাৎ তাহাকে কোন একটা কাজ করিতে বলিতেন, তাহা হইলে সে মনের আনন্দে যতটা আবশ্যক তার চেয়ে বেশী কাজ করিয়া ফেলিত, অবশেষে মামী যখন তাহার উৎসাহ দমন করিয়া বলিতেন "ঢের হয়েছে, ঢের হয়েছে! ওতে আর তোমার হাত দিতে হবে না! এখন তুমি নিজের কাজে মন দাওগে! একটু পড়গে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

যাও!" তখন তাহার মানসিক উন্নতির প্রতি মামার এতটা যত্নবাহুল্য তাহার অত্যন্ত নিষ্ঠুর অবিচার বলিয়া মনে হইত।

ঘরের মধ্যে এইরূপ অনাদর, ইহার পর আবার হাঁফ ছাড়িবার জায়গা ছিল না। দেয়ালের মধ্যে আট্‌কা পড়িয়া কেবলি তাহার সেই গ্রামের কথা মনে পড়িত।

প্রকাণ্ড একটা ধাউস্ ঘুড়ি লইয়া বোঁ বোঁ শব্দে উড়াইয়া বেড়াইবার সেই মাঠ, "তাইরে নাইরে নাইরে না" করিয়া উচ্চৈঃস্বরে স্বরচিত রাগিণী আলাপ করিয়া অকর্ম্মণ্যভাবে ঘুরিয়া বেড়াইবার সেই নদীতীর, দিনের মধ্যে যখন-তখন ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সাঁতার কাটিবার সেই সঙ্কীর্ণ স্রোতস্বিনী, সেই সব দলবল, উপদ্রব, স্বাধীনতা এবং সর্ব্বোপরি সেই অত্যাচারিণী অবিচারিণী মা অহর্নিশি তাহার নিরুপায় চিত্তকে আকর্ষণ করিত।

জন্তুর মত এক প্রকার অবুঝ ভালবাসা—কেবল একটা কাছে যাইবার অন্ধ ইচ্ছা, কেবল একটা না দেখিয়া অব্যক্ত ব্যাকুলতা, গোধূলি সময়ের মাতৃহীন বৎসের মত কেবল একটা আন্তরিক মা মা ক্রন্দন—সেই লজ্জিত শঙ্কিত শীর্ণ দীর্ঘ অসুন্দর বালকের অন্তরে কেবলি আলোড়িত হইত।

স্কুলে এত বড় নির্ব্বোধ এবং অমনোযোগী বালক আর ছিল না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করিলে সে হাঁ করিয়া চাহিয়া থাকিত। মাষ্টার যখন মার আরম্ভ করিত তখন ভারক্লান্ত গর্দ্দভের মত নীরবে সহ্য করিত। ছেলেদের যখন খেলিবার ছুটি হইত তখন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া দূরের বাড়িগুলার ছাদ নিরীক্ষণ করিত; যখন সেই দ্বিপ্রহর রৌদ্রে কোন একটা ছাদে দুটি একটি ছেলে মেয়ে কিছু একটা খেলার ছলে ক্ষণেকের জন্য দেখা দিয়া যাইত তখন তাহার চিত্ত অধীর হইয়া উঠিত।

একদিন অনেক প্রতিজ্ঞা করিয়া অনেক সাহসে মামাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—"মামা, মার কাছে কবে যাব?"

মামা বলিয়াছিলেন "স্কুলের ছুটি হোক।" কার্ত্তিক মাসে পূজার ছুটি সে এখনো ঢের দেরী।

একদিন ফটিক তাহার স্কুলের বই হারাইয়া ফেলিল। একেত সহজেই পড়া তৈরি হয় না, তাহার পর বই হারাইয়া একেবারে নাচার হইয়া পড়িল। মাষ্টার প্রতিদিন তাহাকে অত্যন্ত মারধোর অপমান করিতে আরম্ভ করিলেন। স্কুলে তাহার এমন অবস্থা হইল যে তাহার মামাতো ভাইরা তাহার সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করিত। ইহার কোন অপমানে তাহারা অন্যান্য বালকের চেয়েও যেন বলপূর্ব্বক বেশী করিয়া আমোদ প্রকাশ করিত।

অসহ্য বোধ হওয়াতে একদিন ফটিক তাহার মামীর কাছে নিতান্ত অপরাধীর মত গিয়া কহিল "বই হারিয়ে ফেলেচি।"

মামী অধরের দুই প্রান্তে বিরক্তির রেখা অঙ্কিত করিয়া বলিলেন, "বেশ করেচ, আমি তোমাকে মাসের মধ্যে পাঁচবার করে' বই কিনে দিতে পারিনে!"

ফটিক আর কিছু না বলিয়া চলিয়া আসিল—সে যে পরের পয়সা নষ্ট করিতেছে এই মনে করিয়া তাহার মায়ের উপর অত্যন্ত অভিমান উপস্থিত হইল, নিজের হীনতা এবং দৈন্য তাহাকে মাটির সহিত মিশাইয়া ফেলিল।

স্কুল হইতে ফিরিয়া সেই রাত্রে তাহার মাথাব্যথা করিতে লাগিল এবং গা সির্‌সির্ করিয়া আসিল। বুঝিতে পারিল তাহার জ্বর আসিতেছে। বুঝিতে পারিল ব্যামো বাধাইলে তাহার মামীর প্রতি অত্যন্ত অনর্থক উপদ্রব করা হইবে। মামী এই ব্যামোটাকে যে কিরূপ একটা অকারণ অনাবশ্যক জ্বালাতনের

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

স্বরূপ দেখিবে তাহা সে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিল। রোগের সময় এই অকর্ম্মণ্য অদ্ভুত নির্ব্বোধ বালক পৃথিবীতে নিজের মা ছাড়া আর কাহারও কাছে সেবা পাইতে পারে এরূপ প্রত্যাশা করিতে তাহার লজ্জা বোধ হইতে লাগিল।

পরদিন প্রাতঃকালে ফটিককে আর দেখা গেল না। চতুর্দ্দিকে প্রতিবেশীদের ঘরে খোঁজ করিয়া তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

সেদিন আবার রাত্রি হইতে মুষলধারে শ্রাবণের বৃষ্টি পড়িতেছে। সুতরাং তাহার খোঁজ করিতে লোকজনকে অনর্থক অনেক ভিজিতে হইল। অবশেষে কোথাও না পাইয়া বিশ্বম্ভর বাবু পুলিষে খবর দিলেন।

সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যার সময় একটা গাড়ি আসিয়া বিশ্বম্ভর বাবুর বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইল। তখনও ঝুপ্ ঝাপ্ করিয়া অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতেছে; রাস্তায় একহাঁটু জল দাঁড়াইয়া গিয়াছে।

দুইজন পুলিষের লোক গাড়ি হইতে ফটিককে ধরাধরি করিয়া নামাইয়া বিশ্বম্ভর বাবুর নিকট উপস্থিত করিল। তাহার আপাদ মস্তক ভিজা, সর্ব্বাঙ্গে কাদা, মুখ চক্ষু লোহিতবর্ণ, থর্‌থর করিয়া কাঁপিতেছে। বিশ্বম্ভর বাবু প্রায় কোলে করিয়া তাহাকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন।

মামী তাহাকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন—"কেন বাপু, পরের ছেলেকে নিয়ে কেন এ কর্ম্মভোগ! দাও ওকে বাড়ি পাঠিয়ে দাও!"

বাস্তবিক, সমস্ত দিন দুশ্চিন্তায় তাঁহার ভালরূপ আহারাদি হয় নাই, এবং নিজের ছেলেদের সহিতও নাহক অনেক খিট্‌মিট্ করিয়াছেন।

ফটিক কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল "আমি মার কাছে যাচ্ছিলুম, আমাকে ফিরিয়ে এনেচে।"

বালকের জ্বর অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি প্রলাপ বকিতে লাগিল। বিশ্বম্ভর বাবু চিকিৎসক লইয়া আসিলেন।

ফটিক তাহার রক্তবর্ণ চক্ষু একবার উন্মীলিত করিয়া কড়িকাঠের দিকে হতবুদ্ধিভাবে তাকাইয়া কহিল "মামা, আমার ছুটি হয়েছে কি?"

বিশ্বম্ভর বাবু রুমালে চোখ মুছিয়া সস্নেহে ফটিকের শীর্ণ তপ্ত হাতখানি হাতের উপর তুলিয়া লইয়া তাহার কাছে আসিয়া বসিলেন।

ফটিক আবার বিড়্‌বিড়্ করিয়া বকিতে লাগিল—বলিল "মা, আমাকে মারিস্‌নে মা। সত্যি বল্‌চি আমি কোন দোষ করিনি।"

পরদিন দিনের বেলা কিছুক্ষণের জন্য সচেতন হইয়া ফটিক কাহার প্রত্যাশায় ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া ঘরের চারিদিকে চাহিল। নিরাশ হইয়া আবার নীরবে দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

বিশ্বম্ভর বাবু তাহার মনের ভাব বুঝিয়া তাহার কাণের কাছে মুখ নত করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন "ফটিক, তোর মাকে আন্‌তে পাঠিয়েচি।"

তাহার পরদিনও কাটিয়া গেল। ডাক্তার চিন্তিত বিমর্ষ মুখে জানাইলেন অবস্থা বড়ই খারাপ।

বিশ্বম্ভর বাবু স্তিমিতপ্রদীপে রোগশয্যায় বসিয়া প্রতিমুহূর্ত্তেই ফটিকের মাতার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ফটিক খালাসীদের মত সুর করিয়া করিয়া বলিতে লাগিল "এক বাঁও মেলে না। দো বাঁও মেলে—এ-এ-না।" কলিকাতায় আসিবার সময় কতকটা রাস্তা ষ্টীমারে আসিতে হইয়াছিল, খালাসীরা কাছি ফেলিয়া সুর করিয়া জল মাপিত; ফটিক প্রলাপে তাহাদেরই অনুকরণে করুণস্বরে জল মাপিতেছে এবং যে অকূল সমুদ্রে যাত্রা করিতেছে বালক রশি ফেলিয়া কোথাও তাহার তল পাইতেছে না।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

এমন সময়ে ফটিকের মাতা ঝড়ের মত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই উচ্চ কলরবে শোক করিতে লাগিলেন। বিশ্বম্ভর বহুকষ্টে তাঁহার শোকোচ্ছ্বাস নিবৃত্ত করিলে তিনি শয্যার উপর আছাড় খাইয়া পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন "ফটিক, সোণার মাণিক আমার!"

ফটিক যেন অতি সহজেই তাহার উত্তর দিয়া কহিল "অ্যাঁ।"—

মা আবার ডাকিলেন "ওরে ফটিক্, বাপধনরে!"

ফটিক আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া কাহাকেও লক্ষ্য না করিয়া মৃদুস্বরে কহিল "মা, এখন আমার ছুটি হয়েছে মা, এখন আমি বাড়ি যাচ্ছি।"

—:*:—

দানপ্রতিদান।

বড় গিন্নি যে কথাগুলা বলিয়া গেলেন তাহার ধার যেমন তাহার বিষও তেমনি। যে হতভাগিনীর উপর প্রয়োগ করিয়া গেলেন তাহার চিত্তপুত্তলি একেবারে জ্বলিয়া জ্বলিয়া লুটিতে লাগিল।

বিশেষতঃ কথাগুলা তাহার স্বামীর উপর লক্ষ্য করিয়া বলা—এবং স্বামী রাধাকুমুন্দ তখন রাত্রের আহার সমাপন করিয়া অনতিদূরে বসিয়া তাম্বূলের সহিত তাম্রকুটধূম্র সংযোগ করিয়া খাদ্য পরিপাকে প্রবৃত্ত ছিলেন। কথাগুলো শ্রুতিপথে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পরিপাকের যে বিশেষ ব্যাঘাত করিল এমন বোধ হইল না। অবিচলিত গাম্ভীর্য্যের সহিত তাম্রকূট নিঃশেষ করিয়া অভ্যাসমত যথাকালে শয়ন করিতে গেলেন।

কিন্তু এরূপ অসামান্য পরিপাকশক্তি সকলের নিকটে প্রত্যাশা করা যাইতে পারে না। রাসমণি আজ শয়নগৃহে আসিয়া স্বামীর সহিত এমন ব্যবহার করিল যাহা ইতিপূর্ব্বে সে কখনো করিতে সাহস করে নাই। অন্যদিন শান্তভাবে শয্যায় প্রবেশ করিয়া নীরবে স্বামীর পদসেবায় নিযুক্ত হইত, আজ একেবারে সবেগে কঙ্কণ ঝঙ্কার করিয়া স্বামীর প্রতি বিমুখ হইয়া বিছানার একপাশে শুইয়া পড়িল এবং ক্রন্দনাবেগে শয্যাতল কম্পিত করিয়া তুলিল।

রাধামুকুন্দ তৎপ্রতি মনোযোগ না দিয়া একটা প্রকাণ্ড পাশবালিশ আঁকড়িয়া ধরিয়া নিদ্রার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার এই ঔদাসীন্যে স্ত্রীর অধৈর্য্য উত্তরোত্তর বাড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া অবশেষে মৃদুগম্ভীর স্বরে জানাইলেন যে, তাঁহাকে বিশেষ কার্য্যবশতঃ ভোরে উঠিতে হইবে, এক্ষণে নিদ্রা আবশ্যক।

স্বামীর কণ্ঠস্বরে রাসমণির ক্রন্দন আর বাধা মানিল না, মুহূর্ত্তে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

রাধামুকুন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইয়াছে?"

রাসমণি উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিলেন "শোন নাই কি?"

রাধামুকুন্দ। শুনিয়াছি। কিন্তু বৌঠাকরুণ একটা কথাও ত মিথ্যা বলেন নাই। আমি কি দাদার অন্নেই প্রতিপালিত নহি? তোমার এই কাপড়চোপড় গহনাপত্র এ সমস্ত আমি কি আমার বাপের কড়ি হইতে আনিয়া দিয়াছি? যে খাইতে পরিতে দেয় সে যদি দুটো কথা বলে, তাহাও খাওয়াপরার সামিল করিয়া লইতে হয়।

"এমন খাওয়াপরায় কাজ কি?"

"বাঁচিতে ত হইবে।"

"মরণ হইলেই ভাল হয়।"

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

"যতক্ষণ না হয় ততক্ষণ একটু ঘুমাইবার চেষ্টা কর, আরাম বোধ করিবে।"

বলিয়া রাধামুকুন্দ উপদেশ ও দৃষ্টান্তের সামঞ্জস্য-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

রাধামুকুন্দ ও শশিভূষণ সহোদর ভাই নহে, নিতান্ত নিকট-সম্পর্কও নয়; প্রায় গ্রাম-সম্পর্ক বলিলেই হয়। কিন্তু প্রীতিবন্ধন সহোদর ভাইয়ের চেয়ে কিছু কম নহে। বড় গিন্নি ব্রজসুন্দরীর সেটা কিছু অসহ্য বোধ হইত। বিশেষতঃ শশিভূষণ দেওয়া-থোওয়া সম্বন্ধে ছোটবৌয়ের অপেক্ষা নিজ স্ত্রীর প্রতি অধিক পক্ষপাত করিতেন না। বরঞ্চ যে জিনিষটা নিতান্ত একযোড়া না মিলিত, সেটা গৃহিণীকে বঞ্চিত করিয়া ছোট বৌকেই দিতেন। তাহা ছাড়া অনেক সময়ে তিনি স্ত্রীর অনুরোধ অপেক্ষা রাধামুকুন্দের পরামর্শের প্রতি বেশী নির্ভর করিতেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। শশিভূষণ লোকটা নিতান্ত ঢিলাঢালা রকমের, তাই ঘরের কাজ এবং বিষয়কর্ম্মের সমস্ত ভার রাধামুকুন্দের উপরেই ছিল। বড় গিন্নির সর্ব্বদাই সন্দেহ রাধামুকুন্দ তলে তলে তাঁহার স্বামীকে বঞ্চনা করিবার আয়োজন করিতেছে—তাহার যতই প্রমাণ পাওয়া যাইত না, রাধার প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ততই বাড়িয়া উঠিত! মনে করিতেন, প্রমাণগুলোও অন্যায় করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে, এই জন্য তিনি আবার প্রমাণের উপর রাগ করিয়া তাহাদের প্রতি নিরতিশয় অবজ্ঞা প্রকাশপূর্ব্বক নিজের সন্দেহকে ঘরে বসিয়া দ্বিগুণ দৃঢ় করিতেন। তাঁহার এই বহুযত্নপোষিত মানসিক আগুন আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ন্যায় ভূমিকম্প সহকারে প্রায় মাঝে মাঝে উষ্ণভাষায় উচ্ছ্বসিত হইত।

রাত্রে রাধামুকুন্দের ঘুমের ব্যাঘাত হইয়াছিল কি না বলিতে পারি না—কিন্তু পরদিন সকালে উঠিয়া তিনি বিরসমুখে শশিভূষণের নিকট গিয়া দাঁড়াইলেন। শশিভূষণ ব্যস্তসমস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "রাধে, তোমায় এমন দেখিতেছি কেন? অসুখ হয় নাই ত।"

রাধামুকুন্দ মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন "দাদা, আর ত আমার এখানে থাকা হয় না"। এই বলিয়া গত সন্ধ্যাকালে বড় গৃহিণীর আক্রমণ-বৃত্তান্ত সংক্ষেপে এবং শান্তভাবে বর্ণনা করিয়া গেলেন।

শশিভূষণ হাসিয়া কহিলেন "এই! এ ত নূতন কথা নহে। ও ত পরের ঘরের মেয়ে, সুযোগ পাইলেই দুটো কথা বলিবে, তাই বলিয়া কি ঘরের লোককে ছাড়িয়া যাইতে হইবে। কথা আমাকেও ত মাঝে মাঝে শুনিতে হয়, তাই বলিয়া ত সংসারত্যাগ করিতে পারি না"।

রাধা কহিলেন "মেয়েমানুষের কথা কি আর সহিতে পারি না, তবে পুরুষ হইয়া জন্মিলাম কি করিতে! কেবল ভয় হয়, তোমার সংসারে পাছে অশান্তি ঘটে"।

শশিভূষণ কহিলেন "তুমি গেলে আমার কিসের শান্তি"!

আর অধিক কথা হইল না। রাধামুকুন্দ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেলেন, তাঁহার হৃদয়ভার সমান রহিল।

এদিকে বড় গৃহিণীর আক্রোশ ক্রমশই বাড়িয়া উঠিতেছে। সহস্র উপলক্ষে যখন-তখন তিনি রাধাকে খোঁটা দিতে পারিলে ছাড়েন না; মুহুর্মুহু বাক্যবাণে রাসমণির অন্তরাত্মাকে একপ্রকার শরশয্যাশায়ী করিয়া তুলিলেন। রাধা যদিও চুপচাপ করিয়া তামাক টানেন এবং স্ত্রীকে ক্রন্দনোন্মুখী দেখিবামাত্র চোখ বুজিয়া নাক ডাকাইতে আরম্ভ করেন, তবু ভাবে বোধ হয় তাঁহারও অসহ্য হইয়া আসিয়াছে।

কিন্তু শশিভূষণের [illegible]

আজিকার নহে—দুই ভাই যখন প্রাতঃকালে পান্তাভাত খাইয়া পাৎতাড়ি কক্ষে একসঙ্গে পাঠশালায় যাইত, উভয়ে যখন একসঙ্গে পরামর্শ করিয়া গুরুমহাশয়কে ফাঁকি দিয়া পাঠশালা হইতে পালাইয়া রাখাল-ছেলেদের সঙ্গে মিশিয়া নানাবিধ খেলা ফাঁদিত, এক বিছানায় শুইয়া স্তিমিত আলোকে মাসীর নিকট গল্প শুনিত, ঘরের লোককে লুকাইয়া রাত্রে দূর পল্লীতে যাত্রা শুনিতে যাইত এবং প্রাতঃকালে ধরা পড়িয়া অপরাধ এবং শাস্তি উভয়ে সমান ভাগ করিয়া লইত—তখন কোথায় ছিল ব্রজসুন্দরী, কোথায় ছিল রাসমণি! জীবনের এতগুলো দিনকে কি একদিনে বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাওয়া যায়? কিন্তু এই বন্ধন যে স্বার্থপরতার বন্ধন, এই প্রগাঢ় প্রীতি যে পরান্ন প্রত্যাশার সুচতুর ছদ্মবেশ, এরূপ সন্দেহ, এরূপ আভাসমাত্র তাঁহার নিকট বিষতুল্য বোধ হইত, অতএব আর কিছুদিন এরূপ চলিলে কি হইত বলা যায় না। কিন্তু এমন সময়ে একটা গুরুতর ঘটনা ঘটিল।

যে সময়ের কথা বলিতেছি সে আজ চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেকার কথা। তখন নির্দ্দিষ্ট দিনে সূর্য্যাস্তের মধ্যে গবর্ণমেণ্টের খাজনা শোধ না করিলে জমীদারী সম্পত্তি নিলাম হইয়া যাইত।

একদিন খবর আসিল শশিভূষণের একমাত্র জমিদারী পরগণা এনাৎসাহী লাটের খাজনার দায়ে নিলাম হইয়া গেছে।

রাধামুকুন্দ তাঁহার স্বাভাবিক মৃদু প্রশান্তভাবে কহিলেন "আমারই দোষ"! শশিভূষণ কহিলেন "তোমার কিসের দোষ! তুমি ত খাজনা চালান দিয়াছিলে, পথে যদি ডাকাতে পড়িয়া লুটিয়া লয়, তুমি তাহার কি করিতে পার"?

দোষ কাহার এক্ষণে তাহা স্থির করিতে বসিয়া কোন ফল নাই—এখন সংসার চালাইতে হইবে। শশিভূষণ হঠাৎ যে কোন কাজকর্ম্মে হাত দিবেন সেরূপ তাঁহার স্বভাব ও শিক্ষা নহে। তিনি যেন ঘাটের বাঁধা সোপান হইতে পিছলিয়া এক মুহূর্ত্তে ডুবজলে গিয়া পড়িলেন।

প্রথমেই তিনি স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিতে উদ্যত হইলেন। রাধামুকুন্দ এক থলে টাকা সম্মুখে ফেলিয়া তাহাতে বাধা দিলেন। তিনি পূর্ব্বেই নিজ স্ত্রীর গহনা বন্ধক রাখিয়া যথোপযুক্ত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

সংসারে একটা এই মহৎ পরিবর্ত্তন দেখা গেল, সম্পৎকালে গৃহিণী যাহাকে দূর করিবার সহস্র চেষ্টা করিয়াছিলেন, বিপৎকালে তাহাকে ব্যাকুলভাবে অবলম্বন করিয়া ধরিলেন। এই সময়ে দুই ভ্রাতার মধ্যে কাহার উপরে অধিক নির্ভর করা যাইতে পারে তাহা বুঝিয়া লইতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। কখনো যে রাধামুকুন্দের প্রতি তাঁহার তিলমাত্র বিদ্বেষভাব ছিল এখন আর তাহা প্রকাশ পায় না।

রাধামুকুন্দ পূর্ব্ব হইতেই স্বাধীন উপার্জ্জনের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। নিকটবর্ত্তী সহরে সে মোক্তারি আরম্ভ করিয়া দিল। তখন মোক্তারি-ব্যবসায়ে আয়ের পথ এখনকার অপেক্ষা বিস্তৃত ছিল, এবং তীক্ষ্ণবুদ্ধি সাবধানী রাধামুকুন্দ প্রথম হইতেই পসার জমাইয়া তুলিল। ক্রমে সে জিলার অধিকাংশ বড় বড় জমিদারের কার্য্যভার গ্রহণ করিল।

এক্ষণে রাসমণির অবস্থা পূর্ব্বের ঠিক বিপরীত। এখন রাসমণির স্বামীর অন্নেই শশিভূষণ এবং ব্রজসুন্দরী প্রতিপালিত। সে কথা লইয়া সে স্পষ্ট কোন গর্ব্ব করিয়াছিল কি না জানি না, কিন্তু কোন একদিন বোধ করি আভাসে ইঙ্গিতে ব্যবহারে সেই ভাব ব্যক্ত করিয়াছিল; বোধ করি, দেমাকের সহিত পা ফেলিয়া এবং হাত দুলাইয়া কোন একটা বিষয়ে বড় গিন্নির ইচ্ছার প্রতিকূলে নিজের মনোমত

কাজ করিয়াছিল—কিন্তু সে কেবল একটি দিন মাত্র—তাহার পরদিন হইতে সে যেন পূর্ব্বের অপেক্ষাও নম্র হইয়া গেল। কারণ, কথাটা তাহার স্বামীর কাণে গিয়াছিল; এবং রাত্রে রাধামুকুন্দ কি কি যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিল ঠিক বলিতে পারি না, পরদিন হইতে তাহার মুখে আর রা রহিল না, বড় গিন্নির দাসীর মত হইয়া রহিল;—শুনা যায়, রাধামুকুন্দ সেই রাত্রেই স্ত্রীকে তাহার পিতৃভবনে পাঠাইবার উদ্যোগ করিয়াছিল এবং সপ্তাহকাল তাহার মুখদর্শন করে নাই—অবশেষে ব্রজসুন্দরী ঠাকুরপোর হাতে ধরিয়া অনেক মিনতি করিয়া দম্পত্তির মিলনসাধন করাইয়া দেন; এবং বলেন, "ছোটবৌ ত সে দিন আসিয়াছে, আর আমি কতকাল হইতে তোমাদের ঘরে আছি ভাই। তোমাতে আমাতে যে চিরকালের প্রিয়সম্পর্ক তাহার মর্য্যাদা ও কি বুঝিতে শিখিয়াছে? ও ছেলেমানুষ, উহাকে মাপ কর।"

রাধামুকুন্দ সংসারখরচের সমস্ত টাকা ব্রজসুন্দরীর হাতে আনিয়া দিতেন। রাসমণি নিজের আবশ্যকীয় ব্যয় নিয়ম অনুসারে অথবা প্রার্থনা করিয়া ব্রজসুন্দরীর নিকট হইতে পাইতেন। গৃহমধ্যে বড় গিন্নির অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল বই মন্দ নহে, কারণ, পূর্ব্বেই বলিয়াছি শশিভূষণ স্নেহবশে এবং নানা বিবেচনায় রাসমণিকে বরঞ্চ অনেক সময় অধিক পক্ষপাত দেখাইতেন।

শশিভূষণের মুখে যদিও তাঁহার সহজ প্রফুল্ল হাস্যের বিরাম ছিল না কিন্তু গোপন অসুখে তিনি প্রতিদিন কৃশ হইয়া যাইতেছিলেন। আর কেহ তাহা ততটা লক্ষ্য করে নাই, কেবল দাদার মুখ দেখিয়া রাধার চক্ষে নিদ্রা ছিল না। অনেক সময়ে গভীর রাত্রে রাসমণি জাগ্রৎ হইয়া দেখিত, গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া অশান্তভাবে রাধা এপাশ ওপাশ করিতেছে।

রাধামুকুন্দ অনেক সময় শশিভূষণকে গিয়া আশ্বাস দিত, "তোমার কোন ভাবনা নাই দাদা। তোমার পৈতৃক বিষয় আমি ফিরাইয়া আনিব—কিছুতেই ছাড়িয়া দিব না। বেশী দিন দেরীও নাই।"

বাস্তবিক বেশী দিন দেরীও হইল না। শশিভূষণের সম্পত্তি যে ব্যক্তি নিলামে খরিদ করিয়াছিল, সে ব্যবসায়ী লোক, জমিদারীর কাজে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। সম্মানের প্রত্যাশায় কিনিয়াছিল, কিন্তু ঘর হইতে সদর খাজনা দিতে হইত—এক পয়সা মুনফা পাইত না। রাধামুকুন্দ বৎসরের মধ্যে দুই একবার লাঠিয়াল লইয়া লুঠপাট করিয়া খাজনা আদায় করিয়া আনিত। প্রজারাও তাহার বাধ্য ছিল। অপেক্ষাকৃত নিম্নজাতীয় ব্যবসাজীবী জমিদারকে তাহারা মনে মনে ঘৃণা করিত, এবং রাধামুকুন্দের পরামর্শে ও সাহায্যে সর্ব্বপ্রকারেই তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল।

অবশেষে সে বেচারা বিস্তর মোকদ্দমা-মামলা করিয়া বারবার অকৃতকার্য্য হইয়া এই ঝঞ্ঝাট হাত হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠিল। সামান্য মূল্যে রাধামুকুন্দ সেই পূর্ব্ব সম্পত্তি পুনর্ব্বার কিনিয়া লইলেন। লেখায় যত অল্পদিন মনে হইল আসলে ততটা নয়। ইতিমধ্যে প্রায় দশবৎসর উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। দশবৎসর পূর্ব্বে শশিভূষণ যৌবনের সর্ব্বপ্রান্তে প্রৌঢ় বয়সের আরম্ভভাগে ছিলেন কিন্তু এই আট দশ বৎসরের মধ্যেই তিনি যেন অন্তররুদ্ধ মানসিক উত্তাপের বাষ্পযানে চড়িয়া একেবারে সবেগে বার্দ্ধক্যের মাঝখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। পৈতৃক সম্পত্তি যখন ফিরিয়া পাইলেন, তখন কি জানি কেন, আর তেমন প্রফুল্ল হইতে পারিলেন না। বহুদিন

Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

অব্যবহারে হৃদয়ের বীণাযন্ত্র বোধ করি বিকল হইয়া গিয়াছে, এখন সহস্রবার তার টানিয়া বাঁধিলেও ঢিলা হইয়া নামিয়া যায়—সে সুর আর কিছুতেই বাহির হয় না।

গ্রামের লোকেরা বিস্তর আনন্দ প্রকাশ করিল। তাহারা একটা ভোজের জন্য শশিভূষণকে গিয়া ধরিল। শশিভূষণ রাধামুকুন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বল ভাই ?"

রাধামুকুন্দ বলিলেন "অবশ্য শুভদিনে আনন্দ করিতে হইবে বৈ কি !"

গ্রামে এমন ভোজ বহুকাল হয় নাই। গ্রামের ছোট বড় সকলেই খাইয়া গেল। ব্রাহ্মণেরা দক্ষিণা এবং দুঃখিকাঙালগণ পয়সা ও কাপড় পাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেল।

শীতের আরম্ভে গ্রামে তখন সময়টা খারাপ ছিল; তাহার উপরে শশিভূষণ পরিবেশনাদি বিবিধ কার্য্যে তিন চারি দিন বিস্তর পরিশ্রম এবং অনিয়ম করিয়াছিলেন, তাঁহার ভগ্ন শরীরে আর সহিল না—তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন। অন্যান্য দুরূহ উপসর্গের সহিত কম্প দিয়া জ্বর আসিল—বৈদ্য মাথা নাড়িয়া কহিল "বড় শক্ত ব্যাধি।"

রাত্রি দুই তিন প্রহরের সময় রোগীর ঘর হইতে সকলকে বাহির করিয়া দিয়া রাধামুকুন্দ কহিলেন "দাদা, তোমার অবর্ত্তমানে বিষয়ের অংশ কাহাকে কিরূপ দিব সেই উপদেশ দিয়া যাও।"

শশিভূষণ কহিলেন "ভাই, আমার কি আছে যে কাহাকে দিব !"

রাধামুকুন্দ কহিলেন "সবই ত তোমার !"

শশিভূষণ উত্তর দিলেন "এককালে আমার ছিল, এখন আমার নহে।"

রাধামুকুন্দ অনেক ক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। বসিয়া বসিয়া শয্যার এক অংশের চাদর দুই হাত দিয়া বারবার সমান করিয়া দিতে লাগিল। শশিভূষণের শ্বাসক্রিয়া কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল।

রাধামুকুন্দ তখন শয্যাপ্রান্তে উঠিয়া বসিয়া রোগীর পা দু'টি ধরিয়া কহিল "দাদা, আমি যে মহাপাতকের কাজ করিয়াছি, তাহা তোমাকে বলি, আর ত সময় নাই।"

শশিভূষণ কোন উত্তর করিলেন না—রাধামুকুন্দ বলিয়া গেলেন—সেই স্বাভাবিক শান্তভাব এবং ধীরে ধীরে কথা,কেবল মাঝে মাঝে এক একটা দীর্ঘনিশ্বাস উঠিতে লাগিল। "দাদা, আমার ভাল করিয়া বলিবার ক্ষমতা নাই। মনের যথার্থ যে ভাব সে অন্তর্যামী জানেন, আর পৃথিবীতে যদি কেহ বুঝিতে পারে ত হয় ত তুমি পারিবে! বালককাল হইতে তোমাতে আমাতে অন্তরে প্রভেদ ছিল না, কেবল বাহিরে প্রভেদ। কেবল এক প্রভেদ ছিল, তুমি ধনী আমি দরিদ্র। যখন দেখিলাম সেই সামান্য সূত্রে তোমাতে আমাতে বিচ্ছেদের সম্ভাবনা ক্রমশই গুরুতর হইয়া উঠিতেছে, তখন আমিই সে প্রভেদ লোপ করিয়াছিলাম। আমিই সদর খাজনা লুঠ করাইয়া তোমার সম্পত্তি নিলাম করাইয়াছিলাম।"

শশিভূষণ তিলমাত্র বিস্ময়ের ভাব প্রকাশ না করিয়া ঈষৎ হাসিয়া মৃদুস্বরে রুদ্ধ উচ্চারণে কহিলেন, "ভাই ভালই করিয়াছিলে। কিন্তু যেজন্য এত করিলে তাহা কি সিদ্ধ হইল ? কাছে কি রাখিতে পারিলে ? দয়াময় হরি !" বলিয়া প্রশান্ত মৃদু হাস্যের উপরে দুই চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

রাধামুকুন্দ তাঁহার দুই পায়ের নীচে মাথা রাখিয়া কহিল "দাদা, মাপ করিলে ত।"

শশিভূষণ তাহাকে কাছে ডাকিয়া তাহার হাত ধরিয়া কহিলেন "ভাই, তবে শোন। এ কথা আমি প্রথম হইতেই জানিতাম। তুমি যাহাদের সহিত ষড়যন্ত্র করিয়াছিলে তাহারাই

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছে। আমি তখন হইতে তোমাকে মাপ করিয়াছি।”

রাধামুকুন্দ দুই করতলে লজ্জিত মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ পরে কহিল—“দাদা, মাপ যদি করিয়াছ, তবে তোমার সম্পত্তি তুমি গ্রহণ কর। রাগ করিয়া ফিরাইয়া দিয়োনা।”

শশিভূষণ উত্তর দিতে পারিলেন না—তখন তাঁহার বাক্‌রোধ হইয়াছে—রাধামুকুন্দ মুখের দিকে অনিমেষ দৃষ্টি স্থাপিত করিয়া একবার দক্ষিণ হস্ত তুলিলেন। তাহাতে কি বুঝাইল বলিতে পারি না। বোধ করি রাধামুকুন্দ বুঝিয়া থাকিবে।

—:*:—

কাবুলিওয়ালা।

আমার পাঁচ বছর বয়সের ছোট মেয়ে মিনি এক দণ্ড কথা না কহিয়া থাকিতে পারে না। পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভাষা শিক্ষা করিতে সে কেবল একটি বৎসর কাল ব্যয় করিয়াছিল, তাহার পর হইতে যতক্ষণ সে জাগিয়া থাকে এক মুহূর্ত্ত মৌনভাবে নষ্ট করে না। তাহার মা অনেক সময় ধমক দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দেয়, কিন্তু আমি তাহা পারি না। মিনি চুপ করিয়া থাকিলে এমনি অস্বাভাবিক দেখিতে হয় যে সে আমার বেশীক্ষণ সহ্য হয় না। এই জন্য আমার সঙ্গে তাহার কথোপকথনটা কিছু উৎসাহের সহিত চলে।

সকাল বেলায় আমার নভেলের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে হাত দিয়াছি এমন সময় মিনি আসিয়াই আরম্ভ করিয়া দিল, “বাবা, রামদয়াল দরোয়ান কাককে কৌয়া বল্‌ছিল, সে কিচ্ছু জানে না। না?”

আমি, পৃথিবীতে ভাষার বিভিন্নতা সম্বন্ধে তাহাকে জ্ঞানদান করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বেই সে দ্বিতীয় প্রসঙ্গে উপনীত হইল। “দেখ বাবা, ভোলা বল্‌ছিল আকাশে হাতি শুঁড় দিয়ে জল ফেলে তাই বৃষ্টি হয়। মাগো, ভোলা এত মিছিমিছি বক্‌তে পারে! কেবলি বকে, দিন-রাত বকে!”

এ সম্বন্ধে আমার মতামতের জন্য কিছুমাত্র অপেক্ষা না করিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল “বাবা, মা তোমার কে হয়?”

মনে মনে কহিলাম, শ্যালিকা; মুখে কহিলাম “মিনি, তুই ভোলার সঙ্গে খেলা করগে যা! আমার এখন কাজ আছে!”

সে তখন আমার লিখিবার টেবিলের পার্শ্বে আমার পায়ের কাছে বসিয়া নিজের দুই হাঁটু এবং হাত লইয়া অতি দ্রুত উচ্চারণে আগ্‌ডুম্ বাগ্‌ডুম্ খেলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। আমার সপ্তদশ পরিচ্ছেদে প্রতাপ সিংহ তখন কাঞ্চন-মালাকে লইয়া অন্ধকার রাত্রে কারাগারের উচ্চ বাতায়ন হইতে নিম্নবর্ত্তী নদীর জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িতেছেন।

আমার ঘর পথের ধারে। হঠাৎ মিনি আগ্‌ডুম্ বাগ্‌ডুম্ খেলা রাখিয়া জানালার ধারে ছুটিয়া গেল এবং চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল “কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা!”

ময়লা ঢিলা কাপড় পরা, পাগ্‌ড়ি মাথায়, ঝুলি ঘাড়ে, হাতে গোটা দুইচার আঙুরের বাক্স, এক লম্বা কাবুলিওয়ালা মৃদুমন্দ গমনে পথ দিয়া যাইতেছিল, তাহাকে দেখিয়া আমার কন্যারত্নের কিরূপ ভাবোদয় হইল বলা শক্ত, তাহাকে ঊর্দ্ধস্বরে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিল। আমি ভাবিলাম, এখনি ঝুলি ঘাড়ে একটা আপদ

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

আসিয়া উপস্থিত হইবে, আমার সপ্তদশ পরিচ্ছেদ আর শেষ হইবে না।

কিন্তু মিনির চীৎকারে যেমনি কাবুলিওয়ালা হাসিয়া মুখ ফিরাইল এবং আমাদের বাড়ির দিকে আসিতে লাগিল, অমনি সে ঊর্দ্ধশ্বাসে অন্তঃপুরে দৌড় দিল, তাহার আর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার মনের মধ্যে একটা অন্ধ বিশ্বাসের মত ছিল যে ঐ ঝুলিটার ভিতরে সন্ধান করিলে তাহার মত দুটো চারটে জীবিত মানবসন্তান পাওয়া যাইতে পারে।

এদিকে কাবুলিওয়ালা আসিয়া সহাস্যে আমাকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল—আমি ভাবিলাম, যদিচ প্রতাপ সিংহ এবং কাঞ্চনমালার অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটাপন্ন,তথাপি লোকটাকে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া তাহার কাছ হইতে কিছু না কেনাটা ভাল হয় না।

কিছু কেনা গেল। তাহার পর পাঁচটা কথা আসিয়া পড়িল। আবদর রহমান, রুষ, ইংরাজ প্রভৃতিকে লইয়া সীমান্তরক্ষানীতি সম্বন্ধে গল্প চলিতে লাগিল।

অবশেষে উঠিয়া যাইবার সময় সে জিজ্ঞাসা করিল,বাবু, তোমার লড়কী কোথা গেল।

আমি মিনির অমূলক ভয় ভাঙ্গাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া আনিলাম—সে আমার গা ঘেঁষিয়া কাবুলির মুখ এবং ঝুলির দিকে সন্দিগ্ধনেত্রক্ষেপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাবুলি ঝুলির মধ্য হইতে কিস্‌মিস্ খোবানি বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেল, সে কিছুতেই লইল না, দ্বিগুণ সন্দেহের সহিত আমার হাঁটুর কাছে সংলগ্ন হইয়া রহিল। প্রথম পরিচয়টা এমনি ভাবে গেল।

কিছুদিন পরে একদিন সকাল বেলায় আবশ্যকবশতঃ বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় দেখি, আমার দুহিতাটি দ্বারের সমীপস্থ বেঞ্চির উপর বসিয়া অনর্গল কথা কহিয়া যাইতেছে এবং কাবুলিওয়ালা তাহার পদতলে বসিয়া সহাস্য মুখে শুনিতেছে এবং মধ্যেমধ্যে প্রসঙ্গক্রমে নিজের মতামতও দো-আঁস্‌লা বাঙ্গালায় ব্যক্ত করিতেছে। মিনির পঞ্চবর্ষীয় জীবনের অভিজ্ঞতায় বাবা ছাড়া এমন ধৈর্য্যবান শ্রোতা সে কখনো পায় নাই। আবার দেখি, তাহার ক্ষুদ্র আঁচল বাদাম কিস্‌মিসে পরিপূর্ণ। আমি কাবুলিওয়ালাকে কহিলাম, উহাকে এ সব কেন দিয়াছ? অমন আর দিয়োনা। বলিয়া পকেট হইতে একটা আধুলি লইয়া তাহাকে দিলাম। সে অসঙ্কোচে আধুলি গ্রহণ করিয়া ঝুলিতে পূরিল।

বাড়িতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি, সেই আধুলিটি লইয়া ষোল আনা গোলযোগ বাধিয়া গেছে।

মিনির মা একটা শ্বেত চক্‌চকে গোলাকার পদার্থ লইয়া ভর্ৎসনায় স্বরে মিনিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,"তুই এ আধুলি কোথায় পেলি?"

মিনি বলিতেছে "কাবুলিওয়ালা দিয়েছে।"

তাহার মা বলিতেছেন ",কাবুলিওয়ালার কাছ হইতে আধুলি তুই কেন নিতে গেলি!"

মিনি ক্রন্দনের উপক্রম করিয়া কহিল, "আমি চাইনি,সে আপনি দিল!"

আমি আসিয়া মিনিকে তাহার আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া বাহিরে লইয়া গেলাম।

সংবাদ পাইলাম, কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির এই যে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ তাহা নহে, ইতিমধ্যে সে প্রায় প্রত্যহ আসিয়া পেস্তা বাদাম ঘুষ দিয়া মিনির ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু অনেকটা অধিকার করিয়া লইয়াছে।

দেখিলাম, এই দুটি বন্ধুর মধ্যে গুটিকতক বাঁধা কথা এবং ঠাট্টা প্রচলিত আছে—যথা,রহমৎকে দেখিবামাত্র আমার কন্যা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিত "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা, তোমার ও ঝুলির ভিতর কি?"

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

রহমৎ একটা অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর করিত "হাঁতি।" অর্থাৎ তাহার ঝুলির ভিতরে যে একটা হস্তী আছে এইটেই তাহার পরিহাসের সূক্ষ্ম মর্ম্ম।—খুব যে বেশী সূক্ষ্ম তাহা বলা যায় না, তথাপি এই পরিহাসে উভয়েই বেশ একটু কৌতুক অনুভব করিত—এবং শরৎকালের প্রভাতে একটি বয়স্ক এবং একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক শিশুর সরল হাস্য দেখিয়া আমারও বেশ লাগিত।

উহাদের মধ্যে আরো একটা কথা প্রচলিত ছিল। রহমৎ মিনিকে বলিত "খোঁকী,তোমি সসুর-বাড়ি কখুনু যাবে না!"

বাঙ্গালীর ঘরের মেয়ে আজন্মকাল "শ্বশুর-বাড়ি" শব্দটার সহিত পরিচিত, কিন্তু আমরা কিছু এ-কেলে ধরণের লোক হওয়াতে শিশু মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে সজ্ঞান করিয়া তোলা হয় নাই। এই জন্য রহমতের অনুরোধটা সে পরিষ্কার বুঝিতে পারিত না, অথচ কথাটার একটা কোন জবাব না দিয়া চুপ করিয়া থাকা নিতান্ত তাহার স্বভাববিরুদ্ধ, সে উল্টিয়া জিজ্ঞাসা করিত "তুমি শ্বশুর-বাড়ি যাবে?"

রহমৎ কাল্পনিক শ্বশুরের প্রতি প্রকাণ্ড মোটা মুষ্টি আস্ফালন করিয়া বলিত "হামি সসুরকে মারবে।"

শুনিয়া মিনি শ্বশুর নামক কোন এক অপরিচিত জীবের দুরবস্থা কল্পনা করিয়া অত্যন্ত হাসিত।

এখন শুভ্র শরৎকাল। প্রাচীনকালে এই সময়েই রাজারা দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেন। আমি কলিকাতা ছাড়িয়া কখন কোথাও যাই নাই, কিন্তু সেই জন্যই আমার মনটা পৃথিবীময় ঘুরিয়া বেড়ায়। আমি যেন আমার ঘরের কোণে চিরপ্রবাসী, বাহিরের পৃথিবীর জন্য আমার সর্ব্বদা মন কেমন করে। একটা বিদেশের নাম শুনিলেই অমনি আমার চিত্ত ছুটিয়া যায়, তেমন বিদেশী লোক দেখিলেই অমনি নদী পর্ব্বত অরণ্যের মধ্যে একটা কুটিরের দৃশ্য মনে উদয় হয়, এবং একটা উল্লাসপূর্ণ স্বাধীন জীবনযাত্রার কথা কল্পনায় জাগিয়া উঠে।

এদিকে আবার আমি এমনি উদ্ভিজ্জ প্রকৃতি যে আমার কোণটুকু ছাড়িয়া একবার বাহির হইতে গেলে মাথায় বজ্রাঘাত হয়। এই জন্য সকালবেলায় আমার ছোট ঘরে টেবিলের সামে বসিয়া এই কাবুলির সঙ্গে গল্প করিয়া আমার অনেকটা ভ্রমণের কাজ হইত। দুইধারে বন্ধুর দুর্গম দগ্ধ রক্তবর্ণ উচ্চ গিরিশ্রেণী, মধ্যে সঙ্কীর্ণ মরুপথ, বোঝাই-করা উষ্ট্রের শ্রেণী চলিয়াছে; পাগ্‌ড়ি-পরা বণিক ও পথিকেরা কেহ বা উটের পরে কেহ বা পদব্রজে, কাহারো হাতে বর্ষা, কাহারো হাতে সেকেলে চকমকি-ঠোকা বন্দুক; কাবুলি মেঘমন্দ্রস্বরে ভাঙ্গা বাঙ্গালায় স্বদেশের গল্প করিত, আর এই ছবি আমার চখের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইত।

মিনির মা অত্যন্ত শঙ্কিতস্বভাবের লোক। রাস্তায় একটা শব্দ শুনিলেই তাঁহার মনে হয় পৃথিবীর সমস্ত মাতাল আমাদের বাড়িটাই বিশেষ লক্ষ্য করিয়া ছুটিয়া আসিতেছে। এই পৃথিবীটা যে সর্ব্বত্রই চোর ডাকাত মাতাল সাপ বাঘ ম্যালেরিয়া শুঁয়াপোকা আরসোলা এবং গোরার দ্বারা পরিপূর্ণ, এত দিন (খুব বেশী দিন নহে) পৃথিবীতে বাস করিয়াও সে বিভীষিকা তাঁহার মন হইতে দূর হইয়া যায় নাই।

রহমৎ কাবুলিওয়ালা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলেন না। তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য তিনি আমাকে বারবার অনুরোধ করিয়াছেন। আমি তাঁহার সন্দেহ হাসিয়া উড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিলে তিনি পর্য্যায়ক্রমে আমাকে গুটিকতক প্রশ্ন করিলেন—কখনো কি কাহারো ছেলে চুরি যায় না? কাবুলদেশে কি

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

দাস-ব্যবসায় প্রচলিত নাই? এক জন প্রকাণ্ড কাবুলির পক্ষে একটি ছোট ছেলে চুরি করিয়া লইয়া যাওয়া কি একেবারেই অসম্ভব?

আমাকে মানিতে হইল ব্যাপারটা যে অসম্ভব তাহা নহে কিন্তু অবিশ্বাস্য। বিশ্বাস করিবার শক্তি সকলের সমান নহে, এই জন্য আমার স্ত্রীর মনে ভয় রহিয়া গেল। কিন্তু তাই বলিয়া বিনা দোষে রহমৎকে আমাদের বাড়িতে আসিতে নিষেধ করিতে পারিলাম না।

প্রতি বৎসর মাঘ মাসের মাঝামাঝি রহমৎ দেশে চলিয়া যায়। এই সময়টা সমস্ত পাওনার টাকা আদায় করিবার জন্য সে বড় ব্যস্ত থাকে। বাড়ি বাড়ি ফিরিতে হয় কিন্তু তবু একবার মিনিকে দর্শন দিয়া যায়। দেখিলে বাস্তবিক মনে হয় উভয়ের মধ্যে যেন একটা ষড়যন্ত্র চলিতেছে। সকালে যে দিন আসিতে পারে না, সে দিন দেখি সন্ধ্যারসময় আসিয়াছে; অন্ধকারে ঘরের কোণে সেই ঢিলেঢালা জামা-পায়জামা-পরা সেই ঝোলা-ঝুলিওয়ালা লম্বা লোকটাকে দেখিলে বাস্তবিক হঠাৎ মনের ভিতরে একটা আশঙ্কা উপস্থিত হয়।

কিন্তু যখন দেখি মিনি "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা" করিয়া হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসে এবং দুই অসমবয়সী বন্ধুর মধ্যে পুরাতন সরল পরিহাস চলিতে থাকে তখন সমস্ত হৃদয় প্রসন্ন হইয়া উঠে।

একদিন সকালে আমার ছোট ঘরে বসিয়া প্রুফ্ শিট্ সংশোধন করিতেছি। বিদায় লইবার পূর্ব্বে আজ দুই তিন দিন হইতে শীতটা খুব কন্কনে হইয়া উঠিয়াছে, চারিদিকে একেবারে হীহীকার পড়িয়া গেছে। জানালা ভেদ করিয়া সকালের রৌদ্রটি টেবিলের নীচে আমার পায়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে, সেই উত্তাপটুকু বেশ মধুর বোধ হইতেছে। বেলা বোধ করি আটটা হইবে—মাথায় গলাবন্দ জড়ানো উষাচরগণ প্রাতর্ভ্রমণ সমাধা করিয়া প্রায় সকলে ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছে। এমন সময় রাস্তায় ভারি একটা গোল শুনা গেল।

চাহিয়া দেখি, আমাদের রহমৎকে দুই পাহারাওয়ালা বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছে—তাহার পশ্চাতে কৌতূহলী ছেলের দল চলিয়াছে। রহমতের গাত্রবস্ত্রে রক্তচিহ্ন, এবং এক জন পাহারাওয়ালার হাতে রক্তাক্ত ছোরা। আমি দ্বারের বাহিরে গিয়া পাহারাওয়ালাকে দাঁড় করাইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম ব্যাপারটা কি?

কিয়দংশ তাহার কাছে কিয়দংশ রহমতের কাছে শুনিয়া জানিলাম যে আমাদের প্রতিবেশী একজন লোক রামপুরী চাদরের জন্য রহমতের কাছে কিঞ্চিৎ ধারিত—মিথ্যাপূর্ব্বক সেই দেনা সে অস্বীকার করে, এবং তাহাই লইয়া বচসা করিতে করিতে রহমৎ তাহাকে এক ছুরি বসাইয়া দিয়াছে।

রহমৎ সেই মিথ্যাবাদীর উদ্দেশে নানা রূপ অশ্রাব্যগালি দিতেছে এমন সময়ে "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা" করিয়া ডাকিতে ডাকিতে মিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রহমতের মুখ মুহূর্ত্তের মধ্যে কৌতুক হাস্যে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তাহার স্কন্ধে আজ ঝুলি ছিল না সুতরাং ঝুলি সম্বন্ধে তাহাদের অভ্যস্ত আলোচনা হইতে পারিল না—মিনি একেবারেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি শ্বশুরবাড়ি যাবে?"

রহমৎ হাসিয়া কহিল "সিখানেই যাচ্ছে!"

দেখিল উত্তরটা মিনির হাস্যজনক হইল না, তখন হাত দেখাইয়া বলিল—সম্বুরাকে মারিতাম কিন্তু কি করিব হাত বাঁধা।

সাংঘাতিক আঘাত করা অপরাধে কয়েক বৎসর রহমতের কারাদণ্ড হইল।

তাহার কথা একপ্রকার ভুলিয়া গেলাম।

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

আমরা যখন ঘরে বসিয়া চিরাভ্যস্তমত নিত্য কাজের মধ্যে দিনের পর দিন কাটাইতাম তখন একজন স্বাধীন পর্ব্বতচারী পুরুষ কারাপ্রাচীরের মধ্যে যে কেমন করিয়া বর্ষযাপন করিতেছে তাহা আমাদের মনেও উদয় হইত না।

আর, চঞ্চল-হৃদয়া মিনির আচরণ যে অত্যন্ত লজ্জাজনক তাহা তাহার বাপকেও স্বীকার করিতে হয়। সে স্বচ্ছন্দে তাহার পুরাতন বন্ধুকে বিস্মৃত হইয়া প্রথমে নবী সহিসের সহিত সখ্য স্থাপন করিল। পরে ক্রমে যত তাহার বয়স বাড়িয়া উঠিতে লাগিল ততই সখার পরিবর্ত্তে একটি একটি করিয়া সখী জুটিতে লাগিল। এমন কি এখন তাহার বাবার লিখিবার ঘরেও তাহাকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আমি ত তাহার সহিত এক প্রকার আড়ি করিয়াছি।

কত বৎসর কাটিয়া গেল। আর একটি শরৎকাল আসিয়াছে। আমার মিনির বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে। পূজার ছুটির মধ্যেই তাহার বিবাহ হইবে। কৈলাসবাসিনীর সঙ্গে সঙ্গে আমার ঘরের আনন্দময়ী পিতৃভবন অন্ধকার করিয়া পতিগৃহে যাত্রা করিবে।

প্রভাতটি অতি সুন্দর হইয়া উদয় হইয়াছে। বর্ষার পরে এই শরতের নূতনধৌত রৌদ্র যেন সোহাগায়-গলানো নির্ম্মল সোণার মত রং ধরিয়াছে। এমন কি, কলিকাতার গলির ভিতরকার ইষ্টক-জর্জ্জর অপরিচ্ছন্ন ঘেঁষাঘেঁষি বাড়িগুলার উপরেও এই রৌদ্রের আভা একটা অপরূপ লাবণ্য বিস্তার করিয়াছে।

আমার ঘরে আজ রাত্রিশেষ হইতে না হইতে সানাই বাজিতেছে। সে বাঁশি যেন আমার বুকের পঞ্জরের হাড়ের মধ্য হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাজিয়া উঠিতেছে। করুণ ভৈরবী রাগিণীতে আমার আসন্ন বিচ্ছেদব্যথাকে শরতের রৌদ্রের সহিত সমস্ত বিশ্বজগৎময় ব্যাপ্ত করিয়া দিতেছে। আজ আমার মিনির বিবাহ।

সকাল হইতে ভারি গোলমাল, লোকজনের আনাগোনা। উঠানে বাঁশ বাঁধিয়া পাল খাটানো হইতেছে; বাড়ির ঘরেঘরে এবং বারান্দায় ঝাড় টাঙ্গাইবার ঠুংঠাং শব্দ উঠিতেছে; হাঁক-ডাকের সীমা নাই।

আমি আমার লিখিবার ঘরে বসিয়া হিসাব দেখিতেছি, এমন সময় রহমৎ আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

আমি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। তাহার সে ঝুলি নাই, তাহার সে লম্বা চুল নাই, তাহার শরীরে পূর্ব্বের মত সে তেজ নাই। অবশেষে তাহার হাসি দেখিয়া তাহাকে চিনিলাম।

কহিলাম, কিরে রহমৎ, কবে আসিলি?

সে কহিল, কাল সন্ধ্যাবেলা জেল হইতে খালাস পাইয়াছি।

কথাটা শুনিয়া কেমন কানে খট্ করিয়া উঠিল। কোন খুনীকে কখন প্রত্যক্ষ দেখি নাই, ইহাকে দেখিয়া সমস্ত অন্তঃকরণ যেন সঙ্কুচিত হইয়া গেল। আমার ইচ্ছা করিতে লাগিল আজিকার এই শুভদিনে এ লোকটা এখান হইতে গেলেই ভাল হয়।

আমি তাহাকে কহিলাম, আজ আমাদের বাড়িতে একটা কাজ আছে আমি কিছু ব্যস্ত আছি, তুমি আজ যাও।—

কথাটা শুনিয়াই সে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, অবশেষে দরজার কাছে গিয়া একটু ইতস্তত করিয়া কহিল খোঁখীকে একবার দেখিতে পাইব না?

তাহার মনে বুঝি বিশ্বাস ছিল, মিনি সেই ভাবেই আছে। সে যেন মনে করিয়াছিল, মিনি আবার সেই পূর্ব্বের মত "কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা" করিয়া ছুটিয়া আসিবে, তাহা-

দের সেই অত্যন্ত কৌতুকাবহ পুরাতন হাস্যালাপের কোনরূপ ব্যত্যয় হইবে না। এমন কি, পূর্ব্ববন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া সে একবাক্স আঙুর এবং কাগজের মোড়কে কিঞ্চিৎ কিস্‌মিস্ বাদাম বোধ করি কোন স্বদেশীয় বন্ধুর নিকট হইতে চাহিয়াচিন্তিয়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল—তাহার সে নিজের ঝুলিটি আর ছিল না।

আমি কহিলাম—আজ বাড়িতে কাজ আছে, আজ আর কাহারো সহিত দেখা হইতে পারিবে না।

সে যেন কিছু ক্ষুণ্ণ হইল। স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া একবার স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, তার পরে—"বাবু সেলাম্" বলিয়া দ্বারের বাহির হইয়া গেল।

আমার মনে কেমন একটু ব্যথা বোধ হইল। মনে করিতেছি তাহাকে ফিরিয়া ডাকিব, এমন সময়ে দেখি সে আপনি ফিরিয়া আসিতেছে।

কাছে আসিয়া কহিল, এই আঙ্গুর এবং কিঞ্চিৎ কিস্‌মিস্ বাদাম খোঁখীর জন্য আনিয়াছিলাম, তাহাকে দিবেন।

আমি সেগুলি লইয়া দাম দিতে উদ্যত হইলে সে হঠাৎ আমার হাত চাপিয়া ধরিল,—কহিল—আপনার বহুৎ দয়া, আমার চিরকাল স্মরণ থাকিবে—আমাকে পয়সা দিবেন না।—

বাবু, তোমার যেমন একটি লড়্‌কী আছে তেমনি দেশে আমারও একটি লড়্‌কী আছে। আমি তাহারই মুখখানি স্মরণ করিয়া তোমার খোঁখীর জন্য কিছু কিছু মেওয়া হাতে লইয়া আসি, আমি ত সওদা করিতে আসি না।—

এই বলিয়া সে আপনার মস্ত ঢিলা জামাটার ভিতর হাত চালাইয়া দিয়া বুকের কাছে কোথা হইতে এক টুক্‌রা ময়লা কাগজ বাহির করিল। বহু সযত্নে ভাঁজ খুলিয়া দুই হস্তে আমার টেবিলের উপর মেলিয়া ধরিল।

দেখিলাম কাগজের উপর একটি ছোট হাতের ছাপ। ফোটগ্রাফ নহে, তেলের ছবি নহে, হাতে খানিকটা ভুষা মাখাইয়া কাগজের উপরে তাহারই চিহ্ন ধরিয়া লইয়াছে। কন্যার এই স্মরণচিহ্নটুকু বুকের কাছে লইয়া রহমৎ প্রতিবৎসর কলিকাতার রাস্তায় মেওয়া বেচিতে আসে—যেন সেই সুকোমল ক্ষুদ্র শিশুহস্তটুকুর স্পর্শখানি তাহার বিরাট বিরহী-বক্ষের মধ্যে সুধা-সঞ্চার করিয়া রাখে।

দেখিয়া আমার চোক ছল্‌ছল্ করিয়া আসিল। তখন সে যে একজন কাবুলি মেওয়াওয়ালা, আর আমি যে একজন বাঙ্গালী সম্ভ্রান্তবংশীয় তাহা ভুলিয়া গেলাম—তখন বুঝিতে পারিলাম, সেও যে আমিও সে; সেও পিতা আমিও পিতা। তাহার পর্ব্বতগৃহবাসিনী ক্ষুদ্র পার্ব্বতীর সেই হস্তচিহ্ন আমারই মিনিকে স্মরণ করাইয়া দিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে অন্তঃপুর হইতে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। অন্তঃপুরে ইহাতে অনেক আপত্তি উঠিয়াছিল কিন্তু আমি কিছুতে কর্ণপাত করিলাম না। রাঙা চেলিপরা কপালে চন্দন আঁকা বধূবেশিনী মিনি সলজ্জভাবে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহাকে দেখিয়া কাবুলিওয়ালা প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল, তাহাদের পুরাতন আলাপ জমাইতে পারিল না। অবশেষে হাসিয়া কহিল —খোঁখী, তোমি সসুর-বাড়ি যাবিস্?"

মিনি এখন শ্বশুর-অর্থ বোঝে, এখন আর সে পূর্ব্বের মত উত্তর দিতে পারিল না—রহমতের প্রশ্ন শুনিয়া লজ্জায় আরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির যে দিন প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমার সেই দিনের কথা মনে পড়িল। মনটা কেমন ব্যথিত হইয়া উঠিল।

মিনি চলিয়া গেলে একটা গভীর দীর্ঘ

নিশ্বাস ফেলিয়া রহমৎ মাটিতে বসিয়া পড়িল। সে হঠাৎ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল তাহার মেয়েটিও ইতিমধ্যে এইরূপ বড় হইয়াছে, তাহার সঙ্গেও আবার নূতন আলাপ করিতে হইবে—তাহাকে ঠিক পূর্ব্বের মত তেমনটি আর পাইবে না। এ আট বৎসরে তাহার কি হইয়াছে তাই বা কে জানে। সকাল বেলায় শরতের স্নিগ্ধ রৌদ্র-কিরণের মধ্যে সানাই বাজিতে লাগিল, রহমৎ কলিকাতার এক গলির ভিতরে বসিয়া আফগানিস্থানের এক মরুপর্ব্বতের দৃশ্য দেখিতে লাগিল।

আমি একখানি নোট লইয়া তাহাকে দিলাম। বলিলাম, রহমৎ তুমি দেশে তোমার মেয়ের কাছে ফিরিয়া যাও; তোমাদের মিলন-সুখে আমার মিনির কল্যাণ হৌক্।

এই টাকাটা দান করিয়া, হিসাব হইতে উৎসব-সমারোহের দুটো একটা অঙ্গ ছাঁটিয়া দিতে হইল। যেমন মনে করিয়াছিলাম তেমন করিয়া ইলেক্ট্রিক আলো জ্বালাইতে পারিলাম না, গড়ের বাদ্যও আসিল না, অন্তঃপুরে মেয়েরা অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কিন্তু মঙ্গল আলোকে আমার শুভ উৎসব উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

রাম কানাইয়ের

নির্ব্বুদ্ধিতা।

যাহারা বলে, গুরুচরণের মৃত্যুকালে তাঁহার দ্বিতীয়পক্ষের সংসারটি অন্তঃপুরে বসিয়া তাস খেলিতেছেন, তাহারা বিশ্বনিন্দুক, তাহারা তিলকে তাল করিয়া তোলে। আসলে গৃহিণী তখন এক পায়ের উপর বসিয়া দ্বিতীয় পায়ের হাঁটু চিবুক পর্য্যন্ত উত্থিত করিয়া কাঁচাতেঁতুল, কাঁচা লঙ্কা, এবং চিংড়িমাছের ঝাল চচ্চড়ি দিয়া অত্যন্ত মনোযোগের সহিত পান্তভাত খাইতেছিলেন। বাহির হইতে যখন ডাক পড়িল তখন স্তূপীকৃত চর্ব্বিত ডাটা এবং নিঃশেষিত অন্নপাত্রটি ফেলিয়া গম্ভীর মুখে কহিলেন "দুটো পান্তভাত যে মুখে দেব তারও সময় পাওয়া যায় না।"

এদিকে ডাক্তার যখন জবাব দিয়া গেল তখন গুরুচরণের ভাই রামকানাই রোগীর পার্শ্বে বসিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন "দাদা যদি তোমার উইল করিবার ইচ্ছা থাকে ত বল।" গুরুচরণ ক্ষীণস্বরে বলিলেন "আমি বলি, তুমি লিখিয়া লও।" রামকানাই কাগজ কলম লইয়া প্রস্তুত হইলেন। গুরুচরণ বলিয়া গেলেন "আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত বিষয় সম্পত্তি আমার ধর্ম্মপত্নী শ্রীমতী বরদাসুন্দরীকে দান করিলাম।" রামকানাই লিখিলেন—কিন্তু লিখিতে তাঁহার কলম সরিতেছিল না। তাঁহার বড় আশা ছিল, তাঁহার একমাত্র পুত্র নবদ্বীপ অপুত্রক জ্যাঠামহাশয়ের সমস্ত বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে। যদিও দুই ভাইয়ে পৃথগন্ন ছিলেন তথাপি এই আশায় নবদ্বীপের মা নবদ্বীপকে কিছুতেই চাকরি করিতে দেন নাই—এবং সকাল সকাল বিবাহ দিয়াছিলেন, এবং শত্রুর মুখে ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া বিবাহ নিষ্ফল হয় নাই। কিন্তু তথাপি রামকানাই লিখিলেন এবং সই করিবার জন্য কলমটা দাদার হাতে দিলেন। গুরুচরণ নির্জ্জীবহস্তে যাহা সই করিলেন তাহা কতকগুলা কম্পিত বক্ররেখা কি তাঁহার নাম বুঝা দুঃসাধ্য।

পান্তভাত খাইয়া যখন স্ত্রী আসিলেন তখন গুরুচরণের বাক্‌রোধ হইয়াছে। দেখিয়া স্ত্রী কাঁদিতে লাগিলেন। যাহারা অনেক আশা করিয়া বিষয় হইতে বঞ্চিত হইয়াছে তাহারা

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

বলিল "মায়াকান্না।" কিন্তু সেটা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

উইলের বৃত্তান্ত শুনিয়া নবদ্বীপের মা ছুটিয়া আসিয়া বিষম গোল বাধাইয়া দিল—বলিল—মরণকালে বুদ্ধিনাশ হয়। এমন সোণারচাঁদ ভাইপো থাকিতে—

রামকানাই যদিও স্ত্রীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন—এত অধিক যে তাহাকে ভাষান্তরে ভয় বলা যাইতে পারে—কিন্তু তিনি থাকিতে পারিলেন না—ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন মেজবৌ, তোমার ত বুদ্ধিনাশের সময় হয় নাই, তবে তোমার এমন ব্যবহার কেন? দাদা গেলেন, এখন আমি ত রহিয়া গেলাম, তোমার যা কিছু বক্তব্য আছে অবসরমত আমাকে বলিয়ো এখন ঠিক সময় নয়।—"

নবদ্বীপ সংবাদ পাইয়া যখন আসিল তখন তাহার জ্যাঠামহাশয়ের কাল হইয়াছে। নবদ্বীপ মৃত ব্যক্তিকে শাসাইয়া কহিল দেখিব মুখাগ্নি কে করে—এবং শ্রাদ্ধশান্তি যদি করি ত আমার নাম নবদ্বীপ নয়। গুরুচরণ লোকটা কিছুই মানিত না। সে ডফ সাহেবের ছাত্র ছিল। শাস্ত্রমতে যেটা সর্ব্বাপেক্ষা অখাদ্য সেইটাতে তার বিশেষ পরিতৃপ্তি ছিল। লোকে যদি তাহাকে ক্রীশ্চান বলিত সে জিভ কাটিয়া বলিত "রাম, আমি যদি ক্রীশ্চান হই ত গোমাংস খাই!" জীবিত অবস্থায় যাহার এই দশা, সদ্যোমৃত অবস্থায় সে যে পিণ্ডনাশ আশঙ্কায় কিছুমাত্র বিচলিত হইবে এমন সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উপস্থিতমত ইহা ছাড়া আর কোন প্রতিশোধের পথ ছিল না। নবদ্বীপ একটা সান্ত্বনা পাইল যে লোকটা পরকালে গিয়া মরিয়া থাকিবে। যতদিন ইহলোকে থাকা যায় জ্যাঠামহাশয়ের বিষয় না পাইলেও কোনক্রমে পেট চলিয়া যায় কিন্তু জ্যাঠামহাশয় যে লোকে গেলেন সেখানে ভিক্ষা করিয়া পিণ্ড মেলে না। বাঁচিয়া থাকিবার অনেক সুবিধা আছে।

রামকানাই বরদাসুন্দরীর নিকট গিয়া বলিলেন "বৌ ঠাকুরাণি, দাদা তোমাকেই সমস্ত বিষয় দিয়া গিয়াছেন। এই তাঁহার উইল. লোহার সিন্দুকে যত্নপূর্ব্বক রাখিয়া দিয়ো।"

বিধবা তখন মুখে মুখে দীর্ঘপদ রচনা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতেছিলেন, দুই চারি জন দাসীও তাঁহার সহিত স্বর মিলাইয়া মধ্যে মধ্যে দুই চারিটা নূতন শব্দ যোজনা পূর্ব্বক শোকসঙ্গীতে সমস্ত পল্লীর নিদ্রা দূর করিতেছিল। মাঝে হইতে এই কাগজ খণ্ড আসিয়া এক প্রকার লয় ভঙ্গ হইয়া গেল এবং ভাবেরও পূর্ব্বাপর যোগ রহিল না। ব্যাপারটা নিম্নলিখিতমত অসংলগ্ন আকার ধারণ করিল—

"ওগো, আমার কি সর্ব্বনাশ হ'ল গো কি সর্ব্বনাশ হ'ল! আচ্ছা ঠাকুরপো লেখাটা কার? তোমার বুঝি? ওগো তেমন যত্ন ক'রে আমাকে আর কে দেখবে, আমার দিকে কে মুখ তুলে চাইবে গো! তোরা একটুকু থাম, মেলা চেঁচাস্নে কথাটা শুনতে দে। ওগো আমি কেন আগে গেলুমনা গো—আমি কেন বেঁচে রইলুম! রামকানাই মনে মনে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "সে আমাদের কপালের দোষ!"

বাড়ি ফিরিয়া গিয়া নবদ্বীপের মা রামকানাইকে লইয়া পড়িলেন। বোঝাই গাড়ি সমেত খাদের মধ্যে পড়িয়া হতভাগ্য বলদ, গাড়োয়ানের সহস্র গুঁতা খাইয়াও অনেকক্ষণ যেমন নিরুপায় নিশ্চল ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, রামকানাই তেমনি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া সহ্য করিলেন—অবশেষে কাতর স্বরে কহিলেন "আমার অপরাধ কি! আমিত দাদা নই!

নবদ্বীপের মা ফোঁস্ করিয়া উঠিয়া বলিলেন—"না, তুমি বড় ভাল মানুষ, তুমি কিছুই বোঝ না; দাদা বল্লেন লেখ, ভাই অমনি লিখে

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

গেলেন। তোমরা সবাই সমান! তুমিও সময়-কালে ওই কীর্ত্তি কর্‌বে বলে ব'সে আছ। আমি মলেই কোন্ পোড়ারমুখী ডাইনিকে ঘরে আন্‌বে—আর আমার সোনারচাঁদ নবদ্বীপকে পাথারে ভাসাবে! কিন্তু সে জন্যে ভেবো না' আমি শীগ্‌গির মরচিনে।"

এইরূপে রামকানাইয়ের ভাবী অত্যাচার আলোচনা করিয়া গৃহিণী উত্তরোত্তর অধিকতর অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতে লাগিলেন। রামকানাই নিশ্চয় জানিতেন যদি এইসকল উৎকট কাল্পনিক আশঙ্কা নিবারণ উদ্দেশে ইহার তিলমাত্র প্রতিবাদ করেন তবে হিতে বিপরীত হইবে। এই ভয়ে অপরাধীর মত চুপ করিয়া রহিলেন—যেন কাজটা করিয়া ফেলিয়াছেন। যেন তিনি সোণার নবদ্বীপকে বিষয় হইতে বঞ্চিত করিয়া তাঁহার ভাবী দ্বিতীয় পক্ষকে সমস্ত লিখিয়া দিয়া মরিয়া বসিয়া আছেন, এখন অপরাধ স্বীকার না করিয়া কোন গতি নাই।

ইতিমধ্যে নবদ্বীপ তাহার বুদ্ধিমান বন্ধুদের সহিত অনেক পরামর্শ করিয়া মাকে আসিয়া বলিল, কোন ভাবনা নাই। এ বিষয় আমিই পাইব। কিছুদিনের মত বাবাকে এখান হইতে স্থানান্তরিত করা চাই। তিনি থাকিলে সমস্ত ভণ্ডুল হইয়া যাইবে। নবদ্বীপের বাবার বুদ্ধিশুদ্ধির প্রতি নবদ্বীপের মার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না সুতরাং কথাটা তাঁরও যুক্তিযুক্ত মনে হইল। অবশেষে মার তাড়নায় এই নিতান্ত অনাবশ্যক নির্ব্বোধ কর্ম্মনাশা বাবা একটা যেমন তেমন ছল করিয়া কিছুদেনের মত কাশীতে গিয়া আশ্রয় লইলেন।

অল্পদিনের মধ্যেই বরদাসুন্দরী এবং নবদ্বীপচন্দ্র পরস্পরের নামে উইল জালের অভিযোগ করিয়া আদালতে গিয়া উপস্থিত হইল। নবদ্বীপ তাহার নিজের নামে যে উইলখানি বাহির করিয়াছে তাহার নাম সহি দেখিলে গুরুচরণের হস্তাক্ষর স্পষ্ট প্রমাণ হয়; উইলের দুই একজন নিঃস্বার্থ সাক্ষীও পাওয়া গিয়াছে। বরদাসুন্দরীর পক্ষে নবদ্বীপের বাপ একমাত্র সাক্ষী এবং সহি কারো বুঝিবার সাধ্য নাই। তাঁহার গৃহপোষ্য একটি মামাতো ভাই ছিল সে বলিল, দিদি তোমার ভাবনা নাই, আমি সাক্ষ্য দিব এবং আরও সাক্ষ্য জুটাইব।

ব্যাপারটা যখন সম্পূর্ণ পাকিয়া উঠিল তখন নবদ্বীপের মা নবদ্বীপের বাপকে কাশী হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। অনুগত ভদ্রলোকটি ব্যাগ ও ছাতা হাতে যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এমন কি, কিঞ্চিৎ রসালাপ করিবারও চেষ্টা করিলেন—যোড়হস্তে সহাস্যে বলিলেন—"গোলাম হাজির, এখন মহারাণীর কি অনুমতি হয়?"

গৃহিণী মাথা নাড়িয়া বলিলেন "নেও,নেও, আর রঙ্গ কর্‌তে হবে না। এতদিন ছুতো করে কাশীতে কাটিয়ে এলেন একদিনের তরে ত মনে পড়েনি।" ইত্যাদি।

এইরূপে উভয় পক্ষে অনেকক্ষণ ধরিয়া পরস্পরের নামে আদরের অভিযোগ আনিতে লাগিলেন,—অবশেষে নালিশ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া জাতিতে গিয়া পৌঁছিল—নবদ্বীপের মা পুরুষের ভালবাসার সহিত মুসলমানের মুর্গি বাৎসল্যের তুলনা করিলেন, নবদ্বীপের বাপ বলিলেন, রমণীর মুখে মধু হৃদয়ে ক্ষুর—যদিও এই মৌখিক মধুরতার পরিচয় নবদ্বীপের বাপ কবে পাইলেন বলা শক্ত।

ইতিমধ্যে রামকানাই সহসা আদালত হইতে এক সাক্ষীর সপিনা পাইলেন। অবাক্ হইয়া যখন তাহার মর্ম্মগ্রহণের চেষ্টা করিতেছেন তখন নবদ্বীপের মা আসিয়া কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিলেন। বলিলেন হাড়জ্বালানী ডাকিনী কেবল যে বাছা নবদ্বীপকে তাহার স্নেহশীল জ্যাঠার ন্যায্য উত্তরাধিকার হইতে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

বঞ্চিত করিতে চায় তাহা নহে, আবার সোণার ছেলেকে জেলে পাঠাইবার আয়োজন করিতেছে।

অবশেষে ক্রমে ক্রমে সমস্ত ব্যাপারটা অনুমান করিয়া লইয়া রামকানাইয়ের চক্ষুস্থির হইয়া গেল। উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন "তোরা এ কি সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্।" গৃহিণী ক্রমে নিজমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলিলেন—"কেন, এতে নবদ্বীপের দোষ হয়েচে কি? সে তার জ্যাঠার বিষয় নেবে না! অমনি এক কথায় ছেড়ে দেবে!"

কোথা হইতে এক চক্ষুখাদিনী, ভর্ত্তার পরমায়ুহন্ত্রী, অষ্টকুষ্ঠীর পত্নী উড়িয়া আসিয়া জুড়িয়া বসিবে ইহা কোন সংকুলপ্রদীপ কনকচন্দ্র সন্তান সহ্য করিতে পারে? যদি বা মরণকালে এবং ডাকিনীর মন্ত্রগুণে কোন এক মূঢ়মতি জ্যেষ্ঠতাতের বুদ্ধিভ্রম হইয়া থাকে, তবে সুবর্ণময় ভ্রাতুষ্পুত্র সে ভ্রম নিজহস্তে সংশোধন করিয়া লইলে এমন কি অন্যায় কার্য্য হয়!

হতবুদ্ধি রামকানাই যখন দেখিলেন তাঁহার স্ত্রীপুত্র উভয়ে মিলিয়া কখন বা তর্জ্জন গর্জ্জন কখন বা অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন তখন ললাটে করাঘাত করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন—আহার ত্যাগ করিলেন, জল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিলেন না।

এইরূপ দুই দিন নীরবে অনাহারে কাটিয়া গেল। মকদ্দমার দিন উপস্থিত হইল। ইতিমধ্যে নবদ্বীপ বরদাসুন্দরীর মামাতো ভাইটিকে ভয় প্রলোভন দেখাইয়া এমনি বশ করিয়া লইয়াছে যে, সে অনায়াসে নবদ্বীপের পক্ষে সাক্ষ্য দিল। জয়শ্রী যখন বরদাসুন্দরীকে ত্যাগ করিয়া অন্যপক্ষে যাইবার আয়োজন করিতেছে, তখন রামকানাইকে ডাক পড়িল।

অনাহারে মৃতপ্রায় শুষ্কওষ্ঠ শুষ্করসনা বৃদ্ধ কম্পিত শীর্ণ অঙ্গুলি দিয়া সাক্ষ্যমঞ্চের কাঠগড়া চাপিয়া ধরিলেন। চতুর বারিষ্টার অত্যন্ত কৌশলে কথা বাহির করিয়া লইবার জন্য জেরা করিতে আরম্ভ করিলেন—বহুদূর হইতে আরম্ভ করিয়া সাবধানে অতিধীর বক্রগতিতে প্রসঙ্গের নিকটবর্ত্তী হইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

তখন রামকানাই জজের দিকে ফিরিয়া যোড়হস্তে কহিলেন "হুজুর, আমি বৃদ্ধ, অত্যন্ত দুর্ব্বল। অধিক কথা কহিবার সামর্থ্য নাই। আমার যা বলিবার সংক্ষেপে বলিয়া লই। আমার দাদা স্বর্গীয় গুরুচরণ চক্রবর্ত্তী মৃত্যুকালে সমস্ত বিষয় সম্পত্তি তাঁহার পত্নী শ্রীমতী বরদাসুন্দরীকে উইল করিয়া দিয়া যান। সে উইল আমি নিজহস্তে লিখিয়াছি এবং দাদা নিজহস্তে স্বাক্ষর করিয়াছেন। আমার পুত্র নবদ্বীপচন্দ্র যে উইল দাখিল করিয়াছেন তাহা মিথ্যা!" এই বলিয়া রামকানাই কাঁপিতে কাঁপিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

চতুর ব্যারিষ্টর সকৌতুকে পার্শ্ববর্ত্তী অ্যাটর্নিকে বলিলেন, বাই জোভ্! লোকটাকে কেমন ঠেসে ধরে ছিলুম?

মামাতো ভাই ছুটিয়া দিদিকে গিয়া বলিল—"বুড়ো সমস্ত মাটী করিয়াছিল—আমার সাক্ষ্যে মকদ্দমা রক্ষা পায়।"

দিদি বলিলেন "বটে? লোক কে চিনতে পারে! আমি বুড়াকে ভাল বলে জানতুম!"

কারাবরুদ্ধ নবদ্বীপের বুদ্ধিমান বন্ধুরা অনেক ভাবিয়া স্থির করিল "নিশ্চয়ই বৃদ্ধ ভয়ে এই কাজ করিয়া ফেলিয়াছে। সাক্ষীর বাক্‌সের মধ্যে উঠিয়া বুড়া বুদ্ধি ঠিক রাখিতে পারে নাই। এমনতর আস্ত নির্ব্বোধ সমস্ত সহর খুঁজিলে মিলে না"

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া রামকানাইয়ের কঠিন বিকার জ্বর উপস্থিত হইল। প্রলাপে পুত্রের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এই

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

নির্ব্বোধ, সর্ব্বকর্ম্মপণ্ডকারী নবদ্বীপের অনাবশ্যক বাপ পৃথিবী হইতে অপসৃত হইয়া গেল —আত্মীয়দের মধ্যে কেহ কেহ কহিল আর কিছুদিন পূর্ব্বে গেলেই ভাল হইত—কিন্তু তাহাদের নাম করিতে চাহি না।

ব্যবধান।

সম্পর্ক মিলাইয়া দেখিতে গেলে বনমালী এবং হিমাংশুমালী উভয়ে মামাতো পিস্‌তুতো ভাই; সেও অনেক হিসাব করিয়া দেখিলে তবে মেলে। কিন্তু ইঁহাদের দুই পরিবার বহুকাল হইতে প্রতিবেশী, মাঝে কেবল একটা বাগানের ব্যবধান, এই জন্য ইঁহাদের সম্পর্ক নিতান্ত নিকট না হইলেও ঘনিষ্ঠতার অভাব নাই।

বনমালী হিমাংশুর চেয়ে অনেক বড়। হিমাংশুর যখন দন্ত এবং বাক্যস্ফূর্ত্তি হয় নাই, তখন বনমালী তাহাকে কোলে করিয়া এই বাগানে সকালে সন্ধ্যায় হাওয়া খাওয়াইয়াছে, খেলা করিয়াছে, কান্না থামাইয়াছে, ঘুম পাড়াইয়াছে এবং শিশুর মনোরঞ্জন করিবার জন্য পরিণতবুদ্ধি বয়স্ক লোকদিগকে সবেগে শিরশ্চালন, তারস্বরে প্রলাপভাষণ প্রভৃতি যে সকল বয়সানুচিত চাপল্য এবং উৎকট উদ্যম প্রকাশ করিতে হয় বনমালী তাহাও করিতে ত্রুটি করেন নাই।

বনমালী লেখাপড়া বড় একটা কিছু করে নাই। তাহার বাগানের সখ ছিল এবং এই দূর সম্পর্কের ছোট ভাইটি ছিল। ইহাকে খুব একটি দুর্লভ দুর্ম্মূল লতার মত বনমালী হৃদয়ের সমস্ত স্নেহসিঞ্চন করিয়া পালন করিতেছিল এবং সে যখন তাহার সমস্ত অন্তর বাহিরকে আচ্ছন্ন করিয়া লতাইয়া উঠিতে লাগিল তখন বনমালী আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিল।

এমন সচরাচর দেখা যায় না কিন্তু এক একটি স্বভাব আছে যে একটি ছোট খেয়াল কিংবা একটি ছোট শিশু কিংবা একটি অকৃতজ্ঞ বন্ধুর নিকটে অতি সহজে আপনাকে সম্পূর্ণ বিসর্জ্জন করে; এই বিপুল পৃথিবীতে একটি মাত্র ছোট স্নেহের কারবারে জীবনের সমস্ত মূলধন সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে, তারপরে হয় ত সামান্য উপস্বত্বে পরম সন্তোষে জীবন কাটাইয়া দেয় কিংবা সহসা একদিন প্রভাতে সমস্ত ঘরবাড়ি বিক্রয় করিয়া কাঙাল হইয়া পথে গিয়া দাঁড়ায়।

হিমাংশুর বয়স যখন আর একটু বাড়িল তখন বয়স এবং সম্পর্কের বিস্তর তারতম্যসত্ত্বেও বনমালীর সহিত তাহার যেন একটি বন্ধুত্বের বন্ধন স্থাপিত হইল। উভয়ের মধ্যে যেন ছোট বড় কিছু ছিল না।

এরূপ হইবার একটু কারণও ছিল। হিমাংশু লেখাপড়া করিত এবং স্বভাবতই তাহার জ্ঞানস্পৃহা অত্যন্ত প্রবল ছিল। বই পাইলেই পড়িতে বসিত, তাহাতে অনেক বাজে বই পড়া হইয়াছিল বটে কিন্তু যেমন করিয়াই হোক চারিদিকেই তাহার মনের একটি পরিণতি সাধন হইয়াছিল। বনমালী বিশেষ একটু শ্রদ্ধার সহিত তাহার কথা শুনিত, তাহার পরামর্শ লইত, তাহার সহিত ছোট বড় সকল কথার আলোচনা করিত, কোন বিষয়েই তাহাকে বালক বলিয়া অগ্রাহ্য করিত না। হৃদয়ের সর্ব্বপ্রথম স্নেহরস দিয়া যাহাকে মানুষ করা গিয়াছে, বয়সকালে যদি সে বুদ্ধি,

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

জ্ঞান এবং উন্নত স্বভাবের জন্য শ্রদ্ধার অধিকারী হয় তবে তাহার মত এমন পরম প্রিয়বস্তু পৃথিবীতে আর পাওয়া যায় না।

বাগানের সখও হিমাংশুর ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে প্রভেদ ছিল। বনমালীর ছিল হৃদয়ের সখ হিমাংশুর ছিল বুদ্ধির সখ। পৃথিবীর এই কোমল গাছপালাগুলি, এই অচেতন জীবন রাশি, যাহারা যত্নের কোন লালসা রাখে না অথচ যত্ন পাইলে ঘরের ছেলেগুলির মত বাড়িয়া উঠে, যাহারা মানুষের শিশুর চেয়েও শিশু, তাহাদিগকে সযত্নে মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য বনমালীর একটি স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ছিল। কিন্তু হিমাংশুর গাছপালার প্রতি একটি কৌতুহল দৃষ্টি ছিল। অঙ্কুর গজাইয়া উঠে কিশলয় গজাইয়া দেখা দেয়, কুঁড়ি ধরে ফুল ফুটিয়া উঠে ইহাতে তাহার একান্ত মনোযোগ আকর্ষণ করিত।

গাছের বীজ বপন, কলম করা, সার দেওয়া, চান্‌কা তৈয়ারি প্রভৃতি সম্বন্ধে হিমাংশুর মাথায় বিবিধ পরামর্শের উদয় হইত এবং বনমালী অত্যন্ত আনন্দের সহিত তাহা গ্রহণ করিত। এই উদ্যানখণ্ডটুকু লইয়া আকৃতি প্রকৃতির যতপ্রকার সংযোগ বিয়োগ সম্ভব তাহা উভয়ে মিলিয়া সাধন করিত।

দ্বারের সম্মুখে বাগানের উপরেই একটি বাধানো বেদীর মত ছিল। চারটে বাজিলেই একটা পাতলা জামা পরিয়া, একটি কোঁচানো চাদর কাঁধের উপর ফেলিয়া গুড়গুড়ি লইয়া বনমালী সেইখানে ছায়ায় গিয়া বসিত। কোন বন্ধুবান্ধব নাই, হাতে একখানি বই কিংবা খবরের কাগজ নাই। বসিয়া বসিয়া তামাক টানিত, এবং আড়চক্ষে উদাসীনভাবে কখন বা দক্ষিণে কখন বা বামে দৃষ্টিপাত করিত। এমনি করিয়া সময় তাহার গুড়গুড়ির বাষ্পকুণ্ডলীর মত ধীরে ধীরে অত্যন্ত লঘুভাবে উড়িয়া যাইত, ভাঙ্গিয়া যাইত, মিলাইয়া যাইত, কোথাও কোন চিহ্ন রাখিত না।

অবশেষে যখন হিমাংশু স্কুল হইতে ফিরিয়া জল খাইয়া হাত মুখ ধুইয়া দেখা দিত, তখন তাড়াতাড়ি গুড়গুড়ির নল ফেলিয়া বনমালী উঠিয়া পড়িত। তখনি তাহার আগ্রহ দেখিয়া বুঝা যাইত এতক্ষণ ধৈর্য্যসহকারে সে কাহার প্রত্যাশায় বসিয়া ছিল।

তাহার পরে দুইজনে বাগানে বেড়াইতে বেড়াইতে কথা। অন্ধকার হইয়া আসিলে দুই জনে বেঞ্চের উপর বসিত দক্ষিণের বাতাস গাছের পাতা মর্ম্মরিত করিয়া বহিয়া যাইত, কোন দিন বা বাতাস বহিত না, গাছপালাগুলি ছবির মত স্থির দাঁড়াইয়া রহিত, মাথার উপরে আকাশ ভরিয়া তারাগুলি জ্বলিতে থাকিত।

হিমাংশু কথা কহিত বনমালী চুপ করিয়া শুনিত। যাহা বুঝিত না তাহাও তার ভাল লাগিত; যে সকল কথা আর কাহারো নিকট হইতে অত্যন্ত বিরক্তিজনক লাগিতে পারিত, সেই কথাই হিমাংশুর মুখে বড় কৌতুকের মনে হইত। এমন শ্রদ্ধাবান বয়স্ক শ্রোতা পাইয়া হিমাংশুর বক্তৃতাশক্তি, স্মৃতিশক্তি, কল্পনাশক্তির সবিশেষ পরিতৃপ্তি লাভ হইত। সে কতক বা পড়িয়া বলিত, কতক বা ভাবিয়া বলিত, কতক বা উপস্থিতমত তাহার মাথায় যোগাইত এবং অনেক সময়ে কল্পনার সহায়তায় জ্ঞানের অভাব ঢাকা দিয়া লইত। অনেক ঠিক কথা বলিত অনেক বেঠিক কথাও বলিত কিন্তু বনমালী গম্ভীরভাবে শুনিত, মাঝে মাঝে দুটো একটা কথা বলিত, হিমাংশু তাহার প্রতিবাদ করিয়া যাহা বুঝাইত তাহাই বুঝিত এবং তাহার পরদিন ছায়ায় বসিয়া গুড়গুড়ি টানিতে টানিতে সেই সকল কথা অনেকক্ষণ ধরিয়া বিস্ময়ের সহিত চিন্তা করিত।

ইতিমধ্যে এক গোল বাধিল। বনমালী-

দের বাগান এবং হিমাংশুদের বাড়ির মাঝখানে জল যাইবার একটি নালা আছে। সেই নালার এক জায়গায় একটি পাতিনেবুর গাছ জন্মিয়াছে। সেই গাছে যখন ফল ধরে তখন বনমালীদের চাকর তাহা পাড়িতে চেষ্টা করে এবং হিমাংশুদের চাকর তাহা নিবারণ করে এবং উভয় পক্ষে যে গালাগালি বর্ষিত হয় তাহাতে যদি কিছুমাত্র বস্তু থাকিত তাহা হইলে সমস্ত নালা ভরাট হইয়া যাইত।

মাঝে হইতে বনমালীর বাপ হরচন্দ্র এবং হিমাংশুমালীর বাপ গোকুলচন্দ্রের মধ্যে তাহাই লইয়া ঘোর বিবাদ বাধিয়া গেল। দুই পক্ষে নালার দখল লইয়া আদালতে হাজির।

উকীল ব্যারিষ্টরদের মধ্যে যতগুলি মহারথী ছিল সকলেই অন্যতর পক্ষ অবলম্বন করিয়া সুদীর্ঘ বাক্‌যুদ্ধ আরম্ভ করিল। উভয় পক্ষের যে টাকাটা খরচ হইয়া গেল ভাদ্রের প্লাবনেও উক্ত নালা দিয়া এত জল কখনো বহে নাই।

শেষকালে হরচন্দ্রের জিত হইল; প্রমাণ হইয়া গেল নালা তাহারি, এবং পাতিনেবুতে আর কাহারো কোন অধিকার নাই। আপীল হইল কিন্তু নালা এবং পাতিনেবু হরচন্দ্রেরই রহিল।

যতদিন মকদ্দমা চলিতেছিল দুই ভায়ের বন্ধুত্বে কোন ব্যাঘাত ঘটে নাই। এমন কি, পাছে বিবাদের ছায়া পরস্পরকে স্পর্শ করে এই আশঙ্কায় কাতর হইয়া বনমালী দ্বিগুণ ঘনিষ্ঠভাবে হিমাংশুকে হৃদয়ের কাছে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিত, হিমাংশুও লেশমাত্র বিমুখভাব প্রকাশ করিত না।

যে দিন আদালতে হরচন্দ্রের জিত হইল, সে দিন বাড়িতে বিশেষতঃ অন্তঃপুরে পরম উল্লাস পড়িয়া গেল; কেবল বনমালীর চক্ষে ঘুম রহিল না। তাহার পরদিন অপরাহ্নে সে এমন ম্লানমুখে সেই বাগানের বেদীতে গিয়া বসিল যেন পৃথিবীতে আর কাহারো কিছু হয় নাই কেবল তাহারই একটা মস্ত হার হইয়া গেছে।

সে দিন সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, ছয়টা বাজিয়া গেল কিন্তু হিমাংশু আসিল না। বনমালী একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া হিমাংশুদের বাড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল। খোলা জানালার ভিতর দিয়া দেখিতে পাইল আলনার উপরে হিমাংশুর স্কুলের ছাড়া কাপড় ঝুলিতেছে; অনেকগুলি চিরপরিচিত লক্ষণ মিলাইয়া দেখিল হিমাংশু বাড়িতে আছে। গুড়গুড়ির নল ফেলিয়া দিয়া বিষণ্ণ মুখে বেড়াইতে লাগিল এবং সহস্রবার সেই বাতায়নের দিকে চাহিল কিন্তু হিমাংশু বাগানে আসিল না।

সন্ধ্যার আলো জ্বলিলে বনমালী ধীরে ধীরে হিমাংশুর বাড়িতে গেল।

গোকুলচন্দ্র দ্বারের কাছে বসিয়া তপ্তদেহে হাওয়া লাগাইতে ছিলেন। তিনি বলিলেন "কেও!"

বনমালী চমকিয়া উঠিল। যেন সে চুরি করিতে আসিয়া ধরা পড়িয়াছে।

কম্পিতকণ্ঠে বলিল "মামা আমি!"

মামা বলিলেন "কাহাকে খুজিতে আসিয়াছ বাড়িতে কেহ নাই।"

বনমালী আবার বাগানে ফিরিয়া আসিয়া চুপ করিয়া বসিল।

যত রাত হইতে লাগিল দেখিল হিমাংশুদের বাড়ির জানালাগুলি একে একে বন্ধ হইয়া গেল; দরজার ফাঁক দিয়া যে দীপালোকরেখা দেখা যাইতেছিল তাহাও ক্রমে ক্রমে অনেকগুলি নিবিয়া গেল। অন্ধকার রাত্রে বনমালীর মনে হইল হিমাংশুদের বাড়ির সমুদায় দ্বার তাহারই নিকট রুদ্ধ হইয়া গেল, সে কেবল বাহিরের অন্ধকারে একলা পড়িয়া রহিল।

আবার তাহার পরদিন বাগানে আসিয়া বসিল, মনে করিল আজ হয় ত আসিতেও

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

পারে। যে বহুকাল হইতে প্রতিদিন আসিত সে যে একদিনও আসিবে না এ কথা সে কিছুতেই মনে করিতে পারিল না। কখন মনে করে নাই এ বন্ধন কিছুতেই ছিঁড়িবে; এমন নিশ্চিন্ত মনে থাকিত যে জীবনের সমস্ত সুখ দুঃখ কখন্ সেই বন্ধনে ধরা দিয়াছে তাহা সে জানিতেও পারে নহে। আজ সহসা জানিল সেই বন্ধন ছিঁড়িয়াছে কিন্তু এক মুহূর্ত্তে যে তাহার সর্ব্বনাশ হইয়াছে তাহা সে কিছুতেই অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিতে পারিল না।

প্রতিদিন যথাসময়ে বাগানে বসিত যদি দৈবক্রমে আসে! কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য, যাহা নিয়মক্রমে প্রত্যহ ঘটিত তাহা দৈবক্রমেও এক দিন ঘটিল না।

রবিবার দিন ভাবিল পূর্ব্ব নিয়মমত আজও হিমাংশু সকালে আমাদের এখানে খাইতে আসিবে। ঠিক যে বিশ্বাস করিল তাহা নয় কিন্তু তবু আশা ছাড়িতে পারিল না। সকাল আসিল সে আসিল না।

তখন বনমালী বলিল "তবে আহার করিয়া আসিবে"। আহার করিয়া আসিল না। বনমালী ভাবিল "আজ বোধ হয় আহার করিয়া ঘুমাইতেছে। ঘুম ভাঙ্গিলেই আসিবে"। ঘুম কখন ভাঙ্গিল জানি না কিন্তু আসিল না।

আবার সেই সন্ধ্যা হইল রাত্রি আসিল, হিমাংশুদের দ্বার একে একে রুদ্ধ হইল, আলোগুলি একে একে নিবিয়া গেল।

এমনি করিয়া সোমবার হইতে রবিবার পর্য্যন্ত সপ্তাহের সাতটা দিনই যখন দুরদৃষ্ট তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইল আশাকে আশ্রয় দিবার জন্য যখন আর একটা দিনও বাকি রহিল না, তখন হিমাংশুদের রুদ্ধদ্বার অট্টালিকার দিকে তাহার অশ্রুজলপূর্ণ দুটি কাতরচক্ষু বড় একটা মর্ম্মভেদী অভিমানের নালিশ পাঠাইয়া দিল এবং জীবনের সমস্ত বেদনাকে একটিমাত্র আর্ত্তস্বরের মধ্যে সংহত করিয়া বলিল "হে দয়াময়!"

খাতা।

লিখিতে শিখিয়া অবধি উমা বিষম উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছে। বাড়ির প্রত্যেক ঘরের দেয়ালে কয়লা দিয়া বাঁকা লাইন কাটিয়া বড়বড় কাঁচা অক্ষরে কেবলি লিখিতেছে জল পড়ে পাতা নড়ে।

তাহার বৌঠাকুরাণীর বালিশের নীচে হরিদাসের গুপ্তকথা ছিল, সেটা সন্ধান করিয়া বাহির করিয়া তাহার পাতায় পাতায় পেন্সিল দিয়া লিখিয়াছে কাল জল, লাল ফল।

বাড়ির সর্ব্বদা-ব্যবহার্য্য নূতন পঞ্জিকা হইতে অধিকাংশ তিথি নক্ষত্র খুব বড় বড় অক্ষরে এক প্রকার লুপ্ত করিয়া দিয়াছে।

বাবার দৈনিক হিসাবের খাতায় জমাখরচের মাঝখানে লিখিয়া রাখিয়াছে "লেখাপড়া করে যেই, গাড়িঘোড়া চড়ে সেই।"

এ প্রকার সাহিত্যচর্চ্চায় এ পর্য্যন্ত সে কোন প্রকার বাধা পায় নাই, অবশেষে একদিন একটা গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটিল।

উমার দাদা গোবিন্দলাল দেখিতে অত্যন্ত নিরীহ, কিন্তু সে খবরের কাগজে সর্ব্বদাই লিখিয়া থাকে। তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া তাহার আত্মীয় স্বজন কিংবা তাহার পরিচিত প্রতিবেশীরা কেহ তাহাকে চিন্তাশীল বলিয়া কখন সন্দেহ করে না। এবং বাস্তবিকও

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

সে যে কোন বিষয়ে কখনও চিন্তা করে এমন অপবাদ তাহাকে দেওয়া যায় না। কিন্তু সে লেখে; এবং বাঙ্গালার অধিকাংশ পাঠকের সঙ্গে তার মতের সম্পূর্ণ ঐক্য হয়।

শরীরতত্ত্ব সম্বন্ধে য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকমণ্ডলীর মধ্যে কতকগুলি গুরুতর ভ্রম প্রচলিত আছে, সে গুলি গোবিন্দলাল যুক্তির কোন সাহায্য অবলম্বন না করিয়াও কেবল মাত্র লোমাঞ্চজনক ভাষার প্রভাবে সতেজে খণ্ডন পূর্ব্বক একটি উপাদেয় প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিল।

উমা একদিন নির্জ্জন দ্বিপ্রহরে দাদার কালী কলম লইয়া সেই প্রবন্ধটীর উপরে বড় বড় করিয়া লিখিল—গোপাল বড় ভাল ছেলে, তাহাকে যাহা দেওয়া যায় সে তাহাই খায়।

গোপাল বলিতে সে যে গোবিন্দলালের প্রবন্ধ পাঠকদের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছিল তাহা আমার বিশ্বাস হয় না, কিন্তু দাদার ক্রোধের সীমা ছিল না। প্রথমে তাহাকে মারিল অবশেষে একটি স্বল্পাবশিষ্ট পেন্সিল, আদ্যোপান্ত মসীলিপ্ত একটি ভোতা কলম, তাহার বহুযত্ন সঞ্চিত যৎসামান্য লেখ্যোপকরণের পুঁজি কাড়িয়া লইল। অপমানিত বালিকা তাহার এতাদৃশ গুরুতর লাঞ্ছনার কারণ সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিয়া ঘরের কোণে বসিয়া ব্যথিত হৃদয়ে কাঁদিতে লাগিল।

শাসনের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে পর গোবিন্দলাল কিঞ্চিৎ অনুতপ্ত চিত্তে উমাকে তাহার লুণ্ঠিত সামগ্রীগুলি ফিরাইয়া দিল এবং উপরন্তু একখানি মসী লাইন টানা ভাল বাঁধানো খাতা দিয়া বালিকার হৃদয়বেদনা দূর করিবার চেষ্টা করিল।

উমার বয়স তখন সাত বৎসর। এখন হইতে এই খাতাটি রাত্রিকালে উমার বালিশের নীচে ও দিনের বেলা সর্ব্বদা তাহার কক্ষে ক্রোড়ে বিরাজ করিতে লাগিল।

ছোট বেণীটি বাঁধিয়া ঝি সঙ্গে করিয়া যখন সে গ্রামের বালিকা বিদ্যালয়ে পড়িতে যাইত খাতাটি সঙ্গে সঙ্গে যাইত। দেখিয়া মেয়েদের কাহারো বিস্ময়, কাহারো লোভ, কাহারো বা দ্বেষ হইত।

প্রথম বৎসরে অতি যত্ন করিয়া খাতায় লিখিল "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল।" শয়ন গৃহের মেঝের উপরে বসিয়া খাতাটি আঁকড়িয়া ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে সুর করিয়া পড়িত এবং লিখিত। এমনি করিয়া অনেক গদ্য পদ্য সংগ্রহ হইল।

দ্বিতীয় বৎসরে মধ্যে মধ্যে দুটি একটি স্বাধীন রচনা দেখা দিতে লাগিল। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কিন্তু অত্যন্ত সারবান্—ভূমিকা নাই উপসংহার নাই। দুটা একটা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

খাতায় কথামালার ব্যাঘ্র ও বকের গল্পটা যেখানে কাপি করা আছে, তাহার নীচে এক জায়গায় একটা লাইন পাওয়া গেল সেটা কথামালা কিংবা বর্ত্তমান বঙ্গ সাহিত্যের আর কোথাও ইতিপূর্ব্বে দেখা যায় নাই। সে লাইনটি এই—"যশিকে আমি খুব ভাল বাসি"।

কেহ না মনে করেন আমি এইবার একটা প্রেমের গল্প বানাইতে বসিয়াছি। যশি পাড়ার কোন একাদশ কিংবা দ্বাদশবর্ষীয় বালক নহে। বাড়ির একটি পুরাতন দাসী; তাহার প্রকৃত নাম যশোদা।

কিন্তু যশির প্রতি বালিকার প্রকৃত মনোভাব কি এই এক কথা হইতে তাহার কোন দৃঢ় প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে যিনি বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস লিখিতে ইচ্ছা করিবেন, তিনি এই খাতাতেই দু পাতা অন্তরে পূর্ব্বোক্ত কথাটির সুস্পষ্ট প্রতিবাদ দেখিতে পাইবেন।

এমন একটা আধটা নয়, উমার রচনায় পদে পদে পরস্পর-বিরোধিতা দোষ লক্ষিত

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b0003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

হয়। এক স্থলে দেখা গেল—হরির সঙ্গে জন্মের মত আড়ি। (হরিচরণ নয়, হরিদাসী, বিদ্যালয়ের সহপাঠিকা)। তার অনতিদূরেই এমন কথা আছে যাহা হইতে সহজেই বিশ্বাস জন্মে যে, হরির মত প্রাণের বন্ধু তাহার আর ত্রিভুবনে নাই।

তাহার পর বৎসরে বালিকার বয়স যখন নয় বৎসর, তখন একদিন সকাল বেলা হইতে তাহাদের বাড়িতে সানাই বাজিতে লাগিল। উমার বিবাহ। বরটির নাম প্যারীমোহন, গোবিন্দলালের সহযোগী লেখক। বয়স যদিও অধিক নয় এবং লেখাপড়াও কিঞ্চিৎ শেখা আছে, তথাপি নব্যভাব তার মনে কিছুমাত্র প্রবেশ করিতে পারে নাই এই জন্য পাড়ার লোকে সর্ব্বদা তাহাকে ধন্য ধন্য করিত, এবং গোবিন্দলাল তাহার অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিত, কিন্তু সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

উমা বেনারসী সাড়ী পরিয়া ঘোমটায় ক্ষুদ্র মুখখানি আবৃত করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শ্বশুরবাড় গেল। মা বলিয়া দিলেন, "বাছা শ্বাশুড়ীর কথা মানিয়া চলিস্, ঘর কন্নার কাজ করিস্, লেখাপড়া লইয়া থাকিস্‌নে।"

গোবিন্দলাল বলিয়া দিলেন "দেখিস্, সেখানে দেয়ালে আঁচড় কাটিয়া বেড়াস্‌নে, সে তেমন বাড়ি নয়। আর প্যারীমোহনের কোন লেখার উপরে খবরদার কলম চালাস্‌নে।"

বালিকার হৃৎকম্প উপস্থিত হইল। তখন বুঝিতে পারিল সে যেখানে যাইতেছে, সেখানে কেহ তাহাকে মার্জ্জনা করিবে না। এবং তাহারা কাহাকে দোষ বলে অপরাধ বলে ত্রুটি বলে তাহা অনেক ভর্ৎসনার পর অনেক দিনে শিখিয়া লইতে হইবে।

সেদিন সকালেও সানাই বাজিতেছিল। কিন্তু সেই ঘোমটা এবং বেনারসী সাড়ী এবং অলঙ্কারে মণ্ডিত ক্ষুদ্র বালিকার কম্পিত হৃদয়টুকুর মধ্যে কি হইতে ছিল তাহা ভাল করিয়া বোঝে এমন এক জনও সেই লোকারণ্যের মধ্যে ছিল কি না সন্দেহ।

যশিও উমার সঙ্গে গেল। কিছু দিন থাকিয়া উমাকে শ্বশুর বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সে চলিয়া আসিবে এমনি কথা ছিল।

স্নেহশীলা যশি অনেক বিবেচনা করিয়া উমার খাতাটি সঙ্গে লইয়া গিয়াছিল। এই খাতাটি তাহার পিতৃভবনের একটী অংশ। তাহার অতিক্ষণিক জন্মগৃহবাসের স্নেহময় স্মৃতিচিহ্ন; পিতামাতার অঙ্কস্থলীর একটী সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, অত্যন্ত বাঁকাচোরা কাঁচা অক্ষরে লেখা! তাহার এই অকাল গৃহিণীপনার মধ্যে বালিকাস্বভাবরোচক একটুখানি স্নেহমধুর স্বাধীনতার আস্বাদ।

শ্বশুরবাড়ি গিয়া প্রথম কিছুদিন সে কিছুই লেখে নাই। সময়ও পায় নাই। অবশেষে কিছুদিন পরে যশি তাহার পূর্ব্বস্থানে চলিয়া গেল।

সেদিন উমা দুপুরবেলা শয়নগৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া টিনের বাক্স হইতে খাতাটি বাহির করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে লিখিল "যশি বাড়ি চলে গেছে আমিও মার কাছে যাব।"

আজকাল চারুপাঠ এবং বোধোদয় হইতে কিছু কাপি করিবার অবসর নাই, বোধ করি তেমন ইচ্ছাও নাই। সুতরাং আজ কাল বালিকার সংক্ষিপ্ত রচনার মধ্যে মধ্যে দীর্ঘ বিচ্ছেদ নাই। পূর্ব্বোদ্ধৃত পদটির পরেই দেখা যায় লেখা আছে "দাদা যদি একবার বাড়ি নিয়ে যায় তাহলে দাদার লেখা আর কখনো খারাপ করে দেব না।"

শুনা যায় উমার পিতা উমাকে প্রায় মাঝে মাঝে বাড়ি আনিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু গোবিন্দলাল প্যারীমোহনের সঙ্গে যোগ দিয়া তাহার প্রতিবন্ধক হয়।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

গোবিন্দলাল বলে এখন উমার পতিভক্তি শিক্ষার সময়, এখন তাহাকে মাঝে মাঝে পতিগৃহ হইতে পুরাতন পিতৃস্নেহের মধ্যে আনয়ন করিলে তাহার মনকে অনর্থক বিক্ষিপ্ত করিয়া দেওয়া হয়। এই বিষয়ে সে উপদেশে বিদ্রূপে জড়িত এমন সুন্দর প্রবন্ধ লিখিয়াছিল যে তাহার একমতবর্ত্তী সকল পাঠকেই উক্ত রচনার অকাট্য সত্য সম্পূর্ণ স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারে নাই।

লোকমুখে সেই কথা শুনিয়াই উমা তাহার খাতায় লিখিয়াছিল 'দাদা, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে একবার তোমাদের ঘরে নিয়ে যাও, আমি তোমাকে আর কখন রাগাব না।"

এক দিন উমা দ্বার রুদ্ধ করিয়া এমনি কি একটা অর্থহীন তুচ্ছ কথা খাতায় লিখিতেছিল। তাহার ননদ তিলকমঞ্জরীর অত্যন্ত কৌতূহল হইল—সে ভাবিল বৌদিদি মাঝে মাঝে দরজা বন্ধ করিয়া কি করে দেখিতে হইবে। দ্বারের ছিদ্র দিয়া দেখিল লিখিতেছে। দেখিয়া অবাক। তাহাদের অন্তঃপুরে কখনই সরস্বতীর এরূপ গোপন সমাগম হয় নাই।

তাহার ছোট কনকমঞ্জরী সেও আসিয়া একবার উঁকি মারিয়া দেখিল। এবং তাহারো ছোট অনঙ্গমঞ্জরী সেও পদাঙ্গুলির উপর ভর দিয়া বহুকষ্টে ছিদ্রপথ দিয়া রুদ্ধগৃহের রহস্যভেদ করিয়া লইল।

উমা লিখিতে লিখিতে সহসা গৃহের বাহিরে তিনটী পরিচিত কণ্ঠের খিল্‌খিল্ হাসি শুনিতে পাইল। ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল। খাতাটি তাড়াতাড়ি বাক্সে বন্ধ করিয়া লজ্জায় ভয়ে বিছানায় মুখ লুকাইয়া পড়িয়া রহিল।

প্যারীমোহন এই সংবাদ অবগত হইয়া বিশেষ চিন্তিত হইল। পড়া শুনা আরম্ভ হইলেই নভেল নাটকের আমদানী হইবে এবং গৃহধর্ম্ম রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিবে।

তা ছাড়া বিশেষ চিন্তা দ্বারা এ বিষয়ে সে একটি অতি সূক্ষ্মতত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছিল। সে বলিত, স্ত্রীশক্তি এবং পুংশক্তি উভয় শক্তির সম্মিলনে পবিত্র দাম্পত্য শক্তির উদ্ভব হয়; কিন্তু লেখা পড়া শিক্ষার দ্বারা যদি স্ত্রীশক্তি পরাভূত হইয়া একান্ত পুংশক্তির প্রাদুর্ভাব হয়, তবে পুংশক্তির সহিত পুংশক্তির প্রতিঘাতে এমন একটি প্রলয়শক্তির উৎপত্তি হয় যদ্দ্বারা দাম্পত্য শক্তি বিনাশ-শক্তির মধ্যে বিলীনসত্তা লাভ করে, সুতরাং রমণী বিধবা হয়। এ পর্য্যন্ত এতত্ত্বের কেহ প্রতিবাদ করিতে পারে নাই।

প্যারীমোহন সন্ধ্যাকালে ঘরে আসিয়া উমাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিল এবং কিঞ্চিৎ উপহাসও করিল—বলিল সাম্‌লা ফরমাস দিতে হইবে, গিন্নি কাণে কলম গুজিয়া আপিসে যাইবেন।

উমা ভাল বুঝিতে পারিল না! প্যারিমোহনের প্রবন্ধ সে কখন পড়ে নাই, এই জন্য তাহার এখনো ততদূর রসবোধ জন্মে নাই। কিন্তু সে মনে মনে একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া গেল—মনে হইল পৃথিবী দ্বিধা হইলে তবে সে লজ্জা রক্ষা করিতে পারে।

বহুদিন আর সে লেখে নাই। কিন্তু এক দিন শরৎকালের প্রভাতে একটি গায়িকা ভিখারিণী আগমনীর গান গাহিতেছিল। উমা জানালার গরাদের উপর মুখ রাখিয়া চুপ করিয়া শুনিতেছিল। একে শরৎকালের রৌদ্রে ছেলেবেলাকার সকল কথা মনে পড়ে, তাহার উপরে আগমনীর গান শুনিয়া সে আর থাকিতে পারিল না।

উমা গান গাহিতে পারিত না; কিন্তু লিখিতে শিখিয়া অবধি এমনি তাহার অভ্যাস

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

হইয়াছে যে একটা গান শুনিলেই সেটা লিখিয়া লইয়া গান গাহিতে না পারার খেদ মিটাইত। আজ কাঙ্গালী গাহিতেছিল—

"পুরবাসী বলে উমার মা,
তোর হারা তারা এল ওই!
শুনে পাগলিনীর প্রায়, অমনি রাণী ধায়,
কই উমা বলি কই!
কেঁদে রাণী বলে, আমার উমা এলে
একবার আয় মা, একবার আয় মা,
একবার আয় মা করি কোলে!
অমনি দুবাহু পসারি, মায়ের গলা ধরি
অভিমানে কাঁদি রাণীরে বলে।
কই মেয়ে বলে আনতে গিয়েছিলে।"

অভিমানে উমার হৃদয় পূর্ণ হইয়া চোখে জল ভরিয়া গেল। গোপনে গায়িকাকে ডাকিয়া গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া বিচিত্র বানানে এই গানটি খাতায় লিখিতে আরম্ভ করিল।

তিলকমঞ্জরী, কনকমঞ্জরী এবং অনঙ্গমঞ্জরী সেই ছিদ্রযোগে সমস্ত দেখিল এবং সহসা কর-তালি দিয়া বলিয়া উঠিল "বউদিদি, কি করচো আমরা সমস্ত দেখেছি!"

তখন উমা তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া কাতর স্বরে বলিতে লাগিল "লক্ষ্মীভাই কাউকে বলিস্‌নে ভাই, তোদের দুটি পায়ে পড়ি ভাই—আমি আর কর্ব্বো না, আমি আর লিখ্‌ব না!"

অবশেষে উমা দেখিল তিলকমঞ্জরী তাহার খাতাটির প্রতি লক্ষ্য করিতেছে। তখন সে ছুটিয়া গিয়া খাতাটি বক্ষে চাপিয়া ধরিল; ননদীরা অনেক বল প্রয়োগ করিয়া সেটা কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিল; কৃতকার্য্য না হইয়া অনঙ্গ, দাদাকে ডাকিয়া আনিল।

প্যারীমোহন আসিয়া গম্ভীরভাবে খাটে বসিল। মেঘমন্দ্র স্বরে বলিল "খাতা দাও"। আদেশ পালন হইল না দেখিয়া আরো দুই এক সুর গলা নামাইয়া কহিল "দাও"।

বালিকা খাতাটি বক্ষে ধরিয়া একান্ত অনুনয় দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। যখন দেখিল প্যারীমোহন খাতা কাড়িয়া লইবার জন্য উঠিয়াছে, তখন সেটা মাটিতে ফেলিয়া দিয়া দুই বাহুতে মুখ ঢাকিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

প্যারীমোহন খাতাটি লইয়া বালিকার লেখাগুলি উচ্চৈঃস্বরে পড়িতে লাগিল; শুনিয়া উমা পৃথিবীকে উত্তরোত্তর গাঢ়তর আলিঙ্গনে বদ্ধ করিতে লাগিল; এবং অপর তিনটি বালিকা শ্রোতা খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া অস্থির হইল।

সেই হইতে উমা আর সে খাতা পায় নাই।

প্যারীমোহনেরও সূক্ষ্মতত্ত্বকণ্টকিত বিবিধ প্রবন্ধ-পূর্ণ একখানি খাতা ছিল। কিন্তু সেটি কাড়িয়া লইয়া ধ্বংস করে এমন মানবহিতৈষী কেহ ছিল না।

উদ্ধার।

গৌরী প্রাচীন ধনীবংশের পরমাদরে পালিতা সুন্দরী কন্যা। স্বামী পরেশ হীনাবস্থা হইতে সম্প্রতি নিজের উপার্জ্জনে কিঞ্চিৎ অবস্থার উন্নতি করিয়াছে। যতদিন তাহার দৈন্য ছিল ততদিন কন্যার কষ্ট হইবে ভয়ে শ্বশুর শাশুড়ী স্ত্রীকে তাঁহার বাড়ীতে পাঠান নাই। গৌরী বেশ একটু বয়স্থা হইয়াই পতিগৃহে আসিয়াছিল।

বোধকরি এই সকল কারণেই পরেশ সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে সম্পূর্ণ নিজের আয়ত্তগম্য

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

বলিয়া বোধ করিতেন না এবং বোধ করি সন্দিগ্ধ স্বভাব তাঁহার একটা ব্যাধির মধ্যে। পরেশ পশ্চিমে একটি ক্ষুদ্র সহরে ওকালতী করিতেন —ঘরে আত্মীয় স্বজন বড় কেহ ছিল না— একাকিনী স্ত্রীর জন্ত তাঁহার চিত্ত উদ্বিগ্ন হইয়া থাকিত। মাঝে মাঝে এক এক দিন হঠাৎ অসময়ে তিনি আদালত হইতে বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। প্রথম প্রথম স্বামীর এইরূপ আকস্মিক অভ্যুদয়ের কারণ গৌরী ঠিক বুঝিতে পারিত না। মাঝে মাঝে অকারণে পরেশ এক একটা করিয়া চাকর ছাড়াইয়া দিতে লাগিলেন; কোন চাকর তাঁহার আর দীর্ঘকাল পছন্দ হয় না। বিশেষতঃ অসুবিধার আশঙ্কা করিয়া যে চাকরকে গৌরী রাখিবার জন্য অধিক আগ্রহ প্রকাশ করিত, তাহাকে পরেশ এক মুহূর্ত্ত স্থান দিতেন না। তেজস্বিনী গৌরী ইহাতে যতই আঘাত বোধ করিত স্বামী ততই অস্থির হইয়া এক এক সময়ে অদ্ভুত ব্যবহার করিতে থাকিতেন।

অবশেষে আত্মসম্বরণ করিতে না পারিয়া যখন দাসীকে গোপনে ডাকিয়া পরেশ নানা প্রকার সন্দিগ্ধ জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন তখন সে সকল কথা গৌরীর কর্ণগোচর হইতে লাগিল। এবং অভিমানিনী স্বল্পভাষিণী নারী অপমানে আহত সিংহিনীর ন্যায় অন্তরে অন্তরে উদ্দীপ্ত হইতে লাগিলেন এবং এই উন্মত্ত সন্দেহ দম্পতির মাঝখানে প্রলয়খড়্গের মত পড়িয়া উভয়কে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল।

গৌরীর কাছে তাঁহার তীব্র সন্দেহ প্রকাশ পাইয়া যখন একবার লজ্জা ভাঙ্গিয়া গেল তখন পরেশ স্পষ্টতই প্রতিদিন পদে পদে আশঙ্কা ব্যক্ত করিয়া স্ত্রীর সহিত কলহ করিতে আরম্ভ করিল এবং গৌরী যতই নিরুত্তর অবজ্ঞা এবং কষাঘাতের ন্যায় তীক্ষ্ণ কটাক্ষ দ্বারা তাঁহাকে আপাদমস্তক যেন ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিল, ততই তাহার সংশয় মত্ততা আরো যেন বাড়িবার দিকে চলিল।

এইরূপ স্বামীসুখ হইতে প্রতিহত হইয়া পুত্রহীনা তরুণী ধর্ম্মে মন দিলেন। হরিসভার নবীন প্রচারক ব্রহ্মচারী পরমানন্দস্বামীকে ডাকিয়া মন্ত্র লইলেন এবং তাঁহার নিকট ভাগবতের ব্যাখ্যা শুনিতে আরম্ভ করিলেন। নারীহৃদয়ের সমস্ত ব্যর্থ স্নেহ প্রেম কেবল ভক্তি আকারে পুঞ্জীভূত হইয়া গুরুদেবের পদতলে সমর্পিত হইল।

পরমানন্দের সাধুচরিত্র সম্বন্ধে দেশে বিদেশে কাহারও মনে সংশয় মাত্র ছিল না। সকলে তাঁহাকে পূজা করিত। পরেশ ইঁহার সম্বন্ধে মুখ ফুটিয়া সংশয় প্রকাশ করিতে পারিতেন না বলিয়াই তাহা গুপ্ত ক্ষতের মত ক্রমশঃ তাঁহার মর্ম্মের নিকট পর্য্যন্ত খনন করিয়া চলিয়াছিল।

একদিন সামান্য কারণে বিষ উদ্গীরিত হইয়া পড়িল। স্ত্রীর কাছে পরমানন্দকে উল্লেখ করিয়া দুশ্চরিত্র ভণ্ড বলিয়া গালি দিলেন এবং কহিলেন, তোমার শালগ্রাম স্পর্শ করিয়া শপথ পূর্ব্বক বল দেখি সেই বকধার্ম্মিককে তুমি মনে মনে ভালবাসনা ?

দলিত ফণিনীর ন্যায় মুহূর্ত্তের মধ্যেই উদগ্র হইয়া মিথ্যা স্পর্দ্ধা দ্বারা স্বামীকে বিদ্ধ করিয়া গৌরী রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন—ভালবাসি, তুমি কি করিতে চাও কর !—পরেশ তৎক্ষণাৎ ঘরে তালা চাবি লাগাইয়া তাঁহাকে রুদ্ধ করিয়া আদালতে চলিয়া গেল।

অসহ্য রোষে গৌরী কোন মতে দ্বার উন্মোচন করাইয়া তৎক্ষণাৎ বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

পরমানন্দ নিভৃত ঘরে জনহীন মধ্যাহ্নে শাস্ত্র পাঠ করিতেছিলেন। হঠাৎ অমেঘবাহিনী বিদ্যুল্লতার মত গৌরী ব্রহ্মচারীর

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

শাস্ত্রাধ্যয়নের মাঝখানে আসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল! গুরু কহিলেন—একি! শিষ্যা কহিলেন, গুরুদেব, অপমানিত সংসার হইতে আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া চল, তোমার সেবাব্রতে আমি জীবন উৎসর্গ করিব। পরমানন্দ কঠোর ভর্ৎসনা করিয়া গৌরীকে গৃহে ফিরিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু হায় গুরুদেব, সে দিনকার সেই অকস্মাৎ ছিন্ন বিছিন্ন অধ্যয়ন সূত্র আর কি তেমন করিয়া যোড়া লাগিতে পারিল।

পরেশ গৃহে আসিয়া মুক্তদ্বার দেখিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানে কে আসিয়াছিল? স্ত্রী কহিলেন, কেহ আসে নাই, আমি গুরুদেবের গৃহে গিয়াছিলাম। পরেশ মুহূর্ত্তকাল পাংশু এবং পরক্ষণেই রক্তবর্ণ হইয়া কহিলেন—কেন গিয়াছিলে? গৌরী কহিলেন আমার খুসী!—সে দিন হইতে পাহারা বসাইয়া স্ত্রীকে ঘরে রুদ্ধ করিয়া পরেশ এমনি উপদ্রব আরম্ভ করিলেন যে সহরময় কুৎসা রটিয়া গেল।

এই সকল কুৎসিত অপমান ও অত্যাচারের সংবাদে পরমানন্দের হরিচিন্তা দূর হইয়া গেল। এই নগর অবিলম্বে পরিত্যাগ করা তিনি কর্ত্তব্য বোধ করিলেন, অথচ উৎপীড়িতকে ফেলিয়া কোন মতেই দূরে যাইতে পারিলেন না। সন্ন্যাসীর এই কয়দিনকার দিনরাত্রের ইতিহাস কেবল অন্তর্য্যামীই জানেন।

অবশেষে অবরোধের মধ্যে থাকিয়া গৌরী একদিন পত্র পাইলেন,—বৎসে, আলোচনা করিয়া দেখিলাম ইতিপূর্ব্বে অনেক সাধ্বী সাধক-রমণী কৃষ্ণপ্রেমে সংসার ত্যাগ করিয়াছেন। যদি সংসারের অত্যাচারে হরিপাদপদ্ম হইতে তোমার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে তবে জানাইলে ভগবানের সহায়তায় তাঁহার সেবিকাকে উদ্ধার করিয়া প্রভুর অভয় পদারবিন্দে উৎসর্গ করিতে প্রয়াসী হইব। ২৬শে ফাল্গুন বুধবারে অপরাহ্ণ ২ ঘটিকার সময় ইচ্ছা করিলে তোমাদের পুষ্করিণীর তীরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পার।

গৌরী পত্রখানি কেশে বাঁধিয়া খোপার মধ্যে ঢাকিয়া রাখিল। ২৬শে ফাল্গুন মধ্যাহ্নে স্নানের পূর্ব্বে চুল খুলিবার সময় দেখিল, চিঠিখানি নাই। হঠাৎ সন্দেহ হইল হয়ত চিঠিখানি কখন্ বিছানায় স্খলিত হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহা তাঁহার স্বামীর হস্তগত হইয়াছে। স্বামী সে পত্র পাঠে ঈর্ষ্যায় দগ্ধ হইতেছে মনে করিয়া গৌরী মনে মনে এক প্রকার জ্বালাময় আনন্দ অনুভব করিল—কিন্তু তাহার শিরোভূষণ পত্রখানি পামগুহস্তস্পর্শে লাঞ্ছিত হইতেছে এ কল্পনাও তাহার সহ্য হইল না। দ্রুতপদে স্বামীগৃহে গেল।

দেখিল স্বামী ভূতলে পড়িয়া গোঁ গোঁ করিতেছে, মুখ দিয়া ফেনা পড়িতেছে, চক্ষুতারা কপালে উঠিয়াছে। দক্ষিণ বদ্ধমুষ্টি হইতে পত্রখানি ছাড়াইয়া লইয়া তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকিয়া পাঠাইল। ডাক্তার আসিয়া কহিল, আপোপ্লেক্সি,—তখন রোগীর মৃত্যু হইয়াছে।

সেই দিন মফস্বলে পরেশের একটি জরুরি মকদ্দমা ছিল। সন্ন্যাসীর এতদূর পতন হইয়াছিল যে তিনি সেই সংবাদ লইয়া গৌরীর সহিত সাক্ষাতের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। সদ্যঃবিধবা গৌরী যেমন বাতায়ন হইতে গুরুদেবকে চোরের মত পুষ্করিণীতটে দেখিল তৎক্ষণাৎ বজ্রচকিতের ন্যায় দৃষ্টি অবনত করিল। গুরু যে কোথা হইতে কোথায় নামিয়াছেন তাহা যেন বিদ্যুদালোকে সহসা এই মুহূর্ত্তে তাহার হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। গুরু ডাকিলেন, গৌরি! গৌরী কহিল, আসিতেছি গুরুদেব।

মৃত্যু সংবাদ পাইয়া পরেশের বন্ধুগণ যখন

সংকারের জন্য উপস্থিত হইল, দেখিল গৌরীর মৃতদেহ স্বামীর পার্শ্বে শয়ান। সে বিষ খাইয়া মরিয়াছে। আধুনিক কালে এই আশ্চর্য্য সহমরণের দৃষ্টান্তে সতীমাহাত্ম্যে সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল।

—:*:—

দুর্ব্বুদ্ধি।

ভিটা ছাড়িতে হইল। কেমন করিয়া তাহা খোলসা করিয়া বলিব না—আভাস দিব মাত্র।

আমি পাড়াগেঁয়ে নেটিব ডাক্তার, পুলিসের থানার সম্মুখে আমার বাড়ি। যমরাজের সহিত আমার যে পরিমাণ আনুগত্য ছিল দারোগা বাবুদের সহিত তাহা অপেক্ষা কম ছিল না—সুতরাং নর এবং নারায়ণের দ্বারা মানুষের যত বিবিধ রকমের পীড়া ঘটিতে পারে তাহা আমার সুগোচর ছিল। যেমন মণির দ্বারা বলয়ের এবং বলয়ের দ্বারা মণির শোভা বৃদ্ধি হয় তেমনি আমার মধ্যস্থতায় দারোগার এবং দারোগার মধ্যস্থতায় আমার উত্তরোত্তর আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটিতেছিল।

এইসকল ঘনিষ্ঠ কারণে হাল নিয়মের কৃতবিদ্য দারোগা ললিত চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে আমার একটু বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। তাঁহার একটি অরক্ষণীয়া আত্মীয়া কন্যার সহিত বিবাহের জন্য মাঝে মাঝে অনুরোধ করিয়া আমাকেও প্রায় তিনি অরক্ষণীয় করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু শশী আমার একমাত্র কন্যা, মাতৃহীনা, তাহাকে বিমাতার হাতে সমর্পণ করিতে পারিলাম না। বর্ষে বর্ষে নূতন পঞ্জিকার মতে বিবাহের কত শুভলগ্নই ব্যর্থ হইল! আমারই চক্ষের সম্মুখে কত যোগ্য এবং অযোগ্য পাত্র চতুর্দ্দোলায় চড়িল, আমি কেবল বরযাত্রীর দলে বাহির বাড়িতে মিষ্টান্ন খাইয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম।

শশীর বয়স বারো হইয়া প্রায় তেরোয় পড়ে। কিছু সুবিধামত টাকার যোগাড় করিতে পারিলেই মেয়েটিকে একটি বিশিষ্ট বড় ঘরে বিবাহ দিতে পারিব এমন আশা পাইয়াছি। সেই কর্ম্মটি শেষ করিতে পারিলে অবিলম্বে আর একটি শুভকর্ম্মের আয়োজনে মনোনিবেশ করিতে পারিব।

সেই অত্যাবশ্যক টাকাটার কথা ধ্যান করিতেছিলাম—এমন সময় তুলসীপাড়ার হরিনাথ মজুমদার আসিয়া আমার পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িল। কথাটা এই, তাহার বিধবা কন্যা রাত্রে হঠাৎ মারা গিয়াছে; শত্রুপক্ষ গর্ভপাতের অপবাদ দিয়া দারোগার কাছে বেনামী পত্র লিখিয়াছে। এক্ষণে পুলিস তাহার মৃতদেহ লইয়া টানাটানি করিতে উদ্যত।

সদ্য কন্যাশোকের উপর এত বড় অপমানের আঘাত তাহার পক্ষে অসহ্য হইয়াছে। আমি ডাক্তারও বটে, দারোগার বন্ধুও বটে, কোন মতে উদ্ধার করিতে হইবে।

লক্ষ্মী যখন ইচ্ছা করেন তখন এমনি করিয়াই কখনো সদর কখনো খিড়কি দরজা দিয়া অনাহূত আসিয়া উপস্থিত হন। আমি ঘাড় নাড়িয়া বলিলাম ব্যাপারটা বড় গুরুতর, দুটো একটা কল্পিত উদাহরণ প্রয়োগ করিলাম—কম্পমান বৃদ্ধ হরিনাথ শিশুর মত কাঁদিতে লাগিল।

বিস্তারিত বলা বাহুল্য—কন্যার অন্ত্যেষ্টি

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

সৎকারের সুযোগ করিতে হরিনাথ ফতুর হইয়া গেল।

আমার কন্যা শশী করুণ স্বরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল বাবা, ঐ বুড়ো তোমার পায়ে ধরিয়া কেন অমন করিয়া কাঁদিতেছিল? আমি তাহাকে ধমক দিয়া বলিলাম যা, যা, তোর এত খবরে দরকার কি?

এইবার সৎপাত্রে কন্যাদানের পথ সুপ্রশস্ত হইল। বিবাহের দিন স্থির হইয়া গেল। একমাত্র কন্যার বিবাহ ভোজের আয়োজন প্রচুর করিলাম। বাড়িতে গৃহিণী নাই, প্রতিবেশীরা দয়া করিয়া আমাকে সাহায্য করিতে আসিল। সর্ব্বস্বান্ত কৃতজ্ঞ হরিনাথ দিনরাত্রি খাটিতে লাগিল।

গায়েহলুদের দিনে রাত তিনটার সময় হঠাৎ শশীকে ওলউঠায় ধরিল। রোগ উত্তরোত্তর কঠিন হইয়া উঠিতে লাগিল। অনেক চেষ্টার পর নিষ্ফল ঔষধের শিশিগুলা ভূতলে ফেলিয়া ছুটিয়া গিয়া হরিনাথের পা জড়াইয়া ধরিলাম। কহিলাম, মাপ কর দাদা, পাষণ্ডকে মাপ কর। আমার একমাত্র কন্যা, আমার আর কেহ নাই।

হরিনাথ শশব্যস্ত হইয়া কহিল, ডাক্তার বাবু করেন কি, করেন কি! আপনার কাছে আমি চিরঋণী—আমার পায়ে হাত দিবেন না!

আমি কহিলাম নিরপরাধে আমি তোমার সর্ব্বনাশ করিয়াছি সেই পাপে আমার কন্যা মরিতেছে।

এই বলিয়া সর্ব্বলোকের সমক্ষে আমি চীৎকার করিয়া বলিলাম ওগো আমি এই বৃদ্ধের সর্ব্বনাশ করিয়াছি, আমি তাহার দণ্ড লইতেছি, ভগবান্ আমার শশীকে রক্ষা করুন!

বলিয়া হরিনাথের চটিজুতা খুলিয়া লইয়া নিজের মাথায় মারিতে লাগিলাম; বৃদ্ধ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আমার হাত হইতে জুতা কাড়িয়া লইল।

পরদিন দশটা বেলায় গায়ে হলুদের হরিদ্রা চিহ্ন লইয়া শশী ইহসংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিল।

তাহার পর দিনেই দারোগা বাবু কহিলেন —ওহে, আর কেন, এইবার বিবাহ করিয়া ফেল! দেখা শুনারত একজন লোক চাই!

মানুষের মর্ম্মান্তিক দুঃখশোকের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর অশ্রদ্ধা সয়তানকেও শোভা পায় না। কিন্তু নানা ঘটনায় দারোগার কাছে এমন মনুষ্যত্বের পরিচয় দিয়াছিলাম যে কোন কথা বলিবার মুখ ছিল না। দারোগার বন্ধুত্ব সেই দিন যেন আমাকে চাবুক মারিয়া অপমান করিল!

হৃদয় যতই ব্যথিত থাক্ কর্ম্মচক্র চলিতেই থাকে! আগেকার মতই ক্ষুধার আহার, পরিধানের বস্ত্র, এমন কি, চুলার কাষ্ঠ এবং জুতার ফিতা পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ উদ্যমে নিয়মিত সংগ্রহ করিয়া ফিরিতে হয়।

কাজের অবকাশে যখন একলা ঘরে আসিয়া বসিয়া থাকি তখন মাঝে মাঝে কাণে সেই করুণকণ্ঠের প্রশ্ন বাজিতে থাকে, বাবা ঐ বুড়ো তোমার পায়ে ধরিয়া কেন অমন করিয়া কাঁদিতেছিল?—দরিদ্র হরিনাথের জীর্ণঘর নিজের ব্যয়ে ছাইয়া দিলাম—আমার দুগ্ধবতী গাভীটি তাহাকে দান করিলাম, তাহার বন্ধকী জোত জমা মহাজনের হাত হইতে উদ্ধার করিয়া দিলাম।

কিছুদিন সদ্যঃশোকের দুঃসহ বেদনায় নির্জ্জন সন্ধ্যায় এবং অনিদ্র রাত্রে কেবলি মনে হইত, আমার কোমলহৃদয়া মেয়েটি সংসারলীলা শেষ করিয়াও তাহার বাপের নিষ্ঠুর দুষ্কর্ম্মে পরলোকে কোন মতেই শান্তি পাইতেছে না, সে

যেন ব্যথিত হইয়া কেবলি আমাকে প্রশ্ন করিয়া ফিরিতেছে, বাবা, কেন এমন করিলে?

কিছুদিন এমনি হইয়াছিল গরীবের চিকিৎসা করিয়া টাকার জন্ত তাগিদ্ করিতে পারিতাম না। কোন ছোট মেয়ের ব্যামো হইলে মনে হইত আমার শশীই যেন পল্লীর সমস্ত রুগ্না বালিকার মধ্যে রোগ ভোগ করিতেছে।

তখন পুরা বর্ষায় পল্লী ভাসিয়া গেছে। ধানের ক্ষেত এবং গৃহের অঙ্গনপার্শ্ব দিয়া নৌকায় করিয়া ফিরিতে হয়। ভোর রাত্রি হইতে বৃষ্টি সুরু হইয়াছে, এখনো বিরাম নাই।

জমিদারের কাছারি বাড়ি হইতে আমার ডাক পড়িয়াছে। বাবুদের পাল্কির মাঝি সামান্ত বিলম্বটুকু সহ্য করিতে না পারিয়া উদ্ধত হইয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে।

ইতিপূর্ব্বে এরূপ দুর্য্যোগে যখন আমাকে বাহির হইতে হইত তখন একটি লোক ছিল যে আমার পুরাতন ছাতাটি খুলিয়া দেখিত তাহাতে কোথাও ছিদ্র আছে কি না, এবং একটি ব্যগ্রকণ্ঠ বাদলার হাওয়া ও বৃষ্টির ছাঁট হইতে সযত্নে আত্মরক্ষা করিবার জন্ত আমাকে বারবার সতর্ক করিয়া দিত। আজ শূন্য নীরব গৃহ হইতে নিজের ছাতা নিজে সন্ধান করিয়া লইয়া বাহির হইবার সময় তাহার সেই স্নেহমুখখানি স্মরণ করিয়া একটুখানি বিলম্ব হইতেছিল। তাহার রুদ্ধ শয়ন ঘরটার দিকে তাকাইয়া ভাবিতেছিলাম, যে লোক পরের দুঃখকে কিছুই মনে করে না, তাহার সুখের জন্ত ভগবান্ ঘরের মধ্যে এত স্নেহের আয়োজন কেন রাখিবেন? এই ভাবিতে ভাবিতে সেই শূন্য ঘরটার দরজার কাছে আসিয়া বুকের মধ্যে হু হু করিতে লাগিল। বাহিরে বড়লোকের ভৃত্যের তর্জ্জন স্বর শুনিয়া তাড়াতাড়ি শোক সম্বরণ করিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

নৌকায় উঠিবার সময় দেখি থানার ঘাটে ডোঙ্গা বাধা—একজন চাষা কৌপীন পরিয়া বৃষ্টিতে ভিজিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কিরে? উত্তরে শুনিলাম, গত রাত্রে তাহার কন্যাকে সাপে কাটিয়াছে, থানায় রিপোর্ট করিবার জন্য হতভাগ্য তাহাকে দূর গ্রাম হইতে বাহিয়া আনিয়াছে। দেখিলাম সে তাহার নিজের একমাত্র গাত্র বস্ত্র খুলিয়া মৃত দেহ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। জমিদারী কাছারীর অসহিষ্ণু মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল।

বেলা একটার সময় বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া দেখি তখনো সেই লোকটা বুকের কাছে হাত পা গুটাইয়া বসিয়া বসিয়া ভিজিতেছে। দারোগা বাবুর দর্শন মেলে নাই। আমি তাহাকে আমার রন্ধন অন্নের এক অংশ পাঠাইয়া দিলাম। সে তাহা ছুঁইল না।

তাড়াতাড়ি আহার সারিয়া কাছারির রোগীর তাগিদে পুনর্ব্বার বাহির হইলাম। সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরিয়া দেখি তখনো লোকটা একেবারে অভিভূতের মত বসিয়া আছে। কথা জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দিতে পারে না, মুখের দিকে তাকাইয়া থাকে। এখন তাহার কাছে, এই নদী, ঐ গ্রাম, ঐ থানা, এই মেঘাচ্ছন্ন আর্দ্র পঙ্কিল পৃথিবীটা স্বপ্নের মত। বারংবার প্রশ্নের দ্বারা জানিলাম একবার এক জন কন্‌ষ্টেবল্ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল ট্যাঁকে কিছু আছে কি না। সে উত্তর করিয়াছিল সে নিতান্তই গরীব, তাহার কিছু নাই। কন্‌ষ্টেবল্ বলিয়া গেছে, থাক্ বেটা তবে এখানে বসিয়া থাক্।

এমন দৃশ্য পূর্ব্বেও অনেক বার দেখিয়াছি কখনো কিছুই মনে হয় নাই। আজ কোন মতেই সহ্য করিতে পারিলাম না। আমার শশীর করুণা গদগদ অব্যক্ত কণ্ঠ সমস্ত বাদলার

আকাশ জুড়িয়া বাজিয়া উঠিল। ঐ কন্যাহারা বাক্যহীন চাষার অপরিমেয় দুঃখ আমার বুকের পাঁজর গুলাকে যেন ঠেলিয়া তুলিতে লাগিল।

দারোগা বাবু খেতের মোড়ায় বসিয়া আরামে গুড়গুড়ি টানিতেছিলেন, তাঁহার কন্যাদায়গ্রস্ত আত্মীয় মেসোটি আমার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই সম্প্রতি দেশ হইতে আসিয়াছেন; তিনি মাদুরের উপর বসিয়া গল্প করিতেছিলেন। আমি একদমে ঝড়ের বেগে সেখানে উপস্থিত হইলাম, চীৎকার করিয়া বলিলাম, আপনারা মানুষ না পিশাচ? বলিয়া আমার সমস্ত দিনের উপার্জ্জনের টাকা ঝনাৎ করিয়া তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া কহিলাম—টাকা চান্ ত এই নিন্, যখন মরিবেন সঙ্গে লইয়া যাইবেন, এখন এই লোকটাকে ছুটি দিন, ও কন্যার সৎকার করিয়া আসুক্!

বহু উৎপীড়িতের অশ্রুসেচনে দারোগার সহিত ডাক্তারের যে প্রণয় বাড়িয়া উঠিয়াছিল তাহা এই ঝড়ে ভূমিসাৎ হইয়া গেল।

অনতিকাল পরে দারোগার পায়ে ধরিয়াছি, তাঁহার মহদাশয়তার উল্লেখ করিয়া অনেক স্তুতি এবং নিজের বুদ্ধিভ্রংশতা লইয়া অনেক আত্মধিক্কার প্রয়োগ করিয়াছি, কিন্তু শেষটা ভিটা ছাড়িতে হইল।

দৃষ্টি-দান।

শুনিয়াছি আজকাল অনেক বাঙ্গালীর মেয়েকে নিজের চেষ্টায় স্বামী-সংগ্রহ করিতে হয়। আমিও তাই করিয়াছি কিন্তু দেবতার সহায়তায়। আমি ছেলেবেলা হইতে অনেক ব্রত এবং অনেক শিবপূজা করিয়াছিলাম।

আমার আট বৎসর বয়স উত্তীর্ণ না হইতেই বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু পূর্ব্বজন্মের পাপবশতঃ আমি আমার এমন স্বামী পাইয়াও সম্পূর্ণ পাইলাম না। মা ত্রিনয়নী আমার দুইচক্ষু হইলেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত স্বামীকে দেখিয়া লইবার সুখ দিলেন না।

বাল্যকাল হইতেই আমার অগ্নিপরীক্ষার আরম্ভ হয়। চোদ্দ বৎসর পার না হইতেই আমি একটি মৃতশিশু জন্ম দিলাম, নিজেও মরিবার কাছাকাছি গিয়াছিলাম; কিন্তু যাহাকে দুঃখভোগ করিতে হইবে সে মরিলে চলিবে কেন? যে দীপ জ্বলিবার জন্য হইয়াছে তাহার তেল অল্প হয় না; রাত্রিভোর জ্বলিয়া তবে তাহার নির্ব্বাণ।

বাঁচিলাম বটে, কিন্তু শরীরের দুর্ব্বলতায় মনের খেদে, অথবা যে কারণেই হউক আমার চোখের পীড়া হইল।

আমার স্বামী তখন ডাক্তারী পড়িতেছিলেন। নূতন বিদ্যাশিক্ষার উৎসাহবশতঃ চিকিৎসা করিবার সুযোগ পাইলে তিনি খুসি হইয়া উঠিতেন। তিনি নিজেই আমার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন।

দাদা সে বছর বি, এল, দিবেন বলিয়া কালেজে পড়িতেছিলেন। তিনি একদিন আসিয়া আমার স্বামীকে কহিলেন, করিতেছ কি? কুমুর চোখ দুটো যে নষ্ট করিতে বসিয়াছ। একজন ভাল ডাক্তার দেখাও।

আমার স্বামী কহিলেন, ভাল ডাক্তার আসিয়া আর নূতন চিকিৎসা কি করিবে? ওষুধ পত্র ত সব জানাই আছে।

দাদা কিছু রাগিয়া কহিলেন, তবে ত

তোমার সঙ্গে তোমাদের কালেজের বড় সাহেবের কোন প্রভেদ নাই।

স্বামী বলিলেন, আইন পড়িতেছ ডাক্তারীর তুমি কি বোঝ? তুমি যখন বিবাহ করিবে, তখন তোমার স্ত্রীর সম্পত্তি লইয়া যদি কখন মকদ্দমা বাধে তুমি কি আমার পরামর্শমত চালবে?

আমি মনে মনে ভাবিতেছিলাম, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হইলে উলুখড়েরই বিপদ সবচেয়ে বেশী। স্বামীর সঙ্গে বিবাদ বাধিল দাদার,—কিন্তু দুই পক্ষ হইতে বাজিতেছে আমাকেই। আবার ভাবিলাম, দাদারা যখন আমাকে দানই করিয়াছেন তখন আমার সম্বন্ধে কর্ত্তব্য লইয়া এ সমস্ত ভাগাভাগি কেন? আমার সুখদুঃখ আমার রোগ ও আরোগ্য সে ত সমস্তই আমার স্বামীর।

সে দিন আমার এই এক সামান্য চোখের চিকিৎসা লইয়া দাদার সঙ্গে আমার স্বামীর যেন একটু মনান্তর হইয়া গেল। সহজেই আমার চোখ দিয়া জল পড়িতেছিল, আমার জলের ধারা আরও বাড়িয়া উঠিল তাহার প্রকৃত কারণ আমার স্বামী কিংবা দাদা কেহই তখন বুঝিলেন না।

আমার স্বামী কালেজে গেলে বিকাল বেলায় হঠাৎ দাদা এক ডাক্তার লইয়া আসিয়া উপস্থিত। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া কহিল সাবধানে না থাকিলে পীড়া গুরুতর হইবার সম্ভাবনা আছে। এই বলিয়া কি সমস্ত ওষুধ লিখিয়া দিল, দাদা তখনি তাহা আনাইতে পাঠাইলেন।

ডাক্তার চলিয়া গেলে আমি দাদাকে বলিলাম, দাদা আপনার পায়ে পড়ি আমার যে চিকিৎসা চলিতেছে তাহাতে কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটাইবেন না।

আমি শিশুকাল হইতে দাদাকে খুব ভয় করিতাম, তাঁহাকে যে মুখ ফুটিয়া এমন করিয়া কিছু বলিতে পারিব ইহা আমার পক্ষে এক আশ্চর্য্য ঘটনা। কিন্তু আমি বেশ বুঝিয়াছিলাম, আমার স্বামীকে লুকাইয়া দাদা আমার যে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতেছেন তাহাতে আমার অশুভ বই শুভ নাই।

দাদাও আমার প্রগল্‌ভতায় বোধ করি কিছু আশ্চর্য্য হইলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিয়া অবশেষে বলিলেন, আচ্ছা আমি আর ডাক্তার আনিব না, কিন্তু যে ওষুধটা আসিবে তাহা বিধিমতে সেবন করিয়া দেখিস্‌।—ওষুধ আসিলে পর আমাকে তাহা ব্যবহারের নিয়ম বুঝাইয়া দিয়া দাদা চলিয়া গেলেন। স্বামী কালেজ হইতে আসিবার পূর্ব্বেই আমি সে কৌটা এবং শিশি এবং তুলি এবং বিধি-বিধান সমস্তই সযত্নে আমাদের প্রাঙ্গণের পাতকুয়ার মধ্যে ফেলিয়া দিলাম।

দাদার সঙ্গে কিছু আড়ি করিয়াই আমার স্বামী যেন আরো দ্বিগুণ চেষ্টায় আমার চোখের চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইলেন। এ বেলা ও বেলা ওষুধ বদল হইতে লাগিল। চোখে ঠুলি পরিলাম, চসমা পরিলাম, চোখে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ওষুধ ঢালিলাম, গুঁড়া লাগাইলাম, দুর্গন্ধ মাছের তেল খাইয়া ভিতরকার পাকযন্ত্রসুদ্ধ যখন বাহির হইবার উদ্যম করিত তাহাও দমন করিয়া রহিলাম।

স্বামী জিজ্ঞাসা করিতেন কেমন বোধ হইতেছে, আমি বলিতাম অনেকটা ভাল। আমি মনে করিতেও চেষ্টা করিতাম যে, ভালই হইতেছে। যখন বেশী জল পড়িতে থাকিত তখন ভাবিতাম জল কাটিয়া যাওয়াই ভাল লক্ষণ; যখন জল পড়া বন্ধ হইত তখন

ভাবিতাম এই ত আরোগ্য হইবার পথে দাঁড়াইয়াছি।

কিন্তু কিছুকাল পরে যন্ত্রণা অসহ্য হইয়া উঠিল। চোখে ঝাপসা দেখিতে লাগিলাম এবং মাথার বেদনায় আমাকে স্থির থাকিতে দেল না। দেখিলাম আমার স্বামীও যেন কিছু অপ্রতিভ হইয়াছেন। এত দিন পরে কি ছুতা করিয়া যে ডাক্তার ডাকিবেন ভাবিয়া পাইতেছেন না।

আমি তাঁহাকে বলিলাম, দাদার মন রক্ষার জন্য একবার একজন ডাক্তার ডাকিতে দোষ কি? এই লইয়া তিনি অনর্থক রাগ করিতেছেন ইহাতে আমার মনে কষ্ট হয়। চিকিৎসা ত তুমিই করিবে, ডাক্তার একজন উপসর্গ থাকা ভাল।

স্বামী কহিলেন, ঠিক বলিয়াছ। এই বলিয়া সেই দিনই এক ইংরাজ ডাক্তার লইয়া হাজির করিলেন। কি কথা হইল জানি না কিন্তু মনে হইল যেন সাহেব আমার স্বামীকে কিছু ভর্ৎসনা করিলেন, তিনি নতশিরে নিরুত্তরে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

ডাক্তার চলিয়া গেলে, আমি আমার স্বামীর হাত ধরিয়া বলিলাম, কোথা হইতে একটা গোঁয়ার গোরা গর্দ্দভ ধরিয়া আনিয়াছ,—একজন দেশী ডাক্তার আনিলেই হইত। আমার চোখের রোগ ও কি তোমার চেয়ে ভাল বুঝিবে?

স্বামী কিছু কুণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, চোখে অস্ত্র করা আবশ্যক হইয়াছে।

আমি একটু রাগের ভাণ করিয়া কহিলাম—অস্ত্র করিতে হইবে সেত তুমি জানিতে কিন্তু প্রথম হইতেই সে কথা আমার কাছে গোপন করিয়া গেছ! তুমি কি মনে কর আমি ভয় করি।

স্বামীর লজ্জা দূর হইল—তিনি বলিলেন চোখে অস্ত্র করিতে হইবে শুনিলে ভয় না করে পুরুষের মধ্যে এমন বীর কয়জন আছে?

আমি ঠাট্টা করিয়া বলিলাম—পুরুষের বীরত্ব কেবল স্ত্রীর কাছে!

স্বামী তৎক্ষণাৎ ম্লান গম্ভীর হইয়া কহিলেন—সে কথা ঠিক। পুরুষের কেবল অহঙ্কার সার।

আমি তাঁহার গাম্ভীর্য্য উড়াইয়া দিয়া কহিলাম, অহঙ্কারেও বুঝি তোমরা মেয়েদের সঙ্গে পার? তাহাতেও আমাদের জিত!

ইতিমধ্যে দাদা আসিলে আমি দাদাকে বিরলে ডাকিয়া বলিলাম—দাদা, আপনার সেই ডাক্তারের ব্যবস্থামত চলিয়া এতদিন আমার চোখ বেশ ভালই হইতেছিল—একদিন ভ্রমক্রমে খাইবার ওষুধটা চক্ষে লেপন করিয়া তাহার পর হইতে চোখ যায় যায় হইয়া উঠিয়াছে। আমার স্বামী বলিতেছেন চোখে অস্ত্র করিতে হইবে।

দাদা বলিলেন আমি ভাবিতেছিলাম, তোর স্বামীর চিকিৎসাই চলিতেছে তাই আরও আমি রাগ করিয়া এত দিন আসি নাই।

আমি বলিলাম—না, আমি গোপনে সেই ডাক্তারের ব্যবস্থামতই চলিতেছিলাম,—স্বামীকে জানাই নাই পাছে তিনি রাগ করেন।

স্ত্রীজন্ম গ্রহণ করিলে এত মিথ্যাও বলিতে হয়! দাদার মনেও কষ্ট দিতে পারি না, স্বামীর যশও ক্ষুণ্ণ করা চলে না। মা হইয়া কোলের শিশুকে ভুলাইতে হয়, স্ত্রী হইয়া শিশুর বাপকে ভুলাইতে হয়, মেয়েদের এত ছলনার প্রয়োজন!

ছলনার ফল হইল এই যে, অন্ধ হইবার পূর্ব্বে আমার দাদা এবং স্বামীর মিলন দেখিতে পাইলাম। দাদা ভাবিলেন গোপন চিকিৎসা

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

করিতে গিয়া এই দুর্ঘটনা ঘটিল, স্বামী ভাবিলেন, গোড়ায় আমার দাদার পরামর্শ শুনিলেই ভাল হইত। এই ভাবিয়া দুই অনুতপ্ত হৃদয় ভিতরে ভিতরে ক্ষমাপ্রার্থী হইয়া পরস্পরের অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইল। স্বামী দাদার পরামর্শ লইতে লাগিলেন, দাদাও বিনীতভাবে সকল বিষয়ে আমার স্বামীর মতের প্রতিই নির্ভর প্রকাশ করিলেন।

অবশেষে উভয়ের পরামর্শক্রমে একদিন একজন ইংরাজ ডাক্তার আসিয়া আমার বাম চোখে অস্ত্রাঘাত করিল। দুর্ব্বল চক্ষু সে আঘাত কাটাইয়া উঠিতে পারিল না, তাহার ক্ষীণ দীপ্তিটুকু হঠাৎ নিবিয়া গেল। তাহার পরে বাকী চোখটাও দিনে দিনে অল্পে অল্পে অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল। বাল্যকালে শুভদৃষ্টির দিনে যে চন্দনচর্চ্চিত তরুণ মূর্ত্তি আমার সম্মুখে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার উপরে চিরকালের মত পর্দ্দা পড়িয়া গেল।

একদিন স্বামী আমার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া কহিলেন তোমার কাছে আর মিথ্যা বড়াই করিব না, তোমার চোখ দুটি আমিই নষ্ট করিয়াছি।

দেখিলাম, তাঁহার কণ্ঠস্বরে অশ্রুজল ভরিয়া আসিয়াছে। আমি দুইহাতে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত চাপিয়া কহিলাম, বেশ করিয়াছ, তোমার জিনিষ তুমি লইয়াছ। ভাবিয়া দেখ দেখি যদি কোন ডাক্তারের চিকিৎসায় আমার চোখ নষ্ট হইত তাহাতে আমার কি সান্ত্বনা থাকিত! ভবিতব্যতা যখন খণ্ডে না তখন চোখ ত আমার কেহই বাঁচাইতে পারিত না—সে চোখ তোমার হাতে গিয়াছে এই আমার অন্ধতার একমাত্র সুখ! যখন পূজায় ফুল কম পড়িয়াছিল তখন রামচন্দ্র তাঁহার দুই চক্ষু উৎপাটন করিয়া দেবতাকে দিতে গিয়াছিলেন। আমার দেবতাকে আমার দৃষ্টি দিলাম,—তোমার চোখে যখন যাহা ভাল লাগিবে আমাকে মুখে বলিয়ো, সে আমি তোমার চোখের দেখার প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিব।

আমি এত কথা বলিতে পারি নাই, মুখে এমন করিয়া বলাও যায় না; এ সব কথা আমি অনেক দিন ধরিয়া ভাবিয়াছি; মাঝে মাঝে যখন অবসাদ আসিত, নিষ্ঠার তেজ ম্লান হইয়া পড়িত, নিজেকে বঞ্চিত দুঃখিত দুর্ভাগ্যদগ্ধ বলিয়া মনে হইত,—তখন আমি নিজের মনকে দিয়া এই সব কথা বলাইয়া লইতাম,—এই শান্তি এই ভক্তিকে অবলম্বন করিয়া নিজের দুঃখের চেয়েও নিজেকে উচ্চ করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিতাম। সে দিন, কতকটা কথায় কতকটা নীরবে বোধ করি আমার মনের ভাবটা তাঁহাকে একরকম করিয়া বুঝাইতে পারিয়াছিলাম। তিনি কহিলেন কুমু, মূঢ়তা করিয়া তোমার যা নষ্ট করিয়াছি সে আর ফিরাইয়া দিতে পারিব না, কিন্তু আমার যতদুর সাধ্য তোমার চোখের অভাবমোচন করিয়া তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিব।

আমি কহিলাম, সে কোন কাজের কথা নয়। তুমি যে তোমার ঘরকন্নাকে একটি অন্ধের হাঁসপাতাল করিয়া রাখিবে সে আমি কিছুতেই দিব না। তোমাকে আর একটি বিবাহ করিতেই হইবে।

কি জন্য যে বিবাহ করা নিতান্ত আবশ্যক তাহা সবিস্তারে বলিবার পূর্ব্বে আমার একটু-খানি কণ্ঠরোধ হইবার উপক্রম হইল। একটু কাশিয়া, একটু সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিতে যাই-তেছি এমন সময় আমার স্বামী উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিয়া উঠিলেন—আমি মূঢ়, আমি

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

অহঙ্কারী, কিন্তু তাই বলিয়া আমি পাষণ্ড নই। নিজের হাতে তোমাকে অন্ধ করিয়াছি, অবশেষে সেই দোষে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া যদি অন্য স্ত্রী গ্রহণ করি তবে আমাদের ইষ্টদেব গোপীনাথের শপথ করিয়া বলিতেছি আমি যেন ব্রহ্মহত্যা পিতৃহত্যার পাতকী হই।

এত বড় শপথটা করিতে দিতাম না, বাধা দিতাম—কিন্তু অশ্রু তখন বুক বাহিয়া কণ্ঠ চাপিয়া দুই চক্ষু ছাপিয়া ঝরিয়া পড়িবার যো করিতেছিল, তাহাকে সম্বরণ করিয়া কথা বলিতে পারিতেছিলাম না। তিনি যাহা বলিলেন তাহা শুনিয়া বিপুল আনন্দের উদ্বেগে বালিশের মধ্যে মুখ চাপিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম। আমি অন্ধ তবু তিনি আমাকে ছাড়িবেন না! দুঃখীর দুঃখের মত আমাকে হৃদয়ে করিয়া রাখিবেন। এত সৌভাগ্য আমি চাই না, কিন্তু মন ত স্বার্থপর।

অবশেষে অশ্রুর প্রথম পসলাটা সবেগে বর্ষণ হইয়া গেলে তাঁহার মুখ আমার বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলাম এমন ভয়ঙ্কর শপথ কেন করিলে? আমি কি তোমাকে নিজের সুখের জন্য বিবাহ করিতে বলিয়াছিলাম? সতীনকে দিয়া আমি আমার স্বার্থসাধন করিতাম। চোখের অভাবে তোমার যে কাজ নিজে করিতাম না সে আমি তাহাকে দিয়া করাইতাম।

স্বামী কহিলেন—কাজত দাসীতেও করে। আমি কি কাজের সুবিধার জন্য একটা দাসী বিবাহ করিয়া আমার এই দেবীর সঙ্গে একাসনে বসাইতে পারি?—বলিয়া আমার মুখ তুলিয়া ধরিয়া আমার ললাটে একটি নির্ম্মল চুম্বন করিলেন,—সেই চুম্বনের দ্বারা আমার যেন তৃতীয় নেত্র উন্মীলিত হইল, সেই ক্ষণে আমার দেবীত্বে অভিষেক হইয়া গেল। আমি মনে মনে কহিলাম, সেই ভাল। যখন অন্ধ হইয়াছি তখন আমি এই বহিঃসংসারের আর গৃহিণী হইতে পারি না,—এখন আমি সংসারের উপরে উঠিয়া দেবী হইয়া স্বামীর মঙ্গল করিব। আর মিথ্যা নয়, ছলনা নয়, গৃহিণী রমণীর যত কিছু ক্ষুদ্রতা এবং কপটতা আছে সমস্ত দূর করিয়া দিলাম।

সে দিন সমস্তদিন নিজের সঙ্গে একটা বিরোধ চলিতে লাগিল। গুরুতর শপথে বাধ্য হইয়া স্বামী, যে, কোন মতেই দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারিবেন না, এই আনন্দ মনের মধ্যে যেন একেবারে দংশন করিয়া রহিল কিছুতেই তাহাকে ছাড়াইতে পারিলাম না। অদ্য আমার মধ্যে যে নূতন দেবীর আবির্ভাব হইয়াছে তিনি কহিলেন, হয়ত এমন দিন আসিতে পারে যখন এই শপথ পালন অপেক্ষা বিবাহ করিলে তোমার স্বামীর মঙ্গল হইবে। কিন্তু আমার মধ্যে যে পুরাতন নারী ছিল সে কহিল, তা হউক, কিন্তু তিনি যখন শপথ করিয়াছেন তখন ত আর বিবাহ করিতে পারিবেন না।—দেবী কহিলেন, তা হউক, কিন্তু ইহাতে তোমার খুসী হইবার কোন কারণ নাই। মানবী কহিল, সকলি বুঝি, কিন্তু যখন তিনি শপথ করিয়াছেন তখন, ইত্যাদি। —বারবার সেই এক কথা! দেবী তখন কেবল নিরুত্তরে ভ্রুকুটী করিলেন এবং একটা ভয়ঙ্কর আশঙ্কার অন্ধকারে আমার সমস্ত অন্তঃকরণ আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

আমার অনুতপ্ত স্বামী চাকর দাসীকে নিষেধ করিয়া নিজে আমার সকল কাজ করিয়া দিতে উদ্যত হইলেন। স্বামীর উপর তুচ্ছ বিষয়েও এইরূপ নিরুপায় নির্ভর প্রথমটা ভালই লাগিত। কারণ এমনি করিয়া সর্ব্বদাই তাঁহাকে কাছে পাইতাম। চোখে তাঁহাকে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

দেখিলাম না বলিয়া তাঁহাকে সর্ব্বদা কাছে পাইবার আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। স্বামীমুখের যে অংশ আমার চোখের ভাগে পড়িয়াছিল সেইটে এখন অন্য ইন্দ্রিয়েরা বাঁটিয়া লইয়া নিজেদের ভাগ বাড়াইয়া লইবার চেষ্টা করিল। এখন আমার স্বামী অধিকক্ষণ বাহিরের কাজে থাকিলে মনে হইত আমি যেন শূন্যে রহিয়াছি, আমি যেন কোথাও কিছু ধরিতে পারিতেছি না, আমার যেন সব হারাইল। পূর্ব্বে স্বামী যখন কালেজে যাইতেন তখন বিলম্ব হইলে পথের দিকের জানালা একটুখানি ফাঁক করিয়া পথ চাহিয়া থাকিতাম। যে জগতে তিনি বেড়াইতেন সে জগৎটাকে আমি চোখের দ্বারা নিজের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলাম। আজ আমার দৃষ্টিহীন সমস্ত শরীর তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে চেষ্টা করে। তাঁহার পৃথিবীর সহিত আমার পৃথিবীর যে প্রধান সাঁকো ছিল সেটা আজ ভাঙ্গিয়া গেছে। এখন, তাঁহার এবং আমার মাঝখানে একটা দুস্তর অন্ধতা;—এখন আমাকে কেবল নিরুপায় ব্যগ্রভাবে বসিয়া থাকিতে হয় কখন্ তিনি তাঁহার পার হইতে আমার পারে আসিয়া উপস্থিত হইবেন। সেই জন্য এখন যখন ক্ষণকালের জন্যও তিনি আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া যান, তখন আমার সমস্ত অন্ধ দেহ উদ্যত হইয়া তাঁহাকে ধরিতে যায়, হাহাকার করিয়া তাঁহাকে ডাকে।

কিন্তু এত আকাঙ্ক্ষা এত নির্ভর ত ভাল নয়। একেত স্বামীর উপরে স্ত্রীর ভারই যথেষ্ট, তাহার উপরে আবার অন্ধতার প্রকাণ্ডভার চাপাইতে পারি না। আমার এই বিশ্বযোড়া অন্ধকার এ আমিই বহন করিব। আমি একাগ্রমনে প্রতিজ্ঞা করিলাম, আমার এই অনন্ত অন্ধতা দ্বারা স্বামীকে আমি আমার সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিব না!

অল্পকালের মধ্যেই কেবল শব্দ গন্ধ স্পর্শের দ্বারা আমি আমার সমস্ত অভ্যস্ত কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে শিখিলাম। এমন কি, আমার অনেক গৃহকর্ম্ম পূর্ব্বের চেয়ে অনেক বেশী নৈপুণ্যের সহিত নির্ব্বাহ করিতে পারিলাম। এখন মনে হইতে লাগিল দৃষ্টি আমাদের কাজের যতটা সাহায্য করে তাহার চেয়ে ঢের বেশী বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। যতটুকু দেখিলে কাজ ভাল হয় চোখ তাহার চেয়ে ঢের বেশী দেখে। এবং চোখ যখন পাহারার কাজ করে কাণ তখন অলস হইয়া যায়,—যতটা তাহার শোনা উচিত তাহার চেয়ে সে কম শোনে। এখন চঞ্চল চোখের অবর্ত্তমানে আমার অন্য সমস্ত ইন্দ্রিয় তাহাদের কর্ত্তব্য শান্ত এবং সম্পূর্ণভাবে করিতে লাগিল।

এখন আমার স্বামীকে আর আমার কোন কাজ করিতে দিলাম না—এবং তাঁহার সমস্ত কাজ আবার পূর্ব্বের মত আমিই করিতে লাগিলাম।

স্বামী আমাকে কহিলেন, আমার প্রায়শ্চিত্ত হইতে আমাকে বঞ্চিত করিতেছ।

আমি কহিলাম, তোমার প্রায়শ্চিত্ত কিসের আমি জানি না, কিন্তু আমার পাপের ভার আমি বাড়াইব কেন?

যাহাই বলুন্ আমি যখন তাঁহাকে মুক্তি দিলাম তখন তিনি নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন। অন্ধ স্ত্রীর সেবাকে চিরজীবনের ব্রত করা পুরুষের কর্ম্ম নহে।

আমার স্বামী ডাক্তারী পাশ করিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়া মফস্বলে গেলেন।

পাড়াগাঁয়ে আসিয়া যেন মাতৃক্রোড়ে আসিলাম মনে হইল। আমার আট বৎসর বয়সের

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

সময় আমি গ্রাম ছাড়িয়া সহরে আসিয়াছিলাম। ইতি মধ্যে দশবৎসরে জন্মভূমি আমার মনের মধ্যে ছায়ার মত অস্পষ্ট হইয়া আসিয়াছিল। যত দিন চক্ষু ছিল কলিকাতা সহর আমার চারিদি'ক আর সমস্ত স্মৃতিকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। চোখ যাইতেই বুঝিলাম কলিকাতা কেবল চোখ ভুলাইয়া রাখিবার সহর,—ইহাতে মন ভরিয়া রাখে না। দৃষ্টি হারাইবামাত্র আমার সেই বাল্যকালের পল্লিগ্রাম দিবাবসানে নক্ষত্রলোকের মত আমার মনের মধ্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

অগ্রহায়ণের শেষাশেষি আমরা হাসিমপুরে গেলাম। নূতন দেশ, চারিদিক্ দেখিতে কি রকম তাহা বুঝিলাম না—কিন্তু বাল্যকালের সেই গন্ধে এবং অনুভবে আমাকে সর্ব্বাঙ্গে বেষ্টন করিয়া ধরিল। সেই শিশিরে-ভেজা নূতন চষা ক্ষেত হইতে প্রভাতের হাওয়া, সেই সোণা-ঢালা অড়'র এবং সরিষা ক্ষেতের আকাশভরা কোমল সুমিষ্ট গন্ধ, সেই রাখালের গান, এমন কি, ভাঙ্গা রাস্তা দিয়া গরুর গাড়ি চলার শব্দ পর্য্যন্ত আমাকে পুলকিত করিয়া তুলিল। আমার সেই জীবনারম্ভের অতীত স্মৃতি তাহার অনির্ব্বচনীয় ধ্বনি ও গন্ধ লইয়া প্রত্যক্ষ বর্ত্তমানের মত আমাকে ঘিরিয়া বসিল, অন্ধ চক্ষু তাহার কোন প্রতিবাদ করিতে পারিল না। সেই বাল্যকালের মধ্যে ফিরিয়া গেলাম—কেবল মাকে পাইলাম না। মনে মনে দেখিতে পাইলাম দিদিমা তাঁহার বিরল কেশগুচ্ছ মুক্ত করিয়া রৌদ্রে পিঠ দিয়া প্রাঙ্গণে বড়ি দিতেছেন, কিন্তু তাঁহার সেই মৃদুকম্পিত প্রাচীন দুর্ব্বল কণ্ঠে আমাদের গ্রাম্য সাধু ভজনদাসের দেহতত্ত্ব গান গুঞ্জনস্বরে শুনিতে পাইলাম না, সেই নবান্নের উৎসব শীতের শিশিরস্নাত আকাশের মধ্যে সজীব হইয়া জাগিয়া উঠিল, কিন্তু ঢেকিশালে নূতন ধান কুটিবার, জনতার মধ্যে আমার ছোট ছোট পল্লি-সঙ্গিনীদের সমাগম কোথায় গেল? সন্ধ্যাবেলা অদূরে কোথা হইতে হাম্বাধ্বনি শুনিতে পাই,—তখন মনে পড়ে মা সন্ধ্যাদীপ হাতে করিয়া গোয়ালে আলো দেখাইতে যাইতেছেন; সেই সঙ্গে ভিজা জাবনার খড় জ্বালানো ধোঁয়ার গন্ধ যেন হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করে, এবং শুনিতে পাই পুকুরের পাড়ে বিদ্যালঙ্কারদের ঠাকুরবাড়ি হইতে কাঁসর ঘণ্টার শব্দ আসিতেছে। কে যেন আমার সেই শিশুকালের আটটি বৎসরের মধ্য হইতে তাহার সমস্ত বস্তু-অংশ ছাঁকিয়া লইয়া কেবল তাহার রসটুকু আমার চারিদিকে রাশীকৃত করিয়াছে।

এই সঙ্গে আমার সেই ছেলেবেলাকার ব্রত এবং ভোরবেলায় ফুল তুলিয়া শিবপূজার কথা মনে পড়িল। এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, কলিকাতার আলাপ আলোচনা আনাগোনার গোলমালে বুদ্ধির একটু বিকার ঘটেই। ধর্ম্ম কর্ম্ম ভক্তিশ্রদ্ধার মধ্যে নির্ম্মল সরলতাটুকু থাকে না। সে দিনের কথা আমার মনে পড়ে, যে দিন অন্ধ হওয়ার পরে কলিকাতায় আমার পল্লিবাসিনী এক সখী আসিয়া আমাকে বলিয়াছিল—"তোর রাগ হয় না কুমু? আমি হইলে এমন স্বামীর মুখ দেখিতাম না।" আমি বলিলাম, "ভাই মুখ দেখা ত বন্ধই বটে সে জন্যে এ পোড়া চোখের উপরে রাগ হয় কিন্তু স্বামীর উপর রাগ করিতে যাইব কেন?" যথাসময়ে ডাক্তার ডাকেন নাই বলিয়া লাবণ্য আমার স্বামীর উপর অত্যন্ত রাগিয়াছিল এবং আমাকেও রাগাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। আমি তাহাকে বুঝাইলাম সংসারে থাকিলে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় জ্ঞানে অজ্ঞানে ভুলে ভ্রান্তিতে দুঃখ সুখ নানা রকম ঘটিয়া থাকে, কিন্তু মনের

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

মধ্যে যদি ভক্তি স্থির রাখিতে পারি তবে দুঃখের মধ্যেও একটা শান্তি থাকে,—নহিলে কেবল রাগারাগি রেষারেষি বকাবকি করিয়াই জীবন কাটিয়া যায়। অন্ধ হইয়াছি এই ত যথেষ্ট দুঃখ তাহার পরে স্বামীর প্রতি বিদ্বেষ করিয়া দুঃখের বোঝা বাড়াইব কেন? আমার মত বালিকার মুখে সেকেলে কথা শুনিয়া লাবণ্য রাগ করিয়া অবজ্ঞাভরে মাথা নাড়িয়া চলিয়া গেল। কিন্তু যাই বলি, কথার মধ্যে বিষ আছে; কথা একেবারে ব্যর্থ হয় না। লাবণ্যের মুখ হইতে রাগের কথা আমার মনের মধ্যে ছুটো একটা স্ফুলিঙ্গ ফেলিয়া গিয়াছিল, আমি সেটা পা দিয়া মাড়াইয়া নিবাইয়া দিয়াছিলাম,—কিন্তু তবু ছুটো একটা দাগ থাকিয়াছিল। তাই বলিতেছিলাম কলিকাতায় অনেক তর্ক অনেক কথা, সেখানে দেখিতে দেখিতে বুদ্ধি অকালে পাকিয়া কঠিন হইয়া উঠে।

পাড়াগাঁয়ে আসিয়া আমার সেই শিবপূজার শীতল শিউলিফুলের গন্ধে হৃদয়ের সমস্ত আশা ও বিশ্বাস আমার সেই শিশুকালের মতই নবীন ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। দেবতায় আমার হৃদয় এবং আমার সংসার পরিপূর্ণ হইয়া গেল। আমি নতশিরে লুটাইয়া পড়িলাম। বলিলাম হে দেব, আমার চক্ষু গেছে বেশ হইয়াছে, তুমি ত আমার আছ।

হায়, ভুল বলিয়াছিলাম! তুমি আমার আছ এ কথাও স্পর্দ্ধার কথা। আমি তোমার আছি কেবল এইটুকু বলিবারই অধিকার আছে। ওগো, একদিন কণ্ঠ চাপিয়া আমার দেবতা এই কথাটা আমাকে বলাইয়া লইবে। কিছুই না থাকিতে পারে, কিন্তু আমাকে থাকিতেই হইবে।—কাহারও উপরে কোন জোর নাই কেবল নিজের উপরেই আছে!

কিছুকাল বেশ সুখে কাটিল। ডাক্তারীতে আমার স্বামীরও প্রতিপত্তি বাড়িতে লাগিল। হাতে কিছু টাকাও জমিল।

কিন্তু টাকা জিনিষটা ভাল নয়। উহাতে মন চাপা পড়িয়া যায়। মন যখন রাজত্ব করে তখন সে আপনার সুখ আপনি সৃষ্টি করিতে পারে, কিন্তু ধন যখন সুখ সঞ্চয়ের ভার নেয় তখন মনের আর কাজ থাকে না। তখন, আগে যেখানে মনের সুখ ছিল, জিনিষপত্র আস্‌বাব আয়োজন সেই জায়গাটুকু জুড়িয়া বসে। তখন, সুখের পরিবর্ত্তে কেবল সামগ্রী পাওয়া যায়।

কোন বিশেষ কথা বা বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করিতে পারি না কিন্তু অন্ধের অনুভবশক্তি বেশী বলিয়া, কিংবা কি কারণ জানি না, অবস্থার স্বচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে আমার স্বামীর পরিবর্ত্তন আমি বেশ বুঝিতে পারিতাম। যৌবনারম্ভে ন্যায় অন্যায় ধর্ম্ম অধর্ম্ম সম্বন্ধে আমার স্বামীর যে একটি বেদনা বোধ ছিল সেটা যেন প্রতিদিন অসাড় হইয়া আসিতেছিল। মনে আছে তিনি এক দিন বলিতেন—ডাক্তারী যে কেবল জীবিকার জন্য শিখিতেছি তাহা নহে, ইহাতে অনেক গরীবের উপকার করিতে পারিব। যে সব ডাক্তার দরিদ্র মুমূর্ষুর দ্বারে আসিয়া আগাম ভিজিট্‌ না লইয়া নাড়ি দেখিতে চায় না তাহাদের কথা বলিতে গিয়া ঘৃণায় তাঁহার বাক্‌রোধ হইত। আমি বুঝিতে পারি এখন আর সে দিন নাই। একমাত্র ছেলের প্রাণরক্ষার জন্য দরিদ্র নারী তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়াছে তিনি তাহা উপেক্ষা করিয়াছেন; শেষে আমি মাথার দিব্য দিয়া তাঁহাকে চিকিৎসায় পাঠাইয়াছি কিন্তু মনের সঙ্গে কাজ করেন নাই। যখন আমাদের টাকা অল্প ছিল তখন অন্যায়

উপার্জ্জনকে আমার স্বামী কি চক্ষে দেখিতেন তাহা আমি জানি। কিন্তু ব্যাঙ্কে এখন অনেক টাকা জমিয়াছে এখন একজন ধনী লোকের আমলা আসিয়া তাঁহার সঙ্গে গোপনে দুই দিন ধরিয়া অনেক কথা বলিয়া গেল; কি বলিল আমি কিছুই জানি না,—কিন্তু তাহার পরে যখন তিনি আমার কাছে আসিলেন, অত্যন্ত প্রফুল্লতার সঙ্গে অন্য নানা বিষয়ে নানা কথা বলিলেন, তখন আমার অন্তঃকরণের স্পর্শশক্তি দ্বারা বুঝিলাম তিনি আজ কলঙ্ক মাখিয়া আসিয়াছেন।

অন্ধ হইবার পূর্ব্বে আমি যাঁহাকে শেষবার দেখিয়াছিলাম আমার সে স্বামী কোথায়? যিনি আমার দৃষ্টিহীন দুই চক্ষুর মাঝখানে একটি চুম্বন করিয়া আমাকে একদিন দেবী পদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন আমি তাঁহার কি করিতে পারিলাম? একদিন একটা রিপুর ঝড় আসিয়া যাহাদের অকস্মাৎ পতন হয় তাহারা আর একটা হৃদয়াবেগে আবার উপরে উঠিতে পারে, কিন্তু এই যে, দিনে দিনে পলে পলে মজ্জার ভিতর হইতে কঠিন হইয়া যাওয়া, বাহিরে বাড়িয়া উঠিতে উঠিতে অন্তরকে তিলে তিলে চাপিয়া ফেলা ইহার প্রতিকার ভাবিতে গেলে কোন রাস্তা খুঁজিয়া পাই না।

স্বামীর সঙ্গে আমার চোখে-দেখার যে বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে সে কিছুই নয়;—কিন্তু প্রাণের ভিতরটা যে হাঁপাইয়া ওঠে যখন মনে করি আমি যেখানে তিনি সেখানে নাই;—আমি অন্ধ, সংসারের আলোক-বর্জ্জিত অন্তর প্রদেশে আমার সেই প্রথম বয়সের নবীন প্রেম, অক্ষুণ্ণ ভক্তি, অখণ্ড বিশ্বাস লইয়া বসিয়া আছি, আমার দেবমন্দিরে জীবনের আরম্ভে আমি বালিকার করপুটে যে শেফালিকার অর্ঘ্যদান করিয়াছিলাম তাহার শিশির এখনও শুকায় নাই,—আর আমার স্বামী এই ছায়াশীতল চির নবীনতার দেশ ছাড়িয়া টাকা উপার্জ্জনের পশ্চাতে সংসার মরুভূমির মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া চলিয়া যাইতেছেন! আমি যাহা বিশ্বাস করি, যাহাকে ধর্ম্ম বলি, যাহাকে সকল সুখ সম্পত্তির অধিক বলিয়া জানি, তিনি অতি দূর হইতে তাহার প্রতি হাসিয়া কটাক্ষপাত করেন। কিন্তু একদিন এবিচ্ছেদ ছিল না, প্রথম বয়সে আমরা এক পথেই যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলাম,—তাহার পরে কখন যে পথের ভেদ হইতে আরম্ভ হইতেছিল তাহা তিনিও জানিতে পারেন নাই, আমিও জানিতে পারি নাই, অবশেষে আজ আমি আর তাঁহাকে ডাকিয়া সাড়া পাই না।

এক এক সময়ে ভাবি, হয় ত অন্ধ বলিয়া সামান্য কথাকে আমি বেশী করিয়া দেখি। চক্ষু থাকিলে আমি হয় ত সংসারকে ঠিক সংসারের মত করিয়া চিনিতে পারিতাম।

আমার স্বামীও আমাকে একদিন তাহাই বুঝাইয়া বলিলেন। সে দিন সকালে একটি বৃদ্ধ মুসলমান তাহার পৌত্রীর ওলাউঠার চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে ডাকিতে আসিয়াছিল। আমি শুনিতে পাইলাম, সে কহিল, বাবা আমি গরীব, কিন্তু আল্লা তোমার ভাল করিবেন!—আমার স্বামী কহিলেন, "আল্লা যাহা করিবেন কেবল তাহাতেই আমার চলিবে না, তুমি কি করিবে সেটা আগে শুনি।" শুনিবামাত্র ভাবিলাম, ঈশ্বর আমাকে অন্ধ করিয়াছেন, কিন্তু বধির করেন নাই কেন? বৃদ্ধ গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাসের সহিত হে আল্লা বলিয়া বিদায় হইয়া গেল। আমি তখনি ঝিকে দিয়া তাহাকে অন্তঃপুরের খিড়কিদ্বারে ডাকাইয়া আনিলাম,—কহিলাম, বাবা, তোমার নাতনির জন্য এই ডাক্তারের খরচা কিছু দিলাম, তুমি আমার স্বামীর মঙ্গল

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b0003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

প্রার্থনা করিয়া পাড় হইতে হরিশ ডাক্তারকে ডাকিয়া লইয়া যাও।

কিন্তু সমস্ত দিন আমার মুখে অন্ন রুচিল না। স্বামী অপরাহ্ণে নিদ্রা হইতে জাগিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে বিমর্ষ দেখিতেছি কেন? পূর্ব্বকালের অভ্যস্ত উত্তর একটা মুখে আসিতেছিল—না কিছুই হয় নাই,—কিন্তু ছলনার কাল গিয়াছে—আমি স্পষ্ট করিয়া বলিলাম, কতদিন তোমাকে বলিব মনে করি, কিন্তু বলিতে গিয়া ভাবিয়া পাই না ঠিক কি বলিবার আছে। আমার অন্তরের কথাটা আমি বুঝাইয়া বলিতে পারিব কি না জানি না, কিন্তু নিশ্চয় তুমি নিজের মনের মধ্যে বুঝিতে পার, আমরা দুজনে যেমন ভাবে এক হইয়া জীবন আরম্ভ করিয়াছিলাম, আজ তাহা পৃথক্ হইয়া গেছে।—স্বামী হাসিয়া কহিলেন, পরিবর্ত্তনইত সংসারের ধর্ম্ম। আমি কহিলাম, টাকা কড়ি রূপ যৌবন সকলেরই পরিবর্ত্তন হয়, কিন্তু নিত্য জিনিষ কি কিছুই নাই?—তখন তিনি একটু গম্ভীর হইয়া কহিলেন—"দেখ অন্য স্ত্রীলোকেরা সত্যকার অভাব লইয়া দুঃখ করে,—কাহারো স্বামী উপার্জ্জন করে না, কাহারো স্বামী ভালবাসে না—তুমি আকাশ হইতে দুঃখ টানিয়া আন!" আমি তখনই বুঝিলাম, অন্ধতা আমার চোখে এক অঞ্জন মাখাইয়া আমাকে এই পরিবর্ত্তমান সংসারের বাহিরে লইয়া গেছে, আমি অন্য স্ত্রীলোকের মত নহি; আমাকে আমার স্বামী বুঝিবেন্ না।

ইতিমধ্যে আমার এক পিস্‌শাশুড়ী দেশ হইতে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের সংবাদ লইতে আসিলেন। আমরা উভয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিতেই তিনি প্রথম কথাতেই বলিলেন "বলি বউমা, তুমিত কপালক্রমে দুটি চক্ষু খোয়াইয়া বসিয়াছ, এখন আমাদের অবিনাশ অন্ধ স্ত্রীকে লইয়া ঘরকন্না চালাইবে কি করিয়া? উহার আর একটা বিয়ে থাওয়া দিয়ে দাও!" স্বামী যদি ঠাট্টা করিয়া বলিতেন, তা বেশত পিসিমা, তোমরা দেখিয়া শুনিয়া একটা ঘটকালি করিয়া দাও না,—তাহা হইলে সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যাইত। কিন্তু তিনি কুণ্ঠিত হইয়া কহিলেন আঃ, পিসিমা কি বলিতেছ!—পিসিমা উত্তর করিলেন, কেন, অন্যায় কি বলিতেছি?—আচ্ছা বৌমা, তুমিই বলত বাছা। আমি হাসিয়া কহিলাম, পিসিমা, ভাল লোকের কাছে পরামর্শ চাহিতেছ? যাহার গাঁঠ কাটিতে হইবে তাহার কি কেহ সম্মতি নেয়?" পিসিমা উত্তর করিলেন, হাঁ সে কথা ঠিক বটে! তা, তোতে আমাতে গোপনে পরামর্শ করিব—কি বলিস্ অবিনাশ! তাও বলি বৌমা, কুলীনের মেয়ের সতীন যত বেশী হয়, তাহার স্বামীর গৌরব ততই বাড়ে। আমাদের ছেলে ডাক্তারী না করিয়া যদি বিবাহ করিত, তবে উহার রোজগারের ভাবনা কি ছিল! রোগী ত ডাক্তারের হাতে পড়িলেই মরে—মরিলে ত আর ভিজিট দেয় না—কিন্তু বিধাতার শাপে কুলীনের স্ত্রীর মরণ নাই এবং সে যত দিন বাঁচে, তত দিনই স্বামীর লাভ।

দুই দিন বাদে আমার স্বামী আমার সম্মুখে পিসিমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"পিসিমা, আত্মীয়ের মত করিয়া বৌয়ের সাহায্য করিতে পারে—এমন একটি ভদ্র ঘরের স্ত্রীলোক দেখিয়া দিতে পার? উনি চোখে দেখিতে পান না, সর্ব্বদা ওঁর একটি সঙ্গিনী কেহ থাকিলে আমি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি?" যখন নূতন অন্ধ হইয়াছিলাম, তখন এ কথা বলিলে খাটিত, কিন্তু এখন চোখের অভাবে আমার কিম্বা ঘরকন্নার বিশেষ কি অসুবিধা হয় জানি না। কিন্তু প্রতিবাদ মাত্র না করিয়া চুপ করিয়া রহি-

লাম। পিসিমা কহিলেন অভাব কি? আমারি ত ভাসুরের এক মেয়ে আছে যেমন সুন্দরী তেমনি লক্ষ্মী। মেয়েটির বয়স হইল কেবল উপযুক্ত বরের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করিয়া আছে; তোমার মত কুলীন পাইলে এখনি বিবাহ দিয়া দেয়।”—স্বামী চকিত হইয়া কহিলেন, বিবাহের কথা কে বলিতেছে? পিসিমা কহিলেন—ওমা, বিবাহ না করিলে ভদ্র ঘরের মেয়ে কি তোমার ঘরে অমনি আসিয়া পড়িয়া থাকিবে? কথাটা সঙ্গত বটে, এবং স্বামী তাহার কোন সদুত্তর দিতে পারিলেন না।

আমার রুদ্ধ চক্ষুর অনন্ত অন্ধকারের মধ্যে আমি একলা দাঁড়াইয়া ঊর্দ্ধমুখে ডাকিতে লাগিলাম ভগবান, আমার স্বামীকে রক্ষা কর!

তাহার দিন কয়েক পরে একদিন সকাল বেলায় আমার পূজা আহ্নিক সারিয়া বাহিরে আসিতেই পিসিমা কহিলেন, বৌমা যে ভাসুরঝির কথা বলিয়াছিলাম সেই আমাদের হেমাঙ্গিনী আজ দেশ হইতে আসিয়াছে! হিমু, ইনি তোমার দিদি, ইঁহাকে প্রণাম কর!

এমন সময় আমার স্বামী হঠাৎ আসিয়া যেন অপরিচিত স্ত্রীলোককে দেখিয়া ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। পিষিমা কহিলেন, ”কোথা যাস অবিনাশ!” স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন “ইনি কে।” পিসিমা কহিলেন “এই মেয়েটিই আমার সেই ভাসুর ঝি হেমাঙ্গিনী। ইহাকে কখন আনা হইল, কে আনিল, কি বৃত্তান্ত, লইয়া আমার স্বামী বারংবার অনেক অনাবশ্যক আশ্চর্য্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

আমি মনে মনে কহিলাম যাহা ঘটিতেছে তাহাত সবই বুঝিতেছি—কিন্তু ইহার উপরে আবার ছলনা আরম্ভ হইল? লুকাচুরি, ঢাকাঢাকি, মিথ্যা কথা! অধর্ম্ম করিতে যদি হয় ত কর, সে নিজের অশান্ত প্রবৃত্তির জন্য— কিন্তু আমার জন্য কেন হীনতা করা? আমাকে ভুলাইবার জন্য কেন মিথ্যাচরণ?

হেমাঙ্গিনীর হাত ধরিয়া আমি তাহাকে আমার শয়নগৃহে লইয়া গেলাম। তাহার মুখে গায়ে হাত বুলাইয়া তাহাকে দেখিলাম,—মুখটি সুন্দর হইবে, বয়সও চোদ্দ পনেরর কম হইবে না।

বালিকা হঠাৎ মধুর উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, কহিল, ওকি করিতেছ? আমার ভূত ঝাড়াইয়া দিবে নাকি?

সেই উন্মুক্ত সরল হাস্যধ্বনিতে আমাদের মাঝখানের একটা অন্ধকার মেঘ যেন এক মুহূর্ত্তে কাটিয়া গেল। আমি দক্ষিণ বাহুতে তাহার কণ্ঠবেষ্টন করিয়া কহিলাম, আমি তোমাকে দেখিতেছি ভাই! বলিয়া তাহার কোমল মুখখানিতে আর একবার হাত বুলাইলাম।

দেখিতেছ? বলিয়া সে আবার হাসিতে লাগিল। কহিল—আমি কি তোমার বাগানের সিম না বেগুন যে হাত বুলাইয়া দেখিতেছ কতবড়টা হইয়াছি?”

তখন আমার হঠাৎ মনে হইল, আমি যে অন্ধ তাহা হেমাঙ্গিনী জানে না। কহিলাম, বোন, আমি যে অন্ধ! শুনিয়া সে কিছুক্ষণ আশ্চর্য্য হইয়া গম্ভীর হইয়া রহিল। বেশ বুঝিতে পারিলাম, তাহার কুতূহলী তরুণ আয়ত নেত্র দিয়া সে আমার দৃষ্টিহীন চক্ষু এবং মুখের ভাব মনোযোগের সহিত দেখিল—তাহার পরে কহিল—“ওঃ তাই বুঝি কাকীকে এখানে আনাইয়াছ?”

আমি কহিলাম—না, আমি ডাকি নাই। তোমার কাকী আপনি আসিয়াছেন—

বালিকা আবার হাসিয়া উঠিয়া কহিল “দয়া করিয়া? তাহা হইলে দয়াময়ী শীঘ্র নড়িতে-

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ছেন না! কিন্তু বাবা আমাকে এখানে কেন পাঠাইলেন?”

এমন সময়ে পিসিমা ঘরে প্রবেশ করিলেন। এতক্ষ আমার স্বামীর সঙ্গে তাঁহার কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। ঘরে আসিতেই হেমাঙ্গিনী কহিল কাকী, আমরা বাড়ি ফিরিব কবে বল!

পিসিমা কহিলেন, “ওমা! এই মাত্র আসিয়াই অমনি যাই যাই! অমন চঞ্চল মেয়েও ত দেখি নাই!”

হেমাঙ্গিনী কহিল, কাকী, তোমার ত এখান হইতে শীঘ্র নড়িবার গতিক দেখি না। তা, তোমার এ হ'ল আত্মীয় ঘর, তুমি যতদিন খুসি থাক আমি কিন্তু চলিয়া যাইব, তা তোমাকে বলিয়া ..খতেছি।—এই বলিয়া আমার হাত ধরিয়া কহিল, কি বল ভাই! তোমরা ত আমার ঠিক আপন নও!—আমি তাহার এই সরল প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া তাহাকে আমার বুকের কাছে টানিয়া লইলাম। দেখিলাম পিসিমা যতই প্রবলা হউন্ এই কন্যা-টিকে তাঁহার সাম্‌লাইবার সাধ্য নাই। পিসিমা প্রকাশ্যে রাগ না দেখাইয়া হেমাঙ্গিনীকে একটু আদর করিবার চেষ্টা করিলেন, সে তাহা যেন গা হইতে ঝাড়িয়া ফেলিয়া দিল। পিসিমা সমস্ত ব্যাপারটাকে আদুরে মেয়ের একটা পরিহাসের মত উড়াইয়া দিয়া হাসিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। আবার কি ভাবিয়া ফিরিয়া আসিয়া হেমাঙ্গিনীকে কহি-লেন হিমু, চল্ তোর স্নানের বেলা হইল। সে আমার কাছে আসিয়া কহিল, “আমরা দুই জনে ঘাটে যাইব, কি বল ভাই?” পিসিমা অনিচ্ছাসত্বেও ক্ষান্ত দিলেন; তিনি জানিতেন টানাটানি করিতে গেলে হেমাঙ্গিনীরই জয় হইবে এবং তাঁহাদের মধ্যেকার বিরোধ অশোভনরূপে আমার সম্মুখে প্রকাশ হইবে।

খিড়কির ঘাটে যাইতে যাইতে হেমাঙ্গিনী আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার ছেলেপুলে নাই কেন?—আমি ঈষৎ হাসিয়া কহিলাম, কেন তাহা কি করিয়া জানিব—ঈশ্বর দেন নাই! হেমাঙ্গিনী কহিল—অবশ্য তোমার ভিতরে কিছু পাপ ছিল। আমি কহিলাম, তাহাও অন্তর্যামী জানেন। বালিকা প্রমাণস্বরূপে কহিল, দেখনা কাকীর ভিতরে এত কুটীলতা যে উহার গর্ভে সন্তান জন্মিতে পায় না।—পাপ পুণ্য, সুখ দুঃখ, দণ্ড পুরস্কারের তত্ত্ব নিজেও বুঝি না, বালিকাকেও বুঝাইলাম না,—কেবল একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে তাঁহাকে কহিলাম—তুমিই জান! হেমাঙ্গিনী তৎক্ষণাৎ আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল—ওমা আমার কথা শুনিয়াও তোমার নিশ্বাস পড়ে! আমার কথা বুঝি কেহ গ্রাহ্য করে!

দেখিলাম, স্বামীর ডাক্তারী ব্যবসায়ে ব্যাঘাত হইতে লাগিল। দূরে ডাক পড়িলে ত যানই না—কাছে কোথাও গেলেও চট্‌পট সারিয়া চলিয়া আসেন। পূর্ব্বে যখন কর্ম্মের অবসরে ঘরে থাকিতেন, মধ্যাহ্নে আহার এবং নিদ্রার সময় কেবল বাড়ির ভিতরে আসিতেন। এখন পিসিমাও যখন তখন ডাকিয়া পাঠান, তিনিও অনাবশ্যক পিসিমার খবর লইতে আসেন। পিসিমা যখন ডাক ছাড়িয়া বলেন, হিমু, আমার পানের বাটাটা নিয়ে আয় ত—আমি বুঝিতে পারি পিসিমার ঘরে আমার স্বামী আসিয়াছেন। প্রথম প্রথম দিন দুই তিন হেমাঙ্গিনী পানের বাটা, তেলের বাটি, সিঁদুরের কৌটা প্রভৃতি যথাদিষ্ট লইয়া যাইত। কিন্তু তাহার পরে ডাক পড়িলে সে আর কিছুতেই নড়িত না, ঝির হাত দিয়া আদিষ্ট দ্রব্য পাঠাইয়া দিত। পিসি

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

ডাকিতেন, হেমাঙ্গিনী, হিমু, হিমি—বালিকা যেন আমার প্রতি একটা করুণার আবেগে আমাকে জড়াইয়া থাকিত,—একটা আশঙ্কা এবং বিষাদে তাহাকে আচ্ছন্ন করিত। ইহার পর হইতে আমার স্বামীর কথা সে আমার কাছে ভ্রমেও উল্লেখ করিত না।

ইতিমধ্যে আমার দাদা আমাকে দেখিতে আসিলেন। আমি জানিতাম দাদার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। ব্যাপারটা কিরূপ চলিতেছে তাহা তাঁহার নিকট গোপন করা প্রায় অসাধ্য হইবে। আমার দাদা বড় কঠিন বিচারক। তিনি লেশমাত্র অন্যায়কে ক্ষমা করিতে জানেন না। আমার স্বামী যে তাঁহারই চক্ষের সম্মুখে অপরাধী রূপে দাঁড়াইবেন, ইহাই আমি সব চেয়ে ভয় করিতাম। আমি অতিরিক্ত প্রফুল্লতা দ্বারা সমস্ত আচ্ছন্ন করিয়া রাখিলাম। আমি বেশী কথা বলিয়া বেশী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া অত্যন্ত ধূমধাম করিয়া চারিদিকে যেন একটা ধূলা উড়াইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতাম। কিন্তু সেটা আমার পক্ষে এমন অস্বাভাবিক যে, তাহাতেই আরো বেশী ধরা পড়িবার কারণ হইল। কিন্তু দাদা বেশী দিন থাকিতে পারিলেন না—আমার স্বামী এমনি অস্থিরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন যে তাহা প্রকাশ্য রূঢ়তার আকার ধারণ করিল। দাদা চলিয়া গেলেন। বিদায় লইবার পূর্ব্বে পরিপূর্ণ স্নেহের সহিত আমার মাথার উপর অনেকক্ষণ কম্পিত হস্ত রাখিলেন—মনে মনে একাগ্রচিত্তে কি আশীর্ব্বাদ করিলেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম; তাঁহার অশ্রু আমার অশ্রুসিক্ত কপোলের উপর আসিয়া পড়িল!

মনে আছে সে দিন চৈত্রমাসের সন্ধ্যাবেলায় হাটের বারে লোকজন বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছে। দূর হইতে বৃষ্টি লইয়া একটা ঝড় আসিতেছে, তাহারই মাটি-ভেজা গন্ধ এবং বাতাসের আর্দ্রভাব আকাশে ব্যাপ্ত হইয়াছে,—সঙ্গচ্যুত সাথিগণ অন্ধকার মাঠের মধ্যে পরস্পরকে ব্যাকুল উর্দ্ধ-কণ্ঠে ডাকিতেছে। অন্ধের শয়ন গৃহে যতক্ষণ আমি একলা থাকি, ততক্ষণ প্রদীপ জ্বালানো হয় না—পাছে শিখা লাগিয়া কাপড় ধরিয়া উঠে বা কোন দুর্ঘটনা হয়। আমি সেই নির্জ্জন অন্ধকার কক্ষের মধ্যে মাটিতে বসিয়া দুই হাত জুড়িয়া আমার অনন্ত অন্ধজগতের জগদীশ্বরকে ডাকিতেছিলাম—বলিতেছিলাম,—প্রভু, তোমার দয়া যখন অনুভব হয় না, তোমার অভিপ্রায় যখন বুঝি না, তখন এই অনাথ ভগ্ন হৃদয়ের হালটাকে প্রাণপণে দুই হাতে বক্ষে চাপিয়া ধরি, বুক দিয়া রক্ত বাহির হইয়া যায় তবু তুফান সাম্লাইতে পারি না আমার আর কত পরীক্ষা করিবে; আমার কতটুকুইবা বল!—এই বলিতে বলিতে অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—খাটের পর মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। সমস্ত দিন ঘরের কাজ করিতে হয়, হেমাঙ্গিনী ছায়ার মত কাছে কাছে থাকে—বুকের ভিতরে যে অশ্রু ভরিয়া উঠে সে আর ফেলিবার অবসর পাই না। অনেকদিন পরে আজ চোখের জল বাহির হইল। এমন সময় দেখিলাম খাট একটু নড়িল মানুষ চলার উস্‌খুস্ শব্দ হইল—এবং মুহূর্ত্ত পরে হেমাঙ্গিনী আসিয়া আমার গলা জড়াইয়া ধরিয়া নিঃশব্দে অঞ্চল দিয়া আমার চোখ মুছাইয়া দিতে লাগিল। সে যে সন্ধ্যার আরম্ভে কি ভাবিয়া কখন্ আসিয়া খাটেই শুইয়াছিল, আমি জানিতে পারি নাই। সে একটি প্রশ্নও করিল না, আমিও তাহাকে কোন কথাই বলিলাম না। সে ধীরে ধীরে তাহার শীতল হস্ত আমার ললাটে বুলাইয়া দিতে লাগিল। ইতিমধ্যে কখন্ মেঘগর্জ্জন এবং

মুষলধারে বর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে একটা ঝড় হইয়া গেল বুঝিতেই পারিলাম না—বহুকাল পরে একটি সুস্নিগ্ধ শান্তি আসিয়া আমার জ্বরদাহদগ্ধ হৃদয়কে জুড়াইয়া দিল।

পর দিন হেমাঙ্গিনী কহিল, কাকী, তুমি যদি বাড়ি না যাও, আমি আমার কৈবর্ত্ত দাদার সঙ্গে চলিলাম, তাহা বলিয়া রাখিতেছি। পিসিমা কহিলেন, তাহাতে কাজ কি, আমিও কাল যাইতেছি এক সঙ্গেই যাওয়া হইবে। এই দেখ্ হেমু; আমার অবিনাশ তোর জন্য কেমন একটি মুক্তা-দেওয়া আংটি কিনিয়া দিয়াছে?—বলিয়া সগর্ব্বে পিসিমা আংটি হেমাঙ্গিনীর হাতে দিলেন। হেমাঙ্গিনী কহিল, এই দেখ কাকী, আমি কেমন সুন্দর লক্ষ্য করিতে পারি।—বলিয়া জান্লা হইতে তাক করিয়া আংটি খিড়কি পুকুরের মাঝখানে ফেলিয়া দিল। পিসিমা রাগে দুঃখে বিস্ময়ে কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন। আমাকে বারংবার করিয়া হাতে ধরিয়া বলিয়া দিলেন—বৌমা উহার এই ছেলেমানুসির কথা অবিনাশকে খবরদার বলিয়ো না—ছেলে আমার তাহা হইলে মনে দুঃখ পাইবে। মাথা খাও বৌমা! আমি কহিলাম, আর বলিতে হইবে না পিসিমা, আমি কোন কথাই বলিব না

পরদিনে যাত্রার পূর্ব্বে হেমাঙ্গিনী আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—দিদি আমাকে মনে রাখিস্! আমি দুই হাত বারংবার তাহার মুখে বুলাইয়া কহিলাম—অন্ধ কিছু ভোলে না বোন্—আমার ত জগৎ নাই, আমি কেবল মন লইয়াই আছি! বলিয়া তাহার মাথাটা লইয়া একবার আঘ্রাণ করিয়া চুম্বন করিলাম। ঝর্ ঝর্ করিয়া তাহার কেশ রাশির মধ্যে আমার অশ্রু ঝরিয়া পড়িল।

হেমাঙ্গিনী বিদায় লইলে আমার পৃথিবীটা শুষ্ক হইয়া গেল,—সে আমার প্রাণের মধ্যে যে সৌগন্ধ্য, সৌন্দর্য্য, সঙ্গীত যে উজ্জ্বল আলো এবং যে কোমল তরুণতা আনিয়াছিল, তাহা চলিয়া গেলে একবার আমার সমস্ত সংসার, আমার চারিদিকে দুই হাত বাড়াইয়া দেখিলাম কোথায় আমার কি আছে!—আমার স্বামী আসিয়া বিশেষ প্রফুল্লতা দেখাইয়া কহিলেন—ইঁহারা গেলেন এখন বাঁচা গেল, একটু কাজ-কর্ম্ম করিবার অবসর পাওয়া যাইবে।—ধিক্ ধিক্ আমাকে! আমার জন্য কেন এত চাতুরী! আমি কি সত্যকে ডরাই? আমি কি আঘাতকে কখনও ভয় করিয়াছি? আমার স্বামী কি জানেন না, যখন আমি দুই চক্ষু দিয়াছিলাম, তখন আমি শান্তমনে আমার চিরান্ধকার গ্রহণ করি নাই?

এতদিন আমি এবং আমার স্বামীর মধ্যে কেবল অন্ধতার অন্তরাল ছিল, আজ হইতে আর একটা ব্যবধান সৃজন হইল। আমার স্বামী ভুলিয়াও কখনো হেমাঙ্গিনীর নাম আমার কাছে উচ্চারণ করিতেন না,—যেন তাঁহার সম্পর্কীয় সংসার হইতে হেমাঙ্গিনী একেবারে লুপ্ত হইয়া গেছে, যেন সেখানে সে কোনকালে লেশমাত্র রেখাপাত করে নাই। অথচ পত্র দ্বারা তিনি যে সর্ব্বদাই তাহার খবর পাইতেছেন, তাহা আমি অনায়াসে অনুভব করিতে পারিতাম; যেমন পুকুরের মধ্যে বন্যার জল যে দিন একটু প্রবেশ করে সেই দিনই পদ্মের ডাঁটায় টান পড়ে—তেম্নি তাঁহার ভিতরে একটুও যে দিন স্ফীতির সঞ্চার হয়, সে দিন আমার হৃদয়ের মূলের মধ্য হইতে আমি আপনি অনুভব করিতে পারি। কবে তিনি খবর পাইতেন এবং কবে পাইতেন না তাহা আমার কাছে কিছু অগোচর ছিল না। কিন্তু আমিও তাঁহাকে তাহার কথা শুধাইতে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

পারিতাম না। আমার অন্ধকার হৃদয়ে সেই যে উন্মত্ত উদ্দাম উজ্জ্বল সুন্দর তারাটি ক্ষণ-কালের জন্ত উদয় হইয়াছিল, তাহার একটু খবর পাইবার এবং তাহার কথা আলোচনা করিবার জন্ত আমার প্রাণ তৃষিত হইয়া থাকিত, কিন্তু আমার স্বামীর কাছে মুহূর্ত্তের জন্ত তাহার নাম করিবার অধিকার ছিল না। আমাদের দুজনার মাঝখানে বাক্যে এবং বেদনায় পরিপূর্ণ এই একটা নীরবতা অটল-ভাবে বিরাজকরিত।

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি একদিন ঝি আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, মা ঠাকুরুণ, ঘাটে যে অনেক আয়োজনে নৌকা প্রস্তুত হইতেছে, বাবা মশায় কোথায় যাইতে-ছেন ?—আমি জানিতাম একটা কি উদ্যোগ হইতেছে, আমার অদৃষ্টাকাশে প্রথম কিছুদিন ঝড়ের পূর্ব্বাকার নিস্তব্ধতা এবং তাহার পরে প্রলয়ের ছিন্ন বিছিন্ন মেঘ আসিয়া জমিতেছিল, সংহারকারী শঙ্কর নীরব অঙ্গুলির ইঙ্গিতে তাঁহার সমস্ত প্রলয় শক্তিকে আমার মাথার উপরে জড় করিতেছেন—তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম। ঝিকে বলিলাম, কই, আমি ত এখনো কোন খবর পাই নাই। ঝি আর কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে সাহস না করিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া গেল।

অনেক রাত্রে আমার স্বামী আসিয়া কহিলেন, দূরে এক জায়গায় আমার ডাক পড়িয়াছে, কাল ভোরেই আমাকে রওনা হইতে হইবে। বোধ করি ফিরিতে দিন দুই তিন বিলম্ব হইতে পারে।

আমি শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলাম, কেন আমাকে মিথ্যা বলিতেছ ?

আমার স্বামী কম্পিত অস্ফুটকণ্ঠে কহি-লেন, মিথ্যা কি বলিলাম!

আমি কহিলাম, তুমি বিবাহ করিতে যাইতেছ!

তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। আমিও স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। অনেকক্ষণ ঘরে কোন শব্দ রহিল না। শেষে আমি বলিলাম—একটা উত্তর দাও! বল, হাঁ আমি বিবাহ করিতে যাইতেছি।

তিনি প্রতিধ্বনির ন্যায় উত্তর দিলেন—হাঁ, আমি বিবাহ করিতে যাইতেছি!

আমি কহিলাম, না, তুমি যাইতে পারিবে না, তোমাকে আমি এই মহাবিপদ মহাপাপ হইতে রক্ষা করিব! এ যদি না পারি তবে আমি তোমার কিসের স্ত্রী; কি জন্ত আমি শিবপূজা করিয়াছিলাম!

আবার অনেকক্ষণ গৃহ নিঃশব্দ হইয়া রহিল। আমি মাটিতে পড়িয়া স্বামীর পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিলাম—আমি তোমার কি অপরাধ করিয়াছি, কিসে আমার ত্রুটি হইয়াছে—অন্য স্ত্রীতে তোমার কিসের প্রয়োজন! মাথা খাও, সত্য করিয়া বল!

তখন আমার স্বামী ধীরে ধীরে কহিলেন—সত্যই বলিতেছি, আমি তোমাকে ভয় করি। তোমার অন্ধতা তোমাকে এক অনন্ত আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে, সেখানে আমার প্রবেশ করিবার যো নাই। তুমি আমার দেবতা, তুমি আমার দেবতার ন্যায় ভয়ানক, তোমাকে লইয়া প্রতিদিন গৃহকার্য্য করিতে পারি না। যাহাকে বকিব ঝকিব রাগ করিব সোহাগ করিব গহনা গড়াইয়া দিব, এমন একটি সামান্ত রমণী আমি চাই।

আমার বুকের ভিতরে চিরিয়া দেখ! আমি সামান্ত রমণী—আমি মনের মধ্যে সেই নব বিবাহের বালিকা বই কিছু নই,—আমি বিশ্বাস করিতে চাই, নির্ভর করিতে চাই, পূজা

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

করিতে চাই—তুমি নিজেকে অপমান করিয়া আমাকে দুঃসহ দুঃখ দিয়া তোমার চেয়ে আমাকে বড় করিয়া তুলিয়ো না, আমাকে সর্ব্ববিষয়ে তোমার পায়ের নীচে রাখিয়া দাও।

আমি কি কি কথা বলিয়াছিলাম সে কি আমার মনে আছে? ক্ষুব্ধ সমুদ্র কি নিজের গর্জ্জন নিজে শুনিতে পায়? কেবল মনে পড়ে বলিয়াছিলাম, যদি আমি সতী হই, তবে ভগবান্ সাক্ষী রহিলেন, তুমি কোন মতেই তোমার ধর্ম্মশপথ লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। সে মহাপাপের পূর্ব্বে হয় আমি বিধবা হইব, নয় হেমাঙ্গিনী বাঁচিবে না। এই বলিয়া আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলাম।

যখন আমার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইয়া গেল, তখনো রাত্রি শেষের পাখী ডাকিতে আরম্ভ করে নাই এবং আমার স্বামী চলিয়া গেছেন।

আমি ঠাকুর ঘরে দ্বার রুদ্ধ করিয়া পূজায় বসিলাম। সমস্ত দিন আমি ঘরের বাহির হইলাম না। সন্ধ্যার সময়ে কালবৈশাখী ঝড়ে দালান কাঁপিতে লাগিল। আমি বলিলাম না, যে, হে ঠাকুর, আমার স্বামী এখন নদীতে আছেন তাঁহাকে রক্ষা কর। আমি কেবল একান্ত মনে বলিতে লাগিলাম, ঠাকুর আমার অদৃষ্টে যাহা হইবার তা হোক কিন্তু আমার স্বামীকে মহাপাতক হইতে নিবৃত্ত কর।—সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। তাহার পরদিনও আসন পরিত্যাগ করি নাই। এই অনিদ্রা অনাহারে কে আমাকে বল দিয়া ছিল জানি না—আমি পাষাণ মূর্ত্তির সম্মুখে পাষাণমূর্ত্তির মতই বসিয়াছিলাম।

সন্ধ্যার সময় বাহির হইতে দ্বার ঠেলাঠেলি আরম্ভ হইল। দ্বার ভাঙ্গিয়া যখন ঘরে লোক প্রবেশ করিল, তখন আমি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া আছি।

মূর্চ্ছাভঙ্গে শুনিলাম দিদি। দেখিলাম হেমাঙ্গিনীর কোলে শুইয়া আছি। মাথা নাড়িতেই তাহার নূতন চেলি খস্‌খস্ করিয়া উঠিল।—হা ঠাকুর আমার প্রার্থনা শুনিলে না। আমার স্বামীর পতন হইল।

হেমাঙ্গিনী মাথা নীচু করিয়া ধীরে ধীরে কহিল, দিদি তোমার আশীর্ব্বাদ লইতে আসিয়াছি।

প্রথম একমুহূর্ত্ত কাঠের মত হইয়া পরক্ষণেই উঠিয়া বসিলাম—কহিলাম, কেন আশীর্ব্বাদ করিব না বোন? তোমার কি অপরাধ?

হেমাঙ্গিনী তাহার সুমিষ্ট উচ্চ কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, কহিল অপরাধ! তুমি বিবাহ করিলে অপরাধ হয় না, আর আমি করিলেই অপরাধ?

হেমাঙ্গিনীকে জড়াইয়া ধরিয়া আমিও হাসিলাম। মনে মনে কহিলাম, জগতে আমার প্রার্থনাই কি চূড়ান্ত? তাঁহার ইচ্ছাই কি শেষ নহে? যে আঘাত পড়িয়াছে সে আমার মাথার উপরেই পড়ুক্—কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে যেখানে আমার ধর্ম্ম আমার বিশ্বাস আছে সেখানে পড়িতে দিব না। আমি যেমন ছিলাম তেমনি থাকিব!—হেমাঙ্গিনী আমার পায়ের কাছে পড়িয়া আমার পায়ের ধূলা লইল। আমি কহিলাম, তুমি চিরসৌভাগ্যবতী, চিরসুখিনী হও!

হেমাঙ্গিনী কহিল, কেবল আশীর্ব্বাদ নয়, তোমার সতীর হস্তে আমাকে এবং তোমার ভগিনীপতিকে বরণ করিয়া লইতে হইবে। তুমি তাঁহাকে লজ্জা করিলে চলিবে না। যদি অনুমতি কর তাঁহাকে অন্তঃপুরে লইয়া আসি!

আমি কহিলাম—আন।

কিছুক্ষণ পরে আমার ঘরে নূতন পদশব্দ প্রবেশ করিল। সস্নেহ প্রশ্ন শুনিলাম-ভাল আছিস্ কুমু

আমি ত্রস্ত বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া কহিলাম—দাদা!

হেমাঙ্গিনী কহিল—দাদা কিসের?—কাণ মলিয়া দাও, ও তোমার ছোট ভগিনীপতি!

তখন সমস্ত বুঝিলাম। আমি জানিতাম, দাদার প্রতিজ্ঞা ছিল বিবাহ করিবেন না,—মা নাই, তাঁহাকে অনুনয় করিয়া বিবাহ করাইবার কেহ ছিল না। এবার আমিই তাঁহার বিবাহ দিলাম। দুই চক্ষু বাহিয়া হুহু করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল—কিছুতেই থামাইতে পারি না। দাদা ধীরে ধীরে আমার চুলের মধ্যে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন, হেমাঙ্গিনী আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া কেবল হাসিতে লাগিল।

রাত্রে ঘুম হইতেছিল না, আমি উৎকণ্ঠিত-চিত্তে স্বামীর প্রত্যাগমন প্রত্যাশা করিতেছিলাম। লজ্জা এবং নৈরাশ্য তিনি কিরূপ ভাবে সম্বরণ করিবেন, তাহা আমি স্থির করিতে পারিতেছিলাম না।

অনেক রাত্রে অতিধীরে দ্বার খুলিল। আমি চমকিয়া উঠিয়া বসিলাম। আমার স্বামীর পদশব্দ। বক্ষের মধ্যে হৃদপিণ্ড আছাড় খাইতে লাগিল।

তিনি বিছানার মধ্যে আসিয়া আমার হাত ধরিয়া কহিলেন তোমার দাদা আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। আমি ক্ষণকালের মোহে পড়িয়া মরিতে যাইতেছিলাম। সে দিন আমি যখন নৌকায় উঠিয়াছিলাম, আমার বুকের মধ্যে যে কি পাথর চাপিয়াছিল, তাহা অন্তর্যামী জানেন;—যখন নদীর মধ্যে ঝড়ে পড়িয়াছিলাম তখন প্রাণের ভয়ও হইতেছিল—সেই সঙ্গে ভাবিতেছিলাম যদি ডুবিয়া যাই তাহা হইলেই আমার উদ্ধার হয়। মথুরগঞ্জে পৌঁছিয়া শুনিলাম—তাহার পূর্ব্বদিনেই তোমার দাদার সঙ্গে হেমাঙ্গিনীর বিবাহ হইয়া গেছে। কি লজ্জায় এবং কি আনন্দে নৌকায় ফিরিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। এই কয়দিনে আমি নিশ্চয় করিয়া বুঝিয়াছি তোমাকে ছাড়িয়া আমার কোন সুখ নাই। তুমি আমার দেবী।

আমি হাসিয়া কহিলাম, না, আমার দেবী হইয়া কাজ নাই—আমি তোমার ঘরের গৃহিণী—আমি সামান্য নারী মাত্র।

স্বামী কহিলেন, আমারও একটা অনুরোধ তোমাকে রাখিতে হইবে। আমাকে আর দেবতা বলিয়া কখনো অপ্রতিভ করিয়ো না।

পরদিন হুলুরব ও শঙ্খধ্বনিতে পাড়া মাতিয়া উঠিল। হেমাঙ্গিনী আমার স্বামীকে আহারে উপবেশনে, প্রভাতে রাত্রে নানা প্রকারে পরিহাস করিতে লাগিল—নির্যাতনের আর সীমা রহিল না—কিন্তু তিনি কোথায় গিয়াছিলেন,—কি ঘটিয়াছিল কেহ তাহার লেশমাত্র উল্লেখ করিল না।

শুভদৃষ্টি।

কান্তিচন্দ্রের বয়স অল্প, তথাপি স্ত্রীবিয়োগের পর দ্বিতীয় স্ত্রীর অনুসন্ধানে ক্ষান্ত থাকিয়া পশু পক্ষী শিকারেই মনোনিবেশ করিয়াছেন। দীর্ঘ কৃশ কঠিন লঘু শরীর, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, অব্যর্থ লক্ষ্য, সাজসজ্জায় পশ্চিমদেশীর মত, সঙ্গে সঙ্গে কুস্তিগির হীরা সিং, ছক্কনলাল, এবং গাইয়ে বাজিয়ে খাঁ সাহেব মিঞা সাহেব অনেক

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ফিরিয়া থাকে; অকর্ম্মণ্য অনুচর পরিচরেরও অভাব নাই।

দুই চারিজন শিকারী বন্ধুবান্ধব লইয়া অগ্রাণের মাঝামাঝি কান্তিচন্দ্র নৈদিঘির বিলের ধারে শিকার করিতে গিয়াছেন। নদীতে দুইটি বড় বোটে তাঁহাদের বাস, আরো গোটা তিন চার নৌকায় চাকর বাকরের দল গ্রামের ঘাট ঘিরিয়া বসিয়া আছে। গ্রাম-বধূদের জলতোলা, স্নানকরা প্রায় বন্ধ। সমস্ত দিন বন্দুকের আওয়াজে জলস্থল কম্পমান, সন্ধ্যা-বেলায় ওস্তাদীগলার তানকর্ত্তবে পল্লীর নিদ্রা তন্দ্রা তিরোহিত।

একদিন সকালে কান্তিচন্দ্র বোটে বসিয়া বন্দুকের চোঙ স্বহস্তে পরিষ্কার করিতেছেন এমন সময় অনতিদূরে হাঁসের ডাক শুনিয়া চাহিয়া দেখিলেন, একটী বালিকা দুইহাতে দুইটি তরুণ হাঁস বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া ঘাটে আনিয়াছে। নদীটি ছোট, প্রায় স্রোতহীন নানা জাতীয় শৈবালে ভরা। বালিকা হাঁস দুইটিকে জলে ছাড়িয়া দিয়া একেবারে আয়ত্তের বাহিরে না যায় এই ভাবে ত্রস্ত সতর্ক স্নেহে তাহাদের আগলাইবার চেষ্টা করিতেছে। এটুকু বুঝা গেল, অন্য দিন সে তাহার হাঁস জলে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইত, কিন্তু সম্প্রতি শিকারীর ভয়ে নিশ্চিন্ত চিত্তে রাখিয়া যাইতে পারিতেছে না।

মেয়েটির সৌন্দর্য্য নিরতিশয় নবীন,—যেন বিশ্বকর্ম্মা তাহাকে সদ্য নির্ম্মাণ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। বয়স ঠিক করা শক্ত। শরীরটি বিকশিত কিন্তু মুখটি এমন কাঁচা যে সংসার কোথাও যেন তাহাকে লেশ মাত্র স্পর্শ করে নাই। সে যে যৌবনে পা ফেলিয়াছে এখনো নিজের কাছে সে খবরটি তাহার পৌঁছে নাই।

কান্তিচন্দ্র ক্ষণকালের জন্য বন্দুক সাফ করায় ঢিল দিলেন। তাঁহার চমক লাগিয়া গেল। এমন জায়গায় এমন মুখ দেখিবেন বলিয়া কখনও আশা করেন নাই। অথচ রাজার অন্তঃপুরের চেয়ে এই জায়গাতেই এই মুখখানি মানাইয়াছিল। সোণার ফুলদানীর গাছেই ফুলকে সাজে। সে দিন শরতের শিশিরে এবং প্রভাতের রৌদ্রে নদীতীরে বিক-শিত কাশবনটি ঝলমল করিতেছিল তাহারি মধ্যে সেই সরল নবীন মুখখানি কান্তিচন্দ্রের মুগ্ধ চক্ষে আশ্বিনের আসন্ন আগমনীর একটি আনন্দচ্ছবি আঁকিয়া দিল। মন্দাকিনী-তীরে তরুণ পার্ব্বতী কখনও কখনও এমন হংস-শিশু বক্ষে লইয়া আসিতেন কালিদাস সে কথা লিখিতে ভুলিয়াছেন।

এমন সময় হঠাৎ মেয়েটি ভীতত্রস্ত হইয়া কাঁদ কাঁদ মুখে তাড়াতাড়ি হাঁস দুটিকে বুকে তুলিয়া লইয়া অব্যক্ত আর্ত্তস্বরে ঘাট ত্যাগ করিয়া চলিল। কান্তিচন্দ্র কারণ সন্ধানে বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার একটি রসিক পারিষদ কৌতুক করিয়া বালিকাকে ভয় দেখাইবার জন্য হাঁসের দিকে ফাঁকা বন্দুক লক্ষ্য করিতেছে। কান্তিচন্দ্র পশ্চাৎ হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইয়া হঠাৎ তাহার গালে সশব্দে প্রকাণ্ড একটি চপেটাঘাত করিলেন, অকস্মাৎ রসভঙ্গ হইয়া লোকটা সেইখানে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। কান্তি পুনরায় কামরায় আসিয়া বন্দুক সাফ করিতে লাগিলেন।

কৌতূহলী কান্তিচন্দ্র পাখীর সন্ধানে ঝোপ-ঝোড় ভেদ করিয়া ভিতরে গিয়া দেখিলেন একটি স্বচ্ছল গৃহস্ত-ঘর, প্রাঙ্গণে সারিসারি ধানের গোলা। পরিচ্ছন্ন বৃহৎ গোয়ালঘরের কুলগাছ তলায় বসিয়া সকালবেলাকার সেই মেয়েটি একটি আহত ঘুঘু বুকের কাছে তুলিয়া উচ্ছ্ব-সিত হইয়া কাঁদিতেছে এবং গামলার জলে

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

অঞ্চল ভিজাইয়া পাখীর চঞ্চুপুটের মধ্যে জল নিংড়াইয়া দিতেছে। পোষা বিড়ালটা তাহার কোলের উপর দুই পা তুলিয়া ঊর্দ্ধমুখে ঘুঘুটির প্রতি উৎসুক দৃষ্টিপাত করিতেছে; বালিকা মধ্যে মধ্যে তাহার নাসিকাগ্রভাবে তর্জ্জনী আঘাত করিয়া লুব্ধ জন্তুর অতিরিক্ত আগ্রহ দমন করিয়া দিতেছে।

পল্লীর নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে একটি গৃহস্থ প্রাঙ্গণের স্বচ্ছল শান্তির মধ্যে এই করুণচ্ছবি এক মুহূর্ত্তেই কান্তিচন্দ্রের হৃদয়ের মধ্যে আঁকা হইয়া গেল। বিরলপল্লব গাছটির ছায়া ও রৌদ্র বালিকার ক্রোড়ের উপর আসিয়া পড়িয়াছে; অদূরে আহার পরিতৃপ্ত পরিপুষ্ট গাভী আলস্যে মাটিতে বসিয়া শৃঙ্গ ও পুচ্ছ আন্দোলনে পিঠের মাছি তাড়াইতেছে, মাঝে মাঝে বাঁশের ঝাড়ে ফিস্ ফিস্ কথার মত নূতন উত্তর বাতাসে খস্ খস্ শব্দ উঠিতেছে। সে দিন প্রভাতে নদীতীরে বনের মধ্যে যাহাকে বনশ্রীর মত দেখিতে হইয়াছিল, আজ মধ্যাহ্নে নিস্তব্ধ গোষ্ঠপ্রাঙ্গণচ্ছায়ায় তাহাকে স্নেহবিগলিত গৃহলক্ষ্মীটির মত দেখিতে হইল।

কান্তিচন্দ্র বন্দুক হস্তে হঠাৎ এই বালিকার সম্মুখে আসিয়া অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। মনে হইল যেন বমালসুদ্ধ চোর ধরা পড়িলাম। পাখীটি যে আমার গুলিতে আহত হয় নাই কোন প্রকারে এই কৈফিয়ৎটুকু দিতে ইচ্ছা হইল, কেমন করিয়া কথাটা পাড়িবেন ভাবিতেছেন, এমন সময়ে কুটির হইতে কে ডাকিল সুধা! বালিকা যেন চমকিত হইয়া উঠিল। আবার ডাক পড়িল সুধা! তখন সে তাড়াতাড়ি পাখীটি লইয়া কুটির মুখে চলিয়া গেল। কান্তিচন্দ্র ভাবিলেন, নামটি উপযুক্ত বটে। সুধা!

কান্তি তখন দলের লোকের হাতে বন্দুক রাখিয়া ঘুর পথ দিয়া সেই কুটিরের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন একটি প্রৌঢ়বয়স্ক মুণ্ডিতমুখ শান্তমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ দাওয়ায় বসিয়া হরিভক্তিবিলাস পাঠ করিতেছেন। ভক্তিমণ্ডিত তাঁহার মুখের সুগভীর স্নিগ্ধ প্রশান্ত ভাবের সহিত কান্তিচন্দ্র সেই বালিকার দয়ার্দ্র মুখের সাদৃশ্য অনুভব করিলেন।

কান্তি তাঁহাকে নমস্কার করিয়া কহিলেন, তৃষ্ণা পাইয়াছে ঠাকুর, এক ঘটি জল পাইতে পারি কি? ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন এবং ভিতর হইতে পিতলের রেকাবিতে কয়েকটি বাতাসা ও কাঁসার ঘটিতে জল লইয়া স্বহস্তে অতিথির সম্মুখে রাখিলেন।

কান্তি জল খাইলে পর ব্রাহ্মণ তাঁহার পরিচয় লইলেন। কান্তি পরিচয় দিয়া কহিলেন, ঠাকুর আপনার যদি কোন উপকার করিতে পারি ত কৃতার্থ হই।

নবীন বাঁড়ুয্যে কহিলেন, বাবা, আমার আর কি উপকার করিবে। তবে সুধা বলিয়া আমার একটি কন্যা আছে তাহার বয়স হইতে চলিল, তাহাকে একটি সৎপাত্রে দান করিতে পারিলেই সংসারের ঋণ হইতে মুক্তিলাভ করি। কাছে কোথাও ভাল ছেলে দেখি না, দূরে সন্ধান করিবার মত সামর্থ্যও নাই, ঘরে গোপীনাথের বিগ্রহ আছে তাঁহাকে ফেলিয়া কোথাও যাই নাই।

কান্তি কহিলেন, আপনি নৌকায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে পাত্র সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

এদিকে কান্তির প্রেরিত চরগণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা সুধার কথা যাহাকেই জিজ্ঞাসা করিল সকলেই একবাক্যে কহিল এমন লক্ষ্মীস্বভাবা কন্যা আর হয় না।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

পরদিন নবীন বোটে উপস্থিত হইলে কান্তি তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন এবং জানাইলেন তিনিই ব্রাহ্মণের কন্যাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক আছেন। ব্রাহ্মণ এই অভাবনীয় সৌভাগ্যে রুদ্ধ-কণ্ঠে কিছুক্ষণ কথাই কহিতে পারিলেন না।

মনে করিলেন কিছু একটা ভ্রম হইয়াছে। কহিলেন, আমার কন্যাকে তুমি বিবাহ করিবে?

কান্তি কহিলেন, আপনার যদি সম্মতি থাকে আমি প্রস্তুত আছি।

নবীন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন সুধাকে? —উত্তরে শুনিলেন হাঁ।

নবীন স্থির ভাবে কহিলেন, তা দেখা শোনা—

কান্তি যেন দেখেন নাই, ভাণ করিয়া কহিলেন, সেই একেবারে শুভদৃষ্টির সময়।

নবীন গদগদ কণ্ঠে কহিলেন, আমার সুধা বড় সুশীলা মেয়ে, রাঁধাবাড়া ঘরকন্নার কাজে অদ্বিতীয়। তুমি যেমন না দেখিয়াই তাহাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত হইয়াছ তেমনি আশীর্ব্বাদ করি আমার সুধা পতিব্রতা সতীলক্ষ্মী হইয়া চিরকাল তোমার মঙ্গল করুন! কখন মুহূর্ত্তের জন্য তোমার পরিতাপের কারণ না ঘটুক।

কান্তি আর বিলম্ব করিতে চাহিলেন না, মাঘ মাসেই বিবাহ স্থির হইয়া গেল।

পাড়ার মজুমদারদের পুরাতন কোঠা বাড়িতে বিবাহের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বর হাতি চড়িয়া মশাল জ্বালাইয়া বাজনা বাজাইয়া যথা সময়ে আসিয়া উপস্থিত।

শুভদৃষ্টির সময় বর কন্যার মুখের দিকে চাহিলেন। নতশির টোপরপরা চন্দনচর্চ্চিত সুধাকে ভাল করিয়া যেন দেখিতে পাইলেন না। উদ্বেলিত হৃদয়ের আনন্দে চোখে যেন ধাধাঁ লাগিল।

বাসরঘরে পাড়ার সরকারী ঠানদিদি যখন বরকে দিয়া জোর করিয়া মেয়ের ঘোমটা খোলাইয়া দিলেন তখন কান্তি হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন।

এ ত সেই মেয়ে নয়! হঠাৎ বুকের কাছ হইতে একটা কাল বজ্র উঠিয়া তাঁহার মস্তিষ্ককে যেন আঘাত করিল—মুহূর্ত্তে বাসরঘরের সমস্ত প্রদীপ যেন অন্ধকার হইয়া গেল এবং সেই অন্ধকার-প্লাবনে নববধূর মুখ খানিকেও যেন কালিমালিপ্ত করিয়া দিল।

কান্তিচন্দ্র দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবেন না বলিয়া মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; সেই প্রতিজ্ঞা কি এমনি একটা অদ্ভুত পরিহাসে অদৃষ্ট তুড়ি দিয়া ভাঙ্গিয়া দিল! কত ভাল ভাল বিবাহের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছেন, কত আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের সানুনয় অনুরোধ অবহেলা করিয়াছেন; উচ্চ কুটুম্বিতার আকর্ষণ, অর্থের প্রলোভন, রূপখ্যাতির মোহ সমস্ত কাটাইয়া অবশেষে কোন এক অখ্যাত পল্লীগ্রামে বিলের ধারে এক অজ্ঞাত দরিদ্রের ঘরে এত বড় বিড়ম্বনা! লোকের কাছে মুখ দেখাইবেন কি করিয়া!

শ্বশুরের উপরে প্রথমটা রাগ হইল। প্রতারক এক মেয়ে দেখাইয়া আর এক মেয়ের সহিত আমার বিবাহ দিল। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলেন, নবীন ত তাঁহাকে বিবাহের পূর্ব্বে কন্যা দেখান নাই—তিনি নিজেই দেখিতে অসম্মত হইয়াছিলেন। বুদ্ধির দোষে যে এত বড় ঠকাটা ঠকিয়াছেন সে লজ্জার কথাটা কাহারো কাছে প্রকাশ না করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন।

ঔষধ যেন গিলিলেন কিন্তু মুখের তারটা

বিগড়িয়ে গেল। বাসরঘরের ঠাট্টা আমোদ কিছুই তাঁহার কাছে রুচিল না। নিজের এবং সর্ব্বসাধারণের প্রতি রাগে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল।

এমন সময় হঠাৎ তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তিনী বধূ অব্যক্ত ভীত স্বরে চমকিয়া উঠিল। সহসা তাহার কোলের কাছ দিয়া একটা খরগোসের বাচ্ছা ছুটিয়া গেল; পরক্ষণেই সেদিনকার সেই মেয়েটি শশকশিশুর অনুসরণ পূর্ব্বক তাহাকে ধরিয়া গালের কাছে রাখিয়া একান্ত স্নেহে আদর করিতে লাগিল। "ঐ রে পাগ্লী আসিয়াছে" বলিয়া সকলে তাহাকে চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিল। সে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া ঠিক বরকন্যার সম্মুখে বসিয়া শিশুর মত কৌতূহলে কি হইতেছে দেখিতে লাগিল। বাড়ির কোন দাসী তাহাকে ধরিয়া টানিয়া লইবার চেষ্টা করিলে বর ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, আহা থাক্না, বসুক।

মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি?

সে উত্তর না দিয়া দুলিতে লাগিল। ঘর সুদ্ধ রমণী হাসিয়া উঠিল।

কান্তি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার হাঁস দুটি কত বড় হইল!'

অসঙ্কোচে মেয়েটি নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

হতবুদ্ধি কান্তি সাহস পূর্ব্বক আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার সেই ঘুঘু আরাম হইয়াছে ত? কোন ফল পাইলেন না। মেয়েরা এমন ভাবে হাসিতে লাগিল যেন বর ভারি ঠকিয়াছেন।

অবশেষে প্রশ্ন করিয়া খবর পাইলেন—মেয়ে কালা এবং বোবা, পাড়ার যত পশু পক্ষীর সঙ্গিনী। সেদিন যে সুধা ডাক শুনিয়া উঠিয়া ঘরে গিয়াছিল সে তাঁহার অনুমান মাত্র, তাহার আর কোন কারণ ছিল।

কান্তি তখন মনে মনে চমকিয়া উঠিলেন। যাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া পৃথিবীতে তাঁহার কোন সুখ ছিল না, শুভ দৈবক্রমে তাহার নিকট হইতে পরিত্রাণ পাইয়া নিজকে ধন্য জ্ঞান করিলেন। মনে করিলেন যদি এই মেয়েটির বাপের কাছে যাইতাম্ এবং সে ব্যক্তি আমার প্রার্থনা অনুসারে কন্যাটিকে কোন মতে আমার হাতে সমর্পণ করিয়া নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করিত।

যতক্ষণ আয়ত্তচ্যুত এই মেয়েটির মোহ তাঁহার মনটিকে আলোড়িত করিতেছিল, ততক্ষণ নিজের বধূটি সম্বন্ধে একবারে অন্ধ হইয়াছিলেন। নিকটেই আর কোথাও কিছু সান্ত্বনার কারণ ছিল কি না তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তিও ছিল না। যেই শুনিলেন মেয়েটি বোবা ও কালা অমনি সমস্ত জগতের উপর হইতে একটা কালো পর্দ্দা ছিন্ন হইয়া পড়িয়া গেল। দূরের আশা দূর হইয়া নিকটের জিনিষ গুলি প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল। সুগভীর পরিত্রাণের নিশ্বাস ফেলিয়া কান্তি লজ্জাবনত বধূর মুখের দিকে কোন এক সুযোগে চাহিয়া দেখিলেন। এতক্ষণে যথার্থ শুভদৃষ্টি হইল! চর্ম্মচক্ষুর অন্তরালবর্ত্তী মনোনেত্রের উপর হইতে সমস্ত বাধা খসিয়া পড়িল। হৃদয় হইতে এবং প্রদীপ হইতে সমস্ত আলোক বিচ্ছুরিত হইয়া একটি মাত্র কোমল সুকুমার মুখের উপরে প্রতিফলিত হইল। কান্তি দেখিলেন, একটি স্নিগ্ধ শ্রী একটি শান্ত লাবণ্যে মুখখানি মণ্ডিত। বুঝিলেন, নবীনের আশীর্ব্বাদ সার্থক হইবে।

উলুখড়ের বিপদ।

বাবুদের নায়েব গিরিশ বসুর অন্তঃপুরে প্যারী বলিয়া একটি নূতন দাসী নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহার বয়স অল্প; চরিত্র ভাল। দূর বিদেশ হইতে আসিয়া কিছুদিন কাজ করার পরেই একদিন সে বৃদ্ধ নায়েবের অনুরাগ দৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষার জন্য গৃহিণীর নিকট কাঁদিয়া গিয়া পড়িল। গৃহিণী কহিলেন, বাছা, তুমি অন্য কোথাও যাও; তুমি ভালমানুষের মেয়ে এখানে থাকিলে তোমার সুবিধা হইবে না। বলিয়া গোপনে তাহাকে কিছু অর্থ দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন।

কিন্তু পালানো সহজ ব্যাপার নহে, হাতে পথ খরচও সামান্য, সেই জন্য প্যারী গ্রামে হরিহর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট গিয়া আশ্রয় লইল। বিবেচক ছেলেরা কহিল বাবা, কেন বিপদ ঘরে আনিতেছেন; হরিহর কহিলেন, বিপদ স্বয়ং আসিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলে তাহাকে ফিরাইতে পারি না।

গিরিশ বসু সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কহিলেন, ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আপনি আমার ঝি ভাঙ্গাইয়া আনিলেন কেন? ঘরে কাজের ভারি অসুবিধা হইতেছে। ইহার উত্তরে হরিহর দুচারটে সত্য কথা খুব শক্ত করিয়াই বলিলেন। তিনি মানী লোক ছিলেন, কাহারো খাতিরে কোন কথা ঘুরাইয়া বলিতে জানিতেন না। নায়েব মনে মনে উদ্গতপক্ষ পিপীলিকার সহিত তাঁহার তুলনা করিয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় খুব ঘটা করিয়া পায়ের ধূলা লইল। দুই চারিদিনের মধ্যেই ভট্টাচার্য্যের বাড়িতে পুলিশের সমাগম হইল। গৃহিণী ঠাকুরাণীর বালিশের নীচে হইতে নায়েবের স্ত্রীর এক যোড়া ইয়ারিং বাহির হইল। ঝি প্যারী চোর সাব্যস্ত হইয়া জেলে গেল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় দেশবিখ্যাত প্রতিপত্তির জোরে, চোরাই মাল রক্ষার অভিযোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। নায়েব পুনশ্চ ব্রাহ্মণের পদধূলি লইয়া গেল। ব্রাহ্মণ বুঝিলেন হতভাগিনীকে তিনি আশ্রয় দেওয়াতেই প্যারীর সর্ব্বনাশ ঘটিল। তাঁহার মনে শেল বিঁধিয়া রহিল। ছেলেরা কহিল, জমিজমা বেচিয়া কলিকাতায় যাওয়া যাক্, এখানে বড় মুস্কিল দেখিতেছি। হরিহর কহিলেন, পৈতৃক ভিটা ছাড়িতে পারিব না, অদৃষ্টে থাকিলে বিপদ কোথায় না ঘটে।

ইতিমধ্যে নায়েব গ্রামে অতিমাত্রায় খাজনা বৃদ্ধির চেষ্টা করায় প্রজারা বিদ্রোহী হইল। হরিহরের সমস্তই ব্রহ্মোত্তর জমা, জমিদারের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নাই। নায়েব তাহার প্রভুকে জানাইল হরিহরই প্রজাদিগকে প্রশ্রয় দিয়া বিদ্রোহী করিয়া তুলিয়াছে। জমিদার কহিলেন, যেমন করিয়া পার ভট্টাচার্য্যকে শাসন কর। নায়েব ভট্টাচার্য্যের পদধূলি লইয়া কহিল, সাম্নের ঐ জমিটা পরগণার ভিটার মধ্যে পড়িতেছে; ওটা ত ছাড়িয়া দিতে হয়। হরিহর কহিলেন, সে কি কথা! ও যে আমার বহুকেলে ব্রহ্মোত্ত। হরিহরের গৃহপ্রাঙ্গণের সংলগ্ন পৈতৃক জমি জমিদারীর অন্তর্গত বলিয়া নালিশ রুজু হইল। হরিহর বলিলেন, এ জমিটা ত তবে ছাড়িয়া দিতে হয় আমি ত বৃদ্ধ বয়সে আদালতে সাক্ষী দিতে পারিব না। ছেলেরা বলিল, বাড়ির

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

সংলগ্ন জমিটাই যদি ছাড়িয়া দিতে হয় তবে ভিটায় টিঁকিব কি করিয়া।

প্রাণাধিক পৈতৃক ভিটার মায়ায় বৃদ্ধ কম্পিতপদে আদালতের সাক্ষ্যমঞ্চে গিয়া দাঁড়াইলেন। মুন্সেফ নবগোপাল বাবু তাঁহার সাক্ষ্যই প্রামাণ্য করিয়া মকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করিয়া দিলেন। ভট্টাচার্য্যের খাস প্রজারা ইহা লইয়া গ্রামে ভারি উৎসব সমারোহ আরম্ভ করিয়া দিল। হরিহর তাড়াতাড়ি তাহাদিগকে থামাইয়া দিলেন। নায়েব আসিয়া পরম আড়ম্বরে ভট্টাচার্য্যের পদধূলি লইয়া গায়ে মাথায় মাখিল এবং আপিল রুজু করিল। উকীলরা হরিহরের নিকট হইতে টাকা লন না। তাঁহারা ব্রাহ্মণকে বারংবার আশ্বাস দিলেন, এ মকদ্দমায় হারিবার কোন সম্ভাবনাই নাই। দিন কি কখনো রাত হইতে পারে? শুনিয়া হরিহর নিশ্চিন্ত হইয়া ঘরে বসিয়া রহিলেন।

একদিন জমিদারী কাছারিতে ঢাকঢোল বাজিয়া উঠিল, পাঁঠা কাটিয়া নায়েবের বাসায় কালিপূজা হইবে। ব্যাপারখানা কি? ভট্টাচার্য্য খবর পাইলেন আপিলে তাঁহার হার হইয়াছে।

ভট্টাচার্য্য মাথা চাপড়াইয়া উকীলকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বসন্ত বাবু করিলেন কি? আমার কি দশা হইবে?

দিন যে কেমন করিয়া রাত হইল, বসন্ত বাবু তাহার নিগূঢ় বৃত্তান্ত বলিলেন :—সম্প্রতি যিনি নূতন অ্যাডিশনাল জজ হইয়া আসিয়াছেন তিনি মুন্সেফ থাকা কালে মুন্সেফ নবগোপাল বাবুর সহিত তাঁহার ভারি খিটিমিটি বাধিয়াছিল। তখন কিছু করিয়া উঠিতে পারেন নাই; আজ জজের আসনে বসিয়া নবগোপাল বাবুর রায় পাইবামাত্র উল্টাইয়া দিতেছেন, আপনি হারিলেন সেই জন্য। ব্যাকুল হরিহর কহিলেন, হাইকোর্টে ইহার কোন আপীল নাই? বসন্ত কহিলেন, জজবাবু আপীলে ফল পাইবার সম্ভাবনা মাত্র রাখেন নাই। তিনি আপনাদের সাক্ষীকে সন্দেহ করিয়া বিরুদ্ধ পক্ষের সাক্ষীকেই বিশ্বাস করিয়া গিয়াছেন। হাইকোর্টে ত সাক্ষীর বিচার হইবে না।

বৃদ্ধ সাশ্রুনেত্রে কহিলেন, তবে আমার উপায়!

উকীল কহিলেন উপায় কিছু দেখি না।

গিরিশ বসু পরদিন লোকজন সঙ্গে লইয়া ঘটা করিয়া ব্রাহ্মণের পদধূলি লইয়া গেল এবং বিদায় কালে উচ্ছ্বসিত দীর্ঘনিশ্বাসে কহিল—প্রভু, তোমারি ইচ্ছা।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী।

সমাজ চিত্র।

—০:০:০—

প্রায়শ্চিত্ত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মাঝখানে একটা অনির্দ্দেশ্য অরাজক স্থান আছে, যেখানে ত্রিশঙ্কু রাজা ভাসিয়া বেড়াইতেছেন, যেখানে আকাশ-কুসুমের অজস্র আবাদ হইয়া থাকে। সেই বায়ুদুর্গবেষ্টিত মহাদেশের নাম "হইলে-হইতে-পারিত"। যাঁহারা মহৎকার্য্য করিয়া অমরতা লাভ করিয়াছেন তাঁহারা ধন্য হইয়াছেন, যাঁহারা সামান্য ক্ষমতা লইয়া সাধারণ মানবের মধ্যে সাধারণভাবে সংসারের প্রাত্যহিক কর্ত্তব্য সাধনে সহায়তা করিতেছেন, তাঁহারাও ধন্য; কিন্তু যাঁহারা অদৃষ্টের ভ্রমক্রমে হঠাৎ দুয়ের মাঝখানে পড়িয়াছেন তাঁহাদের আর কোন উপায় নাই। তাঁহারা একটা কিছু হইলে হইতে পারিতেন কিন্তু সেই কারণেই তাঁহাদের পক্ষে কিছু একটা হওয়া সর্ব্বাপেক্ষা অসম্ভব।

আমাদের অনাথবন্ধু সেই মধ্যদেশবিলম্বিত বিধিবিড়ম্বিত যুবক। সকলেরই বিশ্বাস তিনি ইচ্ছা করিলে সকল বিষয়েই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন। কিন্তু কোন কালে তিনি ইচ্ছাও করিলেন না, এবং কোন বিষয়ে তিনি কৃতকার্য্যও হইলেন না এবং সকলের বিশ্বাস তাঁহার প্রতি অটল রহিয়া গেল। সকলে বলিল তিনি পরীক্ষায় ফার্ষ্ট হইবেন, তিনি আর পরীক্ষা দিলেন না। সকলের বিশ্বাস, চাকরিতে প্রবিষ্ট হইলে যে কোন ডিপার্টমেণ্টের উচ্চতম স্থান তিনি অনায়াসে গ্রহণ করিতে পারিবেন,—তিনি কোন চাকরিই গ্রহণ করিলেন না। সাধারণ লোকের প্রতি তাঁহার বিশেষ অবজ্ঞা, কারণ তাহারা অত্যন্ত সামান্য, অসাধারণ লোকের প্রতি তাঁহার

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

কিছুমাত্র শ্রদ্ধা ছিল না, কারণ মনে করিলেই তিনি তাহাদের অপেক্ষা অসাধারণতর হইতে পারিতেন।

অনাথবন্ধুর সমস্ত খ্যাতি-প্রতিপত্তিসুখ-সম্পদসৌভাগ্য দেশকালাতীত অসম্ভবতার ভাণ্ডারে নিহিত ছিল—বিধাতা কেবল বাস্তব-রাজ্যে তাঁহাকে একটি ধনী শ্বশুর এবং একটি সুশীলা স্ত্রী দান করিয়াছিলেন। স্ত্রীর নাম বিন্ধ্যবাসিনী।

স্ত্রীর নামটি অনাথবন্ধু পছন্দ করেন নাই এবং স্ত্রীটিকেও রূপে গুণে তিনি আপন যোগ্যা জ্ঞান করিতেন না, কিন্তু বিন্ধ্যবাসিনীর মনে স্বামিসৌভাগ্যগর্ব্বের সীমা ছিল না। সকল স্ত্রীর সকল স্বামীর অপেক্ষা তাঁহার স্বামী যে সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, এ সম্বন্ধে তাঁহার কোন সন্দেহ ছিল না এবং তাঁহার স্বামীরও কোন সন্দেহ ছিল না এবং সাধারণের ধারণাও এই বিশ্বাসের অনুকূল ছিল।

এই স্বামিগর্ব্ব পাছে কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ হয়, এজন্য বিন্ধ্যবাসিনী সর্ব্বদাই শঙ্কিত ছিলেন। তিনি যদি আপন হৃদয়ের অভ্রভেদী অটল ভক্তি-পর্ব্বতের উচ্চতম শিখরের উপরে এই স্বামী-টিকে অধিরোহণ করাইয়া তাঁহাকে মূঢ় মর্ত্ত্য-লোকের সমস্ত কটাক্ষপাত হইতে দূরে রক্ষা করিতে পারিতেন, তবে নিশ্চিন্তচিত্তে পতি-পূজায় জীবন উৎসর্গ করিতেন। কিন্তু জড়-জগতে কেবলমাত্র ভক্তির দ্বারা ভক্তিভাজনকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া রাখা যায় না এবং অনাথবন্ধুকে পুরুষের আদর্শ বলিয়া মানে না এমন প্রাণী সংসারে বিরল নহে। এই জন্য বিন্ধ্যবাসি-নীকে অনেক দুঃখ পাইতে হইয়াছে।

অনাথবন্ধু যখন কালেজে পড়িতেন তখন শ্বশুরালয়েই বাস করিতেন। পরীক্ষার সময় আসিল পরীক্ষা দিলেন না এবং তাহার পর-বৎসর কালেজ ছাড়িয়া দিলেন।

এই ঘটনায় সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে বিন্ধ্য-বাসিনী অত্যন্ত কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন। রাত্রে মৃদুস্বরে অনাথবন্ধুকে বলিলেন, "পরীক্ষাটা দিলেই ভাল হ'ত।"

অনাথবন্ধু অবজ্ঞাভরে হাসিয়া কহিলেন, "পরীক্ষা দিলেই কি চতুর্ভুজ হয় না কি? আমা-দের কেদারও ত পরীক্ষায় পাস হইয়াছে।"

বিন্ধ্যবাসিনী সান্ত্বনা লাভ করিলেন। দেশের অনেক গো-গর্দ্দভ যে পরীক্ষায় পাস করিতেছে সে পরীক্ষা দিয়া অনাথবন্ধুর গৌরব কি আর বাড়িবে!

প্রতিবেশিনী কমলা তাহার বাল্যসখী বিন্দিকে আনন্দ সহকারে খবর দিতে আসিল যে, তাহার ভাই রমেশ এবার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জলপানী পাইতেছে। শুনিয়া বিন্ধ্য-বাসিনী অকারণে মনে করিল, কমলার এই আনন্দ বিশুদ্ধ আনন্দ নহে, ইহার মধ্যে তাহার স্বামীর প্রতি কিঞ্চিৎ গূঢ় শ্লেষ আছে। এই জন্য সখীর উল্লাসে উল্লাস প্রকাশ না করিয়া বরং গায়ে পড়িয়া কিঞ্চিৎ ঝগড়ার সুরে শুনা-ইয়া দিল যে, এল, এ, পরীক্ষা একটা পরীক্ষার মধ্যেই গণ্য নহে; এমন কি, বিলাতের কোন কালেজে বি, এ, র নীচে পরীক্ষাই নাই।—বলা বাহুল্য, এ সমস্ত সংবাদ এবং যুক্তি বিন্ধ্য স্বামীর নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছে।

কমলা সুখসংবাদ দিতে আসিয়া সহসা পরম প্রিয়তমা প্রাণসখীর নিকট হইতে এরূপ আঘাত পাইয়া প্রথমটা কিছু বিস্মিত হইল। কিন্তু সেও না কি স্ত্রীজাতীয় মনুষ্য, এই জন্য মুহূর্ত্তকালের মধ্যেই বিন্ধ্যবাসিনীর মনের ভাব বুঝিতে পারিল এবং ভ্রাতার অপমানে তৎ-ক্ষণাৎ তাহারও রসনাগ্রে একবিন্দু তীব্র বিষ

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

সঞ্চারিত হইল; সে বলিল, আমরা ত ভাই বিলাতেও যাই নাই, সাহেব স্বামীকেও বিবাহ করি নাই অত খবর কোথায় পাইব! মূর্খ মেয়েমানুষ, মোটামুটি এই বুঝি যে, বাঙ্গালীর ছেলেকে কালেজে এল,এ, দিতে হয়;—তাও ত ভাই সকলে পারে না। অত্যন্ত নিরীহ এবং সুমিষ্ট বন্ধুভাবে এই কথা গুলি বলিয়া কমলা চলিয়া আসিল। কলহবিমুখ বিন্ধ্য নিরুত্তরে সহ্য করিল এবং ঘরে প্রবেশ করিয়া নীরবে কাঁদিতে লাগিল।

অল্পকালের মধ্যে আর একটি ঘটনা ঘটিল। একটি দুরস্থ ধনী কুটুম্ব কিয়ৎকালের জন্য কলিকাতায় আসিয়া বিন্ধ্যবাসিনীর পিত্রালয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তদুপলক্ষে তাহার পিতা রাজকুমার বাবুর বাড়িতে বিশেষ একটা সমারোহ পড়িয়া গেল। জামাই বাবু বাহিরের যে বড় বৈঠকখানাটি অধিকার করিয়া থাকিতেন নব-অভ্যাগতদের বিশেষ সমাদরের জন্য সেই ঘরটি ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাকে মামা বাবুর ঘরে কিছুদিনের জন্য আশ্রয় হইতে অনুরোধ করা হইল।

এই ঘনটায় অনাথবন্ধুর অভিমান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল! প্রথমতঃ স্ত্রীর নিকট গিয়া তাহার পিতৃনিন্দা করিয়া তাহাকে কাঁদাইয়া দিয়া শ্বশুরের উপর প্রতিশোধ তুলিলেন। তাহার পরে অনাহার প্রভৃতি অন্যান্য প্রবল উপায়ে অভিমান প্রকাশের উপক্রম করিলেন। তাহা দেখিয়া বিন্ধ্যবাসিনী নিরতিশয় লজ্জিত হইল। তাহার মনে যে একটি সহজ আত্মসম্ভ্রমবোধ ছিল, তাহা হইতেই সে বুঝিল, এরূপ স্থলে সর্ব্বসমক্ষে অভিমান প্রকাশ করার মত লজ্জাকর আত্মাবমাননা আর কিছুই নাই। হাতে পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া কাটিয়া বহু কষ্টে সে তাহার স্বামীকে শান্ত করিয়া রাখিল।

বিন্ধ্য অবিবেচক ছিল না, এই জন্য সে তাহার পিতা মাতার প্রতি কোন দোষারোপ করিল না; সে বুঝিল ঘটনাটি সামান্য ও স্বাভাবিক, কিন্তু এ কথাও তাহার মনে হইল যে, তাহার স্বামী শ্বশুরালয়ে বাস করিয়া কুটুম্বের আদর হইতে বঞ্চিত হইতেছেন।

সেই দিন হইতে প্রতিদিন সে তাহার স্বামীকে বলিতে লাগিল, আমাকে তোমাদের ঘরে লইয়া চল; আমি আর এখানে থাকিব না।

অনাথবন্ধুর মনে অহঙ্কার যথেষ্ট ছিল কিন্তু আত্মসম্ভ্রমবোধ ছিল না। তাঁহার নিজগৃহের দারিদ্র্যের মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে কিছুতেই তাঁহার অভিরুচি হইল না। তখন তাঁহার স্ত্রী কিছু দৃঢ়তা প্রকাশ করিয়া কহিল, তুমি যদি না যাও ত আমি একলাই যাইব।

অনাথবন্ধু মনে মনে বিরক্ত হইয়া তাঁহার স্ত্রীকে কলিকাতার বাহিরে দূর ক্ষুদ্র পল্লীতে তাঁহাদের মৃত্তিকানির্ম্মিত খোড়ো ঘরে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন। যাত্রাকালে রাজকুমার বাবু এবং তাঁহার স্ত্রী, কন্যাকে আরও কিছুকাল পিতৃগৃহে থাকিয়া যাইবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন; কন্যা নীরবে নতশিরে গম্ভীর মুখে বসিয়া মৌনভাবে জানাইয়া দিল—না, সে হইতে পারিবে না।

তাহার সহসা এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা দেখিয়া পিতা মাতার সন্দেহ হইল যে, অজ্ঞাতসারে বোধ করি কোনরূপে তাহাকে আঘাত দেওয়া হইয়াছে। রাজকুমার বাবু ব্যথিতচিত্তে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা, আমাদের কোন অজ্ঞানকৃত আচরণে তোমার মনে কি ব্যথা লাগিয়াছে?

বিন্ধ্যবাসিনী তাহার পিতার মুখের দিকে করুণ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কহিল, এক মুহূর্ত্তের

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

জন্তও নহে। তোমাদের এখানে বড় সুখে বড় আদরে আমার দিন গিয়াছে!—বলিয়া সে কাঁদিতে লাগিল! কিন্তু তাহার সংকল্প অটল রহিল।

বাপ মা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিলেন, যত স্নেহে যত আদরেই মানুষ কর, বিবাহ দিলেই মেয়ে পর হইয়া যায়।

অবশেষে অশ্রুনেত্রে সকলের নিকট বিদায় লইয়া আপন আজন্মকালের স্নেহমণ্ডিত পিতৃগৃহ এবং পরিজন ও সঙ্গিনীগণকে ছাড়িয়া বিন্ধ্যবাসিনী পাল্কীতে আরোহণ করিল।

—:*:—

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

কলিকাতার ধনিগৃহে এবং পল্লিগ্রামের গৃহস্থঘরে বিস্তর প্রভেদ। কিন্তু বিন্ধ্যবাসিনী একদিনের জন্তও ভাবে অথবা আচরণে অসন্তোষ প্রকাশ করিল না। প্রফুল্লচিত্তে গৃহকার্য্যে শাশুড়ীর সহায়তা করিতে লাগিল। তাহাদের দরিদ্র অবস্থা জানিয়া পিতা নিজব্যয়ে কন্তার সহিত একটি দাসী পাঠাইয়াছিলেন। বিন্ধ্যবাসিনী স্বামিগৃহে পৌঁছিয়াই তাহাকে বিদায় করিয়া দিল। তাহার শ্বশুরঘরের দারিদ্র্য দেখিয়া বড়মানুষের ঘরের দাসী প্রতিমুহূর্ত্তে মনে মনে নাসাগ্র আকুঞ্চিত করিতে থাকিবে, এ আশঙ্কাও তাহার অসহ্য বোধ হইল।

শাশুড়ী স্নেহবশতঃ বিন্ধ্যকে শ্রমসাধ্য কার্য্য হইতে বিরত করিতে চেষ্টা করিতেন, কিন্তু বিন্ধ্য নিরলস অশ্রান্তভাবে প্রসন্নমুখে সকল কার্য্যে যোগ দিয়া শাশুড়ীর হৃদয় অধিকার করিয়া লইল এবং পল্লীরমণীগণ তাহার গুণে মুগ্ধ হইয়া গেল।

কিন্তু ইহার ফল সম্পূর্ণ সন্তোষজনক হইল না। কারণ, বিশ্বনিয়ম নীতিবোধ প্রথমভাগের ন্তায় সাধুভাষায় রচিত সরল উপদেশাবলী নহে। নিষ্ঠুর বিদ্রূপপ্রিয় সয়তান মাঝখানে আসিয়া সমস্ত নীতিসূত্রগুলিকে ঘাঁটিয়া জট পাকাইয়া দিয়াছে। তাই ভাল কাজে সকল সময়ে উপস্থিতমত বিশুদ্ধ ভাল ফল ঘটে না, হঠাৎ একটা গোল বাধিয়া ওঠে।

অনাথবন্ধুর তুইটি ছোট এবং একটি বড় ভাই ছিল। বড় ভাই বিদেশে চাকরি করিয়া যে গুটিপঞ্চাশেক টাকা উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতেই তাহাদের সংসার চলিত এবং ছোট তুটি ভাইয়ের বিদ্যাশিক্ষা হইত।

বলা বাহুল্য, আজকালকার দিনে মাসিক পঞ্চাশ টাকায় সংসারের শ্রীবৃদ্ধিসাধন অসম্ভব, কিন্তু বড় ভাইয়ের স্ত্রী শ্যামাশঙ্করীর গরিমাবৃদ্ধির পক্ষে উহাই যথেষ্ট ছিল। স্বামী সংবৎসরকাল কাজ করিতেন, এই জন্ত স্ত্রী সংবৎসরকাল বিশ্রামের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কাজকর্ম্ম কিছুই করিতেন না, অথচ এমন ভাবে চলিতেন, যেন তিনি কেবলমাত্র তাঁহার উপার্জ্জনক্ষম স্বামীটির স্ত্রী হইয়াই সমস্ত সংসারটাকে পরম বাধিত করিয়াছেন।

বিন্ধ্যবাসিনী যখন শ্বশুরবাড়ি আসিয়া গৃহলক্ষ্মীর ন্তায় অহর্নিশি ঘরের কাজে প্রবৃত্ত হইল তখন শ্যামাশঙ্করীর সঙ্কীর্ণ অন্তঃকরণটুকুকে যেন আঁটিয়া ধরিতে লাগিল। তাহার কারণ বোঝা শক্ত। বোধ করি বড় বৌ মনে করিলেন, মেজবৌ বড় ঘরের মেয়ে হইয়া কেবল লোক দেখাইবার জন্ত ঘরকন্নার নীচ কাজে নিযুক্ত হইয়াছে, উহাতে কেবল তাঁহাকে লোকের চক্ষে অপদস্থ করা হইতেছে। যে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

কারণেই হউক, মাসিক পঞ্চাশ টাকার স্ত্রী কিছুতেই ধনিবংশের কন্যাকে সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি তাহার নম্রতার মধ্যে অসহ্য দেমাকের লক্ষণ দেখিতে পাইলেন।

এদিকে অনাথবন্ধু পল্লীতে আসিয়া লাইব্রেরী স্থাপন করিলেন; দশ বিশ জন স্কুলের ছাত্র জড় করিয়া সভাপতি হইয়া খবরের কাগজে টেলিগ্রাম প্রেরণ করিতে লাগিলেন; এমন কি, কোন কোন ইংরাজী সংবাদপত্রের বিশেষ সংবাদদাতা হইয়া গ্রামের লোকদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন। কিন্তু দরিদ্র সংসারে একপয়সা আনিলেন না, বরঞ্চ বাজে খরচ অনেক হইতে লাগিল।

একটা কোন চাকরী লইবার জন্য বিন্ধ্যবাসিনী তাঁহাকে সর্ব্বদাই পীড়াপীড়ি করিতে লাগল। তিনি কাণ দিলেন না। স্ত্রীকে বলিলেন, তাঁহার উপযুক্ত চাকরী আছে বটে কিন্তু পক্ষপাতী ইংরাজ গবর্মেণ্ট সে সকল পদে বড় বড় ইংরাজকে নিযুক্ত করে, বাঙ্গালী হাজার যোগ্য হইলেও তাহার কোন আশা নাই।

শ্যামাশঙ্করী তাঁহার দেবর এবং মেঝবা'র প্রতি লক্ষ্যে এবং অলক্ষ্যে সর্ব্বদাই বাক্যবিষ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। গর্ব্বভরে নিজেদের দারিদ্র্য আস্ফালন করিয়া বলিতে লাগিলেন, আমরা গরীব মানুষ, বড়মানুষের মেয়ে এবং বড়মানুষের জামাইকে পোষণ করিব কেমন করিয়া? সেখানে ত বেশ ছিলেন কোন দুঃখ ছিল না—এখানে ডালভাত খাইয়া এত কষ্ট কি সহ্য হইবে?

শাশুড়ী বড়বৌকে ভয় করিতেন, তিনি দুর্ব্বলের পক্ষ অবলম্বন করিয়া কোন কথা বলিতে সাহস করিতেন না। মেজবৌও মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনের ডালভাত এবং তদীয় স্ত্রীর বাক্য ঝাল খাইয়া নীরবে পরিপাক করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে বড় ভাই ছুটিতে কিছুদিনের জন্য ঘরে আসিয়া স্ত্রীর নিকট হইতে অনেক উদ্দীপনাপূর্ণ ওজোগুণসম্পন্ন বক্তৃতা শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে নিদ্রার ব্যাঘাত যখন প্রতিরাত্রেই গুরুতর হইয়া উঠিতে লাগিল তখন একদিন অনাথবন্ধুকে ডাকিয়া শান্তভাবে স্নেহের সহিত কহিলেন, তোমার একটা চাকুরির চেষ্টা দেখা উচিত, কেবল আমি একলা সংসার চালাইব কি করিয়া?

অনাথবন্ধু পদাহত সর্পের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া বলিয়া উঠিলেন, দুই বেলা দুই মুষ্টি অত্যন্ত অখাদ্য মোটা ভাতের পর এত খোঁটা সহ্য হয় না। তৎক্ষণাৎ স্ত্রীকে লইয়া শ্বশুরবাড়ি যাইতে সংকল্প করিলেন।

কিন্তু স্ত্রী কিছুতেই সম্মত হইল না। তাহার মতে ভাইয়ের অন্ন এবং ভাজের গালিতে কনিষ্ঠের পারিবারিক অধিকার আছে কিন্তু শ্বশুরের আশ্রয়ে বড় লজ্জা। বিন্ধ্যবাসিনী শ্বশুরবাড়িতে দীনহীনের মত নত হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু বাপের বাড়িতে সে আপন মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া মাথা তুলিয়া চলিতে চায়।

এমন সময় গ্রামের এণ্ট্রেন্সস্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের পদ খালি হইল। অনাথবন্ধুর দাদা এবং বিন্ধ্যবাসিনী উভয়েই তাঁহাকে এই কাজটি গ্রহণ করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন। তাহাতেও হিতে বিপরীত হইল। নিজের ভাই এবং একমাত্র ধর্ম্মপত্নী যে তাঁহাকে এমন একটা অত্যন্ত তুচ্ছ কাজের যোগ্য বলিয়া মনে করিতে পারেন, ইহাতে তাঁহার মনে দুর্জ্জয় অভিমানের সঞ্চার হইল এবং সংসারের

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

সমস্ত কাজকর্ম্মের প্রতি পূর্ব্বাপেক্ষা চতুর্গুণ বৈরাগ্য জন্মিয়া গেল !

তখন আবার দাদা তাঁহার হাতে ধরিয়া মিনতি করিয়া তাঁহাকে অনেক করিয়া ঠাণ্ডা করিলেন। সকলেই মনে করিলেন, ইহাকে আর কোন কথা বলিয়া কাজ নাই, এ এখন কোন প্রকারে ঘরে টি ঁকিয়া গেলেই ঘরের সৌভাগ্য।

ছুটি অন্তে দাদা কর্ম্মক্ষেত্রে চলিয়া গেলেন; শ্যামাশঙ্করী রুদ্ধ আক্রোশে মুখখানা গোলাকার করিয়া তুলিয়া একটা বৃহৎ কুদর্শন চক্র নির্ম্মাণ করিয়া রহিলেন। অনাথবন্ধু বিন্ধ্যবাসিনীকে আসিয়া কহিলেন, আজকাল বিলাতে না গেলে কোন ভদ্র চাকরী পাওয়া যায় না। আমি বিলাতে যাইতে মনস্থ করিয়াছি, তুমি তোমার বাবার কাছ হইতে কোন ছুতায় কিছু অর্থ সংগ্রহ কর।

এক ত বিলাত যাইবার কথা শুনিয়া বিন্ধ্যার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল; তাহার পরে পিতার কাছে কি করিয়া অর্থ ভিক্ষা করিতে যাইবে, তাহা সে মনে করিতে পারিল না এবং মনে করিতে গিয়া লজ্জায় মরিয়া গেল।

শ্বশুরের কাছে নিজমুখে টাকা চাহিতেও অনাথবন্ধুর অহঙ্কারে বাধা দিল, অথচ বাপের কাছ হইতে কন্যা কেন যে ছলে অথবা বলে অর্থ আকর্ষণ করিয়া না আনিবে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। ইহা লইয়া অনাথ অনেক রাগারাগি করিলেন এবং মর্ম্মপীড়িত বিন্ধ্যবাসিনীকেও বিস্তর অশ্রুপাত করিতে হইল।

এমনি করিয়া কিছুদিন সাংসারিক অভাবে এবং মনের কষ্টে কাটিয়া গেল।

অবশেষে শরৎকালে পূজা নিকটবর্ত্তী হইল। কন্যা এবং জামাতাকে সাদরে আহ্বান করিয়া আনিবার জন্য রাজকুমার বাবু বহুসমারোহে যানবাহনাদি প্রেরণ করিলেন। এক বৎসর পরে কন্যা স্বামী সহ পুনরায় পিতৃভবনে প্রবেশ করিল। ধনী কুটুম্বের যে আদর তাঁহার অসহ্য হইয়াছিল, জামাতা এবার তদপেক্ষা অনেক বেশী আদর পাইলেন। বিন্ধ্যবাসিনীও অনেককাল পরে মাথার অবগুণ্ঠন ঘুচাইয়া অহর্নিশি স্বজনস্নেহে ও উৎসবতরঙ্গে আন্দোলিত হইতে লাগিল।

আজ ষষ্ঠী। কাল সপ্তমী পূজা আরম্ভ হইবে। ব্যস্ততা এবং কোলাহলের সীমা নাই। দূর এবং নিকট সম্পর্কীয় আত্মীয় পরিজনে অট্টালিকার প্রত্যেক প্রকোষ্ঠ একেবারে পরিপূর্ণ।

সে রাত্রে বড় শ্রান্ত হইয়া বিন্ধ্যবাসিনী শয়ন করিল। পূর্ব্বে যে ঘরে শয়ন করিত এ সে ঘর নহে; এবার বিশেষ আদর করিয়া মা জামাতাকে তাঁহার নিজের ঘর ছাড়িয়া দিয়াছেন। অনাথবন্ধু কখন্ শয়ন করিতে আসিলেন তাহা বিন্ধ্য জানিতেও পারিল না। সে তখন গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিল।

খুব ভোরের বেলা হইতে শানাই বাজিতে লাগিল। কিন্তু ক্লান্তদেহ বিন্ধ্যবাসিনীর নিদ্রাভঙ্গ হইল না। কমল এবং ভুবন দুই সখী বিন্ধ্যর শয়নদ্বারে আড়ি পাতিবার নিষ্ফল চেষ্টা করিয়া অবশেষে পরিহাসপূর্ব্বক বাহির হইতে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল; তখন বিন্ধ্য তাড়াতাড়ি জাগিয়া উঠিয়া দেখিল তাহার স্বামী কখন্ উঠিয়া গিয়াছেন সে জানিতে পারে নাই। লজ্জিত হইয়া শয্যা ছাড়িয়া নামিয়া দেখিল তাহার মাতার লোহার সিন্দুক খোলা এবং তাহার মধ্যে তাহার বাপের যে ক্যাশবাক্সটি থাকিত, সেটিও নাই।

তখন মনে পড়িল, কাল সন্ধ্যাবেলায় মায়ের চাবির গোচ্ছা হারাইয়া গিয়া বাড়িতে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

খুব একটা গোলযোগ পড়িয়া গিয়াছিল। সেই চাবি চুরি করিয়া কোন একটি চোর এই কাজ করিয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তখন হঠাৎ আশঙ্কা হইল, পাছে সেই চোর তাহার স্বামীকে কোনরূপ আঘাত করিয়া থাকে! বুকটা ধড়াস্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। বিছানার নীচে খুঁজিতে গিয়া দেখিল, খাটের পায়ের কাছে তাহার মায়ের চাবির গোচ্ছার নীচে একটি চিঠি চাপা রহিয়াছে।

চিঠি তাহার স্বামীর হস্তাক্ষরে লেখা। খুলিয়া পড়িয়া জানিল, তাহার স্বামী তাহার কোন এক বন্ধুর সাহায্যে বিলাতে যাইবার জাহাজভাড়া সংগ্রহ করিয়াছে; এক্ষণে সেখানকার খরচপত্র চালাইবার জন্য কোন উপায় ভাবিয়া না পাওয়াতে গতরাত্রে শ্বশুরের অর্থ অপহরণ করিয়া বারান্দাসংলগ্ন কাঠের সিঁড়ি দিয়া অন্দরের বাগানে নামিয়া প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া পলায়ন করিয়াছে। অদ্যই প্রত্যূষে জাহাজ ছাড়িয়া দিয়াছে।

পত্রখানা পাঠ করিয়া বিন্ধ্যবাসিনীর শরীরের সমস্ত রক্ত হিম হইয়া গেল। সেইখানেই খাটের খুরা ধরিয়া সে বসিয়া পড়িল। তাহার দেহের অভ্যন্তরে কর্ণকুহরের মধ্যে নিস্তব্ধ মৃত্যুরজনীর ঝিল্লিধ্বনির মত একটা শব্দ হইতে লাগিল। তাহারই উপরে, প্রাঙ্গণ হইতে, প্রতিবেশীদের বাড়ি হইতে এবং দূর অট্টালিকা হইতে বহুতর শানাই বহুতর সুরে তান ধরিল। সমস্ত বঙ্গদেশ তখন আনন্দে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে।

শরতের উৎসব-হাস্য-রঞ্জিত রৌদ্র সকৌতুকে শয়নগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। এত বেলা হইল তথাপি উৎসবের দিনে দ্বার রুদ্ধ দেখিয়া ভুবন ও কমল উচ্চহাস্যে উপহাস করিতে করিতে গুম্ গুম্ শব্দে দ্বারে কিল্ মারিতে লাগিল। তাহাতেও কোন সাড়া না পাইয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইয়া ঊর্দ্ধকণ্ঠে "বিন্দী" "বিন্দী" করিয়া ডাকিতে লাগিল।

বিন্ধ্যবাসিনী ভগ্নরুদ্ধ কণ্ঠে কহিল, "যাচ্চি; তোরা এখন যা!"

তাহারা সখীর পীড়া আশঙ্কা করিয়া মাকে ডাকিয়া আনিল। মা আসিয়া কহিলেন, —"বিন্দু, কি হয়েছে মা—এখনো দ্বার বন্ধ কেন!"

বিন্ধ্য উচ্ছ্বসিত অশ্রু সম্বরণ করিয়া কহিল, "একবার বাবাকে সঙ্গে করে নিয়ে এস!"

মা অত্যন্ত ভীত হইয়া তৎক্ষণাৎ রাজকুমার বাবুকে সঙ্গে করিয়া দ্বারে আসিলেন। বিন্ধ্য দ্বার খুলিয়া তাঁহাদিগকে ঘরে আনিয়া তাড়াতাড়ি বন্ধ করিয়া দিল।

তখন বিন্ধ্য ভূমিতে পড়িয়া তাহার বাপের পা ধরিয়া বক্ষ শতধা বিদীর্ণ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল, "বাবা! আমাকে মাপ কর, আমি তোমার সিন্দুক হইতে টাকা চুরি করিয়াছি।"

তাঁহারা অবাক্ হইয়া বিছানায় বসিয়া পড়িলেন। বিন্ধ্য বলিল, তাহার স্বামীকে বিলাতে পাঠাইবার জন্য সে এই কাজ করিয়াছে।

তাহার বাপ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাদের কাছে চাহিস্ নাই কেন?"

বিন্ধ্যবাসিনী কহিল, "পাছে বিলাত যাইতে তোমরা বাধা দেও!"

রাজকুমার বাবু অত্যন্ত রাগ করিলেন। মা কাঁদিতে লাগিলেন, মেয়ে কাঁদিতে লাগিল এবং কলিকাতার চতুর্দ্দিক্ হইতে বিচিত্র সুরে আনন্দের বাদ্য বাজিতে লাগিল।

যে বিন্ধ্য বাপের কাছেও কখনও অর্থ প্রার্থনা করিতে পারে নাই এবং যে স্ত্রী স্বামীর লেশমাত্র অসম্মান পরমাত্মীয়ের নিকট হইতেও গোপন করিবার জন্য প্রাণপণ করিতে পারিত,

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

আজ একেবারে উৎসবের জনতার মধ্যে তাহার পত্নী-অভিমান, তাহার দুহিতৃসম্ভ্রম, তাহার আত্মমর্য্যাদা চূর্ণ হইয়া প্রিয় এবং অপ্রিয়, পরিচিত এবং অপরিচিত সকলের পদতলে ধূলির মত লুণ্ঠিত হইতে লাগিল। পূর্ব্ব হইতে পরামর্শ করিয়া, ষড়যন্ত্রপূর্ব্বক চাবি চুরি করিয়া, স্ত্রীর সাহায্যে রাতারাতি অর্থ অপহরণপূর্ব্বক অনাথবন্ধু বিলাতে পলায়ন করিয়াছে, এ কথা লইয়া আত্মীয়কুটুম্বপরিপূর্ণ বাড়িতে একটা ঢী ঢী পড়িয়া গেল। দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া ভুবন, কমল এবং আরও অনেক স্বজন প্রতিবেশী দাস দাসী সমস্ত শুনিয়াছিল। রুদ্ধদ্বার জামাতৃগৃহে উৎকণ্ঠিত কর্ত্তাগৃহিণীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সকলেই কৌতূহলে এবং আশঙ্কায় ব্যগ্র হইয়া আসিয়াছিল।

বিন্ধ্যবাসিনী কাহাকেও মুখ দেখাইল না। দ্বার রুদ্ধ করিয়া অনাহারে বিছানায় পড়িয়া রহিল। তাহার সেই শোকে কেহ দুঃখ অনুভব করিল না। ষড়যন্ত্রকারিণীর দুষ্ট বুদ্ধিতে সকলেই বিস্মিত হইল। সকলেই ভাবিল, বিন্ধ্যর চরিত্র এতদিন অবসরাভাবে অপ্রকাশিত ছিল। নিরানন্দ গৃহে পূজার উৎসব কোন প্রকারে সম্পন্ন হইয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:০:—

অপমান এবং অবসাদে অবনত হইয়া বিন্ধ্য শ্বশুরবাড়ি ফিরিয়া আসিল। সেখানে পুত্রবিচ্ছেদকাতরা বিধবা শাশুড়ীর সহিত পতিবিরহবিধুরা বধূর ঘনিষ্ঠতর যোগ স্থাপিত হইল। উভয়ে পরস্পর নিকটবর্ত্তী হইয়া নীরব শোকের ছায়াতলে সুগভীর সহিষ্ণুতার সহিত সংসারের সমস্ত তুচ্ছতম কার্য্যগুলি পর্য্যন্ত স্বহস্তে সম্পন্ন করিয়া যাইতে লাগিল। শাশুড়ী যে পরিমাণে কাছে আসিল পিতামাতা সেই পরিমাণে দূরে চলিয়া গেল। বিন্ধ্য মনে মনে অনুভব করিল, শাশুড়ী দরিদ্র, আমিও দরিদ্র, আমরা এক দুঃখবন্ধনে বদ্ধ; পিতামাতা ঐশ্বর্য্যশালী, তাঁহারা আমাদের অবস্থা হইতে অনেক দূরে। একে দরিদ্র বলিয়া বিন্ধ্য তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক দূরবর্ত্তী, তাহাতে আবার চুরি স্বীকার করিয়া সে আরও অনেক নীচে পড়িয়া গিয়াছে। স্নেহসম্পর্কের বন্ধন এত অধিক পার্থক্যভার বহন করিতে পারে কি না কে জানে!

অনাথবন্ধু বিলাতে গিয়া প্রথম প্রথম স্ত্রীকে রীতিমত চিঠি পত্র লিখিতেন। কিন্তু ক্রমেই চিঠি বিরল হইয়া আসিল, এবং পত্রের মধ্যে একটা অবহেলার ভাব অলক্ষিতভাবে প্রকাশ হইতে লাগিল। তাঁহার অশিক্ষিতা গৃহকার্য্যরতা স্ত্রীর অপেক্ষা বিদ্যাবুদ্ধিরূপগুণ সর্ব্ব বিষয়েই শ্রেষ্ঠতর অনেক ইংরাজকন্যা অনাথবন্ধুকে সুযোগ্য, সুবুদ্ধি এবং সুরূপ বলিয়া সমাদর করিত; এমত অবস্থায় অনাথবন্ধু আপনার এক বস্ত্রপরিহিত অবগুণ্ঠনবতী অগৌরবর্ণা স্ত্রীকে কোন অংশেই আপনার সমযোগ্য জ্ঞান করিবেন না ইহাতে বিচিত্র নাই।

কিন্তু, তথাপি যখন অর্থের অনাটন হইল, তখন এই নিরুপায় বাঙ্গালীর মেয়েকেই টেলিগ্রাফ করিতে তাঁহার সঙ্কোচ বোধ হইল না। এবং এই বাঙ্গালির মেয়েই দুই হাতে কেবল দুই গাছি কাঁচের চুড়ী রাখিয়া পায়ের সমস্ত গহনা বেচিয়া টাকা পাঠাইতে লাগিল। পাড়াগাঁয়ে নিরাপদে রক্ষা করিবার উপযুক্ত স্থান নাই বলিয়া তাহার সমস্ত বহুমূল্য গহনাগুলি পিতৃগৃহে ছিল। স্বামীর কুটুম্বভবনে নিমন্ত্রণে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

যাইবার ছল করিয়া নানা উপলক্ষে বিন্ধ্যবাসিনী একে একে সকল গহনাই আনাইয়া লইল। অবশেষে হাতের বালা, রূপার চুড়ী, বেনারসী সাড়ী এবং শাল পর্য্যন্ত বিক্রয় শেষ করিয়া বিস্তর বিনীত অনুনয়পূর্ব্বক মাথার দিব্য দিয়া, অশ্রুজলে পত্রের প্রত্যেক অক্ষর পংক্তি বিকৃত করিয়া বিন্ধ্য স্বামীকে ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ করিল।

স্বামী চুল খাট করিয়া দাড়ি কামাইয়া কোট্‌প্যাণ্টলুন্‌ পরিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। এবং হোটেলে আশ্রয় লইলেন। পিতৃগৃহে বাস করা অসম্ভব, প্রথমতঃ উপযুক্ত স্থান নাই, দ্বিতীয়তঃ পল্লীবাসী দরিদ্র গৃহস্থ জাতিনষ্ট হইলে একেবারে নিরুপায় হইয়া পড়ে। শ্বশুরগণ আচারনিষ্ঠ পরম হিন্দু; তাঁহারাও জাতিচ্যুতকে আশ্রয় দিতে পারেন না।

অর্থাভাবে অতি শীঘ্রই হোটেল হইতে বাসায় নামিতে হইল। সে বাসায় তিনি স্ত্রীকে আনিতে প্রস্তুত নহেন। বিলাত হইতে আসিয়া স্ত্রী এবং মাতার সহিত কেবল দিন দুই তিন দিনের বেলায় দেখা করিয়া আসিয়াছেন, তাঁহাদের সহিত আর সাক্ষাৎ হয় নাই।

দুইটি শোকার্ত্তা রমণীর কেবল এক সান্ত্বনা ছিল যে, অনাথবন্ধু স্বদেশে আত্মীয়বর্গের নিকটবর্ত্তী স্থানে আছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে অনাথবন্ধুর অসামান্য ব্যারিষ্টারী কীর্ত্তিতে তাহাদের মনে গর্ব্বের সীমা রহিল না। বিন্ধ্যবাসিনী আপনাকে যশস্বী স্বামীর অযোগ্য স্ত্রী বলিয়া ধিক্কার দিতে লাগিল, পুনশ্চ অযোগ্য বলিয়াই স্বামীর অহঙ্কার অধিক করিয়া অনুভব করিল। সে দুঃখে পীড়িত এবং গর্ব্বে বিস্ফারিত হইল। ম্লেচ্ছ-আচার সে ঘৃণা করে, তবু স্বামীকে দেখিয়া মনে মনে কহিল, আজ কাল ঢের লোক ত সাহেব হয়, কিন্তু এমন ত কাহাকেও মানায় না—একেবারে ঠিক যেন বিলাতী সাহেব। বাঙ্গালী বলিয়া চিনিবার যো নাই!

বাসাখরচ যখন অচল হইয়া আসিল, যখন অনাথবন্ধু মনের ক্ষোভে স্থির করিলেন, অভিশপ্ত ভারতবর্ষে গুণের সমাদর নাই এবং তাঁহার স্বব্যবসায়িগণ ঈর্ষ্যাবশতঃ তাঁহার উন্নতিপথে গোপনে বাধা স্থাপন করিতেছে; যখন তাঁহার খানার ডিশে আমিষ অপেক্ষা উদ্ভিজ্জের পরিমাণ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, দগ্ধ কুক্কুটের সম্মানকর স্থান ভর্জ্জিত চিংড়ি একচেটে করিবার উপক্রম করিল, বেশভূষার চিক্কণতা এবং ক্ষৌরমসৃণ মুখের গর্ব্বোজ্জ্বল জ্যোতি ম্লান হইয়া আসিল—যখন সুতীব্র নিখাদে-বাঁধা জীবন-তন্ত্রী ক্রমশঃ সকরুণ কড়ি মধ্যমের দিকে নামিয়া আসিতে লাগিল, এমন সময় রাজকুমার বাবুর পরিবারে এক গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটিয়া অনাথবন্ধুর সঙ্কটসঙ্কুল জীবনযাত্রার পরিবর্ত্তন আনয়ন করিল। একদা গঙ্গাতীরবর্ত্তী মাতুলালয় হইতে নৌকাযোগে ফিরিবার সময় রাজকুমার বাবুর একমাত্র পুত্র হরকুমার ষ্টীমারের সংঘাতে স্ত্রী এবং বালক পুত্র সহ জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে। এই ঘটনায় রাজকুমারের বংশে কন্যা বিন্ধ্যবাসিনী ব্যতীত আর কেহ রহিল না।

নিদারুণ শোকের কথঞ্চিৎ উপশম হইলে পর রাজকুমার বাবু অনাথবন্ধুকে গিয়া অনুনয় করিয়া কহিলেন,—"বাবা, তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া জাতে উঠিতে হইবে। তোমরা ব্যতীত আমার আর কেহ নাই।"

অনাথবন্ধু উৎসাহসহকারে সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তিনি মনে করিলেন যে সকল বার্-লাইব্রেরী-বিহারী স্বদেশীয় ব্যারিষ্টরগণ তাঁহাকে ঈর্ষা করে এবং তাঁহার অসা-

মান্ত ধীশক্তির প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রকাশ করে না। এই উপায়ে তাহাদের প্রতি প্রতিশোধ লওয়া হইবে।

রাজকুমার বাবু পণ্ডিতদিগের বিধান লইলেন। তাঁহারা বলিলেন অনাথবন্ধু যদি গোমাংস না খাইয়া থাকে তবে তাহাকে জাতে তুলিবার উপায় আছে।

বিদেশে যদিচ উক্ত নিষিদ্ধ চতুষ্পদ তাঁহার প্রিয় খাদ্যশ্রেণীর মধ্যে ভুক্ত হইত, তথাপি তাহা অস্বীকার করিতে তিনি কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিলেন না। প্রিয় বন্ধুদের নিকট কহিলেন—সমাজ যখন স্বেচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা কথা শুনিতে চাহে তখন একটা মুখের কথায় তাহাকে বাধিত করিতে দোষ দেখি না। যে রসনা গোরু খাইয়াছে, সে রসনাকে গোময় এবং মিথ্যা কথা নামক ছুটো কদর্য্য পদার্থ দ্বারা বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া আমাদের আধুনিক সমাজের নিয়ম; আমি সে নিয়ম লঙ্ঘন করিতে চাহি না।

প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে উঠিবার একটা শুভদিন নির্দ্দিষ্ট হইল। ইতিমধ্যে অনাথবন্ধু কেবল যে ধুতি চাদর পরিলেন তাহা নহে, তর্ক এবং উপদেশের দ্বারা বিলাতী সমাজের গালে কালি এবং হিন্দু-সমাজের গালে চূণ লেপন করিতে লাগিলেন। যে শুনিল সকলেই খুসী হইয়া উঠিল।

আনন্দে, গর্ব্বে বিন্ধ্যবাসিনীর প্রীতিসুধাসিক্ত কোমল হৃদয়টি সর্ব্বত্র উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল। সে মনে মনে কহিল, বিলাত হইতে যিনিই আসেন, একেবারে আস্ত বিলাতী সাহেব হইয়া আসেন, দেখিয়া বাঙ্গালী বলিয়া চিনিবার যো থাকে না, কিন্তু আমার স্বামী একেবারে অবিকৃত ভাবে ফিরিয়াছেন বরঞ্চ তাঁহার হিন্দুধর্ম্মে ভক্তি পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অনেক বাড়িয়া উঠিয়াছে।

যথানির্দ্দিষ্ট দিনে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে রাজকুমার বাবুর ঘর ভরিয়া গেল। অর্থব্যয়ের কিছুমাত্র ত্রুটি হয় নাই। আহার এবং বিদায়ের আয়োজন যথোচিত হইয়াছিল।

অন্তঃপুরেও সমারোহের সীমা ছিল না। নিমন্ত্রিত পরিজনবর্গের পরিবেশন ও পরিচর্য্যায় সমস্ত প্রকোষ্ঠ ও প্রাঙ্গণ সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। সেই ঘোরতর কোলাহল এবং কর্ম্মরাশির মধ্যে বিন্ধ্যবাসিনী প্রফুল্ল মুখে শারদ-রৌদ্ররঞ্জিত প্রভাতবায়ুবাহিত লঘু মেঘখণ্ডের মত আনন্দে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। আজিকার দিনের সমস্ত বিশ্বব্যাপারের প্রধান নায়ক তাহার স্বামী! আজ যেন সমস্ত বঙ্গভূমি একটি মাত্র রঙ্গভূমি হইয়াছে এবং যবনিকা উদ্ঘাটন পূর্ব্বক একমাত্র অনাথবন্ধুকে বিস্মিত বিশ্ব দর্শকের নিকট প্রদর্শন করাইতেছে। প্রায়শ্চিত্ত যে অপরাধস্বীকার তাহা নহে, এ যেন অনুগ্রহপ্রকাশ। অনাথ বিলাত হইতে ফিরিয়া হিন্দুসমাজে প্রবেশ করিয়া হিন্দুসমাজকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছেন। এবং সেই গৌরবচ্ছটা সমস্ত দেশ হইতে সহস্র রশ্মিতে বিচ্ছুরিত হইয়া বিন্ধ্যবাসিনীর প্রেম-প্রমুদিত মুখের উপরে অপরূপ মহিমাজ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে। এতদিনকার তুচ্ছ জীবনের সমস্ত দুঃখ এবং ক্ষুদ্র অপমান দূর হইয়া সে আজ তাহার পরিপূর্ণ পিতৃগৃহে সমস্ত আত্মীয় স্বজনের সমক্ষে উন্নত মস্তকে গৌরবের আসনে আরোহণ করিল। স্বামীর মহত্ত্ব আজ অযোগ্য স্ত্রীকে বিশ্বসংসারের নিকট সম্মানাস্পদ করিয়া তুলিল।

অনুষ্ঠান সমাধা হইয়াছে। অনাথবন্ধু জাতে উঠিয়াছেন। অভ্যাগত আত্মীয় ও

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ব্রাহ্মণগণ তাঁহার সহিত একাসনে বসিয়া তৃপ্তি পূর্ব্বক আহার শেষ করিয়াছেন।

আত্মীয়েরা জামাতাকে দেখিবার জন্য অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। জামাতা সুস্থচিত্তে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে প্রসন্নহাস্যমুখে আলস্যমন্থরগমনে ভূমিলুণ্ঠ্যমান চাদরে অন্তঃপুরে যাত্রা করিলেন।

আহারান্তে ব্রাহ্মণগণের দক্ষিণার আয়োজন হইতেছে এবং ইত্যবসরে তাঁহারা সভাস্থলে বসিয়া তুমুল কলহসহকারে পাণ্ডিত্য বিস্তার করিতেছেন। কর্ত্তা রাজকুমার বাবু ক্ষণকাল বিশ্রাম উপলক্ষে সেই কোলাহলাকুল পণ্ডিতসভায় বসিয়া স্মৃতির তর্ক শুনিতেছেন এমন সময় দ্বারবান্ গৃহস্বামীর হস্তে এক কার্ড দিয়া খবর দিল, "এক সাহেবলোগ কা মেম আয়া।"

রাজকুমার বাবু চমৎকৃত হইয়া উঠিলেন। পরক্ষণেই কার্ডের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন, তাহাতে ইংরাজিতে লেখা রহিয়াছে— মিসেস্ অনাথবন্ধু সরকার। অর্থাৎ অনাথবন্ধু সরকারের স্ত্রী।

রাজকুমার বাবু অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া কিছুতেই এই সামান্য একটি শব্দের অর্থগ্রহ করিতে পারিলেন না। এমন সময়ে বিলাত হইতে সদ্যঃপ্রত্যাগতা, আরক্তকপোলা, আতাম্রকুন্তলা, আনীললোচনা, দুগ্ধফেনশুভ্রা, হরিণলঘুগামিনী ইংরাজমহিলা স্বয়ং সভাস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়া প্রত্যেকের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু পরিচিত প্রিয়মুখ দেখিতে পাইলেন না। অকস্মাৎ মেমকে দেখিয়া সংহিতার সমস্ত তর্ক থামিয়া সভাস্থল শ্মশানের ন্যায় গভীর নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

এমন সময়ে ভূমিলুণ্ঠ্যমান চাদর লইয়া অলসমন্থরগামী অনাথবন্ধু রঙ্গভূমিতে আসিয়া পুনঃপ্রবেশ করিলেন। এবং মুহূর্ত্তের মধ্যেই ইংরাজমহিলা ছুটিয়া গিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া তাঁহার তাম্বুলরাগরক্ত ওষ্ঠাধরে দাম্পত্যের মিলন-চুম্বন মুদ্রিত করিয়া দিলেন।

সে দিন সভাস্থলে সংহিতার তর্ক আর উত্থাপিত হইতে পারিল না।

বিচারক।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

অনেক অবস্থান্তরের পর অবশেষে গতযৌবনা ক্ষীরোদা যে পুরুষের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেও যখন তাহাকে জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় পরিত্যাগ করিয়া গেল, তখন অন্নমুষ্টির জন্য দ্বিতীয় আশ্রয় অন্বেষণের চেষ্টা করিতে তাহার অত্যন্ত ধিক্কার বোধ হইল।

যৌবনের শেষে শুভ্র শরৎকালের ন্যায় একটি গভীর প্রশান্ত প্রগাঢ় সুন্দর বয়স আসে যখন জীবনের ফল ফলিবার এবং শস্য পাকিবার সময়। তখন আর উদ্দাম যৌবনের বসন্তচঞ্চলতা শোভা পায় না। ততদিনে সংসারের মাঝখানে আমাদের ঘরবাঁধা এক প্রকার সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে; অনেক ভাল মন্দ অনেক সুখ দুঃখ জীবনের মধ্যে পরিপাক প্রাপ্ত হইয়া অন্তরের মানুষটিকে পরিণত করিয়া তুলিয়াছে; আমাদের আয়ত্তের অতীত কুহকিনী দুরাশার কল্পনালোক হইতে সমস্ত উদ্‌ভ্রান্ত বাসনাকে প্রত্যাহরণ করিয়া আপন ক্ষুদ্র ক্ষমতার গৃহপ্রাচীরমধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি; তখন নূতন

প্রণয়ের মুগ্ধদৃষ্টি আর আকর্ষণ করা যায় না, কিন্তু পুরাতন লোকের কাছে মানুষ আরও প্রিয়তর হইয়া উঠে। তখন যৌবন-লাবণ্য অল্পে অল্পে বিশীর্ণ হইয়া আসিতে থাকে, কিন্তু জরাবিহীন অন্তরপ্রকৃতি বহুকালের সহবাস-ক্রমে মুখে চক্ষে যেন স্ফুটতর রূপে অঙ্কিত হইয়া যায়; হাসিটি দৃষ্টিপাতটি কণ্ঠস্বরটি ভিতর-কার মানুষটির দ্বারা ওতপ্রোত হইয়া উঠে। যাহা কিছু পাই নাই তাহার আশা ছাড়িয়া, যাহারা ত্যাগ করিয়া গিয়াছে তাহাদের জন্য শোক সমাপ্ত করিয়া, যাহারা বঞ্চনা করিয়াছে, তাহাদিগকে ক্ষমা করিয়া, যাহারা কাছে আসিয়াছে ভালবাসিয়াছে, সংসারের সমস্ত ঝড়ঝঞ্ঝা শোক-তাপ-বিচ্ছেদের মধ্যে যে কয়টি প্রাণী নিকটে অবশিষ্ট রহিয়াছে তাহাদিগকে বুকের কাছে টানিয়া লইয়া সুনিশ্চিত, সুপরীক্ষিত চিরপরিচিতগণের প্রীতিপরিবেষ্টনের মধ্যে নিরাপদ নীড় রচনা করিয়া তাহারই মধ্যে সমস্ত চেষ্টার অবসান এবং সমস্ত আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি লাভ করা যায়। যৌবনের সেই স্নিগ্ধ সায়াহ্নে জীবনের সেই শান্তিপর্ব্বেও যাহাকে নূতন সঞ্চয়, নূতন পরিচয়, নূতন বন্ধনের বৃথা আশ্বাসে নূতন চেষ্টায় ধাবিত হইতে হয়, তখনও, যাহার বিশ্রামের জন্য শয্যা রচিত হয় নাই, যাহার গৃহপ্রত্যাবর্ত্তনের জন্য সন্ধ্যাদীপ প্রজ্বলিত হয় নাই সংসারে তাহার মত শোচনীয় আর কেহ নাই।

ক্ষীরোদা তাহার যৌবনের প্রান্তসীমায় যে দিন প্রাতঃকালে জাগিয়া উঠিয়া দেখিল তাহার প্রণয়ী পূর্ব্বরাত্রে তাহার সমস্ত অলঙ্কার ও অর্থ অপহরণ করিয়া পলায়ন করিয়াছে,—বাড়ীভাড়া দিবে এমন সঞ্চয় নাই, তিন বৎসরের শিশু পুত্রটিকে দুধ আনিয়া খাওয়াইবে এমন সঙ্গতি নাই,—যখন সে ভাবিয়া দেখিল তাহার জীবনের আটত্রিশ বৎসরে সে একটি লোককেও আপনার করিতে পারে নাই, একটি ঘরের প্রান্তেও বাঁচিবার এবং মরিবার অধিকার প্রাপ্ত হয় নাই,—

যখন তাহার মনে পড়িল আবার আজ অশ্রুজল মুছিয়া দুই চক্ষে অঞ্জন পরিতে হইবে, অধরে ও কপোলে অলক্তরাগ চিত্রিত করিতে হইবে, জীর্ণ যৌবনকে বিচিত্র ছলনায় আচ্ছন্ন করিয়া হাস্যমুখে অসীম ধৈর্য্য সহকারে নূতন হৃদয় হরণের জন্য নূতন মায়াপাশ বিস্তার করিতে হইবে,—তখন সে ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া ভূমিতে লুটাইয়া বারংবার কঠিন মেঝের উপর মাথা খুঁড়িতে লাগিল,—সমস্ত দিন অনাহারে মুমূর্ষুর মত পড়িয়া রহিল। সন্ধ্যা হইয়া আসিল; দীপহীন গৃহকোণে অন্ধকার ঘনীভূত হইতে লাগিল। দৈবক্রমে একজন পুরাতন প্রণয়ী আসিয়া "ক্ষীরো" "ক্ষীরো" শব্দে দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল। ক্ষীরোদা অকস্মাৎ দ্বার খুলিয়া ঝাঁটাহস্তে বাঘিনীর মত গর্জ্জন করিয়া ছুটিয়া আসিল,—রসপিপাসু যুবকটি অনতিবিলম্বে পলায়নের পথ অবলম্বন করিল।

ছেলেটা ক্ষুধার জ্বালায় কাঁদিয়া কাঁদিয়া খাটের নীচে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সেই গোলেমালে জাগিয়া উঠিয়া অন্ধকারের মধ্য হইতে ভগ্নকাতর কণ্ঠে মা মা করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

তখন ক্ষীরোদা সেই ক্রন্দমান শিশুকে প্রাণপণে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া নিকটবর্ত্তী কূপের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

শব্দ শুনিয়া আলো হস্তে প্রতিবেশিগণ কূপের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্ষীরোদা এবং শিশুকে তুলিতে বিলম্ব

হইল না। ক্ষীরোদা তখন অচেতন এবং শিশুটি মরিয়া গেছে।

হাঁসপাতালে গিয়া ক্ষীরোদা আরোগ্য লাভ করিল। হত্যাপরাধে ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে সেশনে চালান করিয়া দিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—০ঃ*ঃ০—

জজ মোহিতমোহন দত্ত। ষ্ট্যাট্যুটারি সিভিলিয়ান্। তাঁহার কঠিন বিচারে ক্ষীরোদার ফাঁসির হুকুম হইল। হতভাগিনীর অবস্থা বিবেচনা করিয়া উকীলগণ তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্ত বিস্তর চেষ্টা করিলেন কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইলেন না। জজ তাহাকে তিলমাত্র দয়ার পাত্রী বলিয়া মনে করিতে পারিলেন না।

না পারিবার কারণ আছে। একদিকে তিনি হিন্দুমহিলাগণকে দেবী আখ্যা দিয়া থাকেন, অপরদিকে স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক অবিশ্বাস। তাঁহার মত এই যে, রমণীগণ কুলবন্ধন ছেদন করিবার জন্ত উন্মুখ হইয়া আছে, শাসন তিলমাত্র শিথিল হইলেই সমাজপিঞ্জরে একটি কুলনারীও অবশিষ্ট থাকিবে না।

তাঁহার এরূপ বিশ্বাসের কারণও আছে। সে কারণ জানিতে গেলে মোহিতের যৌবন-ইতিহাসের কিয়দংশ আলোচনা করিতে হয়।

মোহিত যখন কালেজে সেকেণ্ড্-ইয়ারে পড়িতেন তখন আকারে এবং আচারে এখনকার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকারের মানুষ ছিলেন। এখন মোহিতের সম্মুখে টাক, পশ্চাতে টিকি; মুণ্ডিত মুখে প্রতিদিন প্রাতঃকালে খরক্ষুরধারে গুম্ফশ্মশ্রুর অঙ্কুর উচ্ছেদ হইয়া থাকে; কিন্তু তখন তিনি সোণার চশ্‌মায় গোঁফদাড়িতে এবং সাহেবীধরণের কেশবিন্যাসে উনবিংশ শতাব্দীর নূতন সংস্করণ কার্ত্তিকটির মত ছিলেন। বেশভূষায় বিশেষ মনোযোগ ছিল, মদ্য মাংসে অরুচি ছিল না এবং আনুষঙ্গিক আরও দুটো একটা উপসর্গ ছিল।

অদূরে এক ঘর গৃহস্থ বাস করিত। তাহাদের হেমশশি বলিয়া এক বিধবা কন্যা ছিল। তাহার বয়স অধিক হইবে না। চৌদ্দ হইতে পনরয় পড়িবে।

সমুদ্র হইতে বনরাজিনীলা তটভূমি যেমন রমণীয় স্বপ্নবৎ চিত্রবৎ মনে হয় এমন তীরের উপরে উঠিয়া হয় না। বৈধব্যের বেষ্টন-অন্তরালে হেমশশি সংসার হইতে যেটুকু দূরে পড়িয়াছিল সেই দূরত্বের বিচ্ছেদবশতঃ সংসারটা তাহার কাছে পরপারবর্ত্তী পরমরহস্যময় প্রমোদবনের মত ঠেকিত। সে জানিত না এইজগৎযন্ত্রটার কলকারখানা অত্যন্ত জটিল এবং লৌহকঠিন,—সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে, সংশয়ে সঙ্কটে ও নৈরাশ্যে পরিতাপে বিমিশ্রিত। তাহার মনে হইত সংসারযাত্রা কলনাদিনী নির্ঝরিণীর স্বচ্ছ জলপ্রবাহের মত সহজ, সম্মুখবর্ত্তী সুন্দর পৃথিবীর সকল পথগুলিই প্রশস্ত ও সরল, সুখ কেবল তাহার বাতায়নের বাহিরে এবং তৃপ্তিহীন আকাঙ্ক্ষা কেবল তাহার বক্ষঃপঞ্জরবর্ত্তী স্পন্দিত পরিতপ্ত কোমল হৃদয়টুকুর অভ্যন্তরে। বিশেষতঃ তখন তাহার অন্তরাকাশের দূর দিগন্ত হইতে একটা যৌবন-সমীরণ উচ্ছ্বসিত হইয়া বিশ্বসংসারকে বিচিত্র বাসন্তী শ্রীতে বিভূষিত করিয়া দিয়াছিল; সমস্ত নীলাম্বর তাহারই হৃদয়হিল্লোলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং পৃথিবী যেন তাহারই সুগন্ধ মর্ম্মকোষের চতুর্দ্দিকে

রক্তপদ্মের কোমল পাপড়িগুলির মত স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়া ছিল।

ঘরে তাহার বাপ মা এবং দুটি ছোট ভাই ছাড়া আর কেহ ছিল না। ভাই দুটি সকাল সকাল খাইয়া ইস্কুলে যাইত, আবার ইস্কুল হইতে আসিয়া আহারান্তে সন্ধ্যার পর পাড়ার নাইটস্কুলে পাঠ অভ্যাস করিতে গমন করিত। বাপ সামান্য বেতন পাইতেন, ঘরে মাষ্টার রাখিবার সামর্থ্য ছিল না।

কাজের অবসরে হেম তাহার নির্জ্জন ঘরের বাতায়নে আসিয়া বসিত। একদৃষ্টে রাজপথের লোক চলাচল দেখিত; ফেরিওয়ালা করুণ উচ্চস্বরে হাঁকিয়া যাইত তাহাই শুনিত; এবং মনে করিত পথিকেরা সুখী, ভিক্ষুকেরাও স্বাধীন, এবং ফেরিওয়ালারা, যে, জীবিকার জন্য সুকঠিন প্রয়াসে প্রবৃত্ত তাহা নহে, উহারা যেন এই লোকচলাচলের সুখরঙ্গভূমিতে অন্যতম অভিনেতামাত্র।

আর সকালে বিকালে সন্ধ্যাবেলায় পরিপাটীবেশধারী গর্ব্বোদ্ধত স্ফীতবক্ষ মোহিতমোহনকে দেখিতে পাইত। দেখিয়া তাহাকে সর্ব্বসৌভাগ্যসম্পন্ন পুরুষশ্রেষ্ঠ মহেন্দ্রের মত মনে হইত। মনে হইত, ঐ উন্নতমস্তক সুবেশ সুন্দর যুবকটির সব আছে এবং উহাকে সব দেওয়া যাইতে পারে। বালিকা যেমন পুতুলকে সজীব মানুষ করিয়া খেলা করে, বিধবা তেমনি মোহিতকে মনে মনে সকল প্রকার মহিমায় মণ্ডিত করিয়া তাহাকে দেবতা গড়িয়া খেলা করিত।

এক একদিন সন্ধ্যার সময় দেখিতে পাইত মোহিতের ঘর আলোকে উজ্জ্বল, নর্ত্তকীর নূপুরনিক্কণ এবং বামাকণ্ঠের সঙ্গীতধ্বনিতে মুখরিত। সেদিন সে ভিত্তিস্থিত চঞ্চল ছায়াগুলির দিকে চাহিয়া চাহিয়া বিনিদ্র সতৃষ্ণ নেত্রে দীর্ঘরাত্রি জাগিয়া বসিয়া কাটাইত। তাহার ব্যথিত পীড়িত হৃৎপিণ্ড, পিঞ্জরের পক্ষীর মত, বক্ষঃপঞ্জরের উপর দুর্দ্দান্ত আবেগে আঘাত করিতে থাকিত।

সে কি তাহার কৃত্রিম দেবতাটিকে বিলাসমত্ততার জন্য মনে মনে ভৎর্সনা করিত, নিন্দা করিত? তাহা নহে। অগ্নি যেমন পতঙ্গকে নক্ষত্রলোকের প্রলোভন দেখাইয়া আকর্ষণ করে, মোহিতের সেই আলোকিত গীতবাদ্যবিক্ষুব্ধ প্রমোদমদিরোচ্ছ্বসিত কক্ষটি হেমশশিকে সেইরূপ স্বর্গমরীচিকা দেখাইয়া আকর্ষণ করিত। সে গভীর রাত্রে একাকিনী জাগিয়া বসিয়া সেই অদূর বাতায়নের আলোক ও ছায়া ও সঙ্গীত এবং আপন মনের আকাঙ্ক্ষা ও কল্পনা লইয়া একটি মায়ারাজ্য গড়িয়া তুলিত, এবং আপন মানসপুত্তলিকাকে সেই মায়াপুরীর মাঝখানে বসাইয়া বিস্মিত বিমুগ্ধনেত্রে নিরীক্ষণ করিত এবং আপন জীবন যৌবন সুখ দুঃখ ইহকাল পরকাল সমস্তই বাসনার অঙ্গারে ধূপের মত পোড়াইয়া সেই নির্জ্জন নিস্তব্ধ মন্দিরে তাহার পূজা করিত। সে জানিত না তাহার সম্মুখবর্ত্তী ঐ হর্ম্ম্যবাতায়নের অভ্যন্তরে ঐ তরঙ্গিত প্রমোদ-প্রবাহের মধ্যে এক নিরতিশয় ক্লান্তি, গ্লানি, পঙ্কিলতা, বীভৎস, ক্ষুধা এবং প্রাণক্ষয়কর দাহ আছে। ঐ বীতনিদ্র নিশাচর আলোকের মধ্যে যে এক হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতার কুটিল হাস্য প্রলয়ক্রীড়া করিতে থাকে বিধবা দূর হইতে তাহা দেখিতে পাইত না।

হেম আপন নির্জ্জন বাতায়নে বসিয়া তাহার এই মায়াস্বর্গ এবং কল্পিত দেবতাটিকে লইয়া চিরজীবন স্বপ্নাবেশে কাটাইয়া দিতে পারিত কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে দেবতা অনুগ্রহ করিলেন এবং স্বর্গ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। স্বর্গ যখন একেবারে পৃথিবীকে আসিয়া স্পর্শ করিল

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

তখন বর্গও ভাঙ্গিয়া গেল এবং যে ব্যক্তি এতদিন একলা বসিয়া স্বর্গ গড়িয়াছিল সেও ভাঙ্গিয়া ধূলিসাৎ হইল।

এই বাতায়নবাসিনী মুগ্ধ বালিকাটির প্রতি কখন মোহিতের লালায়িত দৃষ্টি পড়িল, কখন্ তাহাকে "বিনোদচন্দ্র" নামক মিথ্যাস্বাক্ষরে বারংবার পত্রলিখিয়া অবশেষে একখানি শঙ্কিত উৎকণ্ঠিত, অশুদ্ধ বানান ও উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগপূর্ণ উত্তর পাইল—এবং তাহার পর কিছুদিন ঘাতপ্রতিঘাতে, উল্লাসে সঙ্কোচে, সন্দেহে সম্ভ্রমে, আশায় আশঙ্কায় কেমন করিয়া ঝড় বহিতে লাগিল,—তাহার পরে প্রলয়সুখোন্মত্ততায় সমস্ত জগৎ সংসার বিধবার চারিদিকে কেমন করিয়া ঘুরিতে লাগিল, এবং ঘুরিতে ঘুরিতে ঘূর্ণনবেগে সমস্ত জগৎ অমূলক ছায়ার মত কেমন করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল,—এবং অবশেষে কখন্ একদিন অকস্মাৎ সেই ঘূর্ণ্যমান সংসারচক্র হইতে বেগে বিচ্ছিন্ন হইয়া রমণী অতি দূরে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল, সে সকল বিবরণ বিস্তারিত করিয়া বলিবার আবশ্যক দেখি না।

একদিন গভীর রাত্রে পিতা মাতা ভ্রাতা এবং গৃহ ছাড়িয়া হেমশশি "বিনোদচন্দ্র" ছদ্মনামধারী মোহিতের সহিত এক গাড়িতে উঠিয়া বসিল। দেবপ্রতিমা যখন তাহার সমস্ত মাটি এবং খড় এবং রাংতার গহনা লইয়া তাহার পার্শ্বে আসিয়া সংলগ্ন হইল, তখন সে লজ্জায় এবং ধিক্কারে মাটিতে মিশাইয়া গেল। অবশেষে গাড়ি যখন ছাড়িয়া দিল, তখন সে কাঁদিয়া মোহিতের পায়ে ধরিল, বলিল, "ওগো, পায়ে পড়ি আমা আমার বাড়িকে রেখে এস!" মোহিত শশব্যস্ত হইয়া তাহার মুখ চাপিয়া ধরিল—গাড়ি দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল।

জলনিমগ্ন মরণাপন্ন ব্যক্তির যেমন মুহূর্ত্তের মধ্যে জীবনের সমস্ত ঘটনাবলী স্পষ্ট মনে পড়ে তেমনি সেই দ্বাররুদ্ধ গাড়ির গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে হেমশশির মনে পড়িতে লাগিল, প্রতিদিন আহারের সময় তাহার বাপ তাহাকে সম্মুখে না লইয়া খাইতে বসিতেন না;—মনে পড়িল তাহার সর্ব্বকনিষ্ঠ ভাইটি ইস্কুল হইতে আসিয়া তাহার দিদির হাতে খাইতে ভালবাসে; মনে পড়িল, সকালে সে তাহার মায়ের সহিত পান সাজিতে বসিত এবং বিকালে মা তাহার চুল বাঁধিয়া দিতেন। ঘরের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কোণ এবং দিনের প্রত্যেক ক্ষুদ্র কাজটি তাহার মনের সম্মুখে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিতে লাগিল। তখন তাহার নিভৃত জীবন এবং ক্ষুদ্র সংসারটিকেই স্বর্গ বলিয়া মনে হইল। সেই পানসাজা, চুলবাঁধা, পিতার আহারস্থলে পাখা করা, ছুটির দিনে মধ্যাহ্ননিদ্রার সময় তাঁহার পাকাচুল তুলিয়া দেওয়া, ভাইদের দৌরাত্ম্য সহ্য করা,—এ সমস্তই তাহার কাছে পরম-শান্তিপূর্ণ দুর্লভ সুখের মত বোধ হইতে লাগিল,—বুঝিতে পারিল না এ সব থাকিতে সংসারে আর কোন্ সুখের আবশ্যক আছে!

মনে হইতে লাগিল, পৃথিবীতে ঘরে ঘরে সমস্ত কুলকন্যারা এখন গভীর সুষুপ্তিতে নিমগ্ন। সেই আপনার ঘরে আপনার শয্যাটির মধ্যে নিস্তব্ধ রাত্রের নিশ্চিন্ত নিদ্রা যে কত সুখের তাহা ইতিপূর্ব্বে কেন সে বুঝিতে পারে নাই! ঘরের মেয়েরা কাল সকালবেলায় ঘরের মধ্যে জাগিয়া উঠিবে, নিঃসঙ্কোচে নিত্যকর্ম্মের মধ্যে প্রবৃত্ত হইবে, আর গৃহচ্যুতা হেমশশির এই নিদ্রাহীন রাত্রি কোন্‌খানে গিয়া প্রভাত হইবে, এবং সেই নিরানন্দ প্রভাতে তাহাদের সেই গলির ধারের ছোটখাট ঘরকন্নাটির উপর যখন সকালবেলাকার চিরপরিচিত শান্তিময় হাস্যপূর্ণ রৌদ্রটি আসিয়া পতিত হইবে তখন সেখানে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

সহসা কি লজ্জা প্রকাশিত হইয়া পড়িবে, কি লাঞ্ছনা কি হাহাকার জাগ্রৎ হইয়া উঠিবে!

হেম হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া কাঁদিয়া মরিতে লাগিল;—সকরুণ অনুনয়সহকারে বলিতে লাগিল, "এখনো রাত আছে; আমার মা, আমার দুটি ভাই এখনো জাগে নাই, এখনো আমাকে ফিরাইয়া রাখিয়া আইস!" কিন্তু তাহার দেবতা কর্ণপাত করিল না; এক দ্বিতীয় শ্রেণীর চক্রশব্দমুখরিত রথে চড়াইয়া তাহাকে তাহার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গলোকাভিমুখে লইয়া চলিল!

ইহার অনতিকাল পরেই দেবতা এবং স্বর্গ পুনশ্চ আর একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর জীর্ণরথে চড়িয়া আর এক পথে প্রস্থান করিলেন,—রমণী আকণ্ঠ পঙ্কের মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া রহিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:(*):—

মোহিতমোহনের পূর্ব্ব-ইতিহাস হইতে এই একটিমাত্র ঘটনা উল্লেখ করিলাম। রচনা পাছে "একঘেয়ে" হইয়া উঠে এই জন্য অন্য-গুলি বলিলাম না!

এখন সে সকল পুরাতন কথা উত্থাপন করিবার আবশ্যকও নাই। এখন সেই বিনোদ-চন্দ্র নাম স্মরণ করিয়া রাখে এমন কোন লোক জগতে আছে কি না সন্দেহ। এখন মোহিত শুদ্ধাচারী হইয়াছেন, তিনি আহ্নিক তর্পণ করেন এবং সর্ব্বদাই শাস্ত্রালোচনা করিয়া থাকেন। নিজের ছোট ছোট ছেলেদিগকেও যোগাভ্যাস করাইতেছেন এবং বাড়ির মেয়েদিগকে সূর্য্য চন্দ্র মরুদ্গণের দুষ্প্রবেশ্য অন্তঃপুরে প্রবল শাসনে রক্ষা করিতেছেন। কিন্তু এককালে তিনি একাধিক রমণীর প্রতি অপরাধ করিয়াছিলেন বলিয়া আজ রমণীর সর্ব্বপ্রকার সামাজিক অপরাধের কঠিনতম দণ্ড-বিধান করিয়া থাকেন।

ক্ষীরোদার ফাঁসির হুকুম দেওয়ার দুই এক দিন পরে ভোজনবিলাসী মোহিত জেলখানার বাগান হইতে মনোমত তরীতরকারী সংগ্রহ করিতে গিয়াছেন। ক্ষীরোদা তাহার পতিত জীবনের সমস্ত অপরাধ স্মরণ করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছে কি না জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূ-হল হইল। বন্দিনীশালায় প্রবেশ করিলেন।

দূর হইতে খুব একটা কলহের ধ্বনি শুনিতে পাইতেছিলেন। ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন ক্ষীরোদা প্রহরীর সহিত ভারি ঝগড়া বাধাই-য়াছে। মোহিত মনে মনে হাসিলেন, ভাবি-লেন, স্ত্রীলোকের স্বভাবই এমনি বটে! মৃত্যু সন্নিকট তবু ঝগড়া করিতে ছাড়িবে না। ইহারা বোধ করি যমালয়ে গিয়া যমদূতের সহিত কোন্দল করে।

মোহিত ভাবিলেন, যথোচিত ভর্ৎসনা ও উপদেশের দ্বারা এখন ইহার অন্তরে অনুতাপের উদ্রেক করা উচিত। সেই সাধু উদ্দেশ্যে তিনি ক্ষীরোদার নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র ক্ষীরোদা সকরুণস্বরে করযোড়ে কহিল—ওগো জজ্ বাবু, দোহাই তোমার! উহাকে বল আমার আংটি ফিরাইয়া দেয়!

প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, ক্ষীরোদার মাথার চুলের মধ্যে একটি আংটি লুকান ছিল—দৈবাৎ প্রহরীর চোখে পড়াতে সে সেটি কাড়িয়া লইয়াছে।

মোহিত আবার মনে মনে হাসিলেন। আজ বাদে কাল ফাঁসিকাষ্ঠে আরোহণ করিবে তবু আংটীর মায়া ছাড়িতে পারে না! গহনাই মেয়েদের সর্ব্বস্ব!

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

প্রহরীকে কহিলেন—কই, আংটী দেখি। প্রহরী তাঁহার হাতে আংটী দিল।

তিনি হঠাৎ যেন জ্বলন্ত অঙ্গার হাতে লইলেন এমনি চমকিয়া উঠিলেন। আংটীর একদিকে হাতির দাঁতের উপর তেলের রঙে আঁকা একটি শ্মশ্রুশোভিত যুবকের অতি ক্ষুদ্র ছবি বসানো আছে, এবং অপর দিকে সোণার গায়ে খোদা রহিয়াছে—বিনোদচন্দ্র।

তখন মোহিত আংটি হইতে মুখ তুলিয়া একবার ক্ষীরোদার মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিলেন। চব্বিশ বৎসর পূর্ব্বেকার আর একটি অশ্রুসজল প্রীতিসুকোমল সলজ্জশঙ্কিত মুখ মনে পড়িল; সে মুখের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে।

মোহিত আর একবার সোণার আংটীর দিকে চাহিলেন এবং তাহার পরে যখন ধীরে ধীরে মুখ তুলিলেন তখন তাঁহার সম্মুখে কলঙ্কিনী পতিতা রমণী একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণাঙ্গুরীয়কের উজ্জ্বল প্রভায় স্বর্ণময়ী দেবীপ্রতিমার মত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

মেঘ ও রৌদ্র।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

পূর্ব্বদিনে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আজ ক্ষান্তবর্ষণ প্রাতঃকালে ম্লান রৌদ্র এবং খণ্ড মেঘে মিলিয়া পরিপক্কপ্রায় আউষ ধানের ক্ষেত্রের উপর পর্য্যায়ক্রমে আপন আপন সুদীর্ঘ তুলি বুলাইয়া যাইতেছিল; সুবিস্তীর্ণ শ্যাম চিত্রপট একবার আলোকের স্পর্শে উজ্জ্বল পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিতেছিল আবার পরক্ষণেই ছায়াপ্রলেপে গাঢ় স্নিগ্ধতায় অঙ্কিত হইতেছিল।

যখন সমস্ত আকাশ-রঙ্গভূমিতে মেঘ এবং রৌদ্র, দুইটি মাত্র অভিনেতা, আপন আপন অংশ অভিনয় করিতেছিল, তখন নিম্নে সংসার-রঙ্গভূমিতে কত স্থানে কত অভিনয় চলিতেছিল তাহার আর সংখ্যা নাই।

আমরা যেখানে একটি ক্ষুদ্র জীবননাট্যের পট উত্তোলন করিলাম সেখানে গ্রামে পথের ধারে একটি বাড়ি দেখা যাইতেছে। বাহিরের একটিমাত্র ঘর পাকা; এবং সেই ঘরের দুই পার্শ্ব দিয়া জীর্ণপ্রায় ইষ্টকের প্রাচীর গুটিকতক মাটির ঘর বেষ্টন করিয়া আছে। পথ হইতে গরাদের জান্‌লা দিয়া দেখা যাইতেছে একটি যুবা পুরুষ খালি গায়ে তক্তপোষে বসিয়া বামহস্তে ক্ষণেক্ষণে তালপাতার পাখা লইয়া গ্রীষ্ম এবং মশক দূর করিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং দক্ষিণ হস্তে বই লইয়া পাঠে নিবিষ্ট আছেন।

বাহিরে গ্রামের পথে একটি ডুরে-কাপড়-পরা বালিকা আঁচলে গুটিকতক কালো জাম লইয়া একে একে নিঃশেষ করিতে করিতে উক্ত গরাদে-দেওয়া জানালার সম্মুখ দিয়া বারংবার যাতায়াত করিতেছিল। মুখের ভাবে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছিল ভিতরে যে মানুষটি তক্তপোষে বসিয়া বই পড়িতেছে তাহার সহিত বালিকার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে—এবং কোন মতে সে তাহার মনোযোগ আকর্ষণ পূর্ব্বক তাহাকে নীরবে অবজ্ঞাভরে জানাইয়া যাইতে চাহে যে, সম্প্রতি কালোজাম খাইতে আমি অত্যন্ত ব্যস্ত আছি, তোমাকে আমি গ্রাহ্যমাত্র করি না।

দুর্ভাগ্যক্রমে ঘরের ভিতরকার অধ্যয়নশীল

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

পুরুষটি চক্ষে কম দেখেন, দূর হইতে বালিকার নীরব উপেক্ষা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। বালিকাও তাহা জানিত, সুতরাং অনেক ক্ষণ নিষ্ফল আনাগোনার পর নীরব উপেক্ষার পরিবর্ত্তে কালোজামের আঁটি ব্যবহার করিতে হইল। অন্ধের নিকটে অভিমানের বিশুদ্ধতা রক্ষা করা এতই দুরূহ।

যখন ক্ষণে ক্ষণে দুই চারিটা কঠিন আঁটি যেন দৈবক্রমে বিক্ষিপ্ত হইয়া কাঠের দরজার উপর ঠক্ করিয়া শব্দ করিয়া উঠিল তখন পাঠরত পুরুষটি মাথা তুলিয়া চাহিয়া দেখিল। মায়াবিনী বালিকা তাহা জানিতে পারিয়া দ্বিগুণ নিবিষ্টভাবে অঞ্চল হইতে দংশনযোগ্য সুপক্ক কালোজাম নির্ব্বাচন করিতে প্রবৃত্ত হইল। পুরুষটি ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বিশেষ চেষ্টাসহকারে নিরীক্ষণপূর্ব্বক বালিকাকে চিনিতে পারিল এবং বই রাখিয়া জানালার কাছে উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাস্যমুখে ডাকিল—গিরিবালা!

গিরিবালা অবিচলিতভাবে নিজের অঞ্চলের মধ্যে জাম পরীক্ষাকার্য্যে সম্পূর্ণ অভিনিবিষ্ট থাকিয়া মৃদুগমনে আপনমনে এক এক পা করিয়া চলিতে লাগিল।

তখন ক্ষীণদৃষ্টি যুবা পুরুষের বুঝিতে বাকি রহিল না যে, কোন একটি অজ্ঞানকৃত অপরাধের দণ্ডবিধান হইতেছে। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া কহিলেন—"কই, আজ আমাকে জাম দিলে না?" গিরিবালা সে কথা কাণে না আনিয়া বহু অন্বেষণ ও পরীক্ষায় একটি জাম মনোনীত করিয়া অত্যন্ত নিশ্চিন্ত মনে খাইতে আরম্ভ করিল।

এই জামগুলি গিরিবালাদের বাগানের জাম এবং যুবা পুরুষের দৈনিক বরাদ্দ। কি জানি, সে কথা কিছুতেই আজ গিরিবালার স্মরণ হইল না। তাহার ব্যবহারে প্রকাশ পাইল যে এগুলি সে একমাত্র নিজের জন্যই আহরণ করিয়াছে। কিন্তু নিজের বাগান হইতে ফল পাড়িয়া পরের দরজার সম্মুখে আসিয়া ঘটা করিয়া খাইবার কি অর্থ পরিষ্কার বুঝা গেল না। তখন পুরুষটি কাছে আসিয়া তাহার হাত ধরিল। গিরিবালা প্রথমটা আঁকিয়া বাঁকিয়া হাত ছাড়াইয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিল, তাহার পরে সহসা অশ্রুজলে ভাসিয়া কাঁদিয়া উঠিল, এবং আঁচলের জাম ভূতলে ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া ছুটিয়া চলিয়া গেল।

সকালবেলাকার চঞ্চল রৌদ্র এবং চঞ্চল মেঘ বৈকালে শান্ত ও শ্রান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে;—শুভ্র স্ফীত মেঘ আকাশের প্রান্তভাগে স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া আছে এবং অপরাহ্নের অবসন্নপ্রায় আলোক গাছের পাতায় পুষ্করিণীর জলে এবং বর্ষাস্নাত প্রকৃতির প্রত্যেক অঙ্গে প্রত্যঙ্গে ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছে। আবার সেই বালিকাটিকে সেই গরাদের জানালার সম্মুখে দেখা যাইতেছে এবং ঘরের মধ্যে সেই যুবা পুরুষটি বসিয়া আছে। প্রভেদের মধ্যে, এ বেলা বালিকার অঞ্চলে জাম নাই এবং যুবকের হস্তেও বই নাই। তদপেক্ষা গুরুতর এবং নিগূঢ় প্রভেদও কিছু কিছু ছিল।

এবেলাও বালিকা কি বিশেষ আবশ্যকে সেই বিশেষ স্থানে আসিয়া ইতস্ততঃ করিতেছে বলা কঠিন। আর যাহাই আবশ্যক থাক্, ঘরের ভিতরকার মানুষটির সহিত আলাপ করিবার যে আবশ্যক আছে ইহা কোন মতেই বালিকার ব্যবহারে প্রকাশ পায় না। বরঞ্চ বোধ হইল সে দেখিতে আসিয়াছে সকাল বেলায় যে জামগুলা ফেলিয়া গেছে বিকাল বেলায় তাহার কোনটার অঙ্কুর বাহির হইয়াছে কি না।

কিন্তু অঙ্কুর না বাহির হইবার অন্যান্য

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

কারণের মধ্যে একটি গুরুতর কারণ এই ছিল যে, ফলগুলি সম্প্রতি যুবকের সম্মুখে তক্তপোষের উপরে রাশীকৃত ছিল; এবং বালিকা যখন ক্ষণে ক্ষণে অবনত হইয়া কোন একটা অনির্দ্দেশ্য কাল্পনিক পদার্থের অনুসন্ধানে নিযুক্ত ছিল তখন যুবক মনের হাস্য গোপন করিয়া অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে একটি একটি জাম নির্ব্বাচন করিয়া সযত্নে আহার করিতেছিল। অবশেষে যখন দুটো একটা আঁটি দৈবক্রমে বালিকার পায়ের কাছে, এমন কি, গায়ের উপরে আসিয়া পড়িল তখন গিরিবালা বুঝিতে পারিল যুবক বালিকার অভিমানের প্রতিশোধ লইতেছে। কিন্তু এই কি উচিত! যখন সে আপনার ক্ষুদ্র হৃদয়টুকুর সমস্ত গর্ব্ব বিসর্জ্জন দিয়া আত্মসমর্পণ করিবার অবসর খুঁজিতেছে তখন কি তাহার সেই অত্যন্ত দুরূহ পথে বাধা দেওয়া নিষ্ঠুরতা নহে? ধরা দিতে আসিয়াছে এই কথাটা ধরা পড়িয়া বালিকা যখন ক্রমশঃ আরক্তিম হইয়া পলায়নের পথ অনুসন্ধান করিতে লাগিল তখন যুবক বাহিরে আসিয়া তাহার হাত ধরিল।

সকালবেলাকার মত এবেলাও বালিকা আঁকিয়া বাঁকিয়া হাত ছাড়াইয়া পালাইবার বহু চেষ্টা করিল—কিন্তু কাঁদিল না। বরঞ্চ রক্তবর্ণ হইয়া ঘাড় বাঁকাইয়া উৎপীড়নকারীর পৃষ্ঠদেশে মুখ লুকাইয়া প্রচুর পরিমাণে হাসিতে লাগিল এবং যেন কেবলমাত্র বাহ্য আকর্ষণে নীত হইয়া পরাভূত বন্দীভাবে লৌহগরাদে বেষ্টিত কারাগারের মধ্যে প্রবেশ করিল।

আকাশে মেঘ রৌদ্রের খেলা যেমন সামান্য, ধরাপ্রান্তে এই দুটি প্রাণীর খেলাও তেম্‌নি সামান্য তেম্‌নি ক্ষণস্থায়ী। আবার, আকাশে মেঘ রৌদ্রের খেলা যেমন সামান্য নহে এবং খেলা নহে কিন্তু খেলার মত দেখিতে মাত্র; তেম্‌নি এই দুটি অখ্যাতনামা মনুষ্যের একটি কর্ম্মহীন বর্ষাদিনের ক্ষুদ্র ইতিহাস সংসারের শত শত ঘটনার মধ্যে তুচ্ছ বলিয়া প্রতীয়মান হইতে পারে কিন্তু ইহা তুচ্ছ নহে। যে বৃদ্ধ বিরাট অদৃষ্ট অবিচলিত গম্ভীর মুখে অনন্তকাল ধরিয়া যুগের সহিত যুগান্তর গাঁথিয়া তুলিতেছে, সেই বৃদ্ধই বালিকার এই সকাল বিকালের তুচ্ছ হাসিকান্নার মধ্যে জীবনব্যাপী সুখ দুঃখের বীজ অঙ্কুরিত করিয়া তুলিতেছিল। তথাপি বালিকার এই অকারণ অভিমান বড়ই অর্থহীন বলিয়া বোধ হইল। কেবল দর্শকের কাছে নহে, এই ক্ষুদ্র নাট্যের প্রধান পাত্র উক্ত যুবকের নিকটেও। এ বালিকা কেন যে এক দিন বা রাগ করে, একদিন বা অপরিমিত স্নেহ প্রকাশ করিতে থাকে—কোন দিন বা দৈনিক বরাদ্দ বাড়াইয়া দেয়, কোন দিন বা দৈনিক বরাদ্দ একেবারেই বন্ধ করে, তাহার কারণ খুজিয়া পাওয়া সহজ নহে। এক এক দিন সে যেন তাহার সমস্ত কল্পনা ভাবনা এবং নৈপুণ্য একত্র করিয়া যুবকের সন্তোষসাধনে প্রবৃত্ত হয়, আবার এক একদিন তাহার সমস্ত ক্ষুদ্র শক্তি তাহার সমস্ত কাঠিন্য একত্র সংহত করিয়া তাঁহাকে আঘাত করিতে চেষ্টা করে। বেদনা দিতে না পারিলে তাহার কাঠিন্য দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠে; কৃতকার্য্য হইলে সে কাঠিন্য অনুতাপের অশ্রুজলে শতধা বিগলিত হইয়া অজস্র স্নেহ-ধারায় প্রবাহিত হইতে থাকে।

এই তুচ্ছ মেঘরৌদ্র খেলার প্রথম তুচ্ছ ইতিহাস পরপরিচ্ছেদে সংক্ষেপে বিবৃত করা যাইতেছে।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

গ্রামের মধ্যে আর সকলেই দলাদলি, চক্রান্ত, ইক্ষুর চাষ, মিথ্যা মকদ্দমা এবং পাটের কারবার লইয়া থাকিত, ভাবের আলোচনা এবং সাহিত্য চর্চ্চা করিতে কেবল শশিভূষণ এবং গিরিবালা।

ইহাতে কাহারো ঔৎসুক্য বা উৎকণ্ঠার কোন বিষয় নাই। কারণ গিরিবালার বয়স দশ এবং শশিভূষণ একটি সদ্য বিকশিত এমে, বিএল। উভয়ে প্রতিবেশী মাত্র।

গিরিবালার পিতা হরকুমার এককালে নিজগ্রামের পত্তনীদার ছিলেন। এখন দুরবস্থায় পড়িয়া সমস্ত বিক্রয় করিয়া তাঁহাদের বিদেশী জমিদারের নায়েবী পদগ্রহণ করিয়াছেন। যে পরগণায় তাঁহাদের বাস সেই পরগণারই নায়েবী; সুতরাং তাঁহাকে জন্মস্থান হইতে নড়িতে হয় না।

শশিভূষণ এম, এ পাশ করিয়া আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন কিন্তু কিছুতেই কোন কর্ম্মে ভিড়িলেন না। লোকের সঙ্গে মেশা বা সভাস্থলে দুটো কথা বলা সেও তাঁহার দ্বারা হইয়া উঠে না। চোখে কম দেখেন বলিয়া চেনা লোককে চিনিতে পারেন না এবং সেই কারণেই ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দৃষ্টিপাত করিতে হয়, লোকে সেটাকে ঔদ্ধত্য বলিয়া বিবেচনা করে।

কলিকাতায় জনসমুদ্রের মধ্যে আপন মনে একলা থাকা শোভা পায় কিন্তু পল্লিগ্রামে সেটা বিশেষ স্পর্দ্ধার মত দেখিতে হয়। শশিভূষণের বাপ যখন বিস্তর চেষ্টায় পরাস্ত হইয়া অবশেষে তাঁহার অকর্ম্মণ্য পুত্রটিকে পল্লীতে তাঁহাদের সামান্য বিষয়রক্ষাকার্য্যে নিয়োগ করিলেন তখন শশিভূষণকে পল্লীবাসীদের নিকট হইতে বিস্তর উৎপীড়ন, উপহাস এবং লাঞ্ছনা সহিতে হইয়াছিল। লাঞ্ছনার আরও একটা কারণ ছিল; শান্তিপ্রিয় শশিভূষণ বিবাহ করিতে সম্মত ছিলেন না—কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতাগণ তাঁহার এই অনিচ্ছাকে দুঃসহ অহঙ্কার জ্ঞান করিয়া কিছুতেই ক্ষমা করিতে পারিতেন না।

শশিভূষণের উপর যতই উপদ্রব হইতে লাগিল শশিভূষণ ততই আপন বিবরের মধ্যে অদৃশ্য হইতে লাগিলেন। একটি কোণের ঘরে তক্তপোষের উপর কতকগুলি বাঁধানো ইংরাজি বই লইয়া বসিয়া থাকিতেন—যখন যেটা ইচ্ছা হইত পাঠ করিতেন, এই ত ছিল তাঁহার কাজ, বিষয় কি করিয়া রক্ষা হইত তাহা বিষয়ই জানে।

এবং পূর্ব্বেই আভাসে বলা গিয়াছে মানুষের মধ্যে তাঁহার সম্পর্ক ছিল কেবল গিরিবালার সহিত।

গিরিবালার ভাইরা ইস্কুলে যাইত এবং ফিরিয়া আসিয়া মূঢ় ভগিনীটিকে কোন দিন জিজ্ঞাসা করিত পৃথিবীর আকার কিরূপ, কোন দিন বা প্রশ্ন করিত সূর্য্য বড় না পৃথিবী বড়, সে যখন ভুল বলিত তখন তাহার প্রতি বিপুল অবজ্ঞা দেখাইয়া ভ্রমসংশোধন করিত। সূর্য্য পৃথিবী অপেক্ষা বৃহৎ এ মতটা যদি গিরিবালার নিকট প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ বলিয়া বোধ হইত এবং সেই সন্দেহ যদি সে সাহস করিয়া প্রকাশ করিত, তবে তাহার ভাইরা তাহাকে দ্বিগুণ উপেক্ষাভরে কহিত "ইস্! আমাদের বইয়ে লেখা আছে আর তুই—"

ছাপার বইয়ে এমন কথা লেখা আছে শুনিয়া গিরিবালা সম্পূর্ণ নিরুত্তর হইয়া যাইত

দ্বিতীয় আর কোন প্রমাণ তাহার নিকট আবশ্যক বোধ হইত না।

কিন্তু তাহার মনে মনে বড় ইচ্ছা করিত সেও দাদাদের মত বই লইয়া পড়ে। কোন কোন দিন সে আপন ঘরে বসিয়া কোন একটা বই খুলিয়া বিড়বিড় করিয়া পড়ার ভাণ করিত এবং অনর্গল পাতা উল্টাইয়া যাইত। ছাপার কালো কালো ছোট ছোট অপরিচিত অক্ষরগুলি কি যেন এক মহারহস্যশালার সিংহদ্বারে দলে দলে সার বাঁধিয়া স্কন্ধের উপরে ইকার ঐকার রেফ উঁচাইয়া পাহারা দিত, গিরিবালার কোন প্রশ্নের কোনই উত্তর করিত না। কথামালা তাহার ব্যাঘ্র শৃগাল অশ্বগর্দ্দভের একটি কথাও কৌতূহলকাতর বালিকার নিকট ফাঁস করিত না এবং আখ্যানমঞ্জরী তাহার সমস্ত আখ্যানগুলি লইয়া মৌনব্রতের মত নীরবে চাহিয়া থাকিত।

গিরিবালা তাহার ভাইদের নিকট পড়া শিখিবার প্রস্তাব করিয়াছিল কিন্তু তাহার ভাইরা সে কথায় কর্ণপাতমাত্র করে নাই। একমাত্র শশিভূষণ তাহার সহায় ছিল।

গিরিবালার নিকট কথামালা এবং আখ্যানমঞ্জরী যেমন দুর্ভেদ্য রহস্যপূর্ণ ছিল শশিভূষণও প্রথম প্রথম অনেকটা সেইরূপ ছিল। লোহার গোরাদে দেওয়া রাস্তার ধারের ছোট বসিবার ঘরটিতে যুবক একাকী তক্তপোষের উপর পুস্তকে পরিবৃত হইয়া বসিয়া থাকিত; গিরিবালা গরাদে ধরিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া অবাক্ হইয়া এই নতপৃষ্ঠ পাঠ-নিবিষ্ট অদ্ভুত লোকটিকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত; পুস্তকের সংখ্যা তুলনা করিয়া মনে মনে স্থির করিত শশিভূষণ তাহার ভাইদের অপেক্ষা অনেক বেশী বিদ্বান্। তদপেক্ষা বিস্ময়জনক ব্যাপার তাহার নিকট আর কিছুই ছিল না। কথামালা প্রভৃতি পৃথিবীর প্রধান প্রধান পাঠ্য-পুস্তকগুলি শশিভূষণ যে নিঃশেষপূর্ব্বক পাঠ করিয়া ফেলিয়াছে এবিষয়ে তাহার সন্দেহমাত্র ছিল না। এই জন্য, শশিভূষণ যখন পুস্তকের পাত উল্টাইত সে স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া তাহার জ্ঞানের অবধি নির্ণয় করিতে পারিত না।

অবশেষে এই বিস্ময়মগ্ন বালিকাটি ক্ষীণদৃষ্টি শশিভূষণেরও মনোযোগ আকর্ষণ করিল শশিভূষণ একদিন একটা ঝকঝকে বাঁধানো বই খুলিয়া বলিল—গিরিবালা ছবি দেখ্‌বি আয়। গিরিবালা তৎক্ষণাৎ দৌড়িয়া পালাইয়া গেল।

কিন্তু পরদিন সে পুনর্ব্বার ডুরে কাপড় পরিয়া সেই গরাদের বাহিরে দাঁড়াইয়া সেইরূপ গম্ভীর মৌন মনোযোগের সহিত শশিভূষণের অধ্যয়ন কার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল। শশিভূষণ সেদিনও ডাকিল এবং সেদিনও সে বেণী দুলাইয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পালাইল।

এইরূপে তাহাদের পরিচয়ের সূত্রপাত হইয়া ক্রমে কখন ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিল এবং কখন যে বালিকা গরাদের বাহির হইতে শশিভূষণের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার তক্তপোষের উপর বাঁধানো পুস্তকস্তূপের মধ্যে স্থান পাইল ঠিক সে তারিখটা নির্ণয় করিয়া দিতে ঐতিহাসিক গবেষণার আবশ্যক।

শশিভূষণের নিকট গিরিবালার লেখাপড়ার চর্চ্চা আরম্ভ হইল। শুনিয়া সকলে হাসিবেন, এই মাষ্টারটি তাহার ক্ষুদ্র ছাত্রীকে কেবল যে অক্ষর, বানান এবং ব্যাকরণ শিখাইত তাহা নহে—অনেক বড় বড় কাব্য তর্জ্জমা করিয়া শুনাইত এবং তাহার মতামত জিজ্ঞাসা করিত। বালিকা কি বুঝিত তাহা অন্তর্যামীই জানেন, কিন্তু তাহার ভাল লাগিত তাহাতে সন্দেহ নাই। সে বোঝা না-বোঝায় মিশাইয়া আপন বাল্য-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

হৃদয়ে নানা অপরূপ কল্পনাচিত্র আঁকিয়া লইত। নীরবে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া মন দিয়া শুনিত, মাঝে মাঝে এক একটা অত্যন্ত অসঙ্গত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত এবং কখন কখন অকস্মাৎ একটা অসংলগ্ন প্রসঙ্গান্তরে গিয়াও উপনীত হইত। শশিভূষণ তাহাতে কখনো কিছু বাধা দিত না—বড় বড় কাব্য সম্বন্ধে এই অতি ক্ষুদ্র সমালোচকের নিন্দা প্রশংসা টীকা ভাষ্য শুনিয়া সে বিশেষ আনন্দ লাভ করিত। সমস্ত পল্লীর মধ্যে এই গিরিবালাই তাহার একমাত্র সমজ-দার বন্ধু।

গিরিবালার সহিত শশিভূষণের প্রথম পরিচয় যখন, তখন গিরির বয়স আট ছিল, এখন তাহার বয়স দশ হইয়াছে। এই দুই বৎসরে সে ইংরাজি ও বাঙ্গলা বর্ণমালা শিখিয়া দুই চারিটা সহজ বই পড়িয়া ফেলিয়াছে। এবং শশিভূষণের পক্ষেও পল্লিগ্রাম এই দুই বৎসর নিতান্ত সঙ্গবিহীন বিরস বলিয়া বোধ হয় নাই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কিন্তু গিরিবালার বাপ হরকুমারের সহিত শশিভূষণের ভালরূপ বনিবনাও হয় নাই। হরকুমার প্রথম প্রথম এই এম্ এ, বি, এলের নিকট মকদ্দমা মাম্‌লা সম্বন্ধে পরামর্শ লইতে আসিত; এম্ এ বি এল্ তাহাতে বড় একটা মনোযোগ করিত না, এবং আইন বিদ্যা সম্বন্ধে নায়েবের নিকট আপন অজ্ঞতা স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হইত না। নায়েব সেটাকে নিতান্তই ছল মনে করিত। এমন ভাবে বছর দুয়েক কাটিল।

সম্প্রতি একটি অবাধ্য প্রজাকে শাসন করা আবশ্যক হইয়াছে। নায়েব মহাশয় তাহার নামে ভিন্ন ভিন্ন জেলায় ভিন্ন ভিন্ন অপরাধ ও দাবীতে নালিষ রুজু করিয়া দিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া পরামর্শের জন্য শশিভূষণকে কিছু বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া ধরিলেন। শশিভূষণ পরামর্শ দেওয়া দূরে থাক্ শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে হরকুমারকে এমন গুটি দুই চারি কথা বলিলেন, যাহা তাহার কিছুমাত্র মিষ্ট বোধ হইল না।

এদিকে আবার প্রজার নামে একটি মকদ্দমাতেও হরকুমার জিতিতে পারিলেন না। তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা হইল শশিভূষণ উক্ত হতভাগ্য প্রজার সহায় ছিল! তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন এমন লোককে গ্রাম হইতে অবিলম্বে তাড়াইতে হইবে।

শশিভূষণ দেখিলেন তাঁহার ক্ষেতের মধ্যে গোরু প্রবেশ করে, তাঁহার কলাইয়ের খোলায় আগুন লাগিয়া যায়, তাঁহার সীমানা লইয়া বিবাদ বাধে, তাঁহার প্রজারা সহজে খাজনা দেয় না এবং উল্টিয়া তাঁহার নামে মিথ্যা মকদ্দমা আনিবার উপক্রম করে, এমন কি, সন্ধ্যার সময় পথে বাহির হইলে তাঁহাকে মারিবে এবং রাত্রে তাঁহার বসত বাটিতে আগুন লাগাইয়া দিবে এমন সকল জনশ্রুতিও শোনা যাইতে লাগিল।

অবশেষে শান্তিপ্রিয় নিরীহপ্রকৃতি শশি-ভূষণ গ্রাম ছাড়িয়া কলিকাতায় পালাইবার আয়োজন করিলেন।

যাত্রার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময়ে গ্রামে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের তাঁবু পড়িল। বর্‌কন্দাজ কন্‌ষ্টেবল্ খানসামা কুকুর ঘোড়া সহিস্ মেথরে সমস্ত গ্রাম চঞ্চল হইয়া উঠিল। ছেলের দল ব্যাঘ্রের অনুবর্ত্তী

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

শৃগালের পালের ন্যায় সাহেবের আড্ডার নিকটে সশঙ্কিত কৌতূহল সহকারে ঘুরিতে লাগিল।

নায়েব মহাশয় যথারীতি আতিথ্য শিরে খরচ লিখিয়া সাহেবের মুর্গি আণ্ডা ঘৃত দুগ্ধ যোগাইতে লাগিলেন। জয়েণ্ট সাহেবের যে পরিমাণে খাদ্য আবশ্যক নায়েব মহাশয় তদপেক্ষা অনেক বেশী অক্ষুণ্ণ চিত্তে সরবরাহ করিয়াছিলেন কিন্তু প্রাতঃকালে সাহেবের মেথর আসিয়া যখন সাহেবের কুকুরের জন্য একেবারে চারি সের ঘৃত আদেশ করিয়া বসিল তখন দুর্গ্রহবশতঃ সেটা তাঁহার সহ্য হইল না —মেথরকে উপদেশ দিলেন যে, সাহেবের কুক্তা যদিচ দেশি কুকুরের অপেক্ষা অনেকটা ঘি বিনা পরিতাপে হজম করিতে পারে তথাপি এতাধিক পরিমাণে স্নেহপদার্থ তাহার স্বাস্থ্যের পক্ষে কল্যাণজনক নহে। তাহাকে ঘি দিলেন না।

মেথর গিয়া সাহেবকে জানাইল যে, কুকুরের জন্য মাংস কোথায় পাওয়া যাইতে পারে ইহাই সে নায়েবের নিকট সন্ধান লইতে গিয়াছিল কিন্তু সে জাতিতে মেথর বলিয়া নায়েব অবজ্ঞাপূর্ব্বক তাহাকে সর্ব্বলোকসমক্ষে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে, এমন কি সাহেবের প্রতিও উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই।

একে ব্রাহ্মণের জাত্যভিমান সাহেব লোকের সহজেই অসহ্য বোধ হয় তাহার উপর তাঁহার মেথরকে অপমান করিতে সাহস করিয়াছে ইহাতে ধৈর্য্য রক্ষা করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ চাপরাশিকে আদেশ করিলেন—বোলাও নায়েবকো।

নায়েব কম্পান্বিত কলেবরে দুর্গা নাম জপ করিতে করিতে সাহেবের তাম্বুর সম্মুখে খাড়া হইলেন। সাহেব তাম্বু হইতে মচ্‌মচ্‌ শব্দে বাহির হইয়া আসিয়া নায়েবকে উচ্চ কণ্ঠে বিজাতীয় উচ্চারণে জিজ্ঞাসা করিলেন—টুমি কি কারণ বশটো আমার মেঠরকে ডুর করিয়াছে?

হরকুমার শশব্যস্ত হইয়া করযোড়ে জানাইলেন, সাহেবের মেথরকে দূর করিতে পারেন এমন স্পর্দ্ধা কখনই তাঁহাতে সম্ভবে না; তবে কিনা কুকুরের জন্য একেবারে চারি সের ঘি চাহিয়া বসাতে প্রথমে তিনি উক্ত চতুষ্পদের মঙ্গলার্থে মৃদুভাবে আপত্তি প্রকাশ করিয়া পরে ঘৃত সংগ্রহ করিয়া আনিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থানে লোক পাঠাইয়াছেন।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন কাহাকে পাঠানো হইয়াছে এবং কোথায় পাঠানো হইয়াছে।

হরকুমার তৎক্ষণাৎ যেমন মুখে আসিল নাম করিয়া দিলেন। সেই সেই নামীয় লোকগণ সেই সেই গ্রামে ঘৃত আনিবার জন্য গিয়াছে কি না সন্ধান করিতে অতি সত্বর লোক পাঠাইয়া দিয়া সাহেব নায়েবকে তাম্বুতে বসাইয়া রাখিলেন।

দূতগণ অপরাহ্নে ফিরিয়া আসিয়া সাহেবকে জানাইল ঘৃতসংগ্রহের জন্য কেহ কোথাও যায় নাই। নায়েবের সমস্ত কথাই মিথ্যা এবং মেথর যে সত্য বলিয়াছে তাহাতে আর হাকিমের সন্দেহ রহিল না। তখন জয়েণ্ট সাহেব ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া মেথরকে ডাকিয়া কহিলেন, এই শ্যালকের কর্ণ ধরিয়া তাম্বুর চারি ধারে ঘোড়দৌড় করাও। মেথর আর কালবিলম্ব না করিয়া চতুর্দ্দিকের লোকারণ্যের মধ্যে সাহেবের আদেশপালন করিল।*

* খুলনার মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক মুহুরি মারার বহুপূর্ব্বে এই গল্প রচিত হইয়াছে। বেল্ সাহেবের সহৃদয় বদান্যতার বৃত্তান্ত আমরা অনেক অবগত আছি; তাঁহার ন্যায় উদার প্রকৃতি ব্যক্তির বিরুদ্ধে কটাক্ষপাত করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

দেখিতে দেখিতে কথাটা ঘরে ঘরে রাষ্ট্র হইয়া গেল, হরকুমার গৃহে আসিয়া আহার ত্যাগ করিয়া মুমূর্ষুবৎ পড়িয়া রহিলেন।

জমীদারী কার্য্য উপলক্ষে নায়েবের শক্র বিস্তর ছিল তাহারা এই ঘটনায় অত্যন্ত আনন্দলাভ করিল কিন্তু কলিকাতায় গমনোদ্যত শশিভূষণ যখন এই সংবাদ শুনিলেন তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গের রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। সমস্ত রাত্রি তাঁহার নিদ্রা হইল না।

পরদিন প্রাতে তিনি হরকুমারের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলেন, হরকুমার তাঁহার হাত ধরিয়া ব্যাকুলভাবে কাঁদিতে লাগিলেন। শশিভূষণ কহিলেন, সাহেবের নামে মানহানির মোকদ্দমা আনিতে হইবে, আমি তোমার উকীল হইয়া লড়িব।

স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নামে মোকদ্দমা আনিতে হইবে শুনিয়া হরকুমার প্রথমটা ভীত হইয়া উঠিলেন—শশিভূষণ কিছুতেই ছাড়িলেন না।

হরকুমার বিবেচনা করিতে সময় লইলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন কথাটা চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়াছে, এবং শক্রগণ আনন্দ প্রকাশ করিতেছে তখন তিনি আর থাকিতে পারিলেন না, শশিভূষণের শরণাপন্ন হইলেন—কহিলেন, বাপু শুনিলাম তুমি অকারণে কলিকাতায় যাইবার আয়োজন করিতেছ সে ত কিছুতেই হইতে পারিবে না। তোমার মত একজন লোক গ্রামে থাকিলে আমাদের সাহস কত থাকে। যাহা হউক আমাকে এই ঘোর অপমান হইতে উদ্ধার করিতে হইবে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যে শশিভূষণ চিরকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে নিভৃত নির্জ্জনতার মধ্যে আপনাকে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, তিনি আজ আদালতে আসিয়া হাজির হইলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহার নালিশ শুনিয়া তাঁহাকে প্রাইভেট্ কাম্‌রার মধ্যে ডাকিয়া লইয়া অত্যন্ত খাতির করিয়া কহিলেন, শশিবাবু এ মকদ্দমাটা গোপনে মিট্‌মাট্ করিয়া ফেলিলে ভাল হয় নাকি!

শশিবাবু টেবিলের উপরিস্থিত একখানি আইন গ্রন্থের মলাটের উপর তাঁহার কুঞ্চিতভ্রূ ক্ষীণদৃষ্টি অত্যন্ত নিবিষ্টভাবে রক্ষা করিয়া কহিলেন, আমার মক্কেলকে আমি এরূপ পরামর্শ দিতে পারি না। তিনি প্রকাশ্যভাবে অপমানিত হইয়াছেন, গোপনে ইহার মিট্‌মাট্ হইবে কি করিয়া।

সাহেব দুইচারি কথা কহিয়া বুঝিলেন এই স্বল্পভাষী স্বল্পদৃষ্টি লোকটিকে সহজে বিচলিত করা সম্ভব নহে, কহিলেন, অল্‌রাইট বাবু, দেখা যাউক কতদুর কি হয়।

এই বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব মকদ্দমার দিন ফিরাইয়া দিয়া মফস্বল ভ্রমণে বাহির হইলেন।

এদিকে জয়েণ্ট সাহেব জমিদারকে পত্র লিখিলেন, তোমার নায়েব আমার ভৃত্যদিগকে অপমান করিয়া আমার প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে, আশা করি তুমি ইহার সমুচিত প্রতিকার করিবে।

জমিদার শশব্যস্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ হরকুমারকে তলব করিলেন। নায়েব আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। জমিদার

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন, সাহেবের মেথর যখন চারিসের ঘি চাহিল তুমি বিনা বাক্যব্যয়ে তৎক্ষণাৎ কেন দিলে না? তোমার কি বাপের কড়ি লাগিত?

হরকুমার অস্বীকার করিতে পারিলেন না যে, ইহাতে তাঁহার পৈতৃক সম্পত্তির কোনরূপ ক্ষতি হইত না। অপরাধ স্বীকার করিয়া কহিলেন, আমার গ্রহ মন্দ তাই এমন দুর্ব্বুদ্ধি ঘটিয়াছিল।

জমিদার কহিলেন, তাহার পর আবার সাহেবের নামে নালিশ করিতে তোমাকে কে বলিল?—

হরকুমার কহিলেন, ধর্ম্মাবতার, নালিশ করিবার ইচ্ছা আমার ছিল না; ঐ আমাদের গ্রামের শশি, তাহার কোথাও কোন মোকদ্দমা জোটে না, সে ছোঁড়া নিতান্ত জোর করিয়া প্রায় আমার সম্মতি না লইয়াই এই হেঙ্গামা বাধাইয়া বসিয়াছে।

শুনিয়া জমিদার শশিভূষণের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। বুঝিলেন, লোকটা অপদার্থ নব্য উকীল, কোন ছুতায় একটা হুজুক তুলিয়া সাধারণের সমক্ষে পরিচিত হইবার চেষ্টায় আছে। নায়েবকে হুকুম করিয়া দিলেন মকদ্দমা তুলিয়া লইয়া যেন অবিলম্বে ছোট বড় ম্যাজিষ্ট্রেট যুগলকে ঠাণ্ডা করা হয়।

নায়েব সাহেবের জন্য কিঞ্চিৎ ফলমূল শীতলভোগ উপহার লইয়া জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের বাসায় গিয়া হাজির হইলেন। সাহেবকে জানাইলেন সাহেবের নামে মকদ্দমা করা তাঁহার আদৌ স্বভাববিরুদ্ধ, কেবল শশিভূষণ নামে গ্রামের একটি অজাতশ্মশ্রু অপোগণ্ড অর্ব্বাচীন উকীল তাঁহাকে এক প্রকার না জানাইয়া এইরূপ স্পর্দ্ধার কাজ করিয়াছে। সাহেব শশিভূষণের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত এবং নায়েবের প্রতি বড় সন্তুষ্ট হইলেন এবং কহিলেন রাগের মাথায় নায়েব বাবুকে "ডণ্ড বিঢান" করিয়া তিনি "ডুঃখিট্" আছেন। সাহেব বাঙ্গালা ভাষার পরীক্ষায় সম্প্রতি পুরস্কার লাভ করিয়া সাধারণের সহিত সাধুভাষায় বাক্যালাপ করিয়া থাকেন।

নায়েব কহিলেন, মা বাপ কখনো বা রাগ করিয়া শাস্তিও দিয়া থাকেন কখনও বা আদর করিয়া কোলেও টানিয়া লন, ইহাতে সন্তানের বা মা বাপের দুঃখের কোন কারণ নাই।

অতঃপর জয়েণ্ট্ সাহেবের সমস্ত ভৃত্যবর্গকে যথাযোগ্য পারিতোষিক দিয়া হরকুমার মফস্বলে ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের সহিত দেখা করিতে গেলেন। ম্যাজিষ্ট্রেট্ তাহার মুখে শশিভূষণের স্পর্দ্ধার কথা শুনিয়া কহিলেন, আমিও আশ্চর্য্য হইতেছিলাম যে, নায়েব বাবুকে বরাবর ভাল লোক বলিয়া জানিতাম, তিনি যে সর্ব্বাগ্রে আমাকে জানাইয়া গোপনে মিট্মাট্ না করিয়া হঠাৎ মোকদ্দমা আনিবেন একি অসম্ভব ব্যাপার! এখন সমস্ত বুঝিতে পারিতেছি।

অবশেষে নায়েবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, শশি কন্‌গ্রেসে যোগ দিয়াছেন কি না। নায়েব অম্লানমুখে বলিলেন হাঁ।

সাহেব তাঁহার সাহেবী বুদ্ধিতে স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন, এ সমস্তই কন্‌গ্রেসের চাল। একটা পাকচক্র বাধাইয়া অমৃতবাজারে প্রবন্ধ লিখিয়া গবর্মেণ্টের সহিত খিটিমিটি করিবার জন্য কন্‌গ্রেসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেলাগণ লুক্কায়িতভাবে চতুর্দ্দিকে অবসর অনুসন্ধান করিতেছে। এই সকল ক্ষুদ্র কণ্টকগণকে একদমে দলন করিয়া ফেলিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের হস্তে অধিকতর সরাসরি ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই বলিয়া সাহেব ভারতবর্ষীয় গবর্মেণ্টকে অত্যন্ত

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

দুর্ব্বল গবমেণ্ট বলিয়া মনে মনে ধিক্কার দিলেন। কিন্তু কন্‌গ্রেস্‌ওয়ালা শশিভূষণের নাম ম্যাজিষ্ট্রেটের মনে রহিল।

—:০:—

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

সংসারে বড় বড় ব্যাপারগুলি যখন প্রবলভাবে গর্জ্জাইয়া উঠিতে থাকে তখন ছোট ছোট ব্যাপারগুলিও ক্ষুধিত ক্ষুদ্র শিকড়জাল লইয়া জগতের উপর আপন দাবী বিস্তার করিতে ছাড়ে না।

শশিভূষণ যখন এই ম্যাজিষ্ট্রেটের হাঙ্গামা লইয়া বিশেষ ব্যস্ত, যখন বিস্তৃত পুঁথিপত্র হইতে আইন উদ্ধার করিতেছেন, মনে মনে বক্তৃতায় শান দিতেছেন, কল্পনায় সাক্ষীকে জেরা করিতে বসিয়া গিয়াছেন ও প্রকাণ্ড আদালতের লোকারণ্য দৃশ্য এবং এই যুদ্ধপর্ব্বের ভাবী পর্ব্বাধ্যায়গুলি মনে আনিয়া ক্ষণে ক্ষণে কম্পিত ও ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিতেছেন, তখন তাঁহার ক্ষুদ্র ছাত্রীটি তাহার ছিন্নপ্রায় চারুপাঠ ও মসীবিচিত্র লিখিবার খাতা, বাগান হইতে কখন ফুল কখন ফল, মাতৃভাণ্ডার হইতে কোন দিন আচার, কোন দিন নারিকেলের মিষ্টান্ন, কোনদিন পাতায় মোড়া কেতকী-কেশর-সুগন্ধি গৃহনির্ম্মিত খয়ের আনিয়া নিয়মিত সময়ে তাঁহার দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইত।

প্রথম দিনকতক দেখিল শশিভূষণ একখানা চিত্রহীন প্রকাণ্ড কঠোরমূর্ত্তি গ্রন্থ খুলিয়া অন্যমনস্ক ভাবে পাত উল্টাইতেছেন, সেটা যে মনোযোগ দিয়া পাঠ করিতেছেন তাহাও বোধ না। অন্য সময়ে শশিভূষণ যে সকল গ্রন্থ পড়িতেন; তাহার মধ্য হইতে কোন না কোন অংশ গিরিবালাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেন, কিন্তু ঐ স্থূল কায় কালো মলাটের পুস্তক হইতে গিরিবালাকে শুনাইবার যোগ্য কি দুটো কথাও ছিল না? তা না থাক্, তাই বলিয়া ঐ বই খানা কি এতই বড়, আর গিরিবালা কি এতই ছোট?

প্রথমটা গুরুর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য গিরিবালা সুর করিয়া বানান করিয়া বেণী-সমেত দেহের উত্তমার্দ্ধ সবেগে দুলাইতে দুলাইতে উচ্চৈঃস্বরে আপনিই পড়া আরম্ভ করিয়া দিল। দেখিল তাহাতে বিশেষ ফল হইল না। কালো মোটা বইখানার উপর মনে মনে অত্যন্ত চটিয়া গেল। ওটাকে একটা কুৎসিত কঠোর নিষ্ঠুর মানুষের মত করিয়া দেখিতে লাগিল। ওই বইখানা যে গিরিবালাকে বালিকা বলিয়া সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করে তাহা যেন তাহার প্রত্যেক দুর্ব্বোধ পাতা দুষ্ট মানুষের মুখের মত আকার ধারণ করিয়া নীরবে প্রকাশ করিতে লাগিল। সেই বইখানা যদি কোন চোরে চুরি করিয়া লইয়া যাইত, তবে সেই চোরকে সে তাহার মাতৃভাণ্ডারের সমস্ত কেয়াখয়ের চুরি করিয়া পুরস্কার দিতে পারিত। সেই বই-খানার বিনাশের জন্য সে মনে মনে দেবতার নিকট যে সকল অসঙ্গত ও অসম্ভব প্রার্থনা করিয়াছিল তাহা দেবতারা শুনেন নাই এবং পাঠকদিগকেও শুনাইবার কোন আবশ্যক দেখি না।

তখন ব্যথিতহৃদয় বালিকা দুই একদিন চারুপাঠ হস্তে গুরু গৃহে গমন বন্ধ করিল। এবং সেই দুই একদিন পরে এই বিচ্ছেদের ফল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য সে অন্য ছলে শশিভূষণের গৃহসম্মুখবর্ত্তী পথে আসিয়া কটাক্ষপাত করিয়া দেখিল শশিভূষণ সেই

কালো বইখানা ফেলিয়া একাকী দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া লোহার গরাদেগুলার প্রতি বিজাতীয় ভাষায় বক্তৃতা প্রয়োগ করিতেছেন। বোধ করি, বিচারকের মন কেমন করিয়া গলাইবেন এই লোহাগুলার উপর তাহার পরীক্ষা হইতেছে। সংসারে অনভিজ্ঞ, গ্রন্থবিহারী শশিভূষণের ধারণা ছিল যে, পুরাকালে ডিমস্থিনীস্, সিসিরো, বার্ক, শেরিডন্, প্রভৃতি বাগ্মিগণ বাক্যবলে যে সকল অসামান্য কার্য্য করিয়া গিয়াছেন; যেরূপ শব্দভেদী শরবর্ষণে অন্যায়কে ছিন্নভিন্ন, অত্যাচারকে লাঞ্ছিত এবং অহঙ্কারকে ধূলিশায়ী করিয়া দিয়াছেন আজিকার দোকানদারীর দিনেও তাহা অসম্ভব নহে। প্রভুত্বমদগর্ব্বিত উদ্ধত ইংরাজকে কেমন করিয়া তিনি জগৎ সমক্ষে লজ্জিত ও অনুতপ্ত করিবেন তিলকুচি গ্রামের জীর্ণ ক্ষুদ্র গৃহে দাঁড়াইয়া শশিভূষণ তাহারই চর্চ্চা করিতেছিলেন। আকাশের দেবতারা শুনিয়া হাসিয়াছিলেন কি তাঁহাদের দেবচক্ষু অশ্রুসিক্ত হইতেছিল তাহা কেহ বলিতে পারে না।

সুতরাং সে দিন গিরিবালা তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িল না। সে দিন বালিকার অঞ্চলে জাম ছিল না; পূর্ব্বে একবার জামের আঁটি ধরা পড়িয়া অবধি ঐ ফল সম্বন্ধে সে অত্যন্ত সঙ্কুচিত ছিল। এমন কি, শশিভূষণ যদি কোন দিন নিরীহভাবে জিজ্ঞাসা করিত "গিরি, আজ জাম নেই," সে সেটাকে গূঢ় উপহাস জ্ঞান করিয়া সক্ষোভে "যাঃ ও" বলিয়া তর্জ্জন করিয়া পলায়নের উপক্রম করিত। জামের আঁটির অভাবে আজ তাহাকে একটা কৌশল অবলম্বন করিতে হইল। সহসা দূরের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বালিকা উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিল—"স্বর্ণ, ভাই, তুই যা স্নে, আমি এখনি যাচ্চি।"

পুরুষ পাঠক মনে করিতে পারেন যে, কথাটা স্বর্ণলতা নামক কোন দূরবর্ত্তিনী সঙ্গিনীকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত; কিন্তু পাঠিকারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন, দূরে কেহই ছিল না, লক্ষ্য অত্যন্ত নিকট! কিন্তু হায়, অন্ধ পুরুষের প্রতি সে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া গেল। শশিভূষণ যে, শুনিতে পান নাই, তাহা নহে, তিনি তাহার মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন, বালিকা সত্যই ক্রীড়ার জন্য উৎসুক—এবং সে দিন তাহাকে খেলা হইতে অধ্যয়নে আকর্ষণ করিয়া আনিতে তাঁহার অধ্যবসায় ছিল না—কারণ তিনিও সে দিন কোন কোন হৃদয়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া তীক্ষ্ণ শর সন্ধান করিতেছিলেন। বালিকার ক্ষুদ্র হস্তের সামান্য লক্ষ্য যেমন ব্যর্থ হইয়াছিল তাঁহার শিক্ষিত হস্তের মহৎ লক্ষ্যও সেইরূপ ব্যর্থ হইয়াছিল পাঠকেরা সে সংবাদ পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন।

জামের আঁটির একটা গুণ এই যে, একে একে অনেকগুলি নিক্ষেপ করা যায়, চারিটি নিষ্ফল হইলে অন্ততঃ পঞ্চমটি ঠিক স্থানে গিয়া লাগিতে পারে। কিন্তু, স্বর্ণ হাজার কাল্পনিক হোক, তাহাকে "এখনি যাচ্চি" আশা দিয়া অধিকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকা যায় না। থাকিলে স্বর্ণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে লোকের স্বভাবতই সন্দেহ জন্মিতে পারে। সুতরাং সে উপায়টি যখন নিষ্ফল হইল তখন গিরিবালাকে অবিলম্বে চলিয়া যাইতে হইল। তথাপি, স্বর্ণনাম্নী কোন দূরস্থিত সহচরীর সঙ্গ লাভ করিবার অভিলাষ আন্তরিক হইলে যেরূপ সবেগে উৎসাহের সহিত পাদচারণা করা স্বাভাবিক হইত, গিরিবালার গতিতে তাহা লক্ষিত হইল না। সে যেন তাহার পৃষ্ঠ দিয়া অনুভব করিবার চেষ্টা করিতেছিল পশ্চাতে কেহ

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

আসিতেছে কি না; যখন নিশ্চয় বুঝিল কেহ আসিতেছে না, তখন আশার শেষতম ক্ষীণতম ভগ্নাংশটুকু লইয়া একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল, এবং কাহাকেও না দেখিয়া সেই ক্ষুদ্র আশাটুকু এবং শিথিলপত্র চারুপাঠ খানি খণ্ড খণ্ড করিয়া ছিঁড়িয়া পথে ছড়াইয়া দিল। শশিভূষণ তাহাকে যে বিদ্যাটুকু দিয়াছে সেটুকু যদি কোন মতে ফিরাইয়া দিতে পারিত, তবে বোধ হয় পরিত্যজ্য জামের আঁটির মত সে সমস্তই শশিভূষণের দ্বারের সম্মুখে সশব্দে নিক্ষেপ করিয়া দিয়া চলিয়া আসিত। বালিকা প্রতিজ্ঞা করিল দ্বিতীয় বার শশিভূষণের সহিত দেখা হইবার পূর্ব্বেই সে সমস্ত পড়াশুনা ভুলিয়া যাইবে—তিনি যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন তাহার কোনটিরই উত্তর দিতে পারিবে না! একটি, একটি, একটিরও না! তখন শশিভূষণ অত্যন্ত জব্দ হইবে!

গিরিবালার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল। পড়া ভুলিয়া গেলে শশিভূষণের যে কিরূপ তীব্র অনুতাপের কারণ হইবে তাহা মনে করিয়া সে পীড়িত হৃদয়ে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিল, এবং কেবল মাত্র শশিভূষণের দোষে বিস্মৃতশিক্ষা সেই হতভাগিনী ভবিষ্যৎ গিরিবালাকে কল্পনা করিয়া তাহার নিজের প্রতি করুণারস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। আকাশে মেঘ করিতে লাগিল; বর্ষাকালে এমন মেঘ প্রতিদিন করিয়া থাকে। গিরিবালা পথের প্রান্তে একটা গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল; এমন অকারণ কান্না প্রতিদিন কত বালিকা কাঁদিয়া থাকে! উহার মধ্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় কিছুই ছিল না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

শশিভূষণের আইন সম্বন্ধীয় গবেষণা এবং বক্তৃতা-চর্চ্চা কি কারণে ব্যর্থ হইয়া গেল তাহা পাঠকদের অগোচর নাই। ম্যাজিষ্ট্রেটের নামে মকদ্দমা অকস্মাৎ মিটিয়া গেল। হরকুমার তাঁহাদের জেলার বেঞ্চে অনরারি ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইলেন। একখানা মলিন চাপকান ও তৈলাক্ত পাগ্‌ড়ি পরিয়া হরকুমার আজকাল প্রায়ই জেলায় গিয়া সাহেব সুবাদিগকে নিয়মিত সেলাম করিয়া আসেন।

শশিভূষণের সেই কালো মোটা বইখানার প্রতি এতদিন পরে গিরিবালার অভিশাপ ফলিতে আরম্ভ করিল; সে একটি অন্ধকার কোণে নির্ব্বাসিত হইয়া অনাদৃত বিস্মৃতভাবে ধূলিতর সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু তাহার অনাদর দেখিয়া যে বালিকা আনন্দ লাভ করিবে সেই গিরিবালা কোথায়!

শশিভূষণ যে দিন প্রথম আইনের গ্রন্থ বন্ধ করিয়া বসিলেন সেই দিনই হঠাৎ বুঝিতে পারিলেন গিরিবালা আসে নাই। তখন একে একে কয় দিনের ইতিহাস অল্পে অল্পে তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। মনে পড়িতে লাগিল একদিন উজ্জ্বল প্রভাতে গিরিবালা অঞ্চল ভরিয়া নববর্ষার আর্দ্র বকুলফুল আনিয়াছিল। তাহাকে দেখিয়াও যখন তিনি গ্রন্থ হইতে দৃষ্টি তুলিলেন না, তখন তাহার উচ্ছ্বাসে সহসা বাধা পড়িল। সে তাহার অঞ্চলবিদ্ধ একটা সুঁচ সুতা বাহির করিয়া নতশিরে একটি একটি করিয়া ফুল লইয়া মালা গাঁথিতে লাগিল—মালা অত্যন্ত ধীরে ধীরে গাঁথিল, অনেক বিলম্বে শেষ হইল—বেলা হইয়া আসিল, গিরিবালার ঘরে ফিরিবার সময় হইল, তথাপি শশিভূষণের

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

পড়া শেষ হইল না। গিরিবালা মালাটা তক্তপোষের উপর রাখিয়া ম্লানভাবে চলিয়া গেল। মনে পড়িল, তাহার অভিমান প্রতিদিন কেমন করিয়া ঘনীভূত হইয়া উঠিল; কবে হইতে সে তাঁহার ঘরে প্রবেশ না করিয়া ঘরের সম্মুখবর্ত্তী পথে মধ্যে মধ্যে দেখা দিত এবং চলিয়া যাইত; অবশেষে কবে হইতে বালিকা সেই পথে আসাও বন্ধ করিয়াছে। সেও ত আজ কিছু-দিন হইল। গিরিবালার অভিমান ত এতদিন স্থায়ী হয় না। শশিভূষণ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হতবুদ্ধি হতকর্ম্মের মত দেয়ালে পিঠ দিয়া বসিয়া রহিলেন। ক্ষুদ্র ছাত্রীটি না আসাতে তাঁহার পাঠ্য গ্রন্থগুলি নিতান্ত বিস্বাদ হইয়া আসিল। বই টানিয়া টানিয়া লইয়া দুই চারি পাতা পড়িয়া ফেলিয়া দিতে হয়। লিখিতে লিখিতে ক্ষণে ক্ষণে সচকিতে পথের দিকে দ্বারের অভিমুখে প্রতীক্ষাপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে এবং লেখা ভঙ্গ হয়।

শশিভূষণের আশঙ্কা হইল গিরিবালার অসুখ হইয়া থাকিবে। গোপনে সন্ধান লইয়া জানিলেন সে আশঙ্কা অমূলক। গিরিবালা আজকাল আর ঘর হইতে বাহির হয় না। তাহার জন্য পাত্র স্থির হইয়াছে।

গিরি যে দিন চারুপাঠের ছিন্নখণ্ডে গ্রামের পঙ্কিল পথ বিকীর্ণ করিয়াছিল তাহার পরদিন প্রত্যূষে ক্ষুদ্র অঞ্চলে বিচিত্র উপহার সংগ্রহ করিয়া দ্রুতপদে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিল। অতিশয় গ্রীষ্ম হওয়াতে নিদ্রাহীন রাত্রি অতিবাহন করিয়া হরকুমার ভোরবেলা হইতে বাহিরে বসিয়া গা খুলিয়া তামাক খাইতেছিলেন। গিরিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাচ্চিস্? গিরি কহিল "শশি দাদার বাড়ি!" হরকুমার ধমক দিয়া কহিলেন, "শশি দাদার বাড়ি যেতে হবে না ঘরে যা!" এই বলিয়া আসন্ন-শ্বশুর-গৃহবাস বয়ঃপ্রাপ্ত কন্যার লজ্জার অভাব সম্বন্ধে বিস্তর তিরস্কার করিলেন। সেই দিন হইতে তাহার বাহিরে আসা বন্ধ হইয়াছে। এবার আর তাহার অভিমান ভঙ্গ করিবার অবসর জুটিল না। আমসত্ব, কেয়াখয়ের এবং জারকনেবু ভাণ্ডারের যথাস্থানে ফিরিয়া গেল। বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, বকুল ফুল ঝরিতে লাগিল, গাছ ভরিয়া পেয়ারা পাকিয়া উঠিল এবং শাখাস্খলিত পক্ষীচঞ্চুক্ষত সুপক্ক কালোজামে তরুতল প্রতিদিন সমাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। হায়, সেই ছিন্নপ্রায় চারুপাঠখানিও আরও নাই!

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—:*০*:—

গ্রামে গিরিবালার বিবাহে যে দিন শানাই বাজিতেছিল সে দিন অনিমন্ত্রিত শশিভূষণ নৌকা করিয়া কলিকাতা অভিমুখে চলিতেছিলেন।

মকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া অবধি হরকুমার শশিকে বিষচক্ষে দেখিতেন। কারণ, তিনি মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, শশি তাঁহাকে নিশ্চয় ঘৃণা করিতেছে। শশির মুখে চখে ব্যবহারে তিনি তাহার সহস্র কাল্পনিক নিদর্শন দেখিতে লাগিলেন। গ্রামের সকল লোকেই তাঁহার অপমান বৃত্তান্ত ক্রমশঃ বিস্মৃত হইতেছে, কেবল শশিভূষণ একাকী সেই দুঃস্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছেন মনে করিয়া তিনি তাঁহাকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিতেন না। তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবামাত্র তাঁহার অন্তঃকরণের মধ্যে একটুখানি সলজ্জ সঙ্কোচ এবং সেই সঙ্গে প্রবল আক্রোশের সঞ্চার

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b0003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

হইত। শশিকে গ্রামছাড়া করিতে হইবে বলিয়া হরকুমার প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন।

শশিভূষণের মত লোককে গ্রামছাড়া করা কাজটা তেমন দুরূহ নহে। নায়েব মহাশয়ের অভিপ্রায় অনতিবিলম্বে সফল হইল। একদিন সকাল বেলা পুস্তকের বোঝা এবং গুটিদুইচার টিনের বাক্স সঙ্গে লইয়া শশি নৌকায় চড়িলেন। গ্রামের সহিত তাঁহার যে একটি সুখের বন্ধন ছিল সেও আজ সমারোহ সহকারে ছিন্ন হইতেছে। সুকোমল বন্ধনটি যে কত দৃঢ়ভাবে তাঁহার হৃদয়কে বেষ্টন করিয়া ধরিয়াছিল তাহা তিনি পূর্ব্বে সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারেন নাই। আজ যখন নৌকা ছাড়িয়া দিল, গ্রামের বৃক্ষচূড়াগুলি অস্পষ্ট এবং উৎসবের বাদ্যধ্বনি ক্ষীণতর হইয়া আসিল, তখন সহসা অশ্রুবাষ্পে হৃদয় স্ফীত হইয়া উঠিয়া তাঁহার কণ্ঠরোধ করিয়া ধরিল, রক্তোচ্ছ্বাসবেগে কপালের শিরাগুলা টন্ টন্ করিতে লাগিল; এবং জগৎসংসারের সমস্ত দৃশ্য ছায়া-নির্ম্মিত মায়ামরীচিকার মত অত্যন্ত অস্পষ্ট প্রতিভাত হইল।

প্রতিকূল বাতাস অতিশয় বেগে বহিতেছিল, সেই জন্য স্রোত অনুকূল হইলেও নৌকা ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। এমন সময়ে নদীর মধ্যে এক কাণ্ড ঘটিল যাহাতে শশিভূষণের যাত্রার ব্যাঘাত করিয়া দিল।

ষ্টেশন ঘাট হইতে সদর মহকুমা পর্য্যন্ত একটি নূতন ষ্টীমার লাইন সম্প্রতি খুলিয়াছে। সেই ষ্টীমারটি সশব্দে পক্ষ সঞ্চালন করিয়া ঢেউ তুলিয়া উজানে আসিতেছিল। জাহাজে নূতন লাইনের অল্পবয়স্ক ম্যানেজার সাহেব এবং অল্প সংখ্যক যাত্রী ছিল। যাত্রীদের মধ্যে শশিভূষণের গ্রাম হইতেও কেহ কেহ উঠিয়াছিল।

একটি মহাজনের নৌকা কিছু দূর হইতে এই ষ্টীমারের সহিত পাল্লা দিয়া আসিতে চেষ্টা করিতেছিল, আবার মাঝে মাঝে ধরিধরি করিতেছিল, আবার মাঝে মাঝে পশ্চাতে পড়িতেছিল। মাঝির ক্রমশঃ রোখ চাপিয়া গেল। সে প্রথম পালের উপর দ্বিতীয় পাল এবং দ্বিতীয় পালের উপরে ক্ষুদ্র তৃতীয় পালটা পর্য্যন্ত তুলিয়া দিল। বাতাসের বেগে সুদীর্ঘ মাস্তুল সম্মুখে আনত হইয়া পড়িল, এবং বিদীর্ণ তরঙ্গরাশি অট্টকলস্বরে নৌকার দুই পার্শ্বে উন্মত্তভাবে নৃত্য করিতে লাগিল। নৌকা তখন ছিন্নবল্গা অশ্বের ন্যায় ছুটিয়া চলিল। এক স্থানে ষ্টীমারের পথ কিঞ্চিৎ বাঁকা ছিল, সেইখানে সংক্ষিপ্ততর পথ অবলম্বন করিয়া নৌকা ষ্টীমারকে ছাড়াইয়া গেল। ম্যানেজার সাহেব আগ্রহভরে রেলের উপর ঝুঁকিয়া নৌকার এই প্রতিযোগিতা দেখিতেছিল। যখন নৌকা তাহার পূর্ণতম বেগ প্রাপ্ত হইয়াছে, এবং ষ্টীমারকে হাত দুয়েক ছাড়াইয়া গিয়াছে এমন সময়ে সাহেব হঠাৎ একটা বন্দুক তুলিয়া স্ফীত পাল লক্ষ্য করিয়া আওয়াজ করিয়া দিল। এক মুহূর্ত্তে পাল ফাটিয়া গেল, নৌকা ডুবিয়া গেল, ষ্টীমার নদীর বাঁকের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গেল।

ম্যানেজার কেন যে এমন করিল তাহা বলা কঠিন। ইংরাজ-নন্দনের মনের ভাব আমরা বাঙ্গালী হইয়া ঠিক বুঝিতে পারি না। হয়ত দিশী পালের প্রতিযোগিতা সে সহ্য করিতে পারে নাই, হয় ত একটা স্ফীত বিস্তীর্ণ পদার্থ বন্দুকের গুলির দ্বারা চক্ষের পলকে বিদীর্ণ করিবার একটা হিংস্র প্রলোভন আছে, হয় ত এই গর্ব্বিত নৌকাটার বস্ত্রখণ্ডের মধ্যে গুটিকয়েক ফুটা করিয়া নিমেষের মধ্যে ইহার নৌকালীলা সমাপ্ত করিয়া দিবার মধ্যে একটা প্রবল পৈশাচিক হাস্যরস আছে; নিশ্চয় জানি না।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

কিন্তু ইহা নিশ্চয়, ইংরাজের মনের ভিতরে একটুখানি বিশ্বাস ছিল যে, এই রসিকতাটুকু করার দরুণ সে কোনরূপ শাস্তির দায়িক নহে—এবং ধারণা ছিল, যাহাদের নৌকা গেল এবং সম্ভবতঃ প্রাণ সংশয়, তাহারা মানুষের মধ্যেই গণ্য হইতে পারে না।

সাহেব যখন বন্দুক তুলিয়া গুলি করিল এবং নৌকা ডুবিয়া গেল তখন শশিভূষণের পান্সী ঘটনাস্থলের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। শেষোক্ত ব্যাপারটি শশিভূষণ প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইলেন। তাড়াতাড়ি নৌকা লইয়া গিয়া মাঝি এবং মাল্লাদিগকে উদ্ধার করিলেন। কেবল এক ব্যক্তি ভিতরে বসিয়া রন্ধনের জন্য মসলা পিশিতেছিল, তাহাকে আর দেখা গেল না। বর্ষার নদী খরবেগে বহিয়া চলিল।

শশিভূষণের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে উত্তপ্ত রক্ত ফুটিতে লাগিল। আইন অত্যন্ত মন্দগতি—সে একটা বৃহৎ জটিল লৌহযন্ত্রের মত; তৌল করিয়া সে প্রমাণ গ্রহণ করে এবং নির্ব্বিকার ভাবে সে শাস্তি বিভাগ করিয়া দেয়, তাহার মধ্যে মানব-হৃদয়ের উত্তাপ নাই। কিন্তু ক্ষুধার সহিত ভোজন, ইচ্ছার সহিত উপভোগ ও রোষের সহিত শাস্তিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া শশিভূষণের নিকট সমান অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল। অনেক অপরাধ আছে যাহা প্রত্যক্ষ করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ নিজ হস্তে তাহার শাস্তিবিধান না করিলে অন্তর্যামী বিধাতা পুরুষ যেন অন্তরের মধ্যে থাকিয়া প্রত্যক্ষকারীকে দগ্ধ করিতে থাকেন। তখন, আইনের কথা স্মরণ করিয়া সান্ত্বনা লাভ করিতে হৃদয় লজ্জা বোধ করে। কিন্তু কলের আইন এবং কলের জাহাজ ম্যানেজারটিকে শশিভূষণের নিকট হইতে দূরে লইয়া গেল। তাহাতে জগতের আর আর কি উপকার হইয়াছিল বলিতে পারি না কিন্তু সে যাত্রায় নিঃসন্দেহ শশিভূষণের ভারতবর্ষীয় প্লীহা রক্ষা পাইয়াছিল।

মাঝিমাল্লা যাহারা বাঁচিল তাহাদিগকে লইয়া শশি গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন। নৌকায় পাট বোঝাই ছিল, সেই পাট উদ্ধারের জন্য লোক নিযুক্ত করিয়া দিলেন এবং মাঝিকে ম্যানেজারের বিরুদ্ধে পুলিশে দরখাস্ত দিতে অনুরোধ করিলেন।

মাঝি কিছুতেই সম্মত হয় না। সে বলিল নৌকা ত মজিয়াছে এক্ষণে নিজেকে মজাইতে পারিব না। প্রথমতঃ পুলিশকে দর্শনি দিতে হইবে, তাহার পর কাজকর্ম্ম আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আদালতে আদালতে ঘুরিতে হইবে, তাহার পর সাহেবের নামে নালিশ করিয়া কি বিপাকে পড়িতে হইবে ও কি ফল লাভ হইবে তাহা ভগবান্ জানেন। অবশেষে সে যখন জানিল, শশিভূষণ নিজে উকীল, আদালত-খরচা তিনিই বহন করিবেন এবং মকদ্দমায় ভবিষ্যতে খেসারৎ পাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে তখন রাজি হইল। কিন্তু শশিভূষণের গ্রামের লোক যাহারা ষ্টীমারে উপস্থিত ছিল তাহারা কিছুতেই সাক্ষ্য দিতে চাহিল না। তাহারা শশিভূষণকে কহিল, মহাশয়, আমরা কিছুই দেখি নাই; আমরা জাহাজের পশ্চাদ্‌ভাগে ছিলাম, কলের খট্‌খট্‌ এবং জলের কল্ কল্ শব্দে সেখান হইতে বন্দুকের আওয়াজ শুনিবারও কোন সম্ভাবনা ছিল না।

দেশের লোককে আন্তরিক ধিক্কার দিয়া শশিভূষণ ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট মকদ্দমা চালাইলেন। সাক্ষীর কোন আবশ্যক হইল না। ম্যানেজার স্বীকার করিল যে, সে বন্দুক ছুঁড়িয়াছিল। কহিল আকাশে এক ঝাঁক বক উড়িতেছিল তাহাদেরই প্রতি লক্ষ্য

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

করা হইয়াছিল। ষ্টীমার তখন পূর্ণবেগে চলিতেছিল এবং সেই মুহূর্ত্তেই নদীর বাঁকের অন্তরালে প্রবেশ করিয়াছিল। সুতরাং সে জানিতেও পারে নাই, কাক মরিল, কি বক মরিল, কি নৌকাটা ডুবিল। অন্তরীক্ষে এবং পৃথিবীতে এত শিকারের জিনিস আছে, যে, কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক "ডার্টিব্যাগ্" অর্থাৎ মলিন বস্ত্রখণ্ডের উপর শিকিপয়সা দামেরও ছিটাগুলি অপব্যয় করিতে পারে না।

বেকসুর খালাস পাইয়া ম্যানেজার সাহেব চুরট ফুঁকিতে ফুঁকিতে ক্লাবে হুইষ্ট খেলিতে গেল; যে লোকটা নৌকার মধ্যে মসলা পিশিতেছিল, নয় মাইল তফাতে তাহার মৃত দেহ ডাঙ্গায় আসিয়া লাগিল এবং শশিভূষণ চিত্তদাহ লইয়া আপন গ্রামে ফিরিয়া আসিলেন।

যে দিন ফিরিয়া আসিলেন, সে দিন নৌকা সাজাইয়া গিরিবালাকে শ্বশুরবাড়ি লইয়া যাইতেছে। যদিও তাঁহাকে কেহ ডাকে নাই, তথাপি শশিভূষণ ধীরে ধীরে নদীতীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঘাটে লোকের ভিড় ছিল সেখানে না গিয়া কিছু দূরে অগ্রসর হইয়া দাঁড়াইলেন। নৌকা ঘাট ছাড়িয়া যখন তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল তখন চকিতের মত একবার দেখিতে পাইলেন, মাথায় ঘোমটা টানিয়া নববধূ নতশিরে বসিয়া আছে। অনেক দিন হইতে গিরিবালার আশা ছিল, যে, গ্রাম ত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্বে কোন মতে একবার শশিভূষণের সহিত সাক্ষাৎ হইবে কিন্তু আজ সে জানিতেও পারিল না যে, তাহার গুরু অনতিদূরে তীরে দাঁড়াইয়া আছেন। একবার সে মুখ তুলিয়া দেখিল না, কেবল নিঃশব্দ রোদনে তাহার দুই কপোল বাহিয়া অশ্রুজল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

নৌকা ক্রমশঃ দূরে চলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। জলের উপর প্রভাতের রৌদ্র ঝিক্ ঝিক্ করিতে লাগিল, নিকটের আম্রশাখায় একটা পাপিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে মুহুর্মুহু গান গাহিয়া মনের আবেগ কিছুতেই নিঃশেষ করিতে পারিল না, খেয়ানৌকা লোক বোঝাই লইয়া পারাপার হইতে লাগিল, মেয়েরা ঘাটে জল লইতে আসিয়া উচ্চ কলস্বরে গিরির শ্বশুরালয় যাত্রার আলোচনা তুলিল, শশিভূষণ চস্‌মা খুলিয়া চোখ মুছিয়া সেই পথের ধারে সেই গরাদের মধ্যে সেই ক্ষুদ্র গৃহে গিয়া প্রবেশ করিলেন। হঠাৎ একবার মনে হইল যেন গিরিবালার কণ্ঠ শুনিতে পাইলেন! "শশিদাদা!"—কোথায় রে কোথায়? কোথাও না! সে গৃহে না, সে পথে না, সে গ্রামে না—তাঁহার অশ্রুজলাভিষিক্ত অন্তরের মাঝখানটিতে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

—:*:—

শশিভূষণ পুনরায় জিনিষপত্র বাঁধিয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কলিকাতায় কোন কাজ নাই, সেখানে যাওয়ার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নাই; সেই জন্য রেলপথে না গিয়া বরাবর নদীপথে যাওয়াই স্থির করিলেন।

তখন পূর্ণবর্ষায় বাঙ্গালা দেশের চারিদিকেই ছোট বড় আঁকাবাঁকা সহস্র জলময় জাল বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সরস শ্যামল বঙ্গভূমির শিরা উপশিরাগুলি পরিপূর্ণ হইয়া তরুলতা তৃণগুল্ম ঝোপঝাড় ধান পাট ইক্ষুতে দশদিকে উন্মত্ত যৌবনের প্রাচুর্য্য যেন একেবারে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিয়াছে।

শশিভূষণের নৌকা সেই সমস্ত সঙ্কীর্ণ বক্র

জলস্রোতের মধ্য দিয়া চলিতে লাগিল। জল তখন তীরের সহিত সমতল হইয়া গিয়াছে। কাশবন শরবন এবং স্থানে স্থানে শস্যক্ষেত্র জলমগ্ন হইয়াছে। গ্রামের বেড়া, বাঁশঝাড় ও আমবাগান একেবারে জলের অব্যবহিত ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে—দেবকন্যারা যেন বাঙ্গালা দেশের তরুমূলবর্ত্তী আলবালগুলি জলসেচনে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছেন।

যাত্রার আরম্ভকালে স্নানচিক্কণ বনশ্রী রৌদ্রে উজ্জ্বল হাস্যময় ছিল, অনতিবিলম্বেই মেঘ করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল। তখন যে দিকে বৃষ্টি পড়ে সেই দিকই বিষণ্ণ এবং অপরিচ্ছন্ন দেখাইতে লাগিল। বন্যার সময়ে গরুগুলি যেমন জলবেষ্টিত মলিন পঙ্কিল সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠপ্রাঙ্গণের মধ্যে ভিড় করিয়া করুণনেত্রে সহিষ্ণুভাবে দাঁড়াইয়া শ্রাবণের ধারাবর্ষণে ভিজিতে থাকে, বাঙ্গালা দেশ আপনার কর্দ্দমপিচ্ছিল ঘনসিক্ত রুদ্ধ জঙ্গলের মধ্যে মূক বিষণ্ণমুখে সেইরূপ পীড়িত ভাবে অবিশ্রাম ভিজিতে লাগিল। চাষীরা টোকা মাথায় দিয়া বাহির হইয়াছে, স্ত্রীলোকেরা ভিজিতে ভিজিতে বাদলার শীতল বায়ুতে সঙ্কুচিত হইয়া কুটীর হইতে কুটীরান্তরে গৃহকার্য্যে যাতায়াত করিতেছে ও পিচ্ছিল ঘাটে অত্যন্ত সাবধানে পা ফেলিয়া সিক্তবস্ত্রে জল তুলিতেছে, এবং গৃহস্থ পুরুষেরা দাওয়ায় বসিয়া তামাক খাইতেছে, নিতান্ত কাজের দায় থাকিলে কোমরে চাদর জড়াইয়া জুতা হস্তে ছাতি মাথায় বাহির হইতেছে। অবলা রমণীর মস্তকে ছাতি এই রৌদ্রদগ্ধ বর্ষাপ্লাবিত বঙ্গদেশের সনাতন পবিত্র প্রথার মধ্যে নাই।

বৃষ্টি যখন কিছুতেই থামে না তখন রুদ্ধ নৌকার মধ্যে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া শশিভূষণ পুনশ্চ রেলপথে যাওয়াই স্থির করিলেন। এক জায়গায় একটা প্রশস্ত মোহনার মত জায়গায় আসিয়া শশিভূষণ নৌকা বাঁধিয়া আহারের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

খোঁড়ার পা খানায় পড়ে—সে কেবল খানার দোষ নয়, খোঁড়ার পাটারও পড়িবার দিকে একটু বিশেষ ঝোঁক আছে। শশিভূষণ সে দিন তাহার একটা প্রমাণ দিলেন।

দুই নদীর মোহনার মুখে বাঁশ বাঁধিয়া জেলেরা একটা প্রকাণ্ড জাল পাতিয়াছে। কেবল একপার্শ্বে নৌকা চলাচলের স্থান রাখিয়াছে। বহুকাল হইতে তাহারা এ কার্য্য করিয়া থাকে এবং সে জন্য খাজনাও দেয়। দুর্ভাগ্যক্রমে এ বৎসর এই পথে হঠাৎ জেলার পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাহাদুরের শুভাগমন হইয়াছে। তাঁহার বোট আসিতে দেখিয়া জেলেরা পূর্ব্ব হইতে পার্শ্ববর্ত্তী পথ নির্দ্দেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে সাবধান করিয়া দিল। কিন্তু মনুষ্যরচিত কোন বাধাকে সম্মান প্রদর্শন করিয়া ঘুরিয়া যাওয়া সাহেবের মাঝির অভ্যাস নাই। সে সেই জালের উপর দিয়াই বোট চালাইয়া দিল। জাল অবনত হইয়া বোটকে পথ ছাড়িয়া দিল, কিন্তু তাহার হাল বাধিয়া গেল। কিঞ্চিৎ বিলম্বে এবং চেষ্টায় হাল ছাড়াইয়া লইতে হইল।

পুলিস সাহেব অত্যন্ত গরম এবং রক্তবর্ণ হইয়া বোট বাঁধিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি দেখিয়াই জেলে চারটে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল। সাহেব তাঁহার মাল্লাদিগকে, জাল কাটিয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন। তাহারা সেই সাত আট শত টাকার বৃহৎ জাল কাটিয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া ফেলিল।

জালের উপর ঝাল ঝাড়িয়া অবশেষে জেলেদিগকে ধরিয়া আনিবার আদেশ হইল। কন্‌ষ্টেবল্ পলাতক জেলে চারিটির সন্ধান না পাইয়া যে চারিজনকে হাতের কাছে পাইল

তাহাদিগকে ধরিয়া আনিল। তাহারা আপনাদিগকে নিরপরাধ বলিয়া যোড়হস্তে কাকুতি মিনতি করিতে লাগিল। পুলিস্ বাহাদুর যখন সেই বন্দীদিগকে সঙ্গে লইবার হুকুম দিতেছেন, এমন সময় চস্‌মা-পরা শশিভূষণ তাড়াতাড়ি একখানা জামা পরিয়া তাহার বোতাম না লাগাইয়া চটিজুতা চট্‌চট্ করিতে করিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পুলিসের বোটের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কম্পিতস্বরে কহিলেন, "সার্, জেলের জাল ছিঁড়িবার এবং এই চারিজন লোককে উৎপীড়ন করিবার তোমার কোন অধিকার নাই।"

পুলিসের বড় কর্ত্তা তাঁহাকে হিন্দিভাষায় একটা বিশেষ অসম্মানের কথা বলিবামাত্র তিনি এক মুহূর্ত্তে কিঞ্চিৎ উচ্চ ডাঙ্গা হইতে বোটের মধ্যে লাফাইয়া পড়িয়াই একেবারে সাহেবের উপরে আপনাকে নিক্ষেপ করিলেন। বালকের মত পাগলের মত মারিতে লাগিলেন।

তাহার পর কি হইল তিনি জানেন না। পুলিসের থানার মধ্যে যখন জাগিয়া উঠিলেন, তখন—বলিতে সঙ্কোচ বোধ হয়—যেরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হইলেন তাহাতে মানসিক সম্মান অথবা শারীরিক আরাম বোধ করিলেন না।

নবম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

শশিভূষণের বাপ উকীল ব্যারিষ্টার লাগাইয়া প্রথমতঃ শশিকে হাজত হইতে জামিনে খালাস করিলেন। তাহার পরে মকদ্দমার যোগাড় চালতে লাগিল।

যে সকল জেলের জাল নষ্ট হইয়াছে তাহারা শশিভূষণের এক পরগণার অন্তর্গত, এক জমিদারের অধীন। বিপদের সময় কখন কখন শশির নিকটে তাহারা আইনের পরামর্শ লইতেও আসিত। যাহাদিগকে সাহেব বোটে ধরিয়া আনিয়াছিলেন তাহারাও শশিভূষণের অপরিচিত নহে।

শশি তাহাদিগকে সাক্ষ্য মানিবেন বলিয়া ডাকাইয়া আনিলেন। তাহারা ভয়ে অস্থির হইয়া উঠিল। স্ত্রীপুত্র পরিবার লইয়া যাহাদিগকে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হয় পুলিসের সহিত বিবাদ করিলে তাহারা কোথায় গিয়া নিষ্কৃতি পাইবে? একটার অধিক প্রাণ কাহার শরীরে আছে? যাহা লোকসান হইবার তাহাত হইয়াছে, এখন আবার সাক্ষ্যের সপিনা ধরাইয়া এ কি মুস্কিল! সকলে বলিল, "ঠাকুর তুমি ত আমাদিগকে বিষম ফেসাদে ফেলিলে!"

বিস্তর বলা কহার পর তাহারা সত্য কথা বলিতে স্বীকার করিল।

ইতিমধ্যে হরকুমার যে দিন বেঞ্চের কর্ম্মোপলক্ষে জেলার সাহেবদিগকে সেলাম করিতে গেলেন পুলিস সাহেব হাসিয়া কহিলেন, নায়েব বাবু শুনিতেছি তোমার প্রজারা পুলিসের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত হইয়াছে। নায়েব সচকিত হইয়া কহিলেন, হাঁ! এও কি কখনো সম্ভব হয়? অপবিত্র জন্তুজাত পুত্রদিগের অস্থিতে এত ক্ষমতা!

সংবাদপত্র পাঠকেরা অবগত আছেন মকদ্দমায় শশিভূষণের পক্ষ কিছুতেই টি কিতে পারিল না।

জেলেরা একে একে আসিয়া কহিল, পুলিস সাহেব তাহাদের জাল কাটিয়া দেন নাই; বোটে ডাকিয়া তাহাদের নাম ধাম লিখিয়া লইতেছিলেন।

কেবল তাহাই নহে, তাহার দেশস্থ গুটি-

চারেক পরিচিত লোক সাক্ষ্য দিল যে, তাহারা সে সময়ে ঘটনাস্থলে বিবাহের বরযাত্র উপলক্ষে উপস্থিত ছিল। শশিভূষণ যে, অকারণে অগ্রসর হইয়া পুলিশের পাহারাওয়ালাদের প্রতি উপদ্রব করিয়াছে তাহা তাহারা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছে!

শশিভূষণ স্বীকার করিলেন যে, গালি খাইয়া বোটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি সাহেবকে মারিয়াছেন। কিন্তু জাল কাটিয়া দেওয়া ও জেলেদের প্রতি উপদ্রবই তাহার মূল কারণ।

এরূপ অবস্থায়, যে বিচারে শশিভূষণ শাস্তি পাইলেন তাহাকে অন্যায় বলা যাইতে পারে না। তবে শাস্তিটা কিছু গুরুতর হইল। তিন চারিটা অভিযোগ, আঘাত, অনধিকারপ্রবেশ, পুলিসের কর্ত্তব্যে ব্যাঘাত ইত্যাদি; সব কটাই তাঁহার বিরুদ্ধে পুরা প্রমাণ হইল।

শশিভূষণ তাহার সেই ক্ষুদ্র গৃহে তাঁহার প্রিয় পাঠ্য গ্রন্থগুলি ফেলিয়া পাঁচ বৎসর জেল খাটিতে গেলেন! তাঁহার বাপ আপিল করিতে উদ্যত হইল, তাঁহাকে শশিভূষণ বারংবার নিষেধ করিলেন—কহিলেন, জেল ভাল! লোহার বেড়ি মিথ্যা কথা বলে না, কিন্তু জেলের বাহিরে যে স্বাধীনতা আছে সে আমাদিগকে প্রতারণা করিয়া বিপদে ফেলে। আর যদি সৎসঙ্গের কথা বল, ত, জেলের মধ্যে মিথ্যাবাদী কৃতঘ্ন কাপুরুষের সংখ্যা অল্প, কারণ স্থান পরিমিত—বাহিরে অনেক বেশী!

দশম পরিচ্ছেদ।

শশিভূষণ জেলে প্রবেশ করিবার অনতিকাল পরেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল। তাঁহার আর বড় কেহ ছিল না। এক ভাই বহুকাল হইতে সেণ্টাল প্রভিন্সে কাজ করিতেন, দেশে আসা তাঁহার বড় ঘটিয়া উঠিত না, সেইখানেই তিনি বাড়ি তৈয়ারি করিয়া সপরিবারে স্থায়ী হইয়া বসিয়াছিলেন। দেশে বিষয় সম্পত্তি যাহা ছিল; নায়েব হরকুমার তাহার অধিকাংশ নানা কৌশলে আত্মসাৎ করিলেন।

জেলের মধ্যে অধিকাংশ কয়েদীকে যে পরিমাণে দুঃখ ভোগ করিতে হয় দৈববিপাকে শশিভূষণকে তদপেক্ষা অনেক বেশী সহ করিতে হইয়াছিল। তথাপি দীর্ঘ পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল।

আবার একদা বর্ষার দিনে জীর্ণ শরীর ও শূন্যহৃদয় লইয়া শশিভূষণ কারা-প্রাচীরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্বাধীনতা পাইলেন, কিন্তু তাহা ছাড়া কারার বাহিরে তাঁহার আর কেহ অথবা আর কিছু ছিল না। গৃহহীন আত্মীয়হীন সমাজহীন কেবল তাঁহার একলাটির পক্ষে এতবড় জগৎ সংসার অত্যন্ত ঢিলা বলিয়া ঠেকিতে লাগিল।

জীবনযাত্রার বিচ্ছিন্ন সূত্র আবার কোথা হইতে আরম্ভ করিবেন এই কথা ভাবিতেছেন এমন সময়ে এক বৃহৎ জুড়ি তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। এক জন ভৃত্য নামিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আপনার নাম শশিভূষণ বাবু?—

তিনি কহিলেন হাঁ।—

সে তৎক্ষণাৎ গাড়ির দরজা খুলিয়া তাঁহার প্রবেশের প্রতীক্ষায় দাঁড়াইল।—

তিনি আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—আমাকে কোথায় যাইতে হইবে?—

সে কহিল, আমার প্রভু আপনাকে ডাকিয়াছেন।

পথিকদের কৌতুহল দৃষ্টিপাত অসহ্য বোধ হওয়াতে তিনি সেখানে আর অধিক বাদানুবাদ না করিয়া গাড়িতে উঠিয়া পড়িলেন। ভাবিলেন নিশ্চয় ইহার মধ্যে একটা কিছু ভ্রম আছে। কিন্তু একটা কোন দিকে ত চলিতে হইবে—না হয় এমনি করিয়া ভ্রম দিয়াই এই নূতন জীবনের ভূমিকা আরম্ভ হউক।

সে দিনও মেঘ এবং রৌদ্র আকাশময় পরস্পরকে শিকার করিয়া ফিরিতেছিল। পথের প্রান্তবর্ত্তী বর্ষার জলপ্লাবিত গাঢ়শ্যাম শস্যক্ষেত্র চঞ্চল ছায়ালোকে বিচিত্র হইয়া উঠিতেছিল। হাটের কাছে একটা বৃহৎ রথ পড়িয়াছিল এবং তাহার অদূরবর্ত্তী মুদির দোকানে একদল বৈষ্ণব ভিক্ষুক গুপিযন্ত্র ও খোলকরতাল যোগে গান গাহিতেছিল—

এস এস ফিরে এস—নাথ হে ফিরে এস!

আমার ক্ষুধিত তৃষিত তাপিত চিত, বঁধুহে ফিরে এস!

গাড়ি অগ্রসর হইয়া চলিল, গানের পদ ক্রমে দূর হইতে দূরতর হইয়া কাণে প্রবেশ করিতে লাগিল—

ওগো নিঠুর ফিরে এস হে আমার করুণ কোমল এস!

ওগো সজল জলদ স্নিগ্ধকান্ত সুন্দর ফিরে এস!

গানের কথা ক্রমে ক্ষীণতর অস্ফুটতর হইয়া আসিল, আর বুঝা গেল না। কিন্তু গানের ছন্দে শশিভূষণের হৃদয়ে একটা আন্দোলন তুলিয়া দিল, তিনি আপন মনে গুন্‌গুন্ করিয়া পদের পর পদ রচনা করিয়া যোজনা করিয়া চলিলেন, কিছুতে যেন থামিতে পারিলেন না,—

আমার নিত্তিসুখ ফিরে এস, আমার চিরদুখ ফিরে এস,—

আমার সব-সুখ-দুখ-মন্থন ধন অন্তরে ফিরে এস!

আমার চিরবাঞ্ছিত এস, আমার চিতসঞ্চিত এস,—

ওহে চঞ্চল, হে চিরন্তন, ভুজবন্ধনে ফিরে এস!

আমার বক্ষে ফিরিয়া এস, আমার চক্ষে ফিরিয়া এস,—

আমার শয়নে স্বপনে বসনে ভূষণে নিখিল ভুবনে এস!

আমার মুখের হাসিতে এস হে
আমার চোখের সলিলে এস,
আমার আদরে আমার ছলনে
আমার অভিমানে ফিরে এস!

আমার সর্ব্বস্মরণে এস আমার সর্ব্বভরমে এস—

আমার ধরম করম সোহাগ সরম জনম মরণে এস!

গাড়ি যখন একটি প্রাচীরবেষ্টিত উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া একটি দ্বিতল অট্টালিকার সম্মুখে থামিল তখন শশিভূষণের গান থামিল।

তিনি কোন প্রশ্ন না করিয়া ভৃত্যের নির্দ্দেশ ক্রমে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

যে ঘরে আসিয়া বসিলেন সে ঘরের চারিদিকেই বড় বড় কাঁচের আলমারীতে বিচিত্র বর্ণের বিচিত্র মলাটের সারি সারি বই সাজান। সেই দৃশ্য দেখিবামাত্র তাঁহার পুরাতন জীবন দ্বিতীয়বার কারামুক্ত হইয়া বাহির হইল। এই সোণার জলে অঙ্কিত নানা বর্ণে রঞ্জিত বইগুলি আনন্দলোকের মধ্যে প্রবেশ করিবার সুপরি-

চিত রত্নখচিত সিংহদ্বারের মত তাঁহার নিকটে প্রতিভাত হইল।

টেবিলের উপরেও কি কতকগুলি ছিল। শশিভূষণ তাঁহার ক্ষীণদৃষ্টি লইয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখিলেন, একখানি বিদীর্ণ শ্লেট, তাহার উপরে গুটিদুয়েক পুরাতন খাতা, একখানি ছিন্নপ্রায় ধারাপাত কথামালা এবং একখানি কাশিরাম দাসের মহাভারত।

শ্লেটের কাঠের ফ্রেমের উপর শশিভূষণের হস্তাক্ষরে কালী দিয়া খুব মোটা করিয়া লেখা—গিরিবালা দেবী। খাতা ও বহিগুলির উপরেও ঐ এক হস্তাক্ষরে এক নাম লিখিত।

শশিভূষণ কোথায় আসিয়াছেন বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার বক্ষের মধ্যে রক্তস্রোত তরঙ্গিত হইয়া উঠিল। মুক্তবাতায়ন দিয়া বাহিরে চাহিলেন—সেখানে কি চক্ষে পড়িল? সেই ক্ষুদ্র গরাদে দেওয়া ঘর, সেই অসমতল গ্রাম্যপথ—সেই ডুরে-কাপড়পরা ছোট মেয়েটি—এবং সেই আপনার শান্তিময় নিশ্চিন্ত নিভৃত জীবনযাত্রা।

সে দিনকার সেই সুখের জীবন কিছুই অসামান্য বা অত্যধিক নহে; দিনের পর দিন ক্ষুদ্র কাজে ক্ষুদ্র সুখে অজ্ঞাতসারে কাটিয়া যাইত, এবং তাঁহার নিজের অধ্যয়ন-কার্য্যের মধ্যে একটি বালিকা ছাত্রীর অধ্যাপন-কার্য্য তুচ্ছ ঘটনার মধ্যেই গণ্য ছিল; কিন্তু গ্রামপ্রান্তরে সেই নির্জ্জন দিনযাপন, সেই ক্ষুদ্র শান্তি, সেই ক্ষুদ্র সুখ, সেই ক্ষুদ্র বালিকার ক্ষুদ্র মুখখানি, সমস্তই যেন স্বর্গের মত দেশ কালের বহির্ভূত এবং আয়ত্তের অতীতরূপে কেবল আকাঙ্ক্ষারাজ্যের কল্পনাচ্ছায়ার মধ্যে বিরাজ করিতে লাগিল। সে দিনকার সেই সমস্ত ছবি এবং স্মৃতি আজিকার এই বর্ষাম্লান প্রভাতের আলোকের সহিত এবং মনের মধ্যে মৃদুগুঞ্জিত সেই কীর্ত্তনের গানের-সহিত জড়িত মিশ্রিত হইয়া এক প্রকার সঙ্গীতময় জ্যোতির্ম্ময় অপূর্ব্বরূপ ধারণ করিল। সেই জঙ্গলে বেষ্টিত কর্দ্দমাক্ত সঙ্কীর্ণ গ্রাম্যপথের মধ্যে সেই অনাদৃত ব্যথিত বালিকার অভিমান-মলিন মুখের শেষ স্মৃতিটি যেন বিধাতা-বিরচিত এক অসাধারণ আশ্চর্য্য অপরূপ, অতি গভীর, অতি বেদনাপরিপূর্ণ স্বর্গীয় চিত্রের মত তাঁহার মানসপটে প্রতিফলিত হইয়া উঠিল। তাহারই সঙ্গে কীর্ত্তনের করুণ সুর বাজিতে লাগিল, এবং মনে হইল যেন সেই পল্লিবালিকার মুখে সমস্ত বিশ্বহৃদয়ের এক অনির্ব্বচনীয় দুঃখ আপনার ছায়া নিক্ষেপ করিয়াছে। শশিভূষণ দুই বাহুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া সেই টেবিলের উপর সেই শ্লেট বহি খাতার উপর মুখ রাখিয়া অনেককাল পরে অনেক দিনের স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ পরে মৃদু শব্দে সচকিত হইয়া মুখ তুলিয়া দেখিলেন। তাঁহার সম্মুখে রূপার থালায় ফলমূল মিষ্টান্ন রাখিয়া গিরিবালা অদূরে দাঁড়াইয়া নীরবে অপেক্ষা করিতেছিল। তিনি মস্তক তুলিতেই নিরাভরণা শুভ্রবসনা বিধবা-বেশধারিণী গিরিবালা তাঁহাকে নতজানু হইয়া ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিল।

বিধবা উঠিয়া দাঁড়াইয়া যখন শীর্ণমুখ ম্লানবর্ণ ভগ্নশরীর শশিভূষণের দিকে সকরুণ স্নিগ্ধনেত্রে চাহিয়া দেখিল—তখন তাহার দুই চক্ষু ঝরিয়া দুই কপোল বাহিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল।

শশিভূষণ তাহাকে কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু ভাষা খুঁজিয়া পাইলেন না, নিরুদ্ধ অশ্রুবাষ্প তাঁহার বাক্যপথ সবলে অবরোধ করিল—কথা এবং অশ্রু উভয়েই নিরুপায় ভাবে হৃদয়ের মুখে কণ্ঠের দ্বারে

বদ্ধ হইয়া রহিল। সেই কীর্ত্তনের দল ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে করিতে অট্টালিকার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল এবং পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া গাহিতে লাগিল—

এস এস হে!

ত্যাগ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

ফাল্গুনের প্রথম পূর্ণিমায় আম্রমুকুলের গন্ধ লইয়া নব বসন্তের বাতাস বহিতেছে। পুষ্করিণীতীরের একটি পুরাতন লিচু গাছের ঘন পল্লবের মধ্য হইতে একটি নিদ্রাহীন অশ্রান্ত পাপিয়ার গান মুখুয্যেদের বাড়ির একটি নিদ্রাহীন শয়নগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। হেমন্ত কিছু চঞ্চল ভাবে কখন তার স্ত্রীর এক গুচ্ছ চুল খোঁপা হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া লইয়া আঙুলে জড়াইতেছে, কখন তাহার বালাতে চুড়িতে সংঘাত করিয়া ঠুং ঠুং শব্দ করিতেছে, কখন তাহার মাথার ফুলের মালাটা টানিয়া স্বস্থান চ্যুত করিয়া তাহার মুখের উপর আনিয়া ফেলিতেছে। সন্ধ্যাবেলাকার নিস্তব্ধ ফুলের গাছটিকে সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য বাতাস যেমন একবার এপাশ হইতে একবার ওপাশ হইতে একটু আধটু নাড়াচাড়া করিতে থাকে, হেমন্তের কতকটা সেই ভাব।

কিন্তু কুসুম সম্মুখের চন্দ্রালোকপ্লাবিত অসীম শূন্যের মধ্যে দুই নেত্রকে নিমগ্ন করিয়া দিয়া স্থির হইয়া বসিয়া আছে। স্বামীর চাঞ্চল্য তাহাকে স্পর্শ করিয়া প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছে। অবশেষে হেমন্ত কিছু অধীর ভাবে কুসুমের দুই হাত নাড়া দিয়া বলিল “কুসুম তুমি আছ কোথায়! তোমাকে যেন একটা মস্ত দুরবীণ কষিয়া বিস্তর ঠাহর করিয়া বিন্দুমাত্র দেখা যাইবে এমনি দূরে গিয়া পড়িয়াছ। আমার ইচ্ছা, তুমি আজ একটু কাছাকাছি এস। দেখ দেখি কেমন চমৎকার রাত্রি!”

কুসুম শূন্য হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া স্বামীর মুখের দিকে রাখিয়া কহিল—“এই জ্যোৎস্না রাত্রি এই বসন্তকাল সমস্ত এই মুহূর্ত্তে মিথ্যা হইয়া ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে এমন একটা মন্ত্র আমি জানি।”

হেমন্ত বলিল “যদি জান ত সেটা উচ্চারণ করিয়া কাজ নাই। বরং এমন যদি কোন মন্ত্র জানা থাকে যাহাতে সপ্তাহের মধ্যে তিনটে চারটে রবিবার আসে কিংবা রাত্রিটা বিকাল পাঁচটা সাড়ে পাঁচটা পর্য্যন্ত টিকিয়া যায়, ত তাহ' শুনিতে রাজি আছি।” বলিয়া কুসুমকে আর একটু টানিয়া লইতে চেষ্টা করিল। কুসুম সে আলিঙ্গনপাশে ধরা না দিয়া কহিল —“আমার মৃত্যুকালে তোমাকে যে কথাটা বলিব মনে করিয়াছিলাম আজ তাহা বলিতে ইচ্ছা করিতেছে। আজ মনে হইতেছে তুমি আমাকে যত শাস্তি দাও না কেন আমি বহন করিতে পারিব।”

শাস্তি সম্বন্ধে জয়দেব হইতে শ্লোক আওড়াইয়া হেমন্ত একটা রসিকতা করিবার উদ্যোগ করিতেছিল। এমন সময়ে শোনা গেল একটা ক্রুদ্ধ চটি জুতার চটাচট্ শব্দ নিকটবর্ত্তী হইতেছে। হেমন্তের পিতা হরিহর

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

মুখুয্যের পরিচিত পদশব্দ। হেমন্ত শশব্যস্ত হইয়া উঠিল।

হরিহর দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধ গর্জ্জনে কহিল "হেমন্ত, বৌকে এখনি বাড়ি হইতে দূর করিয়া দাও।" হেমন্ত স্ত্রীর মুখের দিকে চাহিল, স্ত্রী কিছুই বিস্ময় প্রকাশ করিল না, কেবল দুই হাতের মধ্যে কাতরে মুখ লুকাইয়া আপনার সমস্ত বল এবং ইচ্ছা দিয়া আপনাকে যেন লুপ্ত করিয়া দিতে চেষ্টা করিল। দক্ষিণে বাতাসে পাপিয়ার স্বর ঘরে প্রবেশ করিতে লাগিল, কাহারো কাণে গেল না। পৃথিবী এমন অসীম সুন্দর অথচ এত সহজেই সমস্ত বিকল হইয়া যায়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হেমন্ত বাহির হইতে ফিরিয়া আসিয়া স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিল "সত্য কি?"

স্ত্রী কহিল "সত্য।"

"এতদিন বল নাই কেন?"

"অনেক বার বলিতে চেষ্টা করিয়াছি বলিতে পারি নাই। আমি বড় পাপিষ্ঠা।"

"তবে আজ সমস্ত খুলিয়া বল।"

কুসুম গম্ভীর দৃঢ়স্বরে বলিয়া গেল—যেন অটল চরণে ধীর গতিতে আগুনের মধ্যে দিয়া চলিয়া গেল, কতখানি দগ্ধ হইতেছিল কেহ বুঝিতে পারিল না। সমস্ত শুনিয়া হেমন্ত উঠিয়া গেল।

কুসুম বুঝিল, যে স্বামী চলিয়া গেল, সে স্বামীকে আর ফিরিয়া পাইবে না। কিছু আশ্চর্য্য মনে হইল না; এ ঘটনাও যেন অন্যান্য দৈনিক ঘটনার মত অত্যন্ত সহজ ভাবে উপস্থিত হইল; মনের মধ্যে এমন একটা শুষ্ক অসাড়তার সঞ্চার হইয়াছে। কেবল পৃথিবীকে এবং ভালবাসাকে আগাগোড়া মিথ্যা এবং শূন্য বলিয়া মনে হইল। এমন কি, হেমন্তের সমস্ত অতীত ভালবাসার কথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত নীরস কঠিন নিরানন্দ হাসি একটা খরধার নিষ্ঠুর ছুরির মত তাহার মনের একধার হইতে আর একধার পর্য্যন্ত একটি দাগ রাখিয়া দিয়া গেল। বোধ করি সে ভাবিল, যে ভালবাসাকে এতখানি বলিয়া মনে হয়, এত আদর, এত গাঢ়তা, যাহার তিলমাত্র বিচ্ছেদ এমন মর্ম্মান্তিক, যাহার মুহূর্ত্তমাত্র মিলন এমন নিবিড়ানন্দময়; যাহাকে অসীম অনন্ত বলিয়া মনে হয়, জন্মজন্মান্তরেও যাহার অবসান কল্পনা করা যায় না—সেই ভালবাসা এই! এইটুকুর উপর নির্ভর! সমাজ যেমনি একটু আঘাত করিল অমনি অসীম ভালবাসা চূর্ণ হইয়া এক মুষ্টি ধূলি হইয়া গেল। হেমন্ত কম্পিতস্বরে এই কিছুপূর্ব্বে কাণের কাছে বলিতেছিল "চমৎকার রাত্রি!" সে রাত্রিত এখনও শেষ হয় নাই; এখনো সেই পাপিয়া ডাকিতেছে, দক্ষিণের বাতাস মশারি কাঁপাইয়া যাইতেছে, এবং জ্যোৎস্না সুখশ্রান্ত সুপ্ত সুন্দরীর মত বাতায়নবর্ত্তী পালঙ্কের এক প্রান্তে নিলীন হইয়া পড়িয়া আছে। সমস্তই মিথ্যা! ভালবাসা আমার অপেক্ষাও মিথ্যাবাদিনী মিথ্যাচারিণী।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রভাতেই অনিদ্রাশুষ্ক হেমন্ত পাগলের মত হইয়া প্যারিশঙ্কর ঘোষালের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল। প্যারিশঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল "কিহে বাপু, কি খবর।"

হেমন্ত মস্ত একটা আগুণের মত যেন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে জ্বলিতে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল "তুমি আমাদের জাতি নষ্ট করিয়াছ, সর্ব্বনাশ করিয়াছ—তোমাকে ইহার শাস্তি ভোগ করিতে হইবে"—বলিতে বলিতে তাহার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল।

প্যারিশঙ্কর ঈষৎ হাসিয়া কহিল "আর তোমরা আমার জাতি রক্ষা করিয়াছ আমার সমাজ রক্ষা করিয়াছ, আমার পিঠে হাত বুলাইয়া দিয়াছ! আমার প্রতি তোমাদের বড় যত্ন, বড় ভালবাসা।"

হেমন্তের ইচ্ছা হইল সেই মুহূর্ত্তেই প্যারিশঙ্করকে ব্রহ্মতেজে ভস্ম করিয়া দিতে কিন্তু সেই তেজে সে নিজেই জ্বলিতে লাগিল, প্যারিশঙ্কর দিব্য সুস্থ নিরাময় ভাবে বসিয়া রহিল।

হেমন্ত ভগ্নকণ্ঠে বলিল "আমি তোমার কি করিয়াছিলাম।"

প্যারিশঙ্কর কহিল "আমি জিজ্ঞাসা করি, আমার একটিমাত্র কন্যা ছাড়া আর সন্তান নাই, আমার সেই কন্যা তোমার বাপের কাছে কি অপরাধ করিয়াছিল! তুমি তখন ছোট ছিলে, তুমি হয়ত জান না—ঘটনাটা তবে মন দিয়া শোন। ব্যস্ত হইয়ো না, বাপু, ইহার মধ্যে বিস্তর কৌতুক আছে।

"আমার জামাতা নবকান্ত আমার কন্যার গহনা চুরি করিয়া যখন পালাইয়া বিলাতে গেল, তখন তুমি শিশু ছিলে। তাহার পর পাঁচ বৎসর বাদে সে যখন ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে ফিরিয়া আসিল তখন পাড়ায় যে একটা গোলমাল বাধিল তোমার বোধ করি কিছু কিছু মনে থাকিতে পারে। কিংবা তুমি না জানিতেও পার তুমি তখন কলিকাতার স্কুলে পড়িতে। তোমার বাপ গ্রামের দলপতি হইয়া বলিলেন—মেয়েকে যদি স্বামীগৃহে পাঠান অভিপ্রায় থাকে তবে সে মেয়েকে আর ঘরে লইতে পারিবে না। আমি তাঁহাকে হাতে পায়ে ধরিয়া বলিলাম, দাদা এ যাত্রা তুমি আমাকে রক্ষা কর। আমি ছেলেটিকে গোবর খাওয়াইয়া প্রায়শ্চিত্ত করাইতেছি তোমরা তাহাকে জাতে তুলিয়া লও। তোমার বাপ কিছুতেই রাজি হইলেন না, আমিও আমার একমাত্র মেয়েকে ত্যাগ করিতে পারিলাম না। জাত ছাড়িয়া দেশ ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া ঘর করিলাম। এখানে আসিয়াও আপদ মিটিল না। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রের যখন বিবাহের সমস্ত আয়োজন করিয়াছি—তোমার বাপ কন্যাকর্ত্তাদের উত্তেজিত করিয়া সে বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিলেন। আমি প্রতিজ্ঞা করিলাম যদি ইহার প্রতিশোধ না লই তবে আমি ব্রাহ্মণের ছেলে নহি।—এইবার কতকটা বুঝিতে পারিয়াছ—কিন্তু আর একটু সবুর কর—সমস্ত ঘটনাটি শুনিলে খুসী হইবে—ইহার মধ্যে একটু রস আছে।

"তুমি যখন কালেজে পড়িতে তোমার বাসার পাশেই বিপ্রদাস চাটুয্যের বাড়ি ছিল। বেচারা এখন মারা গিয়াছে। চাটুয্যে মহাশয়ের বাড়িতে কুসুম নামে একটি শৈশব-বিধবা অনাথা কায়স্থকন্যা আশ্রিতভাবে থাকিত। মেয়েটি বড় সুন্দরী—বুড়ো ব্রাহ্মণ কালেজের ছেলেদের দৃষ্টিপথ হইতে তাহাকে সম্বরণ করিয়া রাখিবার জন্য কিছু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বুড়ো মানুষকে ফাঁকি দেওয়া একটি মেয়ের পক্ষে কিছুই শক্ত নহে। মেয়েটি প্রায়ই কাপড় শুকাইতে দিতে ছাতে উঠিত এবং তোমারও বোধ করি ছাতে না উঠিলে পড়া মুখস্থ হইত না। পরস্পরের ছাত হইতে তোমাদের কোনরূপ কথা-

বার্ত্তা হইত কি না সে তোমরাই জান, কিন্তু মেয়েটির ভাবগতিক দেখিয়া বুড়ার মনেও সন্দেহ হইল। কারণ, কাজকর্ম্মে তাহার ক্রমিক ভুল হইতে দেখা গেল এবং তপস্বিনী গৌরীর মত দিন দিন সে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিতে লাগিল। এক এক দিন সন্ধ্যাবেলায় সে বুড়ার সম্মুখেই অকারণে অশ্রু সংবরণ করিতে পারিত না।

"অবশেষে বুড়া আবিষ্কার করিল ছাতে তোমাদের মধ্যে সময়ে অসময়ে নীরব দেখা সাক্ষাৎ চলিয়া থাকে—এমন কি কালেজ কামাই করিয়াও মধ্যাহ্নে চিলের ঘরের ছায়ায় ছাতের কোণে তুমি বই হাতে করিয়া বসিয়া থাকিতে; নির্জ্জন অধ্যয়নে সহসা তোমার এত উৎসাহ জন্মিয়াছিল। বিপ্রদাস যখন আমার কাছে পরামর্শ জানিতে আসিল আমি কহিলাম, খুড়ো, তুমি ত অনেক দিন হইতে কাশী যাইবার মানস করিয়াছ, মেয়েটিকে আমার কাছে রাখিয়া তীর্থবাস করিতে যাও আমি তাহার ভার লইতেছি।

"বিপ্রদাস তীর্থে গেল। আমি মেয়েটিকে শ্রীপতি চাটুয্যের বাসায় রাখিয়া তাহাকেই মেয়ের বাপ বলিয়া চালাইলাম। তাহার পর যাহা হইল তোমার জানা আছে। তোমার কাছে আগাগোড়া সব কথা খোলসা করিয়া বলিয়া বড় আনন্দ লাভ করিলাম। এ যেন একটি গল্পের মত। ইচ্ছা আছে সমস্তটি লিখিয়া একটি বই করিয়া ছাপাই। আমার লেখা আসে না। আমার ভাইপোটা শুনিতেছি একটু আধটু লেখে—তাহাকে দিয়া লেখাইবার মানস আছে। কিন্তু তোমাতে তাহাতে মিলিয়া লিখিলে সব চেয়ে ভাল হয়; কারণ, গল্পের উপসংহারটি আমার ভাল জানা নাই।"

হেমন্ত প্যারিশঙ্করের এই শেষ কথাগুলিতে বড় একটা কাণ না দিয়া কহিল "কুসুম এই বিবাহে কোন আপত্তি করে নাই?"

প্যারিশঙ্কর কহিল "আপত্তি ছিল কি না বোঝা ভারি শক্ত। জান ত, বাপু, মেয়েমানুষের মন; যখন 'না" বলে তখন 'হাঁ' বুঝিতে হয়। প্রথমে ত দিনকতক নূতন বাড়িতে আসিয়া তোমাকে না দেখিতে পাইয়া কেমন পাগলের মত হইয়া গেল। তুমিও দেখিলাম কোথা হইতে সন্ধান পাইয়াছ; প্রায়ই বই হাতে করিয়া কালেজে যাত্রা করিয়া তোমার পথ ভুল হইত—এবং শ্রীপতির বাসার সম্মুখে আসিয়া কি যেন খুঁজিয়া বেড়াইতে; ঠিক যে প্রেসিডেন্সি কালেজের রাস্তা খুজিতে তাহা বোধ হইত না, কারণ ভদ্রলোকের বাড়ির জানালার ভিতর দিয়া কেবল পতঙ্গ এবং উন্মাদ যুবকদের হৃদয়ের পথ ছিল মাত্র। দেখিয়া শুনিয়া আমার বড় দুঃখ হইল। দেখিলাম, তোমার পড়ার বড়ই ব্যাঘাত হইতেছে এবং মেয়েটির অবস্থাও সঙ্কটাপন্ন।

"একদিন কুসুমকে ডাকিয়া লইয়া কহিলাম —বাছা, আমি বুড়ামানুষ, আমার কাছে লজ্জা করিবার আবশ্যক নাই—তুমি যাহাকে মনে মনে প্রার্থনা কর আমি জানি। ছেলেটিও মাটি হইবার যো হইয়াছে। আমার ইচ্ছা তোমাদের মিলন হয়। শুনিবামাত্র কুসুম একেবারে বুক ফাটিয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং ছুটিয়া পালাইয়া গেল। এমনি করিয়া প্রায় মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলায় শ্রীপতির বাড়ি গিয়া কুসুমকে ডাকিয়া তোমার কথা পাড়িয়া ক্রমে তাহার লজ্জা ভাঙ্গিলাম। অবশেষে প্রতিদিন ক্রমিক আলোচনা করিয়া তাহাকে বুঝাইলাম যে, বিবাহ ব্যতীত পথ দেখি না। তাহা ছাড়া মিলনের আর কোন উপায় নাই। কুসুম কহিল কেমন করিয়া হইবে? আমি

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

কহিলাম, তোমাকে কুলীনের মেয়ে বলিয়া চালাইয়া দিব। অনেক তর্কের পর সে এ বিষয়ে তোমার মত জানিতে কহিল। আমি কহিলাম, ছেলেটা একে ক্ষেপিয়া যাইবার যো হইয়াছে, তাহাকে আবার এ সকল গোলমালের কথা বলিবার আবশ্যক কি? কাজটা বেশ নিরাপত্তে নিশ্চিন্তে নিষ্পন্ন হইয়া গেলেই সকল দিকে সুখের হইবে। বিশেষতঃ এ কথা যখন কখনও প্রকাশ হইবার কোন সম্ভাবনা নাই তখন বেচারাকে কেন গায়ে পড়িয়া চিরজীবনের মত অসুখী করা!—

"কুসুম বুঝিল, কি বুঝিল না আমি বুঝিতে পারিলাম না। কখন কাঁদে কখন চুপ করিয়া থাকে। অবশেষে আমি যখন বলি, তবে কাজ নাই, তখন আবার সে অস্থির হইয়া উঠে। এইরূপ অবস্থায় শ্রীপতিকে দিয়া তোমাকে বিবাহের প্রস্তাব পাঠাই। দেখিলাম সম্মতি দিতে তোমার তিলমাত্র বিলম্ব হইল না। তখন বিবাহের সমস্ত ঠিক হইল।

"বিবাহের অনতিপূর্ব্বে কুসুম এমনি বাঁকিয়া দাঁড়াইল তাহাকে আর কিছুতেই বাগাইতে পারি না। সে আমার হাতে পায়ে ধরে, বলে ইহাতে কাজ নাই জ্যাঠামশায়। আমি বলিলাম, কি সর্ব্বনাশ, সমস্ত স্থির হইয়া গেছে, এখন কি বলিয়া ফিরাইব!—কুসুম বলে তুমি রাষ্ট্র করিয়া দাও আমার হঠাৎ মৃত্যু হইয়াছে, আমাকে এখান হইতে কোথাও পাঠাইয়া দাও!—আমি বলিলাম তাহা হইলে ছেলেটির দশা কি হইবে! তাহার বহুদিনের আশা কালপূর্ণ হইবে বলিয়া সে স্বর্গে চড়িয়া বসিয়াছে, আজ আমি হঠাৎ তাহাকে তোমার মৃত্যুসংবাদ পাঠাইব! আবার তাহার পরদিন তোমাকে তাহার মৃত্যুসংবাদ পাঠাইতে হইবে, এবং সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় আমার কাছে তোমার মৃত্যুসংবাদ আসিবে। আমি কি এই বুড়া বয়সে স্ত্রীহত্যা ব্রহ্মহত্যা করিতে বসিয়াছি!

"তাহার পর শুভলগ্নে শুভবিবাহ সম্পন্ন হইল—আমি আমার একটা কর্ত্তব্যদায় হইতে অব্যাহতি পাইয়া বাঁচিলাম। তাহার পর কি হইল তুমি জান।"

হেমন্ত কহিলেন "আমাদের যাহা করিবার তাহা ত করিলেন আবার কথাটা প্রকাশ করিলেন কেন?"

প্যারিশঙ্কর কহিলেন "দেখিলাম তোমার ছোট ভগ্নীর বিবাহের সমস্ত স্থির হইয়া গেছে তখন মনে মনে ভাবিলাম, একটা ব্রাহ্মণের জাত মারিয়াছি কিন্তু সে কেবল কর্ত্তব্যবোধে। আবার আর একটা ব্রাহ্মণের জাত মারা পড়ে, আমার কর্ত্তব্য এটা নিবারণ করা। তাই তাহাদের চিঠি লিখিয়া দিলাম। বলিলাম, হেমন্ত যে শূদ্রের কন্যা বিবাহ করিয়াছে তাহার প্রমাণ আছে।"

হেমন্ত বহুকষ্টে ধৈর্য্য সম্বরণ করিয়া কহিল "এই যে মেয়েটিকে আমি পরিত্যাগ করিব, ইহার দশা কি হইবে? আপনি ইহাকে আশ্রয় দিবেন?"

প্যারিশঙ্কর কহিলেন "আমার যাহা কাজ তাহা আমি করিয়াছি, এখন পরের পরিত্যক্ত স্ত্রীকে পোষণ করা আমার কর্ম্ম নহে। ওরে হেমন্ত বাবুর জন্য বরফ দিয়া এক গ্লাস ডাবের জল লইয়া আয়, আর পান আনিস্!"

হেমন্ত এই সুশীতল আতিথ্যের জন্য অপেক্ষা না করিয়া চলিয়া গেল।

Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চমী। অন্ধকার রাত্রি। পাখী ডাকিতেছে না। পুষ্করিণীর ধারের লিচু গাছটি কালো চিত্রপটের উপর গাঢ়তর কালির দাগের মত লেপিয়া গেছে। কেবল দাক্ষিণের বাতাস এই অন্ধকারে অন্ধভাবে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, যেন তাহাকে "নিশি"তে পাইয়াছে। আর আকাশের তারা নির্নিমেষ সতর্ক নেত্রে প্রাণপণে অন্ধকার ভেদ করিয়া কি একটা রহস্য আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত আছে।

শয়নগৃহে দীপ জ্বালা হয় নাই। হেমন্ত বাতায়নের কাছে খাটের উপরে বসিয়া সম্মুখের অন্ধকারের দিকে চাহিয়া আছে। কুসুম ভূমিতলে দুই হাতে তাহার পা জড়াইয়া পায়ের উপর মুখ রাখিয়া পড়িয়া আছে। সময় যেন স্তম্ভিত সমুদ্রের মত স্থির হইয়া আছে। যেন অনন্ত নিশিথিনীর উপর অদৃষ্ট চিত্রকর এই একটি চিরস্থায়ী ছবি আঁকিয়া রাখিয়াছে—চারিদিকে প্রলয়, মাঝখানে একটি বিচারক, এবং তাহার পায়ের কাছে একটি অপরাধিনী।

আবার চটিজুতার শব্দ হইল। হরিহর মুখুয্যে দ্বারের কাছে আসিয়া বলিলেন—"অনেকক্ষণ হইয়া গিয়াছে আর সময় দিতে পারি না। মেয়েটাকে ঘর হইতে দুর করিয়া দাও !"

কুসুম এই স্বর শুনিবামাত্র একবার মুহূর্ত্তের মত চিরজীবনের সাধ মিটাইয়া হেমন্তের দুই পা দ্বিগুণতর আবেগে চাপিয়া ধরিল—চরণ চুম্বন করিয়া পায়ের ধুলা মাথায় লইয়া পা ছাড়িয়া দিল।

হেমন্ত উঠিয়া গিয়া পিতাকে বলিল—"আমি স্ত্রীকে ত্যাগ করিব না।"

হরিহর গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিল—"জাত খোয়াইবি ?"

হেমন্ত কহিল "আমি জাত মানি না।"

"তবে তুইসুদ্ধ দুর হইয়া যা।"

—

মহামায়া।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

মহামায়া এবং রাজীবলোচন উভয়ে নদীর ধারে একটা ভাঙ্গা মন্দিরে সাক্ষাৎ করিল।

মহামায়া কোন কথা না বলিয়া তাহার স্বাভাবিক গম্ভীর দৃষ্টি ঈষৎ ভর্ৎসনার ভাবে রাজীবের প্রতি নিক্ষেপ করিল। তাহার মর্ম্ম এই, তুমি কি সাহসে আজ অসময়ে আমাকে এখানে আহ্বান করিয়া আনিয়াছ ? আমি এপর্য্যন্ত তোমার সকল কথা শুনিয়া আসিতেছি বলিয়াই তোমার এতদুর স্পর্দ্ধা বাড়িয়া উঠিয়াছে ?

রাজীব একে মহামায়াকে বরাবর ঈষৎ ভয় করিয়া চলে তাহাতে এই দৃষ্টিপাতে তাহাকে ভারি বিচলিত করিয়া দিল—দুটা কথা গুছাইয়া বলিবে মনে করিয়াছিল, সে আশায় তৎক্ষণাৎ জলাঞ্জলি দিতে হইল। অথচ অবিলম্বে এই মিলনের একটা কোন কিছু কারণ না দেখাইলেও চলে না, তাই দ্রুত বলিয়া ফেলিল—"আমি প্রস্তাব করিতেছি, এখান হইতে পালা-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b3023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ইয়া গিয়া আমরা দুজনে বিবাহ করি।”—রাজীবের যে কথাটা বলিবার উদ্দেশ্য ছিল সে কথাটা ঠিক বলা হইল বটে, কিন্তু যে ভূমিকাটি মনে মনে স্থির করিয়া আসিয়াছিল তাহার কিছুই হইল না। কথাটা নিতান্ত নীরস নিরলঙ্কার, এমন কি, অদ্ভুত শুনিতে হইল। নিজে বলিয়া নিজে থতমত খাইয়া গেল—আরও দুটো পাঁচটা কথা জুড়িয়া ওটাকে যে বেশ একটু নরম করিয়া আনিবে তাহার সামর্থ্য রহিল না। ভাঙ্গা মন্দিরে নদীর ধারে এই মধ্যাহ্নকালে মহামায়াকে ডাকিয়া আনিয়া নির্ব্বোধ লোকটা শুদ্ধ কেবল বলিল, চল আমরা বিবাহ করিগে!

মহামায়া কুলীনের ঘরের কুমারী। বয়স চব্বিশ বৎসর। যেমন পরিপূর্ণ বয়স, তেমনি পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য। যেন শরৎকালের রৌদ্রের মত কাঁচা সোণার প্রতিমা—সেই রৌদ্রের মতই দীপ্ত এবং নীরব এবং তাহার দৃষ্টি দিবালোকের ন্যায় উন্মুক্ত এবং নির্ভীক।

তাহার বাপ নাই; বড় ভাই আছেন—তাঁহার নাম ভবানীচরণ চট্টোপাধ্যায়। ভাই-বোন প্রায় এক প্রকৃতির লোক—মুখে কথাটি নাই কিন্তু এমনি একটা তেজ আছে যে, দিবা দ্বিপ্রহরের মত নিঃশব্দে দহন করে। লোকে ভবানীচরণকে অকারণে ভয় করিত।

রাজীব লোকটা বিদেশী। এখানকার রেশমের কুঠির বড় সাহেব তাহাকে নিজের সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। রাজীবের বাপ এই সাহেবের কর্ম্মচারী ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইলে সাহেব তাঁহার অল্পবয়স্ক পুত্রের ভরণ-পোষণের ভার নিজে লইয়া তাহাকে বাল্যাবস্থায় এই বামনহাটীর কুঠিতে লইয়া আসেন। আমি যে প্রাচীনকালের কথা বলিতেছি তখনকার সাহেবদের মধ্যে এরূপ সহৃদয়তা প্রায় দেখা যাইত। বালকের সঙ্গে কেবল তাহার স্নেহশীলা পিসি ছিলেন। ইঁহারা ভবানীচরণের প্রতিবেশীরূপে বাস করিতেন। মহামায়া রাজীবের বাল্যসঙ্গিনী ছিল এবং রাজীবের পিসির সহিত মহামায়ার সুদৃঢ় স্নেহবন্ধন ছিল।

রাজীবের বয়স ক্রমে ক্রমে ষোল, সতের, আঠারো, এমন কি, উনিশ হইয়া উঠিল, তথাপি পিসির বিস্তর অনুরোধসত্ত্বেও সে বিবাহ করিতে চায় না। সাহেব বাঙ্গালীর ছেলের এরূপ অসামান্য সুবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া ভারি খুসি হইলেন; মনে করিলেন, ছেলেটি তাঁহাকেই আপনার জীবনের আদর্শস্থল করিয়াছে। সাহেব অবিবাহিত ছিলেন। ইতিমধ্যে পিসিরও মৃত্যু হইল।

এদিকে সাধ্যাতীত ব্যয় ব্যতীত মহামায়ার জন্যও অনুরূপ কুলসম্পন্ন পাত্র জোটে না। তাহারও কুমারী-বয়স ক্রমে বাড়িতে লাগিল।

পাঠকদিগকে বলা বাহুল্য যে, পরিণয়বন্ধন যে দেবতার কার্য্য তিনি যদিও এই নরনারী-যুগলের প্রতি এ যাবৎ বিশেষ অমনোযোগ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু প্রণয়বন্ধনের ভার যাঁহার প্রতি তিনি এতদিন সময় নষ্ট করেন নাই। বৃদ্ধ প্রজাপতি যখন ঢুলিতেছিলেন, যুবক কন্দর্প তখন সম্পূর্ণ সজাগ অবস্থায় ছিলেন।

ভগবান্ কন্দর্পের প্রভাব ভিন্ন লোকের উপর ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়। রাজীব তাঁহার প্ররোচনায় দুটো চারটে মনের কথা বলিবার অবসর খুঁজিয়া বেড়ায়, মহামায়া তাহাকে সে অবসর দেয় না—তাহার নিস্তব্ধ গম্ভীর দৃষ্টি রাজীবের ব্যাকুল হৃদয়ে একটা ভীতির সঞ্চার করিয়া দেয়।

আজ শতবার মাথার দিব্য দিয়া রাজীব মহামায়াকে এই ভাঙ্গা মন্দিরে আনিতে কৃত-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

কার্য্য হইয়াছে। তাই মনে করিয়াছিল, যত কিছু বলিবার আছে আজ সব বলিয়া লইবে, তাহার পরে, হয়, আমরণ সুখ, নয়, আজীবন মৃত্যু। জীবনের এমন একটা সঙ্কটের দিনে রাজীব কেবল কহিল—"চল, তবে বিবাহ করা যাউক্!" এবং তার পরে বিস্মৃতপাঠ ছাত্রের মত থতমত খাইয়া চুপ করিয়া রহিল।

রাজীব যে এরূপ প্রস্তাব করিবে মহামায়া যেন আশা করে নাই। অনেকক্ষণ তাই নীরব হইয়া রহিল।

মধ্যাহ্নকালের অনেকগুলি অনির্দ্দিষ্ট করুণ-ধ্বনি আছে, সেইগুলি এই নিস্তব্ধতায় ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। বাতাসে মন্দিরের অর্দ্ধসংলগ্ন ভাঙ্গা কপাট এক একবার অত্যন্ত মৃদুমন্দ আর্ত্তস্বর সহকারে ধীরে ধীরে খুলিতে এবং বন্ধ হইতে লাগিল; মন্দিরের গবাক্ষে বসিয়া পায়রা বকম্-বকম্ করিয়া ডাকে, বাহিরে শিমুল-গাছের শাখায় বসিয়া কাঠঠোক্‌রা একঘেয়ে ঠক্‌ঠক্ শব্দ করে, শুষ্ক পত্ররাশির মধ্য দিয়া গিরগিটি সর্‌সর্ শব্দে ছুটিয়া যায়, হঠাৎ একটা উষ্ণবাতাস মাঠের দিক হইতে আসিয়া সমস্ত গাছের পাতার মধ্যে ঝর্‌ঝর্ করিয়া উঠে, এবং হঠাৎ নদীর জল জাগিয়া উঠিয়া ভাঙ্গা ঘাটের সোপানের উপর ছলাৎছলাৎ করিয়া আঘাত করিতে থাকে। এইসমস্ত আকস্মিক অলস শব্দের মধ্যে বহুদূর তরুতল হইতে একটি রাখালের বাঁশিতে মেঠো সুর বাজিতেছে। রাজীব মহামায়ার মুখের দিকে চাহিতে সাহসী না হইয়া মন্দিরের ভিত্তির উপর ঠেস্ দিয়া দাঁড়াইয়া একপ্রকার শ্রান্ত স্বপ্নাবিষ্টের মত নদীর দিকে চাহিয়া আছে।

কিছুক্ষণ পরে মুখ ফিরাইয়া লইয়া রাজীব আর একবার ভিক্ষুকভাবে মহামায়ার মুখের দিকে চাহিল। মহামায়া মাথা নাড়িয়া কহিল—"না, সে হইতে পারে না।"

মহামায়ার মাথা যেমনি নড়িল, রাজীবের আশাও অমনি ভূমিসাৎ হইয়া গেল। কারণ, রাজীব সম্পূর্ণ জানিত মহামায়ার মাথা মহামায়ার নিজের নিয়মানুসারেই নড়ে, আর কাহারও সাধ্য নাই তাহাকে আপন মতে বিচলিত করে। প্রবল কুলাভিমান মহামায়ার বংশে কতকাল হইতে প্রবাহিত হইতেছে—সে কি কখনো রাজীবের মত বংশজ ব্রাহ্মণকে বিবাহ করিতে সম্মত হইতে পারে! ভালবাসা এক এবং বিবাহ করা আর। যাহা হউক, মহামায়া বুঝিতে পারিল তাহার নিজের বিবেচনা-হীন ব্যবহারেই রাজীবের এতদূর স্পর্দ্ধা বাড়িয়াছে; তৎক্ষণাৎ সে মন্দির ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল।

রাজীব অবস্থা বুঝিয়া তাড়াতাড়ি কহিল—"আমি কালই এদেশ হইতে চলিয়া যাইতেছি।"

মহামায়া প্রথমে মনে করিয়াছিল যে, ভাবটা দেখাইবে—সে খবরে আমার কি আবশ্যক! কিন্তু পারিল না। পা তুলিতে গিয়া পা উঠিল না—শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল "কেন?"

রাজীব কহিল, আমার সাহেব এখান হইতে সোণাপুরের কুঠিতে বদ্‌লি হইতেছেন, আমাকে সঙ্গে লইয়া যাইতেছেন।

মহামায়া আবার অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। ভাবিয়া দেখিল দুই জনের জীবনের গতি দুই দিকে—একটা মানুষকে চিরদিন নজরবন্দী করিয়া রাখা যায় না। তাই চাপা ঠোঁট ঈষৎ খুলিয়া কহিল—"আচ্ছা!" সেটা কতকটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের মত শুনাইল।

কেবল এই কথাটুকু বলিয়া মহামায়া পুনশ্চ

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

গমনোদ্যত হইতেছে—এমন সময় রাজীব চমকিয়া উঠিয়া কহিল—"চাটুয্যে মহাশয়!"

মহামায়া দেখিল, ভবানীচরণ মন্দিরের অভিমুখে আসিতেছে, বুঝিল তাহাদের সন্ধান পাইয়াছে। রাজীব মহামায়ার বিপদের সম্ভাবনা দেখিয়া মন্দিরের ভগ্নভিত্তি দিয়া লাফাইয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিল। মহামায়া সবলে তাহার হাত ধরিয়া আটক করিয়া রাখিল। ভবানীচরণ মন্দিরে প্রবেশ করিলেন—কেবল একবার নীরবে নিস্তব্ধভাবে উভয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন!

মহামায়া রাজীবের দিকে চাহিয়া অবিচলিত ভাবে কহিল, "রাজীব, তোমার ঘরেই আমি যাইব। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিও।"

ভবানীচরণ নিঃশব্দে মন্দির হইতে বাহির হইলেন, মহামায়াও নিঃশব্দে তাঁহার অনুগমন করিল—আর রাজীব হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল—যেন তাহার ফাঁসির হুকুম হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

সেই রাত্রেই ভবানীচরণ একখানা লাল চেলি আনিয়া মহামায়াকে বলিলেন—এইটে পরিয়া আইস।

মহামায়া পরিয়া আসিল। তাহার পর বলিলেন, "আমার সঙ্গে চল।"

ভবানীচরণের আদেশ, এমন কি, সঙ্কেতও কেহ কখন অমান্য করে নাই। মহামায়াও না।

সেই রাত্রে উভয়ে নদীতীরে শ্মশান অভিমুখে চলিলেন। শ্মশান বাড়ি হইতে অধিক দূর নহে। সেখানে গঙ্গাযাত্রীর ঘরে একটি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করিয়াছিল। তাহারই শয্যাপার্শ্বে উভয়ে গিয়া দাঁড়াইলেন। ঘরের এক কোণে পুরোহিত ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিল, ভবানীচরণ তাহাকে ইঙ্গিত করিলেন। সে অবিলম্বে শুভানুষ্ঠানের আয়োজন করিয়া লইয়া প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইল; মহামায়া বুঝিল এই মুমূর্ষুর সহিত তাহার বিবাহ। সে আপত্তির লেশমাত্র প্রকাশ করিল না। দুইটি অদূরবর্ত্তী চিতার আলোকে অন্ধকারপ্রায় গৃহে মৃত্যুযন্ত্রণার আর্ত্তধ্বনির সহিত অস্পষ্ট মন্ত্রোচ্চারণ মিশ্রিত করিয়া মহামায়ার বিবাহ হইয়া গেল।

যে দিন বিবাহ তাহার পরদিনই মহামায়া বিধবা হইল। এই দুর্ঘটনায় বিধবা অতিমাত্র শোক অনুভব করিল না—এবং রাজীবও মহামায়ার অকস্মাৎ বিবাহসংবাদে যেরূপ বজ্রাহত হইয়াছিল, বৈধব্যসংবাদে সেরূপ হইল না। এমন কি, কিঞ্চিৎ প্রফুল্ল বোধ করিতে লাগিল। কিন্তু সে ভাব অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। দ্বিতীয় আর একটা বজ্রাঘাতে রাজীবকে একবারে ভূপাতিত করিয়া ফেলিল। সে সংবাদ পাইল, শ্মশানে আজ ভারি ধূম। মহামায়া সহমৃতা হইতেছে।

প্রথমেই সে ভাবিল, সাহেবকে সংবাদ দিয়া তাঁহার সাহায্যে এই নিদারুণ ব্যাপার বলপূর্ব্বক রহিত করিবে। তাহার পরে মনে পড়িল, সাহেব আজই বদ্‌লি হইয়া সোণাপুরে রওনা হইয়াছে—রাজীবকেও সঙ্গে লইতে চাহিয়াছিল কিন্তু রাজীব একমাসের ছুটি লইয়া থাকিয়া গেছে।

মহামায়া তাহাকে বলিয়াছে "তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিও।" সে কথা সে কিছুতেই লঙ্ঘন করিতে পারে না। আপাততঃ একমাসের ছুটি লইয়াছে, আবশ্যক হইলে দুই মাস, ক্রমে তিন মাস এবং অবশেষে সাহেবের কর্ম্ম

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ছাড়িয়া দিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া খাইবে, তবু চিরজীবন অপেক্ষা করিতে ছাড়িবে না।

রাজীব যখন পাগলের মত ছুটিয়া হয় আত্মহত্যা, নয় একটা কিছু করিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় সন্ধ্যাকালে মুষলধারায় বৃষ্টির সহিত একটা প্রলয়-ঝড় উপস্থিত হইল। এম্‌নি ঝড় যে, রাজীবের মনে হইল বাড়ি মাথার উপর ভাঙ্গিয়া পড়িবে। যখন দেখিল, বাহ্যপ্রকৃতিতেও তাহার অন্তরের অনুরূপ একটা মহাবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে, তখন সে যেন কতকটা শান্ত হইল। তাহার মনে হইল, সমস্ত প্রকৃতি তাহার হইয়া একটা কোনরূপ প্রতিবিধান করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সে নিজে যতটা শক্তিপ্রয়োগ করিতে ইচ্ছা করিত মাত্র কিন্তু পারিত না, প্রকৃতি আকাশ-পাতাল জুড়িয়া ততটা শক্তিপ্রয়োগ করিয়া কাজ করিতেছে।

এমন সময়ে বাহির হইতে সবলে কে দ্বার ঠেলিল। রাজীব তাড়াতাড়ি খুলিয়া দিল। ঘরের মধ্যে আর্দ্রবস্ত্রে একটি স্ত্রীলোক প্রবেশ করিল, তাহার মাথায় সমস্ত মুখ ঢাকিয়া ঘোম্‌টা। রাজীব তৎক্ষণাৎ চিনিতে পারিল, সে মহামায়া।

উচ্ছ্বসিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিল—"মহামায়া, তুমি চিতা হইতে উঠিয়া আসিয়াছ ?"

মহামায়া কহিল "হাঁ! আমি তোমার কাছে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, তোমার ঘরে আসিব। সেই অঙ্গীকার পালন করিতে আসিয়াছি। কিন্তু রাজীব, আমি ঠিক সে আমি নাই, আমার সমস্ত পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। কেবল আমি মনে মনে সেই মহামায়া আছি। এখনো বল, এখনো আমার চিতায় ফিরিয়া যাইতে পারিব। আর যদি প্রতিজ্ঞা কর কখনো আমার ঘোম্‌টা খুলিবে না, আমার মুখ দেখিবে না—তবে আমি তোমার ঘরে থাকিতে পারি।"

মৃত্যুর হাত হইতে ফিরিয়া পাওয়াই যথেষ্ট, তখন আর সমস্তই তুচ্ছজ্ঞান হয়। রাজীব তাড়াতাড়ি কহিল "তুমি যেমন ইচ্ছা তেমনি করিয়া থাকিও—আমাকে ছাড়িয়া গেলে আর আমি বাঁচিব না।"

মহামায়া কহিল "তবে এখনি চল—তোমার সাহেব যেখানে বদ্‌লি হইয়াছে সেইখানে যাই।"

ঘরে যাহা কিছু ছিল সমস্ত ফেলিয়া রাজীব মহামায়াকে লইয়া সেই ঝড়ের মধ্যে বাহির হইল। এমনি ঝড় যে দাঁড়ান কঠিন—ঝড়ের বেগে কঙ্কর উড়িয়া আসিয়া ছিটাগুলির মত গায়ে বিঁধিতে লাগিল। মাথার উপরে গাছ ভাঙ্গিয়া পড়িবার ভয়ে পথ ছাড়িয়া উভয়ে খোলা মাঠ দিয়া চলিতে লাগিল। বায়ুর বেগ পশ্চাৎ হইতে আঘাত করিল। যেন ঝড়ে লোকালয় হইতে দুইটা মানুষকে ছিন্ন করিয়া প্রলয়ের দিকে উড়াইয়া লইয়া চলিয়াছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

গল্পটা পাঠকেরা নিতান্ত অমূলক অথবা অলৌকিক মনে করিবেন না। যখন সহমরণ-প্রথা প্রচলিত ছিল, তখন এমন ঘটনা কদাচিৎ মাঝে মাঝে ঘটিতে শুনা গিয়াছে।

মহামায়ার হাত পা বাঁধিয়া তাহাকে চিতায় সমর্পণ করিয়া যথাসময়ে অগ্নিপ্রয়োগ করা হইয়াছিল। অগ্নিও ধূ ধূ করিয়া ধরিয়া উঠিয়াছে, এমন সময়ে প্রচণ্ড ঝড় ও মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। যাহারা দাহ করিতে আসিয়াছিল তাহারা তাড়াতাড়ি গঙ্গাযাত্রীর

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ঘরে আশ্রয় লইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। বৃষ্টিতে চিতানল নিবিতে বিলম্ব হইল না। ইতিমধ্যে মহামায়ার হাতের বন্ধন ভস্ম হইয়া তাহার হাত দুটি মুক্ত হইয়াছে। অসহ্য দাহযন্ত্রণায় একটিমাত্র কথা না কহিয়া মহামায়া উঠিয়া বসিয়া পায়ের বন্ধন খুলিল। তাহার পর, স্থানে স্থানে দগ্ধ বস্ত্রখণ্ড গাত্রে জড়াইয়া উলঙ্গপ্রায় মহামায়া চিতা হইতে উঠিয়া প্রথমে আপনার ঘরে ফিরিয়া আসিল। গৃহে কেহই ছিল না, সকলেই শ্মশানে। প্রদীপ জ্বালিয়া একখানি কাপড় পরিয়া মহামায়া একবার দর্পণে মুখ দেখিল। দর্পণ ভূমিতে আছাড়িয়া ফেলিয়া একবার কি ভাবিল। তাহার পর মুখের উপর দীর্ঘ ঘোম্‌টা টানিয়া অদূরবর্ত্তী রাজীবের বাড়ি গেল। তাহার পর কি ঘটিল পাঠকের অগোচর নাই।

মহামায়া এখন রাজীবের ঘরে, কিন্তু রাজীবের জীবনে সুখ নাই। অধিক নহে, উভয়ের মধ্যে কেবল একখানি মাত্র ঘোম্‌টার ব্যবধান। কিন্তু সেই ঘোম্‌টাটুকু মৃত্যুর-ন্যায় চিরস্থায়ী, অথচ মৃত্যুর অপেক্ষা যন্ত্রণাদায়ক। কারণ নৈরাশ্যে মৃত্যুর বিচ্ছেদ-বেদনাকে কালক্রমে অসাড় করিয়া ফেলে, কিন্তু এই ঘোম্‌টার বিচ্ছেদটুকুর মধ্যে একটি জীবন্ত আশা প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত্তেই পীড়িত হইতেছে।

একে মহামায়ার চিরকালই একটা নিস্তব্ধ নীরব ভাব আছে, তাহাতে এই ঘোম্‌টার ভিতরকার নিস্তব্ধতা দ্বিগুণ দুঃসহ বোধ হয়। সে যেন একটা মৃত্যুর মধ্যে আবৃত হইয়া বাস করিতেছে। এই নিস্তব্ধ মৃত্যু রাজীবের জীবনকে আলিঙ্গন করিয়া প্রতিদিন যেন বিশীর্ণ করিতে লাগিল। রাজীব পূর্ব্বে যে মহামায়াকে জানিত তাহাকেও হারাইল এবং তাহার সেই আশৈশব সুন্দর স্মৃতিকে যে আপনার সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিবে, এই ঘোম্‌টাচ্ছন্ন মূর্ত্তি চিরদিন পার্শ্বে থাকিয়া নীরবে তাহাতেও বাধা দিতে লাগিল। রাজীব ভাবিত, মানুষে মানুষে স্বভাবতই যথেষ্ট ব্যবধান আছে—বিশেষতঃ মহামায়া পুরাণ-বর্ণিত কর্ণের মত সহজ কবচধারী—সে আপনার স্বভাবের চারিদিকে একটা আবরণ লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহার পর মাঝে আবার যেন আর একবার জন্মগ্রহণ করিয়া আবার আরো একটা আবরণ লইয়া আসিয়াছে, অহরহ পার্শ্বে থাকিয়াও সে এত দূরে চলিয়া গিয়াছে যে, রাজীব যেন আর তাহার নাগাল পায় না—কেবল একটা মায়াগণ্ডীর বাহিরে বসিয়া অতৃপ্ত তৃষিত হৃদয়ে এই সূক্ষ্ম অথচ অটল রহস্য ভেদ করিবার চেষ্টা করিতেছে—নক্ষত্র যেমন প্রতিরাত্রি নিদ্রাহীন নির্নিমেষ নতনেত্রে অন্ধকার নিশীথিনীকে ভেদ করিবার প্রয়াসে নিষ্ফলে নিশিযাপন করে।

এমনি করিয়া এই দুই সঙ্গীহীন একক প্রাণী কতকাল একত্র যাপন করিল।

একদিন বর্ষাকালে শুক্লপক্ষ দশমীর রাত্রে প্রথম মেঘ কাটিয়া চাঁদ দেখা দিল। নিস্পন্দ জ্যোৎস্না-রাত্রি সুপ্ত পৃথিবীর শিয়রে জাগিয়া বসিয়া রহিল। সে রাত্রে নিদ্রাত্যাগ করিয়া রাজীবও আপনার জানালায় বসিয়া ছিল। গ্রীষ্মক্লিষ্ট বন হইতে একটা গন্ধ এবং ঝিল্লির শ্রান্তরব তাহার ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিতেছিল। রাজীব দেখিতেছিল অন্ধকার তরুশ্রেণীর প্রান্তে শান্ত সরোবর একখানি মার্জ্জিত রূপার পাতের মত ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। মানুষ এ রকম সময় স্পষ্ট একটা কোন কথা ভাবে কি না বলা শক্ত। কেবল তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ একটা কোন দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে—বনের মত একটা গন্ধোচ্ছ্বাস দেয়, রাত্রির মত একটা ঝিল্লিধ্বনি করে। রাজীব

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

কি ভাবিল জানি না, কিন্তু তাহার মনে হইল আজ যেন সমস্ত পূর্ব্ব নিয়ম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আজ বর্ষারাত্রি তাহার মেঘাবরণ খুলিয়া ফেলিয়াছে এবং আজিকার এই নিশীথিনীকে সেকালের সেই মহামায়ার মত নিস্তব্ধ সুন্দর এবং সুগম্ভীর দেখাইতেছে। তাহার সমস্ত অস্তিত্ব সেই মহামায়ার দিকে একযোগে ধাবিত হইল।

স্বপ্নচালিতের মত উঠিয়া রাজীব মহামায়ার শয়ন-মন্দিরে প্রবেশ করিল। মহামায়া তখন ঘুমাইতেছিল।

রাজীব কাছে গিয়া দাঁড়াইল—মুখ নত করিয়া দেখিল—মহামায়ার মুখের উপর জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু হায়, এ কি! সে চিরপরিচিত মুখ কোথায়! চিতানলশিখা তাহার নিষ্ঠুর লেলিহান রসনায় মহামায়ার বামগণ্ড হইতে কিয়দংশ সৌন্দর্য্য একেবারে লেহন করিয়া লইয়া আপনার ক্ষুধার চিহ্ন রাখিয়া গেছে।

বোধ করি রাজীব চমকিয়া উঠিয়াছিল, বোধ করি একটা অব্যক্ত ধ্বনিও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া থাকিবে। মহামায়া চমকিয়া জাগিয়া উঠিল—দেখিল সম্মুখে রাজীব। তৎক্ষণাৎ ঘোম্‌টা টানিয়া শয্যা ছাড়িয়া একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাজীব বুঝিল এই বার বজ্র উদ্যত হইয়াছে। ভূমিতে পড়িল—পায়ে ধরিয়া কহিল, "আমাকে ক্ষমা কর।"

মহামায়া একটি উত্তরমাত্র না করিয়া মুহূর্ত্তের জন্য পশ্চাতে না ফিরিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। রাজীবের ঘরে আর সে প্রবেশ করিল না। কোথাও তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না। সেই ক্ষমাহীন চিরবিদায়ের নীরব ক্রোধানল রাজীবের সমস্ত ইহজীবনে একটি সুদীর্ঘ দগ্ধচিহ্ন রাখিয়া দিয়া গেল।

অধ্যাপক।

কালেজে আমার সহপাঠী সম্প্রদায়ের মধ্যে আমার একটু বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। সকলেই আমাকে সকল বিষয়েই সমজদার বলিয়া মনে করিত।

ইহার প্রধান কারণ—ভুল হউক আর ঠিক হউক সকল বিষয়েই আমার একটা মতামত ছিল। অধিকাংশ লোকেই হাঁ এবং না জোর করিয়া বলিতে পারে না আমি সেটা খুব বলিতাম।

কেবল যে আমি মতামত লইয়া ছিলাম তাহা নহে, নিজেও রচনা করিতাম; বক্তৃতা দিতাম, কবিতা লিখিতাম, সমালোচনা করিতাম—এবং সর্ব্বপ্রকারেই আমার সহপাঠিদের ঈর্ষা ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছিলাম।

কালেজে এইরূপে শেষ পর্য্যন্ত আপন মহিমা মহীয়ান্ রাখিয়া বাহির হইয়া আসিতে পারিতাম। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার খ্যাতি-স্থানের শনি এক নূতন্ অধ্যাপকের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া কলেজে উদিত হইল।

আমাদের তখনকার সেই নবীন অধ্যাপকটি আজ কালকার একজন সুবিখ্যাত লোক,—অতএব আমার এই জীবনবৃত্তান্তে তাঁহার নাম গোপন করিলেও তাঁহার উজ্জ্বল নামের বিশেষ ক্ষতি হইবে না। আমার প্রতি তাঁহার আচরণ লক্ষ্য করিয়া বর্ত্তমান ইতিহাসে তাঁহাকে বামাচরণ বাবু বলিয়া ডাকা যাইবে।

ইহার বয়স যে আমাদের অপেক্ষা অধিক ছিল তাহা নহে; অল্পদিন হইল এম্, এ পরী-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ক্ষায় প্রথম হইয়া টনি সাহেবের বিশেষ প্রশংসালাভ করিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছেন; কিন্তু লোকটি ব্রাহ্ম বলিয়া কেমন তাঁহাকে অত্যন্ত সুদূর এবং স্বতন্ত্র মনে হইত—আমাদের সমকালীন সমবয়স্ক বলিয়া বোধ হইত না। আমরা নব্য হিন্দুর দল পরস্পরের মধ্যে তাঁহাকে ব্রহ্মদৈত্য বলিয়া ডাকিতাম।

আমাদের একটি তর্কসভা ছিল। আমিই সে সভার বিক্রমাদিত্য এবং আমিই সে সভার নবরত্ন ছিলাম। আমরা ছত্রিশ জন সভ্য ছিলাম, তন্মধ্যে পঁয়ত্রিশ জনকে গণনা হইতে বাদ দিলে কোন ক্ষতি হইত না, এবং অবশিষ্ট এক জনের যোগ্যতা সম্বন্ধে আমার যেরূপ ধারণা উক্ত পঁয়ত্রিশ জনেরও সেইরূপ ধারণা ছিল।

এই সভার বার্ষিক অধিবেশন উপলক্ষে আমি কার্লাইলের সমালোচনা করিয়া এক ওজস্বী প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলাম। মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল তাহার অসাধারণত্বে শ্রোতামাত্রেই চমৎকৃত হইবে। চমৎকৃত হইবার কথা ছিল—কারণ, আমার প্রবন্ধে কার্লাইলকে আদ্যোপান্ত নিন্দা করিয়াছিলাম।

সে অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন বামাচরণ বাবু। প্রবন্ধপাঠ শেষ হইলে আমার সহাধ্যায়ী ভক্তগণ আমার মতের অসমসাহসিকতা, ও ইংরাজিভাষার বিশুদ্ধ তেজস্বিতায় বিমুগ্ধ ও নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহিল। কাহারও কিছু বক্তব্য নাই শুনিয়া বামাচরণ বাবু উঠিয়া শান্ত গম্ভীর স্বরে সংক্ষেপে বুঝাইয়া দিলেন যে আমেরিকার সুলেখক সুবিখ্যাত লাউয়েল্ সাহেবের প্রবন্ধ হইতে আমার প্রবন্ধটির যে অংশ চুরি সে অংশ অতি চমৎকার, এবং যে অংশ আমার সম্পূর্ণ নিজের সেটুকু পরিত্যাগ করিলেই ভাল হইত।

যদি তিনি বলিতেন, লাউয়েলের সহিত নবীন প্রবন্ধ লেখকের মতের এমন কি ভাষারও আশ্চর্য্য অবিকল ঐক্য দেখা যাইতেছে তাহা হইলে তাঁহার কথাটা সত্যও হইত অথচ অপ্রিয়ও হইত না।

এই ঘটনার পর, সহপাঠীমহলে আমার প্রতি যে অখণ্ড বিশ্বাস ছিল তাহাতে একটি বিদারণরেখা পড়িল। কেবল আমার চিরানুরক্ত ভক্তাগ্রগণ্য অমূল্যচরণের হৃদয়ে লেশমাত্র বিকার জন্মিল না। সে আমাকে বারংবার বলিতে লাগিল, তোমার বিদ্যাপতি নাটকখানা ব্রহ্মদৈত্যকে শুনাইয়া দাও, দেখি সে সম্বন্ধে নিন্দুক কি বলিতে পারে।

রাজা শিবসিংহের মহিষী লছিমাদেবীকে কবি বিদ্যাপতি ভালবাসিতেন এবং তাঁহাকে না দেখিলে তিনি কবিতা-রচনা করিতে পারিতেন না। এই মর্ম্ম অবলম্বন করিয়া আমি একখানি পরম শোকাবহ উচ্চশ্রেণীর পদ্যনাটক রচনা করিয়াছিলাম। আমার শ্রোতৃবর্গের মধ্যে যাঁহারা পুরাতত্ত্বের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিতে চাহেন না তাঁহারা বলিতেন ইতিহাসে এরূপ ঘটনা ঘটে নাই। আমি বলিতাম, সে ইতিহাসের দুর্ভাগ্য!—ঘটিলে ইতিহাস ঢের বেশী সরস ও সত্য হইত।

নাটকখানি যে উচ্চশ্রেণীর, সে কথা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। অমূল্য বলিত সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর। আমি আপনাকে যতটা মনে করিতাম, সে আবার আমাকে তাহারও চেয়ে বেশী মনে করিত। অতএব আমার যে কি এক বিরাটরূপ তাহার চিত্তে প্রতিফলিত ছিল আমিও তাহার ইয়ত্তা করিতে পারিতাম না।

নাটকখানি বামাচরণ বাবুকে শুনাইয়া দিবার পরামর্শ আমার কাছে মন্দ লাগিল না—কারণ, সে নাটকে নিন্দাযোগ্য ছিদ্র লেশমাত্র

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ছিল না এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস। অতএব আর এক দিন তর্কসভার বিশেষ অধিবেশন আহূত হইল—ছাত্রবৃন্দের সমক্ষে আমি আমার নাটকখানি পাঠ করিলাম এবং বামাচরণ বাবু তাহার সমালোচনা করিলেন।

সে সমালোচনাটি বিস্তারিত আকারে লিপিবদ্ধ করিবার প্রবৃত্তি আমার নাই। সংক্ষেপতঃ—সমালোচনাটি আমার অনুকূল হয় নাই; বামাচরণ বাবুর মতে নাটকগত পাত্রগণের চরিত্র ও মনোভাব সকল নির্দিষ্ট বিশেষত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। বড় বড় সাধারণ ভাবের কথা আছে, কিন্তু তাহা বাষ্পবৎ অনিশ্চিত—লেখকের অন্তরের মধ্যে আকার ও জীবন প্রাপ্ত হইয়া তাহা সৃজিত হইয়া উঠে নাই।

বৃশ্চিকের পুচ্ছদেশেই হুল্ থাকে—বামাচরণ বাবুর সমালোচনার উপসংহারেই তীব্রতম বিষ সঞ্চিত ছিল। আসনগ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তিনি বলিলেন, আমার এই নাটকের অনেকগুলি দৃশ্য এবং মূলভাবটি গেটে-রচিত টাসো নাটকের অনুকরণ, এমন কি, অনেক স্থলে অনুবাদ।

এ কথার সদুত্তর ছিল। আমি বলিতে পারিতাম, হৌক্ অনুকরণ, কিন্তু সেটা নিন্দার বিষয় নহে। সাহিত্য রাজ্যে চুরি বিদ্যা বড় বিদ্যা—এমন কি, ধরা পড়িলেও। সাহিত্যের বড় বড় মহাজনগণ এই কাজ করিয়া আসিয়াছেন—এমন কি, শেক্স্পিয়রও বাদ যান্ না। সাহিত্যে যাহার ওরিজিন্যালিটি অত্যন্ত অধিক, সেই চুরি করিতে সাহস করে—কারণ, সে পরের জিনিষকে সম্পূর্ণ আপনার করিতে পারে।

ভাল ভাল এইরূপ আরও অনেক কথা ছিল—কিন্তু সে দিন বলা হয় নাই। বিনয় তাহার কারণ নহে। আসল কথা সে দিন একটি কথাও মনে পড়ে নাই। প্রায় পাঁচ সাত দিন পরে একে একে উত্তর গুলি দৈবাগত ব্রহ্মাস্ত্রের ন্যায় আমার মনে উদয় হইতে লাগিল;—কিন্তু শত্রুপক্ষ সম্মুখে উপস্থিত না থাকাতে সে অস্ত্রগুলি আমাকেই বিঁধিয়া মারিল। ভাবিতাম একথাগুলো অন্ততঃ আমার ক্লাশের ছাত্রদিগকে শুনাইয়া দিব। কিন্তু উত্তরগুলি আমার সহাধ্যায়ী গর্দ্দভদিগের বুদ্ধির পক্ষে কিছু অতিমাত্র সূক্ষ্ম ছিল। তাহারা জানিত চুরি মাত্রেই চুরি; আমার চুরি এবং অন্যের চুরিতে যে কতটা প্রভেদ আছে তাহা বুঝিবার সামর্থ্য যদি তাহাদের থাকিত তবে আমার সহিতও তাহাদের বিশেষ প্রভেদ থাকিত না।

বি, এ, পরীক্ষা দিলাম—পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিব তাহাতেও আমার সন্দেহ ছিল না কিন্তু মনে আনন্দ রহিল না। বামাচরণের সেই গুটিকতক কথার আঘাতে আমার সমস্ত খ্যাতি ও আশার অভ্রভেদী মন্দির ভগ্নস্তূপ হইয়া পড়িল। কেবল আমার প্রতি অবোধ অমূল্যের শ্রদ্ধা কিছুতেই হ্রাস হইল না;—প্রভাতে যখন যশঃসূর্য্য আমার সম্মুখে উদিত ছিল তখনও সেই শ্রদ্ধা অতি দীর্ঘ ছায়ার ন্যায় আমার পদতললগ্ন হইয়াছিল, আবার সায়াহ্নে যখন আমার যশঃসূর্য্য পশ্চাতে অস্তোন্মুখ হইল তখনও সেই শ্রদ্ধা দীর্ঘায়তন বিস্তার করিয়া আমার পদপ্রান্ত পরিত্যাগ করিল না। কিন্তু এ শ্রদ্ধায় কোন পরিতৃপ্তি নাই—ইহা শূন্য ছায়ামাত্র—ইহা মূঢ় ভক্ত হৃদয়ের মোহান্ধকার—ইহা বুদ্ধির উজ্জ্বল রশ্মিপাত নহে।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

বাবা, বিবাহ দিবার জন্য আমাকে দেশ হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি কিছুদিন সময় লইলাম।

বামাচরণ বাবুর সমালোচনায় আমার নিজের মধ্যে একটা আত্মবিরোধ, নিজের প্রতি নিজের একটা বিদ্রোহভাব জন্মিয়াছিল। আমার সমালোচক অংশ আমার লেখক অংশকে গোপনে আঘাত দিতেছিল। আমার লেখক অংশ বলিতেছিল, আমি ইহার প্রতিশোধ লইব; আবার একবার লিখিব, এবং তখন দেখিব আমি বড়, না, আমার সমালোচক বড়!

মনে মনে স্থির করিলাম, বিশ্বপ্রেম, পরের জন্য আত্মবিসর্জ্জন, এবং শত্রুকে মার্জ্জনা—এই ভাবটি অবলম্বন করিয়া গদ্যে হোক্ পদ্যে হোক্ খুব "সারাইম্" গোছের একটা কিছু লিখিব; বাঙ্গালী সমালোচকদিগকে সুবৃহৎ সমালোনার খোরাক যোগাইব।

স্থির করিলাম, একটি সুন্দর নির্জ্জন স্থানে বসিয়া আমার জীবনের এই সর্ব্বপ্রধান কীর্ত্তিটির সৃষ্টিকার্য্য সমাধা করিব। প্রতিজ্ঞা করিলাম, অন্ততঃ একমাস কাল বন্ধুবান্ধব পরিচিত অপরিচিত কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিব না।

অমূল্যকে ডাকিয়া আমার প্ল্যান্ বলিলাম। সে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল,—সে যেন তখনি আমার ললাটে স্বদেশের অনতিদূরবর্ত্তী ভাবী মহিমার প্রথম অরুণজ্যোতি দেখিতে পাইল। গম্ভীর মুখে আমার হাত চাপিয়া ধরিয়া বিস্ফারিত নেত্র আমার মুখের প্রতি স্থাপন করিয়া মৃদুস্বরে কহিল—যাও ভাই অমর কীর্ত্তি অক্ষয় গৌরব অর্জ্জন করিয়া আইস!

আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল; মনে হইল যেন আসন্নগৌরবগর্ব্বিত ভক্তিবিহ্বল বঙ্গদেশের প্রতিনিধি হইয়া অমূল্য এই কথাগুলি আমাকে বলিল।

অমূল্যও বড় কম ত্যাগস্বীকার করিল না। সে স্বদেশের হিতের জন্য সুদীর্ঘ একমাস কাল আমার সঙ্গপ্রত্যাশা সম্পূর্ণ রূপে বিসর্জ্জন করিল। সুগভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া আমার বন্ধু ট্রামে চড়িয়া তাহার কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের বাসায় চলিয়া গেল, আমি গঙ্গার ধারে ফরাস্ডাঙ্গার বাগানে অমর কীর্ত্তি অক্ষয়গৌরব উপার্জ্জন করিতে গেলাম।

গঙ্গার ধারে নির্জ্জন ঘরে চিৎ হইয়া শুইয়া বিশ্বজনীন্ প্রেমের কথা ভাবিতে ভাবিতে মধ্যাহ্নে প্রগাঢ় নিদ্রাবেশ হইত—একেবারে অপরাহ্নে পাঁচটার সময় জাগিয়া উঠিতাম। তাহার পর শরীর মনটা কিছু অবসাদগ্রস্ত হইয়া থাকিত; কোনমতে চিত্তবিনোদন ও সময় যাপনের জন্য বাগানের পশ্চাদ্দিকে রাজপথের ধারে একটা ছোট কাষ্ঠাসনে বসিয়া চুপচাপ করিয়া গোরুরগাড়ি ও লোকচলাচল দেখিতাম। নিতান্ত অসহ্য হইলে ষ্টেসনে গিয়া বসিতাম—টেলিগ্রাফের কাঁটা কট্‌কট্ শব্দ করিত, টিকিটের ঘণ্টা বাজিত, লোকসমাগম হইত, রক্তচক্ষু সহস্রপদ লৌহ সরীসৃপ ফুঁসিতে ফুঁসিতে আসিত, উৎকট চীৎকার করিয়া চলিয়া যাইত, লোকজনের হুড়ামুড়ি পড়িত—কিয়ৎক্ষণের জন্য কৌতুক বোধ করিতাম। বাড়ি ফিরিয়া আহার করিয়া সঙ্গী অভাবে সকাল সকাল শুইয়া পড়িতাম—এবং প্রাতঃকালে সকাল সকাল উঠিবার কিছুমাত্র প্রয়োজন না থাকাতে বেলা আট নয়টা পর্য্যন্ত বিছানায় যাপন করিলাম।

শরীর মাটি হইল, বিশ্বপ্রেমেরও কোনও

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

অন্ধি সন্ধি খুঁজিয়া পাইলাম না। কোনকালে একা থাকা অভ্যাস না থাকাতে সঙ্গীহীন গঙ্গাতীর শূন্যশ্মশানের মত বোধ হইতে লাগিল ;—অমূল্যটাও এম্নি গর্দ্দভ যে, একদিনের জন্যও সে আপন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিল না।

ইতিপূর্ব্বে কলিকাতায় বসিয়া ভাবিতাম, বিপুলচ্ছায়া বটবৃক্ষের তলে পা ছড়াইয়া বসিব, পদপ্রান্তে কলনাদিনী স্রোতস্বিনী আপন মনে বহিয়া চলিবে—মাঝখানে স্বপ্নাবিষ্ট কবি, এবং চারিদিকে তাহার ভাবরাজ্য ও বহিঃপ্রকৃতি কাননে পুষ্প, শাখায় বিহঙ্গ, আকাশে তারা, মনের মধ্যে বিশ্বজনীন্ প্রেম এবং লেখনীর মুখে অশ্রান্ত অজস্র ভাবস্রোত বিচিত্র ছন্দে প্রবাহিত। কিন্তু কোথায় প্রকৃতি এবং কোথায় প্রকৃতির কবি—কোথায় বিশ্ব আর কোথায় বিশ্বপ্রেমিক। একদিনের জন্যও বাগানে বাহির হই নাই। কাননের ফুল কাননে ফুটিত, আকাশের তারা আকাশে উঠিত, বটবৃক্ষের ছায়া বটবৃক্ষের তলে পড়িত—আমিও ঘরের ছেলে ঘরেই পড়িয়া থাকিতাম।

আত্মমাহাত্ম্য কিছুতেই প্রমাণ করিতে না পারিয়া বামাচরণের প্রতি আক্রোশ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

সে সময়টাতে বাল্যবিবাহ লইয়া বাঙ্গালার শিক্ষিতসমাজে একটা বাগ্‌যুদ্ধ বাধিয়াছিল। বামাচরণ বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধ পক্ষে ছিলেন এবং পরম্পর শোনা গিয়া ছিল যে, তিনি একটি যুবতী কুমারীর প্রণয়পাশে আবদ্ধ এবং অচিরে পরিণয় পাশে বদ্ধ হইবার প্রত্যাশায় আছেন।

বিষয়টা আমার কাছে অত্যন্ত কৌতুকাবহ ঠেকিয়াছিল, এবং বিশ্বপ্রেমের মহাকাব্যও ধরা দিল না,—তাই বসিয়া বসিয়া বামাচরণকে নায়কের আদর্শ করিয়া কদম্বকলি মজুমদার নামক একটি কাল্পনিক যুবতীকে নায়িকা খাড়া করিয়া সুতীব্র এক প্রহসন লিখিলাম। লেখনী এই অমর কীর্ত্তিটি প্রসব করিবার পর আমি কলিকাতা যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। এমন সময় যাত্রায় ব্যাঘাত পড়িল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

একদিন অপরাহ্ণে ষ্টেশনে না গিয়া অলসভাবে বাগানবাড়ির ঘরগুলি পরিদর্শন করিতেছিলাম। আবশ্যক না হওয়াতে ইতিপূর্ব্বে অধিকাংশ ঘরে পদার্পণ করি নাই—বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে আমার কৌতুহল বা অভিনিবেশ লেশমাত্র ছিল না। সে দিন নিতান্তই সময়যাপনের উদ্দেশে বায়ুভরে উড্ডীন চ্যুতপত্রের মত ইতস্ততঃ ফিরিতেছিলাম।

উত্তরদিকের ঘরের দরজা খুলিবামাত্র একটি ক্ষুদ্র বারান্দায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। বারান্দার সম্মুখেই বাগানের উত্তর সীমার প্রাচীরের গাত্রসংলগ্ন দুইটি বৃহৎ জামের গাছ মুখামুখী করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সেই দুইটি গাছের মধ্যবর্ত্তী অবকাশ দিয়া আর একটি বাগানের সুদীর্ঘ বকুলবীথির কিয়দংশ দেখা যায়।

কিন্তু সে সমস্তই আমি পরে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম—তখন আমার আর কিছু দেখিবার অবসর হয় নাই, কেবল দেখিয়াছিলাম একটি ষোড়শী যুবতী হাতে একখানি বই লইয়া মস্তক আনমিত করিয়া পদচারণা করিতে করিতে অধ্যয়ন করিতেছে।

ঠিক সে সময়ে কোনরূপ তত্ত্বালোচনা করিবার ক্ষমতা ছিল না—কিন্তু কিছুদিন পরে ভাবিয়াছিলাম যে, দুষ্যন্ত বড় বড় বাণ শরাসন

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

বাগাইয়া রথে চড়িয়া বনে মৃগয়া করিতে আসিয়াছিলেন, মৃগ ত মরিল না, মাঝে হইতে দৈবাৎ দশমিনিট কাল গাছের আড়ালে দাঁড়াইয়া যাহা দেখিলেন যাহা শুনিলেন তাহাই তাঁহার জীবনের সকল দেখাশুনার সেরা হইয়া দাঁড়াইল। আমিও পেন্সিল কলম এবং খাতাপত্র উদ্যত করিয়া কাব্যমৃগয়ায় বাহির হইয়াছিলাম, বিশ্বপ্রেম বেচারা ত পালাইয়া রক্ষা পাইল, আর আমি দুইটি জামগাছের আড়াল হইতে যাহা দেখিবার তাহা দেখিয়া লইলাম; মানুষের একটা জীবনে এমন দুইবার দেখা যায় না!

পৃথিবীতে অনেক জিনিষই দেখি নাই। জাহাজে উঠি নাই, বেলুনে চড়ি নাই, কয়লার খনির মধ্যে নামি নাই—কিন্তু আমার নিজের মানুষী আদর্শের সম্বন্ধে আমি যে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এবং অজ্ঞ ছিলাম তাহা এই উত্তরদিকের বারান্দায় আসিবার পূর্ব্বে সন্দেহমাত্র করি নাই। বয়স একুশ প্রায় উত্তীর্ণ হয়, ইতিমধ্যে আমার অন্তঃকরণ কল্পনাযোগবলে নারীসৌন্দর্য্যের একটা ধ্যানমূর্ত্তি যে সৃজন করিয়া লয় নাই একথা বলিতে পারি না। সেই মূর্ত্তিকে নানা বেশভূষায় সজ্জিত এবং নানা অবস্থার মধ্যে স্থাপন করিয়াছি কিন্তু কখনো সুদূর স্বপ্নেও তাহার পায়ে জুতা গায়ে জামা হাতে বই দেখিব এমন আশাও করি নাই, ইচ্ছাও করি নাই—কিন্তু আমার লক্ষ্মী ফাল্গুণশেষের অপরাহ্ণে প্রবীণ তরুশ্রেণীর আকম্পিত ঘনপল্লববিতানে দীর্ঘনিপতিত ছায়া এবং আলোকরেখাঙ্কিত পুষ্পবনপথে জুতা পায়ে দিয়া জামা গায়ে দিয়া বই হাতে করিয়া দুইটি জামগাছের আড়ালে অকস্মাৎ দেখা দিলেন—আমিও কোন কথাটি কহিলাম না।

দুই মিনিটের বেশী আর দেখা গেল না। নানা ছিদ্র দিয়া দেখিবার নানা চেষ্টা করিলাম কিন্তু কোন ফল পাই নাই। সেইদিন প্রথম সন্ধ্যার প্রাক্কালে বটবৃক্ষতলে প্রসারিতচরণে বসিলাম—আমার চোখের সম্মুখে পরপারের ঘনীভূত তরুশ্রেণীর উপর সন্ধ্যাতারা প্রশান্ত স্মিতহাস্যে উদিত হইল—এবং দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা-শ্রী আপন নাথহীন বিপুল নির্জ্জন বাসরগৃহের দ্বার খুলিয়া দিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল।

যে বই খানি তাহার হাতে দেখিয়াছিলাম সেটা আমার পক্ষে একটা নূতন রহস্যনিকেতন হইয়া দাঁড়াইল। ভাবিতে লাগিলাম, সেটা কি বই? উপন্যাস অথবা কাব্য? তাহার মধ্যে কি ভাবের কথা আছে? যে পাতাটি খোলা ছিল, এবং যাহার উপরে সেই অপরাহ্ন বেলার ছায়া ও রবিরশ্মি, সেই বকুলবনের পল্লবমর্ম্মর এবং সেই যুগলচক্ষুর ঔৎসুক্যপূর্ণ স্থিরদৃষ্টি নিপতিত হইয়াছিল, ঠিক সেই পাতাটিতে গল্পের কোন্ অংশ কাব্যের কোন্ রসটুকু প্রকাশ পাইতেছিল? সেই সঙ্গে ভাবিতে লাগিলাম, ঘনমুক্ত কেশজালের অন্ধকারচ্ছায়াতলে সুকুমার ললাটমণ্ডপটির অভ্যন্তরে বিচিত্র ভাবের আবেশ কেমন করিয়া লীলায়িত হইয়া উঠিতেছিল, কুমারী-হৃদয়ে নিভৃত নির্জ্জনতার উপরে নব নব কাব্য-মায়া কি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যলোক সৃজন করিতে-ছিল—অর্দ্ধেক রাত্রি ধরিয়া এমন কত কি ভাবিয়াছিলাম তাহা পরিস্ফুটরূপে ব্যক্ত করা অসম্ভব।

কিন্তু সে যে কুমারী একথা আমাকে কে বলিল? আমার বহু পূর্ব্ববর্ত্তী প্রেমিক দুষ্যন্তকে পরিচয় লাভের পূর্ব্বেই যিনি শকুন্তলা-সম্বন্ধে আশ্বাস দিয়াছিলেন, তিনিই। তিনি মনের বাসনা;—তিনি মানুষকে সত্য মিথ্যা

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ঢের কথা অজস্র বলিয়া থাকেন, কোনটা খাটে কোনটা খাটে না—দুষ্যন্তের এবং আমারটা খাটিয়া গিয়াছিল।

আমার এই অপরিচিতা প্রতিবেশিনী, বিবাহিতা কি কুমারী, ব্রাহ্মণ কি শূদ্র সে সংবাদ লওয়া আমার পক্ষে কঠিন ছিল না—কিন্তু তাহা করিলাম না—কেবল নীরব চকোরের মত বহু সহস্র যোজন দূর হইতে আমার চন্দ্রমণ্ডলটিকে বেষ্টন করিয়া করিয়া ঊর্দ্ধকণ্ঠে নিরীক্ষণ করিবার চেষ্টা করিলাম।

পরদিন মধ্যাহ্নে একখানি ছোট নৌকা ভাড়া করিয়া তীরের দিকে চাহিয়া জোয়ার বাহিয়া চলিলাম—মাল্লাদিগকে দাঁড় টানিতে নিষেধ করিয়া দিলাম।

আমার শকুন্তলার তপোবন কুটীরটি গঙ্গার ধারেই ছিল,—কুটীরটি ঠিক কণ্বের মত ছিল না;—গঙ্গা হইতে ঘাটের সিঁড়ি বৃহৎ বাড়ির বারান্দার উপর উঠিয়াছে—বারান্দাটি ঢালু কাঠের ছাদ দিয়া ছায়াময়।

আমার নৌকাটি যখন নিঃশব্দে ঘাটের সম্মুখে ভাসিয়া আসিল, দেখিলাম আমার নবযুগের শকুন্তলা বারান্দার ভূমিতলে বসিয়া আছেন;—পিঠের দিকে একটা চৌকি, চৌকির উপরে গোটাকতক বই রহিয়াছে—সেই বইগুলির উপরে তাঁহার খোলা চুল স্তূপাকারে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—তিনি সেই চৌকিতে ঠেস্ দিয়া ঊর্দ্ধমুখ করিয়া উত্তোলিত বাম বাহুর উপর মাথা রাখিয়াছেন—নৌকা হইতে তাঁহার মুখ অদৃশ্য, কেবল সুকোমল কণ্ঠের একটি সুকুমার বক্ররেখা দেখা যাইতেছে—খোলা দুইখানি পদপল্লবের একটি, ঘাটের উপরের সিঁড়ির এবং একটি তাহার নীচের সিঁড়িতে প্রসারিত—সাড়ির কালো পাড়টি বাঁকা হইয়া পড়িয়া সেই দুটী পা বেষ্টন করিয়া আছে। একখানা বই মনোযোগহীন শিথিল দক্ষিণহস্ত হইতে স্রস্ত হইয়া ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে। মনে হইল যেন মূর্ত্তিমতী মধ্যাহ্নলক্ষ্মী। সহসা দিবসের কর্ম্মের মাঝখানে একটি নিস্পন্দসুন্দরী অবসরপ্রতিমা। পদতলে গঙ্গা, সম্মুখে সুন্দর পরপার এবং ঊর্দ্ধে তীব্রতাপিত নীলাম্বর তাহাদের সেই অন্তরাত্মারূপিণীর দিকে—সেই দুটি খোলা পা, সেই অলসবিন্যস্ত বামবাহু, সেই উৎক্ষিপ্ত বঙ্কিম কণ্ঠরেখার দিকে নিরতিশয় নিস্তব্ধ একাগ্রতার সহিত নীরবে চাহিয়া আছে।

যতক্ষণ দেখা যায় দেখিলাম—দুই সজলপল্লব নেত্রপাতের দ্বারা দুইখানি চরণপদ্ম বারংবার নিছিয়া মুছিয়া লইলাম।

অবশেষে নৌকা যখন দূরে গেল, মাঝখানে একটা তীরতরুর আড়াল আসিয়া পড়িল—তখন হঠাৎ যেন একটা ত্রুটি স্মরণ হইল—চমকিয়া মাঝিকে কহিলাম, মাঝি, আজ আর আমার হুগলি যাওয়া হইল না—এই খান হইতেই বাড়ি ফের।—কিন্তু ফিরিবার সময় উজানে দাঁড় টানিতে হইল—সেই শব্দে আমি সঙ্কুচিত হইয়া উঠিলাম। সেই দাঁড়ের শব্দ যেন এমন কাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। যাহা সচেতন সুন্দর সুকুমার, যাহা অনন্ত আকাশব্যাপী, অথচ একটি হরিণশাবকের মত ভীরু। নৌকা যখন ঘাটের নিকটবর্ত্তী হইল তখন দাঁড়ের শব্দে আমার প্রতিবেশিনী ধীরে মুখ তুলিয়া মৃদু কৌতুহলের সহিত আমার নৌকার দিকে চাহিল—মুহূর্ত্ত পরেই আমার ব্যগ্রব্যাকুল দৃষ্টি দেখিয়া সে চকিত হইয়া গৃহমধ্যে চলিয়া গেল—আমার মনে হইল আমি যেন তাহাকে আঘাত করিলাম—যেন কোথায় তাহার বাজিল!

তাড়াতাড়ি উঠিবার সময় তাহার ক্রোড় হইতে একটি অর্দ্ধদষ্ট স্বল্পপক পেয়ারা গড়াইতে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

গড়াইতে নিম্নসোপানে আসিয়া পড়িল—সেই দশনচিহ্নিত অধরচুম্বিত ফলটির জন্য আমার সমস্ত অন্তঃকরণ উৎসুক হইয়া উঠিল—কিন্তু মাঝিমাল্লাদের লজ্জায় তাহা দূর হইতে নিরীক্ষণ করিতে করিতে চলিয়া গেলাম—দেখিলাম উত্তরোত্তর লোলুপায়মান জোয়ারের জল ছলছল লুব্ধ শব্দে তাহার লোল রসনার দ্বারা সেই ফলটিকে আয়ত্ত করিবার জন্য বারংবার উন্মুখ হইয়া উঠিতেছে—আধঘণ্টার মধ্যে তাহার নির্লজ্জ অধ্যবসায় চরিতার্থ হইবে ইহাই কল্পনা করিয়া ক্লিষ্টচিত্তে আমি আমার বাড়ির ঘাটে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলাম।

বটবৃক্ষচ্ছায়ায় পা ছড়াইয়া দিয়া সমস্ত দিন স্বপ্ন দেখিতে লাগিলাম, দুইখানি সুকোমল পদপল্লবের তলে বিশ্বপ্রকৃতি মাথা নত করিয়া পড়িয়া আছে,—আকাশ আলোকিত, ধরণী পুলকিত, বাতাস উতলা—তাহারি মধ্যে দুই-খানি অনাবৃত চরণ স্থির নিস্পন্দ সুন্দর—তাহারা জানেও না যে, তাহাদেরই রেণুকণার মাদকতায় তপ্তযৌবন নববসন্ত দিগ্বিদিকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতেছে।

ইতিপূর্ব্বে প্রকৃতি আমার কাছে বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ছিল—নদী বন আকাশ সমস্তই স্বতন্ত্র ছিল। আজ সেই বিশাল বিপুল বিকীর্ণতার মাঝখানে একটি সুন্দরী প্রতিমূর্ত্তি দেখা দিবামাত্র তাহা অবয়ব ধারণ করিয়া এক হইয়া উঠিয়াছে। আজ প্রকৃতি আমার কাছে এক ও সুন্দর—সে আমাকে অহরহ মূকভাবে অনুনয় করিতেছে, আমি মৌন তুমি আমাকে ভাষা দেও, আমার অন্তঃকরণে যে একটি অব্যক্ত স্তব উত্থিত হইতেছে তুমি তাহাকে ছন্দে লয়ে তানে তোমার সুন্দর মানবভাষায় ধ্বনিত করিয়া তোল!—

প্রকৃতির সেই নীরব অনুনয়ে আমার হৃদয়ের তন্ত্রী বাজিতে থাকে—বারংবার কেবল এই গান শুনি—"হে সুন্দরি, হে মনোহারিণি, হে বিশ্বজয়িনি হে মনপ্রাণপতঙ্গের একটি মাত্র দীপশিখা, হে অপরিসীম জীবন, হে অনন্তমধুর মৃত্যু!"—এ গান শেষ করিতে পারি না—সংলগ্ন করিতে পারি না, ইহাকে আকারে পরিস্ফুট করিতে পারি না, ইহাকে ছন্দে গাঁথিয়া ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারি না—মনে হয় আমার অন্তরের মধ্যে জোয়ারের জলের মত একটা অনির্ব্বচনীয় অপরিমেয় শক্তি সঞ্চার হইতেছে—এখনো তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারিতেছি না—যখন পারিব তখন আমার কণ্ঠ অকস্মাৎ দিব্য সঙ্গীতে ধ্বনিত আমার ললাট অলৌকিক আভায় আলোকিত হইয়া উঠিবে।

এমন সময় একটি নৌকা পরপারের নৈহাটী ষ্টেশন হইতে পার হইয়া আমার বাগানের-ঘাটে আসিয়া লাগিল। দুই স্কন্ধের উপর কোঁচানো চাদর ঝুলাইয়া ছাতাটি কক্ষে লইয়া হাস্যমুখে অমূল্য নামিয়া পড়িল। অকস্মাৎ বন্ধুকে দেখিয়া আমার মনে যেরূপ ভাবোদয় হইল আশা করি শত্রুর প্রতিও কাহারো যেন সেরূপ না ঘটে। বেলা প্রায় দুইটার সময় আমাকে সেই বটের ছায়ায় নিতান্ত ক্ষিপ্তের মত বসিয়া থাকিতে দেখিয়া অমূল্যর মনে ভারি একটা আশার সঞ্চার হইল। পাছে বঙ্গদেশের ভবিষ্যৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্যের কোন একটা অংশ তাহার পদশব্দে সচকিত হইয়া বন্য রাজহংসের মত একবারে জলের মধ্যে গিয়া পড়ে সেই ভয়ে সে সসঙ্কোচে মৃদুমন্দ গমনে আসিতে লাগিল—দেখিয়া আমার আরো রাগ হইল—কিঞ্চিৎ অধীর হইয়া কহিলাম, কি হে অমূল্য, ব্যাপারখানা কি! তোমার পায়ে কাঁটা ফুটিল না কি?" অমূল্য ভাবিল, আমি খুব একটা মজার কথা বলিলাম;—হাসিতে হাসিতে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

কাছে আসিয়া তরুতল কোঁচা দিয়া বিশেষরূপে ঝাড়িয়া লইল পকেট হইতে একটি রুমাল ভাঁজ খুলিয়া বিছাইয়া তাহার উপরে সাবধানে বসিল—কহিল, "যে প্রহসনটা লিখিয়া পাঠাইয়াছ—সেটা পড়িয়া হাসিয়া বাঁচি না।" বলিয়া তাহার স্থানে স্থানে আবৃত্তি করিতে করিতে হাস্যোচ্ছ্বাসে তাহার নিশ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হইল। আমার এমনি মনে হইল যে,—যে কলমে সেই প্রহসনটা লিখিয়াছিলাম, সেটা যে গাছের কাষ্ঠদণ্ডে নির্ম্মিত, সেটাকে শিকড় সুদ্ধ উৎপাটন করিয়া মস্ত একটা আগুন প্রহসনটাকে ছাই করিয়া ফেলিলেও আমার খেদ মিটিবে না।

অমূল্য সসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করিল, তোমার সে কাব্যের কতদূর! শুনিয়া আরো আমার গা জ্বলিতে লাগিল—মনে মনে কহিলাম—যেমন আমার কাব্য তেম্‌নি তোমার বুদ্ধি! মুখে কহিলাম—সে সব পরে হইবে ভাই—আমাকে অনর্থক ব্যস্ত করিয়া তুলিয়ো না।

অমূল্য লোকটা কৌতূহলী—চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ না করিয়া সে থাকিতে পারে না—তাহার ভয়ে আমি উত্তরের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিলাম। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করিল ওদিকে কি আছে হে! আমি বলিলাম—কিছু না!-এত বড় মিথ্যা কথাটা আমার জীবনে আর কখনো বলি নাই।

ছুটা দিন আমাকে নানা প্রকারে বিদ্ধ করিয়া দগ্ধ করিয়া তৃতীয়দিনের সন্ধ্যার ট্রেণে অমূল্য চলিয়া গেল। এই ছুটা দিন আমি বাগানের উত্তরের দিকে যাই নাই, সে দিকে নেত্রপাতমাত্র করি নাই—কৃপণ যেমন তাহার রত্নভাণ্ডারটি লুকাইয়া বেড়ায় আমি তেমনি করিয়া আমার উত্তরের সীমানার বাগানটি সামলাইয়া বেড়াইতেছিলাম। অমূল্য চলিয়া যাইবামাত্র একেবারে ছুটিয়া দ্বার খুলিয়া দোতলার ঘরের উত্তরের বারান্দায় বাহির হইয়া পড়িলাম। উপরে উন্মুক্ত আকাশে প্রথম কৃষ্ণপক্ষের অপর্য্যাপ্ত জ্যোৎস্না; নিম্নে শাখাজাল নিবদ্ধ তরুশ্রেণীতলে খণ্ডকিরণখচিত একটি গভীর নিভৃত প্রদোষান্ধকার; মর্ম্মরিত ঘনপল্লবের দীর্ঘ নিঃশ্বাসে, তরুতলবিচ্যুত বকুলফুলের নিবিড় সৌরভে এবং সন্ধ্যারণ্যের স্তম্ভিত সংযত নিঃশব্দতায়, তাহা রোমে রোমে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। তাহারি মাঝখানটিতে আমার কুমারী প্রতিবেশিনী তাহার শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধ পিতার দক্ষিণ হস্ত ধরিয়া ধীরে ধীরে পদচারণা করিতে করিতে কি কথা কহিতেছিল—বৃদ্ধ সস্নেহে অথচ শ্রদ্ধাভরে ঈষৎ অবনমিত হইয়া নীরবে মনোযোগসহকারে শুনিতেছিলেন। এই পবিত্র স্নিগ্ধ বিশ্রম্ভালাপে ব্যাঘাত করিবার কিছুই ছিল না—সন্ধ্যাকালের শান্ত নদীতে কচিৎ দাঁড়ের শব্দ সুদূরে বিলীন হইতেছিল, এবং অবিরল তরুশাখার অসংখ্য নীড়ে দুটি একটি পাখী দৈবাৎ ক্ষণিক মৃদুকাকলীতে জাগিয়া উঠিতেছিল। আমার অন্তঃকরণ আনন্দে অথবা বেদনায় যেন বিদীর্ণ হইবে মনে হইল। আমার অস্তিত্ব যেন প্রসারিত হইয়া সেই ছায়ালোকবিচিত্র ধরণীতলের সহিত এক হইয়া গেল—আমি যেন আমার বক্ষঃস্থলের উপর ধীরবিক্ষিপ্ত পদচারণা অনুভব করিতে লাগিলাম—যেন তরুপল্লবের সহিত সংলগ্ন হইয়া গিয়া আমার কাণের কাছে মধুর মৃদুগুঞ্জনধ্বনি শুনিতে পাইলাম। এই বিশাল মূঢ় প্রকৃতির অন্তর্বেদনা যেন আমার সর্ব্বশরীরের অস্থিগুলির মধ্যে কুহরিত হইয়া উঠিল—আমি যেন বুঝিতে পারিলাম ধরণী পায়ের নীচে পড়িয়া থাকে অথচ পা জড়াইয়া ধরিতে পারে না বলিয়া ভিতরে ভিতরে কেমন করিতে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

থাকে,নতশাখা বনস্পতিগুলি কথা শুনিতে পারে অথচ কিছুই বুঝিতে পারে না বলিয়া সমস্ত শাখায় পল্লবে মিলিয়া কেমন ঊর্দ্ধশ্বাসে উন্মাদ কলশব্দে হাহাকার করিয়া উঠিতে চাহে। আমিও আমার সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বান্তঃকরণে ঐ পদ-বিক্ষেপ ঐ বিশ্রম্ভালাপ অব্যবহিতভাবে অনুভব করিতে লাগিলাম কিন্তু কোনমতেই ধরিতে পারিলাম না বলিয়া ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরিতে লাগিলাম।

পরদিনে আমি আর থাকিতে পারিলাম না। প্রাতঃকালে আমার প্রতিবেশীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। ভবনাথ বাবু তখন বড় এক পেয়ালা চা পাশে রাখিয়া চোকে চস্‌মা দিয়া নীল পেন্সিলে দাগ করা একখানা হ্যামিল্‌টনের পুরাতন পুঁথি মনোযোগ দিয়া পড়িতেছিলেন। আমি ঘরে প্রবেশ করিলে চস্‌মার উপরিভাগ হইতে আমাকে কিয়ৎক্ষণ অন্যমনস্কভাবে দেখিলেন—বই হইতে মনটাকে একমুহূর্ত্তে প্রত্যাহরণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে অকস্মাৎ সচকিত হইয়া ত্রস্তভাবে আতিথ্যের জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিলেন। আমি সংক্ষেপে আত্ম-পরিচয় দিলাম। তিনি এমনি শশব্যস্ত হইয়া উঠিলেন যে, চস্‌মার খাপ খুঁজিয়া পাইলেন না। খামকা বলিলেন, আপনি চা খাইবেন? আমি যদিচ চা খাইনা, তথাপি বলিলাম, আপত্তি নাই। ভবনাথ বাবু ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া "কিরণ" "কিরণ" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। দ্বারের নিকট অত্যন্ত মধুর শব্দ শুনিলাম "কি বাবা।" ফিরিয়া দেখিলাম, তাপস-কণ্বদুহিতা সহসা আমাকে দেখিয়া ত্রস্ত হরিণীর মত পলায়নোদ্যতা হইয়াছেন। ভবনাথ বাবু তাঁহাকে ফিরিয়া ডাকিলেন—আমার পরিচয় দিয়া কহিলেন, ইনি আমাদের প্রতিবেশী মহীন্দ্রকুমার বাবু। —এবং আমাকে কহিলেন, ইনি আমার কন্যা কিরণবালা। আমি কি করিব ভাবিয়া পাইতেছিলাম না; ইতিমধ্যে কিরণ আমাকে আনম্র-সুন্দর নমস্কার করিলেন। আমি তাড়াতাড়ি ত্রুটি সারিয়া লইয়া তাহা শোধ করিয়া দিলাম। ভবনাথ বাবু কহিলেন, মা, মহীন্দ্র বাবুর জন্যে এক পেয়ালা চা আনিয়া দিতে হইবে। আমি মনে মনে অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া উঠিলাম কিন্তু মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার পূর্ব্বেই কিরণ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আমার মনে হইল যেন কৈলাসে সনাতন ভোলানাথ তাঁহার কন্যা স্বয়ং লক্ষ্মীকে অতিথির জন্য এক পেয়ালা চা আনিতে বলিলেন ;—অতিথির পক্ষে সে নিশ্চয়ই অমিশ্র অমৃত হইবে, কিন্তু তবু, কাছাকাছি নন্দী-ভৃঙ্গী কোন বেটাই কি হাজির ছিল না!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভবনাথ বাবুর বাড়ি আমি এখন নিত্য অতিথি। পূর্ব্বে চা জিনিষটাকে অত্যন্ত ডরাইতাম—এক্ষণে সকালে বিকালে চা খাইয়া খাইয়া আমার চায়ের নেশা ধরিয়া গেল।

আমাদের বি, এ, পরীক্ষার জন্য জর্ম্মান্‌ পণ্ডিত বিরচিত দর্শনশাস্ত্রের নব্য ইতিহাস আমি সদ্য পাঠ করিয়া আসিয়াছিলাম তদুপলক্ষে ভবনাথ বাবুর সহিত কেবল দর্শন আলোচনার জন্যই আসিতাম কিছুদিন এই প্রকার ভাণ করিলাম। তিনি হ্যামিল্‌টন্‌ প্রভৃতি কতকগুলি সেকালপ্রচলিত ভ্রান্ত পুঁথি লইয়া এখনো নিযুক্ত রহিয়াছেন ইহাতে তাঁহাকে আমি কৃপাপাত্র মনে করিতাম, এবং আমার

নূতন বিদ্যা অত্যন্ত আড়ম্বরের সহিত জাহির করিতে ছাড়িতাম না। ভবনাথ বাবু এমনি ভালমানুষ এবং এমনি সকল বিষয়ে সসঙ্কোচ যে, আমার মত অল্পবয়স্ক যুবকের মুখ হইতেও সকল কথা মানিয়া যাইতেন, তিলমাত্র প্রতিবাদ করিতে হইলে অস্থির হইয়া উঠিতেন, ভয় করিতেন পাছে আমি কিছুতে ক্ষুণ্ণ হই। কিরণ আমাদের এই সকল তত্ত্বালোচনার মাঝখান হইতেই কোন ছুতায় উঠিয়া চলিয়া যাইত। তাহাতে আমার যেমন ক্ষোভ জন্মিত তেমনি আমি গর্ব্বও অনুভব করিতাম। আমাদের আলোচ্য বিষয়ের দুরূহ পাণ্ডিত্য কিরণের পক্ষে দুঃসহ ;—সে যখন মনে মনে আমার বিদ্যাপর্ব্বতের পরিমাপ করিত তখন তাহাকে কত উচ্চেই চাহিতে হইত !

কিরণকে যখন দূর হইতে দেখিতাম তখন তাহাকে শকুন্তলা দময়ন্তী প্রভৃতি বিচিত্র নামে এবং বিচিত্র ভাবে জানিতাম—এখন ঘরের মধ্যে তাহাকে কিরণ বলিয়া জানিলাম। এখন সে আর জগতের বিচিত্র নায়িকার ছায়ারূপিণী নহে, এখন সে একমাত্র কিরণ। এখন সে শত শতাব্দীর কাব্যলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়া, অনন্তকালের যুবকচিত্তের স্বপ্নস্বর্গ পরিহার করিয়া একটি নির্দ্দিষ্ট বাঙ্গালীঘরের মধ্যে কুমারী কন্যারূপে বিরাজ করিতেছে। সে আমারি মাতৃভাষায় আমার সঙ্গে অত্যন্ত সাধারণ ঘরের কথা বলিয়া থাকে, সামান্য কথায় সরলভাবে হাসিয়া উঠে, সে আমাদেরই ঘরের মেয়ের মত দুই হাতে দুটি সোণার বালা পরিয়া থাকে, গলার হারটি বেশী কিছু নয় কিন্তু বড় সুমিষ্ট,—সাড়ির প্রান্তটি কখনো কবরীর উপরিভাগ বাঁকিয়া বেষ্টন করিয়া আসে, কখনো বা পিতৃগৃহের অনভ্যাসবশতঃ চ্যুত হইয়া পড়িয়া যায়, ইহা আমার কাছে বড় আনন্দের। সে যে অকাল্পনিক, সে যে সত্য, সে যে কিরণ, সে যে তাহা ব্যতীত নহে এবং তাহার অধিক নহে, এবং যদিচ সে আমার নহে, তবুও সে যে আমাদের, সে জন্য আমার অন্তঃকরণ সর্ব্বদাই তাহার প্রতি উচ্ছ্বসিত কৃতজ্ঞতারসে অভিষিক্ত হইতে থাকে।

একদিন জ্ঞানমাত্রেরই আপেক্ষিকতা লইয়া ভবনাথ বাবুর নিকট অত্যন্ত উৎসাহসহকারে বাচালতা প্রকাশ করিতেছিলাম ; আলোচনা কিয়দ্দূর অগ্রসর হইবামাত্র কিরণ উঠিয়া গেল—এবং অনতিকাল পরেই সম্মুখের বারান্দায় একটা তোলা উনান্ এবং রাঁধিবার সরঞ্জাম আনিয়া রাখিয়া ভবনাথ বাবুকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিল—বাবা, কেন তুমি মহীন্দ্র বাবুকে ঐ সকল শক্ত কথা লইয়া বৃথা বকাইতেছ ! আসুন্ মহীন্দ্র বাবু, তার চেয়ে আমার রান্নায় যোগ দিলে কাজে লাগিবে।

ভবনাথ বাবুর কোন দোষ ছিল না—এবং কিরণ তাহা অবগত ছিল। কিন্তু ভবনাথ বাবু অপরাধীর মত অনুতপ্ত হইয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, তা বটে ! আচ্ছা ও কথাটা আর একদিন হইবে।—এই বলিয়া নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে তিনি তাঁহার নিত্যনিয়মিত অধ্যয়নে নিযুক্ত হইলেন।

আবার আর একদিন অপরাহ্ণে আর একটা গুরুতর কথা পাড়িয়া ভবনাথ বাবুকে স্তম্ভিত করিয়া দিতেছি এমন সময় মাঝখানে আসিয়া কিরণ কহিল—মহীন্দ্র বাবু, অবলাকে সাহায্য করিতে হইবে। দেয়ালে লতা চড়াইব, নাগাল পাইতেছি না, আপনাকে এই পেরেকগুলি মারিয়া দিতে হইবে।—আমি উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া গেলাম—ভবনাথ বাবুও প্রফুল্ল মনে পড়িতে বসিলেন।

এমনি প্রায় যখনই ভবনাথ বাবুর কাছে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

আমি ভারি কথা পাড়িবার উপক্রম করি, কিরণ একটা না একটা কাজের ছুতা ধরিয়া ভঙ্গ করিয়া দেয়। ইহাতে আমি মনে মনে পুলকিত হইয়া উঠিতাম—আমি বুঝিতাম যে, কিরণের কাছে আমি ধরা পড়িয়াছি;—সে কেমন করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে যে ভবনাথ বাবুর সহিত তত্ত্বালোচনা আমার জীবনের চরম সুখ নহে।

বাহ্য বস্তুর সহিত আমাদের ইন্দ্রিয়বোধের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে গিয়া যখন দুরূহ রহস্যরসাতলের মধ্যপথে অবতীর্ণ হইয়াছি এমন সময় কিরণ আসিয়া বলিত, মহীন্দ্র বাবু, রান্না ঘরের পাশে আমার বেগুনের ক্ষেত আপনাকে দেখাইয়া আনি গে চলুন্।

আকাশকে অসীম মনে করা কেবল আমাদের অনুমানমাত্র; আমাদের অভিজ্ঞতা ও কল্পনাশক্তির বাহিরে কোথাও কোন একরূপে তাহার সীমা থাকা কিছুই অসম্ভব নহে ইত্যাকার মন্তব্য প্রকাশ করিতেছি এমন সময় কিরণ আসিয়া বলিত, মহীন্দ্র বাবু, দুটো আম পাকিয়াছে আপনাকে ডাল নামাইয়া ধরিতে হইবে।

কি উদ্ধার, কি মুক্তি! অকূল সমুদ্রের মাঝখান হইতে এক মুহূর্ত্তে কি সুন্দর কূলে আসিয়া উঠিতাম। অনন্ত আকাশ ও বাহ্যবস্তু সম্বন্ধে সংশয়জাল যতই দুশ্ছেদ্য জটিল হোক্ না কেন, কিরণের বেগুনের ক্ষেত বা আমতলা সম্বন্ধে কোন প্রকার দুরূহতা বা সন্দেহের লেশমাত্র ছিল না। কাব্যে বা উপন্যাসে তাহা উল্লেখযোগ্য নহে কিন্তু জীবনে তাহা সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপের ন্যায় মনোহর। মাটিতে পা ঠেকা যে কি আরাম তাহা সেই জানে যে বহুকাল জলের মধ্যে সাঁতার দিয়াছে। আমি এতদিন কল্পনায় যে প্রেমসমুদ্র সৃজন করিয়াছিলাম তাহা যদি সত্য হইত তবে সেখানে চিরকাল যে কি করিয়া ভাসিয়া বেড়াইতাম তাহা বলিতে পারি না সেখানে আকাশও অসীম, সমুদ্রও অসীম,সেখান হইতে আমাদের প্রতিদিবসের বিচিত্র জীবনযাত্রার সীমাবদ্ধ ব্যাপার একেবারে নির্ব্বাসিত, সেখানে তুচ্ছতার লেশমাত্র নাই, সেখানে কেবল ছন্দে লয়ে সঙ্গীতে ভাব ব্যক্ত করিতে হয়, এবং তলাইতে গেলে কোথাও তল পাওয়া যায় না। কিরণ সেখান হইতে মজ্জমান এই হতভাগ্যের কেশপাশ ধরিয়া যখন তাহার আমতলায় তাহার বেগুনের ক্ষেতে টানিয়া তুলিল তখন পায়ের তলায় মাটি পাইয়া আমি বাঁচিয়া গেলাম। আমি দেখিলাম, বারান্দায় বসিয়া খিচুড়ি বাঁধিয়া, মই চড়িয়া দেয়ালে পেরেক মারিয়া, লেবু গাছে ঘন সবুজ পত্ররাশির মধ্য হইতে সবুজ লেবু ফল সন্ধান করিতে সাহায্য করিয়া অভাবনীয় আনন্দ লাভ করা যায়—অথচ সে আনন্দলাভের জন্য কিছুমাত্র প্রয়াস পাইতে হয় না,—আপনি যে কথা মুখে আসে, আপনি যে হাসি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, আকাশ হইতে যতটুকু আলো আসে এবং গাছ হইতে যতটুকু ছায়া পড়ে তাহাই যথেষ্ট। ইহা ছাড়া আমার কাছে একটি সোণার কাঠি ছিল, আমার নবযৌবন, একটি পরশপাথর ছিল, আমার প্রেম, একটি বৃক্ষয় কল্পতরু ছিল, আমার নিজের প্রতি নিজের অক্ষুণ্ণ বিশ্বাস। আমি বিজয়ী, আমি ইন্দ্র, আমার উচ্চৈঃশ্রবার পথে কোন বাধা দেখিতে পাই না কিরণ আমার কিরণ, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই! সে কথা এতক্ষণ স্পষ্ট করিয়া বলি নাই, কিন্তু হৃদয়ের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত মুহূর্ত্তের মধ্যে মহাসুখে বিদীর্ণ করিয়া সে কথা বিদ্যুতের মত আমার সমস্ত অন্তঃকরণ বাঁধিয়া ক্ষণে ক্ষণে নাচিয়া উঠিতেছিল। কিরণ আমার কিরণ।

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ইতিপূর্ব্বে আমি কোন অনাত্মীয়া মহিলার সংশ্রবে আসি নাই, যে নব্যরমণীগণ শিক্ষা-লাভ করিয়া অবরোধের বাহিরে সঞ্চরণ করেন তাঁহাদের রীতিনীতি আমি কিছুই অবগত নহি,—অতএব তাঁহাদের আচরণে কোন্‌খানে শিষ্টতার সীমা কোন্‌খানে প্রেমের অধিকার তাহা আমি কিছুই জানি না;—কিন্তু ইহাও জানি না আমাকে কেনই বা ভাল না বাসিবে? আমি কোন অংশে ন্যূন?

কিরণ যখন আমার হাতে চায়ের পেয়ালাটি দিয়া যাইত তখন চায়ের সঙ্গে পাত্রভরা কিরণের ভালবাসাও গ্রহণ করিতাম—চা-টি যখন পান করিতাম তখন মনে করিতাম আমার গ্রহণ সার্থক হইল এবং কিরণেরও দান সার্থক হইল। কিরণ যদি সহজস্বরে বলিত, মহীন্দ্র বাবু কাল সকাল আস্‌বেন ত,—তাহার মধ্যে ছন্দে লয়ে বাজিয়া উঠিত—

"কি মোহিনী জান বন্ধু কি মোহিনী জান!
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন!

আমি সহজ কথায় উত্তর করিতাম "কাল আট্‌টার মধ্যে আস্‌ব" তাহার মধ্যে কিরণ কি শুনিতে পাইত না,—

"পরাণ পুতলি তুমি হিয়ে মণি হার,
সরবসধন মোর সকল সংসার।"

আমার সমস্ত দিন এবং সমস্ত রাত্রি অমৃতে পূর্ণ হইয়া গেল। আমার সমস্ত চিন্তা এবং কল্পনা মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নূতন নূতন শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া লতার ন্যায় কিরণকে আমার সহিত বেষ্টন করিয়া বাঁধিতে লাগিল। যখন শুভ অবসর আসিবে তখন কিরণকে কি পড়াইব, কি শিখাইব, কি শুনাইব, কি দেখাইব তাহারি অসংখ্য সঙ্কল্পে আমার মন আচ্ছন্ন হইয়া গেল। এমন কি, স্থির করিলাম জর্ম্মান্ পণ্ডিতরচিত দর্শনশাস্ত্রের নব্য ইতিহাসেও যাহাতে তাহার চিত্তের ঔৎসুক্য জন্মে এমন শিক্ষা তাহাকে দিতে হইবে—নতুবা আমাকে সে সর্ব্বতোভাবে বুঝিতে পারিবে না। ইংরাজি কাব্য সাহিত্যের সৌন্দর্য্যালোকে আমি তাহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাইব। আমি মনে মনে হাসিলাম, কহিলাম, কিরণ, তোমার আমলতা বেগুনের ক্ষেত আমার কাছে নূতন রাজ্য,—আমি কস্মিন্ কালে স্বপ্নেও জানিতাম না যে, সেখানে বেগুন এবং ঝড়ে-পড়া কাঁচা আম ছাড়াও দুর্লভ অমৃতফল এত সহজে পাওয়া যায় কিন্তু যখন সময় আসিবে তখন আমিও তোমাকে এমন এক রাজ্যে লইয়া যাইব, যেখানে বেগুন ফলে না কিন্তু তথাপি বেগুনের অভাব মুহূর্ত্তের জন্য অনুভব করিতে হয় না! সে জ্ঞানের রাজ্য, ভাবের স্বর্গ!

সূর্য্যাস্তকালের দিগন্তবিলীন পাণ্ডুবর্ণ সন্ধ্যাতারা ঘনায়মান সায়াহ্নে ক্রমেই যেমন পরিস্ফুট দীপ্তিলাভ করে—কিরণও তেমনি কিছুদিন ধরিয়া ভিতর হইতে আনন্দে, লাবণ্যে,নারীত্বের পূর্ণতায় যেন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। সে যেন তাহার গৃহের তাহার সংসারের ঠিক মধ্য-আকাশে অধিরোহণ করিয়া চারিদিকে আনন্দের মঙ্গলজ্যোতি বিকীর্ণ করিতে লাগিল—সেই জ্যোতিতে তাহার বৃদ্ধ পিতার শুভ্র-কেশের উপর পবিত্রতর উজ্জ্বল আভা পড়িল, এবং সেই জ্যোতি আমার উদ্বেলিত হৃদয় সমুদ্রের প্রত্যেক তরঙ্গের উপর কিরণের মধুর নামের একটি করিয়া জ্যোতির্ম্ময় স্বাক্ষর মুদ্রিত করিয়া দিল। এদিকে আমার ছুটি সংক্ষিপ্ত হইয়া আসিল—বিবাহ উদ্দেশে বাড়ি আসিবার জন্য পিতার সস্নেহ অনুরোধ ক্রমে কঠিন আদেশে পরিণত হইবার উপক্রম হইল—এদিকে অমূল্যকেও আর ঠেকাইয়া রাখা যায় না—সে কোন্ দিন উন্মত্ত বন্যহস্তীর ন্যায় আমার এই পদ্মবনের

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634 / Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

মাঝখানে ফস্ করিয়া তাহার বিপুল চরণ চতুষ্টয় নিক্ষেপ করিবে এ উদ্বেগও উত্তরোত্তর প্রবল হইতে লাগিল। কেমন করিয়া অবিলম্বে অন্তরের আকাঙ্ক্ষাকে ব্যক্ত করিয়া আমার প্রণয়কে পরিণয়ে বিকশিত করিয়া তুলিব তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

একদিন মধ্যাহ্নকালে ভবনাথ বাবুর গৃহে গিয়া দেখি তিনি গ্রীষ্মের উত্তাপে চৌকিতে ঠেসান্ দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, এবং সম্মুখে গঙ্গাতীরের বারান্দায় নির্জ্জন ঘাটের সোপানে বসিয়া কিরণ কি বই পড়িতেছে। আমি নিঃশব্দপদে পশ্চাতে গিয়া দেখি, একখানি নূতন কাব্যসংগ্রহ—যে পাতাটি খোলা আছে, তাহাতে Shelleyর একটি কবিতা উদ্ধৃত এবং তাহার পার্শ্বে লাল কালীতে একটি পরিষ্কার লাইন টানা—সেই কবিতাটি পাঠ করিয়া কিরণ ঈষৎ একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া স্বপ্নভারাকুল নয়নে আকাশের দূরতম প্রান্তের দিকে চাহিল—বোধ হইল যেন সেই একটি কবিতা কিরণ আজ একঘণ্টা ধরিয়া দশবার করিয়া পড়িয়াছে এবং অনন্ত নীলাকাশে আপন হৃদয়-তরণীর পালে একটি মাত্র উত্তপ্ত দীর্ঘ নিঃশ্বাস দিয়া তাহাকে অতিদূর নক্ষত্রলোকে প্রেরণ করিয়াছে। শেলি কাহার জন্য এই কবিতাটি লিখিয়াছিল, জানি না—মহীন্দ্রনাথ বাবু নামক কোন বাঙ্গালি যুবকের জন্য লেখে নাই তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু আজ এই স্তবগানে আমি ছাড়া আর কাহারও অধিকার নাই ইহা আমি জোর করিয়া বলিতে পারি। কিরণ এই কবিতাটির পাশে আপন অন্তরতম হৃদয়পেন্সিল দিয়া একটি উজ্জ্বল রক্ত চিহ্ন আঁকিয়া দিয়াছে, সেই মায়াগভীর মোহমন্ত্রে কবিতাটি আজ তাহারই—এবং সেই সঙ্গে আমারও। আমি পুলকোচ্ছ্বসিত চিত্তকে সম্বরণ করিয়া সহজ স্বরে কহিলাম কি পড়িতেছেন। পালভরা নৌকা যেন হঠাৎ চড়ায় ঠেকিয়া গেল। কিরণ চমকিয়া উঠিয়া তাড়াতাড়ি বইখানা বন্ধ করিয়া একেবারে আঁচলের মধ্যে ঢাকিয়া ফেলিল। আমি হাসিয়া কহিলাম, বইখানি একবার দেখিতে পারি? কিরণকে কি যেন বাজিল—সে আগ্রহসহকারে বলিয়া উঠিল, না, না, ও বই থাক্!

আমি কিয়দ্দূরে একটা ধাপ নীচে বসিয়া ইংরাজি কাব্যসাহিত্যের কথা উত্থাপন করিলাম—এমন করিয়া কথা তুলিলাম যাহাতে কিরণেরও সাহিত্য শিক্ষা হয় এবং আমারও মনের কথা ইংরাজ কবির জবানীতে ব্যক্ত হইয়া উঠে। খররৌদ্রতাপে সুগভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে জলের স্থলের ছোট ছোট কলশব্দগুলি নিদ্রাকাতর জননীর ঘুমপাড়ানী গানের মত অতিশয় মৃদু এবং সকরুণ হইয়া আসিল।

কিরণ যেন অধীর হইয়া উঠিল—কহিল, "বাবা একা বসিয়া আছেন, অনন্ত আকাশ সম্বন্ধে তোমাদের সে তর্কটা শেষ করিবে না?" আমি মনে মনে ভাবিলাম, অনন্ত আকাশ ত চিরকাল থাকিবে এবং তাহার সম্বন্ধে তর্কও ত কোন কালে শেষ হইবে না, কিন্তু জীবন স্বল্প এবং শুভ অবসর দুর্ল্লভ ও ক্ষণস্থায়ী। কিরণের কথার উত্তর না দিয়া কহিলাম, "আমার কতকগুলি কবিতা আছে আপনাকে শুনাইব।" কিরণ কহিল, "কাল শুনিব।" বলিয়া একেবারে উঠিয়া ঘরের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "বাবা, মহীন্দ্রবাবু আসিয়াছেন।" ভবনাথবাবু নিদ্রাভঙ্গে বালকের ন্যায় তাঁহার সরল নেত্রদ্বয় উন্মীলন করিয়া ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। আমার বক্ষে যেন ধক্ করিয়া একটা মস্ত ঘা লাগিল। ভবনাথবাবুর ঘরে গিয়া অনন্ত

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

আকাশ সম্বন্ধে তর্ক করিতে লাগিলাম। কিরণ বই হাতে লইয়া দোতলায় বোধ হয় তাহার নির্জ্জন শয়নকক্ষে নির্ব্বিঘ্নে পড়িতে গেল।

পরদিন সকালের ডাকে লাল পেন্সিলের দাগ দেওয়া একখানা ষ্টেট্‌স্‌ম্যান্ কাগজ পাওয়া গেল, তাহাতে বি, এ, পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে! প্রথমেই প্রথম ডিবিশান্ বিভাগে কিরণবালা বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়া একটা নাম চোখে পড়িল—আমার নিজের নাম প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় কোন বিভাগেই নাই।

পরীক্ষায় অকৃতার্থ হইবার বেদনার সঙ্গে সঙ্গে বজ্রাগ্নির ন্যায় একটা সন্দেহ বাজিতে লাগিল যে, কিরণবালা বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ত আমাদেরই কিরণবালা। সে যে কালেজে পড়িয়াছে বা পরীক্ষা দিয়াছে এ কথা যদিও আমাকে বলে নাই তথাপি সন্দেহ ক্রমেই প্রবল হইতে লাগিল। কারণ, ভাবিয়া দেখিলাম, বৃদ্ধ পিতা এবং তাহার কন্যাটি নিজেদের সম্বন্ধে কোন কথাই কখনো আলাপ করে নাই —এবং আমিও নিজের আখ্যান বলিতে এবং নিজের বিদ্যাপ্রচার করিতে সর্ব্বদাই এমন নিযুক্ত ছিলাম যে, তাঁহাদের কথা ভাল করিয়া জিজ্ঞাসাও করি নাই।

জর্ম্মানপণ্ডিতরচিত আমার নূতন-পড়া দর্শনের ইতিহাস, সম্বন্ধীয় তর্কগুলি আমার মনে পড়িতে লাগিল—এবং মনে পড়িল আমি একদিন কিরণকে বলিয়াছিলাম, আপনাকে যদি আমি কিছুদিন গুটিকতক বই পড়াইবার সুযোগ পাই, তাহা হইলে ইংরাজি কাব্য সাহিত্য সম্বন্ধে আপনার একটা পরিষ্কার ধারণা জন্মাইতে পারি।

কিরণবালা দর্শনশাস্ত্রে অনার্ লইয়াছেন এবং সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণা। যদি এই কিরণ হয়।

অবশেষে প্রবল খোঁচা দিয়া আপন ভস্মাচ্ছন্ন অহঙ্কারকে উদ্দীপ্ত করিয়া কহিলাম—"হয় হৌক্—আমার রচনাবলী আমার জয়স্তম্ভ"। বলিয়া খাতা হাতে সবলে পা ফেলিয়া মাথা পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চে তুলিয়া ভবনাথবাবুর বাগানে গিয়া উপস্থিত হইলাম।

তখন তাঁহার ঘরে কেহ ছিল না। আমি একবার ভাল করিয়া বৃদ্ধের পুস্তকগুলি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। দেখিলাম, এক কোণে আমার সেই নব্য জর্ম্মানপণ্ডিতরচিত দর্শনের ইতিহাসখানি অনাদরে পড়িয়া রহিয়াছে—খুলিয়া দেখিলাম, ভবনাথবাবুর স্বহস্তলিখিত নোটে তাহার মার্জ্জিন পরিপূর্ণ। বৃদ্ধ নিজে তাঁহার কন্যাকে শিক্ষা দিয়াছেন। আমার সন্দেহ রহিল না।

ভবনাথ বাবু অন্যদিনের অপেক্ষা প্রসন্নজ্যোতির্বিচ্ছুরিত মুখে ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিলেন—যেন কোন সুসংবাদের নির্ঝরধারায় তিনি সদ্য প্রাতঃস্নান করিয়া আসিয়াছেন। আমি অকস্মাৎ কিছু দম্ভের ভাবে রুক্ষহাস্য হাসিয়া কহিলাম—"ভবনাথবাবু, আমি পরীক্ষায় ফেল্ করিয়াছি!" যে সকল বড় বড় লোক বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফেল্ করিয়া জীবনের পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়, আমি যেন আজ তাহাদেরই মধ্যে গণ্য হইলাম। পরীক্ষা, বাণিজ্য ব্যবসায়, চাকুরী প্রভৃতিতে কৃতকার্য্য হওয়া মাঝামাঝি লোকের লক্ষণ—নিম্নতম এবং উচ্চতম শ্রেণীর লোকেদেরই অকৃতকার্য্য হইবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। ভবনাথবাবুর মুখ সস্নেহকরুণ হইয়া আসিল, তিনি তাঁহার কন্যার পরীক্ষোত্তরণ সংবাদ আমাকে আর দিতে পারিলেন না; কিন্তু আমার অসঙ্গত উগ্রপ্রফুল্লতা দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইয়া গেলেন। তাঁহার সরল

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

বুদ্ধিতে আমার গর্ব্বের কারণ বুঝিতে পারিলেন না।

এমন সময় আমাদের কালেজের নবীন অধ্যাপক বামাচরণবাবুর সহিত কিরণ সলজ্জ-সরসোজ্জ্বল মুখে বর্ষাধৌত লতাটির মত ছল-ছল করিতে করিতে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আমার আর কিছুই বুঝিতে বাকি রহিল না। রাত্রে বাড়িতে আসিয়া আমার রচনাবলীর খাতাখানা পোড়াইয়া ফেলিয়া দেশে গিয়া বিবাহ করিলাম।

গঙ্গার ধারে যে বৃহৎ কাব্য লিখিবার কথা ছিল তাহা লেখা হইল না, কিন্তু জীবনের মধ্যে তাহা লাভ করিলাম।

সমস্যা-পূরণ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

ঝিকড়াকোটার কৃষ্ণগোপাল সরকার জ্যেষ্ঠপুত্রের প্রতি জমিদারী এবং সংসারের ভার দিয়া কাশী চলিয়া গেলেন। দেশের যত অনাথ দরিদ্র লোক তাঁহার জন্য হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল—এমন বদান্যতা এমন ধর্ম্ম-নিষ্ঠতা কলিযুগে দেখা যায় না, এই কথা সকলেই বলিতে লাগিল।

তাঁহার পুত্র বিপিনবিহারী আজকালকার একজন সুশিক্ষিত বি এ। দাড়ি রাখেন, চস্‌মা পরেন, কাহারো সহিত বড় একটা মিশেন না। অতিশয় সচ্চরিত্র—এমন কি, তামাকটি পর্য্যন্ত খান না, তাস পর্য্যন্ত খেলেন না। অত্যন্ত ভালমানুষের মত চেহারা, কিন্তু লোকটা ভারি কড়াক্কড়।

তাঁহার প্রজারা শীঘ্রই তাহা অনুভব করিতে পারিল। বুড়া কর্ত্তার কাছে রক্ষা ছিল কিন্তু ইঁহার কাছে কোন ছুতায় দেনা খাজনার এক পয়সা রেয়াৎ পাইবার প্রত্যাশা নাই। নির্দ্দিষ্ট সময়েরও একদিন এদিক-ওদিক হইতে পায় না।

বিপিনবিহারী হাতে কাজ লইয়াই দেখিলেন তাঁহার বাপ বিস্তর ব্রাহ্মণকে জমি বিনা খাজনায় ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং খাজনা যে কত লোককে কমি দিয়াছেন তাহার আর সংখ্যা নাই। তাঁহার কাছে কেহ একটা কিছু প্রার্থনা করিলে তিনি তাহা পূর্ণ না করিয়া থাকিতে পারিতেন না—সেটা তাঁহার একটা দুর্ব্বলতা ছিল।

বিপিনবিহারী কহিলেন, এ কখনই হইতে পারে না। অর্দ্ধেক জমিদারী আমি লাখেরাজ ছাড়িয়া দিতে পারি না। তাঁহার মনে নিম্ন-লিখিত দুই যুক্তির উদয় হইল।

প্রথমতঃ, যে সকল অকর্ম্মণ্য লোক ঘরে বসিয়া এই সকল জমির উপস্বত্ব ভোগ করিয়া স্ফীত হইতেছে তাহারা অধিকাংশই অপদার্থ এবং দয়ার অযোগ্য। এরূপ দানে দেশে কেবল আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয়।

দ্বিতীয়তঃ—তাঁহার পিতৃপিতামহের সময়ের অপেক্ষা এখন জীবিকা অত্যন্ত দুর্লভ এবং দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে। অভাব অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। এখন একজন ভদ্রলোকের আত্মসম্ভ্রম রক্ষা করিয়া চলিতে পূর্ব্বাপেক্ষা চারগুণ খরচ পড়ে। অতএব তাঁহার পিতা যেরূপ নিশ্চিন্ত মনে দুই হস্তে সমস্ত বিলাইয়া ছড়াইয়া গিয়াছেন এখন আর তাহা করিলে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

চলিবে না বরঞ্চ সেগুলি কুড়াইয়া বাড়াইয়া আবার ঘরে আনিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

কর্ত্তব্যবুদ্ধি তাঁহাকে যাহা বলিল তিনি তাহাই করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি একটা প্রিন্সিপল্ ধরিয়া চলিতে লাগিলেন।

ঘর হইতে যাহা বাহির হইয়াছিল আবার তাহা অল্পে অল্পে ঘরে ফিরিতে লাগিল। পিতার অতি অল্প দানই তিনি বাহাল রাখিলেন, এবং যাহা রাখিলেন তাহাও যাহাতে চিরস্থায়ী দানের স্বরূপে গণ্য না হয় এমন উপায় করিলেন।

কৃষ্ণগোপাল কাশীতে থাকিয়া পত্রযোগে প্রজাদিগের ক্রন্দন শুনিতে পাইলেন—এমন কি, কেহ কেহ তাঁহার নিকটে গিয়াও কাঁদিয়া পড়িল। কৃষ্ণগোপাল বিপিনবিহারীকে পত্র লিখিলেন যে, কাজটা গর্হিত হইতেছে।

বিপিনবিহারী উত্তরে লিখিলেন, পূর্ব্বে যেমন দান করা যাইত তেমনি পাওনা নানা প্রকারের ছিল। তখন জমিদার এবং প্রজা উভয়পক্ষের মধ্যেই দান প্রতিদান ছিল। সম্প্রতি নূতন নূতন আইন হইয়া কেবলমাত্র ন্যায্য খাজনা ছাড়া অন্য পাঁচ রকম পাওনা একেবারে বন্ধ হইয়াছে, এবং কেবলমাত্র খাজনা আদায় করা ছাড়া জমিদারের অন্যান্য গৌরবজনক অধিকারও উঠিয়া গিয়াছে—অতএব এখনকার দিনে যদি আমি আমার ন্যায্য পাওনার দিকে কঠিন দৃষ্টি না রাখি তবে আর আমার থাকে কি! এখন প্রজাও আমাকে অতিরিক্ত কিছু দিবে না আমিও তাহাকে অতিরিক্ত কিছুই দিব না—এখন আমাদের মধ্যে কেবলমাত্র দেনাপাওনার সম্পর্ক। দান খয়রাৎ করিতে গেলে ফতুর হইতে হইবে; বিষয় রক্ষা এবং কুলসম্ভ্রম রক্ষা করা দুরূহ হইয়া পড়িবে।

কৃষ্ণগোপাল সময়ের এতাধিক পরিবর্ত্তনে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিতেন এবং ভাবিতেন এখনকার ছেলেরা এখনকার কালের উপযোগী কাজ করিতেছে—আমার সেকালের নিয়ম এখন খাটিবে না। আমি দূরে বসিয়া ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে তাহারা বলিবে, তবে তোমার বিষয় তুমি ফিরিয়া লও, আমরা ইহা রাখিতে পারিব না। কাজ কি বাপু, এ কয়টা দিন কোনমতে হরিনাম করিয়া কাটাইয়া দিতে পারিলে বাঁচি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

এই ভাবে কাজ চলিতে লাগিল। অনেক মকদ্দমা মাম্‌লা হাঙ্গাম ফেসাদ্ করিয়া বিপিনবিহারী সমস্তই প্রায় এক প্রকার মনের মত গুছাইয়া লইলেন।

অনেক প্রজাই ভয়ক্রমে বশ্যতা স্বীকার করিল, কেবল মির্জা বিবির পুত্র অছিমদ্দি বিশ্বাস কিছুতেই বাগ মানিল না।

বিপিনবিহারীর আক্রোশও তাহার উপরে সব চেয়ে বেশী। ব্রাহ্মণের ব্রহ্মোত্তরের একটা অর্থ বোঝা যায় কিন্তু এই মুসলমান সন্তান যে কি হিসাবে এতটা জমি নিষ্কর ও স্বল্প করে উপভোগ করে বুঝা যায় না। একটা সামান্য যবন বিধবার ছেলে, গ্রামের ছাত্রবৃত্তি-স্কুলে দুই ছত্র লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে কিন্তু আপনার সৌভাগ্যগর্ব্বে সে যেন কাহাকেও গ্রাহ্যই করে না।

বিপিন পুরাতন কর্ম্মচারীদের কাছে জানিতে পারিলেন কর্ত্তার আমল হইতে বাস্তবিক ইহারা বহুকাল অনুগ্রহ পাইয়া আসিতেছে কিন্তু এ অনুগ্রহের কোন বিশেষ কারণ তাহারা

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

নির্ণয় করিতে পারে না। বোধ করি, অনাথা বিধবা নিজ দুঃখ জানাইয়া কর্ত্তার দয়া উদ্রেক করিয়াছিল।

কিন্তু বিপিনের নিকট এই অনুগ্রহ সর্ব্বাপেক্ষা অযোগ্য বলিয়া প্রতিভাত হইল! বিশেষতঃ ইহাদের পূর্ব্বেকার দরিদ্র অবস্থা বিপিন দেখেন নাই, এখন ইহাদের স্বচ্ছলতার বাড়াবাড়ি এবং অপর্য্যাপ্ত দম্ভ দেখিয়া বিপিনের মনে হইত ইহারা যেন তাঁহার দয়া-দুর্ব্বল সরল পিতাকে ঠকাইয়া তাঁহাদের বিষয়ের এক অংশ চুরি করিয়া লইয়াছে।

অছিমদ্দিও উদ্ধত প্রকৃতির যুবক। সে বলিল, প্রাণ যাইবে তবু আমার অধিকারের এক তিল ছাড়িয়া দিব না। উভয় পক্ষে ভারি যুদ্ধ বাধিয়া উঠিল।

অছিমদ্দির বিধবা মাতা ছেলেকে বারবার করিয়া বুঝাইল, জমিদারের সহিত কাজিয়া করিয়া কাজ নাই, এতদিন যাঁহার অনুগ্রহে জীবন কাটিল তাঁহার অনুগ্রহের পরে নির্ভর করাই কর্ত্তব্য, জমিদারের প্রার্থনামত কিছু ছাড়িয়া দেওয়া যাক্।

অছিমদ্দি কহিল, মা, তুমি এসকল বিষয় কিছু বোঝ না।

মকদ্দমায় অছিমদ্দি একে একে হারিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু যতই হার হইতে লাগিল ততই তাহার জিদ্ বাড়িয়া উঠিল। তাহার সর্ব্বস্বের জন্য সে সর্ব্বস্বই পণ করিয়া বসিল।

মির্জ্জা বিবি একদিন বৈকালে বাগানের তরিতরকারী কিঞ্চিৎ উপহার লইয়া ছেলেকে লুকাইয়া গোপনে বিপিন বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিল। বৃদ্ধা যেন তাহার সকরুণ মাতৃদৃষ্টির দ্বারা সস্নেহে বিপিনের সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া কহিল, "তুমি আমার বাপ; আল্লা তোমার ভাল করুন। বাবা, অছিমকে তুমি নষ্ট করিয়ো না, ইহাতে তোমার ধর্ম্ম হইবে না। তাহাকে আমি তোমার হস্তেই সমর্পণ করিলাম—তাহাকে নিতান্তই অবশ্য-প্রতিপাল্য একটি অকর্ম্মণ্য ছোট ভাইয়ের মত গ্রহণ কর—সে তোমার অসীম ঐশ্বর্য্যের ক্ষুদ্র এককণা পাইয়াছে বলিয়া ক্ষুণ্ণ হইয়ো না বাপ্!"

অধিক বয়সের স্বাভাবিক প্রগল্‌ভতাবশতঃ বুড়ি তাঁহার সহিত ঘরকন্না পাতাইতে আসিয়াছে দেখিয়া বিপিন ভারি বিরক্ত হইয়া উঠিল। কহিল—"তুমি মেয়ে মানুষ, এ সমস্ত কথা কিছুই বোঝ না। যদি কিছু জানাইবার থাকে তোমার ছেলেকে পাঠাইয়া দিয়ো!"

মির্জ্জা বিবি নিজের ছেলে এবং পরের ছেলে উভয়ের কাছেই শুনিল, সে এ বিষয়ের কিছুই বোঝে না। আল্লার নাম স্মরণ করিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে বিধবা ঘরে ফিরিয়া গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

মকদ্দমা ফৌজদারী হইতে দেওয়ানী—দেওয়ানী হইতে জেলা-আদালত, জেলা-আদালত হইতে হাইকোর্ট পর্য্যন্ত চলিল। বৎসর দেড়েক এম্‌নি করিয়া কাটিয়া গেল। অছিমদ্দি যখন দেনার মধ্যে আকণ্ঠ নিমগ্ন হইয়াছে তখন আপিল-আদালতে তাহার আংশিক জয় সাব্যস্ত হইল।

কিন্তু ডাঙ্গার বাঘের মুখ হইতে যেটুকু বাঁচিল জলের কুমীর তাহার প্রতি আক্রমণ করে। মহাজন সময় বুঝিয়া ডিক্রীজারী করিল। অছিমদ্দির যথাসর্ব্বস্ব নিলাম হইবার দিন স্থির হইল।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b0003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

সে দিন সোমবার, হাটের দিন। ছোট একটি নদীর ধারে হাট। বর্ষাকালে নদী পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। কতক নৌকায় এবং কতক ডাঙ্গায় কেনাবেচা চলিতেছে, কলরবের অন্ত নাই। পণ্যদ্রব্যের মধ্যে এই আষাঢ় মাসে কাঁঠালের আমদানীই সব চেয়ে বেশী, ইলিশ মাছও যথেষ্ট। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে; অনেক বিক্রেতা বৃষ্টির আশঙ্কায় বাঁশ পুতিয়া তাহার উপর একটা কাপড় খাটাইয়া দিয়াছে।

অছিমদ্দিও হাট করিতে আসিয়াছে—কিন্তু তাহার হাতে একটি পয়সাও নাই, এবং তাহাকে আজ কাল কেহ ধারেও বিক্রয় করে না। সে একটি কাটারি এবং একটি পিতলের থালা হাতে করিয়া আসিয়াছে, বন্ধক রাখিয়া ধার করিবে।

বিপিন বাবু বিকালের দিকে হাওয়া খাইতে বাহির হইয়াছেন, সঙ্গে দুই তিন জন লাঠিহস্তে পাইক চলিয়াছে। কলরবে আকৃষ্ট হইয়া তিনি একবার হাট দেখিতে ইচ্ছুক হইলেন।

হাটের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বারী কলুকে কৌতুহলবশতঃ তাহার আয়ব্যয় সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছেন এমন সময় অছিমদ্দি কাটারি তুলিয়া বাঘের মত গর্জ্জন করিয়া বিপিন বাবুর প্রতি ছুটিয়া আসিল। হাটের লোক তাহাকে অর্দ্ধপথে ধরিয়া তৎক্ষণাৎ নিরস্ত্র করিয়া ফেলিল—অবিলম্বে তাহাকে পুলিশের হস্তে সমর্পণ করা হইল এবং আবার হাটে যেমন কেনাবেচা চলিতেছিল চলিতে লাগিল।

বিপিন বাবু এই ঘটনায় মনে মনে যে খুসি হন নাই তাহা বলা যায় না। আমরা যাহাকে শিকার করিতে চাহি সে যে আমাদিগকে থাবা মারিতে আসিবে এরূপ বজ্জাতী এবং বেআদবী অসহ্য। যাহা হোক্, বেটা যেরূপ বদ্‌মায়েস্ সেইরূপ তাহার উচিত শাস্তি হইবে।

বিপিনের অন্তঃপুরে মেয়েরা আজিকার ঘটনা শুনিয়া কণ্টকিত হইয়া উঠিলেন—সকলেই বলিলেন, মাগো, কোথাকার বজ্জাত হারামজাদা বেটা! তাহার উচিত শাস্তির সম্ভাবনায় তাঁহারা অনেকটা সান্ত্বনা লাভ করিলেন।

এদিকে সেই সন্ধ্যাবেলায় বিধবার অন্নহীন পুত্রহীন গৃহ মৃত্যুর অপেক্ষাও অন্ধকার হইয়া গেল। এই ব্যাপারটা সকলেই ভুলিয়া গেল, আহারাদি করিল, শয়ন করিল, নিদ্রা দিল—কেবল একটী বৃদ্ধার কাছে পৃথিবীর সমস্ত ঘটনার মধ্যে এইটেই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হইয়া উঠিল, অথচ ইহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সমস্ত পৃথিবীতে আর কেহই নাই, কেবল দীপহীন কুটির-প্রান্তে কয়েকখানি জীর্ণ অস্থি এবং একটি হতাশ্বাস ভীত হৃদয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

ইতিমধ্যে দিন তিনেক অতিবাহিত হইয়া গেছে। কাল ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচারের দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বিপিনকেও সাক্ষ্য দিতে যাইতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে জমিদারকে কখনো সাক্ষ্যমঞ্চে দাঁড়াইতে হয় নাই—কিন্তু বিপিনের ইহাতে কোন আপত্তি নাই।

পরদিন যথাসময়ে পাগ্‌ড়ি পরিয়া ঘড়ির চেন ঝুলাইয়া পাল্কি চড়িয়া মহাসমারোহে বিপিন বাবু কাছারিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ তাঁহাকে সসম্ভ্রমে আপন পার্শ্ববর্ত্তী আসনে স্থান দিলেন। এজ্‌লাসে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

আজ আর লোক ধরে না। এতবড় হুজুক্ আদালতে অনেক দিন ঘটে নাই।

যখন মকদ্দমা উঠিতে আর বড় বিলম্ব নাই, এমন সময় একজন বরকন্দাজ আসিয়া বিপিন বাবুর কাণে কাণে কি একটা কথা বলিয়া দিল—তিনি তটস্থ হইয়া আবশ্যক আছে বলিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলেন।

বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, কিছু দূরে এক বটতলায় তাঁহার বৃদ্ধ পিতা দাঁড়াইয়া আছেন। খালি পা, গায়ে একখানি নামাবলী, হাতে হরিনামের মালা, কৃশ শরীরটি যেন স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময়। ললাট হইতে একটি শান্ত করুণা বিশ্বে বিকীর্ণ হইতেছে।

বিপিন চাপকান জোব্বা এবং আঁট প্যাণ্ট্‌লুন্ লইয়া কষ্টে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। মাথার পাগ্‌ড়িটি নাসাপ্রান্তে নামিয়া আসিল, ঘড়িটি জেব হইতে বাহির হইয়া পড়িল; সেগুলি শশব্যস্তে সারিয়া লইয়া পিতাকে নিকটবর্ত্তী উকীলের বাসায় প্রবেশ করিতে অনুরোধ করিলেন।

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন, না, আমার যাহা বক্তব্য আমি এইখানেই বলিয়া লই।

বিপিনের অনুচরগণ কৌতূহলী লোকদিগকে দূরে ঠেলিয়া রাখিল।

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন—অছিম যাহাতে খালাস পায় সেই চেষ্টা করিতে হইবে এবং উহার যে সম্পত্তি কাড়িয়া লইয়াছ তাহা ফিরাইয়া দিবে।

বিপিন বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—এইজন্যই আপনি কাশী হইতে এত দূরে আসিয়াছেন? উহাদের উপরে আপনার এত অধিক অনুগ্রহ কেন?

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন—সে কথা শুনিয়া তোমার লাভ কি হইবে বাপু?

বিপিন ছাড়িলেন না—কহিলেন, "অযোগ্যতা বিচার করিয়া কত লোকের কত দান ফিরাইয়া লইয়াছি, তাহার মধ্যে কত ব্রাহ্মণও ছিল, আপনি তাহার কিছুতে হস্তক্ষেপ করেন নাই, আর এই মুসলমান সন্তানের জন্য আপনার এতদূর পর্য্যন্ত অধ্যবসায়! আজ এত কাণ্ড করিয়া অবশেষে যদি অছিমকে খালাস দিতে এবং সমস্ত ফিরাইয়া দিতে হয় ত লোকের কাছে কি বলিব!"

কৃষ্ণগোপাল কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। অবশেষে দ্রুতকম্পিত অঙ্গুলিতে মালা ফিরাইতে ফিরাইতে কিঞ্চিৎ কম্পিতস্বরে কহিলেন, "লোকের কাছে যদি সমস্ত খুলিয়া বলা আবশ্যক কর ত বলিয়ো, অছিমদ্দিন তোমার ভাই হয়, আমার পুত্র।"

বিপিন চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন—যবনীর গর্ভে?

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন—হাঁ বাপু!

বিপিন অনেকক্ষণ স্তব্ধভাবে থাকিয়া কহিলেন, সে সব কথা পরে হইবে এখন আপনি ঘরে চলুন।

কৃষ্ণগোপাল কহিলেন—না, আমি ত আর গৃহে প্রবেশ করিব না। আমি এখনি এখান হইতে ফিরিয়া চলিলাম। এখন তোমার ধর্ম্মে যাহা উচিত বোধ হয় করিয়ো। বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া অশ্রুনিরোধপূর্ব্বক কম্পিতকলেবরে ফিরিয়া চলিলেন।

বিপিন কি বলিবে কি করিবে ভাবিয়া পাইল না। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিন্তু এটুকু তাহার মনে উদয় হইল, সেকালের ধর্ম্মনিষ্ঠা এইরূপই বটে! শিক্ষা এবং চরিত্রে আপনাকে আপনার পিতার চেয়ে ঢের শ্রেষ্ঠ বোধ হইল। স্থির করিলেন, একটা প্রিন্সিপল্ না থাকার এই ফল!

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

আদালতে যখন ফিরিলেন, দেখিলেন শীর্ণ ক্লিষ্ট শুষ্ক শ্বেতওষ্ঠাধর দীপ্তনেত্র অছিম দুই পাহারাওয়ালার হস্তে বন্দী হইয়া একখানি মলিন চীর পরিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে বিপিনের ভ্রাতা!

ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত বিপিনের বন্ধুত্ব ছিল। মকদ্দমা একপ্রকার গোলমাল করিয়া ফাঁসিয়া গেল। এবং অছিমও অল্পদিনের মধ্যে পূর্ব্বাবস্থা ফিরিয়া পাইল। কিন্তু তাহার কারণ সেও বুঝিতে পারিল না, অন্য লোকেও আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

মকদ্দমার সময় যে, কৃষ্ণগোপাল আসিয়াছিলেন সে কথা রাষ্ট্র হইতে বিলম্ব হইল না! সকলেই নানা কথা কাণাকাণী করিতে লাগিল। সূক্ষ্মবুদ্ধি উকীলেরা ব্যাপারটা সমস্তই অনুমান করিয়া লইল। রামতারণ উকীলকে কৃষ্ণগোপাল নিজের খরচে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছিলেন—সে বরাবরই সন্দেহ করিত কিন্তু এতদিনে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিল যে, ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিলে সকল সাধুই ধরা পড়ে। যিনি যত মালা জপুন পৃথিবীতে আমার মতই সব বেটা! সংসারে সাধু অসাধুর মধ্যে প্রভেদ এই যে, সাধুরা কপট এবং অসাধুরা অকপট! যাহা হউক, কৃষ্ণগোপালের জগদ্বিখ্যাত দয়াধর্ম্মমহত্ত্ব সমস্তই যে কাপট্য ইহাই স্থির করিয়া রামতারণের যেন এতদিনকার একটা দুর্ব্বোধ সমস্যার পূরণ হইল এবং কি যুক্তি অনুসারে জানি না, তাহাতে কৃতজ্ঞতার বোঝাও যেন স্কন্ধ হইতে লঘু হইয়া গেল! ভারি আরাম পাইল।

দেনাপাওনা।

পাঁচ ছেলের পর যখন এক কন্যা জন্মিল তখন বাপ মায়ে অনেক আদর করিয়া তাহার নাম রাখিলেন নিরুপমা। এ গোষ্ঠীতে এমন সৌখীন নাম ইতিপূর্ব্বে কখন শোনা যায় নাই। প্রায় ঠাকুরদেবতার নামই প্রচলিত ছিল—গণেশ, কার্ত্তিক, পার্ব্বতী তাহার উদাহরণ।

বলা বাহুল্য নিরুপমার আদরের সীমা ছিল না। অতিরিক্ত আদরে নষ্ট হইয়া না যায় এমন ছেলে অতি দুর্লভ; কিন্তু দৈবক্রমে এমন এক আধটি মেয়ে দেখা যায় আদরে যাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে না। পদ্ম যেমন সহজেই জল ভেদ করিয়া মধুর শোভায় উপরে জাগিয়া উঠে, তেমনি এক একটি মেয়ে আছে যে স্বভাবতই ভরা আদরের মাঝখানে ঢলঢল হইয়া ফুটিয়া উঠে।

নিরুপমা বাপ মা, পাঁচ ভাই এবং যেখানকার যত আত্মীয় স্বজন, সকলেরই আদর পাইত। কিন্তু তবু তাহার মন সর্ব্বদাই একটি সরল সন্তোষে পূর্ণ থাকিত; তাহার মুখের স্বাভাবিক ভাবটি এমনি ছিল সে যেন কাহারো কাছে কিছু চায় না।

আমার বর্ণনা শুনিয়া কেহবা হাসিতে পারেন! মনে করিতে পারেন সহজেই যে পায় সে আর চাহিবে কেন? কিন্তু সংসারের গতিক যদি ভাল করিয়া আলোচনা করা যায় ত দেখা যাইবে, যে না চাহিয়া পায় তাহার আব্দার আর কিছুতেই মেটে না। পৃথিবীতে ষোল আনা আদর যে পায় না আঠার আনা

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

আদরের প্রতি সে কোন দাবী রাখে না—এমন কি অল্পস্বল্প যাহা পায় সেটুকু না হইলেও তাহার চলিয়া যায়, কিন্তু যে দুর্ভাগা বিনা চেষ্টায় পুরাপুরি পায় উপরি-পাওনা না হইলে তাহার কিছুতেই সুখ হয় না।

কিন্তু এই সংসারতত্ত্বের সহিত আমার গল্পের কোন যোগ নাই, অতএব এ আলোচনা পরে হইবে।

এখন নিরুপমার বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছে। তাহার পিতা রামসুন্দর মিত্র অনেক খোঁজ করেন কিন্তু পাত্র কিছুতেই মনের মতন হয় না। অবশেষে মস্ত এক রায়বাহাদুরের ঘরের একমাত্র ছেলেকে সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছেন। উক্ত রায়বাহাদুরের পৈতৃক বিষয় আশয় যদিও অনেক হ্রাস হইয়া আসিয়াছে কিন্তু বনেদী ঘর বটে।

কিন্তু বরপক্ষ হইতে দশ হাজার টাকা পণ এবং বহুল দানসামগ্রী চাহিয়া বসিল। রামসুন্দর কিছুমাত্র বিবেচনা না করিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন; এমন পাত্র কোনমতে হাতছাড়া করা যায় না।

কিন্তু কিছুতেই টাকার যোগাড় আর হয় না। বাঁধা দিয়া বিক্রয় করিয়া অনেক চেষ্টাতেও হাজার ছয় সাত বাকি রহিল। এদিকে বিবাহের দিন নিকট হইয়া আসিয়াছে।

অবশেষে বিবাহের দিন উপস্থিত হইল। নিতান্ত অতিরিক্ত সুদে একজন বাকি টাকাটা ধার দিতে স্বীকার করিয়াছিল কিন্তু সময়কালে সে উপস্থিত হইল না। বিবাহ-সভায় একটা তুমুল গোলযোগ বাধিয়া গেল। রামসুন্দর আমাদের রায়বাহাদুরের হাতে পায়ে ধরিয়া বলিলেন, শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়া যাক্ আমি নিশ্চয় টাকাকা শোধ করিয়া দিব। রায়বাহাদুর বলিলেন টাকা হাতে না পাইলে বর সভাস্থ করা যাইবে না।

এই দুর্ঘটনায় অন্তঃপুরে একটা কান্না পড়িয়া গেল। এই গুরুতর বিপদের যে মূল কারণ সে চেলি পরিয়া গহনা পরিয়া, কপালে চন্দন লেপিয়া চুপ করিয়া বসিয়া আছে। ভাবী শ্বশুর কুলের প্রতি যে তাহার খুব একটা ভক্তি কিংবা অনুরাগ জন্মিতেছে তাহা বলা যায় না।

ইতিমধ্যে একটা সুবিধা হইল। বর সহসা তাহার পিতৃদেবতার অবাধ্য হইয়া উঠিল। সে বাপকে বলিয়া বসিল কেনাবেচা দরদামের কথা আমি বুঝি না, বিবাহ করিতে আসিয়াছি বিবাহ করিয়া যাইব।

বাপ যাহাকে দেখিল তাহাকেই বলিল দেখেছেন মহাশয় আজকালকার ছেলেদের ব্যবহার। দুই একজন প্রবীণ লোক ছিল তাহারা বলিল শাস্ত্রশিক্ষা নীতিশিক্ষা একেবারে নাই, কাজেই।

বর্ত্তমান শিক্ষার বিষময় ফল নিজের সন্তানের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিয়া রায়বাহাদুর হতোদ্যম হইয়া বসিয়া রহিলেন। বিবাহ এক প্রকার বিষণ্ণ নিরানন্দভাবে সম্পন্ন হইয়া গেল।

শ্বশুরবাড়ী যাইবার সময় নিরুপমাকে বুকে টানিয়া লইয়া বাপ আর চোখের জল রাখিতে পারিলেন না। নিরু জিজ্ঞাসা করিল "তা'রা কি আর আমাকে আস্‌তে দেবে না বাবা?" রামসুন্দর বলিলেন "কেন আস্‌তে দেবে না মা? আমি তোমাকে নিয়ে আস্‌ব।"

রামসুন্দর প্রায়ই মেয়েকে দেখিতে যান কিন্তু বেহাই বাড়ীতে তাঁর কোন প্রতিপত্তি নাই। চাকরগুলো পর্য্যন্ত তাঁহাকে নীচু নজরে দেখে। অন্তঃপুরের বাহিরে একটা স্বতন্ত্র ঘরে পাঁচ মিনিটের জন্য কোন দিন বা

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

মেয়েকে দেখিতে পান কোন দিন বা দেখিতে পান না।

কুটুম্বগৃহে এমন করিয়া আর অপমান ত সহা যায় না।

রামসুন্দর স্থির করিলেন যেমন করিয়া হউক, টাকাটা শোধ করিয়া দিতে হইবে।

কিন্তু যে ঋণভার কাঁধে চাপিয়াছে তাহারই ভার সাম্লানো দুঃসাধ্য। খরচপত্রের অত্যন্ত টানাটানি পড়িয়াছে ; এবং পাওনাদারদের দৃষ্টিপথ এড়াইবার জন্য সর্ব্বদাই নানারূপ হীন কৌশল অবলম্বন করিতে হইতেছে।

এদিকে শ্বশুর বাড়ী উঠিতে বসিতে মেয়েকে খোঁটা খাইতে হয়। পিতৃগৃহের নিন্দা শুনিয়া ঘরে দ্বার দিয়া অশ্রুবিসর্জ্জন তাহার নৈমিত্তিক ক্রিয়ার মধ্যে দাঁড়াইয়াছে।

বিশেষতঃ শাশুড়ীর আক্রোশ আর কিছুতেই মেটে না। যদি কেহ বলে "আহা কি শ্রী! বৌয়ের মুখখানি দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়!" শাশুড়ী ঝঙ্কার দিয়া উঠিয়া বলে "শ্রীত ভারি! যেমন ঘরের মেয়ে তেমনি শ্রী!"

এমন কি বৌয়ের খাওয়া পরারও যত্ন হয় না। যদি কোন দয়াপরতন্ত্র প্রতিবেশিনী কোন ত্রুটির উল্লেখ করে শাশুড়ী বলে "ঐ ঢের হয়েছে!" অর্থাৎ বাপ যদি পূরা দাম দিত ত মেয়ে পূরা যত্ন পাইত। সকলেই এমন ভাব দেখায় যেন বধূর এখানে কোন অধিকার নাই, ফাঁকি দিয়া প্রবেশ করিয়াছেন।

বোধ হয় কন্যার এই সকল অনাদর এবং অপমানের কথা বাপের কাণে গিয়া থাকিবে। তাই রামসুন্দর অবশেষে বসত বাড়ি বিক্রয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু ছেলেদের যে গৃহহীন করিতে বসিয়াছেন সে কথা তাহাদের নিকট হইতে গোপনে রাখিলেন। স্থির করিয়াছিলেন বাড়ি বিক্রয় করিয়া সেই বাড়িই ভাড়া লইয়া বাস করিবেন ; এমন কৌশলে চলিবেন যে তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে এ কথা ছেলেরা জানিতে পারিবে না।

কিন্তু ছেলেরা জানিতে পারিল। সকলে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল। বিশেষতঃ বড় তিনটি ছেলে বিবাহিত এবং তাহাদের কাহারো বা সন্তান আছে। তাহাদের আপত্তি অত্যন্ত গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। বাড়ি বিক্রয় স্থগিত হইল। তখন রামসুন্দর নানাস্থান হইতে বিস্তর সুদে অল্প অল্প করিয়া টাকা ধার করিতে লাগিল। এমন হইল যে সংসারের খরচ আর চলে না। নিরু বাপের মুখ দেখিয়া সব বুঝিতে পারিল। বৃদ্ধের পককেশ, শুষ্কমুখে এবং সদাসঙ্কুচিত ভাবে দৈন্য এবং দুশ্চিন্তা প্রকাশ হইয়া পড়িল। মেয়ের কাছে যখন বাপ অপরাধী তখন সে অপরাধের অনুতাপ কি আর গোপন রাখা যায়? রামসুন্দর যখন বেহাই বাড়ির অনুমতিক্রমে ক্ষণকালের জন্য কন্যার সাক্ষাৎ লাভ করিতেন, তখন বাপের বুক যে কেমন করিয়া ফাটে তাহা তাঁহার হাসি দেখিলেই টের পাওয়া যাইত।

সেই ব্যথিত পিতৃহৃদয়কে সান্ত্বনা দিবার উদ্দেশে দিন কতক বাপের বাড়ি যাইবার জন্য নিরু নিতান্ত অধীর হইয়া উঠিয়াছে। বাপের ম্লান মুখ দেখিয়া সে আর দূরে থাকিতে পারে না। একদিন রামসুন্দরকে কহিল "বাবা, আমাকে একবার বাড়ি লইয়া যাও।" রামসুন্দর বলিলেন "আচ্ছা।"

কিন্তু তাঁহার কোন জোর নাই—নিজের কন্যার উপরে পিতার যে স্বাভাবিক অধিকার আছে তাহা যেন পণের টাকার পরিবর্ত্তে বন্ধক রাখিতে হইয়াছে। এমন কি কন্যার দর্শন সেও অতি সসঙ্কোচে ভিক্ষা চাহিতে হয় এবং

Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

সময়বিশেষে নিরাশ হইলে দ্বিতীয় কথাটি কহিবার মুখ থাকে না।

কিন্তু মেয়ে আপনি বাড়ি আসিতে চাহিলে বাপ তাহাকে না আনিয়া কেমন করিয়া থাকে! তাই, বেহাইয়ের নিকট সে সম্বন্ধে দরখাস্ত পেশ করিবার পূর্ব্বে রামসুন্দর কত হীনতা, কত অপমান, কত ক্ষতি স্বীকার করিয়া যে তিনটি হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে ইতিহাস গোপন থাকাই ভাল।

নোট ক'খানি রুমালে জড়াইয়া চাদরে বাঁধিয়া রামসুন্দর বেহাইয়ের নিকট গিয়া বসিলেন। প্রথমে হাস্যমুখে পাড়ার খবর পাড়িলেন। হরেকৃষ্ণের বাড়িতে একটা মস্ত চুরি হইয়া গিয়াছে, তাহার আদ্যোপান্ত বিবরণ বলিলেন। নবীনমাধব এবং রাধামাধব দুই ভায়ের তুলনা করিয়া বিদ্যাবুদ্ধি ও স্বভাব সম্বন্ধে রাধামাধবের সুখ্যাতি এবং নবীনমাধবের নিন্দা করিলেন; সহরে একটা নূতন ব্যামো আসিয়াছে সে সম্বন্ধে অনেক আজগবি আলোচনা করিলেন, অবশেষে হুকাটি নামাইয়া রাখিয়া কথায় কথায় বলিলেন, "হাঁ, হাঁ বেহাই, সেই টাকাটা বাকি আছে বটে। রোজই মনে করি—যাচ্চি অমনি হাতে করে কিছু নিয়ে যাই কিন্তু সময়কালে মনে থাকে না। আর ভাই, বুড়ো হয়ে পড়েছি!" এম্‌নি এক দীর্ঘ ভূমিকা করিয়া পঞ্জরের তিন খানি অস্থির মত সেই তিন খানি নোট যেন অতি সহজে অতি অবহেলে বাহির করিলেন। সবে মাত্র তিন হাজার টাকার নোট দেখিয়া রায়বাহাদুর অট্টহাস্য করিয়া উঠিলেন।

বলিলেন "থাক্ বেহাই ওতে আমার কাজ নেই।" একটা প্রচলিত বাঙ্গালা প্রবাদের উল্লেখ করিয়া বলিলেন সামান্য কারণে হাত গন্ধ করিতে তিনি চান না।

এই ঘটনার পরে মেয়েকে বাড়ি আনিবার প্রস্তাব কাহারো মুখে আসে না—কেবল রামসুন্দর ভাবিলেন সে সকল কুটুম্বিতার সঙ্কোচ আমাকে আর শোভা পায় না। মর্ম্মাহতভাবে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে মৃদুস্বরে কথাটা পাড়িলেন। রায় বাহাদুর কোন কারণ মাত্র উল্লেখ না করিয়া বলিলেন "সে এখন হচ্চে না।" এই বলিয়া কর্ম্মোপলক্ষে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

রামসুন্দর মেয়ের কাছে মুখ না দেখাইয়া কম্পিতহস্তে কয়েকখানি নোট চাদরের প্রান্তে বাঁধিয়া বাড়ি ফিরিয়া গেলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, যত দিন না সমস্ত টাকা শোধ করিয়া দিয়া অসঙ্কোচে কন্যার উপরে দাবী করিতে পারিবেন, ততদিন আর বেহাইবাড়ি যাইব না।

বহুদিন গেল। নিরুপমা লোকের উপর লোক পাঠায় কিন্তু বাপের দেখা পায় না। অবশেষে অভিমান করিয়া লোক পাঠান বন্ধ করিল—তখন রামসুন্দরের মনে বড় আঘাত লাগিল কিন্তু তবু গেল না।

আশ্বিন মাস আসিল। রামসুন্দর বলিলেন এবার পূজার সময় মাকে ঘরে আনিবই নহিলে আমি—খুব একটা শক্ত রকম শপথ করিলেন।

পঞ্চমী কি ষষ্ঠীর দিনে আবার চাদরের প্রান্তে গুটিকতক নোট বাঁধিয়া রামসুন্দর যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। পাঁচ বৎসরের এক নাতি আসিয়া বলিল "দাদা আমার জন্যে গাড়ী কিনতে যাচ্চিস্?" বহু দিন হইতে তাহার ঠেলা গাড়িতে চড়িয়া হাওয়া খাইবার সখ হইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই তাহা মিটিবার উপায় হইতেছে না। ছয় বৎসরের এক নাতিনী আসিয়া সরোদনে কহিল পূজার

Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

নিমন্ত্রণে যাইবার মত তাহার একখানিও ভাল কাপড় নাই।

রামসুন্দর তাহা জানিতেন এবং সে সম্বন্ধে তামাক খাইতে খাইতে বৃদ্ধ অনেক চিন্তা করিয়াছেন। রায় বাহাদুরের বাড়ী যখন পূজার নিমন্ত্রণ হইবে তখন তাহার বধূগণকে অতি যৎসামান্য অলঙ্কারে অনুগ্রহপাত্র দরিদ্রের মত, যাইতে হইবে এ কথা স্মরণ করিয়া তিনি অনেক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়াছেন কিন্তু তাহাতে তাঁহার ললাটের বার্দ্ধক্যরেখা গভীরতর অঙ্কিত হওয়া ছাড়া আর কোন ফল হয় নাই।

দৈন্যপীড়িত গৃহের ক্রন্দনধ্বনি কাণে লইয়া বৃদ্ধ তাঁহার বেহাই বাড়িতে প্রবেশ করিলেন। আজ তাঁহার সে সঙ্কোচ ভাব নাই; দ্বাররক্ষী এবং ভৃত্যদের মুখের প্রতি সে চকিত সলজ্জ দৃষ্টিপাত দূর হইয়া গিয়াছে, যেন আপনার গৃহে প্রবেশ করিলেন। শুনিলেন, রায় বাহাদুর ঘরে নাই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে। মনের উচ্ছ্বাস সম্বরণ করিতে না পারিয়া রামসুন্দর কন্যার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আনন্দে দুই চোক দিয়া জল পড়িতে লাগিল। বাপও কাঁদে, মেয়েও কাঁদে; দুই জনে কেহ আর কথা কহিতে পারে না। এমন করিয়া কিছুক্ষণ গেল। তারপরে রামসুন্দর কহিলেন "এবারে তোকে নিয়ে যাচ্চি মা। আর কোন গোল নাই।"

এমন সময়ে রামসুন্দরের জ্যেষ্ঠপুত্র হরমোহন তাঁহার দুটি ছোট ছেলে সঙ্গে হইয়া সহসা ঘরে প্রবেশ করিলেন।

পিতাকে বলিলেন "বাবা আমাদের তবে এবার পথে ভাসালে?"

রামসুন্দর সহসা অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া বলিলেন "তোদের জন্য কি আমি নরকগামী হব? আমাকে তোরা আমার সত্যপালন করতে দিবিনে?" রামসুন্দর বাড়ি বিক্রয় করিয়া বসিয়া আছেন, ছেলেরা কিছুতে না জানিতে পায় তাহার অনেক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন কিন্তু তবু তাহারা জানিয়াছে দেখিয়া, তাহাদের প্রতি হঠাৎ অত্যন্ত রুষ্ট ও বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার নাতি তাঁহার দুই হাঁটু সবলে জড়াইয়া ধরিয়া মুখ তুলিয়া কহিল "দাদা আমাকে গাড়ি কিনে দিলে না?" তখন রামসুন্দরের মনে হইল—গাড়ি কিনিয়া দিব কি তোদের বাড়ি ছাড়া করিলাম।

নতশির রামসুন্দরের কাছে বালক কোন উত্তর না পাইয়া নিরুর কাছে গিয়া বলিল "পিসি মা আমাকে একখানা গাড়ি কিনে দেবে?" নিরুপমা সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া কহিল "বাবা" তুমি যদি আর এক পয়সা আমার শ্বশুরকে দাও তাহলে আর তোমার মেয়েকে দেখ্‌তে পাবে না, এই তোমার গা ছুঁয়ে বল্লুম।"

রামসুন্দর বলিলেন "ছি মা, অমন কথা বল্‌তে নেই! আর এ টাকাটা যদি আমি না দিতে পারি, তা হলে তোর বাপের অপমান আর তোরও অপমান।"

নিরু কহিল "টাকা যদি দাও তবেই অপমান! তোমার মেয়ের কি মোন মর্য্যাদা নেই? আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম। না বাবা, এ টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান কোরোনা। তা ছাড়া আমার স্বামীত এ টাকা চান না।"

রামসুন্দন কহিলেম "তা হলে তোমাকে যেতে দেবে না মা!" নিরুপমা কহিল "না দেয় ত কি করবে বল। তুমিও আর নিয়ে যেতে চেয়ো না।"

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

রামসুন্দর কম্পিত হস্তে নোটবাঁধা চাদরটি কাঁধে তুলিয়া আবার চোরের মত সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া বাড়ি ফিরিয়া গেলেন।

কিন্তু রামসুন্দর এই যে টাকা আনিয়াছিলেন এবং কন্যার নিষেধে সে টাকা না দিয়াই চলিয়া গিয়াছেন, সে কথা গোপন রহিল না। কোন স্বভাবকৌতূহলী দ্বারলগ্নকর্ণ দাসী নিরুর শাশুড়ীকে এই খবর দিল। শুনিয়া তাঁহার আর আক্রোশের সীমা রহিল না।

নিরুপমার পক্ষে তাহার শ্বশুরবাড়ি শরশয্যা হইয়া উঠিল। এদিকে তাহার স্বামী বিবাহের অল্পদিন পরেই ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া দেশান্তরে চলিয়া গিয়াছে; এবং পাছে সংসর্গদোষে হীনতা শিক্ষা হয় এই ওজরে সম্প্রতি তাহার বাপের বাড়ির আত্মীয়দের সহিত তাহার সাক্ষাৎকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

এই সময়ে নিরুর একটা গুরুতর পীড়া হইল। কিন্তু সেজন্য তাহার শাশুড়ীকে সম্পূর্ণ দোষ দেওয়া যায় না।

শরীরের প্রতি সে অত্যন্ত অবহেলা করিত। কার্ত্তিক মাসের হিমের সময় সমস্ত রাত মাথার দরজা খোলা, শীতের সময় গায়ে কাপড় নাই। আহারের নিয়ম নাই। দাসীরা যখন বিস্মৃতিবশতঃ মাঝে মাঝে খাবার আনিতে ভুলিয়া যাইত, তখন যে তাহাদের একবার মুখ খুলিয়া স্মরণ করাইয়া দেওয়া তাহাও সে করিত না। সে যে পরের ঘরের দাসদাসী এবং কর্ত্তা গৃহিনীদের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া বাস করিতেছে এই সংস্কার তাহার মনে বদ্ধমূল হইতেছিল। কিন্তু এরূপ ভাবটাও শাশুড়ীর সহ্য হইত না। যদি আহারের প্রতি বধূর কোন অবহেলা দেখিত তবে শাশুড়ী বলিতেন "নবাবের বাড়ির মেয়ে কি না।" গরীবের ঘরের অন্ন ওঁর মুখে রোচে না!" কখন বা বলিতেন "দেখ না একবার ছিরি হচ্চে দেখ না, দিনে দিনে পোড়াকাঠ হয়ে যাচ্চে!"

রোগ যখন গুরুতর হইয়া উঠিল তখন শাশুড়া বলিলেন "ওঁর সমস্ত ন্যাকামি!" অবশেষে একদিন নিরু সবিনয়ে শাশুড়ীকে বলিল "বাবাকে আর আমার ভাইদের একবার দেখ্‌ব মা!" শাশুড়ী বলিলেন "কেবল বাপের বাড়ি যাইবার ছল।"

কেহ বলিলে বিশ্বাস করিবে না—যে দিন সন্ধ্যার সময় নিরুর শ্বাস উপস্থিত হইল সেই দিন প্রথম ডাক্তার দেখিল, এবং সেই দিন ডাক্তারের দেখা শেষ হইল।

বাড়ির বড়বৌ মরিয়াছে খুব ধুম করিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইল। প্রতিমা বিসর্জ্জনের সমারোহ সম্বন্ধে জেলার মধ্যে রায়চৌধুরীদের যেমন লোকবিখ্যাত প্রতিপত্তি আছে, বড়বৌয়ের সৎকার সম্বন্ধে রায়বাহাদুরদের তেমনি একটা খ্যাতি রটিয়া গেল—এমন চন্দন কাষ্ঠের চিতা এ মুলুকে কেহ কখন দেখে নাই। এমন ঘটা করিয়া শ্রাদ্ধও কেবল রায় বাহাদুরদের বাড়িতেই সম্ভব এবং শুনা যায় ইহাতে তাঁহাদের কিঞ্চিৎ ঋণ হইয়াছিল।

রামসুন্দরকে সান্ত্বনা দিবার সময়, তাহার মেয়ের যে কিরূপ মহাসমারোহে মৃত্যু হইয়াছে সকলেই তাহার বহুল বর্ণনা করিল।

এদিকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের চিঠি আসিল—আমি এখানে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছি অতএব অবিলম্বে আমার স্ত্রীকে এখানে পাঠাইবে। রায় বাহাদুরের মহিষী লিখিলেন "বাবা, তোমার জন্যে আর একটি মেয়ের সম্বন্ধ করিয়াছি, অতএব অবিলম্বে ছুটি লইয়া এখানে আসিবে।"

এবারে বিশ হাজার টাকা পণ এবং হাতে হাতে আদায়।

পোষ্টমাষ্টার।

প্রথম কাজ আরম্ভ করিয়াই উলাপুর গ্রামে পোষ্টমাষ্টারকে আসিতে হয়। গ্রামটি অতি সামান্য। নিকটে একটি নীলকুঠি আছে, তাই কুঠির সাহেব অনেক যোগাড় করিয়া এই নূতন পোষ্টআপিস স্থাপন করাইয়াছে।

আমাদের পোষ্টমাষ্টার কলিকাতার ছেলে। জলের মাছকে ডাঙ্গায় তুলিলে যে রকম হয় এই গণ্ডগ্রামের পোষ্ট মধ্যে আসিয়া পোষ্টমাষ্টারেরও সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। একখানি অন্ধকার আটচালার মধ্যে তাঁহার আফিস; অদূরে একটি পানাপুকুর এবং তাহার চারিপাড়ে জঙ্গল। কুঠির গোমস্তা প্রভৃতি যে সকল কর্ম্মচারী আছে তাহাদের ফুরসৎ প্রায় নাই এবং তাহারা ভদ্রলোকের সহিত মিশিবার উপযুক্ত নহে।

বিশেষতঃ কলিকাতার ছেলে ভাল করিয়া মিশিতে জানে না। অপরিচিত স্থানে গেলে হয় উদ্ধত নয় অপ্রতিভ হইয়া থাকে। এই কারণে স্থানীয় লোকের সহিত তাঁহার মেলামেশা হইয়া উঠে না। অথচ হাতে কাজ অধিক নাই। কখনও কখনও ছুটো একটা কবিতা লিখিতে চেষ্টা করেন। তাহাতে এমন ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সমস্ত দিন তরুপল্লবের কম্পন এবং আকাশের মেঘ দেখিয়া জীবন বড় সুখে কাটিয়া যায়—কিন্তু অন্তর্যামী জানেন যদি আরব্য উপন্যাসের কোন দৈত্য আসিয়া এক রাত্রের মধ্যে এই শাখাপল্লবসমেত সমস্ত গাছগুলা কাটিয়া পাকা রাস্তা বানাইয়া দেয়, এবং সারি সারি অট্টালিকা আকাশের মেঘকে দৃষ্টিপথ হইতে রুদ্ধ করিয়া রাখে, তাহা হইলে এই আধমরা ভদ্রসন্তানটি পুনশ্চ নবজীবন লাভ করিতে পারে।

পোষ্টমাষ্টারের বেতন অতি সামান্য। নিজে রাঁধিয়া খাইতে হয় এবং গ্রামের একটি পিতৃ-মাতৃ-হীন অনাথা বালিকা তাঁহার কাজ-কর্ম্ম করিয়া দেয়, চারিটি চারিটি খাইতে পায়। মেয়েটির নাম রতন। বয়স বারো তেরো। বিবাহের বিশেষ সম্ভাবনা দেখা যায় না।

সন্ধ্যার সময় যখন গ্রামের গোয়ালঘর হইতে ধূম কুণ্ডলায়িত হইয়া উঠিত, দলবদ্ধ মশক ঝোপঝাড় বনের উপরে অনেকক্ষণ ব্যাণ্ড বাজাইয়া ও সন্ধ্যার হাওয়া খাইয়া পরিপূর্ণ ক্ষুধা সঞ্চয় পূর্ব্বক মানবের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিত—ঝোপে ঝোপে ঝিল্লি ডাকিয়া উঠিত—দূরে গ্রামের নেশাখোর বাউলের দল খোল করতাল বাজাইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান জুড়িয়া দিত—যখন অন্ধকার দাওয়ায় একলা বসিয়া গাছের কম্পন দেখিলে কবি-হৃদয়েও ঈষৎ হৃৎকম্প উপস্থিত হইত,—তখন ঘরের কোণে একটি ক্ষীণশিখা প্রদীপ জ্বালিয়া পোষ্টমাষ্টার ডাকিতেন "রতন।" রতন দ্বারে বসিয়া এই ডাকের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিত কিন্তু এক ডাকেই ঘরে আসিত না—বলিত "কিগা বাবু, কেনে ডাক্‌চ?"

পোষ্টমাষ্টার—"তুই কি করছিস্?"

রতন—"এখনি চুলো ধরাতে যেতে হবে—হেঁশেলের—"

পোষ্টমাষ্টার—"তোর হেঁশেলের কাজ

সরে হবে এখন—একবার তামাকটা সেজে দে ত।"

অনতিবিলম্বে দুটি গাল ফুলাইয়া কলিকায় ফুঁ দিতে দিতে রতনের প্রবেশ। হাত হইতে কলিকাটা লইয়া পোষ্টমাষ্টার ফস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "আচ্ছা রতন, তোর মাকে মনে পড়ে?" সে অনেক কথা; কতক মনে পড়ে কতক মনে পড়ে না। মায়ের চেয়ে বাপ তাহাকে বেশী ভাল বাসিত, বাপকে অল্প অল্প মনে আছে। পরিশ্রম করিয়া বাপ সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরিয়া আসিত,তাহারি মধ্যে দৈবাৎ দুটি একটি সন্ধ্যা তাহার মনে পরিষ্কার ছবির মত অঙ্কিত আছে। এই কথা হইতে হইতে ক্রমে রতন পোষ্টমাষ্টারের পায়ের কাছে মাটির উপর বসিয়া পড়িত। মনে পড়িত তাহার একটি ছোট ভাই ছিল—বহু পূর্ব্বেকার বর্ষার দিনে একদিন একটা ডোবার ধারে দুইজনে মিলিয়া গাছের ভাঙ্গা ডালকে ছিপ করিয়া মিছামিছি মাছধরা খেলা করিয়াছিল—অনেক গুরুতর ঘটনার চেয়ে সেই কথাটাই তাহার মনে বেশী উদয় হইত। এইরূপ কথাপ্রসঙ্গে মাঝে মাঝে বেশী রাত হইয়া যাইত তখন আলস্যক্রমে পোষ্টমাষ্টারের আর রাঁধিতে ইচ্ছা করিত না। সকালের বাসী ব্যঞ্জন থাকিত এবং রতন তাড়াতাড়ি উনুন ধরাইয়া খানকয়েক রুটি সেঁকিয়া আনিত—তাহাতেই উভয়ের রাত্রের আহার চলিয়া যাইত।

এক এক দিন সন্ধ্যাবেলায় সেই বৃহৎ আটচালার কোণে আপিসের কাঠের চৌকির উপর বসিয়া পোষ্টমাষ্টারও নিজের ঘরের কথা পাড়িতেন—ছোট ভাই, মা এবং দিদির কথা, প্রবাসে একলা ঘরে বসিয়া যাহাদের জন্য হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিত তাহাদের কথা। যে সকল কথা সর্ব্বদাই মনে উদয় হয় অথচ নীলকুঠির গোমস্তাদের কাছে যাহা কোন মতেই উত্থাপন করা যায় না—সেই কথা একটি অশিক্ষিতা ক্ষুদ্র বালিকাকে বলিয়া যাইতেন কিছুমাত্র অসঙ্গত মনে হইত না। অবশেষে এমন হইল বালিকা কথোপকথনকালে তাঁহার ঘরের লোকদিগকে মা, দিদি, দাদা বলিয়া চিরপরিচিতের ন্যায় উল্লেখ করিত। এমন কি তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়পটে বালিকা তাঁহাদের কাল্পনিক মূর্ত্তিও চিত্রিত করিয়া লইয়াছিল।

একদিন বর্ষাকালের মেঘমুক্ত দ্বিপ্রহরে ঈষৎ তপ্ত সুকোমল বাতাস দিতেছিল, রৌদ্রে ভিজা ঘাস এবং গাছ পালা হইতে একপ্রকার গন্ধ উত্থিত হইতেছিল মনে হইতেছিল যেন ক্লান্ত ধরণীর উষ্ণ নিঃশ্বাস গায়ের উপরে আসিয়া লাগিতেছে, এবং কোথাকার এক নাছোড়বান্দা পাখী তাহার একটা একসুরের নালিশ সমস্ত দুপুরবেলা প্রকৃতির দরবারে অত্যন্ত করুণস্বরে বারবার আবৃত্তি করিতেছিল। পোষ্টমাষ্টারের হাতে কাজ ছিল না—সেদিনকার বৃষ্টিধৌত মসৃণ চিক্কণ তরুপল্লবের হিল্লোল, এবং পরাভূত বর্ষার ভগ্নাবশিষ্ট রৌদ্রশুভ্র স্তূপাকার মেঘস্তর বাস্তবিকই দেখিবার বিষয় ছিল—পোষ্টমাষ্টার তাহা দেখিতেছিলেন এবং ভাবিতেছিলেন, এই সময়ে কাছে একটি কেহ নিতান্ত আপনার লোক থাকিত—হৃদয়ের সহিত একান্ত সংলগ্ন একটি স্নেহপুত্তলি মানবমূর্ত্তি! ক্রমে মনে হইতে লাগিল সেই পাখী ঐ কথাই বারবার বলিতেছে এবং এই জনহীন, তরুচ্ছায়ানিমগ্ন মধ্যাহ্নের পল্লবমর্ম্মরের অর্থও কতকটা ঐরূপ। কেহ বিশ্বাস করে না, এবং জানিতেও পায় না, কিন্তু ছোট পল্লির সামান্য বেতনের সাব্ পোষ্টমাষ্টারের মনে গভীর নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে দীর্ঘ ছুটির দিনে এইরূপ একটা ভাবের উদয় হইয়া থাকে।

পোষ্টমাষ্টার একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ডাকিলেন "রতন।" রতন তখন পেয়ারা-তলায় পা ছড়াইয়া দিয়া কাঁচা পেয়ারা খাইতে-ছিল; প্রভুর কণ্ঠস্বর শুনিয়া অবিলম্বে ছুটিয়া আসিল—হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, "দাদাবাবু, ডাকৃচ ?" পোষ্টমাষ্টার বলিলেন "তোকে আমি একটু একটু করে পড়্‌তে শেখাব।" বলিয়া সমস্ত দুপুর বেলা তাহাকে লইয়া "স্বরে অ" "স্বরে আ," করিলেন। এবং এইরূপে অল্পদিনেই যুক্ত অক্ষর উত্তীর্ণ হইলেন।

শ্রাবণ মাসে বর্ষণের আর অন্ত নাই। খাল বিল নালা জলে ভরিয়া উঠিল। অহর্নিশি ভেকের ডাক এবং বৃষ্টির শব্দ। গ্রামের রাস্তায় চলাচল প্রায় একপ্রকার বন্ধ—নৌকায় করিয়া হাটে যাইতে হয়।

একদিন প্রাতঃকাল হইতে খুব বাদ্‌লা করিয়াছে। পোষ্টমাষ্টারের ছাত্রীটি অনেকক্ষণ দ্বারের কাছে অপেক্ষা করিয়া বসিয়াছিল, কিন্তু অন্যদিনের মত যথাসাধ্য নিয়মিত ডাক শুনিতে না পাইয়া আপনি খুঙ্গিপুঁথি লইয়া ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, পোষ্টমাষ্টার তাঁহার খাটিয়ার উপর শুইয়া আছেন—বিশ্রাম করিতেছেন মনে করিয়া অতি নিঃশব্দে পুনশ্চ ঘর হইতে বাহিরে যাই-বার উপক্রম করিল। সহসা শুনিল "রতন!" তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গিয়া বলিল "দাদাবাবু, ঘুমচ্ছিলে?" পোষ্টমাষ্টার কাতরস্বরে বলিলেন "শরীরটা ভাল বোধ হচ্চে না—দেখ্‌ত আমার কপালে হাত দিয়ে।"

এই নিতান্ত নিঃসঙ্গ প্রবাসে ঘনবর্ষায় রোগকাতর শরীরে একটুখানি সেবা পাইতে ইচ্ছা করে। তপ্ত ললাটের উপর শাঁখাপরা কোমল হস্তের স্পর্শ মনে পড়ে। এই ঘোর প্রবাসে রোগ যন্ত্রণায় স্নেহময়ী নারীরূপে জননী ও দিদি পাশে বসিয়া আছেন এই কথা মনে করিতে ইচ্ছা করে। এবং এস্থলে প্রবাসীর মনের অভিলাষ ব্যর্থ হইল না। বালিকা রতন আর বালিকা রহিল না। সেই মুহূর্ত্তেই সে জননীর পদ অধিকার করিয়া বসিল, বৈদ্য ডাকিয়া আনিল, যথাসময়ে বটিকা খাওয়াইল, সারারাত্রি শিয়রে জাগিয়া রহিল, আপনি পথ্য রাঁধিয়া দিল, এবং শতবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "হাঁগো দাদা বাবু, একটুখানি ভাল বোধ হচ্চে কি?"

বহুদিন পরে পোষ্টমাষ্টার ক্ষীণ শরীরে রোগ শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিলেন—মনে স্থির করিলেন আর নয়, এখান হইতে কোন মতে বদ্‌লি হইতে হইবে। স্থানীয় অস্বাস্থ্যের উল্লেখ করিয়া তৎক্ষণাৎ কলিকাতায় কর্ত্তৃপক্ষ-দের নিকট বদ্‌লি হইবার জন্য দরখাস্ত করিলেন।

রোগ-সেবা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া রতন দ্বারের বাহিরে আবার স্বস্থান অধিকার করিল। কিন্তু পূর্ব্ববৎ আর তাহাকে ডাক পড়ে না। মাঝে মাঝে উঁকি মারিয়া দেখে, পোষ্টমাষ্টার অত্যন্ত অন্যমনস্ক ভাবে চৌকিতে বসিয়া অথবা খাটিয়ায় শুইয়া আছেন। রতন যখন আহ্বান প্রত্যাশা করিয়া বসিয়া আছে তিনি তখন অধীরচিত্তে তাঁহার দরখাস্তের উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছেন। বালিকা দ্বারের বাহিরে বসিয়া সহস্রবার করিয়া তাহার পুরাণো পড়া পড়িল। পাছে যে দিন সহসা ডাক পড়িবে সে দিন তাহার যুক্ত অক্ষর সমস্ত গোলমাল হইয়া যায় এই তাহার একটা আশঙ্কা ছিল। অবশেষে সপ্তাহখানেক পরে একদিন সন্ধ্যা বেলায় ডাক পড়িল। উদ্বেলিত হৃদয়ে রতন গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল "দাদা বাবু, আমাকে ডাকছিলে?"

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b0003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

পোষ্টমাষ্টার বলিলেন, "রতন, কালই আমি যাচ্চি।"

রতন। "কোথায় যাচ্চ দাদা বাবু?

পোষ্টমাষ্টার। "বাড়ি যাচ্চি।"

রতন। "আবার কবে আস্‌বে?"

পোষ্টমাষ্টার। "আর আস্‌ব না।"

রতন আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। পোষ্টমাষ্টার আপনিই তাহাকে বলিলেন—তিনি বদ্‌লির জন্ত দরখাস্ত করিয়াছিলেন—দরখাস্ত নামঞ্জুর হইয়াছে। তাই তিনি কাজে জবাব দিয়া বাড়ি যাইতেছেন। অনেকক্ষণ আর কেহ কোন কথা কহিল না। মিট্‌মিট্‌ করিয়া প্রদীপ জ্বলিতে লাগিল এবং একস্থানে ঘরের জীর্ণ চাল ভেদ করিয়া একটি মাটির সরার উপর টপটপ করিয়া বৃষ্টির জল পড়িতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে রতন আস্তে আস্তে উঠিয়া রান্নাঘরে রুটি গড়িতে গেল। অন্ত দিনের মত তেমন চট্‌পট্‌ হইল না। বোধ করি মধ্যে মধ্যে মাথায় অনেক ভাবনা উদয় হইয়াছিল। পোষ্টমাষ্টারের আহার সমাপ্ত হইলে পর বালিকা হঠাৎ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল "দাদা বাবু, আমাকে তোমাদের বাড়ি নিয়ে যাবে?"

পোষ্টমাষ্টার হাসিয়া কহিলেন "সে কি করে হবে?" ব্যাপারটা যে কি কি কারণে অসম্ভব তাহা বালিকাকে বুঝানো আবশ্যক বোধ করিলেন না।

সমস্ত রাত্রি স্বপ্নে এবং জাগরণে বালিকার কাণে পোষ্টমাষ্টারের হাস্যধ্বনির কণ্ঠস্বর বাজিতে লাগিল "সে কি করে হবে?"

ভোরে উঠিয়া পোষ্টমাষ্টার দেখিলেন তাঁহার স্নানের জল ঠিক আছে। কলিকাতার অভ্যাস অনুসারে তিনি তোলা জলে স্নান করিতেন। কখন্ তিনি যাত্রা করিবেন সে কথা বালিকা কি কারণে জিজ্ঞাসা করিতে পারে নাই; পাছে প্রাতঃকালে আবশ্যক হয় এই জন্ত রতন ততরাত্রে নদী হইতে তাঁহার স্নানের জল তুলিয়া আনিয়াছিল। স্নান সমাপন হইলে রতনের ডাক পড়িল। রতন নিঃশব্দে গৃহে প্রবেশ করিল এবং আদেশ প্রতীক্ষায় একবার নীরবে প্রভুর মুখের দিকে চাহিল। প্রভু কহিলেন—"রতন, আমার জায়গায় যে লোকটি আসিবেন তাঁকে বলে দিয়ে যাব তিনি তোকে আমারি মতন যত্ন কর্‌বেন, আমি যাচ্চি বলে তোকে কিছু ভাব্‌তে হবে না।" এই কথাগুলি যে অত্যন্ত স্নেহগর্ভ এবং দয়ার্দ্র-হৃদয় হইতে উত্থিত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই কিন্তু নারীহৃদয় কে বুঝিবে? রতন অনেক দিন প্রভুর অনেক তিরস্কার নীরবে সহ্য করিয়াছে কিন্তু এই নরম কথা সহিতে পারিল না। একেবারে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কাঁদিয়া উঠিয়া কহিল "না না, তোমার কাউকে কিছু বল্‌তে হইবে না, আমি থাক্‌তে চাইনে।"

পোষ্টমাষ্টার রতনের এরূপ ব্যবহার কখনও দেখেন নাই, তাই অবাক্ হইয়া রহিলেন।

নূতন পোষ্টমাষ্টার আসিল। তাহাকে সমস্ত চার্জ্জ বুঝাইয়া দিয়া পুরাতন পোষ্টমাষ্টার গমনোন্মুখ হইলেন। যাইবার সময় রতনকে ডাকিয়া বলিলেন, "রতন, তোকে আমি কখনো কিছু দিতে পারি নি। আজ যাবার সময় তোকে কিছু দিয়ে গেলুম এতে তোর দিন কয়েক চল্‌বে।" বলিয়া পথ খরচা বাদে তাঁহার বেতনের যত টাকা পাইয়াছিলেন পকেট হইতে বাহির করিলেন। তখন রতন ধূলায় পড়িয়া তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল "দাদাবাবু, তোমার দুটি পায়ে পড়ি,

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

আমাকে কিছু দিতে হবে না; তোমার দুটি পায়ে পড়ি আমার জন্যে কাউকে কিছু ভাব্‌তে হবে না" বলিয়া এক দৌড়ে সেখান হইতে পালাইয়া গেল।

ভূতপূর্ব্ব পোষ্টমাষ্টার নিঃশ্বাস ফেলিয়া হাতে কার্পেটের ব্যাগ ঝুলাইয়া, কাঁধে ছাতা লইয়া মুটের মাথায় নীল ও শ্বেত রেখার বিচিত্র টিনের পেঁটরা তুলিয়া ধীরে ধীরে নৌকাভিমুখে চলিলেন।

যখন নৌকায় উঠিলেন এবং নৌকা ছাড়িয়া দিল,—বর্ষাবিস্ফারিত নদী ধরণীর উচ্ছলিত অশ্রুরাশির মত চারিদিকে ছল ছল করিতে লাগিল, তখন হৃদয়ের মধ্যে অত্যন্ত একটা বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন—একটি সামান্য গ্রাম্যবালিকার করুণ মুখচ্ছবি যেন এক বিশ্বব্যাপী বৃহৎ অব্যক্ত মর্ম্মব্যথা প্রকাশ করিতে লাগিল। একবার নিতান্ত ইচ্ছা হইল ফিরিয়া যাই, জগতের ক্রোড়বিচ্যুত সেই আনাথিনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসি—কিন্তু তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোত খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে—এবং নদীপ্রবাহে ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কি! পৃথিবীতে কে কাহার!

কিন্তু রতনের মনে কোন তত্ত্বের উদয় হইল না। সে সেই পোষ্ট আপিস গৃহের চারিদিকে কেবল অশ্রুজলে ভাসিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। বোধ করি তাহার মনে ক্ষীণ আশা জাগিতেছিল, দাদা বাবু যদি ফিরিয়া আসে,—সেই বন্ধনে পড়িয়া কিছুতেই দূরে যাইতে পারিতেছিল না। হায় বুদ্ধিহীন মানবহৃদয়! ভ্রান্তি কিছুতেই ঘোচে না, যুক্তিশাস্ত্রের বিধান বহুবিলম্বে মাথায় প্রবেশ করে, প্রবল প্রমাণকেও অবিশ্বাস করিয়া মিথ্যা আশাকে দুই বাহুপাশে বাঁধিয়া বুকের ভিতরে প্রাণপণে জড়াইয়া ধরা যায়, অবশেষে এক-দিন সমস্ত নাড়ী কাটিয়া হৃদয়ের রক্ত শুষিয়া সে পলায়ন করে, তখন চেতনা হয় এবং দ্বিতীয় ভ্রান্তি পাশে পড়িবার জন্য চিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠে।

সম্পাদক।

আমার স্ত্রী বর্ত্তমানে প্রভা সম্বন্ধে আমার কোন চিন্তা ছিল না। তখন প্রভা অপেক্ষা প্রভার মাতাকে লইয়া কিছু অধিক ব্যস্ত ছিলাম।

তখন কেবল প্রভার খেলাটুকু হাসিটুকু দেখিয়া তাহার আধ আধ কথা শুনিয়া এবং আদরটুকু লইয়াই তৃপ্ত থাকিতাম; যতক্ষণ ভাল লাগিত নাড়াচাড়া করিতাম, কান্না আরম্ভ করিলেই তাহার মার কোলে সমর্পণ করিয়া সত্বর অব্যাহতি লইতাম। তাহাকে যে বহু চিন্তা ও চেষ্টায় মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে এ কথা আমার মনে আসে নাই।

অবশেষে অকালে আমার স্ত্রীর মৃত্যু হইলে এক দিন মায়ের কোল হইতে খসিয়া মেয়েটি আমার কোলের কাছে আসিয়া পড়িল, তাহাকে বুকে টানিয়া লইলাম।

কিন্তু মাতৃহীনা দুহিতাকে দ্বিগুণ স্নেহে পালন করা আমার কর্ত্তব্য এটা আমি বেশী

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

চিন্তা করিয়াছিলাম, না, পত্নীহীন পিতাকে পরম যত্নে রক্ষা করা তাহার কর্ত্তব্য এইটে সে বেশী অনুভব করিয়াছিল আমি ঠিক বুঝিতে পারি না; কিন্তু ছয় বৎসর বয়স হইতেই সে গিন্নিপনা আরম্ভ করিয়াছিল। বেশ দেখা গেল, ঐটুকু মেয়ে তাহার বাবার একমাত্র অভিভাবক হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

আমি মনে মনে হাসিয়া তাহার হস্তে আত্মসমর্পণ করিলাম। দেখিলাম, যতই আমি অকর্ম্মণ্য অসহায় হই ততই তাহার লাগে ভাল; দেখিলাম, আমি নিজে কাপড়টা ছাতাটা পাড়িয়া লইলে সে এমন ভাব ধারণ করে যেন তাহার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হইতেছে। বাবার মত এত বড় পুতুল সে ইতিপূর্ব্বে কখনো পায় নাই, এইজন্য বাবাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া বিছানায় শুয়াইয়া সে সমস্ত দিন বড় আনন্দে আছে। কেবল ধারাপাত এবং পদ্য-পাঠ প্রথম ভাগ অধ্যাপনের সময় আমার পিতৃত্বকে কিঞ্চিৎ সচেতন করিয়া তুলিতে হইত।

কিন্তু মাঝে মাঝে ভাবনা হইত মেয়েটিকে সৎপাত্রে বিবাহ দিতে হইলে অনেক অর্থের আবশ্যক—আমার এত টাকা কোথায়? মেয়েকে ত সাধ্যমত লেখাপড়া শিখাইতেছি কিন্তু একটা পরিপূর্ণ মূর্খের হাতে পড়িলে তাহার কি দশা হইবে?

উপার্জ্জনে মন দেওয়া গেল। গবর্ণমেণ্ট আপিসে চাকরি করিবার বয়স গেছে, অন্য আপিসে প্রবেশ করিবারও ক্ষমতা নাই। অনেক ভাবিয়া বই লিখিতে লাগিলাম।

বাঁশের নল ফুটা করিলে তাহাতে তেল রাখা যায় না, জল রাখা যায় না, তাহার ধারণাশক্তি মূলেই থাকে না; তাহাতে সংসারের কোন কাজই হয় না, কিন্তু ফুঁ দিলে বিনা খরচে বাঁশি বাজে ভাল। আমি স্থির জানিতাম, সংসারের কোন কাজেই যে হত-ভাগ্যের বুদ্ধি খেলে না, সে নিশ্চয়ই ভাল বই লিখিবে। সেই সাহসে একখানা প্রহসন লিখিলাম, লোকে ভাল বলিল এবং রঙ্গভূমিতে অভিনয় হইয়া গেল।

সহসা যশের আস্বাদ পাইয়া এম্নি বিপদ হইল প্রহসন আর কিছুতেই ছাড়িতে পারি না। সমস্ত দিন ব্যাকুল চিন্তান্বিত মুখে প্রহসন লিখিতে লাগিলাম।

প্রভা আসিয়া আদর করিয়া স্নেহসহাস্যে জিজ্ঞাসা করিল "বাবা, নাইতে যাবে না"?

আমি হুঙ্কার দিয়া উঠিলাম "এখন যা, এখন যা, এখন বিরক্ত করিস্‌নে!"

বালিকার মুখখানি বোধ করি একটি ফুৎ-কারে নির্ব্বাপিত প্রদীপের মত অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল; কখন্ সে অভিমান-বিস্ফারিত হৃদয়ে নীরবে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল আমি জানিতেও পারি নাই।

দাসীকে তাড়াইয়া দিই, চাকরকে মারিতে যাই, ভিক্ষুক সুর করিয়া ভিক্ষা করিতে আসিলে তাহাকে লাঠি লইয়া তাড়া করি। পথপার্শ্বেই আমার ঘর হওয়াতে যখন কোন নিরীহ পান্থ জানালার বাহির হইতে আমাকে পথ জিজ্ঞাসা করে, আমি তাহাকে জাহান্নম নামক একটা অস্থানে যাইতে অনুরোধ করি। হায়, কেহই বুঝিত না আমি খুব একটা মজার প্রহসন লিখিতেছি।

কিন্তু যতটা মজা এবং যতটা যশ হইতে-ছিল সে পরিমাণে টাকা কিছুই হয় নাই। তখন টাকার কথা মনেও ছিল না। এদিকে প্রভার যোগ্য পাত্রগুলি অন্য ভদ্রলোকদের কন্যাদায় মোচন করিবার জন্য গোকুলে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

বাড়িতে লাগিল, আমার তাহাতে খেয়াল ছিল না।

পেটের জ্বালা না ধরিলে চৈতন্য হইত না, কিন্তু এমন সময় একটা সুযোগ জুটিয়া গেল। জাহিরগ্রামের এক জমিদার একখানি কাগজ বাহির করিয়া আমাকে তাহার বেতনভোগী সম্পাদক হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন। কাজটা স্বীকার করিলাম।

দিন কতক এম্‌নি প্রতাপের সহিত লিখিতে লাগিলাম যে, পথে বাহির হইলে লোকে আমাকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইত এবং আপনাকে মধ্যাহ্নতপনের মত দুর্নিরীক্ষ্য বলিয়া বোধ হইত।

জাহিরগ্রামের পার্শ্বে আহিরগ্রাম। দুই গ্রামের জমিদারে ভারি দলাদলি। পূর্ব্বে কথায় কথায় লাঠালাঠি হইত। এখন উভয় পক্ষে ম্যাজিষ্টেটের নিকট মুচ্‌লেকা দিয়া লাঠি বন্ধ করিয়াছে এবং কৃষ্ণের জীব আমাকে পূর্ব্ববর্ত্তী খুনী লাঠিয়ালদের স্থানে নিযুক্ত করিয়াছে। সকলেই বলিতেছে আমি পদমর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছি।

আমার লেখার জ্বালায় আহিরগ্রাম আর মাথা তুলিতে পারে না। তাহাদের জাতিকুল, পূর্ব্বপুরুষের ইতিহাস সমস্ত আদ্যোপান্ত মসীলিপ্ত করিয়া দিয়াছি।

এই সময়টা ছিলাম ভাল। বেশ মোটাসোটা হইয়া উঠিলাম। মুখ সর্ব্বদা প্রসন্ন হাস্যময় ছিল। আহিরগ্রামের পিতৃপুরুষদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এক একটা মর্ম্মান্তিক বাক্যশেল ছাড়িতাম আর সমস্ত জাহিরগ্রাম হাসিতে হাসিতে পাকা ফুটির মত বিদীর্ণ হইয়া যাইত। বড় আনন্দে ছিলাম।

অবশেষে আহিরগ্রামও একখানা কাগজ বাহির করিল। সে কোন কথা ঢাকিয়া বলিত না। এম্‌নি উৎসাহের সহিত অবিমিশ্র প্রচলিত ভাষায় গাল পাড়িত যে, ছাপার অক্ষরগুলা পর্য্যন্ত যেন চক্ষের সমক্ষে চীৎকার করিতে থাকিত। এই জন্য দুই গ্রামের লোকেই তাহার কথা খুব স্পষ্ট বুঝিতে পারিত।

কিন্তু আমি চিরাভ্যাসবশতঃ এম্‌নি মজা করিয়া এত কূট কৌশল সহকারে বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিতাম যে,শত্রু মিত্র কেহই বুঝিতে পারিত আমার কথার মর্ম্মটা কি।

তা ফল হইল এই, জিৎ হইলেও সকলে মনে করিত আমার হার হইল। দায়ে পড়িয়া সুরুচি সম্বন্ধে একটি উপদেশ লিখিলাম। দেখিলাম ভারি ভুল করিয়াছি; কারণ, যথার্থ ভাল জিনিষকে যেমন বিদ্রূপ করিবার সুবিধা, এমন উপহাস্য বিষয়কে নহে। হনুবংশীয়েরা মনুবংশীয়দের যেমন সহজে বিদ্রূপ করিতে পারে মনুবংশীয়েরা হনুবংশীয়দিগকে তদ্রূপ করিয়া কখন তেমন কৃতকার্য্য হইতে পারে না। সুতরাং সুরুচিকে তাহারা দন্তোন্মীলন করিয়া দেশছাড়া করিল।

আমার প্রভু আমার প্রতি আর তেমন সমাদর প্রকাশ করেন না। সভাস্থলেও আমার কোন সম্মান নাই। পথে বাহির হইলে লোকে পায়ে পড়িয়া আলাপ করিতে আসে না। এমন কি, আমাকে দেখিয়া কেহ কেহ হাসিতে আরম্ভ করিয়াছে।

ইতিমধ্যে আমার প্রহসনগুলার কথাও লোকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়াছে। হঠাৎ বোধ হইল আমি যেন একটা দেশালায়ের কাঠি; মিনিটখানেক জ্বলিয়া একেবারে শেষ পর্য্যন্ত পুড়িয়া গিয়াছি।

মন এমনি নিরুৎসাহ হইয়া গেল মাথা খুঁড়িয়া মরিলে এক লাইন লেখা বাহির হয়

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

না। মনে হইতে লাগিল বাঁচিয়া কোন সুখ নাই।

প্রভা আমাকে এখন ভয় করে। বিনা আহ্বানে সহসা কাছে আসিতে সাহস করে না। সে বুঝিতে পারিয়াছে, মজার কথা লিখিতে পারে এমন বাবার চেয়ে মাটির পুতুল ঢের ভাল সঙ্গী।

একদিন দেখা গেল আমাদের আহিরগ্রাম-প্রকাশ জমিদারকে ছাড়িয়া আমাকে লইয়া পড়িয়াছে। গোটাকতক অত্যন্ত কুৎসিত কথা লিখিয়াছে। আমার পরিচিত বন্ধুবান্ধবেরা একে একে সকলেই সেই কাগজখানা লইয়া হাসিতে হাসিতে আমাকে শুনাইয়া গেল। কেহ কেহ বলিল, ইহার বিষয়টা যেমনই হোক, ভাষার বাহাদুরী আছে। অর্থাৎ গালি যে দিয়াছে তাহা ভাষা দেখিলেই পরিষ্কার বুঝা যায়। সমস্ত দিন ধরিয়া বিশ জনের কাছে ঐ এক কথা শুনিলাম।

আমার বাসার সম্মুখে একটু বাগানের মত ছিল। সন্ধ্যাবেলায় নিতান্ত পীড়িত চিত্তে সেইখানে একাকী বেড়াইতেছিলাম। পাখীরা নীড়ে ফিরিয়া আসিয়া যখন কলরব বন্ধ করিয়া স্বচ্ছন্দে সন্ধ্যার শান্তির মধ্যে আত্মসমর্পণ করিল, তখন বেশ বুঝিতে পারিলাম পাখীদের মধ্যে রসিক লেখকের দল নাই, এবং সুরুচি লইয়া তর্ক হয় না।

মনের মধ্যে কেবলি ভাবিতেছি কি উত্তর দেওয়া যায়। ভদ্রতার একটা বিশেষ অসুবিধা এই যে, সকল স্থানের লোকে তাহাকে বুঝিতে পারে না। অভদ্রতার ভাষা অপেক্ষাকৃত পরিচিত, তাই ভাবিতেছিলাম সেই রকম ভাবের একটা মুখের মত জবাব লিখিতে হইবে। কিছুতেই হার মানিতে পারিব না।

এমন সময়ে সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে একটি পরিচিত ক্ষুদ্র কণ্ঠের স্বর শুনিতে পাইলাম, এবং তাহার পরেই আমার করতলে একটি কোমল উষ্ণ স্পর্শ অনুভব করিলাম। এত উদ্বেজিত অন্যমনস্ক ছিলাম যে, সেই মুহূর্ত্তে সেই স্বর ও সেই স্পর্শ জানিয়াও জানিতে পারিলাম না।

কিন্তু এক মুহূর্ত্ত পরেই সেই স্বর ধীরে ধীরে আমার কর্ণে জাগ্রৎ, সেই সুধাস্পর্শ আমার করতলে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। বালিকা একবার আস্তে আস্তে কাছে আসিয়া মৃদুস্বরে ডাকিয়াছিল "বাবা!" কোন উত্তর না পাইয়া আমার দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া ধরিয়া একবার আপনার কোমল কপোলে বুলাইয়া আবার ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিয়া যাইতেছে।

বহুদিন প্রভা আমাকে এমন করিয়া ডাকে নাই এবং স্বেচ্ছাক্রমে আসিয়া আমাকে এতটুকু আদর করে নাই। তাই আজ স্নেহস্পর্শে আমার হৃদয় সহসা অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে ঘরে ফিরিয়া গিয়া দেখিলাম প্রভা বিছানায় শুইয়া আছে। শরীর ক্লিষ্টচ্ছবি, নয়ন ঈষৎ নিমীলিত; দিনশেষের ঝরিয়া পড়া ফুলের মত পড়িয়া আছে।

মাথায় হাত দিয়া দেখি অত্যন্ত উষ্ণ; উত্তপ্ত নিশ্বাস পড়িতেছে; কপালের শির দপ দপ্ করিতেছে।

বুঝিতে পারিলাম, বালিকা আসন্ন রোগের তাপে কাতর হইয়া পিপাসিত হৃদয়ে একবার পিতার স্নেহ, পিতার আদর লইতে গিয়াছিল, পিতা তখন জাহিরপ্রকাশের জন্য খুব একটা কড়া জবাব কল্পনা করিতেছিল।

পাশে আসিয়া বসিলাম। বালিকা কোন কথা না বলিয়া তাহার দুই জ্বরতপ্ত করতলের মধ্যে আমার হস্ত টানিয়া লইয়া তাহার

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

উপরে কপোল রাখিয়া চুপ করিয়া শুইয়া রহিল।

আহিরগ্রাম এবং আহিরগ্রামের যত কাগজ ছিল সমস্ত পুড়াইয়া ফেলিলাম। কোন জবাব লেখা হইল না। হার মানিয়া এত সুখ কখনো হয় নাই।

বালিকার যখন মাতা মরিয়াছিল তখন তাহাকে কোলে টানিয়া লইয়াছিলাম, আজ তাহার বিমাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া আবার তাহাকে বুকে তুলিয়া লইয়া ঘরে চলিয়া গেলাম।

যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ।

এক সময় যজ্ঞেশ্বরের অবস্থা ভালই ছিল। এখন প্রাচীন ভাঙ্গা কোঠাবাড়িটাকে সাপ ব্যাং বাদুড়ের হস্তে সমর্পণ করিয়া খোড়ো ঘরে ভগবদ্গীতা লইয়া কালযাপন করিতেছেন।

এগারো বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মেয়েটি যখন জন্মিয়াছিল তখন বংশের সৌভাগ্যশশী কৃষ্ণপক্ষের শেষ কলায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। সেইজন্য সাধ করিয়া মেয়ের নাম রাখিয়াছিলেন কমলা। ভাবিয়াছিলেন, যদি এই কৌশলে ফাঁকি দিয়া চঞ্চলা লক্ষ্মীকে কন্যারূপে ঘরে ধরিয়া রাখিতে পারেন! লক্ষ্মী সে ফন্দীতে ধরা দিলেন না, কিন্তু মেয়েটির মুখে নিজের শ্রী রাখিয়া গেলেন। বড় সুন্দরী মেয়ে।

মেয়েটির বিবাহ সম্বন্ধে যজ্ঞেশ্বরের যে খুব উচ্চ আশা ছিল তাহা নহে। কাছাকাছি যে কোন একটি সৎপাত্রে বিবাহ দিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার জেঠাইমা তাঁহার বড় আদরের কমলাকে বড় ঘর না হইলে দিবেন না পণ করিয়া বসিয়া আছেন। তাঁহার নিজের হাতে অল্প কিছু সঙ্গতি ছিল, ভাল পাত্র পাইলে তাহা বাহির করিয়া দিবেন স্থির করিয়াছেন।

অবশেষে জেঠাইমার উত্তেজনায় শাস্ত্রাধ্যায়নগুঞ্জিত শান্ত পল্লী-গৃহ ছাড়িয়া যজ্ঞেশ্বর পাত্র সন্ধানে বাহির হইলেন। রাজসাহীতে তাঁহার এক আত্মীয় উকীলের বাড়িতে গিয়া আশ্রয় লইলেন।

এই উকীলের মক্কেল ছিলেন জমিদার গৌরসুন্দর চৌধুরী। তাঁহার একমাত্র পুত্র বিভূতিভূষণ এই উকীলের অভিভাবকতায় কালেজে পড়াশুনা করিত। ছেলেটি কখন্ যে মেয়েটিকে আসিয়া দেখিয়াছিল তাহা ভগবান প্রজাপতিই জানিতেন।

কিন্তু প্রজাপতির চক্রান্ত যজ্ঞেশ্বরের বুঝিবার সাধ্য ছিল না। তাই বিভূতি সম্বন্ধে তাঁহার মনে কোন প্রকার দুরাশা স্থান পায় নাই। নিরীহ যজ্ঞেশ্বরের অল্প আশা অল্প সাহস,—বিভূতির মত ছেলে যে তাঁহার জামাই হইতে পারে এ তাঁহার সম্ভব বলিয়া বোধ হইল না।

উকীলের যত্নে একটি চলনসই পাত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাহার বুদ্ধিশুদ্ধি না থাক্ বিষয় আশয় আছে। পাশ একটিও দেয় নাই বটে কিন্তু কালেক্টরীতে ৩২৭৫ টাকা খাজনা দিয়া থাকে।

পাত্রের দল একদিন আসিয়া মেয়েটিকে পছন্দ করিয়া ক্ষীরের ছাঁচ, নারিকেলের মিষ্টান্ন ও নাটোরের কাঁচাগোল্লা খাইয়া গেল। বিভূতি তাহার অনতিকাল পরে আসিয়া খবর শুনিলেন। যজ্ঞেশ্বর মনের আনন্দে তাঁহাকেও

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

কাঁচাগোল্লা খাওয়াইতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু ক্ষুধার অত্যন্ত অভাব জানাইয়া বিভূতি কিছু খাইল না; কাহারো সহিত ভাল করিয়া কথাই কহিল না, বাড়ি চলিয়া গেল।

সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় উকীল বাবু বিভূতির কাছ হইতে এক পত্র পাইলেন। মর্ম্মটা এই, যজ্ঞেশ্বরের কন্যাকে তাহার বড় পছন্দ এবং তাহাকে সে বিবাহ করিতে উৎসুক।

উকীল ভাবিলেন, এ ত বড় মুস্কিলে পড়িলাম! গৌরসুন্দর বাবু ভাবিবেন আমিই আমার আত্মীয়-কন্যার সহিত তাঁহার ছেলের বিবাহের চক্রান্ত করিতেছি!

অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া তিনি যজ্ঞেশ্বরকে দেশে পাঠাইলেন, এবং পূর্ব্বোক্ত পাত্রটির সহিত বিবাহের দিন যথাসম্ভব নিকটবর্ত্তী করিয়া দিলেন। বিভূতিকে ডাকিয়া অভিভাবক মহাশয় পড়াশুনা ছাড়া আর কোন দিকে মন দিতে বিশেষ করিয়া নিষেধ করিলেন। শুনিয়া রাগে বিভূতির জেদ চা'র গুণ বাড়িয়া গেল।

বিবাহের আয়োজন উদ্যোগ চলিতেছে এমন সময় একদিন যজ্ঞেশ্বরের খোড়ো ঘরে বিভূতিভূষণ স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত। যজ্ঞেশ্বর ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, এস বাবা এস! কিন্তু কোথায় বসাইবেন কি খাওয়াইবেন কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না! এখানে নাটোরের কাঁচা গোল্লা কোথায়?

বিভূতিভূষণ যখন স্নানের পূর্ব্বে রোয়াকে বসিয়া তেল মাখিতেছেন তখন জ্যাঠাইমা তাঁহার রজতগিরিনিভ গৌর পুষ্ট দেহটি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। যজ্ঞেশ্বরকে ডাকিয়া কহিলেন এই ছেলেটির সঙ্গে আমাদের কমলের বিবাহ হয় না কি?—ভীরু যজ্ঞেশ্বর বিস্ফারিত নেত্রে কহিলেন, সে কি হয়?

জ্যাঠাইমা কেন হইবে না? চেষ্টা করিলেই হয়।—এই বলিয়া তিনি বাথানপাড়ার গয়লাদের ঘর হইতে ভাল ছানা ও ক্ষীর আনাইয়া বিবিধ আকার ও আয়তনের মোদক নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইলেন।

স্নানাহারের পর বিভূতিভূষণ সলজ্জে সসঙ্কোচে নিজের বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। যজ্ঞেশ্বর আনন্দে ব্যাকুল হইয়া জ্যাঠাইমাকে সুসংবাদ দিলেন।

জ্যাঠাইমা শান্ত মুখে কহিলেন, তা বেশ হয়েছে, বাপু, কিন্তু তুমি একটু ঠাণ্ডা হও!—তাঁহার পক্ষে এটা কিছুই আশাতীত হয় নাই! যদি কমলার জন্য একদিক্ হইতে কাবুলের আমীর ও অন্যদিক্ হইতে চীনের সম্রাট্ তাঁহার দ্বারস্থ হইত তিনি আশ্চর্য্য হইতেন না।

ক্ষীণাশ্বাস যজ্ঞেশ্বর বিভূতিভূষণের হাত ধরিয়া বলিতে লাগিলেন দেখো বাবা, আমার সকল দিক যেন নষ্ট না হয়।

বিবাহের প্রস্তাব পাকা করিয়া বিভূতিভূষণ তাঁহার বাপের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

গৌরসুন্দর নিজে নিরক্ষর ছিলেন বলিয়া শিক্ষিত ছেলেটিকে মনে মনে বিশেষ খাতির করিতেন। তাঁহার কোন আচরণে বা মতে পাছে তাঁহার ছেলের কাছে সুশিক্ষা বা শিষ্টতার অভাব ধরা পড়ে এই সঙ্কোচ তিনি দূর করিতে পারিতেন না। তাঁহার একমাত্র প্রাণাধিক পুত্র যেন বাপকে মনে মনে ধিক্কার না দেয়, যেন অশিক্ষিত বাপের জন্য তাহাকে লজ্জিত না হইতে হয় এ চেষ্টা তাঁহার সর্ব্বদা ছিল। কিন্তু তবু যখন শুনিলেন বিভূতি দরিদ্রকন্যাকে বিবাহ করিতে উদ্যত তখন প্রথমটা রাগ প্রকাশ করিয়া উঠিলেন। বিভূতি নতশিরে চুপ করিয়া রহিল। তখন

গৌরসুন্দর কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া নিজেকে সংশোধন করিয়া লইয়া কহিলেন—আমি কি পণের লোভে তোমাকে বিবাহ করিতে বলিতেছি, তা মনে করিয়ো না! নিজের ছেলেকে লইয়া বেহাইয়ের সঙ্গে দরদস্তুর করিতে বসিব, আমি তেমন ছোটলোক নই! কিন্তু বড় ঘরের মেয়ে চাই।

বিভূতিভূষণ বুঝাইয়া দিলেন, যজ্ঞেশ্বর সম্ভ্রান্তবংশীয়, সম্প্রতি গরীব হইয়াছেন।

গৌরসুন্দর দায়ে পড়িয়া মত দিলেন, কিন্তু মনে মনে যজ্ঞেশ্বরের প্রতি অত্যন্ত রাগ করিলেন।

তখন দুই পক্ষে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। আর সব ঠিক হইল কিন্তু বিবাহ হইবে কোথায় তাহা লইয়া কিছুতেই নিষ্পত্তি হয় না। গৌরসুন্দর এক ছেলের বিবাহে খুব ধূমধাম করিতে চান—কিন্তু বুড়া শিবতলায় সেই খোড়ো ঘরে সমস্ত ধূমধাম ব্যর্থ হইয়া যাইবে। তিনি জেদ্ করিলেন তাঁহারই বাড়িতে বিবাহসভা হইবে।

শুনিয়া মাতৃহীনা কন্যার দিদিমা কান্না জুড়িয়া দিলেন। তাঁহাদেরও ত এক সময় সুদিন ছিল, আজ লক্ষ্মী বিমুখ হইয়াছেন বলিয়া কি সমস্ত সাধ জলাঞ্জলি দিতে হইবে, পিতৃপুরুষের মান বজায় থাকিবে না? সে হইবে না; আমাদের ঘর খোড়ো হউক্ আর যাই হউক এখানেই বিবাহ দিতে হইবে।

নিরীহ প্রকৃতি যজ্ঞেশ্বর অত্যন্ত দ্বিধায় পড়িয়া গেলেন। অবশেষে বিভূতিভূষণের চেষ্টায় কন্যাগৃহে বিবাহই স্থির হইল।

ইহাতে গৌরসুন্দর এবং তাঁহার দলবল কন্যাকর্ত্তার উপর আরো চটিয়া গেলেন। সকলেই স্থির করিলেন স্পর্দ্ধিত দরিদ্রকে অপদস্থ করিতে হইবে। বরযাত্র যাহা জোটান হইল তাহা পল্টন বিশেষ। এ সম্বন্ধে গৌরসুন্দর ছেলের কোন পরামর্শ লইলেন না।

বৈশাখ মাসে বিবাহের দিন স্থির। যজ্ঞেশ্বর তাহার স্বল্পাবশিষ্ট যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া আয়োজন করিয়াছে। নূতন আটচালা বাঁধিয়াছে, পাবনা হইতে ঘি ময়দা চিনি দধি প্রভৃতির আয়োজন করিয়াছে। জ্যাঠাইমা তাঁহার যে গোপন পুঁজির বলে স্বগৃহেই বিবাহ প্রস্তাবে জেদ্ করিয়াছিলেন তাহার প্রায় শেষ পয়সাটি পর্য্যন্ত বাহির করিয়া দিয়াছেন।

এমন সময় দুর্ভাগার অদৃষ্টক্রমে বিবাহের দুই দিন আগে হইতে প্রচণ্ড দুর্যোগ আরম্ভ হইল। ঝড় যদি বা থামে ত বৃষ্টি থামে না, কিছুক্ষণের জন্য যদি বা নরম পড়িয়া আসে, আবার দ্বিগুণ বেগে আরম্ভ হয়। এমন বর্ষণ বিশ পঁচিশ বছরের মধ্যে কেহ দেখে নাই।

গৌরসুন্দর পূর্ব্ব হইতেই গুটিকয়েক হাতি ও পাল্কী ষ্টেশনে হাজির রাখিয়াছিলেন। আশপাশের গ্রাম হইতে যজ্ঞেশ্বর ছইওয়ালা গরুর গাড়ির যোগাড় করিতে লাগিলেন। দুর্দ্দিনে গাড়োয়ানরা নড়িতে চায় না—হাতে পায়ে ধরিয়া দ্বিগুণ মূল্য কবুল করিয়া যজ্ঞেশ্বর তাহাদের রাজি করিলেন। বরযাত্রের মধ্যে যাহাদিগকে গোরুর গাড়িতে চড়িতে হইল তাহারা চটিয়া আগুণ হইল।

গ্রামের পথে জল দাঁড়াইয়া গেছে। হাতির পা বসিয়া যায়, গাড়ির চাকা ঠেলিয়া তোলা দায় হইল। তখনো বৃষ্টির বিরাম নাই। বরযাত্রগণ ভিজিয়া কাদা মাখিয়া বিধিবিড়ম্বনার প্রতিশোধ কন্যাকর্ত্তার উপর তুলিবে বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়া রাখিল। হতভাগ্য যজ্ঞেশ্বরকে এই অসাময়িক বৃষ্টির জন্য জবাবদিহি করিতে হইবে।

বর সদলবলে কন্যাকর্ত্তার কুটীরে আসিয়া

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

পৌঁছিলেন। অভাবনীয় লোকসমাগম দেখিয়া গৃহস্বামীর বুক দমিয়া গেল। ব্যাকুল যজ্ঞেশ্বর কাহাকে কোথায় বসাইবেন ভাবিয়া পান না, কপালে করাঘাত করিয়া কেবলি বলিতে থাকেন, বড় কষ্ট দিলাম, বড় কষ্ট দিলাম! যে আটচালা বানইয়াছিলেন, তাহার চারিদিক হইতে জল পড়িতেছে। বৈশাখমাসে যে এমন শ্রাবণধারা বহিবে তাহা তিনি স্বপ্নেও আশঙ্কা করেন নাই। গণ্ডগ্রামের ভদ্র অভদ্র সমস্ত লোকই যজ্ঞেশ্বরকে সাহায্য করিতে উপস্থিত হইয়াছিল; সঙ্কীর্ণ স্থানকে তাহারা আরো সঙ্কীর্ণ করিয়া তুলিল এবং বৃষ্টির কল্লোলের উপর তাহাদের কলরব যোগ হইয়া একটা সমুদ্রমন্থনের মত গোলমালের উৎপত্তি হইল। পল্লীবৃদ্ধগণ ধনী অতিথিদের সম্মাননার উপযুক্ত উপায় না দেখিয়া যাহাকে তাহাকে ক্রমাগতই যোড়হস্তে বিনয় করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বরকে যখন অন্তঃপুরে লইয়া গেল তখন ক্রুদ্ধ বরযাত্রির দল রব তুলিল তাহাদের ক্ষুধা পাইয়াছে আহার চাই। মুখ পাংশুবর্ণ করিয়া যজ্ঞেশ্বর গলায় কাপড় দিয়া সকলকে বলিলেন আমার সাধ্যমত যাহা কিছু আয়োজন করিয়া-ছিলাম সব জলে ভাসিয়া গেছে।

দ্রব্যসামগ্রী কতক পাবনা হইতে পথের মধ্যে কতক বা ভগ্নপ্রায় পাকশালায় গলিয়া গুলিয়া উনান নিবিয়া একাকার হইয়া গেছে। সহসা উপযুক্ত পরিমাণ আহার্য্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে বুড়াশিবতলা এমন গ্রামই নহে।

গৌরসুন্দর যজ্ঞেশ্বরের দুর্গতিতে খুসি হই-লেন। কহিলেন—এতগুলা মানুষকে ত অনা-হারে রাখা যায় না, কিছুত উপায় করিতে হইবে।

বরযাত্রগণ ক্ষেপিয়া উঠিয়া মহা হাঙ্গামা করিতে লাগিল। কহিল, আমরা ষ্টেশনে গিয়া ট্রেণ ধরিয়া এখনি বাড়ি ফিরিয়া যাই।

যজ্ঞেশ্বর হাত যোড় করিয়া কহিল, একে-বারে উপবাস নয়। শিবতলার ছানা বিখ্যাত। উপযুক্ত পরিমাণে ছানা কদমা সংগ্রহ আছে। আমার অন্তরের মধ্যে যাহা হইতেছে তাহা অন্তর্যামীই জানেন।

যজ্ঞেশ্বরের দুর্গতি দেখিয়া বাগানপাড়ার গোয়ালারা বলিয়াছিল, ভয় কি ঠাকুর, ছানা যিনি যত খাইতে পারেন আমরা যোগাইয়া দিব।—বিদেশের বরযাত্রিগণ না খাইয়া ফিরিলে শিবতলা গ্রামের অপমান;—সেই অপমান ঠেকাইবার জন্ত গোয়ালারা প্রচুর ছানার বন্দোবস্ত করিয়াছে।

বরযাত্রগণ পরামর্শ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, যত আবশুক ছানা যোগাইতে পারিবে ত?

যজ্ঞেশ্বর কথঞ্চিৎ আশান্বিত হইয়া কহিল— তা পারিব! আচ্ছা তবে আন! বলিয়া বর-যাত্রগণ বসিয়া গেল। গৌরসুন্দর বসিলেন না, তিনি নীরবে এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া কৌতুক দেখিতে লাগিলেন।

আহারস্থানের চারিদিকেই পুষ্করিণী ভরিয়া উঠিয়া জলে কাদায় একাকার হইয়া গেছে। যজ্ঞেশ্বর যেমন যেমন পাতে ছানা দিয়া যাইতে লাগিলেন, তৎক্ষণাৎ বরযাত্রগণ তাহা কাঁধ ডিঙ্গাইয়া পশ্চাতে কাদার মধ্যে টপটপ্ করিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল।

উপায়বিহীন যজ্ঞেশ্বরের চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল। বারংবার সকলের কাছে যোড়হাত করিতে লাগিলেন—কহিলেন, আমি অতি ক্ষুদ্র ব্যক্তি, আপনাদের নির্যাতনের যোগ্য নই।

একজন শুষ্কহাস্ত হাসিয়া উত্তর করিল, মেয়ের বাপ ত বটেন, সে অপরাধ যায় কোথায়? যজ্ঞেশ্বরের স্বগ্রামের বৃদ্ধগণ বারবার

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ধিক্কার করিয়া বলিতে লাগিল, তোমার যেমন অবস্থা সেই মত ঘরে কন্যাদান করিলেই এ দুর্গতি ঘটিত না!

এদিকে অন্তঃপুরে মেয়ের দিদিমা অকল্যাণ-শঙ্কাসত্ত্বেও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। দেখিয়া মেয়ের চোখ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। যজ্ঞেশ্বরের জ্যাঠাইমা আসিয়া বিভূতিকে কহিলেন—ভাই অপরাধ যা হইবার তা ত হইয়াই গেছে,—এখন মাপ কর, আজিকার মত শুভকার্য্য সম্পন্ন হইতে দাও।

এদিকে ছানার অন্যায় অপব্যয় দেখিয়া গোয়ালার দল রাগিয়া হাঙ্গাম করিতে উদ্যত। পাছে বরযাত্রদের সহিত তাহাদের একটা বিবাদ বাধিয়া যায় এই আশঙ্কায় যজ্ঞেশ্বর তাহাদিগকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য বহুতর চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন সময় ভোজনশালায় অসময়ে বর আসিয়া উপস্থিত। বরযাত্রেরা ভাবিল, বর বুঝি রাগ করিয়া অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছেন—তাহাদের উৎসাহ বাড়িয়া উঠিল।

বিভূতি রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন, বাবা আমাদের এ কি রকম ব্যবহার? বলিয়া একটা ছানার থালা স্বহস্তে লইয়া তিনি পরিবেশনে প্রবৃত্ত হইলেন। গোয়ালাদিগকে বলিলেন তোমরা পশ্চাৎ দাঁড়াও, কাহারো ছানা যদি পাকে পড়ে ত সে গুলা আবার পাতে তুলিয়া দিতে হইবে।

গৌরসুন্দরের মুখের দিকে চাহিয়া দুই একজন উঠিবে কি না ইতস্ততঃ করিতেছিল—বিভূতি কহিলেন, বাবা, তুমিও বসিয়া যাও, অনেক রাত হইয়াছে!

গৌরসুন্দর বসিয়া গেলেন। ছানা যথাস্থানে পৌছিতে লাগিল।

দুরাশা।

দার্জ্জিলিঙ্গে গিয়া দেখিলাম মেঘে বৃষ্টিতে দশ দিক্ আচ্ছন্ন। ঘরের বাহির হইতে ইচ্ছা হয় না ঘরের মধ্যে থাকিতে আরও অনিচ্ছা জন্মে।

হোটেলে প্রাতঃকালের আহার সমাধা করিয়া পায়ে মোটা বুট এবং আপাদমস্তক ম্যাকিণ্টশ পরিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়াছি। ক্ষণে ক্ষণে টিপ্ টিপ্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে এবং সর্ব্বত্র ঘন মেঘের কুজ্ঝটিকায় মনে হইতেছে যেন বিধাতা হিমালয়পর্ব্বতসুদ্ধ সমস্ত বিশ্বচিত্র রবার দিয়া ঘসিয়া ঘসিয়া মুছিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছেন।

জনশূন্য ক্যাল্‌কাটা রোডে একাকী পদচারণ করিতে করিতে ভাবিতেছিলাম—অবলম্বনহীন মেঘরাজ্যে আর ত ভাল লাগে না, শব্দস্পর্শ-রূপময়ী বিচিত্রা ধরণী মাতাকে পুনরায় পাঁচ ইন্দ্রিয় দ্বারা পাঁচ রকমে আঁকড়িয়া ধরিবার জন্য প্রাণ আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

এমন সময়ে অনতিদূরে রমণীকণ্ঠের সকরুণ রোদনগুঞ্জন ধ্বনি শুনিতে পাইলাম। রোগশোকসঙ্কুল সংসারে রোদনধ্বনিটা কিছুই বিচিত্র নহে—অন্যত্র অন্য সময় হইলে ফিরিয়া চাহিতাম কি না সন্দেহ,—কিন্তু এই অসীম মেঘরাজ্যের মধ্যে সে রোদন সমস্ত লুপ্ত জগতের এক মাত্র রোদনের মত আমার কাণে আসিয়া প্রবেশ করিল, তাহাকে তুচ্ছ বলিয়া মনে হইল না।

শব্দ লক্ষ্য করিয়া নিকটে গিয়া দেখিলাম

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

গৈরিক বসনাবৃতা নারী, তাহার মস্তকে স্বর্ণ-কপিশ জটাভার চূড়া আকারে আবদ্ধ, পথ-প্রান্তে শিলাখণ্ডের উপর বসিয়া মৃদুস্বরে ক্রন্দন করিতেছে। তাহা সদ্যঃশোকের বিলাপ নহে, বহুদিন-সঞ্চিত নিঃশব্দ শ্রান্তি ও অবসাদ আজ মেঘান্ধকার নির্জ্জনতার ভারে ভাঙ্গিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছে।

মনে মনে ভাবিলাম—এ বেশ হইল, ঠিক যেন ঘর-গড়া গল্পের মত আরম্ভ হইল, পর্ব্বত-শৃঙ্গে সন্ন্যাসিনী বসিয়া কাঁদিতেছে ইহা যে কখন চর্ম্মচক্ষে দেখিব এমন আশা কস্মিন্‌কালে ছিল না।

মেয়েটি কোন্ জাত ঠাহর হইল না। সদয় হিন্দি ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলাম—"কে তুমি, তোমার কি হইয়াছে?"

প্রথমে উত্তর দিল না—মেঘের মধ্য হইতে সজল দীপ্তনেত্রে আমাকে একবার দেখিয়া লইল।

আমি আবার কহিলাম আমাকে ভয় করিও না আমি ভদ্রলোক।

শুনিয়া সে হাসিয়া সে খাষ্ হিন্দুস্থানীতে বলিয়া উঠিল, "বহুদিন হইতে ভয় ডরের মাথা খাইয়া বসিয়া আছি, লজ্জা সরমও নাই। বাবুজি, এক সময় আমি যে জেনানায় ছিলাম সেখানে আমার সহোদর ভাইকে প্রবেশ করিতে হইলেও অনুমতি লইতে হইত, আজ বিশ্বসংসারে আমার পর্দ্দা নাই।"

প্রথমটা একটু রাগ হইল; আমার চাল চলন সমস্তই সাহেবী, কিন্তু এই হতভাগিনী বিনা দ্বিধায় আমাকে বাবুজি সম্বোধন করে কেন? ভাবিলাম এইখানেই আমার উপন্যাস শেষ করিয়া সিগারেটের ধোঁয়া উড়াইয়া উদ্যত-নাসা সাহেবিয়ানার রেলগাড়ির মত সশব্দে সবেগে সদর্পে প্রস্থান করি! অবশেষে কৌতূহল জয় লাভ করিল। আমি কিছু উচ্চভাব ধারণ করিয়া বক্রগ্রীবায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমাকে কিছু সাহায্য করিতে পারি? তোমার কোন প্রার্থনা আছে?"

সে স্থিরভাবে আমার মুখের দিকে চাহিল এবং ক্ষণকাল পরে সংক্ষেপে উত্তর করিল "আমি বদ্রাওনের নবাব্ গোলাম কাদের খাঁর পুত্রী।"

বদ্রাওন্ কোন্ মুল্লুকে এবং নবাব্ গোলাম কাদের খাঁ কোন্ নবাব এবং তাঁহার কন্যা যে কি দুঃখে সন্ন্যাসিনীবেশে দার্জ্জিলিঙ্গে ক্যাল্‌কাটা রোডের ধারে বসিয়া কাঁদিতে পারে আমি তাহার বিন্দুবিসর্গ জানি না এবং বিশ্বাসও করি না,—কিন্তু ভাবিলাম রসভঙ্গ করিব না, গল্পটি দিব্য জমিয়া আসিতেছে।

তৎক্ষণাৎ সুগম্ভীর মুখে সুদীর্ঘ সেলাম করিয়া কহিলাম, "বিবিসাহেব, মাপ কর, তোমাকে চিনিতে পারি নাই।"

চিনিতে না পারিবার অনেকগুলি যুক্তি-সঙ্গত কারণ ছিল, তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান কারণ, তাঁহাকে পূর্ব্বে কস্মিন্‌কালে দেখি নাই, তাহার উপর এমনি কুয়াশা যে নিজের হাত পা কয়খানিই চিনিয়া লওয়া দুঃসাধ্য।

বিবিসাহেবও আমার অপরাধ লইলেন না এবং সন্তুষ্ট কণ্ঠে দক্ষিণ হস্তের ইঙ্গিতে স্বতন্ত্র শিলাখণ্ড নির্দ্দেশ করিয়া আমাকে অনুমতি করিলেন, "বৈঠিয়ে!"

দেখিলাম রমণীটির আদেশ করিবার ক্ষমতা আছে। আমি তাঁহার নিকট হইতে সেই সিক্ত শৈবালাচ্ছন্ন কঠিন বন্ধুর শিলাখণ্ড-তলে আসন গ্রহণের সম্মতি প্রাপ্ত হইয়া এক অভাবনীয় সম্মান লাভ করিলাম। বদ্রাওনের গোলাম কাদের খাঁর পুত্রী নুর্ উন্নীসা বা মেহের উন্নীসা বা নুর্ উল্ মুলক্ আমাকে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

দার্জ্জিলিঙ্গে ক্যাল্‌কাটা রোডের ধারে তাঁহার অনতিদূরবর্ত্তী অনতিউচ্চ, পঙ্কিল আসনে বসিবার অধিকার দিয়াছেন; হোটেল হইতে ম্যাকিণ্টশ্‌ পরিয়া বাহির হইবার সময় এমন সুমহৎ সম্ভাবনা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

হিমালয়বক্ষে শিলাতলে একান্তে দুইটি পান্থ নরনারীর রহস্যালাপ-কাহিনী সহসা সদ্য-সম্পূর্ণ কবোষ্ণ কাব্যকথার মত শুনিতে হয়—পাঠকের হৃদয়ের মধ্যে দূরাগত নির্জ্জন গিরি-কন্দরের নির্ঝরপ্রপাতধ্বনি এবং কালিদাস-রচিত মেঘদূত কুমারসম্ভবের বিচিত্র সঙ্গীত-মর্ম্মর জাগ্রৎ হইয়া উঠিয়া থাকে, তথাপি এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে, যে, বুট এবং ম্যাকিণ্টশ্‌ পরিয়া ক্যাল্‌কাটা রোডের ধারে কর্দ্দমাসনে এক দীনবেশিনী হিন্দুস্থানী রমণীর সহিত একত্র উপবেশন পূর্ব্বক সম্পূর্ণ আত্মগৌরব অক্ষুণ্ণভাবে অনুভব করিতে পারে, এমন নব্যবঙ্গ অতি অল্পই আছে। কিন্তু সে দিন ঘনঘোর বাষ্পে দশদিক্‌ আবৃত ছিল, সংসারের নিকট চক্ষুলজ্জা রাখিবার কোন বিষয় কোথাও ছিল না, কেবল অনন্ত মেঘরাজ্যের মধ্যে বদ্রাওনের নবাব গোলাম কাদের খাঁর পুত্রী এবং আমি এক নববিকশিত বাঙ্গালী সাহেব, দুই জনে দুই খানি প্রস্তরের উপর বিশ্বজগতের দুই খণ্ড প্রলয়াবশেষের ন্যায় অবশিষ্ট ছিলাম—এই বিসদৃশ সম্মিলনের পরম পরিহাস কেবল আমাদের অদৃষ্টের গোচর ছিল, কাহারও দৃষ্টিগোচর ছিল না।

আমি কহিলাম, "বিবিসাহেব, তোমার এ হাল কে করিল?"

বদ্রাওনকুমারী কপালে করাঘাত করিলেন। কহিলেন "কে সমস্ত করায় তা আমি কি জানি! এত বড় প্রস্তরময় কঠিন হিমালয়কে কে সামান্য বাষ্পের মেঘে অন্তরাল করিয়াছে?"

আমি কোনরূপ দার্শনিক তর্ক না তুলিয়া সমস্ত স্বীকার করিয়া লইলাম—কহিলাম, "তা বটে, অদৃষ্টের রহস্য কে জানে! আমরা ত কীট মাত্র!"

তর্ক তুলিতাম, বিবিসাহেবকে আমি এত সহজে নিষ্কৃতি দিতাম না। কিন্তু আমার ভাষায় কুলাইত না। দরোয়ান এবং বেহারাদের সংসর্গে যে টুকু হিন্দি অভ্যস্ত হইয়াছে তাহাতে ক্যাল্‌কাটা রোডের ধারে বসিয়া বদ্রাওনের অথবা অন্য কোন স্থানের কোন নবাব পুত্রীর সহিত অদৃষ্টবাদ ও স্বাধীন ইচ্ছাবাদ সম্বন্ধে সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইত।

বিবিসাহেব কহিলেন, "আমার জীবনের আশ্চর্য্য কাহিনী অদ্যই পরিসমাপ্ত হইয়াছে, যদি ফরমায়েস্‌ করেন ত বলি"

আমি শশব্যস্ত হইয়া কহিলাম—"বিলক্ষণ! ফরমায়েস্‌ কিসের! যদি অনুগ্রহ করেন ত শুনিয়া শ্রবণ সার্থক হইবে!"

কেহ না মনে করেন, আমি ঠিক এই কথাগুলি এম্‌নিভাবে হিন্দুস্থানী ভাষায় বলিয়াছিলাম—বলিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সামর্থ্য ছিল না। বিবি সাহেব যখন কথা কহিতেছিলেন আমার মনে হইতেছিল যেন শিশির-স্নাত স্বর্ণশীর্ষ স্নিগ্ধশ্যামল শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়া প্রভাতের মন্দমধুর বায়ু হিল্লোলিত হইয়া যাইতেছে, তাহার পদে পদে এমন সহজ নম্রতা, এমন সৌন্দর্য্য, এমন বাক্যের অবারিত প্রবাহ। আর আমি অতি সংক্ষেপে খণ্ড খণ্ড ভাবে বর্ব্বরের মত সোজা উত্তর দিতেছিলাম। ভাষায় সেরূপ সুসম্পূর্ণ অবিচ্ছিন্ন সহজ শিষ্টতা

আমার কোন কালে জানা ছিল না; বিবি-সাহেবের সহিত কথা কহিবার সময় এই প্রথম নিজের আচরণের দীনতা পদে পদে অনুভব করিতে লাগিলাম।

তিনি কহিলেন, "আমার পিতৃকুলে দিল্লীর সম্রাটবংশের রক্ত প্রবাহিত ছিল—সেই কুলগর্ব্ব রক্ষা করিতে গিয়া আমার উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পাওয়া দুঃসাধ্য হইয়াছিল। লক্ষ্ণৌয়ের নবাবের সহিত আমার সম্বন্ধের প্রস্তাব আসিয়াছিল—পিতা ইতস্ততঃ করিতেছিলেন এমন সময় দাঁতে টোটা কাটা লইয়া সিপাহি লোকের সহিত সরকার বাহাদুরের লড়াই বাধিল, কামানের ধোঁয়ায় হিন্দুস্থান অন্ধকার হইয়া গেল।"

স্ত্রীকণ্ঠে, বিশেষতঃ সম্ভ্রান্ত মহিলার মুখে হিন্দুস্থানী কখনো শুনি নাই—শুনিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, এ ভাষা আমিরের ভাষা—এ যেদিনের ভাষা সে দিন আর নাই—আজ রেলোয়ে টেলিগ্রাফে, কাজের ভিড়ে, আভিজাত্যের বিলোপে সমস্তই যেন হ্রস্ব খর্ব্ব নিরলঙ্কার হইয়া গেছে। নবাবজাদীর ভাষা মাত্র শুনিয়া সেই ইংরাজ-রচিত আধুনিক শৈলনগরী দারজ্জিলিঙ্গের ঘন কুজ্ঝটিকাজালের মধ্যে আমার মনশ্চক্ষের সম্মুখে মোগল সম্রাটের মানসপুরী মায়াবলে জাগিয়া উঠিতে লাগিল—শ্বেতপ্রস্তর-রচিত বড় বড় অভ্রভেদী সৌধশ্রেণী, পথে লম্বপুচ্ছ অশ্বপৃষ্ঠে মছলন্দের সাজ, হস্তিপৃষ্ঠে স্বর্ণ-ঝালর-খচিত হাওদা, পুরবাসিগণের মস্তকে বিচিত্রবর্ণের উষ্ণীষ, শালের রেসমের মস্‌লিনের প্রচুর-প্রসর জামা পা'য়জামা, কোমরবন্ধে বক্র তরবারী, জরির জুতার অগ্রভাগে বক্র শীর্ষ,—সুদীর্ঘ অবসর, সুলম্ব পরিচ্ছদ, সুপ্রচুর শিষ্টাচার।

নবাবপুত্রী কহিলেন, "আমাদের কেল্লা যমুনার তীরে। আমাদের ফৌজের অধিনায়ক ছিল একজন হিন্দু ব্রাহ্মণ। তাহার নাম ছিল কেশরলাল।"

রমণী এই কেশরলাল শব্দটির উপর তাহার নারীকণ্ঠের সমস্ত সঙ্গীত যেন একেবারে এক মুহূর্ত্তে উপুড় করিয়া ঢালিয়া দিল। আমি ছড়িটা ভূমিতে রাখিয়া নড়িয়া চড়িয়া খাড়া হইয়া বসিলাম।

"কেশরলাল পরম হিন্দু ছিল। আমি প্রত্যহ প্রত্যূষে উঠিয়া অন্তঃপুরের গবাক্ষ হইতে দেখিতাম কেশরলাল আবক্ষ যমুনার জলে নিমগ্ন হইয়া প্রদক্ষিণ করিতে করিতে যোড়করে উর্দ্ধমুখে নবোদিত সূর্য্যের উদ্দেশে অঞ্জলি প্রদান করিত। পরে সিক্তবস্ত্রে ঘাটে বসিয়া একাগ্রমনে জপ সমাপন করিয়া পরিষ্কার সুকণ্ঠে ভৈরোঁরাগে ভজন গান করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়া আসিত।

"আমি মুসলমান-বালিকা ছিলাম কিন্তু কখনো স্বধর্ম্মের কথা শুনি নাই এবং স্বধর্ম্মসঙ্গত উপাসনাবিধিও জানিতাম না। তখনকার দিনে বিলাসে মদ্যপানে স্বেচ্ছাচারে আমাদের পুরুষের মধ্যে ধর্ম্মবন্ধন শিথিল হইয়া গিয়াছিল, এবং অন্তঃপুরের প্রমোদভবনেও ধর্ম্ম সজীব ছিল না।

বিধাতা আমার মনে বোধ করি স্বাভাবিক ধর্ম্মপিপাসা দিয়াছিলেন অথবা আর কোন নিগূঢ় কারণ ছিল কি বলিতে পারি না—কিন্তু প্রত্যহ প্রশান্ত প্রভাতে নবোন্মেষিত অরুণালোকে নিস্তরঙ্গ নীল যমুনার নির্জ্জন শ্বেত সোপানতটে কেশরলালের পূজার্চ্চনাদৃশ্যে আমার সদ্যঃসুপ্তোত্থিত অন্তঃকরণ একটি অব্যক্ত ভক্তিমাধুর্য্যে পরিপ্লুত হইয়া যাইত।

নিয়ত সংযত শুদ্ধাচারে ব্রাহ্মণ কেশরলালের গৌরবর্ণ প্রাণসার সুন্দর তনু দেহখানি

ধূম্রলেশহীন জ্যোতিঃশিখার মত বোধ হইত ; ব্রাহ্মণের পুণ্যমাহাত্ম্য অপূর্ব্ব শ্রদ্ধাভরে এই মুসলমানদুহিতার মূঢ় হৃদয়কে বিনম্র করিয়া দিত।

আমার একটি হিন্দু বাঁদি ছিল সে প্রতিদিন নত হইয়া প্রণাম করিয়া কেশরলালের পদধূলি লইয়া আসিত—দেখিয়া আমার আনন্দও হইত ঈর্ষাও জন্মিত। ক্রিয়াকর্ম্ম পার্ব্বণ উপলক্ষে এই বন্দিনী মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া দক্ষিণা দিত। আমি নিজে হইতে তাহাকে অর্থ সাহায্য করিয়া বলিতাম, তুই কেশরলালকে নিমন্ত্রণ করিবি না ? সে জিভ কাটিয়া বলিত কেশরলাল ঠাকুর কাহারও অন্ন গ্রহণ বা দান প্রতিগ্রহ করেন না।

এইরূপে প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কেশরলালকে কোনরূপ ভক্তিচিহ্ন দেখাইতে না পারিয়া আমার চিত্ত যেন ক্ষুব্ধ ক্ষুধাতুর হইয়া থাকিত।

আমাদের পূর্ব্বপুরুষের কেহ একজন একটি ব্রাহ্মণ-কন্যাকে বলপূর্ব্বক বিবাহ করিয়া আনিয়াছিলেন—আমি অন্তঃপুরের প্রান্তে বসিয়া তাঁহারই পুণ্যরক্তপ্রবাহ আপন শিরার মধ্যে অনুভব করিতাম এবং সেই রক্তসূত্রে কেশরলালের সহিত একটি ঐক্য সম্বন্ধ কল্পনা করিয়া কিয়ৎ পরিমাণে তৃপ্তি বোধ হইত।

আমার হিন্দু দাসীর নিকট হিন্দুধর্ম্মের সমস্ত আচার ব্যবহার, দেবীর সমস্ত আশ্চর্য্য কাহিনী, রামায়ণ মহাভারতের সমস্ত অপূর্ব্ব ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া শুনিতাম—শুনিয়া সেই অবরুদ্ধ অন্তঃপুরের প্রান্তে বসিয়া হিন্দু জগতের এক অপরূপ দৃশ্য আমার মনের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইত। মূর্ত্তি প্রতিমূর্ত্তি, শঙ্খঘণ্টা ধ্বনি, স্বর্ণচূড়াখচিত দেবালয়, ধূপধূনার ধূম্র, অগুরুচন্দন মিশ্রিত পুষ্পরাশির সুগন্ধ, যোগী সন্ন্যাসীর অলৌকিক ক্ষমতা, ব্রাহ্মণের অমানুষিক মাহাত্ম্য, মানুষ-ছদ্মবেশধারী দেবতাদের বিচিত্র লীলা সমস্ত জড়িত হইয়া আমার নিকটে এক অতি পুরাতন অতি বিস্তীর্ণ অতি সুদূর অপ্রাকৃত মায়ালোক সৃজন করিত—আমার চিত্ত যেন নীড়হারা ক্ষুদ্র পক্ষীর ন্যায় প্রদোষকালের একটি প্রকাণ্ড প্রাচীন প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে উড়িয়া উড়িয়া বেড়াইত। হিন্দু সংসার আমার বালিকা হৃদয়ের নিকট একটি পরম রমণীয় রূপকথার রাজ্য ছিল।

এমন সময় কোম্পানি বাহাদুরের সহিত সিপাহী লোকের লড়াই বাধিল আমাদের বদ্রাওনের ক্ষুদ্র কেল্লাটির মধ্যেও বিপ্লবের তরঙ্গ জাগিয়া উঠিল।

কেশরলাল বলিল, এইবার গোখাদক গোরালোককে আর্য্যাবর্ত্ত হইতে দূর করিয়া দিয়া আর একবার হিন্দুস্থানে হিন্দু মুসলমানে রাজপদ লইয়া দ্যূতক্রীড়া বসাইতে হইবে

আমার পিতা গোলাম কাদের খাঁ সাবধানী লোক ছিলেন ; তিনি ইংরাজজাতিকে কোন একটি বিশেষ কুটুম্ব সম্ভাষণে অভিহিত করিয়া বলিলেন, উহারা অসাধ্য সাধন করিতে পারে, হিন্দুস্থানের লোক উহাদের সহিত পারিয়া উঠিবে না। আমি অনিশ্চিত প্রত্যাশে আমার এই ক্ষুদ্র কেল্লাটুকু খোয়াইতে পারিব না—আমি কোম্পানি বাহাদুরের সহিত লড়িব না।

যখন হিন্দুস্থানের সমস্ত হিন্দু মুসলমানের রক্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে, তখন আমার পিতার এই বণিকের মত সাবধানতায় আমাদের সকলের মনেই ধিক্কার উপস্থিত হইল। আমার বেগম মাতৃগণ পর্য্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

এমন সময় ফৌজ লইয়া সশস্ত্র কেশরলাল আসিয়া আমার পিতাকে বলিলেন, নবাব

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

সাহেব, আপনি যদি আমাদের পক্ষে যোগ না দেন তবে যতদিন লড়াই চলে আপনাকে বন্দী রাখিয়া আপনার কেল্লার আধিপত্যভার আমি গ্রহণ করিব।

পিতা বলিলেন, সে সমস্ত হাঙ্গামা কিছুই করিতে হইবে না, তোমাদের পক্ষে আমি রহিব।

কেশরলাল কহিলেন, ধনকোষ হইতে কিছু অর্থ বাহির করিতে হইবে।

পিতা বিশেষ কিছু দিলেন না—কহিলেন, যখন যেমন আবশ্যক হইবে আমি দিব।

আমার সীমন্ত হইতে পদাঙ্গুলি পর্য্যন্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যত কিছু ভূষণ ছিল সমস্ত কাপড়ে বাঁধিয়া আমার হিন্দু দাসী দিয়া গোপনে কেশরলালের নিকট পাঠাইয়া দিলাম। তিনি গ্রহণ করিলেন। আনন্দে আমার ভূষণবিহীন প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পুলকে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

কেশরলাল মরিচাপড়া বন্দুকের চোঙ এবং পুরাতন তলোয়ারগুলি মাজিয়া ঘষিয়া সাফ করিতে প্রস্তুত হইলেন—এমন সময় হঠাৎ একদিন অপরাহ্ণে জিলার কমিশনার সাহেব লালকুর্ত্তি গোরা লইয়া আকাশে ধূলা উড়াইয়া আমাদের কেল্লার মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল।

আমার পিতা গোলাম কাদের খাঁ গোপনে তাঁহাকে বিদ্রোহ সংবাদ দিয়াছিলেন।

বদ্রাওনের ফৌজের উপর কেশরলালের এমন একটি অলৌকিক আধিপত্য ছিল যে, তাঁহার কথায় তাহারা ভাঙ্গা বন্দুক ও ভোঁতা তরবারী হস্তে লড়াই করিয়া মরিতে প্রস্তুত হইল।

বিশ্বাসঘাতক পিতার গৃহ আমার নিকট নরকের মত বোধ হইল। ক্ষোভে দুঃখে লজ্জায় ঘৃণায় বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, তবু চোখ দিয়া এক ফোঁটা জল বাহির হইল না। আমার ভীরু ভ্রাতার পরিচ্ছদ পরিয়া ছদ্মবেশে অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া গেলাম, কাহারও দেখিবার অবকাশ ছিল না।

তখন ধূলা এবং বারুদের ধোঁয়া, সৈনিকের চীৎকার এবং বন্দুকের শব্দ থামিয়া গিয়া মৃত্যুর ভীষণ শান্তি জলস্থল আকাশ আচ্ছন্ন করিয়াছে। যমুনার জল রক্তরাগে রঞ্জিত করিয়া সূর্য্য অস্ত গিয়াছে, সন্ধ্যাকাশে শুক্লপক্ষের পরিপূর্ণ প্রায় চন্দ্রমা।

রণক্ষেত্র মৃত্যুর বিকট দৃশ্যে আকীর্ণ। অন্য সময় হইলে করুণায় আমার বক্ষ ব্যথিত হইয়া উঠিত—কিন্তু সে দিন স্বপ্নাবিষ্টের মত আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম—খুঁজিতেছিলাম কোথায় আছে কেশরলাল,—সেই একমাত্র লক্ষ্য ছাড়া আর সমস্ত আমার নিকট অলীক বোধ হইতেছিল।

খুঁজিতে খুঁজিতে রাত্রি দ্বিপ্রহরে উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে দেখিতে পাইলাম, রণক্ষেত্রের অদূরে যমুনাতীরের আম্রকাননচ্ছায়ায় কেশরলাল এবং তাঁহার ভক্তভৃত্য দেওকিনন্দনের মৃতদেহ পড়িয়া আছে। বুঝিতে পারিলাম সাংঘাতিক আহত অবস্থায়, হয় প্রভু ভৃত্যকে অথবা ভৃত্য প্রভুকে রণক্ষেত্র হইতে এই নিরাপদ স্থানে বহন করিয়া আনিয়া শান্তিতে মৃত্যুহস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

প্রথমেই আমি আমার বহুদিনের বুভুক্ষিত ভক্তিবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন করিলাম। কেশরলালের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়া আমার আজানুবিলম্বিত কেশজাল উন্মুক্ত করিয়া দিয়া বারংবার তাঁহার পদধূলি মুছিয়া লইলাম—আমার উত্তপ্ত ললাটে তাঁহার হিমশীতল পাদপদ্ম তুলিয়া লইলাম, তাঁহার চরণ চুম্বন করিবা-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

মাত্র বহুদিবসের নিরুদ্ধ অশ্রুরাশি উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।

এমন সময়ে কেশরলালের দেহ বিচলিত হইল—এবং সহসা তাঁহার মুখ হইতে বেদনার অস্ফুট আর্ত্তস্বর শুনিয়া আমি তাঁহার চরণ-তল ছাড়িয়া চমকিয়া উঠিলাম—শুনিলাম, নিমীলিত নেত্রে শুষ্ক কণ্ঠে একবার বলিলেন "জল।"

আমি তৎক্ষণাৎ আমার গাত্রবস্ত্র যমুনার জলে ভিজাইয়া ছুটিয়া চলিয়া আসিলাম। বসন নিংড়াইয়া কেশরলালের আমীলিত ওষ্ঠাধরের মধ্যে জল দিতে লাগিলাম, এবং বাম চক্ষু নষ্ট করিয়া তাঁহার কপালে যে নিদারুণ আঘাত লাগিয়াছিল সেই আহত স্থানে আমার সিক্ত বসনপ্রান্ত ছিঁড়িয়া বাঁধিয়া দিলাম।

এমনি বারকতক যমুনা হইতে জল আনিয়া তাঁহার মুখে চক্ষে সিঞ্চন করার পর অল্পে অল্পে চেতনার সঞ্চার হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আর জল দিব? কেশরলাল কহি-লেন, কে তুমি? আমি আর থাকিতে পারিলাম না—বলিলাম, অধীনা আপনার ভক্ত-সেবিকা। আমি নবাব গোলাম কাদের খাঁর কন্যা।—মনে করিয়াছিলাম, কেশরলাল আসন্ন মৃত্যু কালে তাঁহার ভক্তের শেষ পরিচয় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন, এ সুখ হইতে আমাকে কেহ বঞ্চিত করিতে পারিবে না।

আমার পরিচয় পাইবামাত্র কেশরলাল সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া বলিলেন—"বেইমানের কন্যা, বিধর্ম্মী! মৃত্যুকালে যবনের জল দিয়া তুই আমার ধর্ম্ম নষ্ট করিলি!"

এই বলিয়া প্রবল বলে আমার কপোল-দেশে দক্ষিণ করতলের আঘাত করিলেন—আমি মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলাম।

তখন আমি ষোড়শী—প্রথম দিন অন্তঃপুর হইতে বাহিরে আসিয়াছি—তখনো বহিরা-কাশের লুব্ধ তপ্ত সূর্য্যকর আমার সুকুমার কপোলের রক্তিম লাবণ্যবিভা অপহরণ করিয়া লয় নাই—সেই বহিঃসংসারে পদক্ষেপ করিবা-মাত্র সংসারের নিকট হইতে আমার সংসারের দেবতার নিকট হইতে এই প্রথম সম্ভাষণ প্রাপ্ত হইলাম।

আমি নির্ব্বাপিত-সিগারেট এতক্ষণ মোহ-মুগ্ধ চিত্রার্পিতের ন্যায় বসিয়াছিলাম। গল্প শুনিতেছিলাম, কি, ভাষা শুনিতেছিলাম, কি, সঙ্গীত শুনিতেছিলাম জানি না—আমার মুখে একটি কথা ছিল না। এতক্ষণ পরে আমি আর থাকিতে পারিলাম না—হঠাৎ বলিয়া উঠিলাম—জানোয়ার।

নবাবজাদী কহিলেন—কে জানোয়ার! জানোয়ার কি মৃত্যুযন্ত্রণার সময় মুখের নিকট সমাহৃত জলবিন্দু পরিত্যাগ করে!

আমি অপ্রতিভ হইয়া কহিলাম—তা বটে। সে দেবতা। নবাবজাদী কহিলেন—কিসের দেবতা! দেবতা কি ভক্তের একাগ্র চিত্তের সেবা প্রত্যাখ্যান করিতে পারে!

আমি বলিলাম—তাও বটে! বলিয়া চুপ করিয়া গেলাম। নবাবপুত্রী কহিতে লাগিলেন—প্রথমটা আমার বড় বিষম বাজিল। মনে হইল সমস্ত বিশ্বজগৎ হঠাৎ আমার মাথার উপর চুরমার হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গেল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সংজ্ঞা লাভ করিয়া সেই কঠোর কঠিন নিষ্ঠুর নির্ব্বিকার পবিত্র বীর ব্রাহ্মণের পদতলে দূর হইতে প্রণাম করিলাম—মনে মনে কহিলাম—হে ব্রাহ্মণ, তুমি হীনের সেবা, পরের অন্ন, ধনীর দান,

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

যুবতীর যৌবন, রমণীর প্রেম কিছুই গ্রহণ কর না; তুমি স্বতন্ত্র, তুমি একাকী, তুমি নির্লিপ্ত, তুমি সুদূর তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করিবার অধিকারও আমার নাই!

নবাব-দুহিতাকে ভূলুণ্ঠিত মস্তকে প্রণাম করিতে দেখিয়া কেশরলাল কি মনে করিল বলিতে পারি না—কিন্তু তাহার মুখে বিস্ময় অথবা কোন ভাবান্তর প্রকাশ পাইল না। শান্তভাবে একবার আমার মুখের দিকে চাহিল,—তাহার পরে ধীরে ধীরে উঠিল। আমি সচকিত হইয়া আশ্রয় দিবার জন্ত আমার হস্তপ্রসারণ করিলাম—সে তাহা নীরবে প্রত্যাখ্যান করিল—এবং বহুকষ্টে যমুনার ঘাটে গিয়া অবতীর্ণ হইল। সেখানে একটি খেয়া নৌকা বাঁধা ছিল পার হইবার লোকও ছিল না, পার করিবার লোকও ছিল না। সেই নৌকার উপর উঠিয়া কেশরলাল বাঁধন খুলিয়া দিল—নৌকা দেখিতে দেখিতে মধ্য স্রোতে গিয়া ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া গেল—আমার ইচ্ছা হইতে লাগিল, সমস্ত হৃদয়ভার, সমস্ত যৌবনভার, সমস্ত অনাদৃত ভক্তিভার লইয়া সেই অদৃশ্য নৌকার অভিমুখে যোড়কর করিয়া সেই নিস্তব্ধ নিশীথে সেই চন্দ্রালোক-পুলকিত নিস্তরঙ্গ যমুনার মধ্যে অকালবৃন্তচ্যুত পুষ্পমঞ্জরীর ন্যায় এই ব্যর্থ জীবন বিসর্জ্জন করি।

কিন্তু পারিলাম না। আকাশের চন্দ্র, যমুনাপারের ঘনকৃষ্ণ বনরেখা, কালিন্দীর নিবিড় নীল নিষ্কম্প জলরাশি, দূরে আম্রবনের ঊর্দ্ধে আমাদের জ্যোৎস্নাচিকণ কেল্লার চূড়াগ্রভাগ সকলেই নিঃশব্দগম্ভীর ঐকতানে মৃত্যুর গান গাহিল;—সেই নিশীথে গ্রহচন্দ্রতারাখচিত নিস্তব্ধ তিন ভুবন আমাকে একবাক্যে মরিতে কহিল। কেবল বীচিভঙ্গবিহীন প্রশান্ত যমুনাবক্ষোবাহিত একখানি অদৃশ্য জীর্ণ নৌকা সেই জ্যোৎস্নারজনীর সৌম্য সুন্দর শান্ত শীতল অনন্ত ভুবনমোহন মৃত্যুর প্রসারিত আলিঙ্গনপাশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আমাকে জীবনের পথে টানিয়া লইয়া চলিল। আমি মোহস্বপ্নাভিহতার ন্যায় যমুনার তীরে তীরে কোথাও বা কাশবন কোথাও বা মরুবালুকা কোথাও বা বন্ধুর বিদীর্ণ তট, কোথাও বা ঘনগুল্মদুর্গম বনখণ্ডের ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলাম।

এইখানে বক্তা চুপ করিল। আমিও কোন কথা কহিলাম না।

অনেকক্ষণ পরে নবাবদুহিতা কহিল—ইহার পরে ঘটনাবলী বড় জটিল। সে কেমন করিয়া বিশ্লেষ করিয়া পরিষ্কার করিয়া বলিব জানি না। একটা গহন অরণ্যের মাঝখান দিয়া যাত্রা করিয়াছিলাম, ঠিক কোন্ পথ দিয়া কখন্ চলিয়াছিলাম সে কি আর খুঁজিয়া বাহির করিতে পারি!—কোথায় আরম্ভ করিব, কোথায় শেষ করিব, কোন্‌টা ত্যাগ করিব, কোন্‌টা রাখিব, সমস্ত কাহিনীকে কি উপায়ে এমন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিব যাহাতে কিছুই অসাধ্য অসম্ভব অপ্রকৃত বোধ না হয়!

কিন্তু জীবনের এই কয়টা দিনে ইহা বুঝিয়াছি যে, অসাধ্য অসম্ভব কিছুই নাই। নবাব-অন্তঃপুরের বালিকার পক্ষে বাহিরের সংসার একান্ত দুর্গম বলিয়া মনে হইতে পারে—কিন্তু তাহা কাল্পনিক;—একবার বাহির হইয়া পড়িলে একটা চলিবার পথ থাকেই। সে পথ নবাবী পথ নহে, কিন্তু পথ—সে পথে মানুষ চিরকাল চলিয়া আসিয়াছে—তাহা বন্ধুর বিচিত্র সীমাহীন, তাহা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত, তাহা সুখে দুঃখে বাধা বিঘ্নে জটিল, কিন্তু তাহা পথ।

এই সাধারণ মানবের পথে একাকিনী নবাব-দুহিতার সুদীর্ঘ ভ্রমণবৃত্তান্ত সুখশ্রাব্য হইবে না—হইলেও সে সব কথা বলিবার উৎসাহ

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

আমার নাই। এক কথায়, দুঃখ কষ্ট বিপদ অবমাননা অনেক ভোগ করিতে হইয়াছে, তবু জীবন অসহ্য হয় নাই। আতসবাজির মত যত দাহন ততই উদ্দাম গতি লাভ করিয়াছি। যতক্ষণ বেগে চলিয়াছিলাম ততক্ষণ পুড়িতেছি বলিয়া বোধ ছিল না—আজ হঠাৎ সেই পরম দুঃখের সেই চরম সুখের আলোক-শিখাটি নিবিয়া গিয়া এই পথপ্রান্তের ধূলির উপর জড় পদার্থের ন্যায় পড়িয়া গিয়াছি—আজ আমার যাত্রা শেষ হইয়া গেছে, এইখানেই আমার কাহিনী সমাপ্ত।

এই বলিয়া নবাবপুত্রী থামিল। আমি মনে মনে ঘাড় নাড়িলাম; এখানে ত কোন মতেই শেষ হয় না। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া ভাঙ্গা হিন্দীতে বলিলাম—বেয়াদবি মাপ করিবেন, শেষ দিককার কথাটা আর অল্প একটু খোলসা করিয়া বলিলে অধীনের মনের ব্যাকুলতা অনেকটা হ্রাস হয়।

নবাবপুত্রী হাসিলেন। বুঝিলাম আমার ভাঙ্গা হিন্দীতে ফল হইয়াছে। যদি আমি খাষ হিন্দীতে বাৎ চালাইতে পারিতাম তাহা হইলে আমার কাছে তাঁহার লজ্জা ভাঙ্গিত না কিন্তু আমি যে তাঁহার মাতৃভাষা অতি অল্পই জানি সেইটেই আমাদের উভয়ের মধ্যে বৃহৎ ব্যবধান —সেইটেই একটা আব্রু।

তিনি পুনরায় আরম্ভ করিলেন—কেশরলালের সংবাদ আমি প্রায়ই পাইতাম কিন্তু কোন মতেই তাঁহার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারি নাই। তিনি তাঁতিয়াটোপির দলে মিশিয়া সেই বিপ্লবাচ্ছন্ন আকাশতলে অকস্মাৎ কখনো পূর্ব্বে, কখনো পশ্চিমে, কখনো ঈশানে, কখনো নৈঋতে বজ্রপাতের মত মুহূর্ত্তের মধ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে অদৃশ্য হইতেছিলেন।

আমি তখন যোগিনী সাজিয়া কাশীর শিবানন্দ স্বামীকে পিতৃসম্বোধন করিয়া তাঁহার নিকট সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলাম। ভারতবর্ষের সমস্ত সংবাদ তাঁহার পদতলে আসিয়া সমাগত হইত—আমি ভক্তিভরে শাস্ত্রশিক্ষা করিতাম এবং মর্ম্মান্তিক উদ্বেগের সহিত যুদ্ধের সংবাদ সংগ্রহ করিতাম।

ক্রমে ব্রিটিশরাজ হিন্দুস্থানের বিদ্রোহবহ্নি পদতলে দলন করিয়া নিবাইয়া দিল। তখন সহসা কেশরলালের সংবাদ আর পাওয়া গেল না। ভীষণ প্রলয়ালোকের রক্তরশ্মিতে ভারতবর্ষের দূর দূরান্তর হইতে যে সকল বীরমূর্ত্তি ক্ষণে ক্ষণে দেখা যাইতেছিল, হঠাৎ তাহারা অন্ধকারে পড়িয়া গেল।

তখন আমি আর থাকিতে পারিলাম না গুরুর আশ্রয় ছাড়িয়া ভৈরবীবেশে আবার বাহির হইয়া পড়িলাম। পথে পথে তীর্থে তীর্থে মঠে মন্দিরে ভ্রমণ করিয়াছি কোথাও কেশরলালের কোন সন্ধান পাই নাই। দুই একজন, যাহারা তাহার নাম জানিত, কহিল, সে, হয় যুদ্ধে নয় রাজদণ্ডে মৃত্যু লাভ করিয়াছে। আমার অন্তরাত্মা কহিল কখনো নহে, কেশরলালের মৃত্যু নাই, সেই ব্রাহ্মণ সেই দুঃসহ জ্বলদগ্নি কখনো নির্ব্বাণ পায় নাই, আমার আত্মাহুতি গ্রহণ করিবার জন্য সে এখনো কোন্ দুর্গম নির্জ্জন যজ্ঞবেদীতে ঊর্দ্ধশিখা হইয়া জ্বলিতেছে।

হিন্দুশাস্ত্রে আছে জ্ঞানের দ্বারা তপস্যার দ্বারা শূদ্র ব্রাহ্মণ হইয়াছে—মুসলমান ব্রাহ্মণ হইতে পারে কি না সে কথার কোন উল্লেখ নাই—তাহার একমাত্র কারণ, তখন মুসলমান ছিল না। আমি জানিতাম কেশরলালের সহিত আমার মিলনের বহু বিলম্ব আছে,—কারণ, তৎপূর্ব্বে আমাকে ব্রাহ্মণ হইতে হইবে।

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

একে একে ত্রিশ বৎসর উত্তীর্ণ হইল। আমি অন্তরে বাহিরে আচারে ব্যবহারে কায়মনোবাক্যে ব্রাহ্মণ হইলাম, আমার সেই ব্রাহ্মণ পিতামহীর রক্ত নিষ্কলুষতেজে আমার সর্ব্বাঙ্গে প্রবাহিত হইল, আমি মনে মনে আমার সেই যৌবনারম্ভের প্রথম ব্রাহ্মণ, আমার যৌবনশেষের শেষ ব্রাহ্মণ, আমার ত্রিভুবনের এক ব্রাহ্মণের পদতলে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্কোচে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া একটি অপরূপ দীপ্তিলাভ করিলাম।

যুদ্ধবিপ্লবের মধ্যে কেশরলালের বীরত্বের কথা আমি অনেক শুনিয়াছি—কিন্তু সে কথা আমার হৃদয়ে মুদ্রিত হয় নাই। আমি সেই যে দেখিয়াছিলাম নিঃশব্দে জ্যোৎস্নানিশীথে নিস্তব্ধ যমুনার মধ্যস্রোতে একখানি ক্ষুদ্র নৌকায় মধ্যে একাকী কেশরলাল ভাসিয়া চলিয়াছে, সেই চিত্রই আমার মনে অঙ্কিত হইয়া আছে। আমি কেবল অহরহ দেখিতেছিলাম—ব্রাহ্মণ নির্জ্জন স্রোত বাহিয়া নিশিদিন কোন্ অনির্দ্দেশ মহা রহস্যাভিমুখে ধাবিত হইতেছে—তাহার কোন সঙ্গী নাই, সেবক নাই, কাহাকেও তাহার কোন আবশ্যক নাই, সেই নির্ম্মল আত্মনিমগ্ন পুরুষ আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ;—আকাশের গ্রহচন্দ্রতারা তাহাকে নিঃশব্দে নিরীক্ষণ করিতেছে।

এমন সময় সংবাদ পাইলাম কেশরলাল রাজদণ্ড হইতে পলায়ন করিয়া নেপালে আশ্রয় লইয়াছে। আমি নেপালে গেলাম। সেখানে দীর্ঘকাল বাস করিয়া সংবাদ পাইলাম—কেশরলাল বহুকাল হইল নেপাল ত্যাগ করিয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে কেহ জানে না।

তাহার পর হইতে পাহাড়ে পাহাড়ে ভ্রমণ করিতেছি। এ হিন্দুর দেশ নহে—ভুটিয়া লেপ্চারণ ম্লেচ্ছ—ইহাদের আচার ব্যবহারে আচার বিচার নাই—ইহাদের দেবতা ইহাদের পূজার্চ্চনাবিধি সকলি স্বতন্ত্র;—বহুদিনের সাধনায় আমি যে বিশুদ্ধ শুচিতা লাভ করিয়াছি ভয় হইতে লাগিল পাছে তাহাতে রেখামাত্র চিহ্ন পড়ে। আমি বহু চেষ্টায় আপনাকে সর্ব্বপ্রকার মলিন সংস্পর্শ হইতে রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলাম। আমি জানিতাম আমার তরী তীরে আসিয়া পৌঁছিয়াছে, আমার জীবনের চরমতীর্থ অনতিদূরে।

তাহার পরে আর কি বলিব! শেষ কথা অতি স্বল্প। প্রদীপ যখন নেবে তখন একটি ফুৎকারেই নিবিয়া যায়—সে কথা আর সুদীর্ঘ করিয়া কি ব্যাখ্যা করিব।

আটত্রিশ বৎসর পরে এই দার্জ্জিলিঙ্গে আসিয়া আজ প্রাতঃকালে কেশরলালের দেখা পাইয়াছি।

বক্তাকে এইখানে ক্ষান্ত হইতে দেখিয়া আমি ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম—কি দেখিলেন?

নবাবপুত্রী কহিলেন, দেখিলাম বৃদ্ধ কেশরলাল ভুটিয়া পল্লীতে ভুটিয়া স্ত্রী এবং তাহার গর্ভজাত পৌত্র পৌত্রী লইয়া ম্লান বস্ত্রে মলিন অঙ্গনে ভুট্টা হইতে শস্য সংগ্রহ করিতেছে।

গল্প শেষ হইল। আমি ভাবিলাম একটা সান্ত্বনার কথা বলা আবশ্যক। কহিলাম—আটত্রিশ বৎসর একাদিক্রমে যাহাকে প্রাণভয়ে বিজাতীয়ের সংস্রবে অহরহ থাকিতে হইয়াছে সে কেমন করিয়া আপন আচার রক্ষা করিবে।

নবাব-কন্যা কহিলেন—আমি কি তাহা বুঝি না? কিন্তু এতদিন আমি কি মোহ লইয়া ফিরিতেছিলাম? যে ব্রহ্মণ্য আমার কিশোর হৃদয় হরণ করিয়া লইয়াছিল আমি কি জানিতাম তাহা অভ্যাস তাহা সংস্কার মাত্র? আমি জানিতাম তাহা ধর্ম্ম, তাহা অনাদি

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

অনন্ত। তাহাই যদি না হইবে তবে ষোল বৎসর বয়সে প্রথম পিতৃগৃহ হইতে বাহির হইয়া সেই জ্যোৎস্না-নিশীথে আমার বিকশিত পুষ্পিত ভক্তিবেগকম্পিত দেহমনপ্রাণের প্রতিদানে ব্রাহ্মণের দক্ষিণ হস্ত হইতে যে দুঃসহ অপমান প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কেন তাহা গুরুহস্তের দীক্ষার ন্যায় নিঃশব্দে অবনত মস্তকে দ্বিগুণিত ভক্তিভরে শিরোধার্য্য করিয়া লইয়াছিলাম? হায় ব্রাহ্মণ, তুমিত তোমার এক অভ্যাসের পরিবর্ত্তে আর এক অভ্যাস লাভ করিয়াছ আমি আমার এক যৌবন এক জীবনের পরিবর্ত্তে আর এক জীবন যৌবন কোথায় ফিরিয়া পাইব?

এই বলিয়া রমণী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, নমস্কার বাবুজি!—

মুহূর্ত্তপরেই যেন সংশোধন করিয়া কহিল—সেলাম বাবু সাহেব! এই মুসলমান অভিবাদনের দ্বারা সে যেন জীর্ণভিত্তি ধূলিশায়ী ভগ্ন ব্রহ্মণ্যের নিকট শেষ বিদায় গ্রহণ করিল। আমি কোন কথা বলিতে না বলিতেই সে সেই হিমাদ্রিশিখরের ধূসর কুজ্ঝটিকা রাশির মধ্যে মেঘের মত মিলাইয়া গেল।

আমি ক্ষণকাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সমস্ত ঘটনাবলী মানসপটে চিত্রিত দেখিতে লাগিলাম। মছলন্দের আসনে যমুনাতীরের গবাক্ষে সুখাসীনা ষোড়শী নবাব-বালিকাকে দেখিলাম, তীর্থমন্দিরে সন্ধ্যারতিকালে তপস্বিনীর ভক্তিগদগদ একাগ্র মূর্ত্তি দেখিলাম—তাহার পরে এই দার্জ্জিলিঙ্গে ক্যাল্‌কাটা রোডের প্রান্তে প্রবীণার কুহেলিকাচ্ছন্ন ভগ্নহৃদয়ভারকাতর নৈরাশ্য মূর্ত্তিও দেখিলাম—একটি সুকুমার রমণী-দেহে ব্রাহ্মণ-মুসলমানের রক্ততরঙ্গের বিপরীত সংঘর্ষ-জনিত বিচিত্র ব্যাকুল সঙ্গীতধ্বনি সুন্দর সুসম্পূর্ণ উর্দ্দু ভাষায় বিগলিত হইয়া আমার মস্তিষ্কের মধ্যে স্পন্দিত হইতে লাগিল।

চক্ষু খুলিয়া দেখিলাম, হঠাৎ মেঘ কাটিয়া গিয়া স্নিগ্ধ রৌদ্রে নির্ম্মল আকাশ ঝল ঝল করিতেছে—ঠেলা গাড়িতে ইংরাজরমণী ও অশ্বপৃষ্ঠে ইংরাজ পুরুষগণ বায়ুসেবনে বাহির হইয়াছে—মধ্যে মধ্যে দুই একটি বাঙ্গালীর গলাবন্ধবিজড়িত মুখমণ্ডল হইতে আমার প্রতি সকৌতুক কটাক্ষ বর্ষিত হইতেছে।

দ্রুত উঠিয়া পড়িলাম—এই সূর্য্যালোকিত অনাবৃত জগৎদৃশ্যের মধ্যে সেই মেঘাচ্ছন্ন কাহিনীকে আর সত্য বলিয়া মনে হইল না। আমার বিশ্বাস আমি পর্ব্বতের কুয়াশার সহিত আমার সিগারেটের ধূম্র ভুরি পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া একটি কল্পনাখণ্ড রচনা করিয়াছিলাম, সেই মুসলমানব্রাহ্মণী সেই বিপ্রবীর, সেই যমুনাতীরের কেল্লা কিছুই সত্য নহে।

প্রতিবেশিনী।

আমার প্রতিবেশিনী বালবিধবা। যেন শরতের শিশিরাশ্রুপ্লুত শেফালিকার মত বৃন্তচ্যুত,—কোন বাসরগৃহের ফুলশয্যার জন্য সে নহে, সে কেবল দেবপূজার জন্যই উৎসর্গ করা।

তাহাকে আমি মনে মনে পূজা করিতাম। তাহার প্রতি আমার মনের ভাবটা যে কি ছিল পূজা ছাড়া তাহা অন্য কোন সহজ ভাষায় প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি না—পরের কাছে ত নয়ই, নিজের কাছেও না।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

আমার অন্তরঙ্গ প্রিয়বন্ধু নবীনমাধব, সেও কিছু জানিত না। এইরূপে এই যে আমার গভীরতম আবেগটিকে গোপন করিয়া নির্ম্মল করিয়া রাখিয়াছিলাম ইহাতে আমি কিছু গর্ব্ব অনুভব করিতাম।

কিন্তু মনের বেগ পার্ব্বতী নদীর মত, নিজের জন্মাশখরে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহে না। কোন একটা উপায়ে বাহির হইবার চেষ্টা করে। অকৃতকার্য্য হইলে বক্ষের মধ্যে বেদনার সৃষ্টি করিতে থাকে। তাই ভাবিতেছিলাম, কবিতায় ভাব প্রকাশ করিব কিন্তু কুণ্ঠিতা লেখনী কিছুতেই অগ্রসর হইতে চাহিল না।

পরমাশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঠিক এই সময়েই আমার বন্ধু নবীনমাধবের অকস্মাৎ বিপুলবেগে কবিতা লিখিবার ঝোঁক আসিল; যেন হঠাৎ ভূমিকম্পের মত।

সে বেচারার এরূপ দৈববিপত্তি পূর্ব্বে কখন হয় নাই; সুতরাং সে এই অভিনয় আন্দোলনের জন্য লেশমাত্র প্রস্তুত ছিল না। তাহার হাতের কাছে ছন্দ মিল কিছুরই যোগাড় ছিল না, তবু সে দমিল না দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম। কবিতা যেন বৃদ্ধ বয়সের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর মত তাহাকে পাইয়া বসিল। নবীনমাধব ছন্দ মিল সম্বন্ধে সহায়তা ও সংশোধনের জন্য আমার শরণাপন্ন হইল।

কবিতার বিষয়গুলি নূতন নহে; অথচ পুরাতনও নহে। অর্থাৎ তাহাকে চিরনূতনও বলা যায়, চিরপুরাতন বলিলেও চলে। প্রেমের কবিতা, প্রিয়তমার প্রতি। আমি তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কেহে, ইনি কে?

নবীন হাসিয়া কহিল—এখনো সন্ধান পাই নাই।

নবীন রচয়িতার সহায়তাকার্য্যে আমি অত্যন্ত আরাম পাইলাম। নবীনের কাল্পনিক প্রিয়তমার প্রতি আমার রুদ্ধ আবেগ প্রয়োগ করিলাম। শাবকহীন মুর্গী যেমন হাঁসের ডিম পাইলেও বুক পাতিয়া তা' দিতে বসে, হতভাগ্য আমি তেমনি নবীনমাধবের ভাবের উপরে হৃদয়ের সমস্ত উত্তাপ দিয়া চাপিয়া বসিলাম। আনাড়ির লেখা এমনি প্রবল বেগে সংশোধন করিতে লাগিলাম যে প্রায় পনেরো আনা আমারি লেখা দাঁড়াইল।

নবীন বিস্মিত হইয়া বলে—ঠিক এই কথাই আমি বলিতে চাই কিন্তু বলিতে পারি না! অথচ তোমার এ সব ভাব যোগায় কোথা হইতে?

আমি কবির মত উত্তর করি—কল্পনা হইতে! কারণ, সত্য নীরস, কল্পনাই মুখরা। সত্যঘটনা ভাবস্রোতকে পাথরের মত চাপিয়া থাকে, কল্পনাই তাহার পথ মুক্ত করিয়া দেয়।

নবীন গম্ভীর মুখে একটুখানি ভাবিয়া কহিল, তাই ত দেখিতেছি! ঠিক বটে!—আবার খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলিল—ঠিক্ ঠিক্!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার ভালবাসার মধ্যে একটি কাতর সঙ্কোচ ছিল, তাই নিজের জবানীতে কোনমতে লিখিতে পারিলাম না। নবীনকে পর্দ্দার মধ্যে মাঝখানে রাখিয়া তবেই আমার লেখনী-মুখ খুলিতে পারিল। লেখাগুলো যেন রসে ভরিয়া উত্তাপে ফাটিয়া উঠিতে লাগিল।

নবীন বলিল, এত তোমারই লেখা! তোমারি নামে বাহির করি।

আমি কহিলাম, বিলক্ষণ! এ তোমার

লেখা—আমি সামান্য একটু বদল করিয়াছি মাত্র।

ক্রমে নবীনেরও সেইরূপ ধারণা জন্মিল।

জ্যোতির্বিদ্ যেমন নক্ষত্রোদয়ের অপেক্ষায় আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে, আমিও যে তেমনি মাঝে মাঝে আমাদের পাশের বাড়ির বাতায়নের দিকে চাহিয়া দেখিতাম সে কথা অস্বীকার করিতে পারি না। মাঝে মাঝে ভক্তের সেই ব্যাকুল দৃষ্টিক্ষেপ সার্থকও হইত। সেই কর্ম্মযোগনিরতা ব্রহ্মচারিণীর সৌম্য মুখশ্রী হইতে শান্তস্নিগ্ধ জ্যোতি প্রতিবিম্বিত হইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার সমস্ত চিত্তক্ষোভ দমন করিয়া দিত।

কিন্তু সেদিন সহসা এ কি দেখিলাম! আমার চন্দ্রলোকেও কি এখনো অগ্ন্যুৎপাত আছে? সেখানকার জনশূন্য সমাধিমগ্ন গিরি-গুহার সমস্ত বহ্নিদাহ এখনো সম্পূর্ণ নির্ব্বাণ হইয়া যায় নাই কি?

সে দিন বৈশাখ মাসের অপরাহ্ণে ঈশান কোণে মেঘ ঘন হইয়া আসিতেছিল। সেই আসন্ন ঝঞ্ঝার মেঘবিচ্ছুরিত রুদ্রদীপ্তিতে আমার প্রতিবেশিনী জানালায় একাকিনী দাঁড়াইয়াছিল। সে দিন তাহার শূন্যনিবিষ্ট ঘনকৃষ্ণ দৃষ্টির মধ্যে কি সুদূরপ্রসারিত নিবিড় বেদনা দেখিতে পাইলাম।

আছে, আমার ঐ চন্দ্রলোকে এখনো উত্তাপ আছে! এখনো সেখানে উষ্ণ নিশ্বাস সমীরিত! দেবতার জন্য মানুষ নহে, মানুষের জন্যই সে! তাহার সেই দুটি চক্ষুর বিশাল ব্যাকুলতা সেদিনকার সেই ঝড়ের আলোকে ব্যগ্র পাখীর মত উড়িয়া চলিয়াছিল। স্বর্গের দিকে নহে—মানব হৃদয়নীড়ের দিকে।

সেই উৎসুক আকাঙ্ক্ষা-উদ্দীপ্ত দৃষ্টিপাতটি দেখার পর হইতে অশান্ত চিত্তকে সুস্থির করিয়া রাখা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হইল। তখন কেবল পরের কাঁচা কবিতা সংশোধন করিয়া তৃপ্তি হয় না—একটা যে কোনপ্রকার কাজ করিবার জন্য চঞ্চলতা জন্মিল।

তখন সংকল্প করিলাম, বাঙ্গালা দেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার জন্য আমার সমস্ত চেষ্টা প্রয়োগ করিব। কেবল বক্তৃতা ও লেখা নহে, অর্থ সাহায্য করিতেও অগ্রসর হইলাম।

নবীন আমার সঙ্গে তর্ক করিতে লাগিল। সে বলিল—চিরবৈধব্যের মধ্যে একটি পবিত্র শান্তি আছে, একাদশীর ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকিত সমাধিভূমির মত একটি বিরাট রমণীয়তা আছে; বিবাহের সম্ভাবনামাত্রেই কি সেটা ভাঙ্গিয়া যায় না?

এসব কবিত্বের কথা শুনিলেই আমার রাগ হইত। দুর্ভিক্ষে যে লোক জীর্ণ হইয়া মরিতেছে তাহার কাছে আহারপুষ্ট লোক যদি খাদ্যের স্থূলত্বের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিয়া ফুলের গন্ধ এবং পাখীর গান দিয়া মুমূর্ষুর পেট ভরাইতে চাহে তাহা হইলে সে কেমন হয়?

আমি রাগিয়া কহিলাম—দেখ নবীন, আর্টিষ্ট লোকে বলে, দৃশ্য হিসাবে পোড়ো বাড়ির বড় একটি সৌন্দর্য্য আছে। কিন্তু বাড়িটাকে কেবল ছবির হিসাবে দেখিলে চলে না, তাহাতে বাস করিতে হয়—অতএব আর্টিষ্ট যাহাই বলুন মেরামত আবশ্যক। বৈধব্য লইয়া তুমি ত দূর হইতে দিব্য কবিত্ব, করিতে চাও —কিন্তু তাহার মধ্যে একটি আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ মানবহৃদয় আপনার বিচিত্র বেদনা লইয়া বাস করিতেছে সেটা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

মনে করিয়াছিলাম নবীনমাধবকে কোনমতেই দলে টানিতে পারিব না—সেদিন সেই-জন্যই কিছু অতিরিক্ত উষ্মার সহিত কথা

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

কহিয়াছিলাম। কিন্তু হঠাৎ দেখিলাম, আমার বক্তৃতা অবসানে নবীনমাধব একটিমাত্র গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আমার সমস্ত কথা মানিয়া লইল; বাকি আরও অনেক ভাল ভাল কথা বলিবার অবকাশই ছিল না।

সপ্তাহখানেক পরে নবীন আসিয়া কহিল, তুমি যদি সাহায্য কর আমি একটি বিধবাবিবাহ করিতে প্রস্তুত আছি।

এমনি খুসি হইলাম—নবীনকে বুকে টানিয়া কোলাকুলি করিলাম, কহিলাম যত টাকা লাগে আমি দিব। তখন নবীন তাহার ইতিহাস বলিল।

বুঝিলাম তাহার প্রিয়তমা কাল্পনিক নহে। কিছুকাল ধরিয়া একটি বিধবা নারীকে সে দূর হইতে ভাল বাসিত, কাহারও কাছে তাহা প্রকাশ করে নাই। যে মাসিকপত্রে নবীনের ওরফে আমার কবিতা বাহির হইত সেই পত্রগুলি যথাস্থানে গিয়া পৌঁছিত। কবিতাগুলি ব্যর্থ হয় নাই। বিনা সাক্ষাৎকারে চিত্ত আকর্ষণের এই এক উপায় আমার বন্ধু বাহির করিয়াছিলেন।

কিন্তু নবীন বলেন তিনি চক্রান্ত করিয়া এই সকল কৌশল অবলম্বন করেন নাই। এমন কি, তাঁহার বিশ্বাস ছিল বিধবা পড়িতে জানে না। বিধবার ভাইয়ের নামে কাগজগুলি বিনা স্বাক্ষরে বিনা মূল্যে পাঠাইয়া দিতেন। এ কেবল মনকে সান্ত্বনা দিবার একটা পাগ্‌লামী মাত্র। মনে হইত দেবতার উদ্দেশে পুষ্পাঞ্জলি দান করা গেল তিনি জানুন্ বা না জানুন্, গ্রহণ করুন্ বা না নাই করুন্।

নানা ছুতায় বিধবার ভাইয়ের সঙ্গে নবীন যে বন্ধুত্ব করিয়া লইয়াছিলেন নবীন বলেন তাহারও মধ্যে কোন উদ্দেশ্য ছিল না। যাহাকে ভালবাসা যায় তাহার নিকটবর্ত্তী আত্মীয়ের সঙ্গ মধুর বোধ হয়।

অবশেষে ভাইয়ের কঠিন পীড়া উপলক্ষে ভগিনীর সহিত কেমন করিয়া সাক্ষাৎ হয় সে সুদীর্ঘ কথা। কবির সহিত কবিতার অবলম্বিত বিষয়টির প্রত্যক্ষ পরিচয় হইয়া কবিতা সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়া গেছে। আলোচনা যে কেবল ছাপান কবিতা কয়টির মধ্যেই বদ্ধ ছিল তাহাও নহে।

সম্প্রতি আমার সহিত তর্কে পরাস্ত হইয়া নবীন সেই বিধবার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিবাহের প্রস্তাব করিয়া বসিয়াছে। প্রথমে কিছুতেই সম্মতি পায় নাই। নবীন তখন আমার মুখের সমস্ত যুক্তিগুলি প্রয়োগ করিয়া এবং তাহার সহিত নিজের চোখের দুই চা'র ফোঁটা জল মিশাইয়া তাহাকে সম্পূর্ণ হার মানাইয়াছে। এখন বিধবার অভিভাবক পিসে কিছু টাকা চায়।

আমি বলিলাম—এখনি লও!

নবীন বলিল, তাহা ছাড়া বিবাহের পর প্রথম মাস পাঁচ ছয় বাবা নিশ্চয় আমার মাসহারা বন্ধ করিয়া দিবেন, তখনকার মত উভয়ের খরচ চালাইবার যোগাড় করিয়া দিতে হইবে। আমি কথাটি না কহিয়া চেক্ লিখিয়া দিলাম। বলিলাম—এখন তাঁহার নামটি বল। আমার সঙ্গে যখন কোন প্রতিযোগিতা নাই তখন পরিচয় দিতে ভয় করিও না, তোমার গা ছুঁইয়া শপথ করিতেছি আমি তাঁহার নামে কবিতা লিখিব না, এবং যদি লিখি তাঁহার ভাইকে না পাঠাইয়া তোমার কাছে পাঠাইয়া দিব।

নবীন কহিল—আরে, সে জন্য আমি ভয় করি না। বিধবা বিবাহের লজ্জায় তিনি অত্যন্ত কাতর—তাই তোমাদের কাছে তাঁহার

সম্বন্ধে আলোচনা করিতে তিনি অনেক করিয়া নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর ঢাকিয়া রাখা মিথ্যা।—তিনি তোমারই প্রতিবেশিনী, ১৯ নম্বরে থাকেন।

হৃৎপিণ্ডটা যদি লোহার বয়লার হইত ত এক চমকে ধক্ করিয়া ফাটিয়া যাইত। জিজ্ঞাসা করিলাম, বিধবা বিবাহে তাঁহার অমত নাই?

নবীন হাসিয়া কহিল, সম্প্রতি ত নাই!

আমি কহিলাম—কেবল কবিতা পড়িয়াই তিনি মুগ্ধ?

নবীন কহিল—কেন, আমার সেই কবিতাগুলি ত মন্দ হয় নাই?

আমি মনে মনে কহিলাম—ধিক্!

ধিক্ কাহাকে? তাঁহাকে, না আমাকে, না বিধাতাকে? কিন্তু ধিক্!

ফেল্।

ল্যাজা এবং মুড়া, রাহু এবং কেতু, পরস্পরের সঙ্গে আড়াআড়ি করিলে যেমন দেখিতে হইত এও ঠিক সেই রকম। প্রাচীন হালদার বংশ দুই খণ্ডে পৃথক্ হইয়া প্রকাণ্ড বসতবাড়ির মাঝখানে এক ভিত্তি তুলিয়া পরস্পর পিঠাপিঠি করিয়া বসিয়া আছে, কেহ কাহারো মুখদর্শন করে না।

নবগোপালের ছেলে নলিন্ এবং ননীগোপালের ছেলে নন্দ একবংশজাত, একবয়সী, এক স্কুলে যায় এবং পরিবারিক বিদ্বেষ ও রেষারেষিতেও উভয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য

নলিনের বাপ নবগোপাল অত্যন্ত কড়া লোক। ছেলেকে হাঁপ ছাড়িতে দিতেন না, পড়াশুনা ছাড়া আর কথা ছিল না। খেলা, খাদ্য ও সাজসজ্জা সম্বন্ধে ছেলের সর্ব্বপ্রকার সখ্ তিনি খাতাপত্র ও ইস্কুলবইয়ের নীচে চাপিয়া রাখিয়াছিলেন।

নন্দর বাপ ননীগোপালের শাসনপ্রণালী অত্যন্ত শিথিল ছিল। মা তাহাকে অত্যন্ত ফিট্‌ফাট্ করিয়া সাজাইয়া ইস্কুলে পাঠাইতেন, আনা তিনেক জলপানীও সঙ্গে দিতেন; নন্দ ভাজা মস্‌লা ও কুল্‌পির বরফ, লাঠিম ও মার্ব্বলগুলিকা ইচ্ছামত ভোগবিতরণের দ্বারা যশস্বী হইয়া উঠিয়াছিল।

মনে মনে পরাভব অনুভব করিয়া নলিন কেবলি ভাবিত নন্দর বাবা যদি আমার বাবা হইত এবং আমার বাবা যদি নন্দর পিতৃস্থান অধিকার করিত তাহা হইলে নন্দকে মজা দেখাইয়া দিতাম।

কিন্তু সেরূপ সুযোগ ঘটিবার পূর্ব্বে ইতিমধ্যে নন্দ বৎসরে বৎসরে প্রাইজ পাইতে লাগিল; নলিন রিক্তহস্তে বাড়ি আসিয়া ইস্কুলের কর্ত্তৃপক্ষদের নামে পক্ষপাতের অপবাদ দিতে লাগিল! বাপ তাহাকে অন্য স্কুলে দিলেন, বাড়িতে অন্য মাষ্টার রাখিলেন, ঘুমের সময় হইতে এক ঘণ্টা কাটিয়া পড়ার সময়ে যোগ করিলেন, কিন্তু ফলের তারতম্য হইল না। নন্দ পাস্ করিতে করিতে বি, এ, উত্তীর্ণ হইয়া গেল, নলিন্ ফেল করিতে করিতে এণ্ট্রান্স ক্লাসে জাতিকলের ইঁদুরের মত আট্‌কা পড়িয়া রহিল।

এমন সময় তাহার পিতা তাহার প্রতি দয়া করিলেন। তিনি মরিলেন। তিন বৎসর মেয়াদ খাটিয়া এণ্ট্রান্স ক্লাস হইতে তাহার মুক্তি হইল এবং স্বাধীন নলিন্ আংটি বোতাম ঘড়ির চেনে আদ্যোপান্ত ঝক্‌মক্

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

করিয়া নন্দকে নিরতিশয় নিষ্প্রভ করিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এণ্ট্রেন্স ফেলের যুড়ি চৌঘুড়ি, বি, এ-পাসের এক ঘোড়ার গাড়িকে অনায়াসে ছাড়াইয়া যাইতে লাগিল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিক্রী, ওয়েলার ঘোড়ার সহিত সমান চালে চলিতে পারিল না।

এদিকে নলিন্ এবং নন্দর বিবাহের জন্য পাত্রীর সন্ধান চলিতেছে। নলিনের প্রতিজ্ঞা সে এমন কন্যা বিবাহ করিবে যাহার উপমা মেলা ভার, তাহার যুড়ি এবং তাহার স্ত্রীর কাছে নন্দকে হার মানিতেই হইবে।

সব-চেয়ে-ভালর জন্য যাহার আকাঙ্ক্ষা, অনেক ভাল তাহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। কাছাকাছি কোন মেয়েকেই নলিন্ পছন্দ করিয়া খতম্ করিতে সাহস করিল না, পাছে আরো-ভাল তাহাকে ফাঁকি দিয়া আর কাহারো ভাগ্যে জোটে।

অবশেষে খবর পাওয়া গেল রাওলপিণ্ডিতে এক প্রবাসী বাঙ্গালীর এক পরমাসুন্দরী মেয়ে আছে। কাছের সুন্দরীর চেয়ে দূরের সুন্দরীকে বেশী লোভনীয় মনে হয়। নলিন মাতিয়া উঠিল; খরচপত্র দিয়া কন্যাকে কলিকাতায় আনান হইল। কন্যাটি সুন্দরী বটে। নলিন্ কহিল, যিনি যাই করুন্ ফস্ করিয়া রাওলপিণ্ডি ছাড়াইয়া যাইবেন এমন সাধ্য কাহারও নাই। অন্ততঃ একথা কেহ বলিতে পারিবেন না যে, এ মেয়ে ত আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছিলাম, পছন্দ হয় নাই বলিয়া সম্বন্ধ করি নাই! কথাবার্ত্তা ত প্রায় এক প্রকার স্থির, পাণপত্রের আয়োজন হইতেছে এমন সময় একদিন প্রাতে দেখা গেল ননীগোপালের বাড়ি হইতে বিচিত্র থালার উপর বিবিধ উপঢৌকন লইয়া দাসীচাকরের দল সার বাঁধিয়া চলিয়াছে।

নলিন্ কহিল, দেখে এস ত হে, ব্যাপার খানা কি?

খবর আসিল, নন্দর ভাবী বধূর জন্য পাণপত্র যাইতেছে। নলিন্ তৎক্ষণাৎ গুড়গুড়ি টানা বন্ধ করিয়া সচকিত হইয়া উঠিয়া বসিল, বলিল, খবর নিতে হচ্চে ত!

তৎক্ষণাৎ গাড়ি ভাড়া করিয়া ছড় ছড় শব্দে দূত ছুটিল। বিপিন হাজরা ফিরিয়া আসিয়া কহিল, ক'লকাতার মেয়ে, কিন্তু খাসা মেয়ে।

নলিনের বুক দমিয়া গেল—কহিল, বল কি হে!

হাজরা কেবলমাত্র কহিল—খাসা মেয়ে।

নলিন্ বলিল, এ ত দেখ্‌তে হচ্চে!

পারিষদ বলিল—সে আর শক্তটা কি!—বলিয়া তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠে একটা কাল্পনিক টাকা বাজাইয়া দিল।

সুযোগ করিয়া নলিন্ মেয়ে দেখিল। যতই মনে হইল এ মেয়ে নন্দর জন্য একেবারে স্থির হইয়া গেছে ততই বোধ হইতে লাগিল মেয়েটি রাওলপিণ্ডির চেয়ে ভাল দেখিতে। দ্বিধাপীড়িত হইয়া নলিন্ পারিষদকে জিজ্ঞাসা করিল, কেমন ঠেক্‌চে হে।

হাজরা কহিল, আজ্ঞে আমাদের চোকে ত ভালই ঠেক্‌চে।

নলিন্ কহিল, সে ভাল কি, এ ভাল?

হাজরা বলিল, এই ভাল।

তখন নলিনের বোধ হইল, ইহার চোখের পল্লব তাহার চেয়ে আরও একটু যেন ঘন; তাহার রংটা ইহার চেয়ে একটু যেন বেশী ফ্যাকাসে, ইহার গৌরবর্ণে একটু যেন হলদে আভায় সোণা মিশাইয়াছে। ইহাকে ত হাত ছাড়া করা যায় না!

নলিন্ বিমর্ষভাবে চিৎ হইয়া গুড়গুড়ি

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b0003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

টানিতে টানিতে কহিল—ওহে হাজ্‌রা কি করা যায় বল ত?

হাজরা বলিল, মহারাজ শক্তটা কি!—বলিয়া পুনশ্চ অঙ্গুষ্ঠে তর্জ্জনীতে কাল্পনিক টাকা বাজাইয়া দিল।

টাকাটা যখন সত্যই সশব্দে বাজিয়া উঠিল তখন যথোচিত ফল হইতে বিলম্ব হইল না। কন্যার পিতা একটা অকারণ ছুতা করিয়া বরের পিতার সহিত তুমুল ঝগড়া বাধাইলেন। বরের পিতা বলিলেন তোমার কন্যার সহিত আমার পুত্রের যদি বিবাহ দিই তবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

কন্যার পিতা আরও একগুণ অধিক করিয়া বলিলেন তোমার পুত্রের সহিত আমার কন্যার যদি বিবাহ দিই তবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

অতঃপর আর বিলম্ব মাত্র না করিয়া নলিন নন্দকে ফাঁকি দিয়া শুভলগ্নে শুভবিবাহ সত্বর সম্পন্ন করিয়া ফেলিল। এবং হাসিতে হাসিতে হাজ্‌রাকে বলিল, "বিএ পাস করা ত এ'কেই বলে! কি বল হে হাজ্‌রা! এবারে আমাদের ওবাড়ির বড় বাবু ফেল্!"

অনতিকাল পরেই নবগোপালের বাড়িতে একদিন ঢাক ঢোল সানাই বাজিয়া উঠিল। নন্দর গায়ে হলুদ্।

নলিন্ কহিল ওহে হাজরা, খবর লওত পাত্রীটি কে।

হাজ্‌রা আসিয়া খবর দিল, পাত্রীটি সেই রাওলপিণ্ডির মেয়ে।

রাওলপিণ্ডির মেয়ে! হাঃ হাঃ হাঃ। নলিন অত্যন্ত হাসিতে লাগিল। ওবাড়ির বড় বাবু আর কন্যা পাইলেন না, আমাদেরই পরিত্যক্ত পাত্রীটিকে বিবাহ করিতেছেন। হাজ্‌রাও বিস্তর হাসিল।

কিন্তু উত্তরোত্তর নলিনের হাসির আর জোর রহিল না! তাহার হাসির মধ্যে কীট প্রবেশ করিল। একটি ক্ষুদ্র সংশয় তীক্ষ্ণস্বরে কাণে কাণে বলিতে লাগিল, আহা, হাতছাড়া হইয়া গেল! শেষকালে নন্দর কপালে জুটিল! ক্ষুদ্র সংশয় ক্রমশই রক্তস্ফীত জোঁকের মত বড় হইয়া উঠিল—তাহার কণ্ঠস্বরও মোটা হইল। সে বলিল, এখন আর কোন মতেই ইহাকে পাওয়া যাইবে না, কিন্তু আসলে ইহাকেই দেখিতে ভাল! ভারি ঠকিয়াছ!

অন্তঃপুরে নলিন যখন খাইতে গেল তখন তাহার স্ত্রীর ছোট খাট সমস্ত খুঁৎ মস্ত হইয়া তাহাকে উপহাস করিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল স্ত্রীটা তাহাকে ভয়ানক ঠকাইয়াছে।

রাওলপিণ্ডিতে যখন সম্বন্ধ হইতেছিল তখন নলিন সেই কন্যার যে ফটো পাইয়াছিল সেইখানি বাহির করিয়া দেখিতে লাগিল। বাহবা অপরূপ রূপমাধুরী! এমন লক্ষ্মীকে হাতে পাইয়া ঠেলিয়াছি আমি এত বড় গাধা!

বিবাহ সন্ধ্যায় আলো জ্বালাইয়া বাজনা বাজাইয়া জুড়িতে চড়িয়া বর বাহির হইল। নলিন শুইয়া পড়িয়া গুড়গুড়ি হইতে যৎসামান্য সান্ত্বনা আকর্ষণের নিষ্ফল চেষ্টা করিতেছে এমন সময় হাজরা প্রসন্নবদনে হাসিতে হাসিতে আসিয়া নন্দকে লক্ষ্য করিয়া পরিহাস জমাইবার উপক্রম করিল!

নলিন হাঁকিল, দরোয়ান!

হাজ্‌রা তটস্থ হইয়া দরোয়ানকে ডাকিয়া দিল!

বাবু হাজ্‌রাকে দেখাইয়া দিয়া কহিল, অব হি ইস্কো কাণ পকড়কে বাহার নিকাল দো!

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b3023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী।

ব্যঙ্গ চিত্র।

—০:০:০—

চিরকুমার সভা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অক্ষয়কুমারের শ্বশুর হিন্দুসমাজে ছিলেন, কিন্তু তাঁহার চালচলন অত্যন্ত নব্য ছিল। মেয়েদের তিনি দীর্ঘকাল অবিবাহিত রাখিয়া লেখা পড়া শিখাইতে ছিলেন। লোকে আপত্তি করিলে বলিতেন আমরা কুলীন, আমাদের ঘরে ত চিরকালই এইরূপ প্রথা।

তাঁহার মৃত্যুর পর বিধবা জগত্তারিণীর ইচ্ছা, লেখা পড়া বন্ধ করিয়া মেয়েগুলির বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত হন। কিন্তু তিনি ঢিলা প্রকৃতির স্ত্রীলোক, ইচ্ছা যাহা হয় তাহার উপায় অন্বেষণ করিয়া উঠিতে পারেন না। সময় যতই অতীত হইতে থাকে, আর পাঁচ-জনের উপর দোষারোপ করিতে থাকেন।

জামাতা অক্ষয়কুমার পূরা নব্য। শ্যালি-গুলিকে তিনি পাস করাইয়া নব্যসমাজের খোলাখুলি মন্ত্রে দীক্ষিত করিতে ইচ্ছুক। সেক্রেটারিয়েটে তিনি বড় রকমের কাজ করেন, গরমের সময় তাঁহাকে সিম্‌লা পাহাড়ে আপিস করিতে হয়, অনেক রাজঘরের দূত, বড় সাহেবের সহিত বোঝা পড়া করাইয়া দিবার জন্য বিপদে আপদে তাঁহার হাতে পায়ে আসিয়া ধরে। এই সকল নানা কারণে শ্বশুর বাড়িতে তাঁহার পসার বেশী। বিধবা শাশুড়ী তাঁহাকেই অনাথা পরিবারের অভিভাবক বলিয়া জ্ঞান করেন। শীতের কয়মাস শাশুড়ীর পীড়াপীড়িতে তিনি কলিকাতায় তাঁহার ধনী শ্বশুর গৃহেই যাপন করেন। সেই কয়মাস তাঁহার শ্যালীসমিতিতে উৎসব পড়িয়া যায়।

সেইরূপ কলিকাতা বাসের সময় একদা

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

শ্বশুর বাড়িতে স্ত্রী পুরবালার সঙ্গে অক্ষয়কুমারের নিম্নলিখিত মত কথাবার্ত্তা হয় :—

পুরবালা। তোমার নিজের বোন্ হলে দেখ্‌তুম কেমন চুপ করে বসে থাক্‌তে! এতদিনে এক একটির তিনটি চারটি করে পাত্র জুটিয়ে আন্‌তে! ওরা আমার বোন্ কি না—

অক্ষয়। মানব চরিত্রের কিছুই তোমার কাছে লুকোনো নেই। নিজের বোনে এবং স্ত্রীর বোনে যে কত প্রভেদ তা এই কাঁচা বয়সেই বুঝে নিয়েছ! তা ভাই শ্বশুরের কোনও কন্যাটিকেই পরের হাতে সমর্পণ কর্‌তে কিছুতেই মন সরে না—এ বিষয়ে আমার ঔদার্য্যের অভাব আছে তা স্বীকার করতে হবে।

পুরবালা সামান্য একটু রাগের মত ভাব করিয়া গম্ভীর হইয়া বলিল—দেখ তোমার সঙ্গে আমার একটা বন্দোবস্ত করতে হচ্চে।

অক্ষয়। একটা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ত মন্ত্র পড়ে' বিবাহের দিনেই হয়ে গেছে, আবার আর একটা!—

পুরবালা। ওগো, এটা তত ভয়ানক নয়! এটা হয়ত তেমন অসহ্য না হতেও পারে।

অক্ষয় যাত্রার অধিকারীর মত হাত নাড়িয়া বলিল—সখি, তবে খুলে বল!—বলিয়া ঝিঁঝিটে গান ধরিল—

কি জানি কি ভেবেছ মনে,
খুলে বল ললনে!
কি কথা হায় ভেসে যায়,
ঐ ছলছল নয়নে!

এইখানে বলা আবশ্যক, অক্ষয়কুমার ঝোঁকের মাথায় ছুটো চারটা লাইন গান মুখে মুখে বানাইয়া গাহিয়া দিতে পারিতেন। কিন্তু কখনই কোন গান রীতিমত সম্পূর্ণ করিতেন না। বন্ধুরা বিরক্ত হইয়া বলিতেন, তোমার এমন অসামান্য ক্ষমতা কিন্তু গান গুলো শেষ কর না কেন? অক্ষয় ফস্ করিয়া তান ধরিয়া তাহার জবাব দিতেন—

সখা, শেষ করা কি ভালো?
তেল ফুরোবার আগেই আমি
নিবিয়ে দেব আলো!

এইরূপ ব্যবহারে সকলেই বিরক্ত হইয়া বলে অক্ষয়কে কিছুতেই পারিয়া উঠা যায় না।

পুরবালাও ত্যক্ত হইয়া বলিলেন—ওস্তাদজি থাম! আমার প্রস্তাব এই যে, দিনের মধ্যে একটা সময় ঠিক কর যখন তোমার ঠাট্টা বন্ধ থাক্‌বে,—যখন তোমার সঙ্গে ছুটো একটা কাজের কথা হতে পার্‌বে!

অক্ষয়। গরীবের ছেলে, স্ত্রীকে কথা বল্‌তে দিতে ভরসা হয় না, পাছে খপ্ করে বাজুবন্দ চেয়ে বসে! (আবার গান)

পাছে চেয়ে বসে আমার মন,
আমি তাই ভয়ে ভয়ে থাকি,
পাছে চোখে চোখে পড়ে বাঁধা
আমি তাইত তুলিনে আঁখি!

পুরবালা। তবে যাও!

অক্ষয়। না, না, রাগারাগি না! আচ্ছা যা বল তাই শুনব! খাতায় নাম লিখিয়ে তোমার ঠাট্টানিবারিণী সভার সভ্য হব! তোমার সাম্‌নে কোন রকমের বেয়াদবী করব না! তা কি কথা হচ্ছিল! শ্যালীদের বিবাহ! উত্তম প্রস্তাব।

পুরবালা গম্ভীর বিষণ্ণ হইয়া কহিল—দেখ, এখন বাবা নেই। মা তোমারি মুখ চেয়ে আছেন। তোমারি কথা শুনে এখনো তিনি বেশী বয়স পর্য্যন্ত মেয়েদের লেখা পড়া শেখাচ্চেন। এখন যদি সৎপাত্র না জুটিয়ে দিতে পার তাহলে কি অন্যায় হবে ভেবে দেখ দেখি!

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

অক্ষয় দুর্লক্ষণ দেখিয়া পূর্ব্বপেক্ষা কথঞ্চিৎ গম্ভীর হইয়া কহিলেন—আমিত তোমাকে বলেইছি তোমরা কোন ভাবনা কোরো না। আমার শ্যালীপতিরা ভগবান্ প্রজাপতির বিশ্ব-বিদ্যালয়ে মানুষ হচ্চেন, বি, এ, ডিগ্রি নিতে আর বিলম্ব নেই।

পুরবালা। বিদ্যালয়টি কোথায়?

অক্ষয়। যেখান থেকে আমি পাস করে তোমার মত ডিপ্লোমাটি পেয়েছি! জানইত আমাদের সেই চিরকুমার সভা।

সভার নাম শুনিয়াই কাহারও বুঝিতে বাকি নাই যে, সভাটি ছাত্রসভা—এবং সভ্যরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তাহারা কখনও বিবাহ করিবে না।

পুরবালা সন্দেহ প্রকাশ করিয়া কহিল—প্রজাপতির সঙ্গে তাদের যে লড়াই!

অক্ষয়। দেবতার সঙ্গে লড়াই করে পারবে কেন? তাঁকে কেবল চটিয়ে দেয় মাত্র! সেই জন্যে ভগবান্ প্রজাপতির বিশেষ ঝোঁক ঐ সভাটার উপরেই। সরা-চাপা হাঁড়ির মধ্যে মাংস যেমন গুমে গুমে সিদ্ধ হতে থাকে—প্রতিজ্ঞার মধ্যে চাপা থেকে সভ্য-গুলিও একবারে হাড়ের কাছ পর্য্যন্ত নরম হয়ে উঠেছেন—দিব্যি বিবাহ-যোগ্য হয়ে এসেছেন—এখন পাতে দিলেই হয়। আমিও ত এককালে ঐ সভার সভাপতি ছিলুম!

আনন্দিতা পুরবালা বিজয়গর্ব্বে ঈষৎ হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—তোমার কি রকম দশাটা হয়েছিল!

অক্ষয়। সে আর কি বলিব! প্রতিজ্ঞা ছিল স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ পর্য্যন্ত মুখে উচ্চারণ করব না, কিন্তু শেষকালে এমনি হল যে, মনে হত শ্রীকৃষ্ণের ষোড়শ গোপিনী যদি বা সম্প্রতি দুষ্প্রাপ্য হন অন্ততঃ মহাকালীর চৌষট্টি হাজার যোগিনীর সন্ধান পেলেও একবার পেট ভরে প্রেমালাপটা করে নিই—ঠিক সেই সময়টাতেই তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল আর কি!

পুরবালা। চৌষট্টি হাজারের সখ মিট্‌ল?

অক্ষয়। সে আর তোমার মুখের সাম্‌নে বল্‌ব না! জাঁক হবে। তবে ইসারায় বল্‌তে পারি মা কালী দয়া করেছেন বটে!—এই বলিয়া পুরবালার চিবুক ধরিয়া মুখটি একটু খানি তুলিয়া সকৌতুক স্নিগ্ধ প্রেমে একবার নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন। পুরবালা কৃত্রিম কলহে মুখ সরাইয়া লইয়া কহিলেন—তবে আমিও বলি, বাবা ভোলানাথের নন্দী ভৃঙ্গীর অভাব ছিল না, আমাকে বুঝি তিনি দয়া করে-ছিলেন?

অক্ষয়। তা হতে পারে, সেইজন্যই কার্ত্তি-কটি পেয়েছ!

পুরবালা। আবার ঠাট্টা সুরু হলো?

অক্ষয়। কার্ত্তিকের কথাটা বুঝি ঠাট্টা? গা ছুঁয়ে বল্‌চি ওটা আমার অন্তরের বিশ্বাস!

এমন সময়ে শৈলবালার প্রবেশ। ইনি মেজ বোন। বিবাহের এক মাসের মধ্যে বিধবা। চুলগুলি ছোট করিয়া ছাঁটা বলিয়া ছেলের মত দেখিতে। ঠোঁটের কাছে একটু যেন বিষাদের ছায়া, কিন্তু চঞ্চল চোখ দুটি হাসিতেছে। সাজসজ্জার চেষ্টা মাত্র নাই। গরম হয় এবং খোঁপার ব্যাপারে সময় যায় বলিয়া আজানুলম্বিত চুলগুলি ছাঁটিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আছে। সংস্কৃত ভাষায় অনার দিয়া বি, এ পাস করিবার জন্য উৎসুক।

শৈল আসিয়া বলিল—মুখুয্যে মশায়, এই-বার তোমার ছোট দুটি শ্যালীকে রক্ষা কর।

অক্ষয়। যদি অরক্ষণীয়া হয়ে থাকেন ত আমি আছি। ব্যাপারটা কি?

শৈল। মার কাছে তাড়া খেয়ে রসিক দাদা কোথা থেকে এক যোড়া কুলীনের ছেলে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

এনে হাজির করেছেন, মা স্থির করেছেন তাদের সঙ্গেই তাঁর দুই মেয়ের বিবাহ দেবেন।

অক্ষয় ওরে বাসরে! একেবারে বিয়ের এপিডেমিক্! প্লেগের মত! এক বাড়িতে এক সঙ্গে দুই কন্যেকে আক্রমণ! ভয় হয় পাছে আমাকেও ধরে।—বলিয়া কালাংড়ায় গান ধরিয়া দিলেন—

আমি বড় থাকি কাছাকাছি,
তাই সদা ভয়ে ভয়ে আছি!

নয়ন বচন কোথায় কখন্ বাজিলে বাঁচি না বাঁচি!

শৈল। এই কি তোমার গান গাবার সময় হলো?

অক্ষয়। কি করব ভাই! রসুনচৌকি বাজাতে শিখিনি, তা হলে ধরতুম্। বল কি, শুভকর্ম্ম। দুই শ্যালীর উদ্বাহবন্ধন! কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কেন?

শৈল। বৈশাখ মাসের পর আস্‌চে বছরে অকাল পড়বে আর বিয়ের দিন নেই!

পুরবালা নিজের স্বামীটি লইয়া সুখী এবং তাহার বিশ্বাস যেমন করিয়া হোক্ স্ত্রীলোকের একটা বিবাহ হইয়া গেলেই সুখের দশা। সে মনে মনে খুসী হইয়া বলিল, তোরা আগে থাক্‌তে ভাবিস্ কেন শৈল, পাত্র আগে দেখা যাক্‌ত।

ঢিলা লোকদের স্বভাব এই যে, হঠাৎ একদা অসময়ে তাহারা মন স্থির করে, তখন ভাল মন্দ বিচার করিবার পরিশ্রম স্বীকার না করিয়া একদমে পূর্ব্বকার সুদীর্ঘ শৈথিল্য সারিয়া লইতে চেষ্টা করে। তখন কিছুতেই তাহাদের আর এক মুহূর্ত্ত সবুর সয় না। কর্ত্রী ঠাকুরাণীর সেইরূপ অবস্থা! তিনি আসিয়া বলিলেন, বাবা অক্ষয়!

অক্ষয়। কি মা!

জগৎ। তোমার কথা শুনে আর ত মেয়েদের রাখ্‌তে পারিনে!—ইহার মধ্যে এইটুকু আভাস ছিল যে, তাঁহার মেয়েদের সকল প্রকার দুর্ঘটনার জন্য অক্ষয়ই দায়ী।

শৈল কহিল—মেয়েদের রাখতে পার না বলেই কি মেয়েদের ফেলে দেবে মা!

জগৎ। ঐ ত! তোদের কথা শুন্‌লে গায়ে জ্বর আসে। বাবা অক্ষয় শৈল বিধবা মেয়ে, ওকে এত পড়িয়ে পাস করিয়ে কি হবে বল দেখি? ওর এত বিদ্যের দরকার কি?

অক্ষয়। মা, শাস্ত্রে লিখেছে, মেয়ে মানুষের একটা না একটা উৎপাত থাকা চাই—হয় স্বামী, নয় বিদ্যে, নয় হিষ্টিরিয়া। দেখনা, লক্ষ্মীর আছেন বিষ্ণু, তাঁর আর বিদ্যের দরকার হয় নি,—তিনি স্বামীটিকে এবং পেঁচাটিকে নিয়েই আছেন,—আর সরস্বতীর স্বামী নেই, কাজেই তাঁকে বিদ্যে নিয়ে থাক্‌তে হয়!

জগৎ। তা যা বল বাবা, আস্‌চে বৈশাখে মেয়েদের বিয়ে দেবই।

পুরবালা। হাঁ মা, আমারও সেই মত। মেয়েমানুসের সকাল সকাল বিয়ে হওয়াই ভাল!

শুনিয়া অক্ষয় তাহাকে জনান্তিকে বলিয়া লইল, তা ত বটেই! বিশেষতঃ যখন একাধিক স্বামী শাস্ত্রে নিষেধ, তখন সকাল সকাল বিয়ে করে সময়ে পুষিয়ে নেওয়া চাই!

পুরবালা। আঃ কি বক্‌চ! মা শুন্‌তে পাবেন!

জগৎ। রসিক কাকা আজ পাত্র দেখাতে আস্‌বেন, তা চল্ মা পুরি, তাদের জলখাবার ঠিক করে রাখিগে।

আনন্দে উৎসাহে মার সঙ্গে পুরবালা ভাণ্ডার অভিমুখে প্রস্থান করিল।

মুখুয্যে মশায়ের সঙ্গে শৈলর তখন গোপন কমিটি বসিল। এই শ্যালীভগিনীপতি দুটি

পরস্পরের পরম বন্ধু ছিল। অক্ষয়ের মত এবং রুচির দ্বারাই শৈল অনেকটা গঠিত। অক্ষয় তাঁহার এই শিষ্যাটিকে যেন আপনার প্রায় সমবয়স্ক ভাইটির মত দেখিতেন—স্নেহের সহিত সৌহার্দ্য মিশ্রিত। তাহাকে শ্যালীর মত ঠাট্টা করিতেন বটে কিন্তু তাহার প্রতি বন্ধুর মত একটি সহজ শ্রদ্ধা ছিল।

শৈল কহিল—আরত দেরী করা যায় না মুখুয্যে মশায়! এইবার তোমার সেই চিরকুমার সভার বিপিনবাবু এবং শ্রীশবাবুকে বিশেষ একটু তাড়া না দিলে চল্‌চে না। আহা ছেলে দুটি চমৎকার! আমাদের নেপ আর নীরর সঙ্গে দিব্যি মানায়! তুমি ত চৈত্রমাস যেতে না যেতে আপিস্ ঘাড়ে করে সিম্‌লে যাবে, এবারে মাকে ঠেকিয়ে রাখা শক্ত হবে!

অক্ষয়। কিন্তু তাই বলে সভাটিকে হঠাৎ অসময়ে তাড়া লাগালে যে চম্‌কে যাবে! ডিমের খোলা ভেঙ্গে ফেল্‌লেই কিছু পাখী বেরয় না। যথোচিত তা' দিতে হবে, তাতে সময় লাগে।

শৈল একটুখানি চুপ করিয়া রহিল—তার পরে হঠাৎ হাসিয়া বলিয়া উঠিল—বেশত তা দেবার ভার আমি নেব মুখুয্যে মশায়!

অক্ষয়। আ. একটু খোলসা করে বল্‌তে হচ্চে।

শৈল। ঐ ত দশ নম্বরে ওদের সভা? আমাদের ছাদের উপর দিয়ে দেখন্‌-হাসির বাড়ি পেরিয়ে ওখানে ঠিক যাওয়া যাবে। আমি পুরুষবেশে ওদের সভার সভ্য হব, তার পরে সভা কতদিন টেঁকে আমি দেখে নেব।

অক্ষয় নয়ন বিস্ফারিত করিয়া মুহূর্ত্তকাল স্তম্ভিত থাকিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল। কহিল, আহা কি আপশোষ যে, তোমার দিদিকে বিয়ে করে সভ্য নাম একেবারে ঘুচিয়েছি, নইলে দলেবলে আমি সুদ্ধ ত তোমার জালে জড়িয়ে চক্ষু বুজে মরে পড়ে থাক্‌তুম! এমন সুখের ফাঁড়াও কাটে! সখী তবে মনোযোগ দিয়ে শোন্,—

(সিন্ধু ভৈরবীতে গান)

ওগো হৃদয়-বনের শিকারী!
মিছে তারে জালে ধরা যে তোমারি ভিখারী।
সহস্রবার পায়ের কাছে আপনি যে জন ম'রে আছে,
নয়নবাণের খোঁচা খেতে সে যে অনধিকারী!

শৈল কহিল—ছি মুখুয্যে মশায় তুমি সেকেলে হয়ে যাচ্চ! ঐ সব নয়ন বাণটান গুলোর এখন কি আর চলন আছে? যুদ্ধ-বিদ্যার যে এখন অনেক বদল হয়ে গেছে?

ইতিমধ্যে দুই বোন্ নৃপবালা, নীরবালা, ষোড়শী এবং চতুর্দ্দশী প্রবেশ করিল। নৃপ শান্ত স্নিগ্ধ, নীরু তাহার বিপরীত, কৌতুকে এবং চাঞ্চল্যে সে সর্ব্বদাই আন্দোলিত।

নীরু আসিয়াই শৈলকে জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল—মেজদিদি ভাই, আজ কারা আস্‌বে বল ত?

নৃপ। মুখুয্যে মশায় আজ কি তোমার বন্ধুদের নিমন্ত্রণ আছে? জলখাবারের আয়োজন হচ্চে কেন?

অক্ষয়। ঐত! বই পড়ে পড়ে চোখ কানা কর্‌লে—পৃথিবীর আকর্ষণে উল্কাপাত কি করে সে সমস্ত লাখ দুলাখ ক্রোশের খবর রাখ, আর আজ ১৮ নম্বর মধুমিস্ত্রির গলিতে কার আকর্ষণে কে এসে পড়চে সেটা অনুমান কর্‌তেও পার্‌লে না?

নীরু। বুঝেছি ভাই, সেজদিদি!—বলিয়া নৃপর পিঠে একটা চাপড় মারিল এবং তাহার কাণের কাছে মুখ রাখিয়া অল্প একটু গলা নামাইয়া কহিল— তোর বর আস্‌চে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634 / Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ভাই, তাই সকালবেলা আমার বাঁ চোখ নাচ্‌ছিল!

নৃপ তাহাকে ঠেলিয়া দিয়া কহিল, তোর বাঁ চোক নাচলে আমার বর আস্‌বে কেন?

নীরু কহিল, তা ভাই, আমার বাঁ চোখটা না হয় তোরি বরের জন্যে নেচে নিলে তাতে আমি দুঃখিত নই! কিন্তু মুখুজ্যে মশায়, জলখাবারত দুটি লোকের জন্যে দেখলুম, সেজদিদি কি স্বয়ম্বরা হবে না কি?

অক্ষয়। আমাদের ছোড়দিদিও বঞ্চিত হবেন না।

নীরু। আহা মুখুয্যে মহাশয়, কি সুসংবাদ শোনালে? তোমাকে কি বকশিষ দেব! এই নাও আমার গলার হার—আমার দু'হাতের বালা।

শৈল ব্যস্ত হইয়া কহিল—আঃ ছিঃ হাত খালি করিস্‌নে।

নীরু। আজ আমাদের বরের অনারে পড়ার ছুটি দিতে হবে মুখুয্যে মহাশয়!

নৃপ। আঃ কি বর বর করছিস্! দেখত ভাই মেজদিদি।

অক্ষয়। ওকে ঐ জন্যেইত বর্ব্বরা নাম দিয়েছি। অয়ি বর্ব্বরে, ভগবান্ তোমাদের ক'টি সহোদরাকে এই একটি অক্ষয় বর দিয়ে রেখেছেন, তবু তৃপ্তি নেই?

নীরু। সেই জন্যেইত লোভ-আরো বেড়ে গেছে!

নৃপ তাহার ছোট বোনকে সংযত করা অসাধ্য দেখিয়া তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল। নীরু চলিতে চলিতে দ্বারের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া কহিল—এলে খবর দিয়ো মুখুয্যে মশায়, ফাঁকি দিয়ো না! দেখ্‌ত সেজদিদি কি রকম চঞ্চল হয়ে উঠেছে।

সহাস্য সস্নেহে দুই বোনকে নিরীক্ষণ করিয়া শৈল কহিল—মুখুয্যে মশায়, আমি ঠাট্টা করচিনে—আমি চিরকুমার সভার সভ্য হব। কিন্তু আমার সঙ্গে পরিচিত একজন কাউকে চাইত। তোমার বুঝি আর সভ্য হবার যো নেই?

অক্ষয়। না আমি পাপ করেছি। তোমার দিদি আমার তপস্যা ভঙ্গ করে আমাকে স্বর্গ হতে বঞ্চিত করেছেন।

শৈল। তাহলে রসিক দাদাকে ধরতে হচ্চে। তিনি ত কোন সভার সভ্য না হয়েও চিরকুমার ব্রত রক্ষা করেচেন।

অক্ষয়। সভ্য হলেই এই বুড়ো বয়সে ব্রতটি খোয়াবেন। ইলিস মাছ অম্‌নি দিব্যি থাকে, ধরলেই মারা যায়—প্রতিজ্ঞাও ঠিক তাই, তাকে বাঁধ্‌লেই তার সর্ব্বনাশ।

এমন সময় সম্মুখের মাথায় টাক, পাকা গোঁফ, গৌরবর্ণ দীর্ঘাকৃতি রসিকদাদা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অক্ষয় তাঁহাকে তাড়া করিয়া গেল—কহিল, ওরে পাষণ্ড, ভণ্ড, অকাল কুষ্মাণ্ড!

রসিক প্রসারিত দুই হস্তে তাহাকে সম্বরণ করিয়া কহিলেন—কেনহে,—মত্তমন্থর কুঞ্জ-কুঞ্জর পুঞ্জ-অঞ্জনবর্ণ।

অক্ষয়। তুমি আমার শ্যালীপুষ্পবনে দাবানল আন্‌তে চাও?

শৈল। রসিকদাদা, তোমারই বা তাতে কি লাভ?

রসিক। ভাই, সইতে পারলুম না কি করি! বছরে বছরেই তোর বোনদের বয়স বাড়চে, বড় মা আমারই দোষ দেন কেন? বলেন, দুবেলা বসে বসে কেবল খাচ্চ, মেয়েদের জন্যে দুটো বর দেখে দিতে পার না! আচ্ছা ভাই আমি না খেতে রাজি আছি, তা হলেই বর জুটবে,—না, তোর বোন্‌দের বয়স কমতে

থাক্‌বে? এদিকে যে ছুটির বর জুটচে না, তাঁরাত দিব্যি খাচ্চেন দাচ্চেন! শৈল ভাই, কুমারসম্ভবে পড়েছিস্, মনে আছে ত?—

স্বয়ং বিশীর্ণ দ্রুমপর্ণ বৃত্তিতা
পরাহি কাষ্ঠা তপসস্তয়া পুনঃ,
তদপ্যপাকীর্ণ মতঃ প্রিয়ংবদাং
বদন্ত্যপর্ণেতি চ তাং পুরাবিদঃ—

তা ভাই দুর্গা নিজের বর খুঁজ্‌তে খাওয়া দাওয়া ছেড়ে তপস্যা করেছিলেন—কিন্তু নাৎনীদের বর জুটচে না বলে আমি বুড় মানুষ খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দেব, বড়মার একি বিচার! আহা শৈল, ওটা মনে আছে ত? তদপ্যপাকীর্ণমতঃ প্রিয়ংবদাং—

শৈল। মনে আছে দাদা, কিন্তু কালিদাস এখন ভাল লাগ্‌চে না।

রসিক। তা হলেত অত্যন্ত দুঃসময় বল্‌তে হবে।

শৈল। তাই তোমার সঙ্গে পরামর্শ আছে।

রসিক। তা রাজি আছি ভাই। যে রকম পরামর্শ চাও, তাই দেব। যদি "হাঁ" বলাতে চাও "হাঁ" বল্‌ব, "না" বলাতে চাও "না" বল্‌ব। আমার ঐ গুণটি আছে। আমি সকলের মতের সঙ্গে মত দিয়ে যাই বলেই সবাই আমাকে প্রায় নিজের মত বুদ্ধিমান ভাবে।

অক্ষয়। তুমি অনেক কৌশলে তোমার পসার বাঁচিয়ে রেখেচ, তার মধ্যে তোমর এই টাক একটি।

রসিক। আর একটি হচ্চে—যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে—তা' আমি বাইরের লোকের কাছে বেশী কথা কইনে—

শৈল। সেইটে বুঝি আমাদের কাছে পুষিয়ে নাও!

রসিক। তোদের কাছে যে ধরা পড়েছি।

শৈল। ধরা যদি পড়ে থাক ত চল—যা বলি তাই করতে হবে।—বলিয়া পরামর্শের জন্য শৈল তাঁহাকে অন্য ঘরে টানিয়া লইয়া চলিল।

অক্ষয় বলিতে লাগিল—অ্যাঁ, শৈল! এই বুঝি! আজ রসিক দা হলেন, রাজমন্ত্রী! আমাকে ফাঁকি!

শৈল যাইতে যাইতে পশ্চাৎ ফিরিয়া হাসিয়া কহিল—তোমার সঙ্গে আমার কি পরামর্শের সম্পর্ক মুখুয্যে মশায়? পরামর্শ যে বুড়ো না হলে হয় না।

অক্ষয় বলিল—তবে রাজমন্ত্রীপদের জন্যে আমার দরবার উঠিয়ে নিলুম।—বলিয়া শূন্য ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া হঠাৎ উচ্চৈঃস্বরে খাম্বাজে গান ধরিলেন—

আমি কেবল ফুল যোগাব
তোমার দুটি রাঙা হাতে,
বুদ্ধি আমার খেলেনাক
পাহারা বা মন্ত্রণাতে!

বাড়ির কর্ত্তা যখন বাঁচিয়া ছিলেন তিনি রসিককে খুড়া বলিতেন। রসিক দীর্ঘকাল হইতে তাঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া বাড়ির সুখ দুঃখে সম্পূর্ণ জড়িত হইয়াছিলেন। গিন্নি অগোছালো থাকাকে কর্ত্তার অবর্ত্তমানে তাঁহার কিছু অযত্ন অসুবিধা হইতেছিল এবং জগত্তারিণীর অসঙ্গত ফরমাস্ খাটিয়া তাঁহার অবকাশের অভাব ঘটিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার এই সমস্ত অভাব অসুবিধা পূরণ করিবার লোক ছিল শৈল। শৈল থাকাতেই মাঝে মাঝে ব্যামোর সময় তাঁহার পথ্য এবং সেবার ত্রুটি হইতে পারে নাই; এবং তাহারই সহকারিতায় তাঁহার সংস্কৃত সাহিত্যের চর্চ্চা পুরা দমেই চলিয়াছিল। প্রসন্ন হাস্যময়ী শৈলই ক্ষুদ্র পরিবারটির প্রতিষ্ঠাকেন্দ্র। চাকর বাকর আশ্রিত অভ্যাগত এমন কি প্রতিবেশীরা তাহারই চতুর্দ্দিকে আকৃষ্ট হইয়া, যেন আবর্ত্তিত হই-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

তেছে। পাড়ার ছোট ছেলেরা তাহার কাছে পড়া বলিয়া লয়, এবং প্রতিবেশিদের ঘরে পীড়া হইলে শৈল বিনা আড়ম্বরে তাহাদের সেবার ভার গ্রহণ করে। তাহাকে দেখিয়া কেহ পাস্ করা বিদুষী বলিয়াও ভয় করিত না, আবার যুবতী রমণী বলিয়াও সঙ্কোচ বা মোহ প্রকাশ করিতে পারিত না। তাহার মধ্যে বালকের কৌতুকপরতা, পুরুষের উদার ঋজুভাব এবং নারীর স্নেহপূর্ণ সেবাশীলতা মিশ্রিত ছিল।

রসিক দাদা শৈলবালার অদ্ভুত প্রস্তাব শুনিয়া প্রথমটা হাঁ করিয়া রহিলেন, তাহার পর হাসিতে লাগিলেন, তাহার পর রাজি হইয়া গেলেন। কহিলেন, ভগবান্ হরি নারী-ছদ্ম-বেশে পুরুষকে ভুলিয়ে ছিলেন, তুই শৈল যদি পুরুষ-ছদ্মবেশে পুরুষকে ভোলাতে পারিস্ তাহলে হরিভক্তি উড়িয়ে দিয়ে তোর পুজোতেই শেষ বয়সটা কাটাব। কিন্তু মা যদি টের পান?

শৈল। তিন কন্যাকে কেবলমাত্র স্মরণ করেই মা মনে মনে এত অস্থির হয়ে ওঠেন যে, তিনি আমাদের আর খবর রাখ্‌তে পারেন না। তাঁর জন্যে ভেবো না।

রসিক। কিন্তু সভায় কি রকম করে সভ্যতা করতে হয় সে আমি কিছুই জানিনে।

শৈল। আচ্ছা সে আমি চালিয়ে নেব।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

মুখুয্যেমশায়!

অক্ষয় বলিলেন—আজ্ঞা কর!

শৈল কহিল—ছেলে ছুটোকে কোন ফিকিরে তাড়াতে হবে!

অক্ষয় উৎসাহ পূর্ব্বক কহিলেন—তা ত হবেই। বলিয়া রামপ্রসাদী সুরে গান জুড়িয়া দিলেন—

দেখ্‌ব কে তোর কাছে আসে!
তুই রবি একেশ্বরী,
একলা আমি রৈব পাশে!

শৈল হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—একেশ্বরী?

অক্ষয় বলিলেন, না হয় তোমরা চার ঈশ্বরীই হলে, শাস্ত্র আছে অধিকন্তু ন দোষায়।

শৈল কহিল—আর, তুমিই একলা থাকবে? ওখানে বুঝি অধিকন্তুটা খাটে না?

অক্ষয় কহিলেন, ওখানে শাস্ত্রের আর একটা পবিত্র বচন আছে—সর্ব্বমত্যন্তগর্হিতং।

শৈল। কিন্তু মুখুয্যেমশায়, ও পবিত্র বচনটা ত বরাবর খাট্‌বে না। আরও সঙ্গী জুটবে।

অক্ষয় বলিলেন—তোমাদের এই একটি শালার জায়গায় দশশালা বন্দোবস্ত হবে? তখন আবার নূতন কার্য্যবিধি দেখা যাবে। ততদিন কুলীনের ছেলেটেলে গুলোকে ঘেষ্‌তে দিচ্চিনে!

এমন সময় চাকর আসিয়া খবর দিল ছুটি বাবু আসিয়াছে। শৈল কহিল, ঐ বুঝি তা'রা এল। দিদি আর মা ভাঁড়ারে ব্যস্ত আছেন, তাঁদের অবকাশ হবার পূর্ব্বেই ওদের কোন মতে বিদায় করে দিয়ো।

অক্ষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, কি বক্‌শিষ মিল্‌বে?

শৈল কহিল—আমরা তোমার সব শালীরা মিলে তোমাকে শালীবাহন রাজা খেতাব দেব।

অক্ষয়। শালীবাহন দি সেকেণ্ড?

শৈল। সেকেণ্ড হতে যাবে কেন? সে শালীবাহনের নাম ইতিহাস থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তুমি হবে শালীবাহন দি গ্রেট্!

অক্ষয়। বল কি? আমার রাজ্যকাল থেকে জগতে নূতন শাল প্রচলিত হবে? এই বলিয়া অত্যন্ত সাড়ম্বর তানসহকারে ভৈরবীতে গান ধরিলেন—

তুমি আমায় করবে মস্ত লোক!
দেবে লিখে রাজার টীকে প্রসন্ন ঐ চোখ!

শৈলবালার প্রস্থান। ভৃত্য আদৃষ্ট হইয়া দুটি ভদ্রলোককে উপস্থিত করিল। একটি বিসদৃশ লম্বা, রোগা, বুট জুতাপরা, ধুতি প্রায় হাঁটুর কাছে উঠিয়াছে, চোখের নীচে কালি পড়া, ম্যালেরিয়া রোগীর চেহারা; বয়স বাইশ হইতে বত্রিশ পর্য্যন্ত যেটা খুসি হইতে পারে। আর একটি বেঁটেখাটো, অত্যন্ত দাড়ি গোঁফ-সঙ্কুল, নাকটি বটিকাকার, কপালটি ঢিবি, কালোকোলো গোলগাল।

অক্ষয় অত্যন্ত সৌহার্দ্য সহকারে উঠিয়া অগ্রসর হইয়া প্রবলবেগে শেক্‌হ্যাণ্ড করিয়া দুটি ভদ্রলোকের হাত প্রায় ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। বলিলেন আসুন মিষ্টার ন্যাথানিয়াল্ আসুন মিষ্টার জেরেমায়া, বসুন্ বসুন্! ওরে বরফ জল নিয়ে আয়রে, তামাক দে!

রোগা লোকটি সহসা বিজাতীয় সম্ভাষণে সঙ্কুচিত হইয়া মৃদুস্বরে বলিল, আজ্ঞে আমার নাম মৃত্যুঞ্জয় গাঙ্গুলী।

বেঁটে লোকটি বলিল—আমার নাম শ্রীদারুকেশ্বর মুখোপাধ্যায়!

অক্ষয়। ছি মশায়! ও নামগুলো এখনো ব্যবহার করেন বুঝি? আপনাদের ক্রিশ্চান্ নাম?

আগন্তুকদিগকে হতবুদ্ধি নিরুত্তর দেখিয়া কহিলেন—এখনো বুঝি নামকরণ হয়নি? তা তাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না, ঢের সময় আছে!

বলিয়া নিজের গুড়গুড়ির নল মৃত্যুঞ্জয়ের হাতে অগ্রসর করিয়া দিলেন। সে লোকটা ইতস্ততঃ করিতেছে দেখিয়া বলিলেন বিলক্ষণ! আমার সাম্‌নে আবার লজ্জা! সাত বছর বয়স থেকে লুকিয়ে তামাক খেয়ে পেকে উঠেছি। ধোঁয়া লেগে লেগে বুদ্ধিতে ঝুল পড়ে গেল! লজ্জা যদি করতে হয় তাহলে আমার ত আর ভদ্র সমাজে মুখ দেখাবার যো থাকে না।

তখন সাহস পাইয়া দারুকেশ্বর মৃত্যুঞ্জয়ের হাত হইতে ফস্ করিয়া নল কাড়িয়া লইয়া ফড়্ ফড়্ শব্দে টানিতে আরম্ভ করিল। অক্ষয়-কুমারকে পাকা ইয়ার বলিয়া ঠিক করিয়া উভয়ে পরম আরাম অনুভব করিল। গোড়াতেই ক্রিশ্চান্ নাম লইয়া আলোচনাটা একটা ইয়ার্কি বলিয়া বুঝিল। অক্ষয় পকেট হইতে কড়া বর্ম্মা চুরোট বাহির করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের হাতে দিলেন। যদিচ তাহার চুরোট অভ্যাস ছিল না, তবু সে সদ্য স্থাপতি ইয়ার্কির খাতিরে প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া মৃদুমন্দ টান দিতে লাগিল এবং কোন গতিকে কাশি চাপিয়া রাখিল।

অক্ষয় কহিলেন—এখন কাজের কথাটা সুরু করা যাক্! কি বলেন?

মৃত্যুঞ্জয় চুপ করিয়া রহিল, দারুকেশ্বর বলিল—তা'নয়ত কি? শুভস্য শীঘ্রং!—বলিয়া হাসিতে লাগিল, ভাবিল ইয়ার্কি জমিতেছে।

তখন অক্ষয় গম্ভীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মুর্গি না মাটন্?

মৃত্যুঞ্জয় অবাক্ হইয়া মাথা চুল্‌কাইতে লাগিল। দারুকেশ্বর বুঝিল নিশ্চয় ইহার মধ্যে মজা আছে, অপরিমিত হাসিতে আরম্ভ করিল। মৃত্যুঞ্জয় ক্ষুব্ধ লজ্জিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, এরা দুজন ত বেশ জমাইয়াছে, আমিই নিরেট বোকা!

অক্ষয় কহিলেন,—আরে মশায়, নাম শুনেই হাসি! তা হলেত গন্ধে অজ্ঞান এবং

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

পাতে পড়্‌লে মারাই যাবেন! তা'ষেটা হয় মনস্থির করে বলুন্—মুর্গি হবে না মাট্‌ন্ হবে?

তখন দুজনে বুঝিল আহারের কথা হইতেছে। ভীরু মৃত্যুঞ্জয় নিরুত্তর হইয়া ভাবিতে লাগিল। দারুকেশ্বর লালায়িত রসনায় একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল!

অক্ষয় কহিলেন—ভয় কিসের মশায়? নাচতে বসে ঘোম্‌টা? শুনিয়া দারুকেশ্বর দুই হাতে দুই পা চাপড়াইয়া হাসিতে লাগিল। কহিল, তা মুর্গিই ভাল, কট্‌লেট্, কি বলেন?

লুব্ধ মৃত্যুঞ্জয় সাহস পাইয়া বলিল, মাটান্‌টাই বা মন্দ কি ভাই! চপ্!—বলিয়া আর কথাটা শেষ করিতে পারিল না।

অক্ষয়। ভয় কি দাদা, দুই হবে! দোমনা করে খেয়ে সুখ হয় না।—চাকরকে ডাকিয়া বহিলেন—ওরে, মোড়ের মাথায় যে হোটেল আছে সেখান থেকে কলিমদ্দি খান্‌সামাকে ডেকে আন্ দেখি!

তাহার পর অক্ষয় বুড়ো আঙ্গুল দিয়া মৃত্যুঞ্জয়ের গা টিপিয়া মৃদুস্বরে। কহিলেন—বিয়ার, না শেরি?

মৃত্যুঞ্জয় লজ্জিত হইয়া মুখ বাঁকাইল। দারুকেশ্বর সঙ্গীটিকে বদ্‌রসিক বলিয়া মনে মনে গালি দিয়া কহিল—হুইস্কির বন্দোবস্ত নেই বুঝি?

অক্ষয় তাহার পিঠ চাপড়াইয়া কহিলেন—নেইত কি? বেঁচে আছি কি করে? বলিয়া বেহাগ সুরে গাহিয়া উঠিলেন—

যদি জিজ্ঞাসা কর আমার wish কি,
তোমার গা ছুঁয়ে বল্‌চি কেবলি হুইস্কি!

ক্ষীণ প্রকৃতি মৃত্যুঞ্জয়ও প্রাণপণে হাস্য করা কর্ত্তব্য বোধ করিল এবং দারুকেশ্বর ফস্ করিয়া একটা বই টানিয়া লইয়া টপাটপ্ বাজাইতে আরম্ভ করিল।

অক্ষয় দুলাইন গাহিয়া থামিবামাত্র দারুকেশ্বর বলিল দাদা, ওটা শেষ করে ফেল! বলিয়া নিজেই ধরিল," "যদি জিজ্ঞাসা কর আমার wish কি;"—মৃত্যুঞ্জয় মনে মনে তাহাকে বাহাদুরী দিতে লাগিল। অক্ষয় মৃত্যুঞ্জয়কে ঠেলা দিয়া কহিলেন, ধর না হে, তুমিও ধর!—সলজ্জ মৃত্যুঞ্জয় নিজের প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য মৃদুস্বরে যোগ দিল—অক্ষয় ডেস্ক্ চাপড়াইয়া বাজাইতে লাগিলেন। এক জায়গায় হঠাৎ থামিয়া গম্ভীর হইয়া কহিলেন—হাঁ, হাঁ, আসল কথাটা জিজ্ঞাসা করা হয় নি। এদিক ত সব ঠিক—এখন আপনারা কি হলে রাজি হন?

দারুকেশ্বর কহিল,—আমাদের বিলেতে পাঠাতে হবে।

অক্ষয় কহিলেন—সে ত হবেই। তার না কাট্‌লে কি শ্যাম্পেনের ছিপি খোলে? দেশে আপনাদের মত লোকের বিদ্যে বুদ্ধি চাপা থাকে, বাঁধন কাট্‌লেই একেবারে নাকে মুখে চোখে উছ্‌লে উঠবে।

দারুকেশ্বর অত্যন্ত খুসি হইয়া অক্ষয়ের হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল, দাদা, এইটে তোমাকে করে দিতেই হচ্চে! বুঝলে?

অক্ষয় কহিলেন, সে কিছুই শক্ত নয়। কিন্তু ব্যাপ্‌টাইজ আজই ত হবেন?

দারুকেশ্বর ভাবিল ঠাট্টাটা বোঝা যাইতেছে না। হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিল, সেটা কি রকম?

অক্ষয় কিঞ্চিৎ বিস্ময়ের ভাবে কহিলেন—কেন, আপনারা ত জানেন, রেভারেণ্ড বিশ্বাস আজ রাত্রেই আস্‌চেন। ব্যাপ্‌টিজম্ না হলে ত ক্রিশ্চান্ মতে বিবাহ হতে পারে না!

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

মৃত্যুঞ্জয় অত্যন্ত ভীত হইয়া কহিল—ক্রিশ্চান মতে কি মশায়?

অক্ষয় কহিলেন—আপনি যে আকাশ থেকে পড়লেন! সে হচ্চে না—ব্যাপ্‌টাইজ যেমন করে হোক্, আজ র'ত্রেই সারতে হচ্চে। কিছুতেই ছাড়ব না।

মৃত্যুঞ্জয় জিজ্ঞাসা করিল—আপনারা ক্রিশ্চান না কি?

অক্ষয়। মশায়, ন্যাকামি রাখুন। যেন কিছুই জানেন না।

মৃত্যুঞ্জয় অত্যন্ত ভীত ভাবে কহিল—মশায়, আমরা হিঁদু, ব্রাহ্মণের ছেলে, জাত খোয়াতে পারব না!

অক্ষয় হঠাৎ অত্যন্ত উদ্ধতস্বরে কহিলেন—জাত কিসের মশায়! এ দিকে কলিমদ্দির হাতে মুর্গি খাবেন, বিলেত যাবেন, আবার জাত!

মৃত্যুঞ্জয় ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া কহিল—চুপ, চুপ, চুপ করুন্! কে কোথা থেকে শুনতে পাবে।

তখন দারুকেশ্বর কহিল—ব্যস্ত হবেন না মশায়, একটু পরামর্শ করে দেখি!—বলিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে একটু অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া বলিল, বিলেত থেকে ফিরে সেই ত একবার প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তেই হবে—তখন ডবল্ প্রায়শ্চিত্ত করে একেবারে ধর্ম্মে ওঠা যাবে। এ সুযোগটা ছাড়লে আর বিলেত যাওয়াটা ঘটে উঠবে না! দেখ্‌লি ত কোন শ্বশুরই রাজি হল না। আর ভাই, ক্রিশ্চানের হুঁকোয় তামাকই যখন খেলুম তখন ক্রিশ্চান্ হতে আর বাকি কি রৈল?—এই বলিয়া অক্ষয়ের কাছে আসিয়া কহিল—বিলেত যাওয়াটা ত নিশ্চয় পাকা? তা হলে ক্রিশ্চান্ হ'তে রাজি আছি।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, কিন্তু আজ রাতটা থাক্।

দারুকেশ্বর কহিল—হতে হয় ত চট্‌পট্ সেরে ফেলে পাড়ি দেওয়াই ভাল—গোড়াতেই বলেছি শুভস্য শীঘ্রং।

ইতিমধ্যে অন্তরালে রমণীগণের সমাগম। দুই থালা ফল মিষ্টান্ন লুচি ও বরফ জল লইয়া ভৃত্যের প্রবেশ। ক্ষুব্ধ দারুকেশ্বর কহিল—কই মশায়, অভাগার অদৃষ্টে মুর্গি বেটা উড়েই গেল না কি? কট্‌লেট্ কোথায়?

অক্ষয় মৃদুস্বরে বলিলেন,—আজকের মত এইটেই চলুক!

দারুকেশ্বর কহিল—সে কি হয় মশায়! আশা দিয়ে নৈরাশ! শ্বশুর বাড়ি এসে মটন চাপ খেতে পাব না? আর এ যে বরফ জল মশায়, আমার আবার সর্দ্দির ধাত, সাদা জল সহ্য হয় না! বলিয়া গান জুড়িয়া দিল—"যদি জিজ্ঞাসা কর, আমার Wish কি" ইত্যাদি। অক্ষয় মৃত্যুঞ্জয়কে কেবলি টিপিতে লাগিলেন এবং অস্পষ্ট স্বরে কহিতে লাগিলেন, ধর না হে, তুমিও ধর না—চুপচাপ কেন;—সে ব্যক্তি কতক ভয়ে কতক লজ্জায় মৃদু মৃদু যোগ দিতে লাগিল! গানের উচ্ছ্বাস থামিলে অক্ষয় আহার পাত্র দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—নিতান্তই কি এটা চল্‌বে না?

দারুকেশ্বর ব্যস্ত হইয়া কহিল, না মশায়, ও সব রুগীর পথ্যি চল্‌বে না। মুর্গি না খেয়েই ত ভারতবর্ষ গেল! বলিয়া ফড়্ ফড়্ করিয়া গুড়্‌গুড়ি টানিতে লাগিল। অক্ষয় কাণের কাছে আসিয়া লক্ষৌ ঠুংরিতে ধরাইয়া দিলেন—

কতকাল রবে বল ভারতরে
শুধু ডাল ভাত জল পথ্য করে!

শুনিয়া দারুকেশ্বর উৎসাহসহকারে গানটা ধরিল এবং মৃত্যুঞ্জয়ও অক্ষয়ের গোপন ঠেলা খাইয়া সলজ্জভাবে মৃদু মৃদু যোগ দিতে লাগিল।

অক্ষয় আবার কাণে কাণে ধরাইয়া দিলেন—

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

দেশে অন্নজলের হল ঘোর্ অনটন,
ধর হুইস্কি সোডা আর মুর্গিমটন!

অমনি দারুকেশ্বর মাতিয়া উঠিয়া উর্দ্ধস্বরে ঐ পদটা ধরিল এবং অক্ষয়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের প্রবল উৎসাহে মৃত্যুঞ্জয়ও কোন মতে সঙ্গে সঙ্গে যোগ দিয়া গেল।

অক্ষয় পুনশ্চ ধরাইয়া দিলেন—

যাও ঠাকুর চৈতন চুট্‌কি নিয়া!
এস দাড়ি নাড়ি কলিমদ্দি মিঞা!

যতই উৎসাহসহকারে গান চলিল, দ্বারের পার্শ্ব হইতে উস্‌খুস্ শব্দ শুনা যাইতে লাগিল এবং অক্ষয় নিরীহ ভালমানুষটির মত মাঝে মাঝে সেই দিকে কটাক্ষপাত করিতে লাগিলেন।

এমন সময় ময়লা ঝাড়ন হাতে কলিমদ্দি আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। দারুকেশ্বর উৎসাহিত হইয়া কহিল,—এই যে চাচা! আজ রান্নাটা কি হয়েছে বল দেখি!

সে অনেক গুলা ফর্দ্দ দিয়া গেল। দারুকেশ্বর কহিল কোনটাইত মন্দ শোনাচ্চেনা হে! (অক্ষয়ের প্রতি) মশায়, কি বিবেচনা করেন? ওর মধ্যে বাদ দেবার কি কিছু আছে?

অক্ষয় অন্তরালের দিকে কটাক্ষ করিয়া কহিলেন—সে আপনারা যা ভাল বোঝেন্।

দারুকেশ্বর কহিল, আমার ত মত, ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ বলে সব কটাকেই আদর করে নিই!

অক্ষয়। তা ত বটেই ওঁরা সকলেই পূজ্য।

কলিমদ্দি সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। অক্ষয় কিঞ্চিৎ গলা চড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মশায়রা কি তা'হলে আজ রাত্রেই ক্রিশ্চান হতে চান্।

খানার আশ্বাসে প্রফুল্লচিত্ত দারুকেশ্বর কহিল—আমার ত কথাই আছে, শুভস্য শীঘ্রং। আজই ক্রিশ্চান্ হব, এখনি ক্রিশ্চান হব, ক্রিশ্চান্ হয়ে তবে অন্য কথা! মশায়, আর ঐ পুঁই শাক কলাইয়ের ডাল খেয়ে প্রাণ বাঁচে না! আনুন্ আপনার পাদ্রি ডেকে! বলিয়া পুনশ্চ উচ্চস্বরে গান ধরিল—

যাও ঠাকুর চৈতন চুট্‌কি নিয়া,
এস দাড়ি নাড়ি কলিমদ্দি মিঞা!

চাকর আসিয়া অক্ষয়ের কাণে কাণে কহিল—মাঠাকরুণ একবার ডাক্‌চেন।

অক্ষয় উঠিয়া দ্বারের অন্তরালে গেলে জগত্তারিণী কহিলেন—এ কি! কাণ্ডটা কি?

অক্ষয় গম্ভীর মুখে কহিলেন—মা সে সব পরে হবে এখন ওরা হুইস্কি চাচ্চে, কি করি? তোমার পায়ে মালিশ করবার জন্যে সেই যে ব্রাণ্ডি এসেছিল, তার কি কিছু বাকি আছে?

জগত্তারিণী হতবুদ্ধি হইয়া কহিলেন, বল কি বাছা? ব্রাণ্ডি খেতে দেবে?

অক্ষয় কহিলেন, কি করব মা, শুনেইছ ত ওর মধ্যে একটী ছেলে আছে যার জল খেলেই সর্দ্দি হয়, মদ না খেলে আর একটীর মুখে কথাই বের হয় না!

জগত্তারিণী কহিলেন—ক্রিশ্চান্ হবার কথা কি বল্‌চে ওরা?

অক্ষয় কহিলেন—ওরা বল্‌চে হিঁদু হয়ে খাওয়া দাওয়ার বড় অসুবিধে, পুঁই শাক কড়াইয়ের ডাল খেলে ওদের অসুখ করে!

জগত্তারিণী অবাক্ হইয়া কহিলেন, তাই বলে কি ওদের আজ রাতেই মুর্গি খাইয়ে ক্রিশ্চান্ করবে নাকি।

অক্ষয় কহিলেন, তা মা ওরা যদি রাগ করে চলে যায় তা হলে দুটি পাত্র এখনি হাত ছাড়া হবে। তাই ওরা যা বল্‌চে তাই শুনতে হচ্চে, আমাকে সুদ্ধ মদ ধরাবে দেখ্‌চি।

পুরবালা কহিলেন—বিদায় কর, বিদায় কর, এখনি বিদায় কর!

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

জগত্তারিণী ব্যস্ত হইয়া কহিলেন—বাবা, এখানে মুর্গি খাওয়া টাওয়া হবে না, তুমি ওদের বিদায় করে দাও। আমার ঘাট হয়েছিল আমি রসিক কাকাকে পাত্র সন্ধান করতে দিয়েছিলুম! তাঁর দ্বারা যদি কোন কাজ পাওয়া যায়!

রমণীগণের প্রস্থান। অক্ষয় ঘরে আসিয়া দেখেন, মৃত্যুঞ্জয় পলায়নের উপক্রম করিতেছে এবং দারুকেশ্বর হাত ধরিয়া তাহাকে টানাটানি করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। অক্ষয়ের অবর্ত্তমানে মৃত্যুঞ্জয় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। অক্ষয় ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র মৃত্যুঞ্জয় রাগের স্বরে বলিয়া উঠিল, না মশায় আমি ক্রিশ্চান্ হতে পারব না, আমার বিয়ে করে কাজ নেই।

অক্ষয় কহিলেন, তা মশায়, আপনাকে কে পায়ে ধরাধরি করচে!

দারুকেশ্বর কহিল, আমি রাজি আছি মশায়!

অক্ষয় কহিলেন, রাজি থাকেন ত গির্জ্জেয় যান না মশায়! আমার সাত পুরুষে ক্রিশ্চান্ করা ব্যবসা নয়!

দারুকেশ্বর কহিল—ঐ যে কোন্ বিশ্বাসের কথা বল্লেন—

অক্ষয়। তিনি টেরেটির বাজারে থাকেন, তাঁর ঠিকানা লিখে দিচ্চি।

দারুকেশ্বর। আর বিবাহটা?

অক্ষয়। সেটা এ বংশে নয়।

দারুকেশ্বর। তাহলে এতক্ষণ পরিহাস করছিলেন মশায়? খাওয়াটাও কি—

অক্ষয়। সেটাও এ ঘরে নয়।

দারুকেশ্বর। অন্ততঃ হোটেলে?

অক্ষয়। সে কথা ভাল।—বলিয়া টাকার ব্যাগ হইতে গুটিকয়েক টাকা বাহির করিয়া ছুটিকে বিদায় করিয়া দিলেন।

তখন নৃপর হাত ধরিয়া টানিয়া নীরবালা বসন্তকালের দম্কা হাওয়ার মত ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। কহিল, মুখুয্যে মশায়, দিদি ত ছুটির কোনটিকেই বাদ দিতে চান্ না!

নৃপ তাহার কপোলে গুটি দুই তিন অঙ্গুলির আঘাত করিয়া কহিল, ফের মিথ্যে কথা বলচিস্?

অক্ষয়। ব্যস্ত হস্‌নে ভাই, সত্য মিথ্যের প্রভেদ আমি একটু একটু বুঝতে পারি। এ রকম জায়গায় সত্য কথা বল্লে সত্যের অপমান করা হয়।

নীরু। আচ্ছা মুখুয্যে মশায়, এ ছুটি কি রসিক দাদার রসিকতা, না আমাদের সেজ দিদিরই ফাঁড়া?

অক্ষয়। বন্দুকের সকল গুলিই কি লক্ষ্যে গিয়ে লাগে? প্রজাপতি টার্গেট প্র্যাক্‌টিস্ করছিলেন, এ ছুটো ফস্‌কে গেল। প্রথম প্রথম এমন গোটাকতক হয়েই থাকে। এই হতভাগ্য ধরা পড়বার পূর্ব্বে তোমার দিদির ছিপে অনেক জলচর ঠোকর দিয়ে গিয়েছিল, বঁড়শি বিঁধল কেবল আমারি কপালে!—বলিয়া কপালে চপেটাঘাত করিলেন!

নৃপ। এখন থেকে রোজই প্রজাপতির প্র্যাক্‌টিস চল্‌বে না কি মুখুয্যে মশায়? তা হলে ত আর বাঁচা যায় না!

নীরু। কেন ভাই দুঃখ করিস্? রোজই কি ফস্কাবে? একটা না একটা এসে ঠিক মতন পৌঁছবে।

রসিকের প্রবেশ।

নীরু। রসিক দাদা, এবার থেকে আমরাও তোমার জন্যে পাত্রী যোটাচ্চি।

রসিক। সে ত সুখের বিষয়!

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

নীরু। হাঁ! সুখ দেখিয়ে দেব! তুমি নিজে থাক হোগ্‌লার ঘরে, আর পরের দালানে আগুন লাগাতে চাও! আমাদের হাতে টীকে নেই? আমাদের সঙ্গে যদি লাগ, তা হলে তোমার দু দুটো বিয়ে দিয়ে দেব—মাথায় যে ক'টি চুল আছে সাম্‌লাতে পারবে না!

রসিক। দেখ্ দিদি, দুটো আস্ত জন্তু এনেছিলুম বলেই ত রক্ষে পেলি, যদি মধ্যম রকমের হত, তা হলেই ত বিপদ ঘট্‌ত। যাঁকে জন্তু বলে চেনা যায় না, সেই জন্তুই ভয়ানক!

অক্ষয়। সে কথা ঠিক। মনে মনে আমার ভয় ছিল, কিন্তু একটু পিঠে হাত বুলবামাত্রই চট্‌পট্ শব্দে ল্যাজ নড়ে উঠ্‌ল। কিন্তু মা বল্‌চেন কি?

রসিক। সে যা বল্‌চেন সে আর পাঁচ জনকে ডেকে ডেকে শোনাবার মত নয়। সে আমি অন্তরের মধ্যেই রেখে দিলুম! যা হোক্ শেষে এই স্থির হয়েছে, তিনি কাশীতে তাঁর বোনপোর কাছে যাবেন, সেখানে পাত্রেরও সন্ধান পেয়েছেন, তীর্থদর্শনও হবে।

নীরু। বল কি, রসিক দাদা! তা হলে এখানে আমাদের রোজ রোজ নূতন নূতন নমুনা দেখা বন্ধ?

নৃপ। তোর এখনো সখ আছে নাকি?

নীরু। এ কি সখের কথা হচ্চে? এ হচ্চে শিক্ষা। রোজ রোজ অনেক গুলি দৃষ্টান্ত দেখ্‌তে দেখ্‌তে জিনিষটা সহজ হয়ে আস্‌বে; যেটিকে বিয়ে কর্‌বি সেই প্রাণীটিকে বুঝ্‌তে কষ্ট হবে না।

নৃপ। তোমার প্রাণীকে তুমি বুঝে নিয়ো আমার জন্যে তোমার ভাব্‌তে হবে না!

নীরু। সেই কথাই ভাল—তুইও নিজের জন্যে ভাবিস্ আমিও নিজের জন্যে ভাব্‌ব—কিন্তু রসিক দাদাকে আমাদের জন্যে ভাব্‌তে দেওয়া হবে না।

নৃপ নীরুকে বলপূর্ব্বক টানিয়া লইয়া গেল। শৈলবালা ঘরে প্রবেশ করিয়াই বলিল—রসিকদা তোমার ত মার সঙ্গে কাশী গেলে চল্‌বে না—আমরা যে চিরকুমার সভার সভ্য হব, আবেদন পত্রের সঙ্গে প্রবেশিকার দশটা টাকা পাঠিয়ে দিয়ে বসে আছি।

অক্ষয় কহিলেন, মার সঙ্গে কাশী যাবার জন্যে আমি লোক ঠিক করে দেব এখন, সে জন্যে ভাবনা নেই।

শৈল। এই যে মুখুয্যে মশায়! তুমি তাদের কি বানর বানিয়েই ছেড়ে দিলে—শেষকালে বেচারাদের জন্যে আমার মায়া করছিল!

অক্ষয়। বানর কেউ বানাতে পারে না শৈল, ওটা প্রকৃতি বানিয়ে রাখেন। ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ থাকা চাই! যেমন কবি হওয়া আর কি! ল্যাজই বল কবিত্বই বল ভিতরে না থাক্‌লে জোর করে টেনে বের করবার যো নেই!

পুরবালা প্রবেশ করিয়া কেরোসিন্ ল্যাম্পটা লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া কহিল—বেহারা কি রকম আলো দিয়ে গেছে, মিট্‌মিট্ করচে! ওকে বলে বলে পারা গেল না!

অক্ষয়। সে বেটা জানে অন্ধকারেই আমাকে বেশী মানায়।

পুরবালা। আলোতে মানায় না? বিনয় হচ্চে না কি? এটা ত নতুন দেখ্‌চি!

অক্ষয়। আমি বল্‌ছিলুম, বেহারা বেটা চাঁদ বলে আমাকে সন্দেহ করেচে!

পুর। ওঃ তাই ভাল! তা ওর মাইনে বাড়িয়ে দাও! কিন্তু রসিক দাদা, আজ কি কাণ্ডটাই করলে!

রসিক। ভাই, বর ঢের পাওয়া যায়

কিন্তু সবাই বিবাহযোগ্য হয় না, সেইটের একটা সামান্য উদাহরণ দিয়ে গেলুম।

পুর। সে উদাহরণ না দেখিয়ে ছটো একটা বিবাহযোগ্য বরের উদাহরণ দেখালেই ত ভাল হত।

শৈল। সে ভার আমি নেয়েছি দিদি।

পুর। তা আমি বুঝেছি! তুমি আর তোমার মুখুয্যে মশায়ে মিলে ক'দিন ধরে যে রকম পরামর্শ চল্‌চে একটা কি কাণ্ড হবেই।

অক্ষয়। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ত আজ হয়ে গেল।

রসিক। লঙ্কাকাণ্ডের আয়োজনও হচ্চে, চিরকুমার সভার স্বর্ণলঙ্কায় আগুন লাগাতে চলেছি।

পুর। শৈল তার মধ্যে কে ?

রসিক। হনুমান ত নয়ই।

অক্ষয়। উনিই হচ্চেন স্বয়ং আগুন।

রসিক। এক ব্যক্তি ওঁকে ল্যাজে করে নিয়ে যাবেন!

পুর। আমি কিছু বুঝ্‌তে পারচিনি! শৈল, তুই চিরকুমার সভায় যাবি না কি!

শৈল। আমি যে সভ্য হব!

পুর। কি বলিস্ তার ঠিক নেই! মেয়ে মানুষ আবার সভ্য হবে কি!

শৈল। আজকাল মেয়েরাও যে সভ্য হয়ে উঠেছে। তাই আমি শাড়ি ছেড়ে চাপ-কান ধরব ঠিক করেছি।

পুর। বুঝেছি, ছদ্মবেশে সভ্য হ'তে যাচ্চিস বুঝি! চুলটাত কেটেই চিস্, ঐটেই বাকি ছিল। তোমাদের যা খুসি কর, আমি এর মধ্যে নেই।

অক্ষয়। না, না, তুমি এ দলে ভিড়ো না! আর যার খুসি পুরুষ হোক্, আমার অদৃষ্টে তুমি চিরদিন মেয়েই থেকো—নইলে ব্রীচ অফ্ কণ্ট্রাক্ট—সে বড় ভয়ানক মকদ্দমা!—বলিয়া সিন্ধুতে গান ধরিলেন—

ওগো চির-পুরাণো চাঁদ!
তুমি চির দিবস এমনি থেকো আমার
এই সাধ!
ঐ পুরাণো হাসি, পুরাণো সুধা, মিটায়
মম পুরাণো ক্ষুধা,
নূতন কোন চকোর যেন পায় না পরসাদ!

পুরবালা রাগ করিয়া চলিয়া গেল। অক্ষয় শৈলবালাকে আশ্বাস দিয়া কহিলেন—ভয় নেই! রাগটা হয়ে গেলেই মনটা পরিষ্কার হবে—একটু অনুতাপও হবে—সেইটেই সুযোগের সময়।

রসিক। কোপো যত্র ভ্রূকুটিরচনা, নিগ্রহো যত্র মৌনং,
যত্রান্যোহন্যস্মিতমনুনয়ং যত্র দৃষ্টিঃ প্রসাদঃ,—

শৈল। রসিক দাদা তুমি ত দিব্যি শ্লোক আউড়ে চলেচ—কোপ জিনিষটা কি, তা মুখুয্যে মশায় টের পাবেন।

রসিক। আরে ভাই, বদল করতে রাজি আছি! মুখুয্যে মশায় যদি শ্লোক আওড়াতেন আর আমাকেই যদি মান ভাঙ্গাতে হত তা হলে এই পোড়া কপালকে সোণা দিয়ে বাঁধিয়ে রাখ্‌তুম। কিন্তু দিদি, ঐ জলখাবারের থালা ছটি ত মান করে নি, বসে গেলে বোধ হয় আপত্তি নেই ?

অক্ষয়। ঠিক ঐ কথাটাই ভাবছিলুম।

উভয়ে আহারে উপবেশন করিলেন, শৈলবালা পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগি-লেন।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

শৈলবালা ডাকিল—মুখুয্যে মশায়!

অক্ষয় অত্যন্ত ত্রস্তভাব দেখাইয়া কহিলেন-আবার মুখুয্যে মশায়! এই বালিখিল্য মুনিদের ধ্যানভঙ্গ ব্যাপারের মধ্যে আমি নেই!

শৈলবালা। ধ্যানভঙ্গ আমরা করব। কেবল মুনিকুমার গুলিকে এই বাড়িতে আনা চাই।

অক্ষয় চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন—সভাসুদ্ধ এইখানে উৎপাটিত করে আন্‌তে হবে? যত দুঃসাধ্য কাজ সবই এই একটিমাত্র মুখুয্যে মশায়কে দিয়ে?

শৈলবালা হাসিয়া কহিল, মহাবীর হবার ঐত মুস্কিল! যখন গন্ধমাদনের প্রয়োজন হয়েছিল তখন নল নীল অঙ্গদকে ত কেউ পোছেও নি!

অক্ষয় গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, ওরে পোড়ারমুখী, ত্রেতাযুগের পোড়ার মুখোকে ছাড়া আর কোন উপমাও তোর মনে উদয় হল না? এত প্রেম!

শৈলবালা কহিল—হাঁ গো এতই প্রেম!

অক্ষয় ভৈরোঁতে গাহিয়া উঠিলেন—

পোড়া মনে শুধু পোড়া মুখ জাগেরে!
এত আছে লোক, তবু পোড়া চোখে
আর কেহ নাহি লাগেরে!

আচ্ছা, তাই হবে! পঙ্গপাল ক'টাকে শিখার কাছে তাড়িয়ে নিয়ে আস্‌ব। তাহলে চট্‌করে আমাকে একটা পান এনে দাও তোমার স্বহস্তের রচনা!

শৈল। কেন দিদির হস্তের—

অক্ষয়। আরে দিদির হস্ত ত যোগাড় করেইচি, নইলে পাণিগ্রহণ কি জন্যে? এখন অন্য পদ্মহস্তগুলির প্রতি দৃষ্টি দেবার অবকাশ পাওয়া গেছে!

শৈল। আচ্ছা গো মশায়! পদ্মহস্ত তোমার পানে এমনি চুণ মাখিয়ে দেবে যে, পোড়ারমুখ আবার পুড়বে!

অক্ষয় গাহিলেন—

যারে মরণ দশায় ধরে
সে যে শতবার করে মরে।
পোড়া পতঙ্গ যত পোড়ে তত
আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ে!

শৈল। মুখুয্যে মশায় ও কাগজের গোলাটা কিসের?

অক্ষয়। তোমাদের সেই সভ্য হবার আবেদন পত্র এবং প্রবেশিকার দশটাকার নোট পকেটে ছিল, ধোবা বেটা কেচে এমনি পরিষ্কার করে দিয়েছে, একটা অক্ষরও দেখতে পাচ্চিনে। ও বেটা বোধ হয় স্ত্রীস্বাধীনতার ঘোরতর বিরোধী, তাই তোমার ঐ পত্রটা একবারে আগাগোড়া সংশোধন করে দিয়েছে।

শৈল। এই বুঝি!

অক্ষয়। চারটিতে মিলে স্মরণশক্তি যুড়ে বসে আছ, আর কিছু কি মনে রাখ্‌তে দিলে?

সকলি ভুলেছে ভোলামন
ভোলেনি ভোলেনি শুধু ঐ চন্দ্রানন।

১০ নম্বর মধুমিস্ত্রির গলিতে একতলায় একটি ঘরে চিরকুমার সভার অধিবেশন হয়। বাড়িটি সভাপতি চন্দ্রমাধব বাবুর বাসা। তিনি লোকটি ব্রাহ্ম কালেজের অধ্যাপক। দেশের কাজে অত্যন্ত উৎসাহী; মাতৃভূমির উন্নতির জন্য ক্রমাগতই নানা মৎলব তাঁহার মাথায় আসিতেছে। শরীরটি কৃশ কিন্তু কঠিন, মাথাটা মস্ত, বড় দুইটি চোখ অন্যমনস্ক খেয়ালে পরিপূর্ণ। প্রথমটা সভায় সভ্য অনেকগুলি ছিল। সম্প্রতি সভাপতি বাদে তিনটিতে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

আসিয়া ঠেকিয়াছে। যূথভ্রষ্টগণ বিবাহ করিয়া গৃহী হইয়া রোজগারে প্রবৃত্ত। এখন তাঁহারা কোনপ্রকার চাঁদার খাতা দেখিলেই প্রথমে হাসিয়া উড়াইয়া দেন, তাহাতেও খাতাধারী টিঁকিয়া থাকিবার লক্ষণ প্রকাশ করিলে গালি দিতে আরম্ভ করেন। নিজেদের দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়া দেশহিতৈষীর প্রতি তাঁহাদের অত্যন্ত অবজ্ঞা জন্মিয়াছে।

বিপিন, শ্রীশ, এবং পূর্ণ তিনটি সভ্য কালেজে পড়িতেছে, এখনো সংসারে প্রবেশ করে নাই। বিপিন ফুটবল্ খেলে, তাহার শরীরে অসামান্য বল, পড়াশুনা কখন্ করে কেহ বুঝিতে পারে না, অথচ চট্‌পট্ একজামিন পাস করে। শ্রীশ বড় মানুষের ছেলে, স্বাস্থ্য তেমন ভাল নয় তাই বাপ মা পড়াশুনার দিকে তত বেশী উত্তেজনা করেন না—শ্রীশ নিজের খেয়াল লইয়া থাকে। বিপিন এবং শ্রীশের বন্ধুত্ব অবিচ্ছেদ্য।

পূর্ণ গৌরবর্ণ; একহারা, লঘুগামী, ক্ষিপ্রকারী, দ্রুতভাষী, সকল বিষয়ে গাঢ় মনোযোগ, চেহারা দেখিয়া মনে হয় দৃঢ়-সংকল্প কাজের লোক। পূর্ণ অল্পদিন হইল সভ্য হইয়াছে—সে ইতিহাসটুকু বলা আবশ্যক।

সে ছিল চন্দ্রমাধব বাবুর ছাত্র। ভালরূপ পাশ করিয়া ওকালতী দ্বারা সুচারুরূপ জীবিকা নির্ব্বাহ করিবার প্রত্যাশায় সে রাত জাগিয়া পড়া করে। দেশের কাজ লইয়া নিজের কাজ নষ্ট করা তাহার সংকল্পের মধ্যে ছিল না। চিরকৌমার্য্য তাহার কাছে অত্যন্ত মনোহর বলিয়া বোধ হইত না। সন্ধ্যাবেলায় নিয়মিত আসিয়া সে চন্দ্রবাবুর নিকট হইতে পাস করিবার উপযুক্ত নোট লইত; এবং সে মনে মনে নিশ্চয় জানিত যে, চির কৌমার্য্য ব্রত না লওয়াতে এবং নিজের ভবিষ্যৎ মাটি করিবার জন্য লেশমাত্র ব্যগ্র না হওয়াতে তাহার প্রতি চন্দ্রমাধব বাবুর শ্রদ্ধামাত্র ছিল না, কিন্তু সেজন্য সে কখনো অসহ্য দুঃখানুভব করে নাই।

একদিন সন্ধ্যাকালে কেরোসিন্ ল্যাম্পের সম্মুখে বসিয়া চন্দ্রমাধববাবুর নিকট হইতে গ্রন্থের বিশেষ পাঠ্য জায়গায় পূর্ণ নীল পেন্সিলের দাগ দিয়া লইতেছিল, এমন সময় একটি উচ্চমধুর কণ্ঠ ডাকিয়া উঠিল—মামা! এবং তখনি একটি কন্যা মুক্তবেণী আন্দোলন পূর্ব্বক আচম্‌কা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। চন্দ্রমাধব বাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "যাচ্চি ফেনি!" তখন উক্ত আকস্মিক অভ্যাগতা তাহার মাতুলের ছাত্রটিকে দেখিতে পাইয়া সচকিতে জিভ কাটিয়া দ্রুতপদে পলায়ন করিল। কিন্তু সহসা পাঠগৃহের মধ্যে অনাহূত বিদ্যুৎশিখা আসিয়া অধ্যয়নের মাথায় বজ্রাঘাত করিয়া গেল, পাঠশালার বদ্ধবাতাস উত্তরে দক্ষিণে তড়িৎকম্পনে বারংবার তরঙ্গিত হইতে লাগিল!

কন্যাটির নাম নির্ম্মলা, চন্দ্রমাধব বাবুর পিতৃমাতৃহীনা ভাগিনেয়ী। চন্দ্রবাবু তাহাকে বরাবর শিক্ষা দিয়া আসিয়াছেন। চন্দ্রবাবু তাহার নিকট নরলোকে দেবতার আদর্শ। চন্দ্রবাবুর সমস্ত কথা মধুরতর কণ্ঠে, সমস্ত মত তীব্রতর আবেগে, সমস্ত কার্য্য অন্ধতর উৎসাহে এই বালিকাকে আশ্রয় করিয়া আছে। সেও কখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছে যে, বিবাহ না করিয়া সে দেশের কাজেই জীবন উৎসর্গ করিবে। দেশের কাজকে সে আপনার মনে অনুবাদ করিয়াছিল চন্দ্রমাধব বাবুর কাজ। বাস্তবিক দেশের কাজ করিবার লোক অল্প থাকিতে পারে কিন্তু চন্দ্রমাধব বাবুর কাজ করিবার লোকের বিশেষ প্রয়োজন। বই পড়িয়া পড়িয়া তাঁহার দৃষ্টিশক্তি

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b0003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ক্ষীণ কিন্তু কোনমতে চস্‌মা ব্যবহার করেন না, সকল জিনিষ ক্রমাগত চোখের কাছে আনিয়া আনিয়া দেখেন সুতরাং সংসারের অধিকাংশ পদার্থই তাঁহার দৃষ্টি-সীমার বহির্ভূত। হাতে পেন্সিল লইয়া তিনি পেন্সিল খোঁজেন, ট্রামে যাইবার সময় পয়সা লইয়া যান না, ধুতি পরিবার সময় নির্ম্মলার চওড়া লালপেড়ে সাড়ি পরিয়া বসেন এবং দর্শকগণ হাস্য সম্বরণে অক্ষম হইলে তাহার কোনই কারণ বুঝিতে পারেন না। নির্ম্মলা সতর্কচিত্তে এইগুলি সর্ব্বদা সংশোধন পূর্ব্বক অধ্যাপক মহাশয়কে ভদ্রসমাজের প্রচলিত রীতিনীতির মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

বলা বাহুল্য, পূর্ণর তরুণ চক্ষু নিজের সমস্ত কর্ত্তব্য নিমেষের মধ্যে পরিহার করিয়া সেদিনকার সেই ক্ষণিক দৃশ্যটি ভাল করিয়াই দেখিয়া লইয়াছিল। ইহার পর কিছুদিন সে পড়িতে পড়িতে চমকিয়া উঠিত; দ্বারের দিকে দৃষ্টিপাত করিত, তাহার মনে হইত যেন অদূরে চকিত চরণের ত্রস্ত শব্দ শুনা যাইতেছে।

পূর্ণ তাহাদের অধ্যয়নের নির্দ্দিষ্টসময়ের পূর্ব্বেই যাতায়াত করা আরম্ভ করাতে প্রায়ই এমন হইতে লাগিল যে, সেও সিঁড়িতে উঠিতেছে নির্ম্মলাও নামিতেছে, মধ্যপথে সাক্ষাৎ। কোনদিন বা পূর্ণ অধ্যয়ন গৃহে আসিয়া দেখে নির্ম্মলা তাহার মামার পেন্সিল কাগজ নোটবই গুছাইয়া রাখিতেছে, ক্ষীণদৃষ্টি অধ্যাপকের জন্য আলোক-শিখা সযত্নে উজ্জ্বলতর করিয়া তুলিতেছে। এইরূপে পূর্ণ প্রায় প্রত্যহই এই সেবাব্রতধারিণী সুন্দর বালিকার অশ্রান্ত মঙ্গল কার্য্যের অকস্মাৎ পরিচয় পাইতে লাগিল।

এইরূপে কিছু দিন যাইতেই চন্দ্রমাধব বাবুর শ্রদ্ধা পূর্ণর কাছে আর উপেক্ষণীয় বলিয়া বোধ হইল না। সে চিরকুমার সভার সভ্য হইল। ছাত্রের চরিত্রের প্রতি নিজের "নৈতিক প্রভাবে" চন্দ্রমাধব বাবু অত্যন্ত শ্লাঘা বোধ করিলেন।

সে দিন সভা বসিয়াছে। চন্দ্রমাধব বাবু বলিতেছেন, আমাদের এই সভার সভ্যসংখ্যা অল্প হওয়াতে কারো হতাশ্বাস হবার কোন কারণ নেই—

তাঁহার কথা শেষ না হইতেই রুগ্নকায় উৎসাহী শ্রীশ বলিয়া উঠিল—হতাশ্বাস! সেইত আমাদের সভার গৌরব! এ সভার মহৎ আদর্শ এবং কঠিনবিধান কি সর্ব্বসাধারণের উপযুক্ত! আমাদের সভা অল্প লোকের সভা।

চন্দ্রমাধব বাবু কার্য্যবিবরণের খাতাটা চোখের কাছে তুলিয়া ধরিয়া কহিলেন—কিন্তু আমাদের আদর্শ উন্নত এবং বিধান কঠিন বলেই আমাদের বিনয় রক্ষা করা কর্ত্তব্য; সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিত আমরা আমাদের সঙ্কল্প সাধনের যোগ্য না হতেও পারি। ভেবে দেখ পূর্ব্বে আমাদের মধ্যে এমন অনেক সভ্য ছিলেন যাঁরা হয়ত আমাদের চেয়ে সর্ব্বাংশে মহত্তর ছিলেন, কিন্তু তাঁরাও নিজের সুখ এবং সংসারের প্রবল আকর্ষণে একে একে লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছেন। আমাদের কয় জনের পথেও যে প্রলোভন কোথায় অপেক্ষা করচে তা কেউ বলতে পারে না। সেই জন্য আমরা দম্ভ পরিত্যাগ করব, এবং কোন রকম শপথেও বদ্ধ হতে চাইনে—আমাদের মত এই যে, কোন কালে মহৎ চেষ্টাকে মনে স্থান না দেওয়ার চেয়ে চেষ্টা করে অকৃতকার্য্য হওয়া ভাল।

পাশের ঘরে ঈষৎ মুক্ত দরজার অন্তরালে একটি শ্রোত্রী এই কথায় যে একটুখানি বিচলিত হইয়া উঠিল, তাহার অঞ্চলবদ্ধ চাবির গোচ্ছায় দুই একটা চাবি যে একটু ঠুন্ শব্দ

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

করিল তাহা পূর্ণ ছাড়া আর কেহ লক্ষ্য করিতে পারিল না।

চন্দ্রমাধব বাবু বলিতে লাগিলেন, আমাদের সভাকে অনেকেই পরিহাস করেন; অনেকেই বলেন তোমরা দেশের কাজ করবার জন্ত কৌমার্য্য ব্রত গ্রহণ করচ, কিন্তু সকলেই যদি এই মহৎ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয় তা হলে পঞ্চাশ বৎসর পরে দেশে এমন মানুষ কে থাক্‌বে যার জন্যে কোন কাজ করা কারো দরকার হবে। আমি প্রায়ই নম্র নিরুত্তরে এই সকল পরিহাস বহন করি; কিন্তু এর কি কোন উত্তর নেই?—বলিয়া তিনি তাঁহার তিনটী মাত্র সভ্যের দিকে চাহিলেন।

পূর্ণ নেপথ্যবাসিনীকে স্মরণ করিয়া সোৎসাহে কহিল—আছে বৈ কি। সকল দেশেই একদল মানুষ আছে যারা সংসারী হবার জন্যে জন্মগ্রহণ করেনি, তাদের সংখ্যা অল্প। সেই কটিকে আকর্ষণ করে এক উদ্দেশ্য-বন্ধনে বাঁধবার জন্যে আমাদের এই সভা—সমস্ত জগতের লোককে কৌমার্য্যব্রতে দীক্ষিত করবার জন্যে নয়। আমাদের এই জাল অনেক লোককে ধরবে এবং অধিকাংশকেই পরিত্যাগ করবে, অবশেষে দীর্ঘকাল পরীক্ষার পর দুটি চারটি লোক থেকে যাবে। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে তোমরাই কি সেই দুটি চারটী লোক তবে স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক কে নিশ্চয় রূপে বল্‌তে পারে। হাঁ আমরা জালে আকৃষ্ট হয়েছি এই পর্য্যন্ত কিন্তু পরীক্ষায় শেষ পর্য্যন্ত টিঁক্‌তে পারব কি না তা অন্তর্য্যামীই জানেন। কিন্তু আমরা কেউ টিঁক্‌তে পারি বা না পারি, আমরা একে একে স্খলিত হই বা না হই, তাই বলে আমাদের এই সভাকে পরিহাস করবার অধিকার কারো নেই। কেবল যদি আমাদের সভাপতি মশায় একলামাত্র থাকেন, তবে আমাদের এই পরিত্যক্ত সভাক্ষেত্র সেই এক তপস্বীর তপঃ-প্রভাবে পবিত্র উজ্জ্বল হয়ে থাকবে এবং তাঁর চিরজীবনের তপস্যার ফল দেশের পক্ষে কখনই ব্যর্থ হবে না।

কুণ্ঠিত সভাপতি কার্য্যবিবরণের খাতাখানি পুনর্ব্বার তাঁহার চোখের অত্যন্ত কাছে ধরিয়া অন্যমনস্কভাবে কি দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু পূর্ণর এই বক্তৃতা যথাস্থানে যথাবেগে গিয়া পৌঁছিল। চন্দ্রমাধব বাবুর একাকী তপস্যার কথায় নির্ম্মলার চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল এবং বিচলিত বালিকার চাবির গোচ্ছার ঝনক শব্দ উৎকর্ণ পূর্ণকে পুরস্কৃত করিল।

বিপিন চুপ করিয়া ছিল, এতক্ষণ পরে সে তাহার জলদ মন্দ্র গম্ভীর কণ্ঠে কহিল—আমরা এ সভার যোগ্য কি অযোগ্য, কালেই তার পরিচয় হবে, কিন্তু কাজ করাও যদি আমাদের উদ্দেশ্য হয় তবে সেটা কোন এক সময়ে সুরু করা উচিত। আমার প্রশ্ন এই—কি করতে হবে?

চন্দ্রমাধব উজ্জ্বল উৎসাহিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, এই প্রশ্নের জন্ত আমরা এতদিন অপেক্ষা করেছিলাম, কি করতে হবে? এই প্রশ্ন যেন আমাদের প্রত্যেককে দংশন করে অধীর করে তোলে, কি করতে হবে? বন্ধুগণ কাজই একমাত্র ঐক্যের বন্ধন। এক সঙ্গে যারা কাজ করে তারাই এক। এই সভায় আমরা যতক্ষণ সকলে মিলে একটা কাজে নিযুক্ত না হব ততক্ষণ আমরা যথার্থ এক হতে পারব না। অতএব বিপিন বাবু আজ এই যে প্রশ্ন করচেন—কি করতে হবে—এই প্রশ্নকে নিব্‌তে দেওয়া হবে না। সভ্যমহাশয়-গণ, আপনারা উত্তর করুন্ কি করতে হবে?

দুর্ব্বল দেহ শ্রীশ অস্থির হইয়া বলিয়া উঠিল আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করেন কি করতে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

হবে, আমি বলি আমাদের সকলকে সন্ন্যাসী হয়ে ভারতবর্ষের দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে দেশহিতব্রত করে বেড়াতে হবে, আমাদের দলকে পুষ্ট করে তুল্‌তে হবে, আমাদের এই সভাটিকে সূক্ষ্ম সূত্র স্বরূপ করে সমস্ত ভারতবর্ষকে গেঁথে ফেলতে হবে।

বিপিন হাসিয়া কহিল; সে ঢের সময় আছে, যা কালই সুরু করা যেতে পারে এমন একটা কিছু কাজ বল। "মারি ত গণ্ডার" "লুঠি ত ভাণ্ডার" যদি পণ করে বস, তবে গণ্ডারও বাঁচবে ভাণ্ডারও বাঁচবে, তুমিও যেমন আরামে আছ তেমনি আরামে থাকবে। আমি প্রস্তাব করি, আমরা প্রত্যেকে দুটি করে বিদেশী ছাত্র পালন করব, তাদের পড়া শুনো এবং শরীর মনের সমস্ত চর্চ্চার ভার আমাদের উপর থাক্‌বে।

শ্রীশ কহিল—এই তোমার কাজ! এর জন্যই আমরা সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেছি? শেষকালে ছেলে মানুষ কর্‌তে হবে, তাহলে নিজের ছেলে কি অপরাধ করেছে!

বিপিন বিরক্ত হইয়া কহিল, তা যদি বল তাহলে সন্ন্যাসীর ত কর্ম্মই নেই; কর্ম্মের মধ্যে ভিক্ষে এবং ভ্রমণ ও ভণ্ডামি!

শ্রীশ রাগিয়া কহিল, আমি দেখ্‌চি আমাদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন এসভার মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি যাঁদের শ্রদ্ধামাত্র নেই, তাঁরা যত শীঘ্র এ সভা পরিত্যাগ করে সন্তানপালনে প্রবৃত্ত হন ততই আমাদের মঙ্গল!

বিপিন আরক্তবর্ণ হইয়া বলিল—নিজের সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে চাইনে কিন্তু এ সভায় এমন কেউ কেউ আছেন, যাঁরা সন্ন্যাস গ্রহণের কঠোরতা এবং সন্তানপালনের ত্যাগ স্বীকার দুয়েরই অযোগ্য, তাঁদের—

চন্দ্রমাধব বাবু চোখের কাছ হইতে কার্য্যবিবরণের খাতা নামাইয়া কহিলেন, উত্থাপিত প্রস্তাব সম্বন্ধে পূর্ণ বাবুর অভিপ্রায় জান্‌তে পারিলে আমার মন্তব্য প্রকাশ করবার অবসর পাই।

পূর্ণ কহিল, অন্ত বিশেষরূপে সভার ঐক্য বিধানের জন্য একটা কাজ অবলম্বন করবার প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু কাজের প্রস্তাবে ঐক্যের লক্ষণ কি রকম পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে সে আর কাউকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার দরকার নেই। ইতিমধ্যে আমি যদি আবার একটা তৃতীয় মত প্রকাশ করে বসি তাহলে বিরোধানলে তৃতীয় আহুতি দান করা হবে— অতএব আমার প্রস্তাব এই যে সভাপতি মশায় আমাদের কাজ নির্দ্দেশ করে দেবেন এবং আমরা তাই শিরোধার্য্য করে নিয়ে বিনা বিচারে পালন করে যাব, কার্য্যসাধন এবং ঐক্য সাধনের এই এক মাত্র উপায় আছে।

পাশের ঘরে এক ব্যক্তি আবার একবার নড়িয়া চড়িয়া বসিল এবং তাহার চাবি ঝন্‌ করিয়া উঠিল।

বিষয়কর্ম্মে চন্দ্রমাধব বাবুর মত অপটু কেহ নাই কিন্তু তাঁহার মনের খেয়াল বাণিজ্যের দিকে। তিনি বলিলেন, আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য ভারতবর্ষের দারিদ্র্যমোচন, এবং তার আশু উপায় বাণিজ্য। আমরা কয়জনে বড় বাণিজ্য চালাতে পারিনে, কিন্তু তার সূত্রপাত করতে পারি। মনে কর আমরা সকলেই যদি দিয়াশেলাই সম্বন্ধে পরীক্ষা আরম্ভ করি। এমন যদি একটা কাটি বের করতে পারি যা সহজে জ্বলে, শীঘ্র নেবে না এবং দেশের সর্ব্বত্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় তাহলে দেশে সস্তা দেশালাই নির্ম্মাণের কোন বাধা থাকে না। —এই বলিয়া জাপানে এবং য়ুরোপে সবসুদ্ধ কত দেশালাই প্রস্তুত হয়, তাহাতে কোন্ কোন্

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

কাঠের কাঠি ব্যবহার হয়, কাঠির সঙ্গে কি কি দাহ্যপদার্থ মিশ্রিত করে, কোথা হইতে কত দেশলাই রপ্তানি হয়, তাহার মধ্যে কত ভারতবর্ষে আসে এবং তাহার মূল্য কত, চন্দ্রমাধব বাবু তাহা বিস্তারিত করিয়া বলিলেন। বিপিন শ্রীশ নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। পূর্ণ কহিল, পাকাটি এবং খ্যাংরা কাঠি দিয়ে শীঘ্রই পরীক্ষা করে দেব।—শ্রীশ মুখ ফিরাইয়া হাসিল।

এমন সময় ঘরের মধ্যে অক্ষয় আসিয়া প্রবেশ করিলেন। কহিলেন, মশায় প্রবেশ করতে পারি?

ক্ষীণদৃষ্টি চন্দ্রমাধব বাবু হঠাৎ চিনিতে না পারিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। অক্ষয় কহিলেন, মশায় ভয় পাবেন না এবং অমন ভ্রূকুটি করে আমাকেও ভয় দেখাবেন না—আমি অভূতপূর্ব্ব নই—এমন কি, আমি আপনাদেরই ভূতপূর্ব্ব—আমার নাম—

চন্দ্রমাধব বাবু তাড়াতাড়ি উঠিয়া কহিলেন আর নাম বল্‌তে হবে না—আসুন্ আসুন্ অক্ষয় বাবু—

তিন তরুণ সভ্য অক্ষয়কে নমস্কার করিল। বিপিন ও শ্রীশ দুই বন্ধু সন্তোবিবাদের বিমর্ষতায় গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল; পূর্ণ কহিল, মশায়, অভূতপূর্ব্বর চেয়ে ভূতপূর্ব্বকেই বেশী ভয় হয়।

অক্ষয় কহিলেন—পূর্ণ বাবু বুদ্ধিমানের মত কথাই বলেচেন। সংসারে ভূতের ভয়টাই প্রচলিত। নিজে যে ব্যক্তি ভূত অন্যলোকের জীবনসম্ভোগটা তার কাছে বাঞ্ছনীয় হতে পারেই না, এই মনে করে মানুষ ভূতকে ভয়ঙ্কর কল্পনা করে। অতএব সভাপতিমশায়, চিরকুমার সভার ভূতটিকে সভাথেকে ঝাড়াবেন, না পূর্ব্ব সম্পর্কের মমতা বশতঃ একখানি চৌকি দেবেন, এইবেলা বলুন্!

"চৌকি 'দেওয়াই স্থির" বলিয়া চন্দ্রবাবু একখানি চেয়ার অগ্রসর করিয়া দিলেন। "সর্ব্ব সম্মতিক্রমে আসন গ্রহণ করলুম" বলিয়া অক্ষয় বাবু বসিলেন বলিলেন, আপনারা আমাকে নিতান্ত ভদ্রতা করে বস্‌তে বল্লেন বলেই যে আমি অভদ্রতা করে বসেই থাক্‌ব আমাকে এমন অসভ্য মনে করবেন না—বিশেষতঃ পান তামাক এবং পত্নী আপনাদের সভার নিয়ম বিরুদ্ধ অথচ ঐ তিনটে বদ্‌অভ্যাসই আমাকে একেবারে মাটি করেছে সুতরাং চট্‌পট্ কাজের কথা সেরেই বাড়িমুখো হতে হবে।

চন্দ্রবাবু হাসিয়া কহিলেন, আপনি যখন সভ্য নন্ তখন আপনার সম্বন্ধে সভার নিয়ম নাই খাটালেম—পান তামাকের বন্দোবস্ত বোধ হয় করে দিতে পারব কিন্তু আপনার তৃতীয় নেশাই—

অক্ষয়। সেটি এখানে বহন করে আনবার চেষ্টা করবেন না, আমার সে নেশাটি প্রকাশ্য নয়!

চন্দ্রবাবু পান তামাকের জন্য সনাতন চাকরকে ডাকিবার উপক্রম করিলেন। পূর্ণ কহিল আমি ডাকিয়া দিতেছি বলিয়া উঠিল;—পাশের ঘরে চাবি এবং চুড়ি এবং সহসা পলায়নের শব্দ একসঙ্গে শোনা গেল।

অক্ষয় তাহাকে থামাইয়া কহিলেন, "যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ" যতক্ষণ আমি এখানে আছি ততক্ষণ আমি আপনাদের চিরকুমার—কোন প্রভেদ নেই! এখন আমার প্রস্তাবটা শুনুন্।

চন্দ্রবাবু টেবিলের উপর কার্য্যবিবরণের খাতাটির প্রতি অত্যন্ত ঝুঁকিয়া পড়িয়া মন দিয়া শুনিতে লাগিলেন।

অক্ষয় বহিলেন আমার কোন মফস্বলের

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ধনী বন্ধু তাঁর একটি সন্তানকে আপনাদের কুমার সভার সভ্য করতে ইচ্ছা করেচেন।

চন্দ্রবাবু বিস্মিত হইয়া কহিলেন, বাপ ছেলেটির বিবাহ দিতে চান না!

অক্ষয়। সে আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন—বিবাহ সে কোনক্রমেই করবে না আমি তার জামিন রইলুম। তার দূর সম্পর্কের এক দাদা সুদ্ধ সভ্য হবেন। তাঁর সম্বন্ধেও আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, কারণ যদিচ তিনি আপনাদের মত সুকুমার নন কিন্তু আপনাদের সকলের চেয়ে বেশী কুমার, তাঁর বয়স ৬০ পেরিয়ে গেছে—সুতরাং তাঁর সন্দেহের বয়সটা আর নেই, সৌভাগ্যক্রমে সেটা আপনাদের সকলেরই আছে।

অক্ষয় বাবুর প্রস্তাবে চিরকুমার সভা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল, সভাপতি কহিলেন সভ্য-পদপ্রার্থীদের নাম ধাম বিবরণ—

অক্ষয়। অবশ্যই তাঁদের নাম ধাম বিবরণ একটা আছেই—সভাকে তার থেকে বঞ্চিত করিতে পারা যাবে না—সভ্য যখন পাবেন তখন নাম ধাম বিবরণ সুদ্ধই পাবেন। কিন্তু আপনাদের এই একতলার স্যাঁৎসেঁতে ঘরটি স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়; আপনাদের এই চিরকুমার ক'টির চিরত্ব যাতে হ্রাস না হয় সেদিকে একটু দৃষ্টি রাখবেন!

চন্দ্রবাবু কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া খাতাটি নাকের কাছে তুলিয়া লইয়া বলিলেন—অক্ষয় বাবু আপনি জানেন ত আমাদের আয়—

অক্ষয়। আয়ের কথাটা—আর প্রকাশ করবেন না, আমি জানি ও আলোচনাটা চিত্ত-প্রফুল্লকর নয়। ভালঘরের বন্দোবস্ত করে রাখা হয়েছে সে জন্যে আপনাদের ধনাধ্যক্ষকে স্মরণ করতে হবে না। চলুন না আজই সমস্ত দেখিয়ে শুনিয়ে আনি।

বিমর্ষ বিপিন শ্রীশের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সভাপতিও প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়া চুলের মধ্যদিয়া বারবার আঙুল বুলাইতে বুলাইতে চুলগুলাকে অত্যন্ত অপরিষ্কার করিয়া তুলিলেন। কেবল পূর্ণ অত্যন্ত দমিয়া গেল। সে বলিল, সভার স্থান পরিবর্ত্তনটা কিছু নয়। অক্ষয় কহিলেন,—কেন, এবাড়ি থেকে ওবাড়ি করলেই কি আপনাদের চির-কৌমার্য্যের প্রদীপ হাওয়ায় নিবে যাবে?

পূর্ণ। এ ঘরটি ত আমাদের মন্দ বোধ হয় না।

অক্ষয়। মন্দ নয়, কিন্তু এর চেয়ে ভাল ঘর সহরে দুষ্প্রাপ্য হবে না!

পূর্ণ। আমার ত মনে হয় বিলাসিতার দিকে মন না দিয়ে খানিকটা কষ্টসহিষ্ণুতা অভ্যাস করা ভাল!

শ্রীশ কহিল, সেটা সভার অধিবেশনে না করে সভার বাইরে করা যাবে।

বিপিন কহিল—একটা কাজে প্রবৃত্ত হোলেই এত ক্লেশ সহ্য করবার অবসর পাওয়া যায় যে, অকারণে বলক্ষয় করা মূঢ়তা।

অক্ষয়। বন্ধুগণ, আমার পরামর্শ শোন, সভাঘরের অন্ধকার দিয়ে চিরকৌমার্য্য ব্রতের অন্ধকার আর বাড়িয়োনা। আলোক এবং বাতাস স্ত্রীলিঙ্গ নয় অতএব সভার মধ্যে ওদুটোকে প্রবেশ করতে বাধা দিয়ো না। আরো বিবেচনা করে দেখ, এস্থানটি অত্যন্ত সরস, তোমাদের ব্রতটি তদুপযুক্ত নয়। বাতিকের চর্চ্চা করচ কর, কিন্তু বাতের চর্চ্চা তোমাদের প্রতিজ্ঞার মধ্যে নয়। কি বল শ্রীশ বাবু বিপিন বাবুর কি মত?

দুই বন্ধু বলিল—ঠিক কথা। ঘরটা একবার দেখেই আসা যাক্ না।

পূর্ণ বিমর্ষ হইয়া নিরুত্তর রহিল। পাশের

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ঘরেও চাবি একবার ঠুন্ করিল, কিন্তু অত্যন্ত অপ্রসন্ন স্বরে!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

অক্ষয় বলিলেন—স্বামীই স্ত্রীর একমাত্র তীর্থ। মান কি না?

পুরবালা। আমি কি পণ্ডিত মশায়ের কাছে শাস্ত্রের বিধান নিতে এসেছি? আমি মার সঙ্গে আজ কাশী চলেছি এই খবরটি দিয়ে গেলুম।

অক্ষয়। খবরটি সুখবর নয়—শোনবামাত্র তোমাকে শাল দোশালা বক্‌শিশ্ দিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করচে না।

পুরবালা। ইস্, হৃদয় বিদীর্ণ হচ্চে! না? সহ্য কর্‌তে পার্‌চ না?

অক্ষয়। আমি কেবল উপস্থিত বিচ্ছেদটার কথা ভাবচি নে—এখন তুমি দুদিন না রইলে, আরো ক'জন রয়েছেন, এক রকম করে এই হতভাগ্যের চলে যাবে। কিন্তু এর পরে কি হবে? দেখ, ধর্ম্ম কর্ম্মে স্বামীকে এগিয়ে যেয়ো না,—স্বর্গে তুমি যখন ডবল প্রোমোশন্ পেতে থাকবে আমি তখন পিছিয়ে থাক্‌ব—তোমাকে বিষ্ণুদূতে রথে চড়িয়ে নিয়ে যাবে, আর আমাকে যমদূতে কাণে ধরে হাঁটিয়ে দৌড় করাবে—(গান)

তোমায় নিয়ে যাবে উড়িয়ে,
আর আমি চল্‌ব খুঁড়িয়ে!
ইচ্ছা হবে বিষ্ণুদূতের
মাথাটা দিই গুঁড়িয়ে!

পুরবালা। আচ্ছা, আচ্ছা, থাম!

অক্ষয়। আমি থামব, কেবল তুমিই চল্‌বে! উনবিংশ শতাব্দীর এই বন্দোবস্ত? নিতান্তই চল্‌লে?

পুরবালা। চল্লুম।

অক্ষয়। আমাকে কার হাতে সমর্পণ করে গেলে?

পুরবালা। রসিক দাদার হাতে!

অক্ষয়। মেয়ে মানুষ, হস্তান্তর করবার আইন কিছুই জান না! সেই জন্যেই ত বিরহাবস্থায় উপযুক্ত হাত নিজেই খুঁজে নিয়ে আত্মসমর্পণ করতে হয়।

পুরবালা। তোমাকে ত বেশী খোঁজাখুঁজি করতে হবে না!

অক্ষয়। তা হবে না। (গান)—

কার হাতে যে ধরা দেব হায়।
(তাই) ভাবতে আমার বেলা যায়।
ডান দিকেতে তাকাই যখন,
বাঁয়ের লাগি কাঁদেরে মন,
বাঁয়ের দিকে ফিরলে তখন,
দক্ষিণ ডাকে আয়রে আয়।

আচ্ছা আমার যেন সান্ত্বনার গুটি দুই তিন সদুপায় আছে কিন্তু তুমি

বিরহ যামিনী কেমনে যাপিবে,
বিচ্ছেদ তাপে যখন তাপিবে
এপাশ ওপাশ বিছানা মাপিবে,
মকরকেতনে কেবলি শাপিবে,

পুরবালা। রক্ষে কর, ও মিলটা ঐ খানেই শেষ কর!

অক্ষয়। দুঃখের সময় আমি থাম্‌তে পারিনে—কাব্য আপনি বেরতে থাকে। মিল ভাল না বাস অমিত্রাক্ষর আছে, তুমি যখন বিদেশে থাকবে আমি "আর্ত্তনাদ বধ্ কাব্য" বলে একটা কাব্য লিখ্‌ব—সখি তার আরম্ভটা শোন—(সাড়ম্বরে)

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

বাষ্পীয় শকটে চড়ি নারী চূড়ামণি।
পুরবালা চলি যবে গেলা কাশীধামে
বিকালে, কহ হে দেবি অমৃতভাষিণী
কোন্ বরাঙ্গনে বরি বরমাল্যদানে
যাপিলা বিচ্ছেদ মাস শ্যালীত্রয়ীশালী
শ্রীঅক্ষয় !

পুরবালা। (সগর্ব্বে) আমার মাথা খাও, ঠাট্টা নয়, তুমি একটা সত্যিকার কাব্য লেখনা।

অক্ষয়। মাথা খাওয়ার কথাটা যদি বল্লে, আমি নিজের মাথাটি খেয়ে অবধি বুঝেছি ওটা সুখাদ্যের মধ্যে গণ্য নয়। আর ঐ কাব্য লেখা,ও কার্য্যটাও সুসাধ্য বলে জ্ঞান করিনে। বুদ্ধিতে আমার এক জায়গায় ফুটো আছে, কাব্য জমতে পারে না—ফস্ ফস্ করে বেরিয়ে পড়ে।

তুমি জান আমার গাছে ফল কেন না ফলে।
যেমনি ফুলটি ফুটে ওঠে আনি চরণতলে !

কিন্তু আমার প্রশ্নের ত কোন উত্তর পেলুম না। কৌতূহলে মরে যাচ্চি। কাশীতে যে চলেছ, উৎসাহটা কিসের জন্য ? আপাততঃ সেই বিষ্ণু দূতটাকে মনে মনে ক্ষমা করলুম, কিন্তু ভগবান্ ভূতনাথ ভবানীপতির অনুচরগুলোর উপর ভারি সন্দেহ হচ্চে। শুনেছি নন্দী ও ভৃঙ্গী অনেক বিষয়ে আমাকেও জেতে, ফিরে এসে হয়ত এই ভূতটিকে পছন্দ না হতেও পারে !

অক্ষয়ের পরিহাসের মধ্যে একটু যে অভিমানের জ্বালা ছিল, সেটুকু পুরবালা অনেকক্ষণ বুঝিয়াছে। তাহা ছাড়া, প্রথমে কাশী যাইবার প্রস্তাবে তাহার যে উৎসাহ হইয়াছিল, যাত্রার সময় যতই নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল ততই তাহা ম্লান হইয়া আসিতেছে।

সে কহিল—আমি কাশী যাব না।

অক্ষয়। সে কি কথা! ভূতভাবনের যে ভৃত্যগুলি একবার মরে ভূত হয়েছে—তারা যে দ্বিতীয়বার মরবে !

রসিকের প্রবেশ।

পুরবালা। আজ যে রসিকদাদার মুখ ভারি প্রফুল্ল দেখাচ্চে ?

রসিক। ভাই, তোর রসিকদাদার মুখের ঐ রোগটা কিছুতেই ঘুচিল না। কথা নেই বার্ত্তা নেই প্রফুল্ল হয়েই আছে—বিবাহিত লোকেরা দেখে, মনে মনে রাগ করে।

পুরবালা। শুন্‌লে ত, বিবাহিত লোক ! এর একটা উপযুক্ত জবাব দিয়ে যাও !

অক্ষয়। আমাদের প্রফুল্লতার খবর ও বৃদ্ধ কোথা থেকে জান্‌বে ? সে এত রহস্যময় যে,তা উদ্ভেদ করতে আজ পর্য্যন্ত কেউ পার্‌লে না—সে এত গভীর যে আমরাই হাত্‌ড়ে খুঁজে পাইনে, হঠাৎ সন্দেহ হয় আছে কি না।

পুরবালা "এই বুঝি !" বলিয়া রাগ করিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল।

অক্ষয় তাহাকে ধরিয়া ফিরাইয়া কহিল—দোহাই তোমার এই লোকটির সাম্‌নে রাগারাগি করো না—তাহলে ওর আস্পর্দ্ধা আরো বেড়ে যাবে।—দেখ দাম্পত্য তত্ত্বানভিজ্ঞ বৃদ্ধ, আমরা যখন রাগ করি তখন স্বভাবতঃ আমাদের কণ্ঠস্বর প্রবল হয়ে উঠে,সেইটেই তোমাদের কর্ণগোচর হয় ; আর অনুরাগে যখন আমাদের কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে, কাণের কাছে মুখ আন্‌তে গিয়ে মুখ বারংবার লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে পড়তে থাকে,—তখন ত খবর পাও না !

পুরবালা। আঃ—চুপ কর !

অক্ষয়। যখন গয়নার ফর্দ্দ হয় তখন বাড়ির সরকার থেকে স্যাকরা পর্য্যন্ত সেটা কারো অবিদিত থাকে না কিন্তু বসন্ত নিশীথে যখন প্রেয়সী—

পুরবালা। আঃ—থাম !

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

অক্ষয়। বসন্ত নিশীথে প্রেয়সী—

পুরবালা। আঃ—কি বক্‌চ তার ঠিক নেই!

অক্ষয়। বসন্তনিশীথে যখন প্রেয়সী গর্জ্জন করে বলেন, আমি কালই বাপের বাড়ি চলে যাব, আমার এক দণ্ড এখানে থাকতে ইচ্ছে নেই—আমার হাড় কালি হল—আমার—

পুরবালা! হাঁগো মশায়, কবে তোমার প্রেয়সী বাপের বাড়ি যাব বলে বসন্তনিশীথে গর্জ্জন করেচে?

অক্ষয়। ইতিহাসের পরীক্ষা? কেবল ঘটনা রচনা করে নিষ্কৃতি নেই? আবার সন তারিখ সুদ্ধ মুখে মুখে বানিয়ে দিতে হবে? আমি কি এত বড় প্রতিভাশালী?

রসিক। (পুরবালার প্রতি) বুঝেছ ভাই, সোজা করে ও তোমার কথা বল্‌তে পারে না—ওর এত ক্ষমতাই নেই—তাই উল্টে বলে, আদরে না কুলোলে গাল দিয়ে আদর করতে হয়!

পুরবালা। আচ্ছা মল্লিনাথজি, তোমার আর ব্যাখ্যা করতে হবে না। মা যে শেষকালে তোমাকেই কাশী নিয়ে যাবেন স্থির করেচেন!

রসিক। তা বেশ ত, এতে আর ভয়ের কথাটা কি? তীর্থে যাবার ত বয়সই হয়েছে। এখন তোমাদের লোল কটাক্ষে এ বৃদ্ধের কিছুই করতে পারবে না—এখন চিত্ত চন্দ্রচূড়ের চরণে—

মুগ্ধস্নিগ্ধবিদগ্ধমুগ্ধমধুরৈর্লোলৈঃ কটাক্ষৈরলং
চেতশ্চম্বতি চন্দ্রচূড়চরণধ্যানামৃতে বর্ত্ততে।

পুরবালা। সে ত খুব ভাল কথা—তোমার উপরে আর কটাক্ষের অপব্যয় করতে চাইনে—এখন চন্দ্রচূড় চরণে চল—তাহলে মাকে ডাকি!

রসিক। (করযোড়ে) বড়দিদি ভাই, তোমার মা আমাকে সংশোধনের বিস্তর চেষ্টা করচেন, কিন্তু একটু অসময়ে সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করেচেন—এখন তাঁর শাসনে কোন ফল হবে না। বরঞ্চ এখনো নষ্ট হবার বয়স আছে, সে বয়সটা বিধাতার কৃপায় বরাবরই থাকে, লোল কটাক্ষটা শেষকাল পর্য্যন্ত খাটে, কিন্তু উদ্ধারের বয়স আর নেই। তিনি এখন কাশী যাচ্চেন, কিছুদিন এই বৃদ্ধ শিশুর বুদ্ধিবৃত্তির উন্নতিসাধনের দুরাশা পরিত্যাগ করে শান্তিতে থাকুন—কেন তোরা তাঁকে কষ্ট দিবি?

জগত্তারিণীর প্রবেশ।

জগত্তারিণী। বাবা তা হলে আসি।

অক্ষয়। চল্লে না কি মা? রসিকদাদা যে এতক্ষণ দুঃখ করছিলেন যে তুমি—

রসিক। (ব্যাকুলভাবে) দাদার সকল কথাতেই ঠাট্টা! মা, আমার কোন দুঃখ নেই—আমি কেন দুঃখ করতে যাব?

অক্ষয়। বল্‌ছিলে না যে, বড়মা একলাই কাশী যাচ্চেন, আমাকে সঙ্গে নিলেন না?

রসিক। হাঁ সে ত ঠিক কথা! মনে ত লাগ্‌তেই পারে—তবে কি না মা যদি নিতান্তই—

জগত্তারিণী। না বাপু, বিদেশে তোমার রসিকদাদাকে সাম্‌লাবে কে? ওঁকে নিয়ে পথ চল্‌তে পারব না!

পুরবালা। কেন মা, রসিকদাদাকে নিয়ে গেলে উনি তোমাকে দেখতে শুনতে পার্ত্তেন।

জগত্তারিণী। রক্ষে কর, আমাকে আর দেখে শুনে কাজ নেই! তোমার রসিকদাদার বুদ্ধির পরিচয় ঢের পেয়েছি।

রসিকদাদা। (টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে) তা মা, যেটুকু বুদ্ধি আছে তার পরিচয় সর্ব্বদাই দিচ্চি—ও ও ত চেপে রাখ্‌বার যো নেই—ধরা পড়তেই হবে। ভাঙ্গা ঢাকাটাই

সব চেয়ে খড় খড় করে—তিনি যে ভাঙ্গা সেটা পাড়াসুদ্ধ খবর পায়। সেই জন্তেই বড়মা চুপচাপ করে থাক্‌তেই যাই, কিন্তু তুমি যে আবার চালাতেও ছাড় না!

নিজের শৈথিল্যে যাহার কিছুই মনের মত হয় না, সর্ব্বদা ভৎর্সনা করিবার জন্ত তাহার একটা হতভাগ্যকে চাই। রসিকদাদা জগত্তারিণীর বহিস্থিত আত্মগ্লানি বিশেষ।

জগত্তারিণী। আমি তাহলে হারাণের বাড়ি চল্লুম, একেবারে তাদের সঙ্গে গাড়িতে উঠ্‌ব—এর পরে আর যাত্রার সময় নেই। পুরো, তোরাত দিনক্ষণ মানিস্‌নে, ঠিক সময়ে ইষ্টেশনে যাস্‌।

তাঁহার কন্তাজামাতার অসামান্ত আসক্তি মা বেশ অবগত ছিলেন। পঞ্জিকার খাতিরে শেষ মুহূর্ত্তের পূর্ব্বে তাহাদের বিচ্ছেদ সংঘটনের চেষ্টা তিনি বৃথা বলিয়াই জানিতেন।

কিন্তু পুরবালা যখন বলিল, মা আমি কাশী যাব না—সেটা তিনি বাড়াবাড়ি মনে করিলেন। পুরবালার প্রতি তাঁহার বড় নির্ভর। সে তাঁহার সঙ্গে যাইতেছে বলিয়া তিনি নিশ্চন্ত আছেন। পুরবালা স্বামীর সঙ্গে সিম্‌লা যাতায়াত করিয়া বিদেশ ভ্রমণে পাকা হইয়াছে; পুরুষ অভিভাবকের অপেক্ষা পুরবালাকেই তিনি পথসঙ্কটে সহায়রূপে আশ্রয় করিয়াছেন। হঠাৎ তাহার অসম্মতিতে বিপন্ন হইয়া জগত্তারিণী তাঁহার জামাতার মুখের দিকে চাহিলেন।

অক্ষয় তাহার শাশুড়ার মনের ভাব বুঝিয়া কহিলেন—সে কি হয়? তুমি মার সঙ্গে না গেলে ওঁর অসুবিধা হবে। আচ্ছা মা, তুমি এগোও, আমি ওকে ঠিক সময়ে ষ্টেশনে নিয়ে যাব। জগত্তারিণী নিশ্চিন্ত হইয়া প্রস্থান করিলেন। রসিক দাদা টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বিদায়কালীন বিমর্ষতা মুখে আনিবার জন্ত চেষ্টা করতে লাগিলেন।

অক্ষয়। কে মশায়! আপনি কে?

"আজ্ঞে মশায়, আপনার সহধর্ম্মিণীর সঙ্গে আমার বিশেষ সম্বন্ধ আছে" বলিয়া পুরুষ বেশধারী শৈল অক্ষয়ের সঙ্গে শেক হ্যাণ্ড্‌ করিল।

শৈল। মুখুয্যেমশায় চিন্‌তে ত পারলে না?

অক্ষয়। শাস্ত্রে আছে কাউকে কাউকে চেনা যায় না "যাবৎ কিঞ্চিন্ন ভাষতে!"

পুরবালা। অবাক্‌ করলি! লজ্জা করচে না?

শৈল। দিদি, লজ্জা যে স্ত্রীলোকের ভূষণ—পুরুষের বেশ ধরতে গেলেই সেটা পরিত্যাগ করতে হয়। তেমনি আবার মুখুয্যেমশায় যদি মেয়ে সাজেন, উনি লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবেন না। রসিক দাদা, চুপ করে রৈলে যে!

রসিক। আহা শৈল! যেন কিশোর কন্দর্প! যেন সাক্ষাৎ কুমার, ভবানীর কোল থেকে উঠে এল! ওকে বরাবর শৈল বলে দেখে আস্‌চি, চোখে অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল, ও সুন্দরী, কি মাঝারি, কি চলনসই সে কথা কখনো মনেও ওঠেনি—আজ ঐ বেশটি বদল করেছে বলেই ত ওর রূপ খানি ধরা দিলে! পুরো দিদি, লজ্জার কথা কি বল্‌চিস্‌ আমার ইচ্ছে করচে ওকে টেনে নিয়ে ওর মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করি!

পুরবালা শৈলের তরুণ সুকুমার প্রিয়দর্শন পুরুষমূর্ত্তিতে মনে মনে মুগ্ধ হইতেছিল। গভীর বেদনার সহিত তাহার কেবলি মনে হইতেছিল, আহা শৈল আমাদের বোন না হয়ে যদি ভাই হত! ওর এমন রূপ এমন বুদ্ধি ভগবান্‌ সমস্তই ব্যর্থ করে দিলেন! পুরবালার স্নিগ্ধ চোখ দুইটী ছল ছল করিয়া উঠিল।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

অক্ষয় স্নেহাভিষিক্ত গাম্ভীর্য্যের সহিত ছদ্মবেশিনীকে ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—সত্যি বল্‌চি শৈল, তুমি যদি আমার শ্যালী না হয়ে আমার ছোট ভাই হতে তা হলেও আমি আপত্তি করতুম না।

শৈল ঈষৎ বিচলিত হইয়া কহিল, আমিও কর্ত্তুম না মুখুয্যেমশায়! বাস্তবিক ইহারা দুই ভাইয়ের মতই ছিল। কেবল সেই ভ্রাতৃভাবের সহিত কৌতুকময় বয়স্যভাব মিশ্রিত হইয়া কোমল সম্বন্ধ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

পুরবালা শৈলকে বুকের কাছে টানিয়া কহিল, এই বেশে তুই কুমার সভার সভ্য হতে যাচ্চিস্ শৈল?

শৈল। অন্য বেশে হতে গেলে যে ব্যাকরণের দোষ হয় দিদি! কি বল রসিক দাদা!

রসিক। তা ত বটেই, ব্যাকরণ বাঁচিয়ে ত চলতেই হবে। ভগবান্ পাণিনি বোপদেব এরা কি বৃথা জন্মগ্রহণ করেছিলেন? কিন্তু ভাই শ্রীমতী শৈলবালার উত্তর চাপ্‌কান্ প্রত্যয় করলেই কি ব্যাকরণ রক্ষে হয়!

অক্ষয়। নূতন মুগ্ধবোধে তাই লেখে। আমি লিখে পড়ে দিতে পারি চিরকুমার সভার মুগ্ধদের কাছে শৈল যেমন প্রত্যয় করাবে তাঁরা তেমনি প্রত্যয় যাবেন। কুমারদের ধাত আমি জানি কি না।

পুরবালা একটুখানি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া শৈলকে কহিল—তোর মুখুয্যেমশায়কে আর এই বুড়ো বয়সীটিকে নিয়ে তোর খেলা তুই আরম্ভ কর—আমি মার সঙ্গে কাশী চল্লুম।

পুরবালা এই সকল নিয়মবিরুদ্ধ ব্যাপার মনে মনে পছন্দ করিত না। কিন্তু তাহার স্বামীর ও ভগিনীটির বিচিত্র কৌতুক লীলায় সর্ব্বদা বাধা দিতেও তাহার মন সরিত না। নিজের স্বামী-সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়া বিধবা বোনটির প্রতি তাহার করুণা ও প্রশ্রয়ের অন্ত ছিল না। ভাবিত, হতভাগিনী যেমন করিয়া ভুলিয়া থাকে থাক্! পুরবালা জিনিষপত্র গুছাইতে গেল।

এমন সময় নৃপবালা ও নীরবালা ঘরে প্রবেশ করিয়াই পলায়নোদ্যত হইল। নীর দরজার আড়াল হইতে আর একবার ভাল করিয়া তাকাইয়া "মেজদিদি" বলিয়া ছুটিয়া আসিল—কহিল, মেজদিদি তোমাকে ভাই জড়িয়ে ধর্ত্তে ইচ্ছে করচে, কিন্তু ঐ চাপকানে বাধচে। মনে হচ্চে তুমি যেন কোন্ রূপকথার রাজপুত্র, তেপান্তর মাঠ পেরিয়ে আমাদের উদ্ধার করতে এসেচ।

নীরর সমুচ্চ কণ্ঠস্বরে আশ্বস্ত হইয়া নৃপও ঘরে প্রবেশ করিয়া মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া রহিল। নীর তাহাকে টানিয়া লইয়া কহিল, অমন করে লোভীর মত তাকিয়ে আছিস্ কেন? যা মনে করছিস তা নয়, ও তোর দুষ্মন্ত নয়—ও আমাদের মেজদিদি!

রসিক। ইয়মধিকমনোজ্ঞা চাপ্‌কানেনাপি তন্বী
কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাকৃতীনাম্।

অক্ষয়। মূঢ়ে, তোরা কেবল চাপ্‌কানটা দেখেই মুগ্ধ! গিণ্টির এত আদর? এদিকে যে খাঁটি সোণা দাঁড়িয়ে হাহাকার করচে!

নীর। আজকাল খাঁটি সোণার দর যে বড় বেশী, আমাদের এই গিণ্টিই ভাল! কি বল ভাই মেজদিদি! বলিয়া শৈলর কৃত্রিম গোঁফটা একটু পাকাইয়া দিল।

রসিক। (নিজেকে দেখাইয়া) এই খাঁটি সোণাটি খুব সস্তা যাচ্চে ভাই—এখনো কোন টাকশালে গিয়ে কোন মহারাণীর ছাপটি পর্য্যন্ত পড়েনি!

নীর। আচ্ছা বেশ, সেজদিদিকে দান

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

করলুম। (বলিয়া রসিক দাদার হাত ধরিয়া নৃপর হাতে সমর্পণ করিল)। রাজি আছিস্ ত ভাই?

নৃপ। তা আমি রাজি আছি।—বলিয়া রসিকদাদাকে একটা চৌকীতে বসাইয়া সে তাহার মাথার পাকাচুল তুলিয়া দিতে লাগিল।

নীর শৈলর কৃত্রিম গোঁফে তা দিয়া পাকাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। শৈল কহিল—আঃ কি কর্‌চিস্ আমার গোঁফ পড়ে যাবে।

রসিক। কাজ কি, এদিকে আয়না ভাই, এ গোঁফ কিছুতেই পড়বে না।

নীর। আবার! ফের! সেজদিদির হাতে সঁপে দিলুম কি কর্ত্তে? আচ্ছা রসিক দাদা, তোমার মাথার দুটো একটা চুল কাঁচা আছে, কিন্তু গোঁফ আগাগোড়া পাকালে কি করে?

রসিক। কারো কারো মাথা পাক্‌বার আগে মুখটা পাকে।

নীর। দিদিদের সভাটা কোন ঘরে বস্‌বে মুখুয্যে মশায়?

অক্ষয়। আমার বসবার ঘরে।

নীর। তা হলে সে ঘরটা একটু সাজিয়ে গুজিয়ে দিইগে।

অক্ষয়। যতদিন আমি সে ঘরটা ব্যবহার করচি, একদিনও সাজাতে ইচ্ছে হয় নি বুঝি?

নীর। তোমার জন্য ঝড়ু বেহারা আছে তবু বুঝি আশা মিট্‌ল না?

পুরবালার প্রবেশ।

পুর। কি হচ্চে তোমাদের?

নীর। মুখুয্যেমশায়ের কাছে পড়া বলে নিতে এসেছি দিদি। তা উনি বল্‌চেন ওঁর বাইরের ঘরটা ভাল করে ঝেড়ে সাজিয়ে না দিলে উনি পড়াবেন না। তাই সেজদিদিতে আমাতে ওঁর ঘর সাজাতে যাচ্চি! আয় ভাই!

নৃপ। তোর ইচ্ছে হয়েছে তুই ঘর সাজাতে যা না—আমি যাবনা!

নীর। বাঃ, আমি একা খেটে মরব, আর তুমি সুদ্ধ তার ফল পাবে সে হবে না!—নৃপকে গ্রেফ্‌তার করিয়া লইয়া নীর চলিয়া গেল।

পুর। সব গুছিয়ে নিয়েছি। এখনো ট্রেণ যাবার দেরী আছে বোধ হয়!

অক্ষয়। যদি মিস্ করতে চাও তাহলে ঢের দেরি আছে।

পুর। তা হলে চল, আমাকে ষ্টেশনে পৌছিয়ে দেবে। চল্লুম রসিক দাদা—তুমি এখানে রইলে, এই শিশুগুলিকে একটু সাম্‌লে রেখ। (প্রণাম)

রসিক। কিন্তু ভেবো না দিদি, এরা সকলে আমাকে যে রকম বিপরীত ভয় করে, টুশব্দটি করতে পারবে না।

শৈল। দিদি ভাই, তুমি একটু থাম! আমি এই কাপড়টা ছেড়ে এসে তোমাকে প্রণাম করচি!

পুর। কেন! ছাড়তে মনে গেল যে?

শৈল। না ভাই, এ কাপড়ে নিজেকে আর এক জন বলে মনে হয় তোদের গায়ে হাত দিতে ইচ্ছে হয় না। রসিক দাদা এই নাও, আমার গোঁফটা সাবধানে রেখে দাও, হারিয়ো না!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:*:—

শ্রীশ তাহার বাসায় দক্ষিণের বারান্দায় এক খানা বড়হাতা ওয়ালা কেদারার দুই হাতার উপর দুই পা তুলিয়া দিয়া শুক্লসন্ধ্যায় চুপচাপ বসিয়া সিগারেট ফুঁকিতেছিল। পাশে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

টিপায়ের উপর একটি রেকাবীতে স্তূপীকৃত শুভ্র বেলফুলের গোড়ে গন্ধে চারিদিক্ আমোদিত করিয়াছিল।

বিপিন পশ্চাৎ হইতে প্রবেশ করিয়া তাহার স্বাভাবিক প্রবল গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিয়া উঠিল—কি গো সন্ন্যাসী ঠাকুর!

শ্রীশ তৎক্ষণাৎ হাতা হইতে পা নামাইয়া উঠিয়া বসিয়া উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল—কহিল, এখনো বুঝি ভুলতে পার নি?

ঝগড়ার ব্যথাটুকু দুই বন্ধুর কেহই ভুলিতে পারে নাই। শ্রীশ কিছুক্ষণ আগেই ভাবিতেছিল, একবার বিপিনের ওখানে যাওয়া যাক্। কিন্তু গ্রীষ্ম সন্ধ্যার দক্ষিণ বাতাসের দ্বারা আবিষ্ট হইয়া নড়িতে পারিতেছিল না। একটি গ্লাস্ বরফশীতল লেমনেড ও বেলফুলের মালা আনাইয়া জ্যোৎস্নাশুভ্র আকাশে সিগারেটের ধূমসহযোগে বিচিত্র কল্পনাকুণ্ডলী নির্ম্মাণ করিতেছিল। বিপিন তাহাদের কলহের পর এই প্রথম অবকাশ পাইবামাত্র বন্ধুর কাছে সত্বর আসিয়া উপস্থিত হইল।

শ্রীশ। আচ্ছা ভাই, শিশুপালক, তুমি কি সত্যি মনে কর আমি সন্ন্যাসী হতে পারিনে?

বিপিন। কেন পার্ব্বে না! কিন্তু অনেকগুলি তল্পিদার চেলা সঙ্গে থাকা চাই।

শ্রীশ। তার তাৎপর্য্য এই যে, কেউ বা আমার বেলফুলের মালা গেঁথে দেবে, কেউবা বাজার থেকে লেমনেড ও বরফ ভিক্ষে করে আন্‌বে, এই ত? তাতে ক্ষতিটা কি? যে সন্ন্যাস ধর্ম্মে বেলফুলের প্রতি বৈরাগ্য এবং ঠাণ্ডা লেমনেডের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মায় সেটা কি খুব উচুদরের সন্ন্যাস?

বিপিন। সাধারণ ভাষায় ত সন্ন্যাসধর্ম্ম বল্‌তে সেই রকমটাই বোঝায়।

শ্রীশ। ঐ শোন! তুমি কি মনে কর ভাষায় একটা কথার একটা বৈ অর্থ নেই? এক জনের কাছে সন্ন্যাসী কথাটার যে অর্থ, আর এক জনের কাছেও যদি ঠিক সেই অর্থই হয় তা হলে মানুষের মন বলে একটা স্বাধীন পদার্থ আছে কি কর্ত্তে?

বিপিন। তোমার মন সন্ন্যাসী কথাটার কি অর্থ করচেন আমার মন সেইটি শোনবার জন্য উৎসুক হয়েচেন।

শ্রীশ। আমার সন্ন্যাসীর সাজ এই রকম—গলায় ফুলের মালা, গায়ে চন্দন, কাণে কুণ্ডল, মুখে হাস্য। আমার সন্ন্যাসীর কাজ মানুষের চিত্ত আকর্ষণ। সুন্দর চেহারা, মিষ্টি গলা, বক্তৃতায় অধিকার, এ সমস্ত না থাকিলে সন্ন্যাসী হয়ে উপযুক্ত ফল পাওয়া যায় না। রুচি বুদ্ধি কার্য্যক্ষমতা ও প্রফুল্লতা, সকল বিষয়েই আমার সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে গৃহস্থের আদর্শ হতে হবে।

বিপিন। অর্থাৎ একদল কার্ত্তিককে ময়ূরের উপর চড়ে রাস্তায় বেরতে হবে।

শ্রীশ। ময়ূর না পাওয়া যায়, ট্রাম, আছে, পদব্রজেও নারাজ নই। কুমার সভা মানেই ত কার্ত্তিকের সভা। কিন্তু কার্ত্তিক কি কেবল সুপুরুষ ছিলেন? তিনিই ছিলেন স্বর্গের সেনাপতি।

বিপিন। লড়াইয়ের জন্যে তাঁর দুটি মাত্র হাত, কিন্তু বক্তৃতা করবার জন্যে তাঁর তিন যোড়া মুখ।

শ্রীশ। এর থেকে প্রমাণ হয় আমাদের আর্য্য পিতামহরা বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবলকে তিন গুণ বেশী বলেই জান্‌তেন। আমিও পালোয়ানীকে বীরত্বের আদর্শ বলে মানিনে।

বিপিন। ওটা বুঝি আমার উপর হ'ল?

শ্রীশ। ঐ দেখ! মানুষকে অহঙ্কারে কি রকম মাটি করে! তুমি ঠিক করে রেখেচ,

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

পালোয়ান বল্লেই তোমাকে বলা হল! তুমি কলিযুগের ভীমসেন! আচ্ছা এস, যুদ্ধং দেহি! একবার বীরত্বের পরীক্ষা হয়ে যাক্!

এই বলিয়া দুই বন্ধু ক্ষণকালের জন্য লীলাচ্ছলে হাত কাড়াকড়ি করিতে লাগিল। বিপিন হঠাৎ "এইবার ভীমসেনের পতন" বলিয়া ধপ করিয়া শ্রীশের কেদারটা অধিকার করিয়া তাহার উপরে দুই পা তুলিয়া দিল; এবং "উঃ অসহ্য তৃষ্ণা" বলিয়া লেমনেডের গ্লাসটি এক নিঃশ্বাসে খালি করিল। তখন শ্রীশ তাড়াতাড়ি বেলফুলের মালাটি সংগ্রহ করিয়া—"কিন্তু বিজয় মাল্যটি আমার" বলিয়া সেটা মাথায় জড়াইল এবং বেতের মোড়াটার উপরে বসিয়া কহিল আচ্ছা ভাই সত্যি বল, একদল শিক্ষিত লোক যদি এই রকম সংসার পরিত্যাগ করে' পরিপাটি সজ্জায় প্রফুল্ল প্রসন্ন মুখে গানে এবং বক্তৃতায় ভারতবর্ষের চতুর্দ্দিকে শিক্ষা বিস্তার করে' বেড়ায় তাতে উপকার হয় কি না?

বিপিন এই তর্কটা লইয়া বন্ধুর সঙ্গে আর ঝগড়া করিতে ইচ্ছা করিল না—কহিল, আইডিয়াটা ভাল বটে!

শ্রীশ। অর্থাৎ শুনতে সুন্দর কিন্তু কর্ত্তে অসাধ্য! আমি বল্‌চি অসাধ্য নয় এবং আমি দৃষ্টান্ত দ্বারা তার প্রমাণ করব। ভারতবর্ষে সন্ন্যাসধর্ম্ম বলে একটা প্রকাণ্ড শক্তি আছে, তার ছাই ঝেড়ে তার ঝুলিটা কেড়ে নিয়ে তার জটা মুড়িয়ে তাকে সৌন্দর্য্য এবং কর্ম্মনিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত করাই চিরকুমার সভার এক মাত্র উদ্দেশ্য। ছেলে পড়ান এবং দেশলাইয়ের কাটি তৈরি করবার জন্যে আমাদের মত লোক চিরজীবনের ব্রত অবলম্বন করে নি। বল বিপিন, তুমি আমার প্রস্তাবে রাজি আছ কি না?

বিপিন। তোমার সন্ন্যাসীর যে রকম চেহারা গলা এবং আস্‌বাবের প্রয়োজন আমার ত তার কিছুই নেই। তবে তল্পিদার হয়ে পিছনে যেতে রাজি আছি! কাণে যদি সোণার কুণ্ডল, অন্ততঃ চোখে যদি সোণার চস্‌মাটা পরে' ও যেখানে সেখানে ঘুরে বেড়াও তা হলে একটা প্রহরীর দরকার, সে কাজটা আমার দ্বারা কতকটা চল্‌তে পারবে!

শ্রীশ। আবার ঠাট্টা!

বিপিন। না ভাই ঠাট্টা নয়। আমি সত্যিই বলচি তোমার প্রস্তাবটাকে যদি সম্ভবপর করে' তুল্‌তে পার তা হলে খুব ভালই হয়। তবে এ রকম একটা সম্প্রদায়ে সকলেরই কাজ সমান হতে পারে না, যার যেমন স্বাভাবিক ক্ষমতা সে সেই অনুসারে যোগ দিতে পারে।

শ্রীশ। সে ত ঠিক কথা। কেবল একটি বিষয়ে আমাদের খুব দৃঢ় হতে হবে, স্ত্রীজাতির কোন সংশ্রব রাখ্‌ব না।

বিপিন। মাল্যচন্দন অঙ্গদকুণ্ডল সবই রাখতে চাও কেবল ঐ একটা বিষয়ে অত বেশী দৃঢ়তা কেন?

শ্রীশ। ঐ গুলো রাখচি বলেই দৃঢ়তা। যে জন্যে চৈতন্য তাঁর অনুচরদের স্ত্রীলোকের সঙ্গ থেকে কঠিন শাসনে রেখেছিলেন। তাঁর ধর্ম্ম, অনুরাগ এবং সৌন্দর্য্যের ধর্ম্ম, সে জন্যেই তার পক্ষে প্রলোভনের ফাঁদ অনেক ছিল।

বিপিন। তা হলে ভয়টুকুও আছে!

শ্রীশ। আমার নিজের জন্য লেশমাত্র নেই। আমি আমার মনকে পৃথিবীর বিচিত্র সৌন্দর্য্যে ব্যাপ্ত করে রেখে দিই, কোনও একটা ফাঁদে আমাকে ধরে কার সাধ্য, কিন্তু তোমরা যে দিন রাত্রি ফুটবল্ টেনিস ক্রিকেট নিয়ে

Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

থাক—তোমরা একবার পড়লে ব্যাট্‌বল্‌ গুলি-ডাণ্ডা সব সুদ্ধ ঘাড়মোড় ভেঙ্গে পড়বে।

বিপিন। আচ্ছা ভাই, সময় উপস্থিত হলে দেখা যাবে।

শ্রীশ। ও কথা ভাল নয়! সময় উপস্থিত হবে না, সময় উপস্থিত হতে দেব না। সময় ত রথে চড়ে আসেন না—আমরা তাঁকে ঘাড়ে করে নিয়ে আসি—কিন্তু তুমি যে সময়টার কথা বলচ তাকে বাহন অভাবে ফিরতেই হবে।

পূর্ণবাবুর প্রবেশ।

উভয়ে। এস এস পূর্ণ বাবু!

বিপিন তাহাকে কেদারাটা ছাড়িয়া দিয়া একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিল। পূর্ণর সহিত শ্রীশ ও বিপিনের তেমন ঘনিষ্ঠতা ছিল না বলিয়া তাহাকে দুজনেই একটু বিশেষ খাতির করিয়া চলিত।

পূর্ণ। তোমাদের এই বারান্দায় জ্যোৎস্না-টিত মন্দ রচনা কর নি—মাঝে মাঝে থামের ছায়া ফেলে ফেলে সাজিয়েছ ভাল!

শ্রীশ। ছাদের উপর জ্যোৎস্না রচনা করা প্রভৃতি কতকগুলি অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা জন্মাবার পূর্ব্ব হতেই আমার কাছে। কিন্তু দেখ পূর্ণ বাবু, ঐ দেশলাই করা টরা ও গুলো আমার ভাল আসে না।

পূর্ণ। (বেলফুলের মালার দিকে চাহিয়া) সন্ন্যাসধর্ম্মেই কি তোমার অসামান্য দখল আছে না কি?

শ্রীশ। সেই কথাইত হচ্ছিল। সন্ন্যাসধর্ম্ম তুমি কাকে বল শুনি!

পূর্ণ। যে ধর্ম্মে দর্জ্জি ধোবা নাপিতের কোন সহায়তা নিতে হয় না, তাঁতীকে একেবারেই অগ্রাহ্য করিতে হয়, পিয়ার্স সোপের বিজ্ঞাপনের দিকে দৃকপাত করতে হয় না—

শ্রীশ। আরে ছিঃ, সে সন্ন্যাসধর্ম্ম ত বুড়ো হয়ে মরে গেছে—এখন নবীন সন্ন্যাসী আছেন বলে' একটা সম্প্রদায় গড়্‌তে হবে—

পূর্ণ। বিদ্যাসুন্দরের যাত্রায় যে নবীন সন্ন্যাসী আছেন তিনি মন্দ দৃষ্টান্ত নন্—কিন্তু তিনি ত চিরকুমার সভার বিধানমতে চলেন নি।

শ্রীশ। যদি চল্‌তেন তা হলে তিনিই ঠিক দৃষ্টান্ত হতে পার্‌তেন। সাজে সজ্জায় বাক্যে আচরণে সুন্দর এবং সুনিপুণ হতে হবে—

পূর্ণ। কেবল রাজকন্যার দিক থেকে দৃষ্টি নামাতে হবে। এই ত? বিনি সুতোর মালা গাঁথ্‌তে হবে কিন্তু সে মালা পরাতে হবে কার গলায় হে?

শ্রীশ। স্বদেশের!; কথাটা কিছু উচ্চ শ্রেণীর হয়ে পড়ল, কিন্তু কি করব বল, মালিনী মাসী এবং রাজকুমারী একেবারেই নিষিদ্ধ কিন্তু ঠাট্টা নয় পূর্ণ বাবু—

পূর্ণ। ঠাট্টার মত মোটেই শোনাচ্চেনা—ভয়ানক কড়া কথা, একেবারে খট্‌খটে শুক্‌নো!

শ্রীশ। আমাদের চিরকুমার সভা থেকে এমন একটি সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গঠন করতে হবে যারা রুচি, শিক্ষা ও কর্ম্মে সকল গৃহস্থের আদর্শ হবে। যারা সঙ্গীত প্রভৃতি কলাবিদ্যায় অদ্বিতীয় হবে, আবার লাঠি তলোয়ার খেলা, ঘোড়ায় চড়া, বন্দুক লক্ষ্য করায় পারদর্শী হবে—

পূর্ণ। অর্থাৎ মনোহরণ এবং প্রাণ হরণ দুই কর্ম্মেই মজবুৎ হবে। পুরুষ দেবী চৌধুরাণীর দল আর কি।

শ্রীশ। বঙ্কিম বাবু আমার আইডিয়াটা পূর্ব্বে হতেই চুরি করে রেখেছেন—কিন্তু ওটাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের নিজের করে নিতে হবে।

পূর্ণ। সভাপতি মশায় কি বলেন?

শ্রীশ। তাঁকে ক'দিন ধরে বুঝিয়ে বুঝিয়ে

আমার দলে টেনে নিয়েছি। কিন্তু তিনি তাঁর দেশলাইয়ের কাঠি ছাড়েন নি। তিনি বলেন সন্ন্যাসীরা কৃষিতত্ত্ব বস্তুতত্ত্ব প্রভৃতি শিখে গ্রামে গ্রামে চাষাদের শিখিয়ে বেড়ায়—এক টাকা করে শেয়ার নিয়ে একটা ব্যাঙ্ক খুলে বড় বড় পল্লীতে নূতন নিয়মে এক একটা দোকান বসিয়ে আস্‌বে—ভারতবর্ষের চারিদিকে বাণিজ্যের জাল বিস্তার করে দেবে। তিনি খুব মেতে উঠেছেন।

পূর্ণ। বিপিন বাবুর কি মত?

আসলে, বিপিনের মতে শ্রীশের এই কল্পনাটি কার্য্যসাধ্য নয়, কিন্তু শ্রীশের সর্ব্বপ্রকার পাগ্‌লামিকে সে স্নেহের চক্ষে দেখিত;—প্রতিবাদ করিয়া শ্রীশের উৎসাহে আঘাত দিতে তাহার কোনমতেই মন সরিত না। সে বলিল—যদিচ আমি নিজেকে শ্রীশের নবীন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের আদর্শ পুরুষ বলে জ্ঞান করিনে কিন্তু দল যদি গড়ে ওঠে ত আমিও সন্ন্যাসী সাজ্‌তে রাজি আছি।

পূর্ণ। কিন্তু সাজ্‌তে খরচ আছে মশায়—কেবল কৌপীন নয় ত—অঙ্গদ, কুণ্ডল, আভরণ, কুন্তলীন, দেল্‌খোস্‌—

শ্রীশ। পূর্ণ বাবু ঠাট্টাই কর আর যাই কর, চিরকুমার সভা সন্ন্যাসী সভা হবেই। আমরা একদিকে কঠোর আত্মত্যাগ করব, অন্যদিকে মনুষ্যত্বের কোন উপকরণ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করব না—আমরা কঠিন শৌর্য্য এবং ললিত সৌন্দর্য্য উভয়কেই সমান আদরে বরণ করব—সেই দুরূহ সাধনায় ভারতবর্ষে নবযুগের আবির্ভাব হবে—

পূর্ণ। বুঝেছি শ্রীশবাবু—কিন্তু নারী কি মনুষ্যত্বের একটা সর্ব্বপ্রধান উপকরণের মধ্যে গণ্য নয়? এবং তাঁকে উপেক্ষা করলে ললিত সৌন্দর্য্যের প্রতি কি সমাদর রক্ষা হবে? তার কি উপায় করলে?

শ্রীশ। নারীর একটা দোষ নরজাতিকে তিনি লতার মত বেষ্টন করে ধরেন, যদি তাঁর দ্বারা বিজড়িত হবার আশঙ্কা না থাক্‌ত, যদি তাঁকে রক্ষা করেও স্বাধীনতা রক্ষা করা যেত, তা হলে কোন কথা ছিল না। কাজে যখন জীবন উৎসর্গ করতে হবে তখন কাজের সমস্ত বাধা দূর করতে চাই—পাণিগ্রহণ করে ফেল্‌লে নিজের পাণিকেও বদ্ধ করে ফেল্‌তে হবে, সে হলে চল্‌বে না পূর্ণবাবু!

পূর্ণ। ব্যস্ত হয়োনা ভাই, আমি আমার শুভ বিবাহে তোমাদের নিমন্ত্রণ করতে আসিনি। কিন্তু ভেবে দেখ দেখি, মনুষ্য জন্ম আর পাব কি না সন্দেহ—অথচ হৃদয়কে চিরজীবন যে পিপাসার জল থেকে বঞ্চিত করতে যাচ্চি তার পূরণস্বরূপ আর কোথাও আর কিছু জুটবে কি? মুসলমানের স্বর্গে হুরি আছে হিন্দুর স্বর্গেও অপ্সরার অভাব নেই, চিরকুমার সভার স্বর্গে সভাপতি এবং সভ্যমশায়দের চেয়ে মনোরম আর কিছু পাওয়া যাবে কি!

শ্রীশ। পূর্ণবাবু বল কি? তুমি যে—

পূর্ণ। ভয় নেই ভাই, এখনো মরিয়া হয়ে উঠিনি। তোমার এই ছাদভরা জ্যোৎস্না আর ঐ বেল ফুলের গন্ধ কি কৌমার্য্যব্রতরক্ষার সহায়তা করবার জন্যে সৃষ্টি হয়েছে? মনের মধ্যে মাঝে মাঝে যে বাষ্প জমে আমি সেটাকে উচ্ছ্বসিত করে দেওয়াই ভাল বোধ করি—চেপে রেখে নিজেকে ভোলাতে গেলে কোন্ দিন চিরকুমারব্রতের লোহার বয়লার খানা ফেটে যাবে। যাই হোক্ যদি সন্ন্যাসী হওয়াই স্থির কর ত আমিও যোগ দেব—কিন্তু আপাততঃ সভাটাকে ত রক্ষা করতে হবে।

শ্রীশ। কেন? কি হয়েছে?

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

পূর্ণ। অক্ষয় বাবু আমাদের সভাকে যে স্থানান্তর করবার ব্যবস্থা করচেন এটা আমার ভাল ঠেক্‌চে না।

শ্রীশ। সন্দেহ জিনিষটা নাস্তিকতার ছায়া। মন্দ হবে, ভেঙ্গে যাবে, নষ্ট হবে এ সব ভাব আমি কোন অবস্থাতেই মনে স্থান দিইনে। ভালই হবে—যা হচ্চে বেশ হচ্চে—চিরকুমার সভার উদার বিস্তীর্ণ ভবিষ্যৎ আমি চোখের সম্মুখে দেখ্‌তে পাচ্চি—অক্ষয় বাবু সভাকে এক বাড়ি থেকে অন্য বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে তার কি অনিষ্ট কর্‌তে পারেন? কেবল গলির এক নম্বর থেকে আরেক নম্বরে নয়, আমাদের যে পথে পথে দেশে দেশে সঞ্চরণ করে বেড়াতে হবে! সন্দেহ শঙ্কা উদ্বেগ এগুলো মন থেকে দূর করে দাও পূর্ণবাবু—বিশ্বাস এবং আনন্দ না হলে বড় কাজ হয় না!

পূর্ণ নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহিল। বিপিন কহিল—দিনকতক দেখাইযাক্ না—যদি কোন অসুবিধার কারণ ঘটে তা হলে স্বস্থানে ফিরে আসা যাবে—আমাদের সেই অন্ধকার বিবরটি ফস্‌করে কেউ কেড়ে নিচ্চে না!

হায়, পূর্ণের হৃদয় বেদনা কে বুঝিবে?

অকস্মাৎ চন্দ্রমাধব বাবুর সবেগে প্রবেশ। তিন জনের সসম্ভ্রমে উত্থান।

চন্দ্র। দেখ আমি সেই কথাটা ভাবছিলুম—

শ্রীশ। বসুন!

চন্দ্র। না, না, বস্‌ব না, আমি এখনি যাচ্চি! আমি বল্‌ছিলুম, সন্ন্যাসব্রতের জন্যে আমাদের এখন থেকে প্রস্তুত হতে হবে। হঠাৎ একটা অপঘাত ঘট্‌লে, কিংবা সাধারণ জ্বরজ্বালায়, কি রকম চিকিৎসা সে আমাদের শিক্ষা করতে হবে—ডাক্তার রামরতন বাবু কি রবিবারে আমাদের দুঘণ্টা করে বক্তৃতা দেবেন বন্দোবস্ত করে এসেছি।

শ্রীশ। কিন্তু তাতে অনেক বিলম্ব হবে না?

চন্দ্র। বিলম্ব হবেই, কাজটিও সহজ নয়। কেবল তাই নয়—আমাদের কিছু কিছু আইন অধ্যয়নও দরকার। অবিচার অত্যাচার থেকে রক্ষা করা, এবং কার কতদূর অধিকার সেটা চাষাভূষোদের বুঝিয়ে দেওয়া আমাদের কাজ।

শ্রীশ। চন্দ্রবাবু বসুন—

চন্দ্র। না শ্রীশবাবু, বস্‌তে পারচিনে, আমার একটু কাজ আছে। আর একটা আমাদের করতে হচ্চে—গোরুর গাড়ি, ঢেঁকি, তাঁত প্রভৃতি আমাদের দেশী অত্যাবশ্যক জিনিষগুলিকে একটু আধটু সংশোধন করে যাতে কোন অংশে তাদের শস্তা বা মজবুৎ বা বেশী উপযোগী করে তুল্‌তে পারি সে চেষ্টা আমাদের করতে হবে। এবারে গর্ম্মির ছুটিতে কেদারবাবুদের কারখানায় গিয়ে প্রত্যহ আমাদের কতকগুলি পরীক্ষা করা চাই।

শ্রীশ। চন্দ্রবাবু অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন—(চৌকি অগ্রসরকরণ)।

চন্দ্র। না, না, আমি এখনি যাচ্চি। দেখ আমার মত এই যে, এই সমস্ত গ্রামের ব্যবহার্য্য সামান্য জিনিষগুলির যদি আমরা কোন উন্নতি করিতে পারি তা হলে তাতে করে চাষাদের মনের মধ্যে যে রকম আন্দোলন হবে, বড় বড় সংস্কার কার্য্যেও তেমন হবে না। তাদের সেই চিরকেলে ঢেঁকি ঘাণির কিছু পরিবর্ত্তন করতে পারলে তবে তাদের সমস্ত মন সজাগ হয়ে উঠবে, পৃথিবী যে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই এ তারা বুঝতে পারবে—

শ্রীশ। চন্দ্রবাবু বসবেন না কি?

চন্দ্র। থাক না! একবার ভেবে দেখ আমরা যে এতকাল ধরে শিক্ষা পেয়ে আস্‌চি,

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

উচিত ছিল আমাদের ঢেঁকি, কুলো থেকে তার পরিচয় আরম্ভ হওয়া। বড় বড় কল-কারখানা ত দূরের কথা, ঘরের মধ্যেই আমাদের সজাগ দৃষ্টি পড়্‌ল না। আমাদের হাতের কাছে যা আছে আমরা না তার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলুম, না তার সম্বন্ধে কিছুমাত্র চিন্তা করলুম। যা ছিল সব তেমনিই রয়ে গেছে। মানুষ অগ্রসর হচ্চে অথচ তার জিনিষপত্র পিছয়ে থাকচে এ কখনো হতেই পারে না। আমরা পড়েই আছি—ইংরাজ আমাদের কাঁধে করে বহন করেচে, তাকে এগোনো বলে না। ছোট খাটো সামান্য গ্রাম্য জীবন-যাত্রা পল্লীগ্রামের পঙ্কিল পথের মধ্যে বদ্ধ হয়ে অচল হয়ে আছে, আমাদের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে সেই গরুর গাড়ির চাকা ঠেলতে হবে—কলের গাড়ির চালক হবার দুরাশা এখন থাক্! কটা বাজ্‌ল শ্রীশবাবু?

শ্রীশ। সাড়ে আটটা বেজে গেছে।

চন্দ্র। তাহলে আমি যাই। কিন্তু এই কথা রইল, আমাদের এখন অন্য সমস্ত আলোচনা ছেড়ে নিয়মিত শিক্ষাকার্য্যে প্রবৃত্ত হতে হবে এবং—

পূর্ণ। আপনি যদি একটু বসেন চন্দ্রবাবু তাহলে আমার দুই একটা কথা বলবার আছে—

চন্দ্র। না আজ আর সময় নেই—

পূর্ণ। বেশী কিছু নয় আমি বল্‌ছিলুম আমাদের সভা—

চন্দ্র। সে কথা কাল হবে পূর্ণবাবু—

পূর্ণ। কিন্তু কালই ত সভা বস্‌চে—

চন্দ্র। আচ্ছা তা হলে পরশু, আমার সময় নেই—

পূর্ণ। দেখুন, অক্ষয় বাবু যে—

চন্দ্র। পূর্ণবাবু আমাকে মাপ করতে হবে, আজ দেরি হয়ে গেছে। কিন্তু দেখ, আমার একটা কথাই মনে হচ্ছিল যে, চিরকুমার সভা যদি ক্রমে বিস্তীর্ণ হয়ে পড়ে তাহলে আমাদের সকল সভ্যই কিছু সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যেতে পারবেন না—অতএব ওর মধ্যে দুটি বিভাগ রাখা দরকার হবে—

পূর্ণ। স্থাবর এবং জঙ্গম।

চন্দ্র। তা সে যে নামই দাও। তা ছাড়া অক্ষয়বাবু সে দিন একটি কথা যা বল্লেন সেও আমার মন্দ লাগ্‌ল না। তিনি বলেন, চিরকুমার সভার সংস্রবে আর একটি সভা রাখা উচিত যাতে বিবাহিত এবং বিবাহ সংকল্পিত লোকদের নেওয়া যেতে পারে। গৃহী লোকদেরও ত দেশের প্রতি কর্ত্তব্য আছে। সকলকেই সাধ্যমত কোন না কোন হিতকর কাজে নিযুক্ত থাক্‌তে হবে—এইটে হচ্চে সাধারণ ব্রত। আমাদের একদল কুমারব্রত ধারণ করে দেশে দেশে বিচরণ করবেন, একদল কুমারব্রত ধারণ করে একজায়গায় স্থায়ী হয়ে বসে কাজ করবেন, আর একদল গৃহী নিজ নিজ রুচি ও সাধ্য অনুসারে একটা কোন প্রয়োজনীয় কাজ অবলম্বন করে দেশের প্রতি কর্ত্তব্য পালন করবেন। যাঁরা পর্য্যটক্ সম্প্রদায়ভুক্ত হবেন তাঁদের ম্যাপ প্রস্তুত, জরিপ, ভূতত্ত্ববিদ্যা, উদ্ভিদ বিদ্যা, প্রাণিতত্ত্ব প্রভৃতি শিখতে হবে;—তাঁরা যে দেশে যাবেন সেখানকার সমস্ত তথ্য তন্ন তন্ন করে সংগ্রহ করবেন—তা হলেই ভারতবর্ষীয়ের দ্বারা ভারতবর্ষের যথার্থ বিবরণ লিপিবদ্ধ হবার ভিত্তি স্থাপিত পারবে—হন্টার সাহেবের উপরেই নির্ভর করে কাটাতে হবে না—

পূর্ণ। চন্দ্রবাবু যদি বসেন তা হলে একটা কথা—

চন্দ্র। না—আমি বল্‌ছিলুম যেখানে যেখানে যাব সেখানকার ঐতিহাসিক জনশ্রুতি

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

এবং পুরাতন পুঁথি সংগ্রহ করা আমাদের কাজ হবে—শিলালিপি, তাম্রশাসন এগুলোও সন্ধান করতে হবে—অতএব প্রাচীন লিপি পরিচয়টাও আমাদের কিছুদিন অভ্যাস করা আবশ্যক।

পূর্ণ। সে সব ত পরের কথা, আপাততঃ—

চন্দ্র। না, না, আমি বল্‌চিনে সকলকেই সব বিদ্যা শিখতে হবে, তা হলে কোন কালে শেষ হবে না। অভিরুচি অনুসারে ওর মধ্যে আমরা কেউবা একটা কেউবা দুটো তিনটে শিক্ষা করব—

শ্রীশ। কিন্তু তা হলেও—

চন্দ্র। ধর, পাঁচ বছর। পাঁচ বছরে আমরা প্রস্তুত হয়ে বেরতে পারব। যারা চির জীবনের ব্রত গ্রহণ করবে, পাঁচ বছর তাদের পক্ষে কিছুই নয়। তা ছাড়া এই পাঁচ বছরেই আমাদের পরীক্ষা হয়ে যাবে—যাঁরা টিকে থাকতে পারবেন তাঁদের সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ থাকবে না।

পূর্ণ। কিন্তু দেখুন, আমাদের সভাটা যে স্থানান্তর করা হচ্চে,—

চন্দ্র। না পূর্ণবাবু আজ আর কিছুতেই না, আমার অত্যন্ত জরুরী কাজ আছে। পূর্ণবাবু আমার কথাগুলো ভাল করে চিন্তা করে দেখো। আপাততঃ মনে হতে পারে অসাধ্য—কিন্তু তা নয়। দুঃসাধ্য বটে—তা ভাল কাজ মাত্রই দুঃসাধ্য। আমরা যদি পাঁচটি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক পাই তা হলে আমরা যা কাজ করব তা চিরকালের জন্য ভারতবর্ষকে আচ্ছন্ন করে দেবে।

শ্রীশ। কিন্তু আপনি যে বলছিলেন গোরুর গাড়ির চাকা প্রভৃতি ছোট ছোট জিনিষ—

চন্দ্র। ঠিক কথা, আমি তাকেও ছোট মনে করে উপেক্ষা করিনে—এবং বড় কাজকেও অসাধ্য জ্ঞান করে ভয় করিনে—

পূর্ণ। কিন্তু সভার অধিবেশন সম্বন্ধেও—

চন্দ্র। সে সব কথা কাল হবে পূর্ণবাবু! আজ তবে চল্লুম!

(চন্দ্রবাবুর দ্রুতবেগে প্রস্থান)

বিপিন। ভাই শ্রীশ, চুপচাপ যে! এক মাতালের মাৎলামী দেখে অন্য মাতালের নেশা ছুটে যায়। চন্দ্রবাবুর উৎসাহে তোমাকে সুদ্ধ দমিয়ে দিয়েছে।

শ্রীশ। না হে, অনেক ভাববার কথা আছে। উৎসাহ কি সব সময়ে কেবল বকাবকি করে? কখনো বা একেবারে নিস্তব্ধ হয়ে থাকে, সেইটেই হল সাংঘাতিক অবস্থা।

বিপিন। পূর্ণবাবু হঠাৎ পালাচ্চ যে?

পূর্ণ। সভাপতি মশায়কে রাস্তায় ধরতে যাচ্চি—পথে যেতে যেতে যদি দৈবাৎ আমার দুটো একটা কথায় কর্ণপাত করেন।

বিপিন। ঠিক উল্টো হবে। তাঁর যে কটা কথা বাকি আছে সেই গুলো তোমাকে শোনাতে শোনাতে কোথায় যাবার আছে সে কথা ভুলেই যাবেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

চন্দ্রমাধব বাবু যখন ডাকিলেন—"নির্ম্মল," তখন একটা উত্তর পাইলেন বটে, "কি মামা," কিন্তু সুরটা ঠিক বাজিল না। চন্দ্রবাবু ছাড়া আর যে কেহ হইলে বুঝিতে পারিত সে অঞ্চলে অল্প একটুখানি গোল আছে।

"নির্ম্মল, আমার গলার বোতামটা খুঁজে পাচ্চিনে।"

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

"বোধ হয় ঐ খানেই কোথাও আছে।"

এরূপ অনাবশ্যক এবং অনির্দ্দিষ্ট সংবাদে কাহারও কোন উপকার নাই, বিশেষতঃ যাহার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ। ফলতঃ এই সংবাদে অদৃশ্য বোতাম সম্বন্ধে কোন নূতন জ্ঞানলাভের সহায়তা না করিলেও নির্ম্মলার মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেকটা আলোক বর্ষণ করিল। কিন্তু অধ্যাপক চন্দ্রমাধব বাবুর দৃষ্টিশক্তি সে দিকেও যথেষ্ট প্রখর নহে। তিনি অন্য দিনের মতই নিশ্চিন্ত নির্ভরের ভাবে কহিলেন—একবার খুঁজে দেখত ফেনি!

নির্ম্মলা কহিল—তুমি কোথায় কি ফেল আমি কি খুঁজে বের করতে পারি?

এতক্ষণে চন্দ্রবাবুর স্বভাবনিঃশঙ্ক মনে একটুখানি সন্দেহের সঞ্চার হইল—স্নিগ্ধ কণ্ঠে কহিলেন—তুমিই ত পার নির্ম্মল! আমার সমস্ত ত্রুটি সম্বন্ধে এত ধৈর্য্য আর কার আছে?

নির্ম্মলার রুদ্ধ অভিমান চন্দ্রবাবুর স্নেহস্বরে অকস্মাৎ অশ্রুজলে বিগলিত হইবার উপক্রম করিল; নিঃশব্দে সম্বরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া চন্দ্রমাধববাবু নির্ম্মলার কাছে আসিলেন এবং যেমন করিয়া সন্দিগ্ধ মোহরটি চোখের খুব কাছে ধরিয়া পরীক্ষা করিতে হয় তেমনি করিয়া নির্ম্মলার মুখখানি দুই আঙুল দিয়া তুলিয়া ধরিয়া ক্ষণকাল দেখিলেন এবং গম্ভীর মৃদু হাস্যে কহিলেন নির্ম্মল আকাশে একটুখানি মালিন্য দেখছি যেন! কি হয়েছে বল দেখি?

নির্ম্মলা জানিত চন্দ্রমাধব অনুমানের চেষ্টাও করিবেন না। যাহা স্পষ্ট প্রকাশমান নহে তাহা তিনি মনের মধ্যে স্থানও দিতেন না। তাঁহার নিজের চিত্ত যেমন শেষ পর্য্যন্ত স্বচ্ছ অন্যের নিকটও সেইরূপ একান্ত স্বচ্ছতা প্রত্যাশা করিতেন।

নির্ম্মলা ক্ষুব্ধস্বরে কহিল—এত দিন পরে আমাকে তোমাদের চিরকুমার সভা থেকে বিদায় দিচ্চ কেন? আমি কি করেছি?

চন্দ্রমাধববাবু আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন—চিরকুমার সভা থেকে তোমাকে বিদায়? তোমার সঙ্গে সে সভার যোগ কি?

নির্ম্মলা। দরজার আড়ালে থাকলে বুঝি যোগ থাকে না? অন্ততঃ সেই যতটুকু যোগ অই বা কেন যাবে?

চন্দ্রবাবু। নির্ম্মল, তুমিত এ সভার কাজ করবে না—যারা কাজ করবে তাদের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখেই—

নির্ম্মলা। আমি কেন কাজ করব না? তোমার ভাগ্নে না হয়ে ভাগ্নী হয়ে জন্মেছি বলেই কি তোমাদের হিতকার্য্যে যোগ দিতে পারব না? তবে আমাকে এত দিন শিক্ষা দিলে কেন? নিজের হাতে আমার সমস্ত মন প্রাণ জাগিয়ে দিয়ে শেষকালে কাজের পথ রোধ করে দাও কি বলে?

চন্দ্রমাধববাবু এই উচ্ছ্বাসের জন্য কিছুমাত্র প্রস্তুত ছিলেন না; তিনি যে নির্ম্মলাকে নিজে কি ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন তাহা নিজেই জানিতেন না। ধীরে ধীরে কহিলেন—নির্ম্মল, এক সময়ে ত বিবাহ করে তোমাকে সংসারের কাজে প্রবৃত্ত হতে হবে—চিরকুমার সভার কাজ—

"বিবাহ আমি করব না।"

"তবে কি করবে বল?"

"দেশের কাজে তোমার সাহায্য করব।"

"আমরা ত সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েছি।"

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

"ভারতবর্ষে কি কেউ কখনো সন্ন্যাসিনী হয়নি?"

চন্দ্রমাধববাবু স্তম্ভিত হইয়া হারানো বোতামটার কথা একেবারে ভুলিয়া গেলেন। নিরুত্তর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন।

উৎসাহদীপ্তিতে মুখ আরক্তিম করিয়া নির্ম্মলা কহিল—মামা, যদি কোন মেয়ে তোমাদের ব্রত গ্রহণের জন্যে অন্তরের সঙ্গে প্রস্তুত হয় তবে প্রকাশ্যভাবে তোমাদের সভার মধ্যে কেন তাকে গ্রহণ করবে না? আমি তোমাদের কৌমার্য্য সভার কেন সভ্য না হব?

নিষ্কলুষচিত্ত চন্দ্রমাধবের কাছে ইহার কোন উত্তর ছিল না। তবু দ্বিধাকুন্ঠিতভাবে বলিতে লাগিলেন—অন্য যাঁরা সভ্য আছেন—

নির্ম্মলা কথা শেষ না হইতেই বলিয়া উঠিল—যাঁরা সভ্য আছেন, যাঁরা ভারতবর্ষের হিতব্রত নেবেন, যাঁরা সন্ন্যাসী হতে যাচ্চেন—তাঁরা কি একজন ব্রতধারিণী স্ত্রীলোককে অসঙ্কোচে নিজের দলে গ্রহণ করতে পারবেন না? তা যদি হয় তাহলে তাঁরা গৃহী হয়ে ঘরে রুদ্ধ থাকুন্ তাঁদের দ্বারা কোন কাজ হবে না!

চন্দ্রমাধববাবু চুলগুলোর মধ্যে ঘন ঘন পাঁচ আঙুল চালাইয়া অত্যন্ত উস্কোখুস্কো করিয়া তুলিলেন। এমন সময় হঠাৎ তাঁহার আস্তিনের ভিতর হইতে হারা বোতামটা মাটিতে পড়িয়া গেল। নির্ম্মলা হাসিতে হাসিতে কুড়াইয়া লইয়া চন্দ্রমাধব বাবুর কামিজের গলায় লাগাইয়া দিল—চন্দ্রমাধববাবু তাহার কোন খবরই লইলেন না—চুলের মধ্যে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে মস্তিষ্ক কুলায়ের চিন্তাগুলিকে বিব্রত করিতে লাগিলেন।

চাকর আসিয়া খবর দিল, পূর্ণবাবু আসিয়াছেন। নির্ম্মলা ঘর হইতে চলিয়া গেলে তিনি প্রবেশ করিলেন। কহিলেন—চন্দ্রবাবু, সে কথাটা কি ভেবে দেখ্‌লেন? আমাদের সভাটিকে স্থানান্তর করা আমার বিবেচনায় ভাল হচ্চে না!

চন্দ্রবাবু। আজ আর একটি কথা উঠছে, সেটা পূর্ণবাবু তোমার সঙ্গে ভাল করে আলোচনা করতে ইচ্ছা করি। আমার একটি ভাগ্নী আছেন বোধ হয় জান?

পূর্ণ। (নিরীহভাবে) আপনার ভাগ্নী?

চন্দ্র। হাঁ, তাঁর নাম নির্ম্মলা। আমাদের চিরকুমার সভার সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের খুব যোগ আছে!

পূর্ণ। (বিস্মিতভাবে) বলেন কি?

চন্দ্র। আমার বিশ্বাস, তাঁর অনুরাগ এবং উৎসাহ আমাদের কারো চেয়ে কম নয়।

পূর্ণ। (উত্তেজিতভাবে) এ কথা শুন্‌লে আমাদের উৎসাহ বেড়ে ওঠে! স্ত্রীলোক হয়ে তিনি—

চন্দ্রবাবু। আমিও সেই কথা ভাব্‌চি, স্ত্রীলোকের সরল উৎসাহ পুরুষের উৎসাহে যেন নূতন প্রাণ সঞ্চার করতে পারে—আমি নিজেই সেটা আজ অনুভব করেছি!

পূর্ণ। (আবেগপূর্ণভাবে) আমিও সেটা বেশ অনুমান করতে পারি।

চন্দ্রবাবু। পূর্ণবাবু, তোমারও কি ঐ মত?

পূর্ণ। কি মত বল্‌চেন?

চন্দ্র। অর্থাৎ যথার্থ অনুরাগী স্ত্রীলোক আমাদের কঠিন কর্ত্তব্যের বাধা না হয়ে যথার্থ সহায় হতে পারেন?

পূর্ণ। (নেপথ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উচ্চ কণ্ঠে) সে বিষয়ে আমার লেশমাত্র সন্দেহ নেই। স্ত্রীজাতির অনুরাগ পুরুষের অনুরাগের একমাত্র সজীব নির্ভর—পুরুষের উৎসাহকে নবজাত শিশুটির মত মানুষ করে তুলতে পারে কেবল স্ত্রীলোকের উৎসাহ।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b0003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

শ্রীশ ও বিপিনের প্রবেশ।

শ। তাত পারে পূর্ণবাবু—কিন্তু সেই উৎসাহের অভাবেই কি আজ সভায় যেতে বিলম্ব হচ্চে?

পূর্ণ এত উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিয়াছিলেন যে নবাগত দুইজনে সিঁড়ি হইতে সকল কথা শুনিতে পাইয়াছিলেন।

চন্দ্রবাবু কহিলেন, না, না, দেরি হবার কারণ, আমার গলার বোতামটা কিছুতেই খুঁজে পাচ্চিনে।

শ্রীশ। গলায় ত একটা বোতাম লাগান রয়েছে দেখতে পাচ্চি—আরো কি প্রয়োজন আছে? যদি বা থাকে, আর ছিদ্র পাবেন কোথা?

চন্দ্রবাবু গলায় হাত দিয়া বলিলেন, তাইত। বলিয়া ঈষৎ লজ্জিত হইয়া হাসিতে লাগিলেন।

চন্দ্র। আমরা সকলেই ত উপস্থিত আছি এখন সেই কথাটার আলোচনা হয়ে যাওয়া ভাল, কি বল পূর্ণবাবু?

হঠাৎ পূর্ণবাবুর উৎসাহ অনেকটা নামিয়া গেল। নির্ম্মলার নাম করিয়া সকলের কাছে আলোচনা উত্থাপন তাহার কাছে রুচিকর বোধ হইল না। সে কিছু কুণ্ঠিতস্বরে কহিল, সে বেশ কথা কিন্তু এদিকে দেরি হয়ে যাচ্চে না?

চন্দ্র। না, এখনো সময় আছে। শ্রীশবাবু তোমরা একটু বস না কথাটা একটু স্থির হয়ে ভেবে দেখবার যোগ্য। আমার একটী ভাগ্নী আছেন, তাঁর নাম নির্ম্মলা,—

পূর্ণ হঠাৎ কাশিয়া লাল হইয়া উঠিল। ভাবিল চন্দ্রবাবুর কাণ্ডজ্ঞান মাত্রই নাই—পৃথিবীর লোকের কাছে নিজের ভাগ্নীর পরিচয় দিবার কি দরকার—অনায়াসে নির্ম্মলাকে বাদ দিয়া কথাটা আলোচনা করা যাইতে পারে। কিন্তু কোন কথার কোন অংশ বাদ দিয়া বলা চন্দ্রবাবুর স্বভাব নহে।

চন্দ্র। আমাদের কুমারসভার সমস্ত উদ্দেশ্যের সঙ্গে তাঁর একান্ত সহানুভূতি।

এত বড় একটা খবর শ্রীশ এবং বিপিন অবিচলিত নিরুৎসুক ভাবে শুনিয়া যাইতে লাগিল। পূর্ণ কেবলি ভাবিতে লাগিল নির্ম্মলার প্রসঙ্গ সম্বন্ধে যাহারা জড় পাষাণের মত উদাসীন, নির্ম্মলাকে যাহারা পৃথিবীর সাধারণ স্ত্রীলোকের সহিত পৃথক করিয়া দেখে না, তাহাদের কাছে সে নামের উল্লেখ করা কেন?

চন্দ্র। এ কথা আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি তাঁর উৎসাহ আমাদের কারো চেয়ে কম নয়।

শ্রীশ ও বিপিনের কাছ হইতে কিছুমাত্র সাড়া না পাইয়া চন্দ্রবাবুও বোধ করি মনে মনে একটু উত্তেজিত হইতেছিলেন।

চন্দ্র। একথা আমি ভালরূপ বিবেচনা করে দেখে স্থির করেছি স্ত্রীলোকের উৎসাহ পুরুষের সমস্ত বৃহৎ কার্য্যের মহৎ অবলম্বন। কি বল পূর্ণবাবু।

পূর্ণবাবুর কোন কথা বলিবার ইচ্ছাই ছিল না—কিন্তু নিস্তেজভাবে বলিল, তা ত বটেই।

চন্দ্রবাবুর পালে কোন দিক হইতে কোন হওয়া লাগিল না দেখিয়া হঠাৎ সবেগে ঝিঁকা মারিয়া বলিয়া উঠিলেন—নির্ম্মলা যদি কুমারসভার সভ্য হবার জন্য প্রার্থী থাকে তাহলে তাকে আমরা সভ্য না করব কেন?

পূর্ণ ত একেবারে বজ্রাহতবৎ! বলিয়া উঠিল—বলেন কি চন্দ্রবাবু?

শ্রীশ পূর্ণর মত অত্যুগ্র বিস্ময় প্রকাশ না করিয়া কহিল—আমরা কখনো কল্পনা করিনি যে, কোন স্ত্রীলোক আমাদের সভার সভ্য হতে ইচ্ছা প্রকাশ করবেন, সুতরাং এ সম্বন্ধে আমাদের কোন নিয়ম নেই—

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ন্যায়পরায়ণ বিপিন গম্ভীর কণ্ঠে কহিল, নিষেধও নেই।

অসহিষ্ণু শ্রীশ কহিল, স্পষ্ট নিষেধ না থাকতে পারে কিন্তু আমাদের সভার যে সকল উদ্দেশ্য তা স্ত্রীলোকের দ্বারা সাধিত হবার নয়।

কুমারসভায় স্ত্রীলোকসভ্য লইবার জন্য বিপিনের যে বিশেষ উৎসাহ ছিল তাহা নয়, কিন্তু তাহার মানসপ্রকৃতির মধ্যে একটা স্বাভাবিক সংযম থাকায় কোন শ্রেণীবিশেষের বিরুদ্ধে একদিকঘেঁষা কথা সে সহিতে পারিত না। তাই সে বলিয়া উঠিল—আমাদের সভার উদ্দেশ্য সঙ্কীর্ণ নয়; এবং বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধন করতে গেলে বিচিত্র শ্রেণীর ও বিচিত্র শক্তির লোকের বিচিত্র চেষ্টায় প্রবৃত্ত হওয়া চাই। স্বদেশের হিতসাধন একজন স্ত্রীলোক যে রকম পারবেন তুমি সে রকম পারবে না এবং তুমি যে রকম পারবে একজন স্ত্রীলোক সে রকম পারবেন না—অতএব সভার উদ্দেশ্যকে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণভাবে সাধন করতে গেলে তোমারও যেমন দরকার স্ত্রীসভ্যেরও তেমনি দরকার।

লেশমাত্র উত্তেজনা প্রকাশ না করিয়া বিপিন শান্তগম্ভীরস্বরে বলিয়া গেল—কিন্তু শ্রীশ কিছু উত্তপ্ত হইয়া বলিল, যারা কাজ করতে চায় না, তারাই উদ্দেশ্যকে ফলাও করে তোলে। যথার্থ কাজ করতে গেলেই লক্ষ্যকে সীমাবদ্ধ করতে হয়। আমাদের সভার উদ্দেশ্যকে যত বৃহৎ মনে করে তুমি বেশ নিশ্চিন্ত আছ, আমি তত বৃহৎ মনে করিনে।

বিপিন শান্তমুখে কহিল, আমাদের সভার কার্য্যক্ষেত্র অন্ততঃ এতটা বৃহৎ যে তোমাকে গ্রহণ করেচে বলে আমাকে পরিত্যাগ করতে হয় নি এবং আমাকে গ্রহণ করেচে বলে তোমাকে পরিত্যাগ করতে হয় নি। তোমার আমার উভয়েরই যদি এখানে স্থান হয়ে থাকে, আমাদের দুজনেরই যদি এখানে উপযোগিতা ও আবশ্যকতা থাকে তাহলে আরও একজন ভিন্ন প্রকৃতির লোকের এখানে স্থান হওয়া এমন কি কঠিন?

শ্রীশ চটিয়া কহিল—উদারতা অতি উত্তম জিনিষ, সে আমি নীতিশাস্ত্রে পড়েছি। আমি তোমার সেই উদারতাকে নষ্ট করতে চাইনে, বিভক্ত করতে চাই মাত্র। স্ত্রীলোকেরা যে কাজ করতে পারেন তার জন্যে তাঁরা স্বতন্ত্র সভা করুন, আমরা তার সভ্য হবার প্রার্থী হব না এবং আমাদের সভাও আমাদেরই থাক্! নইলে আমরা পরস্পরের কাজের বাধা হব মাত্র। মাথাটা চিন্তা করে মরুক্; উদরটা পরিপাক করতে থাক—পাকযন্ত্রটি মাথার মধ্যে এবং মস্তিষ্কটি পেটের মধ্যে প্রবেশ চেষ্টা না করলেই বস্!

বিপিন। কিন্তু তাই বলে মাথাটা ছিন্ন করে এক জায়গায় এবং পাকযন্ত্রটাকে আর এক জায়গায় রাখলেও কাজের সুবিধা হয় না!

শ্রীশ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিল—উপমা ত আর যুক্তি নয় যে সেটাকে খণ্ডন করলেই আমার কথাটাকে খণ্ডন করা হল! উপমা কেবল খানিক দূর পর্য্যন্ত খাটে—

বিপিন অর্থাৎ যতটুকু কেবল তোমার যুক্তির পক্ষে খাটে।

এই দুই পরম বন্ধুর মধ্যে এমন বিবাদ সর্ব্বদাই ঘটিয়া থাকে। পূর্ণ অত্যন্ত বিমনা হইয়া বসিয়াছিল—সে কহিল, বিপিন বাবু আমার মত এই যে, আমাদের এই সকল কাজে মেয়েরা অগ্রসর হয়ে এলে তাতে তাঁদের মাধুর্য্য নষ্ট হয়।

চন্দ্রবাবু একখানা বই চক্ষের অত্যন্ত কাছে ধরিয়া কহিলেন মহৎ কার্য্যে যে মাধুর্য্য নষ্ট হয় সে মাধুর্য্য সযত্নে রক্ষা করিবার যোগ্য নয়।

শ্রীশ বলিয়া উঠিল—না চন্দ্রবাবু আমি ওসব সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের কথা আনচিইনে। সৈন্য-দের মত এক চালে আমাদের চলতে হবে, অনভ্যাস বা স্বাভাবিক দুর্ব্বলতাবশতঃ যাঁদের পিছিয়ে পড়বার সম্ভাবনা আছে—তাঁদের নিয়ে ভারগ্রস্ত হলে আমাদের সমস্তই ব্যর্থ হবে।

এমন সময় নির্ম্মলা অকুণ্ঠিত মর্য্যাদার সহিত গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। হঠাৎ সকলেই স্তম্ভিত হইয়া গেল। যদিচ একটা অশ্রুপূর্ণ ক্ষোভে তাহার কণ্ঠস্বর আর্দ্র ছিল তথাপি সে দৃঢ়স্বরে কহিল—আপনা-দের কি উদ্দেশ্য এবং আপনারা দেশের কাজে কতদূর পর্য্যন্ত যেতে প্রস্তুত আছেন তা আমি কিছুই জানিনে,— কিন্তু আমি আমার মামাকে জানি, তিনি যে পথে যাত্রা করে চলেছেন আপনারা কেন আমাকে সে পথে তাঁর অনুসরণ করতে বাধা দিচ্চেন?

শ্রীশ নিরুত্তর, পূর্ণ কুণ্ঠিত অনুতপ্ত, বিপিন প্রশান্ত গম্ভীর, চন্দ্রবাবু সুগম্ভীর চিন্তামগ্ন।

পূর্ণ এবং শ্রীশের প্রতি বর্ষার রৌদ্ররশ্মির ন্যায় অশ্রুজলস্নাত কটাক্ষপাত করিয়া নির্ম্মলা কহিল—আমি যদি কাজ করতে চাই, যিনি আমার আশৈশবের গুরু মৃত্যু পর্য্যন্ত যদি সকল শুভ চেষ্টায় তাঁর অনুবর্ত্তিনী হতে ইচ্ছা করি, আপনারা কেবল তর্ক করে আমার অযোগ্যতা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন কেন? আপনারা আমাকে কি জানেন!

শ্রীশ স্তব্ধ। পূর্ণ ঘর্ম্মাক্ত।

নির্ম্মলা। আমি আপনাদের কুমারসভা বা অন্য কোন সভা জানিনে। কিন্তু যাঁর শিক্ষায় আমি মানুষ হয়েছি তিনি যখন কুমার-সভাকে অবলম্বন করেই তাঁর জীবনের সমস্ত উদ্দেশ্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছেন, তখন এই কুমারসভা থেকে আপনারা আমাকে দূরে রাখতে পারবেন না। (চন্দ্রবাবুর দিকে ফিরিয়া) তুমি যদি বল আমি তোমার কাজের যোগ্য নই, তাহলে আমি বিদায় হব, কিন্তু এরা আমাকে কি জানেন? এঁরা কেন আমাকে তোমার অনুষ্ঠান থেকে বিচ্ছিন্ন করবার জন্যে সকলে মিলে, তর্ক করচেন?

শ্রীশ তখন বিনীত মৃদুস্বরে কহিল—মাপ করবেন, আমি আপনার সম্বন্ধে কোন তর্ক করিনি, আমি সাধারণতঃ স্ত্রীজাতি সম্বন্ধেই বলছিলুম—

নির্ম্মলা। আমি স্ত্রীজাতি পুরুষ জাতির প্রভেদ নিয়ে কোন বিচার করতে চাইনে— আমি নিজের অন্তঃকরণ জানি এবং যাঁর উন্নত দৃষ্টান্তকে আশ্রয় করে রয়েছি তাঁর অন্তঃকরণ জানি, কাজে প্রবৃত্ত হতে এর বেশী আমার আর কিছু জানবার দরকার নেই।

চন্দ্রবাবু নিজের দক্ষিণ করতল চোখের অত্যন্ত কাছে লইয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিলেন। পূর্ণ খুব চমৎকার করিয়া একটা কিছু বলিবার ইচ্ছা করিল, কিন্তু তাহার মুখ দিয়া কোন কথাই বাহির হইল না। নির্ম্মলা দ্বারের অন্তরালে থাকিলে পূর্ণর বাক্‌শক্তি যেরূপ সতেজ থাকে আজ তাহার কোন পরিচয় পাওয়া গেল না।

তবু সে মনে মনে অনেক আপত্তি করিয়া বলিল দেবী, এই পঙ্কিল পৃথিবীর কাজে কেন আপনার পবিত্র দুইখানি হস্ত প্রয়োগ করিতে চাচ্চেন?

কথাটা মনে যেমন লাগিতেছিল মুখে তেমন শোনাইল না—পূর্ণ বলিয়াই বুঝিতে পারিল কথাটা গদ্যের মধ্যে হঠাৎ পদ্যের মত কিছু যেন বাড়াবাড়ি হইয়া পড়িল। লজ্জায় তাহার কাণ লাল হইয়া উঠিল। বিপিন স্বাভাবিক সুগম্ভীর শান্তস্বরে কহিল—পৃথিবী

Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

যত বেশী পঙ্কিল পৃথিবীর সংশোধন কার্য্য তত বেশী পবিত্র।

এই কথাটায় কৃতজ্ঞ নির্ম্মলার মুখের ভাব লক্ষ্য করিয়া পূর্ণ ভাবিল আহা, কথাটা আমারি বলা উচিত ছিল।—বিপিন বলিয়াছে বলিয়া তাহার উপর অত্যন্ত রাগ হইল।

শ্রীশ। সভার অধিবেশনে স্ত্রীসভ্য লওয়া সম্বন্ধে নিয়মমত প্রস্তাব উত্থাপন করে যা স্থির হয় আপনাকে জানাব।

নির্ম্মলা এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করিয়া পালের নৌকার মত নিঃশব্দে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল। হঠাৎ অধ্যাপক সচেতন হইয়া ডাকিলেন—ফেনি, আমার সেই গলার বোতামটা?

নির্ম্মলা সলজ্জ হাসিয়া মৃদুকণ্ঠে ইসারা করিয়া কহিল; গলাতেই আছে।

চন্দ্রবাবু গলায় হাত দিয়া "হাঁ হাঁ আছে বটে" বলিয়া তিন ছাত্রের দিকে চাহিয়া হাসিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

নৃপ। আজকাল তুই মাঝে মাঝে কেন অমন গম্ভীর হচ্চিস বলত নীরু।

নীরু। আমাদের বাড়ির যত কিছু গাম্ভীর্য্য সব বুঝি তোর একলার? আমার খুসি আমি গম্ভীর হব!

নৃপ। তুই কি ভাবছিস্ আমি বেশ জানি।

নীরু। তোর অত আন্দাজ করবার দরকার কি ভাই? এখন তোর নিজের ভাবনা ভাববার সময় হয়েছে।

নৃপ। নীরুর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—তুই ভাবচিস্, মাগো মা, আমরা কি জঞ্জাল! আমাদের বিদায় করে দিতেও এত ভাবনা, এত ঝঞ্ঝাট!

নীরু। তা আমরা ত ভাই ফেলে দেবার জিনিষ নয় যে বৃষ উৎসর্গের মত অম্নি ছেড়ে দিলেই হল! আমাদের জন্যে যে এতটা হাঙ্গাম হচ্চে সে ত গৌরবের কথা! কুমারসম্ভবেত পড়েছিস্ গৌরীর বিয়ের জন্য একটি আস্ত দেবতা পুড়ে ছাই হয়ে গেল! যদি কোন কবির কাণে উঠে তাহলে আমাদের বিবাহেরও একটা বর্ণনা বেরিয়ে যাবে।

নৃপ। না ভাই আমার ভারি লজ্জা করচে!

নীরু। আর আমার বুঝি লজ্জা করচে না? আমি বুঝি বেহায়া! কিন্তু কি করবি বল? ইস্কুলে যেদিন প্রাইজ নিতে গিয়েছিলুম লজ্জা করেছিল, আবার তার পর বছরেও প্রাইজ নেবার জন্যে রাত জেগে পড়া মুখস্থ করেছিলেম। লজ্জাও করে প্রাইজও ছাড়িনে, আমার এই স্বভাব।

নৃপ। আচ্ছা নীরু এবারে যে প্রাইজ-টার কথা চল্‌চে সেটার জন্যে তুই কি খুব ব্যস্ত হয়েছিস্?

নীরু। কোন্‌টা বল দেখি? চিরকুমার সভার দুটো সভ্য?

নৃপ। যেই হোক্ না কেন, তুইত বুঝতে পারচিস্।

নীরু। তা ভাই সত্যি কথা বলব? (নৃপর গলা জড়াইয়া কাণে কাণে) শুনেছি কুমার সভায় দুটি সভ্যের মধ্যে খুব ভাব, আমরা যদি দুজনে দুই বন্ধুর হাতে পড়ি তা হলে বিয়ে হয়েও আমাদের ছাড়াছাড়ি হবে না—নইলে আমরা কে কোথায় চলে যাব তার ঠিক নেই।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

তাইত সেই যুগল দেবতার জন্তে এত পূজোর আয়োজন করেছি ভাই! যোড়হস্তে মনে মনে বল্‌চি, হে কুমারসভার অশ্বিনীকুমারযুগল, আমাদের দুটি বোনকে, এক বোঁটার দুই ফুলের মত তোমরা একসঙ্গে গ্রহণ কর!

বিরহ সম্ভাবনার উল্লেখমাত্রে দুই ভগিনী পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিল এবং নৃপ কোন মতে চোখের জল সাম্‌লাইতে পারিল না।

নৃপ। আচ্ছা নীরু মেজদিদিকে কেমন করে ছেড়ে যাবি বল্‌ দেখি? আমরা দুজনে গেলে ওঁর আর কে থাক্‌বে?

নীরু। সে কথা অনেক ভেবেছি। থাক্‌তে যদি দেন তাহলে কি ছেড়ে যাই? ভাই, ওঁরত স্বামী নেই, আমাদেরও না হয় স্বামী না রইল। মেজদিদির চেয়ে বেশী সুখে আমাদের দরকার কি?

পুরুষবেশধারিণী শৈলবালার প্রবেশ। নীরু টেবিলের উপরিস্থিত থালা হইতে একটি ফুলের মালা তুলিয়া লইয়া শৈলবালার গলায় পরাইয়া কহিল—আমরা দুই স্বয়ম্বরা তোমাকে আমাদের পতিরূপে বরণ করলুম।—এই বলিয়া শৈলবালাকে প্রণাম করিল।

শৈল। ও আবার কি?

নীরু। ভয় নেই ভাই, আমরা দুই সতীনে তোমাকে নিয়ে ঝগড়া করব না। যদি করি, সেজদিদি আমার সঙ্গে পারবে না—আমি একলাই মিটিয়ে নিতে পারব, তোমাকে কষ্ট পেতে হবে না। না, সত্যি বল্‌চি মেজদিদি, তোমার কাছে আমরা যেমন আদরে আছি এমন আদর কি আর কোথাও পাব? কেন তবে আমাদের পরের গলায় দিতে চাস্‌?

পুনর্ব্বার নৃপর দুই চক্ষু বাহিয়া ঝরঝর্‌ রয়া জল পড়িতে লাগিল। "ও কি ও নৃপ, ছি" বলিয়া শৈল তাহার চোখ মুছিয়া দিল—কহিল—তোদের কিসে সুখ তা কি তোরা জানিস্‌? আমাকে নিয়ে যদি তোদের জীবন সার্থক হত তা হলে কি আমি আর কারো হাতে তোদের দিতে পারতুম?

তিনজনে মিলিয়া একটা অশ্রুবর্ষণকাণ্ড ঘটিবার উপক্রম করিতেছিল এমন সময়ে রসিকদাদা প্রবেশ করিয়া কাতরস্বরে কহিলেন—ভাই আমার মত অসভ্যটাকে তোরা সভ্য করলি—আজ ত সভা এখানে বস্‌বে, কি রকম ভাবে চল্‌ব শিখিয়ে দে?

নীরু কহিল—ফের, পুরোণো ঠাট্টা? তোমার ঐ সভ্য অসভ্যর কথাটা এই পশু থেকে বল্‌চ।

রসিক। যাকে জন্ম দেওয়া যায় তার প্রতি মমতা হয় না? ঠাট্টা একবার মুখ থেকে বের হলেই কি রাজপুতের কন্যার মত তাকে গলা টিপে মেরে ফেল্‌তে হবে? হয়েচে কি—যতদিন চিরকুমার সভা টিঁকে থাকবে এই ঠাট্টা তোদের দুবেলা শুনতে হবে।

নীরু। তবে ওটাকে ত একটু সকাল সকাল সেরে ফেল্‌তে হচ্চে। মেজদিদি ভাই, আর দয়ামায়া নয়—রসিকদাদার রসিকতাকে পুরোন হতে দেব না, চিরকুমার সভার চিরত্ব আমরা অচিরে ঘুচিয়ে দেব তবেই ত আমাদের বিশ্ব-বিজয়িনী নারী নাম সার্থক হবে! কি রকম করে আক্রমণ করতে হবে একটা কিছু প্ল্যান ঠাউরেছিস্‌?

শৈল। কিছুই না। ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে যখন যে রকম মাথায় আসে।

নীরু। আমাকে যখন দরকার হবে রণভেরীধ্বনিত করলেই আমি হাজির হব। আমি কি ডরাই সখি কুমারসভারে? নাহি কি বল এ ভুজ মৃণালে?

অক্ষয় ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিলেন, অদ্যকার সভায় বিদুষীমণ্ডলীকে একটি ঐতিহাসিক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছা করি।

শৈল। প্রস্তুত আছি।

অক্ষয়। বল দেখি যে দুটি ডালে দাঁড়িয়েছিলেন সেই দুটি ডাল কাটতে চেয়েছিলেন কে?

নৃপ তাড়াতাড়ি উত্তর করিল, আমি জানি মুখুয্যে মশায়, কালিদাস।

অক্ষয়। না আরো একজন বড় লোক। শ্রীঅক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায়।

নীরু। ডাল দুটি কে?

অক্ষয় বামে নীরুকে টানিয়া বলিলেন "এই একটি," এবং দক্ষিণে নৃপকে টানিয়া আনিয়া কহিলেন "এই আর একটি!"

নীরু। আর, কুড়ুল বুঝি আজ আস্‌চে?

অক্ষয়। আসচে কেন, এসেচে বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। ঐ যে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা যাচ্চে!

শুনিয়া দৌড়, দৌড়! শৈল পালাইবার সময় রসিকদাদাকে টানিয়া লইয়া গেল। চুড়িবালার ঝঙ্কার এবং ত্রস্ত পদপল্লব কয়েকটির দ্রুত পতন শব্দ সম্পূর্ণ না মিলাইতেই শ্রীশ ও বিপিনের প্রবেশ। ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম্ দূর হইতে দূরে বাজিতে লাগিল। এবং ঘরের আলোড়িত বাতাসে এসেন্স ও গন্ধতৈলের মিশ্রিত মৃদু পরিমল যেন পরিত্যক্ত আসবাবগুলির মধ্যে আপনার পুরাতন আশ্রয়গুলিকে খুঁজিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

বিজ্ঞান শাস্ত্রে বলে শক্তির অপচয় নাই, রূপান্তর আছে। ঘর হইতে হঠাৎ তিন ভগিনীর পলায়নে বাতাসে যে একটি সুগন্ধ আন্দোলন উঠিয়াছিল সেটা কি প্রথমে কুমারযুগলের বিচিত্র স্নায়ুমণ্ডলীর মধ্যে একটি নিগূঢ় স্পন্দনে ও অব্যবহিত পরেই তাঁহাদের অন্তঃকরণের দিক্‌প্রান্তে ক্ষণকালের জন্য একটি অনির্ব্বচনীয় পুলকে পরিণত হয় নাই? কিন্তু সংসারে যেখান হইতে ইতিহাস সুরু হয় তাহার অনেক পরের অধ্যায় হইতে লিখিত হইয়া থাকে;—প্রথম স্পর্শ স্পন্দন আন্দোলন ও বিদ্যুৎচমকগুলি প্রকাশের অতীত।

পরস্পর নমস্কারের পর অক্ষয় জিজ্ঞাসা করিলেন, পূর্ণবাবু এলেন না যে?

শ্রীশ। চন্দ্রবাবুর বাসায় তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ তাঁর শরীরটা খারাপ হয়েছে বলে আজ আর আসতে পারিলেন না।

অক্ষয়। (পথের দিকে চাহিয়া) একটু বসুন—আমি চন্দ্রবাবুর অপেক্ষায় দ্বারের কাছে গিয়ে দাঁড়াই। তিনি অন্ধমানুষ কোথায় যেতে কোথায় গিয়ে পড়বেন তার ঠিক নেই—কাছাকাছি এমন স্থানও আছে যেখানে কুমারসভার অধিবেশন কোন মতেই প্রার্থনীয় নয়।

বলিয়া অক্ষয় নামিয়া গেলেন।

আজ চন্দ্রবাবুর বাসায় হঠাৎ নির্ম্মলা আবির্ভূত হইয়া চিরকুমারদলের শান্তমনের মধ্যে যে একটা মন্থন উৎপন্ন করিয়া দিয়াছিল তাহার অভিঘাতবোধ করি এখনো শ্রীশের মাথায় চলিতেছিল। দৃশ্যটি অপূর্ব্ব, ব্যাপারটি অভাবনীয়, এবং নির্ম্মলার কমনীয় মুখে যে একটি দীপ্তি ও তাহার কথাগুলির মধ্যে যে একটি আন্তরিক আবেগ ছিল তাহাতে তাঁহাকে বিস্মিত ও তাঁহার চিন্তার স্বাভাবিক গতিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছে। তিনি লেশমাত্র প্রস্তুত ছিলেন না বলিয়া এই আকস্মিক আঘাতেই বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন! তর্কের মাঝখানে হঠাৎ এমন জায়গা হইতে এমন করিয়া এমন একটা উত্তর আসিয়া উপস্থিত হইবে স্বপ্নেও মনে করেন নাই বলিয়াই উত্তরটা

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

তাঁহার কাছে এমন প্রবল হইয়া উঠিল। উত্তরের প্রত্যুত্তর থাকিতে পারে, কিন্তু সেই আবেগ কম্পিত ললিতকণ্ঠ, সেই গূঢ় অশ্রুকরুণ বিশাল কৃষ্ণচক্ষুর দীপ্তিচ্ছটার প্রত্যুত্তর কোথায়? পুরুষের মাথায় ভাল ভাল যুক্তি থাকিতে পারে, কিন্তু যে আরক্ত অধর কথা বলিতে গিয়া স্ফুরিত হইতে থাকে, যে কোমল কপোল দুটি দেখিতে দেখিতে ভাবের আভাসে করুণাভ হইয়া উঠে তাহার বিরুদ্ধে দাঁড় করাইতে পারে পুরুষের হাতে এমন কি আছে?

পথে আসিতে আসিতে দুই বন্ধুর মধ্যে কোন কথাই হয় নাই। এখানে আসিয়া ঘরে প্রবেশ না করিতেই যে শব্দগুলি শোনা গেল, অন্য কোন দিন হইলে শ্রীশ তাহা লক্ষ্য করিত কি না সন্দেহ—আজ তাহার কাছে কিছুই এড়াইল না। অনতিপূর্ব্বেই ঘরের মধ্যে রমণীদল যে ছিল, ঘরে প্রবেশ করিয়াই সে তাহা বুঝিতে পারিল।

অক্ষয় চলিয়া গেলে ঘরটি শ্রীশ ভাল করিয়া দেখিয়া লইল। টেবিলের মাঝখানে ফুলদানিতে ফুল সাজানো। সেটা চকিতে তাহাকে একটু যেন বিচলিত করিল। তাহার একটা কারণ শ্রীশ অত্যন্ত ফুল ভাল বাসে, তাহার আর একটা কারণ, শ্রীশ কল্পনাচক্ষে দেখিতে পাইল, অনতিকাল পূর্ব্বেই যাহাদের সুনিপুণ দক্ষিণ হস্ত এই ফুলগুলি সাজাইয়াছে তাহারাই এখনি ত্রস্তপদে ঘর হইতে পালাইয়া গেল।

বিপিন ঈষৎ হাসিয়া বলিল, যা বল ভাই, এ ঘরটি চিরকুমার সভার উপযুক্ত নয়।

হঠাৎ মৌনভঙ্গে শ্রীশ চকিত হইয়া উঠিয়া কহিল, কেন নয়?

বিপিন কহিল, ঘরের সজ্জাগুলি তোমার নবীন সন্ন্যাসীদের পক্ষেও যেন বেশী বোধ হচ্চে।

শ্রীশ। আমার সন্ন্যাসধর্ম্মের পক্ষে বেশী কিছুই হতে পারে না।

বিপিন। কেবল নারী ছাড়া!

শ্রীশ কহিল, হাঁ ঐ একটি মাত্র!—লেখকের অনুমান মাত্র হইতে পারে কিন্তু অন্য দিনের মত কথাটায় তেমন জোর পৌঁছিল না।

বিপিন কহিল, দেয়ালের ছবি এবং অন্যান্য পাঁচ রকমে এ ঘরটিতে সেই নারী জাতির অনেকগুলি পরিচয় পাওয়া যায় যেন।

শ্রীশ। সংসারে নারীজাতির পরিচয় ত সর্ব্বত্রই আছে।

বিপিন। তা ত বটেই। কবিদের কথা যদি বিশ্বাস করা যায় তাহলে চাঁদে ফুলে লতায় পাতায় কোন খানেই নারীজাতির পরিচয় থেকে হতভাগ্য পুরুষমানুষের নিষ্কৃতি পাবার যো নেই।

শ্রীশ হাসিয়া কহিল, কেবল ভেবেছিলুম, চন্দ্রবাবুর বাসার সেই একতলার ঘরটিতে রমণীর কোন সংস্রব ছিল না। আজ সে ভ্রমটা হঠাৎ ভেঙ্গে গেল। নাঃ, ওরা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে।

বিপিন। বেচারা চিরকুমার ক'টির জন্যে একটা কোনও ফাঁকা রাখেনি। সভা করবার জায়গা পাওয়াই দায়।

শ্রীশ। এই দেখ না!—বলিয়া কোণের একটা টিপাই হইতে গোটাদুয়েক চুলের কাঁটা তুলিয়া দেখাইল।

বিপিন কাঁটা দুটি লইয়া পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কহিল, ওহে ভাই এস্থানটাতে কুমারদের পক্ষে নিষ্কণ্টক নয়।

শ্রীশ। ফুলও আছে কাঁটাও আছে।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

বিপিন। সেইটেই ত বিপদ। কেবল কাঁটা থাকলে এড়িয়ে চলা যায়!

শ্রীশ অপর কোণের ছোট বইয়ের শেল্‌ফ হইতে বইগুলি তুলিয়া দেখিতে লাগিল। কতকগুলি নভেল, কতকগুলি ইংরাজি কাব্য-সংগ্রহ। প্যাল্‌গ্রেভের গীতিকাব্যের স্বর্ণভাণ্ডার খুলিয়া দেখিল, মার্জ্জিনে মেয়েলি অক্ষরে নোট লেখা—তখন গোড়ার পাতাটা উল্টাইয়া দেখিল। দেখিয়া একটু নাড়িয়া চাড়িয়া বিপিনের সম্মুখে ধরিল।

বিপিন পড়িয়া কহিল, নৃপবালা! আমার বিশ্বাস নামটি পুরুষমানুষের নয়। কি বোধ কর।

শ্রীশ। আমারও সেই বিশ্বাস। এ নামটিও অন্য জাতীয়ের বলে ঠেকচে হে!—বলিয়া আর একটা বই দেখাইল।

বিপিন কহিল—নীরবালা! এ নামটি কাব্যগ্রন্থে চলে কিন্তু কুমারসভায়—

শ্রীশ। কুমার সভাতেও এই নামধারিণীরা যদি চলে আসেন তা হলে দ্বাররোধ করতে পারি এত বড় বলবান্ ত আমাদের মধ্যে কাউকে দেখিনে।

বিপিন। পূর্ণ ত একটি আঘাতেই আহত হয়ে পড়ল—রক্ষা পায় কি না সন্দেহ!

শ্রীশ। কি রকম?

বিপিন। লক্ষ্য করে দেখনি বুঝি?

প্রশান্ত স্বভাব বিপিনকে দেখিলে মনে হয় না যে সে কিছু দেখে; কিন্তু তাহার চোখে কিছুই এড়ায় না। পরম দুর্ব্বল অবস্থায় পূর্ণকে সে দেখিয়া লইয়াছে।

শ্রীশ। না না ও তোমার অনুমান!

বিপিন। হৃদয়টা ত অনুমানেরই জিনিষ, না যায় দেখা, না যায় ধরা।

শ্রীশ থমকিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল,—কহিল, পূর্ণর অসুখটাও তা হলে বৈদ্যশাস্ত্রের অন্তর্গত নয়?

বিপিন। না, এ সকল ব্যাধি সম্বন্ধে মেডিকাল কলেজে কোন লেক্‌চার চলে না।

শ্রীশ উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিল, গম্ভীর বিপিন স্মিতমুখে চুপ করিয়া রহিল।

চন্দ্রবাবু প্রবেশ করিয়া কহিলেন—আজকের তর্কবিতর্কের উত্তেজনায় পূর্ণবাবুর হঠাৎ শরীর খারাপ হল দেখে আমি তাঁকে তাঁর বাড়ি পৌঁছে দেওয়া উচিত বোধ করলুম।

শ্রীশ বিপিনের মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ একটু হাসিল, বিপিন গম্ভীরমুখে কহিল, পূর্ণবাবুর যে রকম দুর্ব্বল অবস্থা দেখচি পূর্ব্ব হতেই তার বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

চন্দ্রমাধব সরলভাবে উত্তর করিলেন, পূর্ণবাবুকে ত বিশেষ অসাবধান বলে বোধ হয় না!

চন্দ্রমাধব বাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই অক্ষয় রসিকদাদাকে সঙ্গে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। কহিলেন—মাপ করবেন, এই নবীন সভ্যটিকে আপনাদের হাতে সমর্পণ করে দিয়েই আমি চলে যাচ্চি।

রসিক হাসিয়া কহিলেন—আমার নবীনতা বাইরে থেকে বিশেষ প্রত্যক্ষগোচর নয়—

অক্ষয়। অত্যন্ত বিনয়বশতঃ সেটা বাহ্য প্রাচীনতা দিয়ে ঢেকে রেখেচেন—ক্রমশঃ পরিচয় পাবেন। ইনিই হচ্চেন সার্থকনামা শ্রীরসিকচক্রবর্ত্তী।

শুনিয়া শ্রীশ ও বিপিন সহাস্যে রসিকের মুখের দিকে চাহিল,—রসিকদাদা কহিলেন, পিতা আমার রসবোধ সম্বন্ধে পরিচয় পাবার পূর্ব্বেই রসিক নাম রেখেছিলেন, এখন পিতৃসত্য পালনের জন্য আমাকে রসিকতার চেষ্টা

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b0003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

করতে হয়, তার পরে "যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষঃ।"

অক্ষয় প্রস্থান করিলেন। ঘরে দুটি কেরোসিনের দীপ জ্বলিতেছে; সেই দুটিকে বেষ্টন করিয়া ফিরোজরঙের রেশমের অবগুণ্ঠন। সেই আবরণ ভেদ করিয়া ঘরের আলোটি মৃদু এবং রঙীন হইয়া উঠিয়াছে।

পুরুষবেশী শৈল আসিয়া সকলকে নমস্কার করিল। ক্ষীণদৃষ্টি চন্দ্রমাধব বাবু ঝাপ্‌সাভাবে তাহাকে দেখিলেন—বিপিন ও শ্রীশ তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন।

শৈলের পশ্চাতে দুই জন ভৃত্য কয়েকটি ভোজনপাত্র হাতে করিয়া উপস্থিত হইল। শৈল ছোট ছোট রূপার থালাগুলি লইয়া শাদা পাথরের টেবিলের উপর সাজাইতে লাগিল। প্রথম পরিচয়ের দুর্নিবার লজ্জাটুকু সে এইরূপ আতিথ্যব্যাপারের মধ্যে ঢাকিয়া লইবার চেষ্টা করিল।

রসিক কহিলেন, ইনি আপনাদের সভার আর একটি নবীন সভ্য। এঁর নবীনতা সম্বন্ধে কোন তর্ক নেই। ঠিক আমার বিপরীত। ইনি বুদ্ধির প্রবীণতা বাহ্য নবীনতা দিয়ে গোপন করে রেখেচেন। আপনারা কিছু বিস্মিত হয়েচেন।দেখচি; হবার কথা। এঁকে দেখে মনে হয় বালক, কিন্তু আমি আপনাদের কাছে জামিন রইলুম—ইনি বালক নন্।

চন্দ্র। এঁর নাম?

রসিক। শ্রীঅবলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

শ্রীশ বলিয়া উঠিল, অবলাকান্ত?

রসিক। নামটি আমাদের সভার উপযোগী নয় স্বীকার করি। নামটির প্রতি আমারও বিশেষ মমত্ব নেই—যদি পরিবর্ত্তন করে বিক্রম সিংহ বা ভীমসেন বা অন্য কোন উপযুক্ত নাম রাখেন তাতে উনি আপত্তি করবেন না। যদিচ শাস্ত্রে আছে বটে স্বনামা পুরুষো ধন্যঃ—কিন্তু উনি অবলাকান্ত নামটির দ্বারাই জগতের ধন্যবাদ অর্জ্জন করতে ব্যাকুল নন।

শ্রীশ কহিল—বলেন কি মশায়। নাম ত আর গায়ের বস্ত্র নয়, যে বদল করলেই হ'ল।

রসিক। ওটা আপনাদের একেলে সংস্কার শ্রীশ বাবু। নামটাকে প্রাচীনেরা পোষাকের মধ্যেই গণ্য করতেন। দেখুন না কেন, অর্জ্জুনের পিতৃদত্ত নাম কি, ঠিক করে বলা শক্ত,—পার্থ, ধনঞ্জয়, সব্যসাচী, লোকের যখন যা মুখে আস্‌ত তাই বলেই ডাক্‌ত। দেখুন, নামটাকে আপনারা বেশী সত্য মনে করবেন না;—ওঁকে যদি ভুলে আপনি অবলাকান্ত নাও বলেন উনি লাইবেলের মকদ্দমা আনবেন না।

শ্রীশ হাসিয়া কহিল—আপনি যখন এতটা অভয় দিচ্চেন তখন অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হলুম—কিন্তু ওঁর ক্ষমাগুণের পরিচয় নেবার দরকার হবে না—নাম ভুল করব না মশায়।

রসিক। আপনি না করতে পারেন কিন্তু আমি করি মশায়। উনি আমার সম্পর্কে নাতি হন—সেই জন্যে ওঁর সম্বন্ধে আমার রসনা কিছু শিথিল, যদি কখনো এক বল্‌তে আর বলি সেটা মাপ করবেন।

শ্রীশ উঠিয়া কহিল—অবলাকান্ত বাবু, আপনি এ সমস্ত কি আয়োজন করেচেন? আমাদের সভার কার্য্যাবলীর মধ্যে মিষ্টান্নটা ছিল না।

রসিক। (উঠিয়া) সেই ত্রুটি যিনি সংশোধন করচেন তাঁকে সভার হয়ে ধন্যবাদ দিই।

শ্রীশের মুখের দিকে না চাহিয়া থালা সাজাইতে সাজাইতে শৈল কহিল, শ্রীশ বাবু আহারটাও কি আপনাদের নিয়মবিরুদ্ধ।

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

শ্রীশ দেখিল কণ্ঠস্বরটিও অবলা নামের উপযুক্ত, কহিল এই সভ্যটির আকৃতি নিরীক্ষণ করে দেখলেই ও সম্বন্ধে কোন সংশয় থাক্‌বে না।—বলিয়া বিপুলায়তন বিপিনকে টানিয়া আনিল।

বিপিন কহিল, নিয়মের কথা যদি বলেন অবলাকান্ত বাবু, সংসারে শ্রেষ্ঠ জিনিষমাত্রই নিজের নিয়ম নিজে সৃষ্টি করে; ক্ষমতাশালী লোক নিজের নিয়মে চলে, শ্রেষ্ঠ কাব্য সমালোচকের নিয়ম মানে না। যে মিষ্টান্নগুলি সংগ্রহ করেচেন এর সম্বন্ধেও কোন সভার নিয়ম খাট্‌তে পারে না—এর একমাত্র নিয়ম, বসে যাওয়া এবং নিঃশেষ করা! ইনি যতক্ষণ আছেন ততক্ষণ জগতের অন্য সমস্ত নিয়মকে দ্বারের কাছে অপেক্ষা করতে হবে।

শ্রীশ কহিল—তোমার হল কি বিপিন? তোমাকে খেতে দেখেছি বটে কিন্তু এক নিঃশ্বাসে এত কথা কইতে শুনিনি ত!

বিপিন। রসনা উত্তেজিত হয়েছে, এখন সরস বাক্য বলা আমার পক্ষে অত্যন্ত সহজ। হয়েছে। যিনি আমার জীবনবৃত্তান্ত লিখ্‌বেন, হায়, এ সময়ে তিনি কোথায়?

রসিক টাকে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন, আমার দ্বারা সে কাজটা প্রত্যাশা করবেন না, আমি অত দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে পারব না।

নূতন ঘরের বিলাস সজ্জার মধ্যে আসিয়া চন্দ্রমাধব বাবুর মনটা বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার উৎসাহস্রোত যথাপথে প্রবাহিত হইতেছিল না। তিনি ক্ষণে ক্ষণে কার্য্য বিবরণের খাতা, ক্ষণে ক্ষণে নিজের করকোষ্ঠি অকারণে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিলেন। শৈল তাঁহার সম্মুখে গিয়া সবিনয়ে নিবেদন করিল, সভার কার্য্যের যদি কিছু ব্যাঘাত করে থাকি ত মাপ করবেন, চন্দ্রবাবু, কিন্তু কিছু জলযোগ—

চন্দ্রবাবু শৈলকে নিকটে পাইয়া তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন—এ সমস্ত সামাজিকতায় সভার কার্য্যের ব্যাঘাত করে, তাতে সন্দেহ নাই।

রসিক কহিলেন—আচ্ছা পরীক্ষা করে দেখুন, মিষ্টান্নে যদি সভার কার্য্য রোধ হয় তা হলে—

বিপিন মৃদুস্বরে কহিল—তা হলে ভবিষ্যতে না হয় সভাটা বন্ধ রেখে মিষ্টান্নটা চালাইলেই হবে।

চন্দ্রবাবু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে দেখিতে শৈলের সুন্দর সুকুমার চেহারাটি কিয়ৎপরিমাণে আয়ত্ত করিয়া লইলেন। তখন শৈলকে ক্ষুণ্ণ করিতে তাঁহার আর প্রবৃত্তি হইল না।

বলা আবশ্যক, অচিরকাল পূর্ব্বেই বিপিন জলযোগ করিয়াই বাড়ি হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছিল। তাহার ভোজনের ইচ্ছামাত্র ছিল না কিন্তু এই প্রিয়দর্শন কুমারটিকে দেখিয়া বিশেষতঃ তাহার মুখের অত্যন্ত কোমল একটি স্মিতহাস্যে বিপুলবলশালী বিপিনের চিত্ত হঠাৎ এমনি স্নেহাকৃষ্ট হইয়া পড়িল যে, অস্বাভাবিক মুখরতার সহিত মিষ্টান্নের প্রতি সে অতিরিক্ত লোলুপতা প্রকাশ করিল। রোগভীরু শ্রীশের অসময়ে খাইবার সাহস ছিল না, তাহারাও মনে হইল, না খাইতে বসিলে এই তরুণ কুমারটির প্রতি কঠোর রূঢ়তা করা হইবে।

শ্রীশ কহিল—আসুন রসিক বাবু! আপনি উঠ্‌চেন না যে!

রসিক। রোজ রোজ যেচে এবং মাঝে মাঝে কেড়ে খেয়ে থাকি, আজ চিরকুমার সভার সভ্যরূপে আপনাদের সংসর্গগৌরবে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b000302363 4
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

কিঞ্চিৎ উপরোধের প্রত্যাশায় ছিলুম, কিন্তু—

শৈল। কিন্তু আবার কি রসিক দাদা? তুমি যে রবিবার করে থাক, আজ তুমি কিছু খাবে নাকি?

রসিক। দেখেচেন মশায়! নিয়ম আর কারো বেলায় নয়, কেবল রসিক দাদার বেলায়! নাঃ—বলং বলং বাহুবলম্! উপরাধ অনুরোধের অপেক্ষা করা নয়!

বিপিন। (চারটিমাত্র ভোজন পাত্র দেখিয়া) আপনি আমাদের সঙ্গে বস্‌বেন না!

শৈল। না আমি আপনাদের পরিবেশন করব!

শ্রীশ উঠিয়া কহিল—সে কি হয়!

শৈল কহিল—আমার জন্তে আপনারা অনেক অনিয়ম সহ্য করেছেন, এখন আমার আর একটি মাত্র ইচ্ছা পূর্ণ করুন। আমাকে পরিবেশন করতে দিন, খাওয়ার চেয়ে তাতে আমি ঢের বেশী খুসী হব!

শ্রীশ। রসিক বাবু, এটা কি ঠিক হচ্চে?

রসিক। ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ; উনি পরিবেশন কর্‌তে ভাল বাসেন আমরা আহার করতে ভাল বাসি এ রকম রুচিভেদে বোধ হয় পরস্পরের কিছু সুবিধা আছে!

আহার আরম্ভ হইল।

শৈল। চন্দ্রবাবু, ওটা মিষ্ট, ওটা আগে খাবেন না, এই দিকে তরকারী আছে। জলের গ্লাস্ খুঁজ্‌চেন? এই যে গ্লাস্—বলিয়া গ্লাস অগ্রসর করিয়া দিল।

চন্দ্রবাবুর নির্ম্মলাকে মনে পড়িল। মনে হইল এই বালকটি যেন নির্ম্মলার ভাই। আত্মসেবায় অনিপুণ চন্দ্রবাবুর প্রতি শৈলের একটু বিশেষ স্নেহোদ্রেক হইল। চন্দ্রবাবুর পাতে আম ছিল তিনি সেটাকে ভালরূপ আয়ত্ত করিতে পারিতেছিলেন না—অনুতপ্ত শৈল তাড়াতাড়ি তাহা কাটিয়া সহজসাধ্য করিয়া দিল। যে সময়ে যেটি আবশুক সেটি আস্তে আস্তে হাতের কাছে যোগাইয়া দিয়া তাঁহার ভোজন ব্যাপারটি নির্ব্বিঘ্ন করিতে লাগিল।

চন্দ্র। শ্রীশ বাবু, স্ত্রী সভ্য নেওয়া সম্বন্ধে আপনি কিছু বিবেচনা করেচেন?

শ্রীশ। ভেবে দেখ্‌তে গেলে ওতে আপত্তির কারণ বিশেষ নেই, কেবল সমাজের আপত্তির কথাটা আমি ভাবি।

বিপিনের তর্কপ্রবৃত্তি চড়িয়া উঠিল। কহিল—সমাজকে অনেক সময় শিশুর মত গণ্য করা উচিত। শিশুর সমস্ত আপত্তি মেনে চল্‌লে শিশুর উন্নতি হয় না, সমাজ সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা খাটে।

আজ শ্রীশ উপস্থিত প্রস্তাবটা সম্বন্ধে অনেকটা নরমভাবে ছিল, নতুবা উত্তাপ হইতে বাষ্প ও বাষ্প হইতে বৃষ্টির মত এই তর্ক হইতে কলহ ও কলহ হইতে পুনর্ব্বার সদ্ভাবের সৃষ্টি হইত।

এমন কি, শ্রীশ কথঞ্চিৎ উৎসাহের সহিত বলিলেন, আমার বোধ হয় আমাদের দেশে যে এত সভাসমিতি আয়োজন অনুষ্ঠান অকালে ব্যর্থ হয় তার প্রধান কারণ, সে সকল কার্য্যে স্ত্রীলোকদের যোগ নেই। রসিক বাবু কি বলেন?

রসিক। অবস্থা গতিকে যদিও স্ত্রীজাতির সঙ্গে আমার বিশেষ সম্বন্ধ নেই তবু এটুকু জেনেছি স্ত্রীজাতি হয় যোগ দেন নয় বাধা দেন, হয় সৃষ্টি নয় প্রলয়। অতএব ওঁদের দলে টেনে অন্ত সুবিধা যদি বা নাও হয় তবু বাধার হাত এড়ান যায়। বিবেচনা করে দেখুন চিরকুমার সভার মধ্যে যদি স্ত্রীজাতিকে আপনারা গ্রহণ করতেন তাহলে গোপনে এই

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

সভাটিকে নষ্ট করিবার জন্তে ওঁদের উৎসাহ থাকৃত না—কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায়—

শৈল। বেশী বয়স হলে মানুষ আনুমানিক আশঙ্কা নিয়ে অস্থির হয়। কুমারসভার উপর স্ত্রীজাতির আক্রোশের খবর রসিক দাদা কোথায় পেলে?

রসিক। বিপদের খবর না পেলে কি আর সাবধান করতে নেই? এক চক্ষু হরিণ যে দিকে কাণা ছিল সেই দিক থেকেই ত তীর খেয়েছিল—কুমারসভা যদি স্ত্রীজাতির প্রতিই কাণা হন তাহলে সেই দিক থেকেই হঠাৎ ঘা খাবেন।

শ্রীশ। (বিপিনের প্রতি মৃদু স্বরে) এক চক্ষু হরিণ ত আজ একটা তীর খেয়েচেন,একটি সভ্য ধুলিশায়ী।

চন্দ্র। কেবল পুরুষ নিয়ে যারা সমাজের ভাল করতে চায় তারা এক পায়ে চল্‌তে চায়! সেই জন্তই খানিক দূর গিয়েই তাদের বসে পড়তে হয়। সমস্ত মহৎ চেষ্টা থেকে মেয়েদের দূরে রেখেছি বলেই আমাদের দেশের কাজে প্রাণসঞ্চার হচ্চে না। আমাদের হৃদয় আমাদের কাজ আমাদের আশা বাইরে ও অন্তঃপুরে খণ্ডিত। সেই জন্তে আমরা বাইরে গিয়ে বক্তৃতা দিই ঘরে এসে ভুলি! দেখ অবলাকান্ত বাবু এখনো তোমার বয়স অল্প আছে, এই কথাটি ভাল করে মনে রেখো—স্ত্রীজাতিকে অবহেলা কোরো না। স্ত্রীজাতিকে যদি আমরা নীচু করে রাখি তাহলে তাঁরাও আমাদের নীচের দিকেই আকর্ষণ করেন; তা হলে তাঁদের ভারে আমাদের উন্নতির পথে চলা অসাধ্য হয়—দুপা চলেই আবার ঘরের কোণে এসেই আবদ্ধ হয়ে পড়ি। তাঁদের যদি আমরা উচ্চে রাখি, তাহলে ঘরের মধ্যে এসে নিজের আদর্শকে খর্ব্ব করতে লজ্জা বোধ হয়। আমাদের দেশে বাইরে লজ্জা আছে কিন্তু ঘরের মধ্যে সেই লজ্জাটি নেই, সেই জন্তেই আমাদের সমস্ত উন্নতি কেবল বাহ্যাড়ম্বরে পরিণত হয়।

শৈল চন্দ্রবাবুর এই কথাগুলি আনত মস্তকে শুনিল—কহিল, আশীর্ব্বাদ করুন্ আপনার উপদেশ যেন ব্যর্থ না হয়, নিজেকে যেন আপনার আদর্শের উপযুক্ত করতে পারি।

একান্ত নিষ্ঠার সহিত উচ্চারিত এই কথাগুলি শুনিয়া চন্দ্রবাবু কিছু বিস্মিত হইলেন। তাঁহার সকল উপদেশের প্রতি নির্ম্মলার তর্কবিহীন বিনম্র শ্রদ্ধার কথা মনে পড়িল! স্নেহার্দ্র মনে আবার ভাবিলেন, এ যেন নির্ম্মলারই ভাই।

চন্দ্র। আমার ভাগ্নী নির্ম্মলাকে কুমারসভার সভ্যশ্রেণীতে ভুক্ত করতে আপনাদের কোন আপত্তি নেই?

রসিক। আর কোন আপত্তি নেই, কেবল একটু ব্যাকরণের আপত্তি। কুমারসভার কেউ যদি কুমারী বেশে আসেন তাহলে বোপদেবের অভিশাপ।

শৈল। বোপদেবের অভিশাপ একালে খাটে না!

রসিক। আচ্ছা, অন্ততঃ লোহারামকে ত বাঁচিয়ে চল্‌তে হবে। আমি ত বোধকরি, স্ত্রীসভ্যরা যদি পুরুষ সভ্যদের অজ্ঞাতসারে বেশ ও নাম পরিবর্ত্তন করে আসেন তাহলে সহজে নিষ্পত্তি হয়।

শ্রীশ। তাহলে একটা কৌতুক এই হয় যে কে স্ত্রী কে পুরুষ নিজেদের সেই সন্দেহটা থেকে যায়—

বিপিন। আমি বোধ হয় সন্দেহ থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারি।

রসিক। আমাকেও বোধ হয় আমার

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

মাৎনী বলে কায়ো হঠাৎ আশঙ্কা না হতে পারে!

শ্রীশ। কিন্তু অবলাকান্ত বাবু সম্বন্ধে একটা সন্দেহ থেকে যায়। তখন শৈল অদূরবর্ত্তী টিপাই হইতে মিষ্টান্নের থালা আনিতে প্রস্থান করিল।

চন্দ্র। দেখুন রসিক বাবু, ভাষাতত্ত্বে দেখা যায়, ব্যবহার করতে করতে একটা শব্দের মূল অর্থ লোপ পেয়ে বিপরীত অর্থ ঘটে থাকে। স্ত্রীসভ্য গ্রহণ করলে চিরকুমার সভার অর্থের যদি পরিবর্ত্তন ঘটে তাতে ক্ষতি কি?

রসিক। কিছু না। আমি পরিবর্ত্তনের বিরোধী নই—তা নাম পরিবর্ত্তন বা বেশ পরিবর্ত্তন বা অর্থ পরিবর্ত্তন যাই হোক না কেন, যখন যা ঘটে আমি বিনা বিরোধে গ্রহণ করি বলেই আমার প্রাণটা নবীন আছে।

মিষ্টান্ন শেষ হইল এবং স্ত্রীসভ্য লওয়া সম্বন্ধে কাহারো আপত্তি হইল না।

আহার অবসানে রসিক কহিল, আশা করি সভার কাজের কোন ব্যাঘাত হয় নি।

শ্রীশ কহিল—কিছু না—অন্যদিন কেবল মুখেরই কাজ চল্‌ত আজ দক্ষিণ হস্তও যোগ দিয়েছে।

বিপিন। তাতে আভ্যন্তরিক তৃপ্তিটা কিছু বেশী হয়েচে।

শুনিয়া শৈল খুসি হইয়া তাহার স্বাভাবিক স্নিগ্ধকোমল হাস্যে সকলকে পুরস্কৃত করিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—•••••—

অক্ষয়। হল কি বল দেখি! আমার যে ঘরটি এতকাল কেবল ঝড়ু বেহারার ঝাড়নের তাড়নে নির্ম্মল ছিল, সেই ঘরের হাওয়া দুবেলা তোমাদের দুই বোনের অঞ্চল বীজনে চঞ্চল হয়ে উঠচে যে!

নীর। দিদি নেই, তুমি একলা পড়ে আছ বলে দয়া করে মাঝে মাঝে দেখা দিয়ে যাই, তার উপরে আবার জবাব দিহি?

অক্ষয়—(গান করিয়া) ভৈরবী।

ওগো দয়াময়ী চোর! এত দয়া মনে তোর!
বড় দয়া করে কণ্ঠে আমার জড়াও মায়ার ডোর!
বড় দয়া করে চুরি করি লও শূন্য হৃদয় মোর!

নীর। মশায়, এখন সিঁধ কাটার পরিশ্রম মিথ্যে; আমাদের এমন বোকা চোর পাওনি! এখন হৃদয় আছে কোথায় যে, চুরি করতে আসব?

অক্ষয়। ঠিক করে বল দেখি হতভাগা হৃদয়টা গেছে কতদূরে?

নৃপ। আমি জানি মুখুয্যে মশায়। বল্‌ব? ৪৭৫ মাইল!

নীর। সেজ দিদি অবাক্ করলে! তুই কি মুখুয্যে মশায়ের হৃদয়ের পিছনে পিছনে মাইল গুনতে গুনতে ছুটেছিলি নাকি?

নৃপ। না ভাই, দিদি কাশী যাবার সময় টাইম্ টেবিলে মাইলটা দেখেছিলুম।

অক্ষয়। (গান) বাহার।

চলেছে ছুটিয়ে পলাতকা হিয়া
বেগে বহে শিরা ধমনী,
হায় হায় হায় ধরিবারে তায়
পিছে পিছে ধায় রমণী!
বায়ু বেগভরে উড়ে অঞ্চল,
লটপট বেণী দুলে চঞ্চল;
একি রে রঙ্গ, আকুল অঙ্গ
ছুটে কুরঙ্গ-গমনী!

নীর। কবিবর, সাধু সাধু! কিন্তু তোমার রচনায় কোন কোন আধুনিক কবির ছায়া দেখ্‌তে পাই যেন!

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b3023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

অক্ষয়। তার কারণ আমিও অত্যন্ত আধুনিক! তোরা কি ভাবিস তোদের মুখুয্যে মশায় কৃত্তিবাস ওঝার যমজ ভাই। ভূগোলের মাইল গুণে দিচ্চিস, আর ইতিহাসের তারিখ ভুল? তাহলে আর বিদুষীশ্যালী থেকে ফল হল কি? এত বড় আধুনিটাকে তোদের প্রাচীন বলে ভ্রম হয়?

নীর। মুখুয্যেমশায়, শিব যখন বিবাহ সভায় গিয়েছিলেন, তখন তাঁর শ্যালীরাও ঐ রকম ভুল করেছিলেন, কিন্তু উমার চোখে ত অন্য রকম ঠেকেছিল! তোমার ভাবনা কিসের, দিদি তোমাকে আধুনিক বলেই জানেন!

অক্ষয়। মূঢ়ে, শিবের যদি শ্যালী থাকৃত তাহলে কি তাঁর ধ্যানভঙ্গ করবার জন্যে অনঙ্গদেবের দরকার হত; আমার সঙ্গে তাঁর তুলনা?

নৃপ। আচ্ছা মুখুয্যেমশায়, এতক্ষণ তুমি এখানে বসে বসে কি করছিলে?

অক্ষয়। তোদের গয়লা বাড়ির দুধের হিসেব লিখ্‌ছিলুম!

নীর। (ডেস্কের উপর হইতে অসমাপ্ত চিঠি তুলিয়া লইয়া) এই তোমার গয়লা বাড়ির হিসেব? হিসেবের মধ্যে ক্ষীর নবনীর অংশ টাই বেশী!

অক্ষয়। (ব্যস্তসমস্ত) না, না, ওটা নিয়ে গোল করিস্‌নে আহা, দিয়ে যা—

নৃপ। নীরু ভাই জ্বালাস্‌নে—চিঠিখানা ওঁকে ফিরিয়ে দে, ওখানে শ্যালীর উপদ্রব সয় না! কিন্তু মুখুয্যে মশায় তুমি দিদিকে চিঠিতে কি বলে সম্বোধন কর বল না।

অক্ষয়। রোজ নূতন সম্বোধন করে থাকি—

নৃপ। আজ কি করেছ বল দেখি?

অক্ষয়। শুনবে? তবে সখি শোন! চঞ্চলচকিতচিত্তচকোরচৌর চঞ্চুচুম্বিতচারুচন্দ্রিকরুচিরুচির চিরচন্দ্রমা।

নীর। চমৎকার চাটু-চাতুর্য্য!

অক্ষয়। এর মধ্যে চৌর্য্যবৃত্তি নেই, চর্ব্বিত চর্ব্বণ শূন্য।

নৃপ। (সবিস্ময়ে) আচ্ছা মুখুয্যেমশায় রোজ রোজ তুমি এই রকম লম্বা লম্বা সম্বোধন রচনা কর? তাই বুঝি দিদিকে চিঠি লিখতে এত দেরী হয়?

অক্ষয়। ঐ জন্যেই ত নৃপর কাছে আমার মিথ্যে কথা চলে না! ভগবান যে আমাকে সত্য সত্য বানিয়ে বলবার এমন অসাধারণ ক্ষমতা দিয়েছেন সেটা দেখছি খাটাতে দিলে না! ভগ্নিপতির কথা বেদবাক্য বলে বিশ্বাস করতে কোন্ মনুসংহিতায় লিখেছে বল্ দেখি?

নীর। রাগ করো না, শান্ত হও মুখুয্যে মশায় শান্ত হও! সেজ দিদির কথা ছেড়ে দাও, কিন্তু ভেবে দেখ, আমি তোমার আধখানা কথা সিকি পয়সাও বিশ্বাস করিনে, এতেও তুমি সান্ত্বনা পাও না?

নৃপ। আচ্ছা মুখুয্যেমশায়, সত্যি করে বল, দিদির নামে তুমি কখনো কবিতা রচনা করেছ?

অক্ষয়। এবার তিনি যখন অত্যন্ত রাগ করেছিলেন তখন তাঁর স্তব রচনা করে গান করেছিলুম—

নৃপ। তার পরে?

অক্ষয়। তার পরে দেখলুম, তাতে উল্টো ফল হল, বাতাস পেয়ে যেমন আগুণ বেড়ে ওঠে তেমনি হল—সেই অবধি স্তব রচনা ছেড়েই দিয়েছি।

নৃপ। ছেড়ে দিয়ে কেবল গয়লা বাড়ির হিসেব লিখ্‌চ। কি স্তব লিখেছিলে মুখুয্যেমশায় আমাদের শোনাও না।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

অক্ষয়। সাহস হয় না, শেষকালে আমার উপরওয়ালার কাছে রিপোর্ট করবি!

নৃপ। না আমরা দিদিকে বলে দেব না।

অক্ষয়। তবে অবধান কর! (সিন্ধুকাফি)

মনোমন্দির সুন্দরী!
মণিমঞ্জীর গুঞ্জরী!
স্খলদঞ্চলা চল চঞ্চলা
অয়ি মঞ্জুলা মঞ্জরী!
রোষারুণরাগরঞ্জিতা!
বঙ্কিমভুরু ভঙ্গিতা!
গোপনহাস্য- কুটিল আস্য
কপট কলহ গঞ্জিতা!
সঙ্কোচনত-অঙ্গিনী!
ভয় ভঙ্গুর ভঙ্গিনী!
চকিতচপলনবকুরঙ্গ
যৌবনবনরঙ্গিণী!
অয়ি খল, ছলগুণ্ঠিতা!
মধুকরভরকুণ্ঠিতা!
লুব্ধ-পবন-ক্ষুব্ধ-লোভন
মল্লিকা অবলুণ্ঠিতা!
চুম্বনধনবঞ্চিনী!
দুরূহগর্ব্বমঞ্চিনী!
রুদ্ধ কোরক সঞ্চিত মধু
কঠিন কনক কঞ্জিনী!

কিন্তু আর নয়। এবারে মশায়রা বিদায় হন।

নীর। কেন এত অপমান কেন? দিদির কাছে তাড়া খেয়ে আমাদের উপরে বুঝি তার ঝাল ঝাড়তে হবে?

অক্ষয়। এরা দেখছি পবিত্র জেনানা আর রাখতে দিলে না। আরে দুর্বৃত্তে! এখনি লোক আসবে!

নৃপ। তার চেয়ে বরঞ্চ দিদির চিঠিখানা শেষ করতে হবে!

অক্ষয়। নৃপবালা, তোমার এই কথাটাতে বড় খুসি হলুম, ক্রমে আমার বাক্যে তোমার সরল মনে সন্দেহ জন্মাচ্ছে! স্পষ্ট বোঝা যাচ্চে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়ে আসচে!

নীর। তা আমরা থাকলেই বা, তুমি চিঠি লেখ না; আমরা কি তোমার কলমের মুখ থেকে কথা কেড়ে নেব না কি?

অক্ষয়। তোমরা কাছাকাছি থাকলে মনটা এই খানেই মারা যায়, দূরে যিনি আছেন সে পর্য্যন্ত আর পৌঁছয় না! না ঠাট্টা নয়, পালাও! এখনি লোক আসবে—ঐ একটি বই দরজা খোলা নেই, তখন পালাবার পথ পাবে না।

নৃপ। এই সন্ধ্যে বেলায় কে তোমার কাছে আসবে?

অক্ষয়। যাদের ধ্যান কর তারা নয় গো তারা নয়।

নীর। যার ধ্যান করা যায় সে সকল সময় আসে না তুমি আজ কাল সেটা বেশ বুঝতে পারচ কি বল মুখুয্যে মশায়! দেবতার ধ্যান কর আর উপদেবতার উপদ্রব হয়!

"অবলাকান্ত বাবু আছেন?" বলিয়া ঘরের মধ্যে সহসা শ্রীশের প্রবেশ। "মাপ করবেন" বলিয়া পলায়নোদ্যম। নৃপ ও নীরর সবেগে প্রস্থান।

অক্ষয়। এস এস শ্রীশ বাবু!

শ্রীশ। (সলজ্জভাবে) মাপ করবেন।

অক্ষয়। রাজি আছি কিন্তু অপরাধটা কি, আগে বল!

শ্রীশ। খবর না দিয়েই—

অক্ষয়। তোমার অভ্যর্থনার জন্য ম্যুনিসিপালিটির কাছ থেকে যখন বাজেট স্যাংশন করে নিতে হয় না তখন না হয় খবর না দিয়েই এলে শ্রীশ বাবু!

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

শ্রীশ। আপনি যদি বলেন, এখানে আমার অসময়ে অনধিকার প্রবেশ হয় নি তা হলেই হল!

অক্ষয়। তাই বল্লেম! তুমি যখনি আসবে তখনি সুসময়, এবং যেখানে পদার্পণ করবে সেইখানেই তোমার অধিকার, শ্রীশবাবু স্বয়ং বিধাতা সর্ব্বত্র তোমাকে পাস্‌পোর্ট দিয়ে রেখেছেন। একটু বোস অবলাকান্ত বাবুকে খবর পাঠিয়ে দিই! (স্বগত) না পলায়ন করলে চিঠি শেষ করতে পারব না!

(প্রস্থান)

শ্রীশ। চক্ষের সম্মুখ দিয়ে এক যোড়া মায়া স্বর্ণমৃগী ছুটে পালাল, ওরে নিরস্ত্রব্যাধ তোর ছোটবার ক্ষমতা নেই! নিকষের উপর সোণার রেখার মত চকিত চোকের চাহনি দৃষ্টিপথের উপরে যেন আঁকা রয়ে গেল!

রসিকের প্রবেশ।

শ্রীশ। সন্ধ্যাবেলায় এসে আপনাদের ত বিরক্ত করিনি রসিকবাবু?

রসিক। "ভিক্ষুক-কক্ষে বিনিক্ষিপ্তঃ কিমিক্ষু নীরসো ভবেৎ? শ্রীশ বাবু আপনাকে দেখে বিরক্ত হব আমি কি এত বড় হতভাগ্য!

শ্রীশ। অবলাকান্ত বাবু বাড়ি আছেন ত?

রসিক। আছেন বৈ কি, এলেন বলে!

শ্রীশ। না, না, যদি কাজে থাকেন তাহলে তাঁকে ব্যস্ত করে কাজ নেই—আমি কুড়ে লোক, বেকার মানুষের সন্ধানে ঘুরে বেড়াই।

রসিক। সংসারে সেরা লোকেরাই কুড়ে এবং বেকার লোকেরাই ধন্য। উভয়ে সম্মিলন হলেই মণিকাঞ্চনযোগ! এই কুড়ে বেকারের মিলনের জন্যেই ত সন্ধ্যে বেলাটার সৃষ্টি হয়েছে। যোগীদের জন্যে সকাল বেলা, রোগীদের জন্যে রাত্রি, কাজের লোকের জন্যে দশটা চারটে, আর সন্ধ্যে বেলাটা, সত্যি কথা বলচি, চিরকুমার সভার অধিবেশনের জন্যে চতুর্ম্মুখ সৃজন করেন নি! কি বলেন শ্রীশ বাবু?

শ্রীশ। সে কথা মানতে হবে বৈ কি, সন্ধ্যা চিরকুমার সভার অনেক পূর্ব্বেই সৃজন হয়েছে, সে আমাদের সভাপতি চন্দ্র বাবুর নিয়ম মানে না—

রসিক। সে যে চন্দ্রের নিয়ম মানে তার নিয়মই আলাদা। আপনার কাছে খুলে বলি হাসবেন না শ্রীশ বাবু আমার একতলার ঘরে কায়ক্লেশে একটি জানলা দিয়ে অল্প একটু জ্যোৎস্না আসে—শুক্ল সন্ধ্যায় সেই জ্যোৎস্নার শুভ্র রেখাটি যখন আমার বক্ষের উপর এসে পড়ে তখন মনে হয় কে আমার কাছে কি খবর পাঠালে গো? শুভ্র একটি হংসদূত কোন বিরহিণীর হয়ে এই চিরবিরহীর কানে কানে বলচে—

অলিন্দে কালিন্দীকমল সুরভৌ কুঞ্জবসতে—
র্বসন্তীং বাসন্তীনবপরিমলোদ্গার চিকুরাং।
ত্বদুৎসঙ্গে লীনাং মদমুকুলিতাক্ষীং পুনরিমাং
কদাহং সেবিষ্যে কিসলয় কলাপব্যজনিনীং।

শ্রীশ। বেশ বেশ রসিক বাবু, চমৎকার। কিন্তু ওর মানেটা বলে দিতে হবে। ছন্দের ভিতর দিয়ে ওর রসের গন্ধটা পাওয়া যাচ্চে কিন্তু অনুস্বার বিসর্গ দিয়ে একেবারে এঁটে বন্ধ করে রেখেছে!

রসিক। বাঙ্গালায় একটা তর্জ্জমাও করেছি—পাছে সম্পাদকরা খবর পেয়ে হুড়াহুড়ি লাগিয়ে দেয়, তাই লুকিয়ে রেখেছি—শুনবেন শ্রীশ বাবু!

কুঞ্জ কুটীরের স্নিগ্ধ অলিন্দের পর
কালিন্দীকমলগন্ধ ছুটিবে সুন্দর!

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

লীনা রবে মদিরাক্ষী তব অঙ্কতলে,
বহিবে বাসন্তীবাস ব্যাকুল কুন্তলে।
তাঁহারে কবির সেবা, কবে হবে হায়,
কিসলয় পাখা খানি দোলাইব গায় ?

শ্রীশ। বা, বা, রসিক বাবু আপনার মধ্যে এত আছে তা ত জানতুম না।

রসিক। কি করে জানবেন বলুন। কাব্যলক্ষ্মী যে তাঁর পদ্মবন থেকে মাঝে মাঝে এই টাকের উপরে খোলা হাওয়া খেতে আসেন এ কেউ সন্দেহ করে না। (হাত বুলাইয়া) কিন্তু এখন ফাঁকা জায়গা আর নেই।

শ্রীশ। আহা হা রসিক বাবু, যমুনাতীরে সেই স্নিগ্ধ অলিন্দওয়ালা কুঞ্জ কুটিরটি আমার ভারি মনে লেগে গেছে। যদি পায়োনিয়রে বিজ্ঞাপন দেখি সেটা দেনার দায়ে নিলেমে বিক্রী হচ্ছে তা হলে কিনে ফেলি।

রসিক। বলেন কি শ্রীশ বাবু। শুধু অলিন্দ নিয়ে করবেন কি? সেই মদমুকুলিতাক্ষীর কথাটা ভেবে দেখবেন। সে নিলেমে পাওয়া শক্ত।

শ্রীশ। কার রুমাল এখানে পড়ে রয়েছে।

রসিক। দেখি দেখি। তাইত। দুর্লভ জিনিষ আপনার হাতে ঠেকে দেখ্‌চি। বাঃ দিব্যি গন্ধ। শ্লোকের লাইনটা বদ্‌লাতে হবে মশায়, ছন্দ ভঙ্গ হয় হোক্ গে—"বাসন্তীনবপরিমলোদ্গাররুমালাং"। শ্রীশবাবু, এ রুমালটাতে ত আমাদের কুমারসভার পতাকা নির্ম্মাণ চল্‌বে না। দেখেছেন, কোণে একটি ছোট্ট ন অক্ষর লেখা রয়েছে।

শ্রীশ। কি নাম হতে পারে বলুন্ দেখি। নলিনী? না, বড্ড চলিত নাম। নীলাম্বুজা? ভয়ঙ্কর মোটা। নীহারিকা? বড় বাড়াবাড়ি। বলুন না রসিক বাবু, আপনার কি মনে হয়।

রসিক। নাম মনে হয় না মশায়, আমার ভাব মনে আসে, অভিধানে যত ন আছে সমস্ত মাথার মধ্যে রাশীকৃত হয়ে উঠ্‌তে চাচ্চে, নয়ের মালা গেঁথে একটি নীলোৎপলনয়নার গলায় পরিয়ে দিতে ইচ্ছে করচে—নির্ম্মলনবনীনিন্দিত নবীন—বলুন না শ্রীশবাবু—শেষ করে দিন না—

শ্রীশ। নবমল্লিকা।

রসিক। বেশ বেশ—নির্ম্মলনবনীনিন্দিত নবীন নবমল্লিকা। গীতগোবিন্দ মাটি হল। আরো অনেকগুলো ভাল ভাল ন মাথার মধ্যে হাহাকার করে বেড়াচ্চে, মিলিয়ে দিতে পাচ্চি নে—নিভৃত নিকুঞ্জনিলয়, নিপুণনূপুরনিক্কণ, নিবিড় নীরদনির্ম্মুক্ত—অক্ষয় দাদা থাক্‌লে ভাবতে হত না। মাষ্টার মশায়কে দেখবামাত্র ছেলেগুলো যেমন বেঞ্চে নিজ নিজ স্থানে সার বেঁধে বসে—তেমনি অক্ষয় দাদার সাড়া পাবামাত্র কথাগুলো দৌড়ে এসে যুড়ে দাঁড়ায়। শ্রীশবাবু, বুড়ো মানুষকে বঞ্চনা করে রুমালখানা চুপি চুপি পকেটে পুরবেন না—

শ্রীশ। আবিষ্কার কর্ত্তার অধিকার সকলের উপর—

রসিক। আমার ঐ রুমালখানিতে একটু প্রয়োজন আছে শ্রীশ বাবু। আপনাকে ত বলেছি আমার নির্জ্জন ঘরের একটি মাত্র জালনা দিয়ে একটু মাত্র চাঁদের আলো আসে—আমার একটি কবিতা মনে পড়ে—

বীথীষু বীথীষু বিলাসিনীনাং
মুখানি সংবীক্ষ্য শুচিস্মিতানি,
জালেষু জালেষু করং প্রসার্য্য
লাবণ্যভিক্ষামটতীব চন্দ্রঃ।

কুঞ্জ পথে পথে চাঁদ উঁকি দেয় আসি,
দেখে বিলাসিনীদের মুখভরা হাসি।
কর প্রসারণ করি ফিরে সে জাগিয়া
বাতায়নে বাতায়নে লাবণ্য মাগিয়া।

হতভাগা ভিক্ষুক আমার বাতায়নটায় যখন আসে তখন তাকে কি দিয়ে ভোলাই বলুনত? কাব্য শাস্ত্রের রসালো জায়গা যা কিছু মনে আসে সমস্ত আউড়ে যাই, কিন্তু কথায় চিঁড়ে ভেজে না! সেই দুর্ভিক্ষের সময় ঐ রুমালখানি বড় কাজে লাগ্‌বে। ওতে অনেকটা লাবণ্যের সংস্রব আছে।

শ্রীশ। সে লাবণ্য কি দৈবাৎ কখনো দেখেছেন রসিক বাবু?

রসিক। দেখেছি বৈ কি, নইলে কিসের রুমালখানার জন্যে এত লড়াই করি? আর ঐ যে ন অক্ষরের কথাগুলো আমার মাথার মধ্যে এখনো এক ঝাঁক ভ্রমরের মত গুঞ্জন করে বেড়াচ্চে তাদের সাম্‌নে কি একটি কমলবনবিহারিণী মানসীমূর্ত্তি নেই?

শ্রীশ। রসিক বাবু, আপনার ঐ মগজটি একটি মৌচাক বিশেষ, ওর ফুকরে ফুকরে কবিত্বের মধু—আমাকে সুদ্ধ মাতাল করে দেবেন দেখছি। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস পতন)

পুরুষবেশী শৈলবালার প্রবেশ।

শৈল। আমার আস্‌তে অনেক দেরী হয়ে গেল, মাপ করবেন শ্রীশ বাবু।

শ্রীশ। আমি এই সন্ধ্যে বেলায় উৎপাত করতে এলুম, আমাকেও মাপ করবেন অবলাকান্ত বাবু!

শৈল। রোজ সন্ধ্যা বেলায় যদি এই রকম উৎপাত করেন তাহলে মাপ করব, নইলে নয়।

শ্রীশ। আচ্ছা রাজি, কিন্তু এর পরে যখন অনুতাপ উপস্থিত হবে তখন প্রতিজ্ঞা স্মরণ করবেন।

শৈল। আমার জন্যে ভাববেন না, কিন্তু আপনার যদি অনুতাপ উপস্থিত হয় তা হলে আপনাকে নিষ্কৃতি দেব।

শ্রীশ। সেই ভরসায় যদি থাকেন তাহলে অনন্তকাল অপেক্ষা করতে হবে।

শৈল। রসিক দাদা তুমি শ্রীশ বাবুর পকেটের দিকে হাত বাড়াচ্চ কেন? বুড়ো বয়সে গাঁটকাটা ব্যবসা ধরবে না কি?

রসিক। না ভাই, সে ব্যবসা তোদের বয়সেই শোভা পায়। একখানা রুমাল নিয়ে শ্রীশবাবুতে আমাতে তকরার চল্‌চে, তোকে তার মীমাংসা করে দিতে হবে।

শৈল। কি রকম?

রসিক। প্রেমের বাজারে বড় মহাজনী করবার মূলধন আমার নেই—আমি খুচরো মালের কারবারী—রুমালটা, চুলের দড়িটা, ছেঁড়া কাগজে দুচারটে হাতের অক্ষর এই সমস্ত কুড়িয়ে বাড়িয়েই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। শ্রীশ বাবুর যে রকম মূলধন আছে তাতে উনি বাজার সুদ্ধ পাইকেরি দরে কিনে নিতে পারেন—রুমাল কেন সমস্ত নীলাঞ্চলের অর্দ্ধেক ভাগ বসাতে পারেন; আমরা যেখানে চুলের দড়ি গলায় জড়িয়ে মরতে ইচ্ছে করি উনি যে সেখানে আগুল্‌ফবিলম্বিত চিকুররাশির সুগন্ধ ঘনান্ধকারের মধ্যে সম্পূর্ণ অস্ত যেতে পারেন। উনি উঞ্ছবৃত্তি করতে আসেন কেন?

শ্রীশ। অবলাকান্ত বাবু, আপনি ত নিরপেক্ষ ব্যক্তি, রুমালখানা এখন আপনার হাতেই থাক, উভয় পক্ষের বক্তৃতা শেষ হয়ে গেলে বিচারে যার প্রাপ্য হয় তাকেই দেবেন।

শৈল। (রুমালখানি পকেটে পুরিয়া) আমাকে আপনি নিরপেক্ষ লোক মনে করচেন বুঝি? এই কোণে যেমন একটি ন অক্ষর লাল সূতোয় সেলাই করা আছে আমার হৃদয়ের একটি কোণে খুঁজলে দেখতে পাবেন ঐ

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

অক্ষরটি রক্তের বর্ণে লেখা আছে। এ রুমাল আমি আপনাদের কাউকেই দেব না।

শ্রীশ। রসিক বাবু এ কি রকম জবরদস্তি। আর, ন অক্ষরটিও ত বড় ভয়ানক অক্ষর!

রসিক। শুনেছি বিলাতী শাস্ত্রে ন্যায়ধর্ম্মও অন্ধ ভালবাসাও অন্ধ এখন দুই অন্ধে লড়াই হোক, যার বল বেশী তারই জিত হবে।

শৈল। শ্রীশ বাবু, যার রুমাল আপনি ত তাকে দেখেন নি, তবে কেন কেবলমাত্র কল্পনার উপর নির্ভর করে ঝগড়া করচেন।

শ্রীশ। দেখিনি কে বল্লে?

শৈল। দেখেছেন? কাকে দেখলেন। ন ত দুটি আছে—

শ্রীশ। দুটিই দেখেছি—তা এ রুমাল দুজনের যাঁরই হোক, দাবী আমি পরিত্যাগ করতে পারব না।

রসিক। শ্রীশ বাবু বৃদ্ধের পরামর্শ শুনুন, হৃদয়গগনে দুই চন্দ্রের আয়োজন করবেন না, একশ্চন্দ্রস্তমো হন্তি।

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। (শ্রীশের প্রতি) চন্দ্র বাবুর চিঠি নিয়ে একটি লোক আপনার বাড়ি খুঁজে শেষকালে এখানে এসেছে।

শ্রীশ। (চিঠি পড়িয়া) একটু অপেক্ষা করবেন? চন্দ্র বাবুর বাড়ি কাছেই—আমি একবার চট্ করে দেখা করে আসব।

শৈল। পালাবেন না ত?

শ্রীশ। না আমার রুমাল বন্ধক রইল, ওগানা খালাস না করে যাচ্চিনে। (প্রস্থান)

রসিক। ভাই শৈল, কুমারসভার সভ্যগুলিকে যে রকম ভয়ঙ্কর কুমার ঠাউরেছিলুম তার কিছুই নয়। এদের তপস্যা ভঙ্গ করতে মেনকা রম্ভা মদন বসন্ত কারো দরকার হয় না, এই বুড়ো রসিকই পারে।

শৈল। তাই ত দেখছি।

রসিক। আসল কথাটা কি জান? যিনি দার্জ্জিলিঙে থাকেন তিনি ম্যালেরিয়ার দেশে পা বাড়াবামাত্রই রোগে চেপে ধরে। এরা এতকাল চন্দ্রবাবুর বাসায় বড্ড নীরোগ জায়গায় ছিলেন, এই বাড়িটি যে রোগের বীজে ভরা; এখানকার রুমালে, বইয়ে, চৌকিতে, টেবিলে যেখানে স্পর্শ করচেন সেইখান থেকেই একেবারে নাকে মুখে রোগ ঢুক্‌চে—আহা, শ্রীশ বাবুটি গেল।

শৈল। রসিক দাদা, তোমার বুঝি রোগের বীজ অভ্যেস হয়ে গেছে?

রসিক। আমার কথা ছেড়ে দাও! আমার পিলে যকৃৎ যা কিছু হবার তা হয়ে গেছে।

নীরবালার প্রবেশ।

নীরবালা। দিদি আমরা পাশের ঘরেই ছিলুম।

রসিক। জেলেরা জাল টানাটানি করে মরচে, আর চিল বসে আছে ছোঁ মারবার জন্যে?

নীর। সেজ দিদির রুমালখানা নিয়ে শ্রীশ বাবু কি কাণ্ডটাই করলে? সেজদিদি ত লজ্জায় লাল হয়ে পালিয়ে গেছে। আমি এমনি বোকা, ভুলেও কিছু ফেলে যাইনি। বারোখানা রুমাল এনেছি; ভাব্‌ছি এবার ঘরের মধ্যে রুমালের হরির লুঠ দিয়ে যাব!

শৈল। তোর হাতে ও কিসের খাতা নীর?

নীর। যে গানগুলো আমার পছন্দ হয় ওতে লিখে রাখি দিদি।

রসিক। ছোড়দিদি, আজকাল তোর কি রকম পারমার্থিক গান পছন্দ হচ্চে তার এক আধটা নমুনা দেখ্‌তে পারি কি?

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

নীর। —"দিন গেলরে, ডাক দিয়েনে পারের খেয়া,
চুকিয়ে হিসেব মিটিয়ে দে তোর দেয়া নেয়া"।

রসিক। দিদি ভারি ব্যস্ত যে! পার করবার নেয়ে ডেকে দিচ্ছি ভাই! যা দেবে যা নেবে সেটা মোকাবিলায় ঠিক করে নিয়ো।

"অবলাকান্ত বাবু আছেন?" বলিয়া বিপিন ঘরে প্রবিষ্ট ও সচকিত হইয়া স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান—নীরবালা মুহূর্ত্ত হতবুদ্ধি হইয়া দ্রুতবেগে বহিষ্ক্রান্ত।

শৈল। আসুন বিপিন বাবু।

বিপিন। ঠিক করে বলুন আস্‌ব কি? আমি আসার দরুন আপনাদের কোন রকম লোকসান নেই?

রসিক। ঘর থেকে কিছু লোকসান না করলে লাভ হয় না বিপিন বাবু—ব্যবসার এই রকম নিয়ম। যা গেল তা আবার ছুনো হোয়ে ফিরে আস্‌তে পারে, কি বল অবলাকান্ত?

শৈল। রসিক দাদার রসিকতা আজকাল একটু শক্ত হয়ে আস্‌চে।

রসিক। গুড় জমে যে রকম শক্ত হয়ে আসে। কিন্তু বিপিন বাবু কি ভাবচেন বলুন দেখি?

বিপিন। ভাবচি কি ছুতো করে বিদায় নিলে আমাকে বিদায় দিতে আপনাদের ভদ্রতায় বাধবে না!

শৈল। বন্ধুত্বে যদি বাধে?

বিপিন। তা হলে ছুতো খোঁজবার কোন দরকারই হয় না।

শৈল। তবে সেই খোঁজটা পরিত্যাগ করুন, ভাল হয়ে বসুন।

রসিক। মুখখানা প্রসন্ন করুন বিপিন বাবু! আমাদের প্রতি ঈর্ষা করবেন না। আমি ত বৃদ্ধ, যুবকের ঈর্ষার যোগ্যই নই। আর অমাদের সুকুমারমূর্ত্তি অবলাকান্ত বাবুকে কোন স্ত্রীলোক পুরুষ বলে জ্ঞানই করে না। আপনাকে দেখে যদি কোন সুন্দরী কিশোরী ত্রস্ত হরিণীর মত পলায়ন করে থাকেন তাহলে মনকে এই বলে সান্ত্বনা দেবেন যে, তিনি আপনাকে পুরুষ বলেই মস্ত খাতিরটা করেছেন। হায়রে হতভাগ্য রসিক, তোকে দেখে কোন তরুণী লজ্জাতে পলায়নও করে না!

বিপিন। রসিক বাবু আপনাকেও যে, দলে টান্‌চেন অবলাকান্ত বাবু! এ কি রকম হল।

শৈল। কি জানি বিপিন বাবু—আমার এই অবলাকান্ত নামটাই মিথ্যে—কোন অবলা ত এ পর্য্যন্ত আমাকে কান্ত বলে বরণ করে নি।

বিপিন। হতাশ হবেন না, এখনো সময় আছে।

শৈল। সে আশা এবং সে সময় যদি থাক্‌ত তাহলে চিরকুমার-সভায় নাম লেখাতে যেতুম না।

বিপিন। (স্বগত) এঁর মনের মধ্যে একটা কি বেদনা রয়েছে নইলে এত অল্প বয়সে এই কাঁচামুখে এমন স্নিগ্ধ কোমল করুণভাব থাক্‌ত না। এটা কিসের খাতা? গান লেখা দেখচি। নীরবালা দেবী! (পাঠ)

শৈল। কি পড়চেন বিপিন বাবু?

বিপিন। কোন একটি অপরিচিতার কাছে অপরাধ করচি, হয় ত তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবার সুযোগ পাব না এবং হয়ত তাঁর কাছে শাস্তি পাবারও সৌভাগ্য হবে না কিন্তু এই গানগুলি মাণিক এবং হাতের অক্ষর গুলি মুক্তো! যদি লোভে পড়ে চুরি করি তবে দণ্ডদাতা বিধাতা ক্ষমা করবেন!

শৈল। বিধাতা মাপ করতে পারেন কিন্তু আমি করব না। ও খাতাটির পরে আমার লোভ আছে বিপিন বাবু।

রসিক। আর আমি বুঝি লোভ মোহ সমস্ত জয় করে বসে আছি? আহা, হাতের অক্ষরের মত জিনিষ আর আছে? মনের ভাব মূর্ত্তি ধরে আঙুলের আগা দিয়ে বেরিয়ে আসে—অক্ষরগুলির উপর চোখ বুলিয়ে গেলে, হৃদয়টি যেন চোখে এসে লাগে! অবলাকান্ত, এ খাতাখানি ছেড়োনা ভাই! তোমাদের চঞ্চলা নীরবালা দেবী কৌতুকের ঝরনার মত দিনরাত ঝরে পড়ছে, তাকে ত ধরে রাখতে পার না, এই খাতাখানির পত্রপুটে তারি একটি গণ্ডুষ ভরে উঠেছে—এ জিনিষের দাম আছে! বিপিন বাবু, আপনি ত নীরবালাকে জানেন না, আপনি এ খাতাখানা নিয়ে কি করবেন।

বিপিন। আপনারা ত স্বয়ং তাঁকেই জানেন—খাতাখানিতে আপনাদের প্রয়োজন কি? এই খাতা থেকে আমি যেটুকু পরিচয় প্রত্যাশা করি তার প্রতি আপনারা দৃষ্টি দেন কেন?

শ্রীশের প্রবেশ।

শ্রীশ। মনে পড়েছে মশায়—সে দিন এখানে একটা বইয়েতে নাম দেখেছিলেম, নৃপবালা, নীরবালা—একি, বিপিন যে! তুমি এখানে হঠাৎ?

বিপিন। তোমার সম্বন্ধেও ঠিক ঐ প্রশ্নটা প্রয়োগ করা যেতে পারে।

শ্রীশ। আমি এসেছিলুম আমার সেই সন্ন্যাস সম্প্রদায়ের কথাটা অবলাকান্ত বাবুর সঙ্গে আলোচনা করতে। ওঁর যে রকম চেহারা, কণ্ঠস্বর, মুখের ভাব, উনি ঠিক আমার সন্ন্যাসীর আদর্শ হতে পারেন। উনি যদি ওঁর ঐ চন্দ্রকলার মত কপালটিতে চন্দন দিয়ে, গলায় মালা পরে, হাতে একটি বীণা নিয়ে সকাল বেলায় একটি পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করেন তা হলে কোন্ গৃহস্থের হৃদয় না গলাতে পারেন?

রসিক। বুঝতে পারচিনে মশায়, হৃদয় গলাবার কি খুব জরুর দরকার হয়েছে?

শ্রীশ। চিরকুমারসভা হৃদয় গলাবার সভা।

রসিক। বলেন কি? তবে আমার দ্বারা কি কাজ পাবেন?

শ্রীশ। আপনার মধ্যে যে রকম উত্তাপ আছে আপনি উত্তর মেরুতে গেলে সেখানকার বরফ গলিয়ে বন্যা করে দিয়ে আসতে পারেন। বিপিন উঠচ না কি?

বিপিন। যাই আমাকে রাত্রে একটু পড়তে হবে।

রসিক। (জনান্তিকে) অবলাকান্ত জিজ্ঞাসা করচেন পড়া হয়ে গেলে বইখানা কি ফেরৎ পাওয়া যাবে?

বিপিন। (জনান্তিকে) পড়া হয়ে গেলে সে আলোচনা পরে হবে, আজ থাক।

শৈল। (মৃদুস্বরে) শ্রীশ বাবু ইতস্তত: করচেন কেন, আপনার কিছু হারিয়েছে না কি?

শ্রীশ (মৃদুস্বরে) আজ থাক, আর এক দিন খুঁজে দেখব!

উভয়ের প্রস্থান।

নীরবালা। (দ্রুত প্রবেশ করিয়া) এ কি রকমের ডাকাতী দিদি? আমার গানের খাতাখানা নিয়ে গেল? আমার ভয়ানক রাগ হচ্চে।

রসিক। রাগ শব্দে নানা অর্থ অভিধানে কয়।

নীর। আচ্ছা পণ্ডিত মশায়, তোমার

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

অভিধান জাহির করতে হবে না—আমার খাতা ফিরিয়ে আন।

রসিক। পুলিসে খবর দে ভাই, চোর ধরা আমার ব্যবসা নয়।

নীর। কেন দিদি তুমি আমার খাতা নিয়ে যেতে দিলে?

শৈল। এমন অমূল্য ধন তুই ফেলে রেখে যাস্ কেন?

নীর। আমি বুঝি ইচ্ছে করে ফেলে রেখে গেছি?

রসিক। লোকে সেই রকম সন্দেহ করচে।

নীর। না রসিকদাদা, তোমার ওঠাট্টা আমার ভাল লাগে না!

রসিক। তা হলে ভয়ানক খারাপ অবস্থা।

(সক্রোধে প্রস্থান)

সলজ্জ নৃপবালার প্রবেশ।

রসিক। কি নৃপ, হারাধন খুঁজে বেড়াচ্ছিস?

নৃপ। না আমার কিছু হারায় নি!

রসিক। সে ত অতি সুখের সংবাদ। শৈলদিদি, তা হলে আর কেন, রুমালখানার মালিক যখন পাওয়া যাচ্চে না, তখন যে লোক কুড়িয়ে পেয়েছে তাকেই ফিরিয়ে দিস্। (শৈলের হাত হইতে রুমাল লইয়া) এ জিনিষটা কার ভাই?

নৃপ। ও আমার নয়! (পলায়নোদ্যত)

রসিক। (নৃপকে ধরিয়া) যে জিনিষটা খোওয়া গেছে নৃপ তার উপরে কোন দাবীও রাখ্‌তে চায় না।

নৃপ। রসিক দাদা, ছাড় আমার কাজ আছে!

নবম পরিচ্ছেদ।

—:•:—

পথে বাহির হইয়াই শ্রীশ কহিল—ওহে বিপিন, আজ মাঘের শেষে প্রথম বসন্তের বাতাস দিয়েছে, জ্যোৎস্নাও দিব্যি, আজ যদি এখনি ঘুমতে কিংবা পড়া মুখস্থ করতে যাওয়া যায় তাহলে দেবতারা ধিক্কার দেবেন।

বিপিন। তাঁদের ধিক্কার খুব সহজে সহ্য হয় কিন্তু ব্যাধোর ধাক্কা কিংবা—

শ্রীশ! দেখ, ঐ জন্যে তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়। আমি বেশ জানি দক্ষিণে হাওয়ায় তোমারও প্রাণটা চঞ্চল হয়, কিন্তু পাছে কেউ তোমাকে কবিত্বের অপবাদ দেয় বলে মলয় সমীরণটাকে একেবারেই আমল দিতে চাও না। এতে তোমার বাহাদুরীটা কি জিজ্ঞাসা করি? আমি তোমার কাছে আজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করচি, আমার ফুল ভাল লাগে। জ্যোৎস্না ভাল লাগে, দক্ষিণে হাওয়া ভাল লাগে—

বিপিন। এবং—

শ্রীশ। এবং যা কিছু ভাল লাগ্‌বার মত জিনিষ সবই ভাল লাগে।

বিপিন। বিধাতা ত তোমাকে ভারি আশ্চর্য্য রকম ছাঁচে গড়েছেন দেখচি।

শ্রীশ। তোমার ছাঁচ আরও আশ্চর্য্য। তোমার লাগে ভাল কিন্তু বল অন্য রকম—আমার সেই শোবার ঘরের ঘড়িটার মত—সে চলে ঠিক কিন্তু বাজে ভুল।

বিপিন। পৃথিবীর অনেক মনুষ্য কল বলে ঠিক কিন্তু চলে অন্য রকম, পাছে তাদেরই দলের বলে সন্দেহ করে, তাই বলাটা একটু বেঠিক করে রাখ্‌তে হয় হে। কিন্তু শ্রীশ,

তোমার যদি সব মনোরম জিনিষই মনোহর লাগ্‌তে লাগ্‌ল তাহলে ত আসন্ন বিপদ।

শ্রীশ। আমি ত কিছুই বিপদ বোধ করিনে।

বিপিন। সেই লক্ষণটাই ত সব চেয়ে খারাপ। রোগের যখন বেদনা বোধ চলে যায় তখন আর চিকিৎসার রাস্তা থাকে না। আমি ভাই স্পষ্টই কবুল করচি, স্ত্রীজাতির একটা আকর্ষণ আছে—চিরকুমার সভা যদি সেই আকর্ষণ এড়াতে চান তাহলে তাঁকে খুব তফাৎ দিয়ে যেতে হবে।

শ্রীশ। ভুল, ভুল, ভয়ানক ভুল! তুমি তফাতে থাক্‌লে কি হবে, তাঁরা ত তফাতে থাকেন না। সংসার রক্ষার জন্যে বিধাতাকে এত নারী সৃষ্ট করতে হয়েছে যে, তাঁদের এড়িয়ে চলা অসম্ভব। অতএব কৌমার্য্য যদি রক্ষা করতে চাও তাহলে নারীজাতিকে অল্পে অল্পে সইয়ে নিতে হবে। ঐযে স্ত্রীসভ্য নেবার নিয়ম হয়েছে এতদিন পরে কুমারসভা চিরস্থায়ী হবার উপায় অবলম্বন করেছে। কিন্তু কেবল একজন মহিলা হলে চল্‌বে না বিপিন, অনেকগুলি স্ত্রীসভ্য চাই। বদ্ধ ঘরের একটি জানলা খুলে ঠাণ্ডা লাগালে সর্দ্দি ধরে, খোলা হাওয়ায় থাক্‌লে সে বিপদ নেই।

বিপিন। আমি তোমার ঐ খোলা হাওয়া বদ্ধ হাওয়া বুঝিনে ভাই! যার সর্দ্দির ধাত তাকে সর্দ্দি থেকে রক্ষা করতে দেবে মানবে কেউ পারে না।

শ্রীশ। তোমার ধাত কি বল্‌চে হে?

বিপিন। সে কথা খোলসা করে বল্লেই বুঝতে পারবে তোমার ধাতের সঙ্গে তার চমৎকার মিল আছে। নাড়ীটা যে সব সময়ে ঠিক চিরকুমারের নাড়ীর মত চলে তা জাঁক করে বল্‌তে পারব না।

শ্রীশ। ঐটে তোমার আর একটা ভুল! চিরকুমারের নাড়ীর উপরে উনপঞ্চাশ পবনের নৃত্য হতে দাও—কোন ভয় নেই—বাঁধাবাঁধি চাপাচাপি কোরো না। আমাদের এটা ত নির্ব্বাণ মুক্তির সভা নয়—ঠিক তার উল্টো—আমাদের হল অগ্নিকাণ্ড ব্রত। তবে আমাদের অগ্নি গৃহকর্ম্মের অগ্নি নয়—এ অগ্নি দেশে দেশে হৃদয়ে হৃদয়ে জ্বালাতে হবে। আমাদের মত ব্রত যাদের, তারা কি হৃদয়টিকে তুলো দিয়ে মুড়ে রাখ্‌তে পারে? তাকে অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়ার মত ছেড়ে দাও, যে তাকে বাঁধবে তার সঙ্গে লড়াই কর—আমাদের এটাত বিনা সংগ্রামের যজ্ঞ নয়!

বিপিন। ও কেহে! পূর্ণ দেখ্‌চি। ও বেচারার এ গলি থেকে আর বেরবার যো নেই! ঐ বীরপুরুষের অশ্বমেধের ঘোড়াটি বেজায় খোঁড়াচ্চে। ওকে একবার ডাক দেব?

শ্রীশ। ডাক। ও কিন্তু আমাদের দুজনকে অন্বেষণ করে গলিতে গলিতে ঘুরচে বলে বোধ হচ্চে না—আমাদের দুজনের সাড়া পাবামাত্রই যে পুলকিত হয়ে উঠ্‌বে এমন লক্ষণ নয়।

বিপিন। পূর্ণ বাবু, খবর কি?

পূর্ণ। অত্যন্ত পুরোনো। কাল পর্শু যে খবর চল্‌চিল আজও তাই চল্‌চে।

শ্রীশ। কাল পর্শু শীতের হাওয়া বচ্ছিল, আজ বসন্তর হাওয়া দিয়েছে—এতে দুটো একটা নতুন খবরের আশা করা যেতে পারে।

পূর্ণ। দক্ষিণের হাওয়ায় যে সব খবরের সৃষ্টি হয়, কুমারসভার খবরের কাগজে তার স্থান নাই। তপোবনে এক দিন অকাল বসন্তের হাওয়া দিয়েছিল তাই নিয়ে কালিদাসের কুমারসম্ভব কাব্য রচনা হয়েছে—আমাদের কপালগুণে বসন্তের হাওয়ায় কুমার-অসম্ভব কাব্য হয়ে দাঁড়ায়।

বিপিন। হয় ত হোক্ না পূর্ণ বাবু—সে কাব্যে যে দেবতা দগ্ধ হয়েছিলেন এ কাব্যে তাঁকে পুনর্জীবন দেওয়া যাক্।

পূর্ণ। এ কাব্যে চিরকুমার সভা দগ্ধ হোক্! যে দেবতা জ্বলেছিলেন তিনি জ্বালান্! না, আমি ঠাট্টা কর্‌চিনে শ্রীশ বাবু আমাদের চিরকুমার সভাটি একটি আস্ত জতু গৃহ বিশেষ। আগুণ লাগ্‌লে রক্ষে নেই। তার চেয়ে বিবাহিত সভা স্থাপন কর স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে নিরাপদ থাক্‌বে। যে ইট পাঁজায় পুড়েছে তা' দিয়ে ঘর তৈরি করলে আর পোড়বার ভয় থাকে না হে!

শ্রীশ। যে সে লোক বিবাহ করে করে বিবাহ জিনিষটা মাটি হয়ে গেছে পূর্ণ বাবু। সেই জন্যেইত কুমার সভা। আমার যত দিন প্রাণ আছে ততদিন এ সভায় প্রজাপতির প্রবেশ নিষেধ।

বিপিন। পঞ্চশর?

শ্রীশ। আসুন্ তিনি। একবার তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেলে, বাস্, আর ভয় নেই!

পূর্ণ। দেখো শ্রীশবাবু!

শ্রীশ। দেখ্‌ব আর কি? তাকে খুঁজে বেড়াচ্চি! এক চোট দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্‌ব, কবিতা আওড়াব, কনকবলয়ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠ হয়ে যাব, তবে রীতিমত সন্ন্যাসী হতে পারব। আমাদের কবি লিখেছেন—

নিশি না পোহাতে জীবন প্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া
তোমার অনল দিয়া!
কবে যাবে তুমি সমুখের পথে
দীপ্ত শিখাটি বাহি
আছি তাই পথ চাহি!
পুড়িবে বলিয়া রয়েছে আশায়
আমার নীরব হিয়া
আপন আঁধার নিয়া!
নিশি না পোহাতে জীবন প্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া!

পূর্ণ। ওহে শ্রীশ বাবু, তোমার কবিটি ত মন্দ লেখেনি!—

নিশি না পোহাতে জীবন প্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া!

ঘরটি সাজান রয়েছে—থালায় মালা, পালঙ্কে পুষ্পশয্যা, কেবল জীবন প্রদীপটি জ্বলচে না, সন্ধ্যা ক্রমে রাত্রি হতে চল্‌ল! বাঃ দিব্যি লিখেছ! কোন্ বইটাতে আছে বল দেখি?

শ্রীশ। বইটার নাম আবাহন।

পূর্ণ। নামটাও বেছে বেছে দিয়েছে ভাল! (আপন মনে)—

নিশি না পোহাতে জীবন প্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া (দীর্ঘনিশ্বাস)

তোমরা কি বাড়ির দিকে চলেচ?

শ্রীশ। বাড়ি কোন্ দিকে ভুলে গেছি ভাই!

পূর্ণ। আজ পথ ভোলবার মতই রাতটা হয়েছে বটে! কি বল বিপিন বাবু!

শ্রীশ। বিপিন বাবু এসকল বিষয়ে কোন কথাই কন না, পাছে ওঁর ভিতরকার কবিত্ব ধরা পড়ে! কৃপণ যে জিনিষটার বেশী আদর করে সেইটেকেই মাটির নীচে পুতে রাখে।

বিপিন। অস্থানে বাজে খরচ করতে চাইনে ভাই, স্থান খুঁজে বেড়াচ্চি। মরতে হলে একেবারে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে মরাই ভাল!

পূর্ণ। এত উত্তম কথা, শাস্ত্রসঙ্গত কথা! বিপিন বাবু একেবারে অন্তিমকালের জন্যে কবিত্ব সঞ্চয় করে রাখ্‌চেন, যখন অন্যে বাক্য কবেন কিন্তু উনি রবেন নিরুত্তর। আশীর্ব্বাদ করি অন্তের সেই বাক্য গুলি যেন মধুমাখা হয়—

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

শ্রীশ। এবং তার সঙ্গে যেন কিঞ্চিৎ ঝালের সম্পর্কও থাকে—

বিপিন। এবং বাক্যবর্ষণ করেই যেন মুখের সমস্ত কর্ত্তব্য নিঃশেষ না হয়,—

পূর্ণ। বাক্যের বিরাম স্থলগুলি যেন বাক্যের চেয়ে মধুমত্তর হয়ে ওঠে!

শ্রীশ। সে দিন নিদ্রা যেন না আসে—

পূর্ণ। রাত্রি যেন না যায়—

বিপিন। চন্দ্র যেন পূর্ণচন্দ্র হয়—

পূর্ণ। বিপিন যেন বসন্তের ফুলে প্রফুল্ল হয়ে ওঠে—

শ্রীশ। এবং হতভাগ্য শ্রীশ যেন কুঞ্জদ্বারের কাছে এসে উঁকি ঝুঁকি না মারে।

পূর্ণ। দূর হোক্ গে শ্রীশ বাবু তোমার সেই আবাহন থেকে আর একটা কিছু কবিতা আওড়াও। চমৎকার লিখেছে হে।

নিশি না পোহাতে জীবন প্রদীপ
জ্বালাইয়া যাও প্রিয়া!

আহা! একটি জীবন প্রদীপের শিখাটুকু আরেকটি জীবন প্রদীপের মুখের কাছে কেবল একটু ঠেকিয়ে গেলেই হয়, বাস্, আর কিছুই নয়—ছুটি কোমল অঙ্গুলি দিয়ে প্রদীপখানি একটু হেলিয়ে একটু ছুঁইয়ে যাওয়া তার পরেই চকিতের মধ্যে সমস্ত আলোকিত! (আপন মনে) নিশি না পোহাতে (ইত্যাদি)।

শ্রীশ। পূর্ণ বাবু, যাও কোথায়!

পূর্ণ। চন্দ্র বাবুর বাসায় একখানা বই ফেলে এসেছি সেইটে খুঁজতে যাচ্চি।

বিপিন। খুঁজলে পাবে ত? চন্দ্রবাবুর বাসা বড় এলোমেলো জায়গা—সেখানে যা হারায় সে আর পাওয়া জায় না।

(পূর্ণের প্রস্থান)

শ্রীশ। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) পূর্ণ বেশ আছে ভাই বিপিন!

বিপিন। ভিতরকার বাষ্পের চাপে ওর মাথাটা সোডাওয়াটারের ছিপির মত একেবারে টপ্ করে উড়ে না যায়!

শ্রীশ। যায় ত যাক্ না! কোনমতে লোহার তার এঁটে মাথাটাকে ঠিক জায়গায় ধরে রাখাই কি জীবনের চরম পুরুষার্থ? মাঝে মাঝে মাথার বেঠিক না হলে রাতদিন মুটের বোঝার মত মাথাটাকে বয়ে বেড়াচ্চি কেন? দাও ভাই তার কেটে, একবার উড়ুক। সেদিন তোমাকে শোনাচ্ছিলুম—

ওরে সাবধানী পথিক, বারেক
পথ ভুলে মর্ ফিরে!
খোলা-আঁখি ছুটো অন্ধ করে' দে
আকুল আঁখির নীরে!
সে ভোলা-পথের প্রান্তে রয়েছে
হারান'-হিয়ার কুঞ্জ;
ঝরে' পড়ে' আছে কাঁটাতরুতলে
রক্ত কুসুম পুঞ্জ;
সেথা ছুই বেলা ভাঙা-গড়া খেলা
অকূল সিন্ধুতীরে!
ওরে সাবধানী পথিক, বারেক
পথ ভুলে' মর ফিরে!

বিপিন! আজ কাল তুমি খুব কবিতা পড়তে আরম্ভ করেছ, শীঘ্রই একটা মুস্কিলে পড়বে দেখচি!

শ্রীশ। যে লোক ইচ্ছে করে মুস্কিলের রাস্তা খুঁজে বেড়াচ্চে তার জন্যে কেউ ভেবো না। মুস্কিলকে এড়িয়ে চলতে গিয়ে হঠাৎ মুস্কিলের মধ্যে পা ফেলেই বিপদ। আসুন, আসুন রসিকবাবু রাত্রে পথে বেরিয়েছেন যে?

(রসিকের প্রবেশ)।

রসিক। আমার রাতই বা কি, আর দিনই বা কি!

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

বরমসৌ দিবসো ন পুনর্নিশা,
নম্বু নিশৈব বরং ন পুনর্দিনম্ ।
উভয়মেতদুপৈত্বথবা ক্ষয়ং
প্রিয়জনেন ন যত্র সমাগমঃ !

শ্রীশ। অস্যার্থঃ ?

রসিক। অস্যার্থ হচ্চে—

আসে ত আসুক্ রাতি, আসুক্ বা দিবা,
যায় যদি যাক্ নিরবধি !
তাহাদের যাতায়াতে আসে যায় কিবা
প্রিয় মোর নাহি আসে যদি !

অনেক গুলো দিন রাত এ পর্য্যন্ত এসেছে এবং গেছে কিন্তু তিনি আজ পর্য্যন্ত এসে পৌঁছিলেন না—তাই, দিনই বলুন আর রাতই বলুন্ ও দুটোর পরে আমার আর কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নেই !

শ্রীশ। আচ্ছা রসিকবাবু, প্রিয়জন এখনি যদি হঠাৎ এসে পড়েন ?

রসিক। তাহলে আমার দিকে তাকাবেন না, তোমাদের দুজনের মধ্যে একজনের ভাগেই পড়বেন।

শ্রীশ। তাহ'লে তদ্দণ্ডেই তিনি অরসিক বলে প্রমাণ হয়ে যাবেন।

রসিক। এবং প্রবন্ধেণ্ডেই পরমানন্দে কাল-যাপন করতে থাকবেন। তা আমি ঈর্ষ্যা করতে চাইনে শ্রীশবাবু ! আমার ভাগ্যে যিনি আস্‌তে বহু বিলম্ব করলেন, আমি তাঁকে তোমাদের উদ্দেশেই উৎসর্গ করলুম। দেবি, তোমার বরমাল্য গেঁথে আন। আজ বসন্তের শুক্ল রজনী, আজ অভিসারে এস !

মন্দং নিধেহি চরণৌ, পরিধেহি নীলং
বাসঃ, পিধেহি বলয়াবলিমঞ্চলেন !
মা জল্প সাহসিনি, শারদচন্দ্রকান্ত
দন্তাংশবস্তব তমাংসি সমাপয়ন্তি।

ধীরে ধীরে চল তন্বি, পর নীলাম্বর
অঞ্চলে বাঁধিয়া রাখ কঙ্কণমুখর ;
কথাটি বলো না তব দন্ত-অংশুরুচি
পথের তিমির রাশি পাছে ফেলে মুছি !

শ্রীশ। রসিকবাবু আপনার ঝুলি যে একেবারে ভরা। এমন কত তর্জ্জমা করে রেখেছেন ?

রসিক। বিস্তর। লক্ষ্মীত এলেন না, কেবল বাণীকে নিয়েই দিন যাপন করচি।

শ্রীশ। ওহে বিপিন অভিসার ব্যাপারটা কল্পনা করতে বেশ লাগে।

বিপিন। ওটা পুনর্ব্বার চালাবার জন্যে চিরকুমার সভায় একটা প্রস্তাব এনে দেখ না !

শ্রীশ। কতকগুলো জিনিষ আছে যার আইডিয়াটা এত সুন্দর যে, সংসারে সেটা চালাতে সাহস হয় না। যে রাস্তায় অভিসার হতে পারে, যেখানে কামিনীদের হার থেকে মুক্তো ছিঁড়ে ছড়িয়ে পড়ে সে রাস্তা কি তোমার পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট ? সে রাস্তা জগতে কোথাও নেই। বিরহিণীর হৃদয় নীলাম্বরী পরে' মনোরাজ্যের পথে ঐ রকম করে বেরিয়ে থাকে—বক্ষের উপর থেকে মুক্তো ছিঁড়ে, চেয়েও দেখে না—সত্যিকার মুক্তো হলে কুড়িয়ে নিত ! কি বলেন রসিকবাবু।

রসিক। সে কথা মানতেই হয়—অভিসারটা মনে মনেই ভাল, গাড়িঘোড়ার রাস্তায় অত্যন্ত বেমানান্। আশীর্ব্বাদ করি শ্রীশবাবু, এই রকম বসন্তের জ্যোৎস্নারাত্রে কোন একটি জালনা থেকে কোন এক রমণীর ব্যাকুল হৃদয় তোমার বাসার দিকে যেন অভিসারে যাত্রা করে।

শ্রীশ। তা করবে রসিকবাবু, আপনার আশীর্ব্বাদ ফলবে। আজকের হাওয়াতে সেই খবরটা আমি মনে মনে পাচ্চি। বিশে ডাকাত

যেমন খবর দিয়ে ডাকাতী করত, আমার অজানা অভিসারিকা তেমনি পূর্ব্বে হতেই আমাকে অভিসারের খবর পাঠিয়েছে।

বিপিন। তোমার সেই ছাতের বারান্দাটা সাজিয়ে প্রস্তুত হয়ে থেকো।

শ্রীশ। তা আমার সেই দাক্ষণের বারান্দায় একটি চৌকিতে আমি বসি, আর একটি চৌকি সাজান থাকে।

বিপিন। সেটাতে আমি এসে বসি।

শ্রীশ। মধ্বভাবে গুড়ং দদ্যাৎ, অভাবপক্ষে তোমাকে নিয়ে চলে।

বিপিন। মধুময়ী যখন আস্‌বেন তখন হতভাগার ভাগ্যে রগুড়ং দত্থাৎ।

রসিক। (জনান্তিকে) শ্রীশবাবু, আপনার সেই দক্ষিণের ছাতটিকে চিহ্নিত করে রাখবার জন্যে যে পতাকা ওড়ান আবশ্যক সেটা যে ফেলে এলেন!

শ্রীশ। রুমালটা কি এখন চেষ্টা করলে পাওয়া যেতে পারবে?

রসিক। চেষ্টা করতে দোষ কি?

শ্রীশ। বিপিন, তুমি ভাই রসিকবাবুর সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা কও, আমি চট্ করে আস্‌চি। (প্রস্থান)

বিপিন। আচ্ছা রসিক বাবু, রাগ করবেন না;—

রসিক। যদি বা করি আপনার ভয় করবার কোন কারণ নেই—আমি ভারি দুর্ব্বল!

বিপিন। দুই একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব আপনি বিরক্ত হবেন না।

রসিক। আমার বয়স সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন নয় ত?

বিপিন। না।

রসিক। তবে জিজ্ঞাসা করুন ঠিক উত্তর পাবেন।

বিপিন। সে দিন যে মহিলাটিকে দেখলাম তিনি—

রসিক। তিনি আলোচনার যোগ্য, আপনি সঙ্কোচ করবেন না বিপিনবাবু—তাঁর সম্বন্ধে আপনি যদি মাঝে মাঝে চিন্তা ও চর্চ্চা করে থাকেন তবে তাতে আপনার অসাধারণত্ব প্রমাণ হয় না—আমরাও ঠিক ঐ কাজ করে থাকি।

বিপিন। অবলাকান্তবাবু বুঝি—

রসিক। তাঁর কথা বল্‌বেন না—তাঁর মুখে অন্য কথা নেই।

বিপিন। তিনি কি—

রসিক। হাঁ তাই বটে! তবে হয়েছে কি, তিনি নৃপবালা নীরবালা দুজনের কাকে যে বেশী ভালবাসেন স্থির করে উঠতে পারেন না- তিনি দুজনের মধ্যে সর্ব্বদাই দোলায়মান।

বিপিন। কিন্তু তাঁদের কেউ কি ওঁর প্রতি—

রসিক। না, এমন ভাব নয় যে, ওঁকে বিবাহ করতে পারেন। সে হলে ত কোন গোলই ছিল না!

বিপিন। তাই বুঝি অবলাকান্তবাবু কিছু—

রসিক। কিছু যেন চিন্তান্বিত।

বিপিন। শ্রীমতী নীরবালা বুঝি গান ভাল বাসেন?

রসিক। বাসেন বটে,—আপনার পকেটের মধ্যেইত তার সাক্ষী আছে।

বিপিন। (পকেট হইতে গানের খাতা বাহির করিয়া) এখানা নিয়ে আসা আমার অত্যন্ত অভদ্রতা হয়েছে—

রসিক। সে অভদ্রতা আপনি না করলে আমরা কেউ না কেউ কর্ত্তেম।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

বিপিন। আপনারা করলে তিনি মার্জ্জনা করতেন, কিন্তু আমি—বাস্তবিক অন্যায় হয়েছে, কিন্তু এখন ফিরিয়ে দিতেও ত—

রসিক। মূল অন্যায়টা অন্যায়ই থেকে যায়।

বিপিন। অতএব—

রসিক। যাঁহাতক বাহান্ন তাঁহাতক তিপ্পান্ন। হরণে যে দোষ টুকু হয়েছে রক্ষণে না হয় তাতে আরেকটু যোগ হল।

বিপিন। খাতাটা সম্বন্ধে তিনি কি আপনাদের কাছে কিছু বলেছেন?

রসিক। বলেছেন অল্পই, কিন্তু না বলেছেন অনেকটা।

বিপিন। কি রকম?

রসিক। লজ্জায় অনেকখানি লাল হয়ে উঠলেন।

বিপিন। ছি ছি, সে লজ্জা আমারি।

রসিক। আপনার লজ্জা তিনি ভাগ করে নিলেন, যেমন অরুণের লজ্জায় উষা রক্তিম।

বিপিন। আমাকে আর পাগল করবেন না রসিকবাবু!

রসিক। দলে টানুটি মশায়!

বিপিন। (খাতা পুনর্ব্বার পকেটে পূরিয়া) ইংরাজিতে বলে দোষ করা মানবের ধর্ম্ম, ক্ষমা করা দেবতার।

রসিক। আপনি তা হলে মানবধর্ম্ম পালনটাই সাব্যস্ত করলেন!

বিপিন। দেবীর ধর্ম্মে যা বলে তিনি তাই করবেন।

শ্রীশের প্রবেশ।

শ্রীশ। অবলাকান্ত বাবুর সঙ্গে দেখা হল না।

বিপিন। তুমি রাতারাতিই তাঁকে সন্ন্যাসী করতে চাও না কি?

শ্রীশ। যা হোক্ অক্ষয়বাবুর কাছে বিদায় নিয়ে এলুম।

বিপিন। বটে বটে, তাঁকে বলে আসতে ভুলে গিয়েছিলেম—একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে আসিগে।

রসিক। (জনান্তিকে) পুনর্ব্বার' কিছু সংগ্রহের চেষ্টায় আছেন বুঝি? মানবধর্ম্মটা ক্রমেই আপনাকে চেপে ধরচে?

বিপিনের প্রস্থান।

শ্রীশ। রসিক বাবু, আপনার কাছে! আমার একটা পরামর্শ আছে!

রসিক। পরামর্শ দেবার উপযুক্ত বয়স হয়েছে, বুদ্ধি না হতেও পারে।

শ্রীশ। আপনাদের ওখানে সে দিন যে দুটি মহিলাকে দেখেছিলেম, তাঁদের দুজনকেই আমার সুন্দরী বলে বোধ হল।

রসিক। আপনার বোধশক্তির দোষ দেওয়া যায় না। সকলেই ত ঐ এক কথাই বলে।

শ্রীশ। তাঁদের সম্বন্ধে যদি মাঝে মাঝে আপনার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করি তাহলে কি—

রসিক। তাহলে আমি খুসি হব, আপনারও সেটা ভাল লাগ্‌তে পারে এবং তাঁদেরও বিশেষ ক্ষতি হবে না।

শ্রীশ। কিছুমাত্র না। ঝিল্লি যদি নক্ষত্র সম্বন্ধে জল্পনা করে—

রসিক। তাতে নক্ষত্রের নিদ্রার ব্যাঘাত হয় না।

শ্রীশ। ঝিল্লিরই অনিদ্রা রোগ জন্মাতে পারে, কিন্তু তাতে আমার আপত্তি নেই।

রসিক। আজ ত তাই বোধ হচ্চে।

শ্রীশ। যাঁর রুমাল কুড়িয়ে পেয়েছিলুম তাঁর নামটি বল্‌তে হবে।

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

রসিক। তাঁর নাম নৃপবালা।

শ্রীশ। তিনি কোন্‌টি ?

রসিক। আপনিই আন্দাজ করে বলুন দেখি।

শ্রীশ। যাঁর সেই লালরঙের রেশমের সাড়ি পরা ছিল ?

রসিক। বলে যান।

শ্রীশ। যিনি লজ্জায় পালাতে চাচ্ছিলেন অথচ পালাতেও লজ্জা বোধ করছিলেন—তাই মুহূর্ত্তকালের মত হঠাৎ ত্রস্ত হরিণীর মত থম্‌কে দাঁড়িয়েছিলেন, সাম্‌নের দুই এক গুচ্ছ চুল প্রায় চোখের উপরে এসে পড়েছিল—চাবির-গোচ্ছা-বাঁধা চ্যুত অঞ্চলটি বাঁ হাতে তুলে ধরে যখন দ্রুতবেগে চলে গেলেন তখন তাঁর পিঠভরা কালোচুল আমার দৃষ্টিপথের উপর দিয়ে একটি কালো জ্যোতিষ্কের মত ছুটে নৃত্য করে চলে গেল।

রসিক। এ ত নৃপবালাই বটে! পা দুখানি লজ্জিত, হাত দুখানি কুণ্ঠিত, চোখ দুটি ত্রস্ত, চুলগুলি কুঞ্চিত;—দুঃখের বিষয় হৃদয়টি দেখতে পান নি—সে যেন ফুলের ভিতরকার লুকানো মধুটুকুর মত মধুর, শিশিরটুকুর মত করুণ।

শ্রীশ। রসিকবাবু, আপনার মধ্যে এত যে কবিত্বরস সঞ্চিত হয়ে রয়েছে তার উৎস কোথায় এবার টের পেয়েছি।

রসিক। ধরা পড়েছি শ্রীশবাবু—

কবীন্দ্রাণাং চেতঃ কমলবনমালাতপরুচিং
ভজন্তে যে সন্তঃ কতিচিদরুণামেব ভবতীং
বিরিঞ্চিপ্রেয়স্যাস্তরুণতর শৃঙ্গারলহরীং
গভীরাভির্বাগ্ভির্বিদধতি সভারঞ্জনময়ীং।

কবীন্দ্রদের চিত্তকমলবনমালার কিরণ লেখা যে তুমি তোমাকে যারা লেশমাত্র ভজনা করে তারাই গভীর বাক্য দ্বারা সরস্বতীর সভারঞ্জনময়ী তরুণলীলালহরী প্রকাশ করতে পারে। আমি সেই কবিচিত্ত কমলবনের কিরণ লেখাটির পরিচয় পেয়েছি।

শ্রীশ। আমিও অল্পদিন হল একটু পরিচয় পেয়েছি তার পর থেকে কবিত্ব আমার পক্ষে সহজ হয়ে এসেছে।

অক্ষয়ের প্রবেশ।

অক্ষয়। (স্বগত) নাঃ, দুটি নবযুবকে মিলে আমাকে আর ঘরে তিষ্ঠতে দিলে না দেখচি। একটি ত গিয়ে চোরের মত আমার ঘরের মধ্যে হাত্‌ড়ে বেড়াচ্ছিলেন—ধরা পড়ে ভাল রকম জবাবদিহি করতে পারলে না—শেষকালে আমাকে নিয়ে পড়ল। তার খানিক বাদেই দেখি দ্বিতীয় ব্যক্তিটি গিয়ে ঘরের বইগুলি নিয়ে উল্টে পাল্টে নিরীক্ষণ করচে। তফাৎ থেকে দেখেই পালিয়ে এসেছি। বেশ মনের মত করে চিঠিখানি যে লিখব এরা তা আর দিলে না। আহা চমৎকার জ্যোৎস্না হয়েছে!

শ্রীশ। এই যে অক্ষয় বাবু!

অক্ষয়। ঐরে! একটা ডাকাত ঘরের মধ্যে, আর একটা ডাকাত গলির মোড়ে! হা প্রিয়ে, তোমার ধ্যান থেকে যারা আমার মনকে বিক্ষিপ্ত করচে তারা মেনকা উর্ব্বশী রম্ভা হলে আমার কোন খেদ ছিল না—মনের মত ধ্যানভঙ্গও অক্ষয়ের অদৃষ্টে নেই—কলিকালে ইন্দ্রদেবের বয়স বেশী হয়ে বেরসিক হয়ে উঠেছে!

বিপিনের প্রবেশ।

বিপিন। এই যে অক্ষয় বাবু, আপনাকেই খুঁজছিলুম।

অক্ষয়। হায় হতভাগ্য, এমন রাত্রি কি আমাকে খোঁজ করে বেড়াবার জন্যই হয়েছিল?

In such a night as this,
When the sweet wind did gently kiss the trees
And they did make no noise, in such a night
Troilus methiks mounted the Troyan walls.
And sighed his soul toward the Grecian tents,
Where Cressid lay that night.

শ্রীশ। In such a night আপনি কি করতে বেরিয়েছেন অক্ষয় বাবু?

রসিক। অপসরতি ন চক্ষুষো মৃগাক্ষী
রজনিরিয়ং চ ন যাতি নৈতি নিদ্রা!
চক্ষু পরে মৃগাক্ষীর চিত্র খানি ভাসে;
রজনীও নাহি যায়, নিদ্রাও না আসে!
অক্ষয় বাবুর অবস্থা আমি জানি মশায়!

অক্ষয়। তুমি কে হে?

রসিক। আমি রসিকচন্দ্র—দুই দিকে দুই যুবককে আশ্রয় করে যৌবন সাগরে ভাসমান।

অক্ষয়। এ বয়সে যৌবন সহ্য হবে না রসিক দাদা।

রসিক। যৌবনটা কোন্ বয়সে যে সহ্য হয় তা ত জানিনে, ওটা অসহ্য ব্যাপার। শ্রীশ বাবু আপনার কি রকম বোধ হচ্চে;

শ্রীশ। এখনো সম্পূর্ণ বোধ করতে পারি নি।

রসিক। আমার মত পরিণত বয়সের জন্যে অপেক্ষা করচেন বুঝি? অক্ষয় দা, আজ তোমাকে বড় অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে।

অক্ষয়। তুমি ত অন্যমনস্ক দেখবেই, মনটা ঠিক তোমার দিকে নেই।—বিপিন বাবু তুমি আমাকে খুঁজছিলে বল্লে বটে, কিন্তু খুব যে জরুর দরকার আছে বলে বোধ হচ্চে না অতএব আমি এখন বিদায় হই, একটু বিশেষ কাজ আছে।

(প্রস্থান)

রসিক। বিরহী চিঠি লিখতে চল্ল।

শ্রীশ। অক্ষয় বাবু আছেন বেশ। রসিক-বাবু, ওঁর স্ত্রীই বুঝি বড় বোন? তাঁর নাম?

রসিক। পুরবালা।

বিপিন। (নিকটে আসিয়া) কি নাম বল্লেন?

রসিক। পুরবালা।

বিপিন। তিনিই বুঝি সব চেয়ে বড়?

রসিক। হাঁ

বিপিন। সব ছোটটির নাম?

রসিক। নীরবালা।

শ্রীশ আর নৃপবালা কোন্‌টি?

রসিক। তিনি নীরবালার বড়।

শ্রীশ তাহলে নৃপবালাই হলেন মেজ।

বিপিন আর নীরবালা ছোট।

শ্রীশ পুরবালার ছোট নৃপবালা।

বিপিন তাঁর ছোট হচ্চেন নীরবালা।

রসিক (স্বগত) এরা ত নাম জপ করতে সুরু করলে। আমার মুস্কিল। আর ত হিম সহ্য হবে না, পালাবার উপায় করা যাক।

দশম পরিচ্ছেদ

রসিক। ভাই শৈল

শৈল। কি রসিক দাদ

রসিক এ কি আমার বাক্স? মহাদেবের তপোভঙ্গের জন্যে স্বয়ং কন্দর্পদেব ছিলেন —আর আমি বৃদ্ধ—

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

শৈল। তুমি ত বৃদ্ধ, তেমনি যুবক দুটিও ত যুগল মহাদেব নন!

রসিক। তা নন, সে আমি বেশ ঠাহর করেই দেখেছি! সেই জন্যেই ত নির্ভয়ে এসেছিলুম। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে রাস্তার মধ্যে হিমে দাঁড়িয়ে অর্দ্ধেক রাত পর্য্যন্ত রসালাপ করবার মত উত্তাপ আমার শরীরে ত নেই।

শৈল। তাঁদের সংসর্গে উত্তাপ সঞ্চয় করে নেবে।

রসিক। সজীব গাছ যে সূর্য্যের তাপে প্রফুল্ল হয়ে ওঠে মরাকাঠ তাতেই ফেটে যায়, যৌবনের উত্তাপ বুড়োমানুষের পক্ষে ঠিক উপযোগী বোধ হয় না।

শৈল। কই তোমাকে দেখে ফেটে যাবে বলে ত বোধ হচ্চে না।

রসিক। হৃদয়টা দেখলেই বুঝতে পারতিস্ ভাই।

শৈল। কি বল রসিক দা। তোমারি ত এখন সব চেয়ে নিরাপদ বয়েস। যৌবনের দাহে তোমার কি করবে?

রসিক। শুষ্কেন্ধনে বহ্নিরুপৈতি বৃদ্ধিম্! যৌবনের দাহ বৃদ্ধকে পেলেই হু হুঃ শব্দে জ্বলে ওঠে—সেই জন্যেই ত বৃদ্ধস্য তরুণী ভার্য্যা বিপত্তির কারণ! কি আর বল্ব ভাই। নৃপ এবং নীরুর নাম করে পথে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্তে ফেল্তে ক্রমেই আমার অসহ্য হয়ে উঠতে থাকে,—

শৈল। কেন বল দেখি।

রসিক। কেবল যে বিরহের দহনে তা নয় ভাই। কবিরা বলেন অবস্থাবিশেষে চন্দ্রকিরণ অসহ্য, কবিরাজরাও ঠিক সেই কথাই বলেন। আমার বাতের ধাতে বরং বিরহ সহ্য হতে পারে কিন্তু মাঘ মাসের চন্দ্রালোক কিছুতেই নয়। এই যে আস্চেন।

নীরবালার প্রবেশ।

রসিক। আগচ্ছ বরদে দেবি! কিন্তু বর তুমি আমাকে দেবে কি না জানিনে আমি তোমাকে একটি বর দেবার জন্যে প্রাণপাত করে মরচি। শিব ত কিছুই করচেন না তবু তোমাদের পুজো পাচ্চেন, আর এই যে বুড়ো খেটে মরচে একি কিছুই পাবে না?

নীরবালা। শিব পান ফুল তুমি পাবে তার ফল—তোমাকেই বরমাল্য দেব রসিক-দাদা!

রসিক। মাটির দেবতাকে নৈবেদ্য দেবার সুবিধা এই যে সেটি সম্পূর্ণ ফিরে পাওয়া যায়—আমাকেও নির্ভয়ে বরমাল্য দিতে পারিস্, যখনি দরকার হবে তখনি ফিরে পাবি—তার চেয়ে ভাই আমাকে একটা গলাবন্ধ বুনে দিস্, বরমাল্যের চেয়ে সেটা বুড়োমানুষের কাজে লাগ্বে।

নীর। তা দেব—এক যোড়া পশমের জুতো বুনে রেখেছি সেও শ্রীচরণেষু হবে।

রসিক। আহা, কৃতজ্ঞতা একেই বলে? কিন্তু নীরু, আমার পক্ষে গলাবন্ধই যথেষ্ট—আপাদমস্তক নাই হোল, সে জন্যে উপযুক্ত লোক পাওয়া যাবে, জুতোটা তাঁর জন্যে রেখে দে।

নীর। আচ্ছা, তোমার বক্তৃতাও তুমি রেখে দাও?

রসিক। দেখেছিস্ ভাই শৈল, আজকাল নীরুরও লজ্জা দেখা দিয়েছে—লক্ষণ খারাপ।

শৈল। নীরু তুই করচিস্ কি? আবার এ ঘরে এসেছিস্? আজ যে এখানে আমাদের সভা বস্বে—এখনি কে এসে পড়বে, বিপদে পড়বি।

রসিক। সেই বিপদের স্বাদ ও অবকাশ

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

পেয়েছে, এখন বারবার বিপদে পড়বার জন্যে ছটফট্ করে বেড়াচ্চে।

নীর। দেখ রসিকদাদা তুমি যদি আমাকে বিরক্ত কর তা'হলে গলাবন্ধ পাবে না বল্‌চি। দেখ দেখি দিদি, তুমিও যদি রসিকদার কথায় ঐ রকম করে হাস তা'হলে ওর আস্পর্দ্ধা আরও বেড়ে যায়।

রসিক। দেখেছিস্ ভাই শৈল, নীরু আজ কাল ঠাট্টাও সইতে পারচে না, মন এত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে! নীরু দিদি, কোন কোন সময় কোকিলের ডাক শ্রুতিকটু বলে ঠেকে এই রকম শাস্ত্রে আছে, তোর রসিকদাদার ঠাট্টা-কেও কি তোর আজকাল কুহুতান বলে ভ্রম হতে লাগ্‌ল?

নীর। সেই জন্যেইত তোমার গলায় গলাবন্ধ জড়িয়ে দিতে চাচ্চি তানটা যদি একটু কমে।

শৈল। নীরু আর ঝগড়া করিস্‌নে—আয়, এখনি সবাই এসে পড়বে। (উভয়ের প্রস্থান)

পূর্ণর প্রবেশ।

রসিক। আসুন্ পূর্ণবাবু!

পূর্ণ। এখনো আর কেউ আসেন নি?

রসিক। আপনি বুঝি কেবল এই বৃদ্ধটিকে দেখে হতাশ হয়ে পড়েচেন। আরো সকলে আস্‌বেন পূর্ণবাবু!

পূর্ণ। হতাশ কেন হব রসিক বাবু?

রসিক। তা কেমন করে বলব বলুন? কিন্তু ঘরে যেই ঢুকলেন আপনার দুটি চক্ষু দেখে বোধ হল তারা যাকে ভিক্ষা করে বেড়াচ্চে সেব্যক্তি আমি নই।

পূর্ণ। চক্ষুতত্ত্বে আপনার এতদূর অধিকার হল কি করে?

রসিক। আমার পানে কেউ কোন দিন তাকায় নি পূর্ণবাবু তাই এই প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত পরের চক্ষু পর্য্যবেক্ষণের যথেষ্ট অবসর পেয়েছি। আপনাদের মত শুভাদৃষ্ট হলে দৃষ্টিতত্ত্ব লাভ না করে অনেক দৃষ্টিলাভ করতে পারতুম। কিন্তু যাই বলুন পূর্ণবাবু, চোখ দুটির মত এমন আশ্চর্য্য সৃষ্টি আর কিছু হয় নি—শরীরের মধ্যে মন যদি কোথাও প্রত্যক্ষ বাস করে সে ঐ চোখের উপরে।

পূর্ণ। (সোৎসাহে) ঠিক বলেছেন রসিক-বাবু! ক্ষুদ্র শরীরের মধ্যে যদি কোথাও অনন্ত আকাশ কিংবা অনন্ত সমুদ্রের তুলনা থাকে সে ঐ দুটি চোখে!

রসিক। নিঃসীমশোভাসৌভাগ্যং নতাঙ্গ্যা নয়নদ্বয়ং

অন্যোহন্যালোকনানন্দবিরহাদিব চঞ্চলং—

বুঝেচেন পূর্ণবাবু?

পূর্ণ। না, কিন্তু বোঝবার ইচ্ছা আছে।

রসিক। আনতাঙ্গী বালিকার শোভা-সৌভাগ্যের সার নয়ন যুগল,

না দেখিয়া পরস্পরে তাই কি বিরহভরে হয়েছে চঞ্চল?

পূর্ণ। না রসিকবাবু, ও ঠিক হ'ল না! ও কেবল বাক্‌চাতুরী। দুটো চোখ পরস্পরকে দেখ্‌তে চায় না।

রসিক। অন্য দুটো চোখকে দেখতে চায় ত? সেই রকম অর্থ করেই নিন্ না! শেষ দুটো ছত্র বদলে দেওয়া যাক্—

প্রিয়চক্ষু দেখাদেখি যে আনন্দ, তাই সে কি খুঁজিছে চঞ্চল?

পূর্ণ। চমৎকার হয়েছে রসিক বাবু!

প্রিয়চক্ষু-দেখাদেখি যে আনন্দ, তাই সে কি খুঁজিছে চঞ্চল?

অথচ সে বেচারা বন্দী—খাঁচার পাখীর মত কেবল এপাশে ওপাশে ছটফট্ করে—প্রিয়চক্ষু

যেখানে, সেখানে পাখা মেলে উড়ে যেতে পারে না!

রসিক। আবার দেখাদেখির ব্যাপারখানাও যে কি রকম নিদারুণ, তাও শাস্ত্রে লিখেচে—

হত্বা লোচন.বশিখৈর্গত্বা কতিচিৎপদানি পদ্মাক্ষী
জীবতি যুবা ন বা কিং ভূয়ো ভূয়ো বিলোকয়তি।

বিঁধিয়া দিয়া আঁখিবাণে
যায় সে চলি গৃহপানে,—
জনমে অনুশোচনা ;—
বাঁচিল কি না দেখিবারে
চায় সে ফিরে বারে বারে
কমলবরলোচনা!

পূর্ণ। রসিকবাবু বারে বারে ফিরে চায় কেবল কাব্যে।

রসিক। তার কারণ, কাব্যে ফিরে চাবার কোন অসুবিধে নেই। সংসারটা যদি ঐ রকম ছন্দে তৈরি হত তা হলে এখানেও ফিরে ফিরে চাইত পূর্ণবাবু—এখানে মন ফিরে চায়, চক্ষু ফেরে না!

পূর্ণ। (সনিঃশ্বাসে) বড় বিশ্রী জায়গা রসিক বাবু! কিন্তু ওটা আপনি বেশ বলেচেন—প্রিয়চক্ষু দেখাদেখি যে আনন্দ, তাই সে কি খুঁজিছে চঞ্চল?

রসিক। আহা পূর্ণবাবু; নয়নের কথা যদি উঠল ও আর শেষ করতে ইচ্ছা করে না—

লোচনে হরিণগর্ব্বমোচনে
মা বিদূষয় নতাঙ্গি কজ্জলৈঃ!
সায়কঃ সপদি জীবহারকঃ
কিং পুনর্হি গরলেন লেপিতঃ?
হরিণগর্ব্বমোচন লোচনে
কাজল দিয়ো না, সরলে!
এমনি ত বাণ নাশ করে প্রাণ
কি কাজ লেপিয়া গরলে?

পূর্ণ। থামুন রসিকবাবু থামুন? ঐ বুঝি কারা আস্‌চেন?

চন্দ্রবাবু ও নির্ম্মলার প্রবেশ।

চন্দ্র। এই যে অক্ষয় বাবু!

রসিক। আমার সঙ্গে অক্ষয় বাবুর সাদৃশ্য আছে শুনলে তিনি এবং তাঁর আত্মীয়গণ বিমর্ষ হবেন। আমি রসিক।

চন্দ্র। মাপ করবেন রসিকবাবু—হঠাৎ ভ্রম হয়েছিল।

রসিক। মাপ করবার কি কারণ ঘটেছে মশায়! আমাকে অক্ষয়বাবু ভ্রম করে কিছুমাত্র অসম্মান করেন নি। মাপ তাঁর কাছে চাইবেন। পূর্ণবাবুতে আমাতে এতক্ষণে বিজ্ঞানচর্চ্চা করছিলুম চন্দ্রবাবু।

চন্দ্র। আমাদের কুমারসভায় আমরা মাসে একদিন করে বিজ্ঞান আলোচনার জন্যে স্থির করব মনে করছিলুম। আজ কি বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছিল পূর্ণবাবু?

পূর্ণ। না, সে কিছুই না চন্দ্রবাবু!

রসিক। চোখের দৃষ্টি সম্বন্ধে দুচার কথা বলাবলি করা যাচ্ছিল।

চন্দ্র। দৃষ্টির রহস্য ভারি শক্ত রসিক বাবু।

রসিক। শক্ত বৈকি! পূর্ণবাবুরও সেই মত।

চন্দ্র। সমস্ত জিনিষের ছায়াই আমাদের দৃষ্টিপটে উল্টো হয়ে পড়ে, সেইটেকে যে কেমন করে আমরা সোজাভাবে দেখি সে সম্বন্ধে কোন মতই আমার সন্তোষজনক বলে বোধ হয় না।

রসিক। সন্তোষজনক হবে কেমন করে? সোজা দেখা বাঁকা দেখা এই সমস্ত নিয়ে মানুষের মাথা ঘুরে যায়। বিষয়টা বড় সঙ্কটময়।

চন্দ্র। নির্ম্মলার সঙ্গে রসিক বাবুর

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

পরিচয় হয় নি? ইনিই আমাদের কুমার সভার প্রথম স্ত্রীসভ্য।

রসিক। (নমস্কার করিয়া) ইনি আমাদের সভার সভালক্ষ্মী। আপনাদের কল্যাণে আমাদের সভায় বুদ্ধি বিদ্যার অভাব ছিল না, ইনি আমাদের শ্রী দান করতে এসেছেন।

চন্দ্র। কেবল শ্রী নয়, শক্তি।

রসিক। একই কথা চন্দ্রবাবু। শক্তি যখন শ্রীরূপে আবির্ভূতা হন তখনই তাঁর শক্তির সীমা থাকে না! কি বলেন পূর্ণবাবু?

পুরুষবেশী শৈলের প্রবেশ।

শৈল। মাপ করবেন চন্দ্রবাবু, আমার কি আসতে দেরি হয়েছে?

চন্দ্র। (ঘড়ি দেখিয়া) না এখনও সময় হয় নি। অবলাকান্ত বাবু আমার ভাগ্নী নির্ম্মলা আজ আমাদের সভার সভ্য হয়েছেন।

শৈল। (নির্ম্মলার নিকট বসিয়া) দেখুন পুরুষরা স্বার্থপর, মেয়েদের কেবল নিজেদের সেবার জন্যই বিশেষ করে বদ্ধ করে রাখ্‌তে চায়—চন্দ্রবাবু যে আপনাকে আমাদের সভার হিতের জন্যে দান করেছেন তাতে তাঁর মহত্ত্ব প্রকাশ পায়।

নির্ম্মলা। আমার মামার কাছে দেশের কাজ এবং নিজের কাজ একই। আমি যদি আপনাদের সভার কোন উপকার করতে পারি তাতে তাঁরই সেবা হবে।

শৈল। আপনি যে সৌভাগ্যক্রমে চন্দ্র বাবুকে ভাল করে জান্‌বার যোগ্যতা লাভ করেছেন এতে আপনি ধন্য।

নির্ম্মলা। আমি ওঁকে জানব না ত কে জান্‌বে?

শৈল। আত্মীয় সব সময় আত্মীয়কে জানে না। আত্মীয়তায় ছোটকে বড় করে তোলে বটে, তেমনি বড়কেও ছোট করে আনে। চন্দ্রবাবুকে যে আপনি যথার্থভাবে জেনেছেন তাতে আপনার ক্ষমতা প্রকাশ পায়।

নির্ম্মলা। কিন্তু আমার মামাকে যথার্থ-ভাবে জানা খুব সহজ, ওঁর মধ্যে এমন একটি স্বচ্ছতা আছে!

শৈল। দেখুন সেই জন্যেইত ওঁকে ঠিক মত জানা শক্ত। দুর্য্যোধন স্ফটিকের দেয়ালকে দেয়াল বলে দেখতেই পান নি। সরল স্বচ্ছতার মহত্ত্ব কি সকলে বুঝতে পারে? তাকে অবহেলা করে। আড়ম্বরেই লোকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

নির্ম্মলা। আপনি ঠিক কথা বলেচেন। বাইরের লোকে আমার মামাকে কেউ চেনেই না। বাইরের লোকের মধ্যে এতদিন পরে আপনার কাছে মামার কথা শুনে আমার যে কি আনন্দ হচ্চে সে কি বলব!

শৈল। আপনার ভক্তিও আমাকে ঠিক সেই রকম আনন্দ দিচ্চে।

চন্দ্র। (উভয়ের নিকটে আসিয়া) অবলাকান্ত বাবু, তোমাকে যে বইটি দিয়েছিলেম সেটা পড়েছ?

শৈল। পড়েছি, এবং তার থেকে সমস্ত নোট্‌ করে আপনার ব্যবহারের জন্যে প্রস্তুত করে রেখেছি।

চন্দ্র। আমার ভারি উপকার হবে,—আমি বড় খুসি হলুম অবলাকান্ত বাবু। পূর্ণ নিজে আমার কাছে ঐ বইটি চেয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ওঁর শরীর ভাল ছিল না বলে কিছুই করে উঠতে পারেন নি। খাতাটি তোমার কাছে আছে?

শৈল। এনে দিচ্চি। (প্রস্থান)

রসিক। পূর্ণ বাবু আপনাকে কেমন ম্লান দেখছি অসুখ করচে কি?

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

পূর্ণ। না; কিছুই না! রসিক বাবু, যিনি গেলেন এঁরই নাম অবলাকান্ত?

রসিক। হাঁ।

পূর্ণ। আমার কাছে ওঁর ব্যবহারটা তেমন ভাল ঠেক্‌চে না।

রসিক। অল্প বয়স কি না সেই জন্যে—

পূর্ণ। মহিলাদের সঙ্গে কি রকম আচরণ করা উচিত সে শিক্ষা ওঁর বিশেষ দরকার।

রসিক। আমিও সেটা লক্ষ্য করে দেখেছি মেয়েদের সঙ্গে উনি ঠিক পুরুষোচিত ব্যবহার করতে জানেন না—কেমন যেন গায়ে-পড়া ভাব! ওটা হয়ত অল্প বয়সের ধর্ম্ম।

পূর্ণ। আমাদেরও ত বয়স খুব প্রাচীন হয় নি, কিন্তু আমরা ত—

রসিক। তা ত দেখ্‌চি, আপনি খুব দূরে দূরেই থাকেন, কিন্তু উনি হয়ত সেটাকে ঠিক ভদ্রতা বলেই গ্রহণ করেন না। ওঁর হয়ত ভ্রম হচ্চে আপনি ওঁকে অগ্রাহ্য করেন।

পূর্ণ। বলেন কি রসিক বাবু? কি করব বলুন ত? আমিত ভেবেই পাইনে কি কথা বলবার জন্যে আমি ওঁর কাছে অগ্রসর হতে পারি।

রসিক। ভাবতে গেলে ভেবে পাবেন না। না ভেবে অগ্রসর হবেন তার পরে কথা আপনি বেরিয়ে যাবে।

পূর্ণ। না রসিক বাবু, আমার একটা কথাও বেরয় না। কি বল্‌ব আপনিই বলুন না।

রসিক। এমন কোন কথাই বল্‌বেন না যাতে জগতে যুগান্তর উপস্থিত হবে। গিয়ে বলুন, আজকাল হঠাৎ কি রকম গরম পড়েছে।

পূর্ণ। তিনি যদি বলেন হাঁ গরম পড়েছে তারপরে কি বলব?

বিপিন ও শ্রীশের প্রবেশ।

শ্রীশ। (চন্দ্রবাবু ও নির্ম্মলাকে নমস্কার করিয়া নির্ম্মলার প্রতি) আপনাদের উৎসাহ ঘড়ির চেয়ে এগিয়ে চল্‌চে—এই দেখুন্ এখনো সাড়ে ছটা বাজে নি!

নির্ম্মলা। আজ আপনাদের সভায় আমার প্রথম দিন সেই জন্যে সভা বসবার পূর্ব্বেই এসেছি—প্রথম সভ্য হবার সঙ্কোচ ভাঙ্গতে একটু সময় দরকার।

বিপিন। কিন্তু আপনার কাছে নিবেদন এই যে আমাদের কিছুমাত্র সঙ্কোচ করে চল্‌বেন না। আজ থেকে আপনি আমাদের ভার নিলেন—লক্ষ্মীছাড়া পুরুষ সভাগুলিকে অনুগ্রহ করে দেখবেন শুন্‌বেন এবং হুকুম করে চালাবেন।

রসিক। যান্ পূর্ণবাবু, আপনিও একটা কথা বলুন্ গে।

পূর্ণ। কি বল্‌ব?

নির্ম্মলা। চালাবার ক্ষমতা আমার নেই।

শ্রীশ। আপনি কি আমাদের এতই অচল বলে মনে করেন?

বিপিন। লোহার চেয়ে অচল আর কি আছে কিন্তু আগুণ ত লোহাকে চালাচ্চে— আমাদের মত ভারী জিনিষ গুলোকে চলনসই করে তুল্‌তে আপনাদের মত দীপ্তির দরকার।

রসিক। শুন্‌চেন ত পূর্ণবাবু?

পূর্ণ। আমি কি বল্‌ব বলুন না!

রসিক। বলুন্ লোহাকে চলাতে চাইলেও আগুন চাই, গলাতে চাইলেও আগুন চাই!

বিপিন। কি পূর্ণবাবু, রসিকবাবুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে?

পূর্ণ। হাঁ।

বিপিন। আপনার শরীর আজ ভাল আছে ত?

পূর্ণ। হাঁ।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

বিপিন। অনেকক্ষণ এসেছেন না কি?

পূর্ণ। না।

বিপিন। দেখেছেন এবারে শীতটা ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মত সজোরে দৌড়ে মাঘের মাঝামাঝি একেবারে থপকরে থেমে গেল।

পূর্ণ। হাঁ।

শ্রীশ। এই যে পূর্ণবাবু, গেলবারে আপনার শরীর খারাপ ছিল—এবারে বেশ ভাল বোধ হচ্চে ত?

পূর্ণ। হাঁ।

শ্রীশ। এতদিন কুমার সভার যে কি একটা মহৎ অভাব ছিল আজ ঘরের মধ্যে ঢুকেই তা বুঝতে পেরেছি;—সোণার মুকুলে মাঝখানটিতে কেবল একটি হীরে বসাবার অপেক্ষা ছিল—আজ সেইটি বসান হয়েছে কি বলেন পূর্ণবাবু!

পূর্ণ। আপনাদের মত এমন রচনাশক্তি আমার নেই—আমি এত বানিয়ে বানিয়ে কথা বাট্‌তে পারিনে—বিশেষতঃ মহিলাদের সম্বন্ধে।

শ্রীশ। আপনার অক্ষমতার কথা শুনে দুঃখিত হলেম পূর্ণবাবু—আশা করি ক্রমে উন্নতিলাভ করতে পারবেন।

বিপিন। (রসিককে জনান্তিকে টানিয়া) দুই বীর পুরুষে যুদ্ধ চলুক এখন আসুন্ রসিকবাবু আপনার সঙ্গে দুই একটা কথা আছে!—দেখুন—সেই খাতা সম্বন্ধে আর কোন কথা উঠেছিল?

রসিক। অপরাধ করা মানবের ধর্ম্ম আর ক্ষমা করা দেবীর সে কথাটা আমি প্রসঙ্গক্রমে তুলেছিলেম—

বিপিন। তাতে কি বল্লেন?

রসিক। কিছু না বলে বিদ্যুতের মত চলে গেলেন।

বিপিন। চলে গেলেন?

রসিক। কিন্তু সে বিদ্যুতে বজ্র ছিল না।

বিপিন। গর্জ্জন?

রসিক। তাও ছিল না।

বিপিন। তবে?

রসিক। এক প্রান্তে কিংবা অন্য প্রান্তে একটু হয়ত বর্ষণের আভাস ছিল।

বিপিন। সেটুকুর অর্থ?

রসিক। কি জানি মহাশয়! অর্থও থাকতে পারে অনর্থও থাকতে পারে!

বিপিন। রসিকবাবু আপনি কি বলেন আমি কিছু বুঝতে পারিনে!

রসিক। কি করে বুঝবেন—ভারি শক্ত কথা!

শ্রীশ। (নিকটে আসিয়া) কি কথা শক্ত মশায়?

রসিক। এই বৃষ্টি বজ্রবিদ্যুতের কথা!

শ্রীশ। ওহে বিপিন, আর চেয়ে শক্ত কথা যদি শুনতে চাও তা হলে পূর্ণর কাছে যাও!

বিপিন। শক্ত কথা সম্বন্ধে আমার খুব বেশী সখ নেই ভাই।

শ্রীশ। যুদ্ধ করার চেয়ে সন্ধি করার বিদ্যেটা ঢের বেশী দুরূহ—সেটা তোমার আসে। দোহাই তোমার, পূর্ণকে একটু ঠাণ্ডা করে এসগে। আমি বরঞ্চ ততক্ষণ রসিকবাবুর সঙ্গে বৃষ্টিবজ্রবিদ্যুতের আলোচনা করে নিই। (বিপিনের প্রস্থান) রসিকবাবু, ঐ যে সেদিন আপনি যাঁর নাম নৃপবালা বল্লেন, তিনি—তিনি—তাঁর সম্বন্ধে বিস্তারিত করে কিছু বলুন। সেদিন চকিতের মধ্যে তাঁর মুখে এমন একটি স্নিগ্ধভাব দেখেছি, তাঁর সম্বন্ধে কৌতূহল কিছুতেই থামাতে পারচিনে।

রসিক। বিস্তারিত করে বল্লে কৌতূহল

আরো বেড়ে যাবে। এ রকম কৌতূহল "হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে"। আমি ত তাঁকে এতকাল ধরে জেনে আসচি, কিন্তু সেই কোমল হৃদয়ের স্নিগ্ধ মধুর ভাবটি আমার কাছে " ক্ষণে ক্ষণে তন্নবতামুপৈতি"।

শ্রীশ। আচ্ছা তিনি—আমি সেই নৃপবালার কথা জিজ্ঞাসা করচি—

রসিক। সে আমি বেশ বুঝতেই পারচি।

শ্রীশ। তা তিনি—কি আর প্রশ্ন করব? তাঁর সম্বন্ধে যা হয় কিছু বলুন না—কাল কি বল্লেন, আজ সকালে কি করলেন যত সামান্য হোক্ আপনি বলুন আমি শুনি।

রসিক।) শ্রীশের হাত ধরিয়া) বড় খুসি হলুম শ্রীশ বাবু আপনি যথার্থ ভাবুক বটেন—আপনি তাঁকে কেবল চাকতের মধ্যে দেখে' এটুকু কি করে ধরতে পারলেন যে তাঁর সম্বন্ধে তুচ্ছ কিছুই নেই। তিনি যদি বলেন, রসিক দা, ঐ কেরোসিনের বাতিটা একটুখানি উস্কে দাওত, আমার মনে হয় যেন একটা নতুন কথা শুনলেম—আদি কবির প্রথম অনুষ্টুপ ছন্দের মত। কি বলব শ্রীশ বাবু, আপনি শুনলে হয়ত হাস্‌বেন, সে দিন ঘরে ঢুকে দেখি নৃপবালা ছুঁচের মুখে সূতো পরাচ্চেন কোলের উপর বালিশের ওয়াড় পড়ে রয়েছে, আমার মনে হল এক আশ্চর্য্য দৃশ্য। কতবার কত দরজির দোকানের সামনে দিয়ে গেছি, কখনো মুখ তুলে দেখিনি কিন্তু—

শ্রীশ। আচ্ছা রসিকবাবু, তিনি নিজের হাতে ঘরের সমস্ত কাজ করেন?

শৈলের প্রবেশ।

শৈল। রসিকদার সঙ্গে কি পরামর্শ করচেন?

রসিক। কছুই না, নিতান্ত সামান্য কথা নিয়ে আমাদের আলোচনা চলচে, যত দূর তুচ্ছ হতে পারে।

চন্দ্র। সভা অধিবেশনের সময় হয়েছে আর বিলম্ব করা উচিত হয় না। পূর্ণবাবু, কৃষি-বিদ্যালয় সম্বন্ধে আজ তুমি যে প্রস্তাব উত্থাপন করবে বলেছিলে সেটা আরম্ভ কর।

পূর্ণ। (দণ্ডায়মান হইয়া ঘড়ির চেন নাড়িতে নাড়িতে) আজ—আজ—(কাশি)

রসিক। (পার্শ্বে বসিয়া মৃদুস্বরে) আজ এই সভা—

পূর্ণ। আজ এই সভা—

রসিক। যে নূতন সৌন্দর্য্য এবং গৌরব লাভ করিয়াছে—

পূর্ণ। যে নূতন সৌন্দর্য্য এবং গৌরব লাভ করিয়াছে—

রসিক। প্রথমে তাহারই জন্য অভিনন্দন প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

পূর্ণ। প্রথমে তাহারই জন্য অভিনন্দন প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

রসিক। (মৃদু স্বরে) বলে যান্ পূর্ণবাবু!

পূর্ণ। তাহারই জন্য অভিনন্দন প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।

রসিক। ভয় কি পূর্ণবাবু বলে যান্।

পূর্ণ। যে নূতন সৌন্দর্য্য এবং গৌরব—(কাশি) যে নূতন সৌন্দর্য্য (পুনরায় কাশি) অভিনন্দন—

রসিক। (উঠিয়া)—সভাপতিমশায়, আমার একটা নিবেদন আছে। আজ পূর্ণবাবু সকল সভ্যের পূর্ব্বেই সভায় উপস্থিত হয়েছেন। উনি অত্যন্ত অসুস্থ, তথাপি উৎসাহ সম্বরণ করতে পারেন নি। আজ আমাদের সভায় প্রথম অরুণোদয়, তাই দেখবার জন্যে পাখী প্রত্যুষেই নীড় পরিত্যাগ করে বেরিয়েছেন—কিন্তু দেহ রুগ্ন তাই পূর্ণহৃদয়ের

আবেগ কণ্ঠে ব্যক্ত করিবার শক্তি নেই—অতএব ওঁকে আজ আমাদের নিষ্কৃতি দান করতে হবে। এবং আজ নব প্রভাতের যে অরুণচ্ছটার স্তবগান করতে উনি উঠেছিলেন তাঁর কাছেও এই অবরুদ্ধকণ্ঠ ভক্তের হয়ে আমি মার্জ্জনা প্রার্থনা করি। পূর্ণবাবু, আজ বরঞ্চ আমাদের সভার কার্য্য বন্ধ থাকে সেও ভাল তথাপি বর্ত্তমান অবস্থায় আজ আপনাকে কোন প্রস্তাব উত্থাপন করতে দিতে পারিনে। সভাপতিমশায় ক্ষমা করবেন এবং আমাদের সভাকে যিনি আপন প্রভা দ্বারা অদ্য সার্থকতা দান করতে এসেছেন ক্ষমা করা তাঁদের স্বজাতিসুলভ করুণ হৃদয়ের সহজ ধর্ম্ম।

চন্দ্র। আমি জানি, কিছুকাল থেকে পূর্ণবাবু ভাল নেই, এ অবস্থায় আমরা ওঁকে ক্লেশ দিতে পারি না। বিশেষতঃ অবলাকান্তবাবু ঘরে বসেই আমাদের সভার কাজ অনেকদূর অগ্রসর করে দিয়েছেন। এপর্য্যন্ত ভারতবর্ষীয় কৃষি সম্বন্ধে গবর্মেণ্ট থেকে যতগুলি রিপোর্ট বাহির হয়েছে সবগুলি আমি ওঁর কাছে দিয়েছিলেম—তার থেকে উনি, জমিতে সার দেওয়া সম্বন্ধীয় অংশটুকু সংক্ষেপে সঙ্কলন করে রেখেছেন—সেইটি অবলম্বন করে উনি সর্ব্বসাধারণের সুবোধ্য বাঙ্গালা ভাষায় একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করতেও প্রতিশ্রুত হয়েছেন! ইনি যেরূপ উৎসাহ ও দক্ষতার সঙ্গে সভার কার্য্যে যোগদান করেছেন সে জন্য ওঁকে প্রচুর ধন্যবাদ দিয়ে অদ্যকার সভা আগামী রবিবার পর্য্যন্ত স্থগিত রাখা গেল। বিপিনবাবু, য়ুরোপীয় ছাত্রাগার সকলের নিয়ম ও কার্য্যপ্রণালী সঙ্কলনের ভার নিয়েছিলেন এবং শ্রীশবাবু, স্বেচ্ছাকৃত দানের দ্বারা লণ্ডন নগরে যত বিচিত্র লোক-হিতকর অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তিত হয়েছে তার তালিকা সংগ্রহ ও তৎসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনায় প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন, বোধ হয় এখনো তা সমাধা করতে পারেন নি। আমি একটি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত আছি—সকলেই জানেন, আমাদের দেশের গরুর গাড়ি এমন ভাবে নির্ম্মিত যে তার পিছনে ভার পড়লেই গাড়ি উঠেপড়ে এবং গরুর গলায় ফাঁস লেগে যায় আবার কোন কারণে গরু যদি পড়ে যায় তবে বোঝাই সুদ্ধ গাড়ি তার ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়ে—এরই প্রতিকার করবার জন্যে আমি উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত আছি—কৃতকার্য্য হব বলে আশা করি। আমরা মুখে গোজাতি সম্বন্ধে দয়া প্রকাশ করি অথচ প্রত্যহ সেই গরুর সহস্র অনাবশ্যক কষ্ট নিতান্ত উদাসীন ভাবে নিরীক্ষণ করে থাকি—আমার কাছে এইরূপ মিথ্যা ও শূন্য ভাবুকতার অপেক্ষা লজ্জাকর ব্যাপার জগতে আর কিছুই নেই—আমাদের সভা থেকে যদি এর কোন প্রতিকার করতে পারি তবে আমাদের সভা ধন্য হবে। আমি রাত্রে গাড়োয়ান পল্লীতে গিয়ে গোরুর অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করেছি—গোরুর প্রতি অনর্থক অত্যাচার যে স্বার্থ ও ধর্ম্ম উভয়ের বিরোধী হিন্দু গাড়োয়ানদের তা বোঝান নিতান্ত কঠিন বলে বোধ হয় না। এসম্বন্ধে আমি গাড়োয়ানদের মধ্যে একটা পঞ্চায়েৎ করবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত আছি। শ্রীমতী নির্ম্মলা আকস্মিক অপঘাতের আশু চিকিৎসা এবং রোগীচর্য্যা সম্বন্ধে রামরতন ডাক্তার মহাশয়ের কাছ থেকে নিয়মিত উপদেশ লাভ করচেন—ভদ্র লোকদের মধ্যে সেই শিক্ষা ব্যাপ্ত করবার জন্যে তিনি দুই একটি অন্তঃপুরে গিয়ে শিক্ষাদানে নিযুক্ত হয়েছেন। এইরূপে প্রত্যেক সভ্যের স্বতন্ত্র ও বিশেষ চেষ্টায় আমাদের এই ক্ষুদ্র কুমার সভা সাধারণের অজ্ঞাতসারে ক্রমশই বিচিত্র সফ-

লতা লাভ করতে থাক্‌বে এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীশ। ওহে বিপিন, আমার কাজ ত আমি আরম্ভও করি নি।

বিপিন। আমারও ঠিক সেই অবস্থা।

শ্রীশ। কিন্তু করতে হবে।

বিপিন। আমাকেও করতে হবে।

শ্রীশ। কিছুদিন অন্য সমস্ত আলোচনা ত্যাগ না করলে চল্‌চে না।

বিপিন। আমিও তাই ভাবাচ।

শ্রীশ। কিন্তু অবলাকান্ত বাবুকে ধন্য বলতে হবে—উনি যে কখন্ আপনার কাজটি করে যাচ্চেন কিছু বোঝবার যো নেই।

বিপিন। তাই ত বড় আশ্চর্য্য! অথচ মনে হয় যেন ওঁর অন্যমনস্ক হবার বিশেষ কারণ আছে।

শ্রীশ। যাই ওঁর সঙ্গে একবার আলোচনা করে আসিগে।

(শৈলের নিকট গমন)

পূর্ণ। রসিকবাবু আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ জানাব?

রসিক। কিছু বলবেন না, আমি এমনি বুঝে নেব। কিন্তু সকলে আমার মত নয় পূর্ণবাবু—আন্দাজে বুঝবে না, বলাকওয়ার দরকার।

পূর্ণ। আপনি আমার অন্তরের কথা বুঝে নিয়েছেন রসিকবাবু—আপনাকে পেয়ে আমি বেঁচে গেছি। আমার যা কথা তা মুখে উচ্চারণ করতেও সঙ্কোচ বোধ হয়। আপনি আমাকে পরামর্শ দিন কি করতে হবে।

রসিক। প্রথমে আপনি ওঁর কাছে গিয়ে যা-হয় একটা কিছু কথা আরম্ভ করে দিন।

পূর্ণ। ঐ দেখুন না, অবলাকান্তবাবু আবার ওঁর কাছে গিয়ে বসেচেন—

রসিক। তা হোক না, তিনি ত ওঁকে চারিদিকে ঘিরে দাঁড়ান নি। অবলাকান্তকে ত ব্যূহের মত ভেদ করে যেতে হবে না! আপনিও এক পাশে গিয়ে দাঁড়ান না।

পূর্ণ। আচ্ছা আমি দেখি!

শৈল। (নির্ম্মলার প্রতি) আমাকে এত করে বল্‌বেন না—আপনি আমার চেয়ে ঢের বেশী কাজ করচেন।—কিন্তু বেচারা পূর্ণবাবুর জন্যে আমার বড় দুঃখ হয়। আপনি আস্‌বেন বলেই উনি আজ বিশেষ উৎসাহ করে এসেছিলেন—অথচ সেটা ব্যক্ত করতে না পেরে উনি বোধ হয় অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়েচেন। আপনি যদি ওঁকে—

নির্ম্মলা। আপনাদের অন্যান্য সভ্যদের থেকে আমাকে একটু বিশেষভাবে পৃথক্ করে দেখচেন বলে আমি বড় সঙ্কোচ বোধ করচি,—আমাকে সভ্য বলে আপনাদের মধ্যে গণ্য করবেন মহিলা বলে স্বতন্ত্র করবেন না।

শৈল। আপনি যে মহিলা হয়ে জন্মেছেন সে সুবিধাটুকু আমাদের সভা ছাড়তে পারেন না। আপনি আমাদের সঙ্গে এক হয়ে গেলে যত কাজ হবে, আমাদের থেকে স্বতন্ত্র হলে তার চেয়ে বেশী কাজ হবে। যে লোক গুণের দ্বারা নৌকাকে অগ্রসর করে দেবে তাকে নৌকো থেকে কতকটা দূরে থাক্‌তে হবে। চন্দ্রবাবু আমাদের নৌকোর হাল ধরে আছেন তিনিও আমাদের থেকে কিছু দূরে এবং উচ্চে আছেন, আপনাকে গুণের দ্বারা আকর্ষণ করতে হবে সুতরাং আপনাকে পৃথক্ থাক্‌তে হবে। আমরা সব দাঁড়ির দলে বসে গেছি।

নির্ম্মলা। আপনাকেও কর্ম্মে এবং ভাবে এঁদের সকলের থেকে পৃথক্ বোধ হয়। এক দিন মাত্র দেখেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস হচ্চে এ

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b0003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

সভার মধ্যে আপনিই আমার প্রধান সহায় হবেন।

শৈল। সেত আমার সৌভাগ্য! এই যে! আসুন পূর্ণবাবু! আমরা আপনার কথাই বল্‌ছিলেম। বসুন।

শ্রীশ। অবলাকান্তবাবু আসুন, আপনার সঙ্গে অনেক কথা বল্‌বার আছে। (জনান্তিকে লইয়া) আজ সভার পুরাতন সভ্য তিনটিকে আপনারা দুজনে লজ্জা দিয়েছেন। তা ঠিক হয়েছে—পুরাতনের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করবার জন্তই নূতনের প্রয়োজন।

শৈল। আবার নূতন চালা কাঠে আগুন জ্বালাবার জন্তে পুরাতন ধরা কাঠের দরকার।

শ্রীশ। আচ্ছা সে বিচার পরে হবে। কিন্তু আমার সেই রুমালটি? সেটি হরণ করে আমার পরকাল খুইয়েছি আবার রুমালটিও খোয়াতে পারিনে! (পকেট হইতে বাহির করিয়া) এই আমি এক ডজন রেসমের রুমাল এনেছি, এই বদল করে নিতে হবে! এ যে তার উচিত মূল্য তা বল্‌তে পারিনে—তার উপযুক্ত মূল্য দিতে গেলে চীন জাপান উজাড় করে দিতে হয়।

শৈল। মশায়, এছলনাটুকু বোঝবার মত বুদ্ধি বিধাতা আমাকে দিয়াছেন। এ উপহার আমার জন্তে আসেও নি—যাঁর রুমাল হরণ করেছেন আমাকে উপলক্ষ করে এগুলি—

শ্রীশ। অবলাকান্ত বাবু, ভগবান্ বুদ্ধি আপনাকে যথেষ্ট দিয়াছেন দেখ্‌তে পাচ্ছি কিন্তু দয়ার ভাগটা কিছু যেন কম বোধ হচ্চে—হতভাগ্যকে রুমালটি ফিরিয়ে দিলেই সেই কলঙ্ক টুকু একেবারে দূর হয়।

শৈল। আচ্ছা আমি দয়ার পরিচয় দিচ্চি—কিন্তু আপনি সভার জন্ত যে প্রবন্ধ লিখ্‌তে প্রতিশ্রুত সেটা লিখে দেওয়া চাই।

শ্রীশ। নিশ্চয় দেব—রুমালটা ফিরে পেলেই কাজে মন দিতে পারব—তখন অন্ত সন্ধান ছেড়ে কেবল সত্যানুসন্ধান করতে থাক্‌ব।

বিপিন। বুঝেচেন রসিক বাবু আমি তাঁর গানের নির্ব্বাচন চাতুরী দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। গান যে তৈরি করেছে তার কবিত্ব থাক্‌তে পারে কিন্তু এই গানের নির্ব্বাচনে যে কবিত্ব প্রকাশ পেয়েছে তার মধ্যে ভারি একটি সৌকুমার্য্য আছে।

রসিক। ঠিক বলেছেন—নির্ব্বাচনের ক্ষমতাইত ক্ষমতা! লতায় ফুলত আপনি ফোটে, কিন্তু যে লোক মালা গাঁথে নৈপুণ্য এবং সুরুচিত তারি!

বিপিন। আপনার ও গানটা মনে আছে?

তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়
কোন্ পাথারে কোন্ পাষাণের ঘায়!
নবীন তরী নতুন চলে,
দিইনি পাড়ি অগাধ জলে,
বাহি তারে খেলার ছলে কিনার কিনারায়!
তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়!
ভেসে ছিল স্রোতের ভরে
একা ছিলেম কর্ণ ধরে
লেগে ছিল পালের পরে মধুর মৃদু বায়।
সুখে ছিলেম আপন মনে,
মেঘ ছিল গগন কোণে;
লাগ্‌বে তরী কুসুম বনে ছিলাম সে আশায়!
তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়!

রসিক। যাক্ ডুবে, কি বলেন বিপিন বাবু!

বিপিন। যাক্‌গে! কিন্তু কোথায় ডুবল তার একটু ঠিকানা রাখা চাই। আচ্ছা রসিক

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

বাবু, এ গানটা তিনি কেন খাতায় লিখে রাখলেন ?

রসিক। স্ত্রী হৃদয়ের রহস্য বিধাতা বোঝেন না এই রকম।একটা প্রবাদ আছে, রসিক বাবুত তুচ্ছ।

শ্রীশ। (নিকটে আসিয়া) বিপিন, তুমি চন্দ্র বাবুর কাছে একবার যাও। বাস্তবিক, আমাদের কর্ত্তব্যে আমরা ঢিলে দিয়েছি— ওঁর সঙ্গে একটু আলোচনা করলে উনি খুসি হবেন

বিপিন। আচ্ছা। আসচি রসিক বাবু (প্রস্থান)

শ্রীশ। হাঁ, আপনি সেই যে শেলাইয়ের কথা বল্‌ছিলেন—উনি বুঝি নিজের হাতে সমস্ত গৃহ কর্ম্ম করেন ?

রসিক। সমস্তই।

শ্রীশ। আপনি বুঝি সে দিন গিয়ে দেখ্‌লেন তাঁর কোলে বালিশের ওয়াড়গুলো পড়ে রয়েছে আর তিনি—

রসিক। মাথা নীচু করে ছুঁচে সুতো পরাচ্ছিলেন।

শ্রীশ। ছুঁচে সুতো পরাচ্ছিলেন। তখন স্নান করে এসেছেন বুঝি ?

রসিক। বেলা তখন তিনটে হবে।

শ্রীশ। বেলা তিনটে। তিনি বুঝি তাঁর খাটের উপর বসে—

রসিক। না খাটে নয়— বারান্দার উপর মাদুর বিছিয়ে—

শ্রীশ। বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে বসে ছুঁচে সুতো পরাচ্ছিলেন—

রসিক। হাঁ ছুঁচে সুতো পরাচ্ছিলেন। (স্বগত) আর ত পারা যায় না !

শ্রীশ। আমি যেন ছবির মত স্পষ্ট দেখতে পাচ্চি—পা দুটি ছড়ানো, মাথা নীচু, খোলা চুল মুখের উপর এসে পড়েছে—বিকেল-বেলার আলো—

বিপিন। (নিকটে আসিয়া) চন্দ্রবাবু তোমার সঙ্গে তোমার সেই প্রবন্ধটা সম্বন্ধে কথা কইতে চান। (শ্রীশের প্রস্থান) রসিক বাবু।

রসিক। (স্বগত) আর কত বক্‌ব ?

নির্ম্মলা। (পূর্ণর প্রতি) আপনার শরীর আজ বুঝি তেমন ভাল নেই।

পূর্ণ। না, বেশ আছে—হাঁ, একটু ইয়ে হয়েছে বটে—বিশেষ কিছু নয়—তবু একটু ইয়ে বই কি—তেমন বেশ—(কাশি) আপনার শরীর বেশ ভাল আছে ?

নির্ম্মলা। হাঁ।

পূর্ণ। আপনি—জিজ্ঞাসা করছিলুম যে আপনি—আপনি আপনার ইয়ে কি রকম বোধ হয় ঐ যে—মিল্‌টনে আরিয়ো প্যাজিটিকা—ওটা কিনা আমাদের এম, এ, কোর্সে আছে ওটা আপনার বেশ ইয়ে বোধ হয় না ?

নির্ম্মলা। আমি ওটা পড়িনি !

পূর্ণ। পড়েন নি ? (নিস্তব্ধ) ইয়ে হয়েছে—আপনি—এবারে কি রকম গরম পড়েছে—আমি একবার রসিকবাবু—রসিকবাবুর সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে। (নির্ম্মলার নিকট হইতে প্রস্থান)

বিপিন। রসিকবাবু, আচ্ছা, আপনার কি মনে হয় ও গানটা তিনি বিশেষ কিছু মনে করে লিখেছেন।

রসিক। হতেও পারে ! আপনি আমাকে সুদ্ধ ধোঁকা লাগিয়ে দিলেন যে ! পূর্ব্বে ওটা ভাবিনি।

বিপিন ! "তরী আমার হঠাৎ ডুবে যায়
কোন্ পাথরে কোন্ পাষাণের ঘায় !"

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

আচ্ছা রসিক বাবু এখানে তরী বল্‌তে ঠিক কি বোঝাচ্চে?

রসিক। হৃদয় বোঝাচ্চে তার আর সন্দেহ নেই। তবে ঐ পাথরটা কোথায় আর পাষণটা কে সেইটেই ভাববার বিষয়!

পূর্ণ। (নিকটে আসিয়া) বিপিনবাবু, মাপ করবেন—রসিকবাবুর সঙ্গে আমার একটি কথা আছে—যদি—

বিপিন। বেশ, বলুন, আমি যাচ্চি।

(প্রস্থান)

পূর্ণ। আমার মত নির্ব্বোধ জগতে নেই রসিক বাবু!

রসিক। আপনার চেয়ে ঢের নির্ব্বোধ আছে যারা নিজেকে বুদ্ধিমান বলে জানে—যথা আমি।

পূর্ণ। একটু নিরালা পাই যদি আপনার সঙ্গে অনেক কথা আছে, সভা ভেঙ্গে গেলে আজ রাত্রে একটু অবসর করতে পারেন?

রসিক। বেশ কথা।

পূর্ণ। আজ দিব্য জ্যোৎস্না আছে গোলদিঘির ধারে—কি বলেন?

রসিক। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ!

শ্রীশ। (নিকটে আসিয়া) ওঃ পূর্ণ বাবু কথা কচ্চেন বুঝি। আচ্ছা এখন থাক্‌। রাত্রে আপনার অবসর হবে রসিকবাবু?

রসিক। তা হতে পারে।

শ্রীশ। তা হলে কালকের মত—কি বলেন? কাল দেখ্‌লেন ত ঘরের চেয়ে পথে জমে ভাল।

রসিক। জমে বৈ কি! (স্বগত) সর্দ্দি জমে, কাশি জমে, গলার স্বর দইয়ের মত জমে যায় (শ্রীশের প্রস্থান)

পূর্ণ। আচ্ছা রসিকবাবু আপনি হলে কি বলে কথা আরম্ভ করতেন?

রসিক। হয় ত বলতুম—সেদিন বেলুন উড়ে ছিল আপনাদের বাড়ির ছাত থেকে দেখতে পেয়েছিলেন কি?

পূর্ণ। তিনি যদি বল্‌তেন হাঁ—

রসিক। আমি বলতুম, মনকে ওড়বার অধিকার দিয়াছেন বলেই ঈশ্বর মানুষের শরীরে পাখা দেন নি—শরীরকে বদ্ধ রেখে বিধাতা মনের আগ্রহ কেবল বাড়িয়ে দিয়েছেন—

পূর্ণ। বুঝেছি রসিকবাবু—চমৎকার—এর থেকে অনেক কথার সৃষ্টি হতে পারে।

বিপিন। (নিকটে আসিয়া) পূর্ণবাবুর সঙ্গে কথা হচ্চে। থাক্‌ তবে আমাদের সেই যে একটা কথা ছিল সেটা আজ রাত্রে হবে, কি বলেন?

রসিক। সেই ভাল।

বিপিন। জ্যোৎস্নায় রাস্তায় বেড়াতে বেড়াতে দিব্যি আরামে কি বলেন?

রসিক। খুব আরাম। (স্বগত) কিন্তু ব্যামোটা তার পূর্ব্বে।

শৈল। (নির্ম্মলার প্রতি) তা বেশ, আপনি যদি ইচ্ছা করেন আমিও ঐ বিষয়টার আলোচনা করে দেখব। ডাক্তারী আমি অল্প অল্প চর্চ্চা করেছি—বেশী নয়—কিন্তু আমি যোগদান করলে আপনার যদি উৎসাহ হয় আমি প্রস্তুত আছি।

পূর্ণ। (নিকটে আসিয়া) সে দিন বেলুন উড়েছিল আপনি কি ছাদের উপর থেকে দেখতে পেয়েছিলেন?

নির্ম্মলা। বেলুন?

পূর্ণ। হাঁ ঐ বেলুন (সকলে নিরুত্তর) রসিকবাবু বলছিলেন আপনি বোধ হয় দেখে থাকবেন—আমাকে মাপ করবেন—আপনা-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

দের আলোচনায় আমি ভঙ্গ দিলুম—আমি অত্যন্ত হতভাগ্য!

একাদশ পরিচ্ছেদ।

—০—

পূর্ব্বদিনে পুরবালা তাহার মাতার সহিত কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে।

অক্ষয় কহিলেন, দেবি, যদি অভয় দাও ত একটি প্রশ্ন আছে।

পুরবালা। কি শুনি।

অক্ষয়। শ্রীঅঙ্গে কৃশতার ত কোন লক্ষণ দেখচিনে।

পুরবালা। শ্রীঅঙ্গ ত কৃশ হবার জন্যে পশ্চিমে বেড়াতে যায় নি।

অক্ষয়। তবে কি বিরহবেদনা বলে জিনিষটা মহাকবি কালিদাসের সঙ্গে সহমরণে মরেচে?

পুরবালা। তার প্রমাণ তুমি। তোমারও ত স্বাস্থ্যের বিশেষ ব্যাঘাত হয় নি দেখচি!

অক্ষয়। হতে দিল কই? তোমার তিন ভগ্নী মিলে অহরহ আমার কৃশতা নিবারণ করে রেখেছিল—বিরহ যে কাকে বলে সেটা আর কোন মতেই বুঝতে দিলে না।

(পিলু)

বিরহে মরিব বলে ছিল মনে পণ।
কে তোরা বাহুতে বাঁধি করিলি বারণ?
ভেবেছিনু অশ্রুজলে, ডুবিব অকুল তলে
কাহার সোণার তরী করিল তারণ?

প্রিয়ে, কাশীধামে বুঝি পঞ্চশর ত্রিলোচনের ভয়ে এগোতে পারেন না?

পুরবালা। তা হতে পারে—কিন্তু কলকাতায় তাঁর ত যাতায়াত আছে।

অক্ষয়। তা আছে—কোম্পানীর শাসন তিনি মানেন না, আমি তার প্রমাণ পেয়েছি।

নৃপ ও নীরর প্রবেশ।

নীর। দিদি!

অক্ষয়। এখন দিদি বই আর কথা নেই, অকৃতজ্ঞ! দিদি যখন বিচ্ছেদ দহনে উত্তরোত্তর তপ্ত কাঞ্চনের মত শ্রী ধারণ করছিলেন তখন তোমাদের ক'টিকে সুশীতল করে রেখেছিল কে?

নীর। শুনচ দিদি! এমন মিথ্যে কথা! তুমি যতদিন ছিলে না আমাদের একবার ডেকেও জিজ্ঞাসা করেন নি—কেবল চিঠি লিখ্‌চেন আর টেবিলের উপর দুই পা তুলে দিয়ে বই হাতে করে পড়চেন। তুমি এসেছ এখন আমাদের নিয়ে গান হবে, ঠাট্টা হবে, দেখাবেন যেন—

নৃপ। দিদি, তুমিও ত ভাই এতদিন আমাদের একখানিও চিঠি লেখনি।

পুরবালা। আমার কি সময় ছিল ভাই? মাকে নিয়ে দিনরাত ব্যস্ত থাক্‌তে হয়েছিল।

অক্ষয়। যদি বল্‌তে, তোদের ভগ্নীপতির ধ্যানে নিমগ্ন ছিলুম তা হলে কি লোকে নিন্দে করত?

নীর। তা হলে ভগ্নীপতির আস্পর্দ্ধা আরো বেড়ে যেত। মুখুয্যেমশায়, তুমি তোমার বাইরের ঘরে যাও না! দিদি এতদিন পরে এসেচেন আমরা কি ওঁকে নিয়ে একটু গল্প করতে পাব না?

অক্ষয়। নৃশংসে, বিরহদাবদগ্ধ তোর দিদিকে আবার বিরহে জ্বালাতে চাস্? তোদের ভগ্নীপতিরূপ ঘনকৃষ্ণ মেঘ মিলনরূপ মুষল ধারাবর্ষণ দ্বারা প্রিয়ার চিত্তরূপ লতানিকুঞ্জে আনন্দরূপ কিসলয়োদ্গম করে প্রেমরূপ বর্ষায় কটাক্ষরূপ বিদ্যুৎ—

নীর। এবং বকুনিরূপ ভেকের কলরব—

শৈলের প্রবেশ।

অক্ষয়। এস এস—উত্তমাধমমধ্যমা এই তিন শ্যালী না হলে আমার—

নীর। উত্তম মধ্যম হয় না।

শৈল। (নৃপ ও নীরর প্রতি) তোরা ভাই একটু যা ত, আমাদের কথা আছে।

অক্ষয়। কথাটা কি বুঝতে পারচিস্ ত, নীরু? হরিনাম কথা নয়।

নীর। আচ্ছা, তোমার আর বক্‌তে হবে না!

(নৃপ ও নীরর প্রস্থান)

শৈল। দিদি, নৃপ নীরর জন্যে মা ছুটি পাত্র তা হলে স্থির করেছেন?

পুর। হাঁ, কথা একরকম ঠিক হয়ে গেছে। শুনেছি ছেলে ছুটি মন্দ নয়—তারা মেয়ে দেখে পছন্দ করলেই পাকাপাকি হয়ে যাবে।

শৈল। যদি পছন্দ না করে?

পুর। তা হলে তাদের অদৃষ্ট মন্দ।

অক্ষয়। এবং আমার শ্যালী ছুটির অদৃষ্ট ভাল!

শৈল। নৃপ নীরু যদি পছন্দ না করে?

অক্ষয়। তা হলে ওদের রুচির প্রশংসা করব!

পুর। পছন্দ আবার না করবে কি? তোদের সব বাড়াবাড়ি। স্বয়ম্বরার দিন গেছে। মেয়েদের পছন্দ করবার দরকার হয় না—স্বামী হলেই তাকে ভালবাস্‌তে পারে।

অক্ষয়। নইলে তোমার বর্ত্তমান ভগ্নীপতির কি দুর্দ্দশাই হত শৈল?

জগত্তারিণীর প্রবেশ।

জগৎ। বাবা অক্ষয়, ছেলে ছুটিকে তা হলেত খবর দিতে হয়। তারা ত আমাদের বাড়ির ঠিকানা জানে না।

অক্ষয়। বেশ ত মা, রসিক দাদাকে পাঠিয়ে দেওয়া যাক্।

জগৎ। পোড়া কপাল! তোমার রসিক দাদার যে রকম বুদ্ধি! তিনি কাকে আন্‌তে কাকে আন্‌বেন ঠিক নেই!

অক্ষয়। তাতেই বা দোষ কি মা। যতক্ষণ তারা তোমার জামাই না হচ্চে ততক্ষণ এক পাত্র ভুলে আর এক পাত্র আন্‌তে ত ক্ষতি দেখিনে।

পুর। আঃ তুমি কি বক তার ঠিক নেই। তা মা, তুমি কিছু ভেবো না। ছেলে ছুটিকে আনাবার ব্যবস্থা করে দেব।

জগৎ। মা পুরী, তুই একটু মনোযোগ না করলে হবে না। আজকালকার ছেলে, তাদের সঙ্গে কি রকম ব্যাভার করতে হয় না হয় আমি কিছুই বুঝিনে।

অক্ষয়। (জনান্তিকে) পুরার হাতযশ আছে! পুরী তাঁর মার জন্যে যে জামাইটি জুটিয়েছেন, পসার খুব বেড়ে গেছে! আজ কালকার ছেলে কি করে বশ করতে হয় সে বিদ্যে—

পুর। (জনান্তিকে) মশায় বুঝি আজ কালকার ছেলে?

জগৎ। মা, তোমরা পরামর্শ কর, কায়েত দিদি এসে বসে আছেন, আমি তাঁকে বিদায় করে আসি।

শৈল। মা, তুমি একটু বিবেচনা করে দেখ—ছেলে ছুটিকে এখনো তোমরা কেউ দেখনি, হঠাৎ—

জগৎ। বিবেচনা করতে করতে আমার জন্ম শেষ হয়ে এল—আর বিবেচনা করতে পারিনে—

অক্ষয়। বিবেচনা সময় মত এর পরে করলেই হবে, এখন কাজটা আগে হয়ে যাক্।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

জগৎ। বলত বাবা, শৈলকে বুঝিয়ে বলত! (প্রস্থান)

পুর। মিথ্যে তুই ভাব্‌ছিস্‌ শৈল,—মা যখন মনস্থির করেচেন ওঁকে আর কেউ টলাতে পারবে না। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ আমি মানি ভাই—যার সঙ্গে যার হবার, হাজার বিবেচনা করে মলেও, সে হবেই।

অক্ষয়। সে ত ঠিক কথা—নইলে যার সঙ্গে যার হয়ে থাকে তার সঙ্গে না হয়ে আর একজনের সঙ্গে হত। কিন্তু তা হ'লেও এখনকার সঙ্গে কিছুই তফাৎ হত না।

পুর। কি যে তর্ক কর, তোমার অর্দ্ধেক কথা বোঝাই যায় না।

অক্ষয়। তার কারণ আমি নির্ব্বোধ।

পুর। যাও এখন স্নান করিতে যাও, মাথা ঠাণ্ডা করে এস গে!

(প্রস্থান)

রসিকের প্রবেশ।

শৈল। রসিক দাদা, শুনেছ ত সব? মুস্কিলে পড়া গেছে।

রসিক। মুস্কিল কিসের? কুমার সভারও কৌমার্য্য রয়ে গেল নৃপ নীরুও পার পেলে, সব দিক্‌ রক্ষা হল।

শৈল। কোন দিক রক্ষা হয় নি।

রসিক। অন্ততঃ এই বুড়োর দিকটা রক্ষা হয়েছে—ছুটো অর্ব্বাচীনের সঙ্গে মিশে আমাকে রাত্রে রাস্তায় দাঁড়িয়ে শ্লোক আওড়াতে হবে না।

শৈল। মুখুয্যে মশায়, তুমি না হলে রসিক দাদাকে কেউ শাসন করতে পারে না—উনি আমাদের কথা মানেন না।

অক্ষয়। যে বয়সে তোমাদের কথা বেদবাক্য বলে মান্‌তেন সে বয়স পেরিয়েছে কি না তাই লোকটা বিদ্রোহ করতে সাহস করচে। আচ্ছা আমি ঠিক করে দিচ্চি। চল ত রসিক দা, আমার বাইরের ঘরটাতে বসে তামাক নিয়ে পড়া যাক্‌।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

ওস্তাদ্‌ আসীন। তানপূরা হস্তে বিপিন অত্যন্ত বেসুরা গলায় সা রে গা মা সাধিতেছেন। ভৃত্য আসিয়া খবর দিল—একটি বাবু এসেছেন।

বিপিন। বাবু? কি রকম বাবু রে?

ভৃত্য। বুড়ো লোকটি।

বিপিন। মাথায় টাক আছে?

ভৃত্য। আছে।

বিপিন। (তানপূরা রাখিয়া) নিয়ে আয় এখনি নিয়ে আয়! ওরে তামাক দিয়ে যা! বেহারাটা কোথায় গেল, পাখা টান্‌তে বলে দে। আর দেখ চট্‌ করে গোটাকতক মিঠে পানের দোনা কিনে আন্‌ত রে! দেরি করিস্‌নে, আর, আধ সের বরফ নিয়ে আসিস্‌, বুঝেচিস্‌, (পদশব্দ শুনিয়া) রসিক বাবু আসুন!

একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোকের প্রবেশ।

বিপিন। রসিক বাবু—কে আপনি?

বৃদ্ধ। আজ্ঞে, আমার নাম বনমালী ভট্টাচার্য্য।

বিপিন। বনমালী ভট্টাচার্য্য? কোন কাজ আছে?

বনমালী। কাজ বিশেষ নেই, আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করতে—

বিপিন। আপনার যদি কাজ না থাকে আমার আছে—আপনি এখন যদি আর কারো সঙ্গে আলাপ করিতে যান, আমি একটুখানি—

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

বনমালী। তবে আমার কাজের কথাটি চট্‌পট্‌ শেষ করে যাই—

বিপিন। সেই ভাল।

বনমালী। কুমারটুলির নীলমাধব চৌধুরী মহাশয়ের ছুটি পরমাসুন্দরী কন্যা আছে—তাঁদের বিবাহ যোগ্য বয়স হয়েছে—

বিপিন। (রাগিয়া উঠিয়া) হয়েছে ত হয়েছে—আমার সঙ্গে তার সম্বন্ধটা কি?

বনমালী। মশায়, একটু মনোযোগ করলেই সম্বন্ধ হতে পারে—সে জন্যে আপনাকে কোন কষ্ট পেতে হবে না—আমি সমস্তই ঠিক করে দেব—

বিপিন। আপনার দয়া যথেষ্ট কিন্তু সে দয়া অপাত্রে অপব্যয় করচেন—

বনমালী। অপাত্র! বিলক্ষণ! আপনার মত সৎপাত্র পাব কোথায়! আপনার বিনয় গুণে আরো মুগ্ধ হলেম!

বিপিন। কিন্তু আপনি যদি শীঘ্র ক্ষান্ত না হন তাহলে মুগ্ধভাব অধিকক্ষণ থাক্‌বে না। বিনয় গুণ অধিক টান সয় না।

বনমালী। কন্যার বাপ যথেষ্ট টাকা দিতে সম্মত আছেন—

বিপিন। কন্যার বাপের যথেষ্ট টাকা যদি থাকে সংসারে ভিক্ষুকও যথেষ্ট আছে—আপনি শীঘ্র উঠুন্।

বনমালী। যে আজ্ঞে, আপনি ব্যস্ত আছেন দেখছি—আর এক সময় আস্‌ব এখন। (প্রস্থান)

বিপিন। (তানপুরা তুলিয়া লইয়া) সারে গা, রেগামা, গামাপা,—

শ্রীশের প্রবেশ।

শ্রীশ। কিহে বিপিন—একি? কুস্তি ছেড়ে দিয়ে গান ধরেছ?

বিপিন। (শিক্ষকের প্রতি) ওস্তাদজি আজ ছুটি। কাল বিকেলে এস! (ওস্তাদের প্রস্থান) কি করব বল, গান না শিখলে ত তোমার সন্ন্যাসীদলে আমল পাওয়া যাবে না।

শ্রীশ। আচ্ছা, তুমি যে সারেগামা সাধতে বসেছ, কুমার সভার সেই লেখাটায় হাত দিতে পেরেছ?

বিপিন। না ভাই সেটাতে এখনো হাত দিতে পারিনি। তোমার লেখাটি হয়ে গেছে নাকি?

শ্রীশ। না আমিও হাত দিইনি! (কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া) না ভাই ভারি অন্যায় হচ্চে। ক্রমেই আমরা আমাদের সঙ্কল্প থেকে যেন দূরে চলে যাচ্চি।

বিপিন। অনেক সঙ্কল্প ব্যাঙাচির ল্যাজের মত, পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে আপনি অন্তর্দ্ধান করে। কিন্তু যদি ল্যাজ টুকুই থেকে যেত, আর ব্যাংটা যেত শুকিয়ে, সে কি রকম হত? এক সময়ে একটা সঙ্কল্প করেছিলেম বলেই যে সেই সঙ্কল্পের খাতিরে নিজেকে শুকিয়ে মারতে হবে আমি ত তার মানে বুঝিনে।

শ্রীশ। আমি বুঝি। অনেক সঙ্কল্প আছে যার কাছে নিজেকে শুকিয়ে মারাও শ্রেয়! অফলা গাছের মত আমাদের ডালে পালায় প্রতিদিন যেন অতিরিক্ত পরিমাণ রস সঞ্চার হচ্চে এবং সফলতার আশা প্রতিদিন যেন দূর হয়ে যাচ্চে। আমি ভুল করেছিলুম ভাই বিপিন—সব বড় কাজেই তপস্যা চাই, নিজেকে নানা ভোগ থেকে বঞ্চিত না করলে, নানা দিক থেকে প্রত্যাহার করে না আন্‌তে পারলে চিত্তকে কোন মহৎ কাজে সম্পূর্ণভাবে নিযুক্ত করা যায় না—এবার থেকে রসচর্চ্চা একেবারে পরিত্যাগ করে কঠিন কাজে হাত দেব—এই রকম প্রতিজ্ঞা করেছি।

বিপিন। তোমার কথা মানি। কিন্তু সব

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

তৃণেইত ধান ফলে না—শুকতে গেলে কেবল নাহক্ শুকিয়ে মরাই হবে ফল ফল্‌বে না। কিছু দিন থেকে আমার মনে হচ্চে আমরা যে সঙ্কল্প গ্রহণ করেছি সে সঙ্কল্প আমাদের দ্বারা সফল হবে না—অতএব আমাদের স্বভাবসাধ্য অন্য কোন রকম পথ অবলম্বন করাই শ্রেয়।

শ্রীশ। এ কোন কাজের কথা নয়। বিপিন, তোমার তম্বুরা ফেল—

বিপিন। আচ্ছা ফেল্লুম, তাতে পৃথিবীর কোন ক্ষতি হবে না।

শ্রীশ। চন্দ্র বাবুর বাসায় আমাদের সভা তুলে নিয়ে যাওয়া যাক্—

বিপিন। উত্তম কথা।

শ্রীশ। আমরা দুজনে মিলে রসিক বাবুকে একটু সংযত করে রাখ্‌ব।

বিপিন। তিনি একলা আমাদের দুজনকে অসংযত করে না তোলেন।

দ্বিতীয় ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। একটি বুড়ো বাবু এসেছেন!

বিপিন। বুড়ো বাবু? জ্বালালে দেখ্‌ছি! বনমালী এসেছে!

শ্রীশ। বনমালী? সে যে এক বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছেও এসেছিল!

বিপিন। আমাকেও সে গোড়ায় খুব সৎপাত্র বলে ঠাওরেছিল, আশা করেছিলেম শেষাশেষি তার মতের পরিবর্ত্তন হয়ে এসেছে, কিন্তু দেখছি এখনো আমাকে ভাল মানুষ বলে বিশ্বাস করে। ওরে, বুড়োকে বিদায় করে দে!

শ্রীশ। তুমি বিদায় করলে আবার আমার ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়বে। তার চেয়ে ডেকে আনুক্ আমরা দুজনে মিলে বিদায় করে দিই। (ভৃত্যের প্রতি) বুড়োকে নিয়ে আয়!

রসিকের প্রবেশ।

বিপিন। একি! এত বনমালী নয়, এযে রসিক বাবু!

রসিক। আজ্ঞে হাঁ,—আপনাদের আশ্চর্য্য চেনবার শক্তি—আমি বনমালী নই। ধীর সমীরে যমুনা তীরে বসতি বনে বনমালী

শ্রীশ। না রসিক বাবু, ও সব নয়, রসালাপ আমরা বন্ধ করে দিয়েছি!

রসিক। আঃ বাঁচিয়েছেন!

শ্রীশ। অন্য সকল প্রকার আলোচনা পরিত্যাগ করে এখন থেকে আমরা একান্ত মনে কুমার সভার কাজে লাগ্‌ব।

রসিক। আমারও সেই ইচ্ছে।

শ্রীশ। বনমালী বলে এক জন বুড়ো কুমারটুলির নীলমাধব চৌধুরীর দুই কন্যার সঙ্গে আমাদের বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল আমরা তাকে সংক্ষেপে বিদায় করে দিয়েছি—এ সকল প্রসঙ্গও আমাদের কাছে অসঙ্গত বোধ হয়।

রসিক। আমার কাছেও ঠিক তাই। বনমালী যদি দুই বা ততোধিক কন্যার বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে আমার কাছে উপস্থিত হতেন তবে বোধ হয় তাঁকে নিষ্ফল হয়ে ফিরতে হত!

বিপিন। রসিক বাবু কিছু জলযোগ করে যেতে হবে!

রসিক। না মশায়, আজ থাক্। আপনাদের সঙ্গে দুটো একটা বিশেষ কথা ছিল কিন্তু কঠিন প্রতিজ্ঞার কথা শুনে সাহস হচ্চে না।

বিপিন। (সাগ্রহে) না, না, তাই বলে কথা থাকতে বল্‌বেন না কেন?

শ্রীশ। আমাদের যতটা ঠাওরাচ্চেন ততটা ভয়ঙ্কর নই। কথাটা কি বিশেষ করে আমার সঙ্গে?

বিপিন। না, সে দিন যে রসিক বাবু

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

বল্‌ছিলেন আমারি সঙ্গে ওঁর দুটো একটা আলোচনার বিষয় আছে।

রসিক। কাজ নেই থাক্‌!

শ্রীশ। বলেন ত আজ রাত্রে গোল-দিঘির ধারে—

রসিক। না শ্রীশ বাবু মাপ করবেন।

শ্রীশ। বিপিন ভাই, তুমি একটু ও ঘরে যাও না, বোধ হয় তোমার সাক্ষাতে রসিক বাবু—

রসিক। না না দরকার কি—

বিপিন। তার চেয়ে রসিক বাবু, তেতলার ঘরে চলুন—শ্রীশ এখানে একটু অপেক্ষা করবেন এখন!

রসিক। না আপনারা দুইজনেই বসুন—আমি উঠি।

বিপিন। সে কি হয়! কিছু খেয়ে যেতে হবে।

শ্রীশ। না আপনাকে কিছুতেই ছাড়‌চিনে! সে হবে না।

রসিক। তবে কথাটা বলি। নৃপবালা নীরবালার কথা ত পূর্ব্বেই আপনারা শুনচেন—

শ্রীশ। শুনেছি বই কি—তা নৃপবালার সম্বন্ধে যদি কিছু—

বিপিন। নীরবালার কোন বিশেষ সংবাদ—

রসিক। তাঁদের দুজনের সম্বন্ধেই বিশেষ চিন্তার কারণ হয়ে পড়েছে।

উভয়ে। অসুখ নয় ত?

রসিক। তার চেয়ে বেশী। তাঁদের বিবাহের সম্বন্ধ—

শ্রীশ। বলেন কি রসিক বাবু? বিবাহের ত কোন কথা শোনা যায় নি—

রসিক। কিছু না—হঠাৎ মা কাশী থেকে এসে দুটো অকাল কুষ্মাণ্ডের সঙ্গে মেয়ে দুটির বিবাহ স্থির করেছেন—

বিপিন। এ ত কিছুতেই হতে পারে না রসিক বাবু!

শ্রীশ। একি কখনো সম্ভব হয়?

রসিক। এখন আপনারা সাহায্য না করলে মেয়ে দুটি নেহাৎ জলে পড়ে—

শ্রীশ। নিশ্চয় সাহায্য করব।

বিপিন। কি করতে হবে বলুন!

রসিক। শুক্রবারে সেই ছেলে দুটি নৃপ নীরুকে দেখ্‌তে আসবে—

শ্রীশ। দেখতে আস্‌বে বলেন কি?

বিপিন। আমি পথের মধ্যে তাদের আটকে রাখ্‌ব।

রসিক। তার দরকার হবে না—তাদের আমি সাম্‌লাতে পারব, সেই দিন আপনারা মেয়ে দেখ্‌তে যাবেন, মা মনে করবেন তারাই এসেছে—

শ্রীশ। খুব ভাল কথা!

বিপিন। এ ত আমাদের কর্ত্তব্য কাজ।

রসিক। সে দিনটা কোন প্রকারে ঠেকিয়ে রাখলে তার পরে আমরা যোগাড় জাগাড় করে দুটি ভাল পাত্র স্থির করতে পারব—আপনারাও একটু সন্ধান করে দেখবেন—

শ্রীশ। ভাল পাত্র পাওয়া ভারি শক্ত—

বিপিন। তাঁদের মত শিক্ষিত মেয়ের উপযুক্ত সম্মান বোঝে আজকালকার দিনে এমন ছেলে ক'টা পাওয়া যায়!

রসিক। সেই জন্মেই ত এতদিন অপেক্ষা করে অবশেষে এই ঘোর বিপদে পড়া গেছে। বিবাহের প্রসঙ্গ মাত্র আপনাদের কাছে অপ্রিয় অথচ দেখুন আপনাদের হৃদ—

বিপিন। সে জন্ম কিছুমাত্র সঙ্কোচ করবেন না রসিক বাবু—

শ্রীশ। আপনি যে আর কারো কাছে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

না গিয়ে আমাদের কাছে এসেছেন এ জন্তে আপনাকে অন্তরের সঙ্গে ধন্তবাদ দিচ্চি।

রসিক। আমি আর আপনাদের ধন্যবাদ দেব না! সেই কন্যা ছুটির চিরজীবনের ধন্যবাদ আপনাদের পুরস্কৃত করবে।

বিপিন। ওরে পাখাটা টান্।

শ্রীশ। রসিক বাবুর জন্যে যে জলখাবার আনাবে বলেছিলে—

বিপিন। সে এল বলে! ততক্ষণ এক গ্লাস বরফ দেওয়া জল খান্—

শ্রীশ। জল কেন, লেমনেড আনিয়ে দাও না। (পকেট হইতে টিনের বাক্স বাহির করিয়া) এই নিন্ রসিক বাবু পান খান!

বিপিন। ওদিকে কি হাওয়া পাচ্চেন? এই তাকিয়াটা নিন্ না।

শ্রীশ। আচ্ছা, রসিক বাবু, নৃপবালা বুঝি খুব বিষণ্ণ হয়ে পড়েছেন—

বিপিন। নীরবালাও অবশ্য খুব—

রসিক। সে আর বল্‌তে।

শ্রীশ। নৃপবালা বুঝি কান্নাকাটি করচেন?

রসিক। আচ্ছা নীরবালা তাঁর মাকে কেন একটু ভাল করে বুঝিয়ে বলেন না—

রসিক। (স্বগত) ঐরে সুরু হ'ল? আমার লেমনেডে কাজ নাই! (প্রকাশ্যে) মাপ করবেন, আমায় কিন্তু এখনি উঠ্‌তে হচ্চে!

শ্রীশ। বলেন কি?

বিপিন। সে কি হয়?

রসিক। সেই ছেলে ছুটোকে ভুল ঠিকানা দিয়ে আস্‌তে হবে নইলে—

শ্রীশ। বুঝেছি, তা হলে এখনি যান্!

বিপিন। তা হলে আর দেরি করবেন না!

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

নির্ম্মলা বাতায়নতলে আসীন। চন্দ্রের প্রবেশ।

চন্দ্র। (স্বগত) বেচারা নির্ম্মল বড় কঠিন ব্রত গ্রহণ করেছে। আমি দেখচি ক'দিন ধরে ও চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে রয়েছে; স্ত্রীলোক, মনের উপর এতটা ভার কি সহ্য করতে পারবে? (প্রকাশ্যে) নির্ম্মল!

নির্ম্মলা। (চমকিয়া) কি মামা!

চন্দ্র। সেই লেখাটা নিয়ে বুঝি ভাবচ? আমার বোধ হয় অধিক না ভেবে মনকে ছুই একদিন বিশ্রাম দিলে লেখার পক্ষে সুবিধা হতে পারে।

নির্ম্মলা। (লজ্জিত হইয়া) আমি ঠিক ভাবছিলুম না মামা। আমার এতক্ষণ সেই লেখায় হাত দেওয়া উচিত ছিল, কিন্তু এই ক'দিন থেকে গরম পড়ে দক্ষিণে হওয়া দিতে আরম্ভ করেছে, কিছুতেই যেন মন বসাতে পারচিনে—ভারি অন্যায় হচ্চে আজ আমি যেমন করে হোক্—

চন্দ্র। না, না, জোর করে চেষ্টা কোরো না। আমার বোধ হয় নির্ম্মল, বাড়িতে কেউ সঙ্গিনী নেই, নিতান্ত একলা কাজ করতে তোমার শ্রান্তি বোধ হয়। কাজে ছুই একজনের সঙ্গ এবং সহায়তা না হলে—

নির্ম্মলা। অবলাকান্ত বাবু আমাকে কতকটা সাহায্য করবেন বলেচেন—আমি তাঁকে রোগীশুশ্রূষা সম্বন্ধে সেই ইংরাজী বইটা দিয়েছি, তিনি একটা অধ্যায় আজ লিখে পাঠাবেন বলেচেন—বোধ হয় এখনি পাওয়া যাবে, তাই আমি অপেক্ষা করে বসে আছি।

চন্দ্র। ঐ ছেলেটি বড় ভাল—

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

নির্ম্মলা। খুব ভাল—চমৎকার—

চন্দ্র। এমন অধ্যবসায়, এমন কার্য্য-তৎপরতা-

নির্ম্মলা। আর এমন সুন্দর নম্রস্বভাব!

চন্দ্র। ভাল প্রস্তাবমাত্রেই তাঁর উৎসাহ দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়েছি।

নির্ম্মলা। তা ছাড়া, তাঁকে দেখ্‌বামাত্র তাঁর মনের মাধুর্য্য মুখে এবং চেহারায় কেমন স্পষ্ট বোঝা যায়।

চন্দ্র। এত অল্পকালের মধ্যেই যে কারো প্রতি এত গভীর স্নেহ জন্মাতে পারে তা আমি কখনো মনে করিনি—আমার ইচ্ছা করে ঐ ছেলেটিকে নিজের কাছে রেখে ওর সকল প্রকার লেখাপড়ার এবং কাজে সহায়তা করি!

নির্ম্মলা। তা হলে আমারও ভারি উপকার হয়, অনেক কাজ করতে পারি! আচ্ছা এ রকম প্রস্তাব করে একবার দেখই না!—ঐ যে বেহারা আস্‌চে। বোধ হয় তিনি লেখাটা পাঠিয়ে দিয়েছেন। রামদীন, চিঠি আছে? এইদিকে নিয়ে আয়। (বেহারার প্রবেশ ও চন্দ্রবাবুর হাতে চিঠি প্রদান) মামা, সেই প্রবন্ধটা নিশ্চয় তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, ওটা আমাকে দাও!

চন্দ্র। না ফেনি, এটা আমার চিঠি।

নির্ম্মলা। তোমার চিঠি! অবলাকান্ত বাবু বুঝি তোমাকেই লিখেচেন? কি লিখেচেন?

চন্দ্র। না, এটা পূর্ণর লেখা।

নির্ম্মলা। পূর্ণবাবুর লেখা? ওঃ।

চন্দ্র। পূর্ণ লিখচেন—"গুরুদেব আপনার চরিত্র মহৎ, মনের বল অসামান্য; আপনার মত বলিষ্ঠ প্রকৃতি লোকেই মানুষের দুর্ব্বলতা ক্ষমার চক্ষে দেখিতে পারেন ইহাই মনে করিয়া অদ্য এই চিঠিখানি আপনাকে লিখিতে সাহসী হইতেছি।"

নির্ম্মলা। হয়েছে কি? বোধ হয় পূর্ণ বাবু চিরকুমার সভা ছেড়ে দেবেন তাই এত ভূমিকা করচেন। লক্ষ্য করে দেখেছ বোধ হয় পূর্ণ বাবু আজ কাল কুমার সভার কোন কাজই করে উঠতে পারেন না।

চন্দ্র। "দেব, আপনি যে আদর্শ আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন তাহা অত্যুচ্চ, যে উদ্দেশ্য আমাদের মস্তকে স্থাপন করিয়াছেন তাহা গুরুভার—সে আদর্শ এবং সেই উদ্দেশ্যের প্রতি এক মুহূর্ত্তের জন্য ভক্তির অভাব হয় নাই কিন্তু মাঝে মাঝে শক্তির দৈন্য অনুভব করিয়া থাকি তাহা শ্রীচরণ সমীপে সবিনয়ে স্বীকার করিতেছি।

নির্ম্মলা। আমার বোধ হয়, সকল বড় কাজেই মানুষ মাঝে মাঝে আপনার অক্ষমতা অনুভব করে হতাশ হয়ে পড়ে—শ্রান্ত মন এক একবার বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়, কিন্তু সে কি বরাবর থাকে?

চন্দ্র। "সভা হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া যখন কার্য্যে হাত দিতে যাই, তখন সহসা নিজকে একক মনে হয়, উৎসাহ যেন আশ্রয়-হীন লতার মত লুণ্ঠিত হইয়া পড়িতে চাহে।" নির্ম্মল আমরা ত ঠিক এই কথাই বল্‌ছিলেম।

নির্ম্মলা। পূর্ণবাবু যা লিখেচেন সেটা সত্য—মানুষের সঙ্গ না হলে কেবলমাত্র সঙ্কল্প নিয়ে উৎসাহ জাগিয়ে রাখা শক্ত।

চন্দ্র। "আমার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন, কিন্তু অনেক চিন্তা করিয়া একথা স্থির বুঝিয়াছি, কুমারব্রত সাধারণ লোকের জন্য নহে,—তাহাতে বল দান করেনা, বল হরণ করে। স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের দক্ষিণ হস্ত—তাহারা মিলিত থাকিলে তবেই সম্পূর্ণরূপে সংসারের সকল কাজের উপযোগী হইতে পারে।" তোমার কি মনে হয় নির্ম্মল? (নির্ম্মলা নিরুত্তর)

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

অক্ষয়বাবুও এই কথা নিয়ে সে দিন আমার সঙ্গে তর্ক কর্‌ছিলেন, তাঁর অনেক কথার উত্তর দিতে পারি!

নির্ম্মলা। তা হতে পারে। বোধ হয় কথাটার মধ্যে অনেকটা সত্য আছে।

চন্দ্র। "গৃহস্থসন্তানকে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত না করিয়া গৃহাশ্রমকে উন্নত আদর্শে গঠিত করাই আমার মতে শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।"

নির্ম্মলা। এ কথাটা কিন্তু পূর্ণবাবু বেশ বলেচেন।

চন্দ্র। আমিও কিছুদিন থেকে মনে কর্‌ছিলেম কুমারব্রত গ্রহণের নিয়ম উঠিয়ে দেব।

নির্ম্মলা। আমারও বোধ হয় উঠিয়ে দিলে মন্দ হয় না, কি বল মামা? অন্য কেউ কি আপত্তি করবেন? অবলাকান্তবাবু, শ্রীশবাবু—

চন্দ্র। আপত্তির কোন কারণ নেই।

নির্ম্মলা। তবু একবার অবলাকান্ত বাবুদের মত নিয়ে দেখা উচিত।

চন্দ্র। মত ত নিতেই হবে।—(পত্রপাঠ) "এ পর্য্যন্ত যাহা লিখিলাম সহজে লিখিয়াছি, এখন যাহা বলিতে চাহি তাহা লিখিতে কলম সরিতেছে না।"

নির্ম্মলা। মামা, পূর্ণবাবু হয়ত কোন গোপনীয় কথা লিখ্‌চেন, তুমি চেঁচিয়ে পড়চ কেন?

চন্দ্র। ঠিক বলেছ ফেনি। (আপন মনে পাঠ) কি আশ্চর্য্য! আমি কি সকল বিষয়েই অন্ধ! এত দিন ত আমি কিছুই বুঝতে পারি নি! নির্ম্মল, পূর্ণ বাবুর কোন ব্যবহার কি কখনো তোমার কাছে—

নির্ম্মলা। হাঁ, পূর্ণ বাবুর ব্যবহার আমার কাছে মাঝে মাঝে অত্যন্ত নির্ব্বোধের মত ঠেকেছিল।

চন্দ্র। অথচ পূর্ণবাবু খুব বুদ্ধিমান। তাহলে তোমাকে খুলে বলি—পূর্ণবাবু বিবাহের প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন—

নির্ম্মলা। তুমি ত তাঁর অভিভাবক নও—তোমার কাছে প্রস্তাব—

চন্দ্র। আমি যে তোমার অভিভাবক—এই পড়ে দেখ।

নির্ম্মলা। (পত্র পড়িয়া রক্তিম মুখে) এ হতেই পারে না।

চন্দ্র। আমি তাকে কি বল্‌ব?

নির্ম্মলা। বোলো, কোন মতে হতেই পারে না।

চন্দ্র। কেন নির্ম্মল, তুমি ত বল্‌ছিলে কুমার ব্রত পালনের নিয়ম সভা থেকে উঠিয়ে দিতে তোমার আপত্তি নেই।

নির্ম্মলা। তাই বলেই কি যে প্রস্তাব কর্‌বে তাকেই—

চন্দ্র। পূর্ণ বাবু ত যে সে নয়, অমন ভাল ছেলে—

নির্ম্মলা। মামা, তুমি এসব বিষয়ে কিছুই বোঝ না, তোমাকে বোঝাতে পারবও না—আমার কাজ আছে। (প্রস্থানোদ্যম) মামা, তোমার পকেটে ওটা কি উঁচু হয়ে আছে?

চন্দ্র। (চমকিয়া উঠিয়া) হাঁ হাঁ ভুলে গিয়েছিলেম—বেহারা আজ সকালে তোমার নাম লেখা একটা কাগজ আমাকে দিয়ে গেছে—

নির্ম্মলা। (তাড়াতাড়ি কাগজ লইয়া) দেখ দেখি মামা, কি অন্যায়, অবলাকান্ত বাবুর লেখাটা সকালেই এসেছে আমাকে দাওনি? আমি ভাবছিলেম তিনি হয়ত ভুলেই গেছেন—ভারি অন্যায়!

চন্দ্র। অন্যায় হয়েছে বটে। কিন্তু এর চেয়ে ঢের বেশী অন্যায় ভুল আমি প্রতিদিনই করে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

থাকি কেনি—তুমিই ত আমাকে প্রত্যেকবার সহাস্যে মাপ করে করে প্রশ্রয় দিয়েছ।

নির্ম্মলা। না, ঠিক অন্যায় নয়—আমিই অবলাকান্ত বাবুর প্রতি মনে মনে অন্যায় করছিলেম, ভাব্‌ছিলেম—এই যে রসিকবাবু আস্‌চেন। আসুন রসিক বাবু, মামা এই-খানেই আছেন।

রসিকের প্রবেশ।

চন্দ্র। এই যে রসিকবাবু এসেছেন ভালই হয়েছে।

রসিক। আমার আসাতেই যদি ভাল হয় চন্দ্রবাবু তাহলে আপনাদের পক্ষে ভাল অত্যন্ত সুলভ। যখনি বলবেন তখনি আসব, নাবল্লেও আস্‌তে রাজি আছি।

চন্দ্র। আমরা মনে করচি আমাদের সভা থেকে চিরকুমার ব্রতের নিয়মটা উঠিয়ে দেব —আপনি কি পরামর্শ দেন?

রসিক। আমি খুব নিঃস্বার্থভাবেই পরা-মর্শ দিতে পারিব, কারণ, এ ব্রত রাখুন বা উঠিয়ে দিন আমার পক্ষে দুই সমান। আমার পরামর্শ এই যে উঠিয়ে দিন, নইলে সে কোন্‌ দিন আপনিই উঠে যাবে। আমাদের পাড়ার রামহরি মাতাল রাস্তার মাঝখানে এসে সক-লকে ডেকে বলেছিল, বাবাসকল, আমি স্থির করেছি এইখানটাতেই আমি পড়ব। স্থির না করলেও সে পড়ত, অতএব স্থির করাটাই তার পক্ষে ভাল হয়েছিল!

চন্দ্র। ঠিক বলেচেন রসিকবাবু, যে জিনিষ বলপূর্ব্বক আস্‌বেই তাকে বল প্রকাশ করতে না দিয়ে আসতে দেওয়াই ভাল। আসচে রবিবারের পূর্ব্বেই এই প্রস্তাবটা সকলের কাছে একবার তুলতে চাই।

রসিক। আচ্ছা শুক্রবারের সন্ধ্যাবেলায় আপনারা আমাদের ওখানে যাবেন আমি সক-লকে সংবাদ দিয়ে আনাব।

চন্দ্র। রসিকবাবু, আপনার যদি সময় থাকে তা হলে আমাদের দেশে গোজাতির উন্নতি সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব আপনাকে—

রসিক। বিষয়টা শুনে খুব ঔৎসুক্য জন্মাচ্চে, কিন্তু সময় খুব যে বেশী—

নির্ম্মলা। না রসিকবাবু, আপনি ও ঘরে চলুন, আপনার সঙ্গে অনেক কথা কবার আছে। মামা, তোমার লেখাটা শেষ কর, আমরা থাক্‌লে ব্যাঘাত হবে।

রসিক। তা হলে চলুন।

নির্ম্মলা। (চলিতে চলিতে) অবলাকান্ত বাবু আমাকে তাঁর সেই সেই লেখাটা পাঠিয়ে দিয়েছেন—আমার অনুরোধ যে তিনি মনে করে রেখেছিলেন সে জন্যে আপনি তাঁকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন!

রসিক। ধন্যবাদ না পেলেও আপনার অনুরোধ রক্ষা করেই তিনি কৃতার্থ।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

জগত্তারিণী। বাবা অক্ষয়! দেখত, মেয়ে-দের নিয়ে আমি কি কিরি! নেপ বসে বসে কাঁদচে, নীর রেগে অস্থির, সে বলে সে কোন মতেই বেরবে না। ভদ্রলোকের ছেলেরা আজ এখনি আসবে, তাদের এখন কি বলে ফেরাবে! তুমিই বাপু ওদের শিখিয়ে পড়িয়ে বিবি করে তুলেছ এখন তুমিই ওদের সামলাও!

পুরবালা। সত্যি, আমিও ওদের রকম দেখে অবাক্‌ হয়ে গেছি ওরা কি মনে করেছে ওরা—

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

অক্ষয়। বোধ হয় আমাকে ছাড়া আর কাউকে ওরা পছন্দ করচে না; তোমারই সহোদরা কিনা, রুচিটা তোমারি মত!

পুরবালা। ঠাট্টা রাখ, এখন ঠাট্টার সময় নয়—তুমি ওদের একটু বুঝিয়ে বলবে কি না বল! তুমি না বল্লে ওরা শুনবে না!

অক্ষয়। এত অনুগত! এঁকেই বলে ভগ্নী-পতিব্রতা শালী! আচ্ছা আমার কাছে একবার পাঠিয়ে দাও,—দেখি। (জগত্তারিণী ও পুরবালার প্রস্থান)

নৃপ ও নীরর প্রবেশ।

নীর। না, মুখুয্যেমশায়, সে কোনমতেই হবে না।

নৃপ। মুখুয্যেমশায় তোমার দুটি পায়ে পড়ি আমাদের যার তার সাম্‌নে ও রকম করে বের কোরো না।

অক্ষয়। ফাঁসির হুকুম হলে একজন বলেছিল, আমাকে বেশী উঁচুতে চড়িয়ো না আমার মাথাঘোরা ব্যামো আছে। তোদের যে তাই হল। বিয়ে করতে যাচ্চিস এখন দেখা দিতে লজ্জা করলে চলবে কেন?

নীর। কে বল্লে আমরা বিয়ে করতে যাচ্চি?

অক্ষয়। অহো, শরীরে পুলক সঞ্চার হচ্চে।—কিন্তু হৃদয় দুর্ব্বল এবং দৈব বলবান্, যদি দৈবাৎ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করতে হয়—

নীর। না ভঙ্গ হবে না।

অক্ষয়। হবে না ত? তবে নির্ভয়ে এস; যুবক দুটোকে দেখা দিয়ে আধপোড়া করে ছেড়ে দাও—হতভাগারা বাসায় ফিরে গিয়ে মরে থাকুক।

নীর। অকারণে প্রাণী হত্যা করবার জন্যে আমাদের এত উৎসাহ নেই।

অক্ষয়। জীবের প্রতি কি দয়া! কিন্তু সামান্য ব্যাপার নিয়ে গৃহবিচ্ছেদ করবার দরকার কি? তোদের মা দিদি যখন ধরে পড়েচেন এবং ভদ্রলোক দুটি যখন গাড়িভাড়া করে আসচে তখন একবার মিনিট পাঁচেকের মত দেখা দিস্, তারপরে আমি আছি—তোদের অনিচ্ছায় কোনমতেই বিবাহ দিতে দেব না।

নীর। কোনমতেই না?

অক্ষয়। কোনমতেই না!

পুরবালার প্রবেশ।

পুর। আয়, তোদের সাজিয়ে দিইগে।

নীর। আমরা সাজব না।

পুর। ভদ্রলোকের সামনে এই রকম বেশেই বেরোবি? লজ্জা করবে না?

নীর। লজ্জা করবে বৈ কি দিদি—কিন্তু সেজে বেরতে আরো বেশী লজ্জা করবে।

অক্ষয়। উমা তপস্বিনী বেশে মহাদেবের মনোহরণ করেছিলেন; শকুন্তলা যখন দুষ্মন্তের হৃদয় জয় করেছিল তখন তার গায়ে একখানি বাকল ছিল, কালিদাস বলেন সেও কিছু আঁট হয়ে পড়েছিল, তোমার বোনেরা সেই সব পড়ে সেয়ানা হয়ে উঠেছে সাজতে চায় না।

পুর। সে সব হল সত্যযুগের কথা। কলিকালের দুষ্মন্ত মহারাজারা সাজসজ্জাতেই ভোলেন।

অক্ষয়। যথা—

পুর। যথা তুমি। যেদিন তুমি দেখতে এলে মা বুঝি আমাকে সাজিয়ে দেন নি?

অক্ষয়। আমি মনে মনে ভাবলেম, সাজেও যখন একে সেজেছে তখন সৌন্দর্য্যে না জানি কত শোভা হবে!

পুর। আচ্ছা তুমি থাম, নীরু আয়!

নীরু। না ভাই দিদি—

পুর। আচ্ছা, সাজ নাই করলি চুল ত বাঁধতে হবে।

অক্ষয়। (গান) অলকে কুসুম না দিয়ো,
শুধু, শিথিল কবরী বাঁধিয়ো!
কাজলবিহীন সজল নয়নে
হৃদয়দুয়ারে ঘা দিয়ো!
আকুল আঁচলে পথিকচরণে
মরণের ফাঁদ ফাঁদিয়ো!
না করিয়া বাদ মনে যাহা সাধ
নিদয়া নীরবে সাধিয়ো!

পুর। তুমি আবার গান ধরলে? আমি কখন কি করি বল দেখি? তাদের আসবার সময় হল—এখনো আমার খাবার তৈরি করা বাকি আছে। (নৃপ নীরুকে লইয়া প্রস্থান)

রসিকের প্রবেশ।

অক্ষয়। পিতামহ ভীষ্ম, যুদ্ধের সমস্তই প্রস্তুত?

রসিক। সমস্তই। বীর পুরুষ দুটিও সমাগত।

অক্ষয়। এখন কেবল দিব্যাস্ত্র দুটি সাজতে গেছেন। তুমি তাহলে সেনাপতির ভার গ্রহণ কর, আমি একটু অন্তরালে থাকতে ইচ্ছা করি।

রসিক। আমিও প্রথমটা একটু আড়াল হই! (উভয়ের প্রস্থান)

শ্রীশ ও বিপিনের প্রবেশ।

শ্রীশ। বিপিন, তুমি ত আজকাল সঙ্গীত বিদ্যার উপর চীৎকার শব্দে ডাকাতী আরম্ভ করেছ—কিন্তু আদায় কর্‌তে পারলে?

বিপিন। কিছু না! সঙ্গীতবিদ্যার দ্বারে সপ্তসুর অনবরত পাহারা দিচ্ছে, সেখানে কি আমার ঢোকবার যো আছে? কিন্তু এ প্রশ্ন কেন তোমার মনে উদয় হল?

শ্রীশ। আজকাল মাঝে মাঝে কবিতায় সুর বসাতে ইচ্ছে করে! সে দিন বইয়ে পড়ছিলুম—

কেন সারাদিন ধীরে ধীরে
বালু নিয়ে শুধু খেল তীরে!
চলে যায় বেলা, রেখে মিছে খেলা
ঝাঁপ দিয়ে পড় কালো নীরে।
অকূল ছানিয়ে যা' পাস্ তা' নিয়ে
হেসে কেঁদে চল ঘরে ফিরে!

মনে হচ্ছিল এর সুরটা যেন জানি কিন্তু গাবার যো নেই!

বিপিন। জিনিষটা মন্দ নয় হে—তোমার কবি লেখে ভাল! ওহে ওর পরে আর কিছু নেই? যদি সুরু করলে ত শেষ কর।

শ্রীশ।
নাহি জানি মনে কি বাসিয়া
পথে বসে আছে কে আসিয়া!
যে ফুলের বাসে অলস বাতাসে
হৃদয় দিতেছে উদাসিয়া,
যেতে হয় যদি চল নিরবধি
সেই ফুলবন তলাসিয়া!

বিপিন। বাঃ বেশ! কিন্তু শ্রীশ, শেল্লের কাছে তুমি কি খুঁজে বেড়াচ্ছ?

শ্রীশ। সেই যে সে দিন যে বইটাতে দুটি নাম লেখা দেখেছিলাম, সেইটে—

বিপিন। না ভাই, আজ ওসব নয়!

শ্রীশ। কি সব নয়?

বিপিন। তাঁদের কথা নিয়ে কোন রকম—

শ্রীশ। কি আশ্চর্য্য বিপিন! তাঁদের কথা নিয়ে আমি কি এমন কোন আলোচনা করতে পারি যাতে—

বিপিন। রাগ কোরো না ভাই—আমি নিজের সম্বন্ধেই বলচি, এই ঘরেই আমি অনেক সময় রসিক বাবুর সঙ্গে তাঁদের বিষয়ে যে ভাবে আলাপ করেছি আজ সে ভাবে কোন কথা উচ্চারণ করতেও সঙ্কোচ বোধ হচ্ছে—বুঝচ না—

শ্রীশ। কেন বুঝচনা? আমি কেবল একখানি বই খুলে দেখবার ইচ্ছে করেছিলুম মাত্র—একটি কথাও উচ্চারণ করতুম না!

বিপিন। না আজ তাও না। আজ তাঁরা আমাদের সম্মুখে বেরবেন আজ আমরা যেন তার যোগ্য থাকতে পারি!

শ্রীশ। বিপিন তোমার সঙ্গে—

বিপিন। না ভাই আমার সঙ্গে তর্ক কোরোনা, আমি হারলুম—কিন্তু বইটা রাখ!

রসিকের প্রবেশ।

রসিক। এই যে, আপনারা এসে একলা বসে আছেন—কিছু মনে করবেন না—

শ্রীশ! কিছু না। এই ঘরটি আমাদের সাদর সম্ভাষণ করে নিয়েছিল!

রসিক। আপনাদের কত কষ্টই দেওয়া গেল।

শ্রীশ। কষ্ট আর দিতে পারলেন কই? একটা কষ্টের মত কষ্ট স্বীকার করবার সুযোগ পেলে কৃতার্থ হতুম।

রসিক। যা হোক্, অল্পক্ষণের মধ্যেই চুকে যাবে এই এক সুবিধে তার পরেই আপনারা স্বাধীন। ভেবে দেখুন দেখি যদি এটা সত্যকার ব্যাপার হত তাহলেই পরিণামে বন্ধন-ভয়ং! বিবাহ জিনিষটা মিষ্টান্ন দিয়েই সুরু হয় কিন্তু সকল সময় মধুরেণ সমাপ্ত হয় না। আচ্ছা আজ আপনারা দুঃখিত ভাবে এ রকম চুপচাপ করে বসে আছেন কেন বলুন্ দেখি। আমি বল্‌চি আপনাদের কোন ভয় নেই! আপনারা বনের বিহঙ্গ, দুটি খানি সন্দেশ খেয়েই আবার বনে উড়ে যাবেন, কেউ আপনাদের বাঁধবে না। নাত্র ব্যধশরাঃ পতন্তি পারতো, নৈবাত্র—দাবানলের পরিবর্তে ডাবের জল পাবেন!

শ্রীশ। আমাদের সে দুঃখ নয় রসিকবাবু, আমরা ভাবচি, আমাদের দ্বারা কতটুকু উপকারই বা হচ্চে! ভবিষ্যতের সমস্ত আশঙ্কা ত দূর করতে পারচিনে!

রসিক। বিলক্ষণ। যা করচেন তাতে আপনারা দুটি অবলাকে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করচেন—অথচ নিজেরা কোন প্রকার পাশেই বদ্ধ হচ্চেন না! (নেপথ্যে মৃদুস্বরে জগত্তারিণী) আঃ নেপ, কি ছেলে মানুষী করচিস্! শীগগির চোখের জল মুছে ঘরের মধ্যে যা! লক্ষ্মী মা আমার—কেঁদে চোখ লাল করলে কি রকম ছিরি হবে ভেবে দেখ দেখি!—নীরো যা' না! তোদের সঙ্গে আর পারিনে বাপু! ভদ্রলোকদের কতক্ষণ বসিয়ে রাখবি? কি মনে করবেন?

শ্রীশ। ঐ শুনচেন, রসিক বাবু, এ অসহ্য! এর চেয়ে রাজপুতদের কন্যাহত্যা ভাল।

বিপিন। রসিকবাবু, এঁদের এই সঙ্কট থেকে সম্পূর্ণ রক্ষা করবার জন্যে আপনি আমাদের যা বল্‌বেন আমরা তাতেই প্রস্তুত আছি!

রসিক। কিছু না, আপনাদের আর অধিক কষ্ট দেব না। কেবল আজকের দিনটা উত্তীর্ণ করে দিয়ে যান্—তার পরে আপনাদের আর কিছুই ভাবতে হবে না!

শ্রীশ। ভাবতে হবে না? কি বলেন রসিক বাবু! আমরা কি পাষাণ? আজ থেকেই আমরা বিশেষরূপে এঁদের জন্যে ভাববার অধিকার পাব।

বিপিন। এমন ঘটনার পর আমরা যদি এঁদের সম্বন্ধে উদাসীন হই তবে আমরা কাপুরুষ।

শ্রীশ। এখন থেকে এঁদের জন্যে ভাবা আমাদের পক্ষে গর্ব্বের বিষয় গৌরবের বিষয়!

রসিক। তা বেশ, ভাববেন, কিন্তু বোধ হয় ভাবা ছাড়া আর কোন কষ্ট করতে হবে না।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

শ্রীশ। আচ্ছা রসিক বাবু, আমাদের কষ্ট স্বীকার করতে দিতে আপনার এত আপত্তি হচ্চে কেন?

বিপিন। এঁদের জন্তে যদিই আমাদের কোন কষ্ট করতে হয় সেটা যে আমরা সম্মান বলে জ্ঞান করব।

শ্রীশ। দু'দিন ধরে, রসিকবাবু, বেশী কষ্ট পেতে হবে না বলে আপনি ক্রমাগতই আমাদের আশ্বাস দিচ্চেন—এতে আমরা বাস্তবিক দুঃখিত হয়েছি।

রসিক। আমাকে মাপ করবেন—আমি আর কখনও এমন অবিবেচনার কাজ করবনা, আপনারা কষ্ট স্বীকার করবেন!

শ্রীশ। আপনি কি এখনো আমাদের চিন্‌লেন না?

রসিক। চিনেছি বই কি, সেজন্তে আপনারা কিছু মাত্র চিন্তিত হবেন না।

কুণ্ঠিত নৃপ ও নীরবালার প্রবেশ।

শ্রীশ। (নমস্কার করিয়া) রসিক বাবু, আপনি এঁদের বলুন আমাদের যেন মার্জ্জনা করেন।

বিপিন। আমরা যদি ভ্রমেও ওঁদের লজ্জা বা ভয়ের কারণ হই তবে তার চেয়ে দুঃখের বিষয় আমাদের পক্ষে আর কিছু হতে পারে না, সে জন্তে যদি ক্ষমা না করেন তবে—

রসিক। বিলক্ষণ! ক্ষমা চেয়ে অপরাধিনীদের অপরাধ আরো বাড়াবেন না। এঁদের অল্প বয়স মাত্র অতিথিদের কি রকম সম্ভাষণ করা উচিত তা যদি এঁরা হঠাৎ ভুলে গিয়ে নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকেন তাহলে আপনাদের প্রতি অসদ্ভাব কল্পনা করে এঁদের আরো লজ্জিত করবেন না। নৃপ দিদি, নীর দিদি—কি বল ভাই! যদিও এখনো তোমাদের চোখের পাতা শুকোয় নি—তবু এঁদের প্রতি তোমাদের মন যে বিমুখ নয় সে কথা কি জানাতে পারি? (নৃপ ও নীরু লজ্জিত নিরুত্তর) না একটু আড়ালে জিজ্ঞাসা করা দরকার। (জনান্তিকে) ভদ্রলোকদের এখন কি বলি বলত ভাই? বলব কি, তোমরা যত শীঘ্র পার বিদায় হও!

নীর। (মৃদুস্বরে) রসিকদাদা কি বক তার ঠিক নেই, আমরা কি তাই বলেছি, আমরা কি জান্‌তুম এঁরা এসেছেন?

রসিক। (শ্রীশ বিপিনের প্রতি) এঁরা বলচেন—

সখা, কি মোর করমে লেখি—
তপন বলিয়া তপনে ডরিনু,
চাঁদের কিরণ দেখি!

এর উপরে আপনাদের আর কিছু বল্‌বার আছে?

নীর। (জনান্তিকে) আঃ রসিক দাদা, কি বল্‌চ তার ঠিক নেই! ওকথা আমরা কখন্ বল্লুম!

রসিক। (শ্রীশ বিপিনের প্রতি) এঁদের মনের ভাবটা আমি সম্পূর্ণ ব্যক্ত করতে পারিনি বলে এঁরা আমাকে ভর্ৎসনা করছেন! এঁরা বল্‌তে চান্, চাঁদের কিরণ বল্লেও যথেষ্ট বলা হয় না—তার চেয়ে আরো যদি—

নীর। (জনান্তিকে) তুমি অমন কর যদি তা হলে আমরা চলে যাব!

রসিক। সখি, ন যুক্তম্ অকৃতসৎকারম্ অতিথিবিশেষম্ উজ্ঝিত্বা স্বচ্ছন্দতো গমনম্! (শ্রীশ বিপিনের প্রতি) এঁরা বল্‌চেন এঁদের যথার্থ মনের ভাবটি যদি আপনাদের কাছে ব্যক্ত করে বলি, তা হলে এরা লজ্জায় এঘর থেকে চলে যাবেন। (নীর নৃপর প্রস্থানোদ্যম)

শ্রীশ। রসিকবাবুর অপরাধে আপনারা নির্দ্দোষদের সাজা দেবেন কেন? আমরা ত

কোন প্রকার প্রগল্‌ভতা করিনি। (উভয়ের ন যযৌ ন তস্থৌ ভাব)

বিপিন। (নীরকে লক্ষ্য করিয়া) পূর্ব্বকৃত কোন অপরাধ যদি থাকে ত ক্ষমা প্রার্থনার অবকাশ কি দেবেন না ?

রসিক। (জনান্তিকে) এই ক্ষমাটুকুর জন্যে বেচারা অনেক দিন থেকে সুযোগ প্রত্যাশা করচে—

নীর। (জনান্তিকে) অপরাধ কি হয়েছে, যে ক্ষমা করতে যাব ?

রসিক। (বিপিনের প্রতি) ইনি বল্‌চেন, আপনার অপরাধ এমন মনোহর যে, তাকে ইনি অপরাধ বলে লক্ষ্যই করেন নি।—কিন্তু আমি যদি সেই খাতাটি হরণ করতে সাহসী হতেম তবে সেটা অপরাধ হত—আইনের বিশেষ ধরায় এই রকম লিখ্‌চে।

বিপিন। ঈর্ষা করবেন না রসিকবাবু! আপনারা সর্ব্বদাই অপরাধ করবার সুযোগ পান এবং সেজন্য দণ্ড ভোগ করে কৃতার্থ হন, আমি দৈবক্রমে একটি অপরাধ করবার সুবিধা পেয়েছিলুম—কিন্তু এতই অধম যে দণ্ডনীয় বলেও গণ্য হলেম না, ক্ষমা পাবার যোগ্যতাও লাভ করলেম না!

রসিক। বিপিন বাবু, একেবারে হতাশ হবেন না! শাস্তি অনেক সময় বিলম্বে আসে কিন্তু নিশ্চিত আসে। ফস্ করে মুক্তি না পেতেও পারেন!

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। জল খাবার তৈরি। (নৃপ ও নীরর প্রস্থান)

শ্রীশ। আমরা কি দুর্ভিক্ষের দেশ থেকে আসচি রসিকবাবু? জল খাবারের জন্যে এত তাড়া কেন ?

রসিক। মধুরেণ সমাপয়েৎ!

শ্রীশ। (নিশ্বাস ফেলিয়া) কিন্তু সমাপনটাত মধুর নয়! (জনান্তিকে বিপিনের প্রতি) কিন্তু বিপিন, এদের ত প্রতারণা করে যেতে পারব না!

বিপিন। (জনান্তিকে) তা যদি করি তবে আমরা পাষণ্ড!

শ্রীশ। (জনান্তিকে) এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি।

বিপিন। (জনান্তিকে) সে কি আর জিজ্ঞাসা করতে হবে ?

রসিক। আপনারা দেখচি ভয় পেয়ে গেছেন! কোন আশঙ্কা নেই শেষকালে যেমন করেই হোক্ আমি আপনাদের উদ্ধার করবই।

(সকলের প্রস্থান)

অক্ষয় ও জগত্তারিণীর প্রবেশ।

জগৎ। দেখলে ত বাবা, কেমন ছেলে দুটি ?

অক্ষয়। মা, তোমার পছন্দ ভাল, এ কথা আমি ত অস্বীকার করতে পারি নে!

জগৎ। মেয়েদের রকম দেখলে ত বাবা! এখন কন্নাকাটি কোথায় গেছে তার ঠিক নেই!

অক্ষয়। ঐত ওদের দোষ! কিন্তু মা, তোমাকে নিজে গিয়ে আশীর্ব্বাদ দিয়ে ছেলে দুটিকে দেখতে হচ্চে।

জগৎ। সে কি ভাল হবে অক্ষয়? ওরা কি পছন্দ জানিয়েছে ?

অক্ষয়। খুব জানিয়েছে। এখন তুমি নিজে এসে আশীর্ব্বাদ করে গেলেই চট্‌পট্ স্থির হয়ে যায়।

জগৎ। তা বেশ, তোমরা যদি বল, ত যাব, আমি ওদের মার বয়সী, আমার লজ্জা কিসের!

পুরবালার প্রবেশ।

পুর। খাবার গুছিয়ে দিয়ে এসেছি।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ওদের কোন্ ঘরে বসিয়েছে আমি আর দেখ্‌তেই পেলুম না।

জগৎ। কি আর বল্‌ব পুরো, এমন সোণার চাঁদ ছেলে!

পুর। তা জান্‌তুম,! নীর নৃপর অদৃষ্টে কি খারাপ ছেলে হতে পারে!

অক্ষয়। তাদের বড়দিদির অদৃষ্টের আঁচ লেগেছে আর কি।

পুর। আচ্ছা থাম; যাও দেখি, তাদের সঙ্গে একটু আলাপ করগে; কিন্তু শৈল গেল কোথায়?

অক্ষয়। সে খুসী হয়ে দরজা বন্ধ করে পূজোয় বসেছে।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—:*:—

অক্ষয়। ব্যাপারটা কি? রসিক দা, আজকাল ত খুব খাওয়াচ্চ দেখ্‌ছি। প্রত্যহ যাকে দুবেলা দেখচ তাকে যে হঠাৎ ভুলে গেলে?

রসিক। এঁদের নতুন আদর, পাতে যা পড়চে তাতেই খুসী হচ্চেন তোমার আদর পুরোণো হয়ে এল, তোমাকে নতুন করে খুসী করি এমন সাধ্য নেই ভাই।

অক্ষয়। কিন্তু শুনেছিলেম, আজকের সমস্ত মিষ্টান্ন এবং এপরিবারের সমস্ত অনাস্বাদিত মধু উজাড় করে নেবার জন্যে দুটি অখ্যাতনামা যুবকের অভ্যুদয় হবে—এঁরা তাঁদেরই অংশে ভাগ বসাচ্চেন না কি? ওহে রসিক দা ভুল করনি ত?

রসিক। ভুলের জন্যেইত আমি বিখ্যাত। বড় মা জানেন তাঁর বুড়ো রসিককাকা যাতে হাত দেবেন তাতেই গলদ হবে।

অক্ষয়। বল কি রসিক দাদা? করেছ কি? সে দুটি ছেলেকে কোথায় পাঠালে?

রসিক। ভ্রমক্রমে তাঁদের ভুল ঠিকানা দিয়েছি!

অক্ষয়। সে বেচারাদের কি গতি হবে?

রসিক। বিশেষ অনিষ্ট হবে না। তাঁরা কুমারটুলিতে নীলমাধব চৌধুরীর বাড়িতে এতক্ষণে জলযোগ সমাধা করেছেন। বনমালী ভট্টাচার্য্য তাঁদের তত্ত্বাবধানের ভার নিয়েছেন।

অক্ষয়। তা যেন বুঝলুম, মিষ্টান্ন সকলেরই পাতে পড়ল, কিন্তু তোমারই জলযোগটি কিছু কটু রকমের হবে। এইবেলা ভ্রমসংশোধন করে নাও! শ্রীশ বাবু, বিপিন বাবু কিছু মনে কোরো না, এর মধ্যে একটু পারিবারিক রহস্য আছে।

শ্রীশ। সরল প্রকৃতি রসিক বাবু সে রহস্য আমাদের কাছে ভেদ করেই দিয়েছেন! আমাদের ফাঁকি দিয়ে আনেন নি!

বিপিন। মিষ্টান্নের থালায় আমরা অনধিকার আক্রমণ করি নি, শেষ পর্য্যন্ত তার প্রমাণ দিতে প্রস্তুত আছি।

অক্ষয়। বল কি বিপিন বাবু? তা হলে চিরকুমার সভাকে চিরজন্মের মত কাঁদিয়ে এসেছ? জেনেশুনে, ইচ্ছা পূর্ব্বক?

রসিক। না, না, তুমি ভুল করচ অক্ষয়।

অক্ষয়। আবার ভুল? আজ কি সকলেরই ভুল করবার দিন হল না কি? বিপিন দা।

(গান)

ভুলে ভুলে আজ ভুলময়!
ভুলের লতায় বাতাসের ভুলে,
ফুলে ফুলে হোক্ ফুলময়!
আনন্দ ঢেউ ভুলের সাগরে
উছলিয়া হোক্ কুলময়।

রসিক। একি বড় মা আস্‌চেন যে।

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

অক্ষয়। আস্‌বারই ত কথা! উনি ত আর কুমারটুলির ঠিকানায় যাবেন না!

জগত্তারিণীর প্রবেশ। শ্রীশ ও বিপিনের ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম! দুইজনকে দুই মোহর দিয়া জগত্তারিণীর আশীর্ব্বাদ! জনান্তিকে অক্ষয়ের সহিত জগত্তারণীর আলাপ।

অক্ষয়। মা বল্‌চেন, তোমাদের আজ ভাল করে খাওয়া হল না সমস্তই পাতে পড়ে রইল।

শ্রীশ। আমরা দুবার চেয়ে নিয়ে খেয়েছি!

বিপিন। যেটা পাতে পড়ে আছে, ওটা তৃতীয় কিস্তী।

শ্রীশ। ওটা না পড়ে থাক্‌লে আমাদেরই পড়ে থাক্‌তে হত।

জগত্তারিণী। (জনান্তিকে) তা হলে তোমরা ওঁদের বসিয়ে কথাবার্ত্তা কও বাছা আমি আসি। (প্রস্থান)

রসিক। না এ ভারি অন্যায় হল।

অক্ষয়। অন্যায়টা কি হল?

রসিক। আমি ওঁদের বারবার করে বলে এসেছি যে, ওঁরা কেবল আজ আহারটি করেই ছুটি পাবেন কোন রকম বাঁধ বন্ধনের আশঙ্কা নেই!—কিন্তু—

শ্রীশ। ওর মধ্যে কিন্তুটা কোথায় রসিক বাবু, আপনি অত চিন্তিত হচ্চেন কেন?

রসিক। বলেন কি শ্রীশবাবু, আপনাদের আমি কথা দিয়েছি যখন—

বিপিন। তা বেশ ত, এমনিই কি মহা-বিপদে ফেলেচেন!

শ্রীশ। মা আমাদের যে আশীর্ব্বাদ করে গেলেন আমরা যেন তার যোগ্য হই!

রসিক। না, না, শ্রীশবাবু, সে কোন কাজের কথা নয়। আপনারা যে দায়ে পড়ে ভদ্রতার খাতিরে—

বিপিন। রসিকবাবু আপনি আমাদের প্রতি অবিচার করবেন না—দায়ে পড়ে—

রসিক। দায় নয় ত কি মশায়। সে কিছু-তেই হবেনা! আমি বরঞ্চ সেই ছেলে দুটোকে বনমালীর হাতছাড়িয়ে কুমারটুলি থেকে এখনও ফিরিয়ে আনব তবু—

শ্রীশ। আপনার কাছে কি অপরাধ করেছি রসিক বাবু?—

রসিক। না, না, এ ত অপরাধের কথা হচ্চে না। আপনারা ভদ্রলোক, কৌমার্য্য ব্রত অবলম্বন করেছেন—আমার অনুরোধে পড়ে পরের উপকার করতে এসে শেষকালে—

বিপিন। শেষকালে নিজের উপকার করে ফেলব এটুকু আপনি সহ্য করতে পারবেন না—এমনি হিতৈষী বন্ধু!

শ্রীশ। আমরা যেটাকে সৌভাগ্য বলে স্বীকার করচি—আপনি তার থেকে আমাদের বঞ্চিত করতে চেষ্টা করচেন কেন?

রসিক। শেষকালে আমাকে দোষ দেবেন না?

বিপিন। নিশ্চয় দেব যদি না আপনি স্থির হয়ে শুভকর্ম্মে সহায়তা করেন।

রসিক। আমি এখনো সাবধান করচি—
গতং তদ্‌গাম্ভীর্য্যং তটমপি চিতং জালিকশতৈঃ
সখে হংসোত্তিষ্ঠ, ত্বরিতমমুতো গচ্ছ সরসঃ!
সে গাম্ভীর্য্য গেল কোথা, নদীতট হের হোথা
জালিকেরা জালে ফেলে ঘিরে—
সখে হংস ওঠ ওঠ, সময় থাকিতে ছোট
হেথা হতে মানসের তীরে!

শ্রীশ। কিছুতেই না! তা, আপনার সংস্কৃত শ্লোক ছুড়ে মারলেও সখা হংসরা কিছু-তেই এখান থেকে নড়চেন না!

রসিক। স্থান খারাপ বটে! নড়বার

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

যো নেই! আমি ত অচল হয়ে বসে আছি—হায়, হায়—

অয়ি কুরঙ্গ তপোবন বিভ্রমাৎ
উপগতাসি কিরাতপুরীমিমাম্!

ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য। চন্দ্রবাবু এসেচেন।

অক্ষয়। এইখানেই ডেকে নিয়ে আয়!

(ভৃত্যের প্রস্থান)

রসিক। একেবারে দারোগার হাতে চোর দুটিকে সমর্পণ করে দেওয়া হক্।

চন্দ্রবাবুর প্রবেশ।

চন্দ্র। এই যে আপনারা এসেচেন। পূর্ণ বাবুকেও দেখচি!

অক্ষয়। আজ্ঞে না, আমি পূর্ণ নই, তবু অক্ষয় বটে!

চন্দ্র। অক্ষয় বাবু! তা বেশ হয়েছে, আপনাকেও দরকার ছিল!

অক্ষয়। আমার মত অদরকারী লোককে যে দরকারে লাগাবেন তাতেই লাগতে পারি—বলুন্ কি কর্‌তে হবে?

চন্দ্র। আমি ভেবে দেখেছি, আমাদের সভা থেকে কুমার ব্রতের নিয়ম না ওঠালে সভাকে অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ করে রাখা হচ্চে! শ্রীশ বাবু বিপিন বাবুকে এই কথাটা একটু ভাল করে বোঝাতে হবে।

অক্ষয়। ভারি কঠিন কাজ, আমার দ্বারা হবে কি না সন্দেহ!

চন্দ্র। একবার একটা মতকে ভাল বলে গ্রহণ করেছি বলেই সেটাকে পরিত্যাগ করবার ক্ষমতা দূর করা উচিত নয়। মতের চেয়ে বিবেচনাশক্তি বড়। শ্রীশবাবু, বিপিন বাবু—

শ্রীশ। আমাদের অধিক বলা বাহুল্য—

চন্দ্র। কেন বাহুল্য? আপনারা যুক্তিতেও কর্ণপাত কর্‌বেন না?

বিপিন। আমরা আপনারই মতে—

চন্দ্র। আমার মত এক সময় ভ্রান্ত ছিল সে কথা স্বীকার করছি, আপনারা এখনো সেই মতেই—

রসিক। এই যে পূর্ণবাবু আস্‌চেন! আসুন্ আসুন্!

পূর্ণর প্রবেশ।

চন্দ্র। পূর্ণবাবু, তোমার প্রস্তাবমতে আমাদের সভা থেকে কুমার ব্রত তুলে দেবার জন্যেই আজ আমরা এখানে মিলিত হয়েছি! কিন্তু শ্রীশবাবু এবং বিপিনবাবু অত্যন্ত দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, এখন ওঁদের বোঝাতে পার্‌লেই—

রসিক। ওঁদের বোঝাতে আমি ত্রুটি করিনি চন্দ্রবাবু—

চন্দ্র। আপনার মত বাগ্মী যদি ফল না পেয়ে থাকেন তা হলে—

রসিক। ফল যে পেয়েছি তা ফলেন পরিচীয়তে।

চন্দ্র। কি বলচেন ভাল বুঝতে পারচিনে।

অক্ষয়। ওহে রসিক দা, চন্দ্রবাবুকে খুব স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার! আমি দুটি প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখনি এনে উপস্থিত করচি!

শ্রীশ। পূর্ণবাবু, ভাল আছেন ত?

পূর্ণ। হাঁ।

বিপিন। আপনাকে একটু শুক্‌নো দেখাচ্চে।

পূর্ণ। না, কিছু না।

শ্রীশ। আপনাদের পরীক্ষার আর ত দেরী নেই।

পূর্ণ। না।

(নৃপ ও নীরকে লইয়া অক্ষয়ের প্রবেশ।)

অক্ষয়। (নৃপ ও নীরর প্রতি) ইনি চন্দ্রবাবু ইনি তোমাদের গুরুজন, এঁকে প্রণাম কর।

(নৃপ নীরর প্রণাম) চন্দ্র বাবু, নূতন নিয়মে আপনাদের সভায় এই ছুটি সভ্য বাড়ল।

চন্দ্র। বড় খুসি হলেম। এরা কে?

অক্ষয়। আমার সঙ্গে এদের সম্বন্ধ খুব ঘনিষ্ঠ। এরা আমার ছুটি শ্যালী। শ্রীশবাবু এবং বিপিন বাবুর সঙ্গে এঁদের সম্বন্ধ শুভলগ্নে আরো ঘনিষ্ঠতর হবে। এঁদের প্রতি দৃষ্টি করলেই বুঝবেন, রসিক বাবু এই যুবক ছুটির যে মতের পরিবর্ত্তন করিয়েছেন সে কেবল মাত্র বাগ্মিরত দ্বারা নয়।

চন্দ্র। বড় আনন্দের কথা।

পূর্ণ। শ্রীশ বাবু, বড় খুসি হলুম। বিপিন বাবু আপনাদের বড় সৌভাগ্য। আশা করি, অবলাকান্ত বাবুও বঞ্চিত হন নি, তাঁরো একটি—

নির্ম্মলার প্রবেশ।

চন্দ্র। নির্ম্মলা শুনে খুসি হবে, শ্রীশবাবু এবং বিপিন বাবুর সঙ্গে এঁদের বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেছে। তা হলে কুমারব্রত উঠিয়ে দেওয়া সম্বন্ধে প্রস্তাব উত্থাপন করাই বাহুল্য।

নির্ম্মলা। কিন্তু অবলাকান্তবাবুর মত ত নেওয়া হয় নি—তাঁকে এখানে দেখচিনে—

চন্দ্র। ঠিক কথা, আমি সেটা ভুলেই গিয়েছিলুম, তিনি আজ এখনো এলেন না কেন?

রসিক। কিছু চিন্তা করবেন না, তাঁর পরিবর্ত্তন দেখলে আপনারা আরো আশ্চর্য্য হবেন।

অক্ষয়। চন্দ্রবাবু, এবারে আমাকেও দলে নেবেন। সভাটি যে রকম লোভনীয় হয়ে উঠলো, এখন আমাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন না।

চন্দ্র। আপনাকে পাওয়া আমাদের সৌভাগ্য।

অক্ষয়। আমার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি সভ্যও পাবেন। আজকের সভায় তাঁকে কিছুতেই উপস্থিত করতে পারলেম না। এখন তিনি নিজেকে সুলভ করবেন না,—বাসরঘরে ভূতপূর্ব্ব কুমারসভাটিকে সাধ্যমত পিণ্ডদান করে তার পরে যদি দেখা দেন! এইবার অবশিষ্ট সভ্যটি এলেই আমাদের চিরকুমার-সভা সম্পূর্ণ সমাপ্ত হয়।

শৈলের প্রবেশ

শৈল। (চন্দ্রকে প্রণাম করিয়া) আমাকে ক্ষমা করবেন!

শ্রীশ। একি, অবলাকান্ত বাবু—

অক্ষয়। আপনারা মত পরিবর্ত্তন করেছেন, ইনি বেশ পরিবর্ত্তন করেছেন মাত্র।

রসিক। শৈলজা ভবানী এতদিন কিরাত বেশ ধারণ করেছিলেন, আজ ইনি আবার তপস্বিনী বেশ গ্রহণ করলেন।

চন্দ্র। নির্ম্মলা আমি কিছুই বুঝতে পারচিনে।

নির্ম্মলা। অন্যায়! ভারি অন্যায়! অবলাকান্তবাবু—

অক্ষয়। নির্ম্মলা দেবী ঠিক বলেছেন—অন্যায়! কিন্তু সে বিধাতার অন্যায়! এঁর অবলাকান্ত হওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু ভগবান্ এঁকে বিধবা শৈলবালা করে কি মঙ্গল সাধন করচেন সে রহস্য আমাদের অগোচর!

শৈল। (নির্ম্মলার প্রতি) আমি অন্যায় করেছি, সে অন্যায়ের প্রতিকার আমার দ্বারা কি হবে? আশা করি কালে সমস্ত সংশোধন হয়ে যাবে।

পূর্ণ। (নির্ম্মলার নিকটে আসিয়া) এই অবকাশে আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি, চন্দ্রবাবুর পত্রে আমি যে স্পর্দ্ধা প্রকাশ করেছিলুম সে আমার পক্ষে অন্যায় হয়েছিল—আমার মত অযোগ্য—

Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

চন্দ্র। কিছু অন্যায় হয় নি পূর্ণবাবু—আপনার যোগ্যতা যদি নির্ম্মলা না বুঝ্‌তে পারেন ত সে নির্ম্মলারই বিবেচনার অভাব!

(নির্ম্মলার নতমুখে নিরুত্তরে অবস্থান)

রসিক। (পূর্ণের প্রতি জনান্তিকে) ভয় নেই পূর্ণবাবু আপনার দরখাস্ত মঞ্জুর—প্রজাপতির আদালতে ডিক্রি পেয়েছেন—কাল প্রত্যুষেই জারি করতে বেরবেন।

শ্রীশ। (শৈলবালার প্রতি) বড় ফাঁকি দিয়েছেন।

বিপিন। সম্বন্ধের পূর্ব্বেই পরিহাসটা করে নিয়েছেন।

শৈল। পরে তাই বলে নিষ্কৃতি পাবেন না!

বিপিন। নিষ্কৃতি চাইনে!

রসিক। এইবারে নাটক শেষ হল—এইখানে ভরতবাক্য উচ্চারণ করে দেওয়া যাক্।

সর্ব্বস্তরতু দুর্গানি সর্ব্বো ভদ্রাণি পশ্যতু।
সর্ব্বঃ কামানবাপ্নোতু সর্ব্বঃ সর্ব্বত্র নন্দতু॥

মান ভঞ্জন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:•:—

রামনাথ শীলের ত্রিতল অট্টালিকায় সর্ব্বোচ্চ তলের ঘরে গোপীনাথ শীলের স্ত্রী গিরিবালা বাস করেন। শয়নকক্ষের দক্ষিণ দ্বারের সম্মুখে ফুলের টবে গুটিকতক বেলফুল এবং গোলাপফুলের গাছ;—ছাতটি উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা—বহির্দৃশ্য দেখিবার জন্য প্রাচীরের মাঝে মাঝে একটি করিয়া ইট ফাঁক দেওয়া আছে। শোবার ঘরে নানা বেশ এবং বিবেশ-বিশিষ্ট বিলাতী নারীমূর্ত্তির বাঁধানো এন্‌গ্রেভিং টাঙ্গানো রহিয়াছে; কিন্তু প্রবেশদ্বারের সম্মুখবর্ত্তী বৃহৎ আয়নার উপরে ষোড়শী গৃহস্বামিনীর যে প্রতিবিম্বটি পড়ে, তাহা দেয়ালের কোন ছবি অপেক্ষা সৌন্দর্য্যে ন্যূন নহে।

গিরিবালার সৌন্দর্য্য অকস্মাৎ আলোকরশ্মির ন্যায়, বিস্ময়ের ন্যায়, নিদ্রাভঙ্গে চেতনার ন্যায় একেবারে চকিতে আসিয়া আঘাত করে এবং এক আঘাতে অভিভূত করিয়া দিতে পারে। তাহাকে দেখিলে মনে হয় ইহাকে দেখিবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। চারিদিকে এবং চিরকাল যেরূপ দেখিয়া আসিতেছি, এ একেবারে হঠাৎ তাহা হইতে অনেক স্বতন্ত্র।

গিরিবালাও আপন লাবণ্যোচ্ছ্বাসে আপনি আদ্যোপান্ত তরঙ্গিত হইয়া উঠিয়াছে। মদের ফেনা যেমন পাত্র ছাপিয়া পড়িয়া যায়, নবযৌবন এবং নবীন সৌন্দর্য্য তাহার সর্ব্বাঙ্গে তেমনি ছাপিয়া পড়িয়া যাইতেছে,—তাহার বসনে ভূষণে গমনে, তাহার বাহুর বিক্ষেপে, তাহার গ্রীবার ভঙ্গীতে, তাহার চঞ্চল চরণের উদ্দাম ছন্দে, নূপুরনিক্কণে, কঙ্কণের কিঙ্কিণীতে, তরল হাস্যে, ক্ষিপ্রভাষায় উজ্জ্বল কটাক্ষে একেবারে উচ্ছৃঙ্খলভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে।

আপন সর্ব্বাঙ্গের এই উচ্ছলিত মদিররসে গিরিবালার একটা নেশা লাগিয়াছে। প্রায় দেখা যাইত, একখানি কোমল রঙিন বস্ত্রে আপনার পরিপূর্ণ দেহখানি জড়াইয়া সে ছাতের উপরে অকারণে চঞ্চল হইয়া বেড়াইতেছে। যেন মনের ভিতরকার কোন এক অশ্রুত অব্যক্ত সঙ্গীতের তালে তালে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

নৃত্য করিতে চাহিতেছে। আপনার অঙ্গকে নানা ভঙ্গীতে উৎক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত প্রক্ষিপ্ত করিয়া তাহার যেন বিশেষ কি এক আনন্দ আছে ;—সে যেন আপন সৌন্দর্য্যের নানা দিকে নানা ঢেউ তুলিয়া দিয়া সর্ব্বাঙ্গের উত্তপ্ত রক্তস্রোতে অপূর্ব্ব পুলক সহকারে বিচিত্র আঘাত প্রতিঘাত অনুভব করিতে থাকে। সে হঠাৎ গাছ হইতে পাতা ছিঁড়িয়া দক্ষিণ বাহু আকাশে তুলিয়া সেটা বাতাসে উড়াইয়া দেয়—অমনি তাহার বালা বাজিয়া উঠে, তাহার অঞ্চল বিস্রস্ত হইয়া পড়ে, তাহার সুললিত বাহুর ভঙ্গীটি পিঞ্জরমুক্ত অদৃশ্য পাখীর মত অনন্ত আকাশে মেঘরাজ্যের অভিমুখে উড়িয়া চলিয়া যায়। হঠাৎ সে টব হইতে একটা মাটির ঢেলা তুলিয়া অকারণে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেয় ; চরণাঙ্গুলির উপর ভর দিয়া উচ্চ হইয়া দাঁড়াইয়া প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া বৃহৎ বহির্জগৎটা একবার চট্ করিয়া দেখিয়া লয়—আবার ঘুরিয়া আঁচল ঘুরাইয়া চলিয়া আসে, আঁচলের চাবির গোচ্ছা ঝিন্ ঝিন্ করিয়া বাজিয়া উঠে। হয় ত আয়নার সম্মুখে গিয়া খোঁপা খুলিয়া ফেলিয়া অসময়ে চুলবাঁধিতে বসে ; চুল বাঁধিবার দড়ি দিয়া কেশমূল বেষ্টন করিয়া সেই দড়ি কুন্দদন্তপংক্তিতে দংশন করিয়া ধরে, দুই বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া মস্তকের পশ্চাতে বেণীগুলিকে দৃঢ় আকর্ষণে কুণ্ডলায়িত করে—চুল বাঁধা শেষ করিয়া হাতের সমস্ত কাজ ফুরাইয়া যায়—তখন সে আলস্যভরে কোমল বিছানার উপরে আপনাকে পত্রান্তরালচ্যুত একটি জ্যোৎস্নালেখার মত বিস্তীর্ণ করিয়া দেয়।

তাহার সন্তানাদি নাই, ধনিগৃহে তাহার কোন কাজকর্ম্মও নাই—সে কেবল নির্জ্জনে প্রতিদিন আপনার মধ্যে আপনি সঞ্চিত হইয়া শেষকালে আপনাকে আর ধারণ করিয়া রাখিতে পারিতেছে না। স্বামী আছে কিন্তু তাহার আয়ত্তের মধ্যে নাই। গিরিবালা বাল্যকাল হইতে যৌবনে এমন পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠিয়াও কেমন করিয়া তাহার স্বামীর চক্ষু এড়াইয়া গেছে।

বরঞ্চ বাল্যকালে সে তাহার স্বামীর আদর পাইয়াছিল। স্বামী তখন ইস্কুল পালাইয়া তাহার সুপ্ত অভিভাবকদিগকে বঞ্চনা করিয়া নির্জ্জন মধ্যাহ্নে তাহার বালিকা স্ত্রীর সহিত প্রণয়ালাপ করিতে আসিত। এক বাড়িতে থাকিয়াও সৌখীন চিঠির কাগজে স্ত্রীর সহিত চিঠিপত্র লেখালেখি করিত। স্কুলের বিশেষ বন্ধুদিগকে সেই সমস্ত চিঠি দেখাইয়া গর্ব্ব অনুভব করিত। তুচ্ছ এবং কল্পিত কারণে স্ত্রীর সহিত মান অভিমানেরও অসদ্ভাব ছিল না।

এমন সময়ে বাপের মৃত্যুতে গোপীনাথ স্বয়ং বাড়ির কর্ত্তা হইয়া উঠিল। কাঁচা কাঠের তক্তায় শীঘ্র পোকা ধরে—কাঁচা বয়সে গোপীনাথ যখন স্বাধীন হইয়া উঠিল তখন অনেকগুলি জীবজন্তু তাহার স্কন্ধে বাসা করিল। তখন ক্রমে অন্তঃপুরে তাহার গতিবিধি হ্রাস হইয়া অন্যত্র প্রসারিত হইতে লাগিল।

দলপতিত্বের একটা উত্তেজনা আছে ; মানুষের কাছে মানুষের নেশাটা অত্যন্ত বেশী। অসংখ্য মনুষ্যজীবন এবং সুবিস্তীর্ণ ইতিহাসের উপর আপন প্রভাব বিস্তার করিবার প্রতি নেপোলিয়নের যে একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল—একটি ছোট বৈঠকখানার ছোট কর্ত্তাটিরও নিজের ক্ষুদ্র দলের নেশা অল্পতর পরিমাণে সেই এক জাতীয়। সামান্য ইয়াকিবন্ধনে আপনার চারিদিকে একটা লক্ষ্মীছাড়া ইয়ারমণ্ডলী সৃজন করিয়া তুলিলে তাহাদের উপর আধিপত্য এবং তাহাদের নিকট হইতে বাহবা লাভ করা একটা প্রচণ্ড উত্তেজনার কারণ হইয়া দাঁড়ায় ; সে জন্য অনেক লোক

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

বিষয়-নাশ, ঋণ, কলঙ্ক সমস্তই স্বীকার করিতে প্রস্তুত হয়।

গোপীনাথ তাহার ইয়ার-সম্প্রদায়ের অধ্যক্ষ হইয়া ভারি মাতিয়া উঠিল। সে প্রতিদিন ইয়ার্কির নব নব কীর্ত্তি নব নব গৌরব লাভ করিতে লাগিল। তাহার দলের লোক বলিতে লাগিল—শ্যালকবর্গের মধ্যে ইয়ার্কিতে অদ্বিতীয় খ্যাতিলাভ করিল গোপীনাথ; সেই গর্ব্বে সেই উত্তেজনায় অন্যান্য সমস্ত সুখদুঃখ-কর্ত্তব্যের প্রতি অন্ধ হইয়া হতভাগ্য ব্যক্তিটি রাত্রিদিন অবের্ত্তের মত পাক খাইয়া খাইয়া বেড়াইতে লাগিল।

এদিকে জগজ্জয়ী রূপ লইয়া আপন অন্তঃপুরের প্রজাহীন রাজ্যে, শয়ন-গৃহের শূন্য সিংহাসনে গিরিবালা অধিষ্ঠান করিতে লাগিল। সে নিজে জানিত বিধাতা তাহার হস্তে রাজদণ্ড দিয়াছেন—সে জানিত, প্রাচীরের ছিদ্র দিয়া যে বৃহৎ জগৎখানি দেখা যাইতেছে, সেই জগৎটিকে সে কটাক্ষে জয় করিয়া আসিতে পারে—অথচ বিশ্বসংসারের মধ্যে একটি মানুষকেও সে বন্দী করিতে পারে নাই।

গিরিবালার একটি সুরসিকা দাসী আছে, তাহার নাম সুধো, অর্থাৎ সুধামুখী। সে গান গাহিত, নাচিত, ছড়া কাটিত, প্রভুপত্নীর রূপের ব্যাখ্যা করিত, এবং অরসিকের হস্তে এমন রূপ নিষ্ফল হইল বলিয়া আক্ষেপ করিত। গিরিবালার যখন তখন এই সুধাকে নহিলে চলিত না। উল্টিয়া পাল্টিয়া সে নিজের মুখের শ্রী, দেহের গঠন, বর্ণের উজ্জ্বলতা সম্বন্ধে বিস্তৃত সমালোচনা শুনিত; মাঝে মাঝে তাহার প্রতিবাদ করিত, এবং পরম পুলকিত চিত্তে সুধোকে মিথ্যাবাদিনী চাটুভাষিণী বলিয়া গঞ্জনা করিতে ছাড়িত না;—সুধো তখন শত শত শপথ সহকারে নিজের মতের অকৃত্রিমতা প্রমাণ করিতে বসিত, গিরিবালার পক্ষে তাহা বিশ্বাস করা নিতান্ত কঠিন হইত না।

সুধো গিরিবালাকে গান শুনাইত—"দাসখত দিলাম লিখে শ্রীচরণে";—এই গানের মধ্যে গিরিবালা নিজের অলক্তাঙ্কিত অনিন্দ্য সুন্দর চরণপল্লবের স্তব শুনিতে পাইত এবং একটি পদলুণ্ঠিত দাসের ছবি তাহার কল্পনায় উদিত হইত—কিন্তু হায়, দুটি শ্রীচরণ মলের শব্দে শূন্য ছাতের উপরে আপন জয়গান ঝঙ্কৃত করিয়া বেড়ায়, তবু কোন স্বেচ্ছাবিক্রীত ভক্ত আসিয়া দাসখৎ লিখিয়া দিয়া যায় না।

গোপীনাথ যাহাকে দাসখৎ লিখিয়া দিয়াছে, তাহার নাম লবঙ্গ,—সে থিয়েটারে অভিনয় করে—সে ষ্টেজের উপরে চমৎকার মূর্চ্ছা যাইতে পারে—সে যখন সানুনাসিক কৃত্রিম কাঁদুনীর স্বরে হাঁপাইয়া হাঁপাইয়া টানিয়া টানিয়া আধ আধ উচ্চারণে "প্রাণনাথ প্রাণেশ্বর" করিয়া ডাক ছাড়িতে থাকে, তখন পাৎলা ধুতির উপর ওয়েষ্ট কোট্-পরা, ফুল্-মোজামণ্ডিত দর্শকমণ্ডলী "এক্সেলেণ্ট্" "এক্সেলেণ্ট্" করিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

এই অভিনেত্রী লবঙ্গের অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতার বর্ণনা গিরিবালা ইতিপূর্ব্বে অনেকবার তাহার স্বামীর মুখেই শুনিয়াছে। তখনও তাহার স্বামী সম্পূর্ণ রূপে পলাতক হয় নাই। তখন সে তাহার স্বামীর মোহাবস্থা না জানিয়াও মনে মনে অসূয়া অনুভব করিত। আর কোন নারীর এমন কোন মনোরঞ্জনী বিদ্যা আছে যাহা তাহার নাই ইহা সে সহ্য করিতে পারিত না। সাসূয় কৌতূহলে সে অনেকবার থিয়েটার দেখিতে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিত, কিন্তু কিছুতেই স্বামীর মত করিতে পারিত না।

অবশেষে সে একদিন টাকা দিয়া সুধোকে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

থিয়েটার দেখিতে পাঠাইয়া দিল ;—সুধো আসিয়া নাসাগ্র কুঞ্চিত করিয়া রামনাম উচ্চারণ পূর্ব্বক অভিনেত্রীদিগের ললাটদেশে সম্মার্জ্জনীর ব্যবস্থা করিল—এবং তাহাদের কদর্য্যমূর্ত্তি ও কৃত্রিম ভঙ্গীতে যে সমস্ত পুরুষের অভিরুচি জন্মে তাহাদের সম্বন্ধেও সেই একই রূপ বিধান স্থির করিল। শুনিয়া গিরিবালা বিশেষ আশ্বস্ত হইল।

কিন্তু যখন তাহার স্বামী বন্ধন ছিন্ন করিয়া গেল, তখন তাহার মনে সংশয় উপস্থিত হইল। সুধোর কথায় অবিশ্বাস প্রকাশ করিলে সুধো গিরির গা ছুঁইয়া বারংবার কহিল, বস্ত্রখণ্ডাবৃত দগ্ধকাষ্ঠের মত তাহার নীরস এবং কুৎসিত চেহারা। গিরি তাহার আকর্ষণীশক্তির কোন কারণ নির্ণয় করিতে পারিল না, এবং নিজের অভিমানে সাংঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়া জ্বলিতে লাগিল।

অবশেষে একদিন সন্ধ্যাবেলায় সুধোকে লইয়া গোপনে থিয়েটার দেখিতে গেল। নিষিদ্ধ কাজের উত্তেজনা বেশী। তাহার হৃৎপিণ্ডের মধ্যে যে এক মৃদু কম্পন উপস্থিত হইয়াছিল সেই কম্পনাবেগে এই আলোকময়, লোকময়, বাদ্যসঙ্গীত-মুখরিত দৃশ্যপট-শোভিত রঙ্গভূমি তাহার চক্ষে দ্বিগুণ অপরূপতা ধারণ করিল। তাহার সেই প্রাচীর-বেষ্টিত নির্জ্জন নিরানন্দ অন্তঃপুর হইতে এ কোন্ এক সুসজ্জিত সুন্দর উৎসবলোকের প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইল। সমস্ত স্বপ্ন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

সে দিন মানভঞ্জন অপেরা অভিনয় হইতেছে। যখন ঘণ্টা বাজিল, বাদ্য থামিয়া গেল, চঞ্চল দর্শকগণ মুহূর্ত্তে স্থির নিস্তব্ধ হইয়া বসিল, রঙ্গমঞ্চের সম্মুখবর্ত্তী আলোকমালা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল, পট উঠিয়া গেল, একদল সুসজ্জিত নটী ব্রজাঙ্গনা সাজিয়া সঙ্গীত-সহযোগে নৃত্য করিতে লাগিল, দর্শকগণের করতালি ও প্রশংসাবাদে নাট্যশালা থাকিয়া থাকিয়া ধ্বনিত কম্পিত হইয়া উঠিল, তখন গিরিবালার তরুণ দেহের রক্ত-লহরী উন্মাদনায় আলোড়িত হইতে লাগিল। সেই সঙ্গীতের তানে, আলোক ও আভরণের ছটায়, এবং সম্মিলিত প্রশংসাধ্বনিতে সে ক্ষণকালের জন্ম সমাজ সংসার সমস্তই বিস্মৃত হইয়া গেল—মনে করিল, এমন এক জায়গায় আসিয়াছে যেখানে বন্ধনমুক্ত সৌন্দর্য্যপূর্ণ স্বাধীনতার কোন বাধামাত্র নাই।

সুধো মাঝে মাঝে আসিয়া ভীতস্বরে কাণে কাণে বলে বৌঠাকুরুণ, এই বেলা বাড়ি ফিরিয়া চল ; দাদাবাবু জানিতে পারিলে রক্ষা থাকিবে না। গিরিবালা সে কথায় কর্ণপাত করে না। তাহার মনে এখন আর কিছুমাত্র ভয় নাই।

অভিনয় অনেক দূর অগ্রসর হইল। রাধার দুর্জ্জয় মান হইয়াছে ;—সে মানসাগরে কৃষ্ণ আর কিছুতেই থই পাইতেছে না ; কত অনুনয় বিনয় সাধাসাধি কাঁদাকাঁদি—কিছুতেই কিছু হয় না। তখন গর্ব্বভরে গিরিবালার বক্ষ ফুলিতে লাগিল। কৃষ্ণের এই লাঞ্ছনায় সে যেন মনে মনে রাধা হইয়া নিজের অসীম প্রতাপ নিজে অনুভব করিতে লাগিল। কেহ তাহাকে কখন এমন করিয়া সাধে নাই ; সে অবহেলিত অবমানিত পরিত্যক্ত স্ত্রী, কিন্তু তবু সে এক অপূর্ব্ব মোহে স্থির করিল যে, এমন করিয়া নিষ্ঠুরভাবে কাঁদাইবার ক্ষমতা তাহারও আছে। সৌন্দর্য্যের যে কেমন দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ তাহা সে কাণে শুনিয়াছে অনুমান করিয়াছে মাত্র—আজ দীপের আলোকে, গানের সুরে, সুদৃশ্য রঙ্গমঞ্চের উপরে তাহা সুস্পষ্টরূপে

প্রত্যক্ষ করিল। নেশায় তাহার সমস্ত মস্তিষ্ক ভরিয়া উঠিল।

অবশেষে যবনিকা পতিত হইল, গ্যাসের আলো ম্লান হইয়া আসিল, দর্শকগণ প্রস্থানের উপক্রম করিল; গিরিবালা মন্ত্রমুগ্ধের মত বসিয়া রহিল। এখান হইতে উঠিয়া যে বাড়ি যাইতে হইবে একথা তাহার মনে ছিল না। সে ভাবিতেছিল, অভিনয় বুঝি ফুরাইবে না, যবনিকা আবার উঠিবে, রাধিকার নিকট শ্রীকৃষ্ণের পরাভব, জগতে ইহা ছাড়া আর কোন বিষয় উপস্থিত নাই। সুধো কহিল, বৌঠাকুরুণ, কর কি, ওঠ, এখনি সমস্ত আলো নিবাইয়া দিবে।

গিরিবালা গভীর রাত্রে আপন শয়নকক্ষে ফিরিয়া আসিল। কোণে একটি দীপ মিট্‌মিট্‌ করিতেছে—ঘরে একটি লোক নাই, শব্দ নাই —গৃহপ্রান্তে নির্জ্জন শয্যার উপরে একটি পুরাতন মশারি বাতাসে অল্প অল্প দুলিতেছে; তাহার প্রতিদিনের জগৎ অত্যন্ত বিশ্রী বিরস এবং তুচ্ছ বলিয়া ঠেকিতে লাগিল। কোথায় সেই সৌন্দর্য্যময় আলোকময় সঙ্গীতময় রাজ্য যেখানে সে আপনার সমস্ত মহিমা বিকীর্ণ করিয়া দিয়া জগতের কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করিতে পারে—যেখানে সে অজ্ঞাত অবজ্ঞাত তুচ্ছ সাধারণ নারীমাত্র নহে।

এখন হইতে সে প্রতি সপ্তাহেই থিয়েটারে যাইতে আরম্ভ করিল। কালক্রমে তাহার সেই প্রথম মোহ অনেকটা পরিমাণে হ্রাস হইয়া আসিল—এখন সে নটনটীদের মুখের রং চং, সৌন্দর্য্যের অভাব, অভিনয়ের কৃত্রিমতা সমস্ত দেখিতে পাইল, কিন্তু তবু তাহার নেশা ছুটিল না। রণসঙ্গীত শুনিলে যোদ্ধার হৃদয় যেমন নাচিয়া উঠে, রঙ্গমঞ্চের পট উঠিয়া গেলেই তাহার বক্ষের মধ্যে সেইরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইত। ঐ যে, সমস্ত সংসার হইতে স্বতন্ত্র সুদৃশ্য সমুচ্চ সুন্দর বেদিকা, স্বর্ণলেখায় অঙ্কিত চিত্রপটে সজ্জিত, কাব্য এবং সঙ্গীতের ইন্দ্রজালে মায়ামণ্ডিত, অসংখ্য মুগ্ধদৃষ্টির দ্বারা আক্রান্ত নেপথ্যভূমির গোপনতার দ্বারা অপূর্ব্ব রহস্যপ্রাপ্ত, উজ্জ্বল আলোকমালায় সর্ব্বসমক্ষে সুপ্রকাশিত,—বিশ্ববিজয়িনী সৌন্দর্য্যরাজ্ঞীর পক্ষে এমন মায়া-সিংহাসন আর কোথায় আছে?

প্রথমে যে দিন সে তাহার স্বামীকে রঙ্গভূমিতে উপস্থিত দেখিল, এবং যখন গোপীনাথ কোন নটীর অভিনয়ে উন্মত্ত উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন স্বামীর প্রতি তাহার মনে প্রবল অবজ্ঞার উদয় হইল। সে জর্জ্জরিত চিত্তে মনে করিল যদি কখন এমন দিন আসে যে তাহার স্বামী তাহার রূপে আকৃষ্ট হইয়া দগ্ধপক্ষ পতঙ্গের মত তাহার পদতলে আসিয়া পড়ে, এবং সে আপন চরণনখরের প্রান্ত হইতে উপেক্ষা বিকীর্ণ করিয়া দিয়া অভিমানভরে চলিয়া যাইতে পারে তবেই তাহার এই ব্যর্থ রূপ ব্যর্থ যৌবন সার্থকতা লাভ করিবে।

কিন্তু সে শুভদিন আসিল কই? আজ কাল গোপীনাথের দর্শন পাওয়াই দুর্লভ হইয়াছে। সে আপন প্রমত্ততার ঝড়ের মুখে ধূলিধ্বজের মত একটা দল পাকাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে তাহার আর ঠিকানা নাই।

একদিন চৈত্রমাসের বাসন্তী পূর্ণিমায় গিরিবালা বাসন্তীরঙের কাপড় পরিয়া দক্ষিণ বাতাসে অঞ্চল উড়াইয়া ছাতের উপর বসিয়াছিল। যদিও ঘরে স্বামী আসে না তবু গিরি উল্টিয়া পাল্টিয়া প্রতিদিন বদল করিয়া নূতন নূতন গহনায় আপনাকে সুসজ্জিত করিয়া তুলিত।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

হীরামুক্তার আভরণ তাহার অঙ্গে প্রত্যঙ্গে একটি উন্মাদনা সঞ্চার করিত, ঝল্‌মল্‌ করিয়া রুনুঝুনু বাজিয়া তাহার চারিদিকে একটি হিল্লোল তুলিতে থাকিত। আজ সে হাতে বাজুবন্ধ এবং গলায় একটি চুণী ও মুক্তার কণ্ঠী পরিয়াছে এবং বাম হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে একটি নীলার আংটি দিয়াছে। সুধো পায়ের কাছে বসিয়া মাঝে মাঝে তাহার নিটোলকোমল রক্তোৎপল পদপল্লবে হাত বুলাইতেছিল—এবং অকৃত্রিম উচ্ছ্বাসের সহিত বলিতেছিল, আহা বৌঠাকৃরুণ আমি যদি পুরুষ মানুষ হইতাম তাহা হইলে এই পা দুখানি বুকে লইয়া মরিতাম। গিরিবালা সগর্ব্বে হাসিয়া উত্তর দিতেছিল, বোধ করি বুকে না লইয়াই মরিতে হইত—তখন কি আর এমন করিয়া পা ছড়াইয়া দিতাম? আর বকিস্‌নে; তুই সেই গানটা গা!

সুধো সেই জ্যোৎস্নাপ্লাবিত নির্জ্জন ছাদের উপর গাহিতে লাগিল—

দাসখৎ দিলেম লিখে শ্রীচরণে,
সকলে সাক্ষী থাকুক বৃন্দাবনে।

তখন রাত্রি দশটা। বাড়ির আর সকলে আহারাদি সমাধা করিয়া ঘুমাইতে গিয়াছে। এমন সময় আতর মাখিয়া উড়ানী উড়াইয়া হঠাৎ গোপীনাথ আসিয়া উপস্থিত হইল,—সুধো অনেক খানি জিব কাটিয়া সাত হাত ঘোম্‌টা টানিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল।

গিরিবালা ভাবিল আজ তাহার দিন আসিয়াছে। সে মুখ তুলিয়া চাহিল না। সে রাধিকার মত গুরুমানভরে অটল হইয়া বসিয়া রহিল। কিন্তু দৃশ্যপট উঠিল না—শিখিপুচ্ছ-চূড়া পায়ের কাছে লুটাইল না—কেহ কাফি রাগিণীতে গাহিয়া উঠিল না—

কেন, পূর্ণিমা আঁধার কর লুকায়ে বদন শশী!

সঙ্গীতহীন নীরসকণ্ঠে গোপীনাথ বলিল—একবার চাবিটা দাও দেখি!

এমন জ্যোৎস্নায় এমন বসন্তে এতদিনের বিচ্ছেদের পরে এই কি প্রথম সম্ভাষণ! কাব্যে নাটকে উপন্যাসে যাহা লেখে তাহার আগাগোড়াই মিথ্যা কথা! অভিনয়মঞ্চেই প্রণয়ী গান গাহিয়া পায়ে আসিয়া লুটাইয়া পড়ে—এবং তাহাই দেখিয়া যে দর্শকের চিত্ত বিগলিত হইয়া যায়, সেই লোকটি বসন্তনিশীথে গৃহচ্ছাদে আসিয়া আপন অনুপমা যুবতী স্ত্রীকে বলে, ওগো একবার চাবিটা দাও দেখি! তাহাতে না আছে রাগিণী, না আছে প্রীতি, তাহাতে কোন মোহ নাই, মাধুর্য্য নাই, তাহা অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর।

এমন সময়ে দক্ষিণে বাতাস জগতের সমস্ত অপমানিত কবিত্বের মর্ম্মান্তিক দীর্ঘনিশ্বাসের মত হুহু করিয়া বহিয়া গেল—টবভরা ফুটন্ত বেলফুলের গন্ধ ছাদময় ছড়াইয়া দিয়া গেল—গিরিবালার চূর্ণ অলক চোখে মুখে আসিয়া পড়িল এবং তাহার বাসন্তীরঙের সুগন্ধি আঁচল অধীরভাবে যেখানে সেখানে উড়িতে লাগিল। গিরিবালা সমস্ত মান বিসর্জ্জন দিয়া উঠিয়া পড়িল।

স্বামীর হাত ধরিয়া বলিল, চাবী দিব এখন তুমি ঘরে চল।—আজ সে কাঁদিবে কাঁদাইবে, তাহার সমস্ত নির্জ্জন কল্পনাকে সার্থক করিবে, তাহার সমস্ত ব্রহ্মাস্ত্র বাহির করিয়া বিজয়ী হইবে, ইহা সে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছে।

গোপীনাথ কহিল, আমি বেশী দেরী করিতে পারিব না—তুমি চাবি দাও।

গিরিবালা কহিল—আমি চাবি দিব এবং

চাবির মধ্যে যাহা কিছু আছে সমস্ত দিব—কিন্তু আজ রাত্রে তুমি কোথাও যাইতে পারিবে না।

গোপীনাথ বলিল—সে হইবে না। আমার বিশেষ দরকার আছে।

গিরিবালা বলিল—তবে আমি চাবি দিব না!

গোপী বলিল, দিবে না বৈ কি? কেমন না দাও দেখিব!

বলিয়া সে গিরিবালার আঁচলে দেখিল চাবি নাই। ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া তাহার আয়নার বাক্সর দেরাজ খুলিয়া দেখিল তাহার মধ্যেও চাবি নাই। তাহার চুল বাঁধিবার বাক্স জোর করিয়া ভাঙ্গিয়া খুলিল—তাহাতে কাজললতা, সিঁদুরের কোটা, চুলের দড়ি প্রভৃতি বিচিত্র উপকরণ আছে—চাবি নাই। তখন সে বিছানা ঘাঁটিয়া গদি উঠাইয়া আল্‌মারি ভাঙ্গিয়া নাস্তানাবুদ করিয়া তুলিল।

গিরিবালা প্রস্তরমূর্ত্তির মত শক্ত হইয়া দরজা ধরিয়া ছাদের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ব্যর্থমনোরথ গোপীনাথ রাগে গর্‌গর্ করিতে করিতে আসিয়া বলিল—চাবি দাও বলিতেছি নহিলে ভাল হইবে না।

গিরিবালা উত্তরমাত্র দিল না। তখন গোপী তাহাকে চাপিয়া ধরিল এবং তাহার হাত হইতে বাজুবন্ধ, গলা হইতে কণ্ঠী, অঙ্গুলি হইতে আংটি ছিনিয়া হইয়া তাহাকে লাথি মারিয়া চলিয়া গেল।

বাড়ির কাহারও নিদ্রাভঙ্গ হইল না, পল্লীর কেহ কিছুই জানিতে পারিল না, জ্যোৎস্নারাত্রি তেমনি নিস্তব্ধ হইয়া রহিল, সর্ব্বত্র যেন অখণ্ড শান্তি বিরাজ করিতেছে। কিন্তু অন্তরের চীৎকারধ্বনি যদি বাহিরে শুনা যাইত তবে সেই চৈত্র মাসের সুখসুপ্ত জ্যোৎস্নানিশীথিনী অকস্মাৎ তীব্রতম আর্ত্তস্বরে দীর্ণ বিদীর্ণ হইয়া যাইত। এমন সম্পূর্ণ নিঃশব্দে এমন হৃদয়-বিদারণ ব্যাপার ঘটিয়া থাকে!

অথচ সে রাত্রিও কাটিয়া গেল। এমন পরাভব এত অপমান গিরিবালা সুধোর কাছেও বলিতে পারিল না। মনে করিল, আত্মহত্যা করিয়া, এই অতুল রূপ যৌবন নিজের হাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সে আপন অনাদরের প্রতিশোধ লইবে। কিন্তু তখনি মনে পড়িল, তাহাতে কাহারও কিছু আসিবে যাইবে না—পৃথিবীর যে কতখানি ক্ষতি হইবে তাহা কেহ অনুভবও করিবে না। জীবনেও কোন সুখ নাই, মৃত্যুতেও কোন সান্ত্বনা নাই।

গিরিবালা বলিল, আমি বাপের বাড়ি চলিলাম।—তাহার বাপের বাড়ি কলিকাতা হইতে দূরে। সকলেই নিষেধ করিল—কিন্তু বাড়ির কর্ত্রী নিষেধও শুনিল না কাহাকে সঙ্গেও লইল না। এদিকে গোপীনাথও সদলবলে নৌকাবিহারে কত দিনের জন্য কোথায় চলিয়া গিয়াছে কেহ জানে না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—o—

গান্ধর্ব্ব থিয়েটারে গোপীনাথ প্রায় প্রত্যেক অভিনয়েই উপস্থিত থাকিত। সেখানে মনোরমানাটকে লবঙ্গ মনোরমা সাজিত এবং গোপীনাথ সদলে সম্মুখের সারে বসিয়া তাহাকে উচ্চৈঃস্বরে বাহবা দিত এবং ষ্টেজের উপর তোড়া ছুঁড়িয়া ফেলিত। মাঝে মাঝে এক এক দিন গোলমাল করিয়া দর্শকদের অত্যন্ত বিরক্তিভাজন হইত। তথাপি রঙ্গভূমির

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

অধ্যক্ষগণ তাহাকে কখন নিষেধ করিতে সাহস করে নাই।

অবশেষে একদিন গোপীনাথ কিঞ্চিৎ মত্তাবস্থায় গ্রীণরুমের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভারি গোল বাধাইয়া দিল। কি এক সামান্ত কাল্পনিক কারণে সে আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া কোনও নটীকে গুরুতর প্রহার করিল—তাহার চীৎকারে, এবং গোপীনাথের গালি বর্ষণে সমস্ত নাট্যশালা চকিত হইয়া উঠিল।

সে দিন অধ্যক্ষগণ আর সহ্য করিতে না পারিয়া গোপীনাথকে পুলিশের সাহায্যে বাহির করিয়া দেয়।

গোপীনাথ এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে কৃতনিশ্চয় হইল। থিয়েটারওয়ালারা পূজার একমাস পূর্ব্ব হইতে নূতন নাটক মনোরমার অভিনয় খুব আড়ম্বরসহকারে ঘোষণা করিয়াছে। বিজ্ঞাপনের দ্বারা কলিকাতা সহরটাকে কাগজে মুড়িয়া ফেলিয়াছে;—রাজধানীতে যেন সেই বিখ্যাত গ্রন্থকারের নামাঙ্কিত নামাবলী পরাইয়া দিয়াছে।

এমন সময় গোপীনাথ তাহাদের প্রধান অভিনেত্রী লবঙ্গকে লইয়া বোটে চড়িয়া কোথায় অন্তর্দ্ধান হইল তাহার আর সন্ধান পাওয়া গেল না

থিয়েটারওয়ালারা হঠাৎ অকূলপাথারে পড়িয়া গেল। কিছুদিন লবঙ্গের জন্ত অপেক্ষা করিয়া অবশেষে এক নূতন অভিনেত্রীকে মনোরমার অংশ অভ্যাস করাইয়া লইল—তাহাতে তাহাদের অভিনয়ের সময় পিছাইয়া গেল।

কিন্তু বিশেষ ক্ষতি হইল না। অভিনয়স্থলে দর্শক আর ধরে না। শত শত লোক দ্বার হইতে ফিরিয়া যায়। কাগজেও প্রশংসার সীমা নাই।

সে প্রশংসা দূরদেশে গোপীনাথের কাণে গেল। সে আর থাকিতে পারিল না। বিদ্বেষে এবং কৌতূহলে পূর্ণ হইয়া সে অভিনয় দেখিতে আসিল।

প্রথম পট-উৎক্ষেপে অভিনয়ের আরম্ভভাগে মনোরমা দীনহীন বেশে দাসীর মত তাহার শ্বশুরবাড়িতে থাকে—প্রচ্ছন্ন বিনম্র সঙ্কুচিতভাবে সে আপনার কাজ কর্ম্ম করে—তাহার মুখে কথা নাই, এবং তাহার মুখ ভাল করিয়া দেখাই যায় না।

অভিনয়ের শেষাংশে মনোরমাকে পিতৃগৃহে পাঠাইয়া তাহার স্বামী অর্থলোভে কোন এক লক্ষপতির একমাত্র কন্তাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছে। বিবাহের পর বাসরঘরে যখন স্বামী নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল তখন দেখিতে পাইল—এও সেই মনোরমা, কেবল সেই দাসীবেশ নাই—আজ সে রাজকন্তা সাজিয়াছে—তাহার নিরুপম সৌন্দর্য্য,আভরণে ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত হইয়া দশদিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে। শিশুকালে মনোরমা তাহার ধনী পিতৃগৃহ হইতে অপহৃত হইয়া দরিদ্রের গৃহে পালিত হইয়াছে। বহুকাল পরে সম্প্রতি তাহার পিতা সেই সন্ধান পাইয়া কন্তাকে ঘরে আনাইয়া তাহার স্বামীর সহিত পুনরায় নূতন সমারোহে বিবাহ দিয়াছে। তাহার পরে বাসরঘরে মানভঞ্জনের পালা আরম্ভ হইল।

কিন্তু ইতিমধ্যে দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে ভারি এক গোলমাল বাধিয়া উঠিল। মনোরমা যতক্ষণ মলিন দাসীবেশে ঘোমটা টানিয়া ছিল ততক্ষণ গোপীনাথ নিস্তব্ধ হইয়া দেখিতেছিল। কিন্তু যখন সে আভরণে ঝল্‌মল্‌ করিয়া রক্তাম্বর পরিয়া মাথার ঘোমটা ঘুচাইয়া, রূপের তরঙ্গ তুলিয়া বাসর-ঘরে দাঁড়াইল এবং এক অনির্ব্বচনীয় গর্ব্বে গৌরবে গ্রীবা বঙ্কিম করিয়া সমস্ত দর্শকমণ্ডলীর প্রতি এবং বিশেষ করিয়া

সম্মুখবর্ত্তী গোপীনাথের প্রতি চকিত বিদ্যুতের ন্যায় অবজ্ঞাপূর্ণ তীক্ষ্ণকটাক্ষ নিক্ষেপ করিল—যখন সমস্ত দর্শকমণ্ডলীর চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া প্রশংসায় করতালিতে নাট্যস্থলী সুদীর্ঘকাল কম্পান্বিত করিয়া তুলিতে লাগিল—তখন গোপীনাথ সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া গিরিবালা গিরিবালা করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ছুটিয়া ষ্টেজের উপর লাফ দিয়া উঠিবার চেষ্টা করিল—বাদকগণ তাহাকে ধরিয়া ফেলিল।

এই অকস্মাৎ রসভঙ্গে মর্ম্মান্তিক ক্রুদ্ধ হইয়া দর্শকগণ, ইংরাজিতে বাঙ্গালায়, দূর করে দাও, বের করে দাও, বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল।

গোপীনাথ পাগলের মত ভগ্নকণ্ঠে চীৎকার করিতে লাগিল, আমি ওকে খুন করব, ওকে খুন করব!

পুলিস আসিয়া গোপীনাথকে ধরিয়া টানিয়া বাহির করিয়া লইয়া গেল। সমস্ত কলিকাতা সহরের দর্শক দুই চক্ষু ভরিয়া গিরিবালার অভিনয় দেখিতে লাগিল—কেবল গোপীনাথ সেখানে স্থান পাইল না।

ঠাকুর্দ্দা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—০—

নয়নযোড়ের জমিদারেরা এককালে বাবু বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন। তখনকার কালের বাবুয়ানার আদর্শ বড় সহজ ছিল না। এখন যেমন রাজা রায়বাহাদুর খেতাব অর্জ্জন করিতে অনেককে খানা নাচ ঘোড়দৌড় এবং সেলাম সুপারিসের শ্রাদ্ধ করিতে হয়, তখনও সাধারণের নিকট হইতে বাবু উপাধি লাভ করিতে বিস্তর দুঃসাধ্য তপশ্চরণ করিতে হইত।

আমাদের নয়নযোড়ের বাবুরা পাড় ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ঢাকাই কাপড় পড়িতেন, কারণ পাড়ের কর্কশতায় তাঁহাদের সুকোমল বাবুয়ানা ব্যথিত হইত। তাঁহারা লক্ষ টাকা দিয়া বিড়াল-শাবকের বিবাহ দিতেন এবং কথিত আছে, একবার কোন উৎসব উপলক্ষে রাত্রিকে দিন করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া অসংখ্য দীপ জালাইয়া সূর্য্যকিরণের অনুকরণে তাঁহারা সাঁচ্চা রূপার জরি উপর হইতে বর্ষণ করাইয়াছিলেন।

ইহা হইতেই সকলে বুঝিবেন সেকালে বাবুদের বাবুয়ানা বংশানুক্রমে স্থায়ী হইতে পারিত না। বহু-বর্ত্তিকা-বিশিষ্ট প্রদীপের মত নিজের তৈল নিজে অল্পকালের ধূমধামেই নিঃশেষ করিয়া দিত।

আমাদের কৈলাসচন্দ্র রায় চৌধুরী সেই প্রখ্যাতযশ নয়নযোড়ের একটি নির্ব্বাপিত বাবু। ইনি যখন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তৈল তখন প্রদীপের তলদেশে আসিয়া ঠেকিয়াছিল;—ইঁহার পিতার মৃত্যু হইলে পর নয়নযোড়ের বাবুয়ানা গোটাকতক অসাধারণ শ্রাদ্ধশান্তিতে অন্তিম দীপ্তি প্রকাশ করিয়া হঠাৎ নিবিয়া গেল। সমস্ত বিষয় আশয় ঋণের দায়ে বিক্রয় হইল—যে অল্প অবশিষ্ট রহিল তাহাতে পূর্ব্বপুরুষের খ্যাতি রক্ষা করা অসম্ভব।

সেই জন্য নয়নযোড় ত্যাগ করিয়া পুত্রকে সঙ্গে লইয়া কৈলাস বাবু কলিকাতায় আসিয়া বাস করিলেন—পুত্রটিও একটি কন্যামাত্র রাখিয়া এই হতগৌরব সংসার পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিলেন।

আমরা তাঁহার কলিকাতার প্রতিবেশী

Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b0003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

আমাদের ইতিহাসটা তাঁহাদের হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। আমার পিতা নিজের চেষ্টায় ধন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন; তিনি কখনও হাঁটুর নিম্নে কাপড় পরিতেন না, কড়া ক্রান্তির হিসাব রাখিতেন, এবং বাবু উপাধি লাভের জন্য তাঁহার লালসা ছিল না। সে জন্য আমি তাঁহার একমাত্র পুত্র তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি। আমি যে লেখা পড়া শিখিয়াছি এবং নিজের প্রাণ ও মান রক্ষার উপযোগী যথেষ্ট অর্থ বিনা চেষ্টায় প্রাপ্ত হইয়াছি, ইহাই আমি পরম গৌরবের বিষয় বলিয়া জ্ঞান করি—শূন্য ভাণ্ডারে পৈতৃক বাবুয়ানার উজ্জল ইতিহাসের অপেক্ষা লোহার সিন্দুকের মধ্যে পৈতৃক কোম্পানির কাগজ আমার নিকট অনেক বেশী মূল্যবান্ বলিয়া মনে হয়।

বোধ করি সেই কারণেই, কৈলাসবাবু তাঁহাদের পূর্ব্বগৌরবের ফেল্-করা ব্যাঙ্কের উপর যখন দেদার লম্বাচৌড়া চেক্ চালাইতেন তখন তাহা আমার এত অসহ্য ঠেকিত। আমার মনে হইত, আমার পিতা স্বহস্তে অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন বলিয়া কৈলাসবাবু বুঝি মনে মনে আমাদের প্রতি অবজ্ঞা অনুভব করিতেছেন। আমি রাগ করিতাম এবং ভাবিতাম অবজ্ঞার যোগ্য কে? যে লোক সমস্ত জীবন কঠোর ত্যাগস্বীকার করিয়া, নানা প্রলোভন অতিক্রম করিয়া, লোকমুখের তুচ্ছ খ্যাতি অবহেলা করিয়া, অশ্রান্ত এবং সতর্ক বুদ্ধিকৌশলে সমস্ত প্রতিকূল বাধা প্রতিহত করিয়া সমস্ত অনুকূল অবসরগুলিকে আপনার আয়ত্তগত করিয়া একটি একটি রৌপ্যের স্তরে সম্পদের একটি সমুচ্চ পিরামিড্ একাকী স্বহস্তে নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, তিনি হাঁটুর নীচে কাপড় পরিতেন না বলিয়া যে কম লোক ছিলেন তাহা নয়।

তখন বয়স অল্প ছিল সেই জন্য এইরূ তর্ক করিতাম রাগ করিতাম—এখন বয়স বে হইয়াছে এখন মনে করি, ক্ষতি কি! আমার ত বিপুল বিষয় আছে, আমার কিসের অভাব? যাহার কিছু নাই, সে যদি অহঙ্কার করিয়া সুখী হয়, তাহাতে আমার ত শিকি পয়সার লোকসান নাই, বরং সে বেচারার সান্ত্বনা আছে।

ইহাও দেখা গিয়াছে আমি ব্যতীত আর কেহ কৈলাসবাবুর উপর রাগ করিত না। কারণ, এত বড় নিরীহ লোক সচরাচর দেখা যায় না। ক্রিয়াকর্ম্মে সুখে দুঃখে প্রতিবেশীদের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ যোগ ছিল। ছেলে হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলকেই দেখা হইবামাত্র তিনি হাসিমুখে প্রিয় সম্ভাষণ করিতেন—যেখানে যাহার যে কেহ আছে সকলেরই কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করিয়া তবে তাঁহার শিষ্টতা বিরাম লাভ করিত। এই জন্য কাহারও সহিত তাঁহার দেখা হইলে একটা সুদীর্ঘ প্রশ্নোত্তরমালার সৃষ্টি হইত; ভাল ত? শশী ভাল আছে? আমাদের বড় বাবু ভাল আছেন? মধুর ছেলেটির জ্বর হয়েছিল শুনেছিলুম সে এখন ভাল আছে ত? হরিচরণ বাবুকে অনেক কাল দেখিনি তাঁর অসুখ বিসুখ কিছু হয়নি? তোমাদের রাখালের খবর কি? বাড়ির এঁয়ারা সকলে ভাল আছেন? ইত্যাদি।

লোকটি ভারি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কাপড় চোপড় অধিক ছিল না, কিন্তু মেরজাইটি চাদরটি, জামাটি, এমন কি, বিছানায় পাতিবার একটি পুরাতন র‍্যাপার, বালিশের ওয়াড়, একটি ক্ষুদ্র সতরঞ্চ সমস্ত স্বহস্তে রৌদ্রে দিয়া ঝাড়িয়া দড়িতে খাটাইয়া ভাঁজ করিয়া আল-

নায় তুলিয়া পরিপাটি করিয়া রাখিতেন। যখন তাঁহাকে দেখা যাইত তখনি মনে হইত যেন তিনি সুসজ্জিত প্রস্তুত হইয়া আছেন। অল্পস্বল্প সামান্ত আস্‌বাবেও তাঁহার ঘরদ্বার সমুজ্জল হইয়া থাকিত। মনে হইত যেন তাঁহার আরও অনেক আছে।

ভৃত্যাভাবে অনেক সময় ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া তিনি নিজের হস্তে অতিশয় পরিপাটি করিয়া ধুতি কোঁচাইতেন এবং চাদর ও জামার আস্তিন বহুযত্নে ও পরিশ্রমে "গিলে" করিয়া রাখিতেন। তাঁহার বড় বড় জমিদারী ও বহুমূল্যের বিষয়সম্পত্তি লোপ পাইয়াছে, কিন্তু একটি বহুমূল্য গোলাপপাশ, আতরদান, একটি সোণার রেকাবী, একটি রূপার আল্‌বোলা, একটি বহুমূল্য শাল ও সেকেলে জামাযোড়া ও পাগ্‌ড়ী দারিদ্রের গ্রাস হইতে বহুচেষ্টায় তিনি রক্ষা করিয়াছিলেন। কোন একটা উপলক্ষ উপস্থিত হইলে এই গুলি বাহির হইত এবং নয়নযোড়ের জগদ্বিখ্যাত বাবুদের গৌরব রক্ষা হইত।

এদিকে কৈলাসবাবু মাটির মানুষ হইলেও কথায় যে অহঙ্কার করিতেন সেটা যেন পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি কর্ত্তব্য বোধে করিতেন; সকল লোকেই তাহাতে প্রশ্রয় দিত এবং বিশেষ আমোদ বোধ করিত।

পাড়ার লোকে তাঁহাকে ঠাকুর্দ্দামশাই বলিত এবং তাঁহার ওখানে সর্ব্বদা বিস্তর লোক সমাগম হইত; কিন্তু দৈন্তাবস্থায় পাছে তাঁহার তামাকের খরচটা গুরুতর হইয়া উঠে এই জন্ত প্রায়ই পাড়ার কেহ না কেহ দুই এক সের তামাক কিনিয়া লইয়া গিয়া তাঁহাকে বলিত, ঠাকুর্দ্দামশায় একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ দেখি ভাল গয়ার তামাক পাওয়া গেছে।

ঠাকুর্দ্দামশায় দুই এক টান টানিয়া বলিতেন, বেশ ভাই, বেশ তামাক। অমনি সেই উপলক্ষে ষাট পঁয়ষট্টি টাকা ভরির তামাকের গল্প পাড়িতেন; এবং জিজ্ঞাসা করিতেন সে তামাক কাহারও আস্বাদ করিয়া দেখিবার ইচ্ছা আছে কি না?

সকলেই জানিত সে যদি কেহ ইচ্ছা প্রকাশ করে তবে নিশ্চয় চাবির সন্ধান পাওয়া যাইবে না অথবা অনেক অন্বেষণের পর প্রকাশ পাইবে যে পুরাতন ভৃত্য গণেশ বেটা কোথায় যে কি রাখে তাহার আর ঠিকানা নাই—গণেশও বিনা প্রতিবাদে সমস্ত অপবাদ স্বীকার করিয়া লইবে। এই জন্ত সকলেই একবাক্যে বলিত, ঠাকুর্দ্দামশায় কাজ নেই, সে তামাক আমাদের সহ্য হবে না, আমাদের এই ভাল।

শুনিয়া ঠাকুর্দ্দা দ্বিরুক্তি না করিয়া ঈষৎ হাস্ত করিতেন। সকলে বিদায় লইবার কালে বৃদ্ধ হঠাৎ বলিয়া উঠিতেন, সে যেন হল, তোমরা কবে আমার এখানে খাবে বল দেখি ভাই?

অমনি সকলে বলিত, সে একটা দিন ঠিক করে দেখা যাবে।

ঠাকুর্দ্দা মশায় বলিতেন, সেই ভাল, একটু বৃষ্টি পড়ুক, ঠাণ্ডা হোক, নইলে এ গরমে গুরু ভোজনটা কিছু নয়।

যখন বৃষ্টি পড়িত তখন ঠাকুর্দ্দাকে কেহ তাঁহার প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিত না—বরঞ্চ কথা উঠিলে সকলে বলিত, এই বৃষ্টি বাদলটা না ছাড়লে সুবিধে হচ্চে না। ক্ষুদ্র বাসাবাড়িতে বাস করাটা তাঁহার পক্ষে ভাল দেখাইতেছে না এবং কষ্টও হইতেছে এ কথা তাঁহার বন্ধুবান্ধব সকলেই তাঁহার সমক্ষে স্বীকার করিত অথচ কলিকাতায় কিনিবার উপযুক্ত বাড়ি খুঁজিয়া পাওয়া যে কত কঠিন, সে বিষয়েও কাহারও সন্দেহ ছিল না—এমন

কি আজ ছয় সাত বৎসর সন্ধান করিয়া ভাড়া লইবার মত একটা বড় বাড়ি পাড়ায় কেহ দোখতে পাইল না—অবশেষে ঠাকুর্দ্দামশাই বলিতেন, "তা হোক্ ভাই, তোমাদের কাছাকাছি আছি এই আমার সুখ, নয়নযোড়ে বড় বাড়ি ত পড়েই আছে কিন্তু সেখানে কি মন টেকে ?"

আমার বিশ্বাস, ঠাকুর্দ্দাও জানিতেন যে, সকলে তাঁহার অবস্থা জানে, এবং যখন তিনি ভূতপূর্ব্ব নয়নযোড়কে বর্ত্তমান বলিয়া ভাণ করিতেন এবং অন্য সকলেও তাহাতে যোগ দিত তখন তিনি মনে মনে বুঝিতেন যে, পরস্পরের এই ছলনা কেবল পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্দ্যবশতঃ।

কিন্তু আমার বিষম বিরক্তি বোধ হইত। অল্প বয়সে পরের নিরীহ গর্ব্বও দমন করিতে ইচ্ছা করে এবং সহস্র গুরুতর অপরাধের তুলনায় নির্ব্বুদ্ধিতাই সর্ব্বাপেক্ষা অসহ্য বোধ হয়। কৈলাসবাবু ঠিক নির্ব্বোধ ছিলেন না, কাজে কর্ম্মে তাঁহার সহায়তা এবং পরামর্শ সকলেই প্রার্থনীয় জ্ঞান করিত। কিন্তু নয়নযোড়ের গৌরব প্রকাশ সম্বন্ধে তাঁহার কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। সকলে তাঁহাকে ভালবাসিয়া এবং আমোদ করিয়া তাঁহার কোন অসম্ভব কথাতেই প্রতিবাদ করিত না বলিয়া তিনি আপনার কথার পরিমাণ রক্ষা করিতে পারিতেন না। অন্য লোকেও যখন আমোদ করিয়া অথবা তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নয়নযোড়ের কীর্ত্তিকলাপ সম্বন্ধে বিপরীত মাত্রায় অত্যুক্তি প্রয়োগ করিত, তিনি অকাতরে সমস্ত গ্রহণ করিতেন এবং স্বপ্নেও সন্দেহ করিতেন না যে, অন্য কেহ এ সকল কথা লেশমাত্র অবিশ্বাস করিতে পারে।

আমার এক এক সময় ইচ্ছা করিত, বৃদ্ধ এই যে মিথ্যা দুর্গ অবলম্বন করিয়া বাস করিতেছে এবং মনে করিতেছে ইহা চিরস্থায়ী, এই দুর্গটি দুইতোপে সর্ব্বসমক্ষে উড়াইয়া দিই। একটা পাখীকে সুবিধামত ডালের উপর বসিয়া থাকিতে দেখিলেই শিকারীর ইচ্ছা করে তাহাকে গুলি বসাইয়া দিতে, পাহাড়ের গায়ে একটা প্রস্তর পতনোন্মুখ থাকিতে দেখিলেই বালকের ইচ্ছা করে এক লাথি মারিয়া তাহাকে গড়াইয়া ফেলিতে—যে জিনিষটা প্রতি মুহূর্ত্তে পড়ি পড়ি করিতেছে অথচ কোন একটা কিছুতে সংলগ্ন হইয়া আছে, তাহাকে ফেলিয়া দিলেই তবে যেন তাহার সম্পূর্ণতা সাধন এবং দর্শকের মনের তৃপ্তিলাভ হয়। কৈলাসবাবুর মিথ্যাগুলি এতই সরল, তাহার ভিত্তি এতই দুর্ব্বল, তাহা ঠিক সত্য বন্দুকের লক্ষ্যের সামনে এমনি বুক ফুলাইয়া নৃত্য করিত যে, তাহাকে মুহূর্ত্তের মধ্যে বিনাশ করিবার জন্য একটি আবেগ উপস্থিত হইত—কেবল নিতান্ত আলস্যবশতঃ এবং সর্ব্বজনসম্মত প্রথার অনুসরণ করিয়া সে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতাম না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

নিজের অতীত মনোভাব বিশ্লেষণ করিয়া যতটা মনে পড়ে তাহাতে মনে হয়, কৈলাস বাবুর প্রতি আমার আন্তরিক বিদ্বেষের আর একটি গূঢ় কারণ ছিল। তাহা একটু বিবৃত করিয়া বলা আবশ্যক।

আমি বড়মানুষের ছেলে হইয়াও যথাকালে এম, এ, পাস্ করিয়াছি, যৌবন সত্ত্বেও কোন প্রকার কুসংসর্গ কুৎসিত আমোদে যোগ দিই নাই, এবং অভিভাবকের মৃত্যুর পরে স্বয়ং

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

কর্ত্তা হইয়াও আমার স্বভাবের কোন প্রকার বিকৃতি উপস্থিত হয় নাই। তাহা ছাড়া চেহারাটা এমন যে, তাহাকে আমি নিজ মুখে সুশ্রী বলিলে অহঙ্কার হইতে পারে কিন্তু মিথ্যাবাদ হয় না।

অতএব বাঙ্গালা দেশে ঘট্‌কালির হাটে আমার দাম যে অত্যন্ত বেশী তাহাতে আর সন্দেহ নাই—এই হাটে আমার সেই দাম আমি পুরা আদায় করিয়া লইব, এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। ধনী পিতার পরম রূপবতী একমাত্র বিদুষী কন্যা আমার কল্পনায় আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছিল।

দশ হাজার বিশ হাজার টাকা পণের প্রস্তাব করিয়া দেশ বিদেশ হইতে আমার সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। আমি অবিচলিতচিত্তে নিক্তি ধরিয়া তাহাদের যোগ্যতাযোগ্যতা ওজন করিয়া লইতে ছিলাম, কোনটাই আমার সমযোগ্য বোধ হয় নাই! অবশেষে ভবভূতির ন্যায় আমার ধারণা হইয়াছিল যে,—

কি জানি জন্মিতে পারে মম সমতুল,
অসীম সময় আছে, বসুধা বিপুল।

কিন্তু বর্ত্তমান কালে এবং ক্ষুদ্র বঙ্গদেশে সেই অসম্ভব দুর্লভ পদার্থ জন্মিয়াছে কি না সন্দেহ।

কন্যাদায়গ্রস্তগণ প্রতিনিয়ত নানা ছন্দে আমার স্তবস্তুতি এবং বিবিধোপচারে আমার পূজা করিতে লাগিল! কন্যা পছন্দ হউক বা না হউক, এই পূজা আমার মন্দ লাগিল না। ভাল ছেলে বলিয়া, কন্যার পিতৃগণের এই পূজা আমার উচিতপ্রাপ্য স্থির করিয়াছিলাম। শাস্ত্রে পড়া যায়, দেবতা বর দিন্ আর না দিন যথাবিধি পূজা না পাইলে বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। নিয়মিত পূজা পাইয়া আমারও মনে সেইরূপ অত্যুচ্চ দেবভাব জন্মিয়াছিল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম, ঠাকুর্দ্দা মশায়ের একটি পৌত্রী ছিল। তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছি কিন্তু কখনও রূপবতী বলিয়া ভ্রম হয় নাই। সুতরাং তাহাকে বিবাহ করিবার কল্পনাও উদিত হয় নাই। কিন্তু ইহা ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম যে, কৈলাস বাবু, লোকমারফৎ অথবা স্বয়ং পৌত্রীটিকে অর্ঘ্য দিবার মানসে আমার পূজার বোধন করিতে আসিবেন, কারণ,আমি ভাল ছেলে। কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না।

শুনিতে পাইলাম, আমার কোন বন্ধুকে তিনি বলিয়াছিলেন, নয়নযোড়ের বাবুরা কখনও কোন বিষয়ে অগ্রসর হইয়া কাহারও নিকটে প্রার্থনা করে নাই—কন্যা যদি চিরকুমারী হইয়া থাকে তথাপি সেই কুলপ্রথা তিনি ভঙ্গ করিতে পারিবেন না।

শুনিয়া আমার বড় রাগ হইল। সে রাগ অনেক দিন পর্য্যন্ত আমার মনের মধ্যে ছিল—কেবল ভাল ছেলে বলিয়াই চুপচাপ করিয়া ছিলাম!

যেমন বজ্রের সঙ্গে বিদ্যুৎ থাকে, তেমনি আমার চরিত্রে রাগের সঙ্গে সঙ্গে একটা কৌতুকপ্রিয়তা জড়িত ছিল। বৃদ্ধকে শুদ্ধমাত্র নিপীড়ন করা আমার দ্বারা সম্ভব হইত না—কিন্তু একদিন হঠাৎ এমন একটা কৌতুকাবহ প্লান্ মাথায় উদয় হইল যে, সেটা কাজে খাটাইবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বৃদ্ধকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য নানা লোকে নানা মিথ্যা কথার সৃজন করিত। পাড়ার একজন পেন্সনভোগী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট প্রায় বলিতেন, ঠাকুর্দ্দা, ছোটলাটের সঙ্গে যখনি দেখা হয় তিনি নয়নযোড়ের বাবুদের খবর না নিয়ে ছাড়েন না—সাহেব বলেন, বাঙ্গালাদেশে বর্দ্ধমানের রাজা এবং

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

নয়নযোড়ের বাবু, এই দুটি মাত্র যথার্থ বনেদী বংশ আছে!

ঠাকুর্দ্দা ভারি খুসি হইতেন—এবং ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে অন্যান্য কুশলসংবাদের সহিত জিজ্ঞাসা করিতেন—ছোটলাট সাহেব ভাল আছেন? তাঁর মেম-সাহেব ভাল আছেন? তাঁর পুত্র কন্যারা সকলেই ভাল আছেন? সাহেবের সহিত শীঘ্র একদিন সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন এমন ইচ্ছাও প্রকাশ করিতেন। কিন্তু ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি নিশ্চয় জানিতেন নয়নযোড়ের বিখ্যাত চৌঘুড়ি প্রস্তুত হইয়া দ্বারে আসিতে আসিতে বিস্তর ছোট লাট এবং বড় লাট বদল হইয়া যাইবে!

আমি একদিন প্রাতঃকালে গিয়া কৈলাস বাবুকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া চুপি চুপি বলিলাম—ঠাকুর্দ্দা, কাল লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণরের লেভিতে গিয়েছিলুম। তিনি নয়নযোড়ের বাবুদের কথা পাড়াতে আমি বল্লুম নয়নযোড়ের কৈলাস বাবু কলকাতাতেই আছেন—শুনে ছোটলাট এতদিন দেখা করতে আসেন নি বলে ভারি দুঃখিত হলেন—বলে দিলেন আজই দুপুর বেলা তিনি গোপনে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসবেন।

আর কেহ হইলে কথাটার অসম্ভবতা বুঝিতে পারিত এবং আর কাহারও সম্বন্ধে হইলে কৈলাস বাবুও এ কথায় হাস্য করিতেন—কিন্তু নিজের সম্বন্ধীয় বলিয়া এ সংবাদ তাঁহার লেশমাত্র অবিশ্বাস্য বোধ হইল না। শুনিয়া যেমন খুসি হইলেন তেমনি অস্থির হইয়া উঠিলেন—কোথায় বসাইতে হইবে, কি করিতে হইবে, কেমন করিয়া অভ্যর্থনা করিবেন—কি উপায়ে নয়নযোড়ের গৌরব রক্ষিত হইবে কিছুই ভাবিয়া পাইলেন না। তাছাড়া, তিনি ইংরাজি জানেন না, কথা চালাইবেন কি করিয়া সেও এক সমস্যা।

আমি বলিলাম সে জন্য ভাবনা নাই, তাঁহার সঙ্গে এক জন করিয়া দোভাষী থাকে; কিন্তু ছোটলাট সাহেবের বিশেষ ইচ্ছা, আর কেহ যেন উপস্থিত না থাকে।

মধ্যাহ্নে পাড়ার অধিকাংশ লোক যখন আপিসে গিয়াছে এবং অবশিষ্ট অংশ দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিদ্রামগ্ন তখন কৈলাস বাবুর বাসার সম্মুখে এক জুড়ি আসিয়া দাঁড়াইল।

তকমা-পরা চাপরাসি তাঁহাকে খবর দিল ছোটলাট সাহেব আয়া! ঠাকুর্দ্দা প্রাচীনকাল-প্রচলিত শুভ্র জামাযোড়া এবং পাগড়ী পরিয়া প্রস্তুত হইয়াছিলেন তাঁহার পুরাতন ভৃত্য গণেশটিকে তাঁহার নিজের ধুতি চাদর জামা পরাইয়া ঠিক ঠাক করিয়া রাখিয়াছিলেন। ছোটলাটের আগমনসংবাদ শুনিয়াই হাঁপাইতে হাঁপাইতে কাঁপিতে কাঁপিতে ছুটিয়া দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন—এবং সন্নতদেহে বারংবার সেলাম করিতে করিতে ইংরাজবেশধারী আমার এক প্রিয়বয়স্যকে ঘরে লইয়া গেলেন।

সেখানে চৌকির উপরে তাঁহার একমাত্র বহুমূল্য শালটি পাতিয়া রাখিয়াছিলেন তাহারই উপর কৃত্রিম ছোটলাটকে বসাইয়া উর্দ্দুভাষায় এক অতি বিনীত সুদীর্ঘ বক্তৃতা পাঠ করিলেন এবং নজরের স্বরূপে স্বর্ণ রেকাবীতে তাঁহাদের বহুকষ্টরক্ষিত কুলক্রমাগত এক আসরফির মালা ধরিলেন। প্রাচীন ভৃত্য গণেশ গোলাপ-পাশ এবং আতরদান লইয়া উপস্থিত ছিল।

কৈলাস বাবু বারংবার আক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, তাঁহাদের নয়নযোড়ের বাড়িতে হুজুর বাহাদুরের পদধূলি পড়িলে তাঁহাদের যথাসাধ্য যথোচিত আতিথ্যের আয়োজন করিতে পারিতেন—কলিকাতায় তিনি প্রবাসী

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

—এখানে তিনি জলহীন মীনের ন্যায় সর্ব্ব বিষয়েই অক্ষম—ইত্যাদি।

আমার বন্ধু দীর্ঘ হ্যাট সমেত অত্যন্ত গম্ভীর-ভাবে মাথা নাড়িতে লাগিলেন! ইংরাজ-কায়দা-অনুসারে এরূপ স্থলে মাথায় টুপি না থাকিবার কথা কিন্তু আপনার বন্ধু ধরা পড়িবার ভয়ে যথাসম্ভব আচ্ছন্ন থাকিবার চেষ্টায় টুপি খোলেন নাই।

কৈলাস বাবু এবং তাঁহার গর্ব্বান্ধ প্রাচীন ভৃত্যটি ছাড়া আর সকলেই মুহূর্ত্তের মধ্যেই বাঙ্গালীর এই ছদ্মবেশ ধরিতে পারিত।

দশমিনিট কাল ঘাড় নাড়িয়া আমার বন্ধু গাত্রোত্থান করিলেন এবং পূর্ব্বশিক্ষামত চাপরাসিগণ সোণার রেকাবীসুদ্ধ আসরফির মালা, চৌকি হইতে সেই শাল, এবং ভৃত্যের হাত হইতে গোলাপপাশ এবং আতরদান সংগ্রহ করিয়া ছদ্মবেশীর গাড়িতে তুলিয়া দিল—কৈলাস বাবু বুঝিলেন ইহাই ছোটলাটের প্রথা। আমি গোপনে এক পাশের ঘরে লুকাইয়া দেখিতেছিলাম এবং রুদ্ধ হাস্যাবেগে আমার পঞ্জর বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইতেছিল।

অবশেষে কিছুতে আর থাকিতে না পারিয়া ছুটিয়া কিঞ্চিৎদূরবর্ত্তী এক ঘরের মধ্যে গিয়া প্রকাশ করিলাম—এবং সেখানে হাসির উচ্ছ্বাস উন্মুক্ত করিয়া দিয়া হঠাৎ দেখি, একটি বালিকা তক্তপোষের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

আমাকে হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করিয়া হাসিতে দেখিয়া সে তৎক্ষণাৎ তক্তা ছাড়িয়া দাঁড়াইল—এবং অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে রোষের গর্জ্জন আনিয়া আমার মুখের উপর সজল বিপুল কৃষ্ণচক্ষের সুতীক্ষ্ণ বিদ্যুৎ বর্ষণ করিয়া কহিল—"আমার দাদামশায় তোমাদের কি করেছেন—কেন তোমরা তাঁকে ঠকাতে এসেচ—কেন এসেচ তোমরা"—অবশেষে আর কোন কথা জুটিল না—বাক্‌রুদ্ধ হইয়া মুখে কাপড় দিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

কোথায় গেল আমার হাস্যাবেগ! আমি যে কাজটি করিয়াছি তাহার মধ্যে কৌতুক ছাড়া আর যে কিছু ছিল এতক্ষণ তাহা আমার মাথায় আসে নাই—হঠাৎ দেখিলাম অত্যন্ত কোমল স্থানে অত্যন্ত কঠিন আঘাত করিয়াছি; হঠাৎ আমার কৃত কার্য্যের বীভৎস নিষ্ঠুরতা আমার সম্মুখে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল—লজ্জায় এবং অনুতাপে পদাহত কুক্কুরের ন্যায় ঘর হইতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেলাম। বৃদ্ধ আমার কাছে কি দোষ করিয়াছিল? তাহার নিরীহ অহঙ্কার ত কখন কোন প্রাণীকে আঘাত করে নাই। আমার অহঙ্কার কেন এমন হিংস্রমূর্ত্তি ধারণ করিল?

তাহা ছাড়া আর একটি বিষয়ে আজ হঠাৎ দৃষ্টি খুলিয়া গেল। এতদিন আমি কুসুমমণিকে, কোন অবিবাহিত পাত্রের প্রসন্ন দৃষ্টিপাতের প্রতীক্ষায় সংরক্ষিত পণ্য-পদার্থের মত দেখিতাম—ভাবিতাম, আমি পছন্দ করি নাই বলিয়া ও পড়িয়া আছে, দৈবাৎ যাহার পছন্দ হইবে ও তাহারই হইবে। আজ দেখিলাম এই গৃহকোণে, ঐ বালিকামূর্ত্তির অন্তরালে একটি মানব হৃদয় আছে। তাহার নিজের সুখ দুঃখ অনুরাগ বিরাগ লইয়া একটি অন্তঃকরণ একদিকে অজ্ঞেয় অতীত আর একদিকে অভাবনীয় ভবিষ্যৎ নামক দুই অনন্ত রহস্য-রাজ্যের দিকে পূর্ব্বে পশ্চিমে প্রসারিত হইয়া রহিয়াছে! যে মানুষের মধ্যে হৃদয় আছে সে কি কেবল পণের টাকা এবং নাক চোখের পরিমাণ মাপিয়া পছন্দ করিয়া লইবার যোগ্য?

সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হইল না। পরদিন

প্রত্যূষে বৃদ্ধের সমস্ত অপহৃত বহুমূল্য দ্রব্যগুলি লইয়া চোরের ন্যায় চুপি চুপি ঠাকুর্দ্দার বাসায় গিয়া প্রবেশ করিলাম—ইচ্ছা ছিল কাহাকেও কিছু না বলিয়া গোপনে চাকরের হাতে সমস্ত দিয়া আসিব।

চাকরকে দেখিতে না পাইয়া ইতস্ততঃ করিতেছি এমন সময় অদূরবর্ত্তী ঘরে বৃদ্ধের সহিত বালিকার কথোপকথন শুনিতে পাইলাম। বালিকা সুমিষ্ট সস্নেহ স্বরে জিজ্ঞাসা করিতেছিল, দাদা মহাশয়, কাল লাট সাহেব তোমাকে কি বল্লেন? ঠাকুর্দ্দা অত্যন্ত হর্ষিত চিত্তে লাট সাহেবের মুখে প্রাচীন নয়নযোড় বংশের বিস্তর কাল্পনিক গুণানুবাদ বসাইতেছিলেন। বালিকা তাহাই শুনিয়া মহোৎসাহ প্রকাশ করিতেছিল।

বৃদ্ধ অভিভাবকের প্রতি মাতৃহৃদয়া এই ক্ষুদ্র বালিকার সকরুণ ছলনায় আমার দুই চক্ষে জল ছল্ ছল্ করিয়া আসিল। অনেকক্ষণ চুপ্ করিয়া বসিয়া রহিলাম—অবশেষে ঠাকুর্দ্দা তাঁহার কাহিনী সমাপন করিয়া চলিয়া আসিলে আমার প্রতারণার বমালগুলি লইয়া বালিকার নিকট উপস্থিত হইলাম এবং নিঃশব্দে তাহার সম্মুখে সমস্ত রাখিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

বর্ত্তমান কালের প্রথানুসারে অন্যদিন বৃদ্ধকে দেখিয়া কোন প্রকার অভিবাদন করিতাম না—আজ তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। বৃদ্ধ নিশ্চয় মনে ভাবিলেন, গতকল্য ছোট লাট তাঁহার বাড়িতে আসাতেই সহসা তাঁহার প্রতি আমার ভক্তির উদ্রেক হইয়াছে। তিনি পুলকিত হইয়া শতমুখে ছোটলাটের গল্প বানাইয়া বলিতে লাগিলেন—আমিও কোন প্রতিবাদ না করিয়া তাহাতে যোগ দিলাম। বাহিরের অন্য লোক যাহারা শুনিল তাহারা এ কথাটাকে আদ্যোপান্ত গল্প বলিয়া স্থির করিল, এবং সকৌতুকে বৃদ্ধের সহিত সকল কথায় সায় দিয়া গেল।

সকলে উঠিয়া গেলে আমি অত্যন্ত সলজ্জ মুখে দীনভাবে বৃদ্ধের নিকট একটি প্রস্তাব করিলাম। বলিলাম, যদিও নয়নযোড়ের বাবুদের সহিত আমাদের বংশমর্য্যাদার তুলনাই হইতে পারে না তথাপি—

প্রস্তাবটা শেষ হইবামাত্র বৃদ্ধ আমাকে বক্ষে আলিঙ্গন করিয়া ধরিলেন, এবং আনন্দবেগে বলিয়া উঠিলেন—আমি গরীব—আমার যে এমন সৌভাগ্য হবে তা আমি জানতুম না। ভাই—আমার কুসুম অনেক পুণ্য করেছে তাই তুমি আজ ধরা দিলে! বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বৃদ্ধ, আজ এই প্রথম, তাঁহার মহিমান্বিত পূর্ব্বপুরুষদের প্রতি কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া স্বীকার করিলেন যে, তিনি গরীব, স্বীকার করিলেন যে, আমাকে লাভ করিয়া নয়নযোড় বংশের গৌরব হানি হয় নাই। আমি যখন বৃদ্ধকে অপদস্থ করিবার জন্য চক্রান্ত করিতেছিলাম তখন বৃদ্ধ আমাকে পরম সৎপাত্র জানিয়া একান্তমনে কামনা করিতেছিলেন।

মুক্তির উপায়।

১

ফকিরচাঁদ বাল্যকাল হইতেই গম্ভীরপ্রকৃতি। বৃদ্ধসমাজে তাহাকে কখনই বেমানান্ দেখাইত না। ঠাণ্ডা জল, হিম, এবং হাস্য পরিহাস

তাহার একেবারে সহ্য হইত না। একে গম্ভীর তাহাতে বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময়েই মুখমণ্ডলের চারিদিকে কালো পশমের গলাবন্ধ জড়াইয়া থাকাতে তাহাকে ভয়ঙ্কর উঁচুদরের লোক বলিয়া বোধ হইত। ইহার উপরে, অতি অল্প বয়সেই তাহার ওষ্ঠাধর এবং গণ্ডস্থল প্রচুর গোঁফ দাড়িতে আচ্ছন্ন হওয়াতে সমস্ত মুখের মধ্যে হাস্যবিকাশের স্থান আর তিল মাত্র অবশিষ্ট রহিল না।

স্ত্রী হৈমবতীর বয়স অল্প এবং তাহার মন পার্থিব বিষয়ে সম্পূর্ণ নিবিষ্ট। সে বঙ্কিম বাবুর নভেল পড়িতে চায় এবং স্বামীকে ঠিক দেবতার ভাবে পূজা করিয়া তাহার তৃপ্তি হয় না। সে একটুখানি হাসিখুসি ভালবাসে, এবং বিকচোন্মুখ পুষ্প যেমন বায়ুর আন্দোলন এবং প্রভাতের আলোকের জন্য ব্যাকুল হয়, সেও তেমনি এই নব যৌবনের সময় স্বামীর নিকট হইতে আদর এবং হাস্যামোদ যথাপরিমাণে প্রত্যাশা করিয়া থাকে। কিন্তু স্বামী তাহাকে অবসর পাইলেই ভাগবত পড়ায়, সন্ধ্যাবেলায় ভগবদ্গীতা শুনায়, এবং তাহার আধ্যাত্মিক উন্নতির উদ্দেশে মাঝে মাঝে শারীরিক শাসন করিতেও ত্রুটি করে না। যে দিন হৈমবতীর বালিশের নীচে হইতে "কৃষ্ণকান্তের উইল, বাহির হয় সে দিন উক্ত লঘুপ্রকৃতি যুবতীকে সমস্ত রাত্রি অশ্রুপাত করাইয়া তবে ফকির ক্ষান্ত হন। একে নভেল পাঠ তাহাতে আবার পতিদেবকে প্রতারণা! যাহা হউক্ অবিশ্রাম আদেশ অনুদেশ উপদেশ ধর্ম্মনীতি এবং দণ্ডনীতির দ্বারা অবশেষে হৈমবতীর মুখের হাসি, মনের সুখ এবং যৌবনের আবেগ একেবারে নিষ্কর্ষণ করিয়া ফেলিতে স্বামীদেবতা সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন।

কিন্তু, অনাসক্ত লোকের পক্ষে সংসারে বিস্তর বিঘ্ন। পরে পরে ফকিরের এক ছেলে এক মেয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারবন্ধন বাড়িয়া গেল। পিতার তাড়নায় এতবড় গম্ভীরপ্রকৃতি ফকিরকেও আপিসে আপিসে কর্ম্মের উমেদারীতে বাহির হইতে হইল, কিন্তু কর্ম্ম জুটিবার কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না।

তখন তিনি মনে করিলেন বুদ্ধদেবের মত আমি সংসার ত্যাগ করিব। এই ভাবিয়া একদিন গভীর রাত্রে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেলেন।

২

মধ্যে আর একটি ইতিহাস বলা আবশ্যক।

নবগ্রামবাসী ষষ্টিচরণের এক ছেলে। নাম মাখনলাল। বিবাহের অনতিবিলম্বে সন্তানাদি না হওয়াতে পিতার অনুরোধে এবং নূতনত্বের প্রলোভনে আর একটি বিবাহ করেন। এই বিবাহের পর হইতে যথাক্রমে তাঁহার উভয় স্ত্রীর গর্ভে সাতটি কন্যা এবং একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল।

মাখন লোকটা নিতান্ত সৌখীন এবং চপল প্রকৃতি, কোন প্রকার গুরুতর কর্ত্তব্যের দ্বারা আবদ্ধ হইতে নিতান্ত নারাজ। একে ত ছেলেপুলের ভার, তাহার পরে যখন দুই কর্ণধার দুই কর্ণে ঝিঁকা মারিতে লাগিল তখন নিতান্ত অসহ্য হইয়া সেও একদিন গভীর রাত্রে ডুব মারিল।

বহুকাল তাহার আর সাক্ষাৎ নাই। কখন কখন শুনা যায়, এক বিবাহে কিরূপ সুখ তাহাই পরীক্ষা করিবার জন্য সে কাশীতে গিয়া গোপনে আর একটি বিবাহ করিয়াছে; শুনা যায়, হতভাগ্য কথঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিয়াছে। কেবল দেশের কাছাকাছি আসিবার জন্য মাঝে মাঝে তাহার মন উতলা হয়, ধরা পড়িবার ভয়ে আসিতে পারে না।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

৩

কিছু দিন ঘুরিতে ঘুরিতে উদাসীন ফকিরচাঁদ নবগ্রামে আসিয়া উপস্থিত। পথপার্শ্ববর্ত্তী এক বটবৃক্ষতলে বসিয়া নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন "আহা, বৈরাগ্যমেবাভয়ং। দারা পুত্র ধন জন কেউ কারো নয়। কা তে কান্তা কস্তে পুত্রঃ।" বলিয়া এক গান জুড়িয়া দিলেন।

শোন্‌রে শোন্, অবোধ মন!
শোন্ সাধুর উক্তি কিসে মুক্তি
সেই সুযুক্তি কর্ গ্রহণ!
ভবের শুক্তি ভেঙ্গে মুক্তি-মুক্তা কর অন্বেষণ।
ওরে ও ভোলা মন, ভোলা মন রে!

সহসা গান বন্ধ হইয়া গেল। "ও কে ও! বাবা দেখ্‌চি! সন্ধান পেয়েছেন বুঝি! তবেই ত সর্ব্বনাশ। আবার ত সংসারের অন্ধকূপে টেনে নিয়ে যাবেন! পালাতে হল।"

৪

ফকির তাড়াতাড়ি নিকটবর্ত্তী এক গৃহে প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধ গৃহস্বামী চুপ্ চাপ বসিয়া তামাক টানিতেছিল। ফকিরকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেহে তুমি?"

ফকির। বাবা, আমি সন্ন্যাসী।

বৃদ্ধ। সন্ন্যাসী! দেখি দেখি বাবা, আলোতে এস দেখি! এই বলিয়া আলোতে টানিয়া লইয়া ফকিরের মুখের পরে ঝুঁকিয়া বুড়া মানুষ বহু কষ্টে যেমন করিয়া পুঁথি পড়ে তেমনি করিয়া ফকিরের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিতে লাগিল।

"এই ত আমার সেই মাখনলাল দেখ্‌চি! সেই নাক, সেই চোখ, কেবল কপালটা বদ্‌লেচে, আর সেই চাঁদমুখ গোঁফে দাড়িতে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেচে!" বলিয়া বৃদ্ধ সস্নেহে ফকিরের শ্মশ্রুল মুখে দুই একবার হাত বুলাইয়া লইল, এবং প্রকাশ্যে কহিল "বাবা, মাখন!" বলা বাহুল্য বৃদ্ধের নাম ষষ্ঠিচরণ।

ফকির। (সবিস্ময়ে) মাখন! আমার নাম ত মাখন নয়! পূর্ব্বে আমার নাম যাই থাক্, এখন আমার নাম চিদানন্দ স্বামী। ইচ্ছা হয় ত পরমানন্দও বল্‌তে পার।

ষষ্ঠি। বাবা, তা এখন আপনাকে চিঁড়েই বল আর পরমান্নই বল, তুই যে আমার মাখন, বাবা সে ত আমি ভুল্‌তে পারব না!—বাবা, তুই কোন্ দুঃখে সংসার ছেড়ে গেলি! তোর কিসের অভাব! দুই স্ত্রী; বড়টিকে না ভাল বাসিস্ ছোটটি আছে। ছেলে পিলের দুঃখও নেই। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে সাতটি কন্যে, একটি ছেলে। আর আমি বুড়ো বাপ ক'দিনই বা বাঁচব, তোর সংসার তোরই থাক্‌বে!

ফকির একেবারে আঁৎকিয়া উঠিয়া কহিল "কি সর্ব্বনাশ! শুন্‌লেও যে ভয় হ !"

এতক্ষণে প্রকৃত ব্যাপারটা বোধগম্য হইল। ভাবিল, মন্দ কি, দিন দুই বৃদ্ধের পুত্রভাবেই এখানে লুকাইয়া থাকা যাক্, তাহার পরে সন্ধানে অকৃতকার্য্য হইয়া বাপ চলিয়া গেলেই এখান হইতে পলায়ন করিব।

ফকিরের নিরুত্তর দেখিয়া বৃদ্ধের মনে আর সংশয় রহিল না। কেষ্টা চাকরকে ডাকিয়া বলিল "ওরে ও কেষ্টা, তুই সকলকে খবর দিয়ে আয়গে, আমার মাখন ফিরে এসেছে।"

৫

দেখিতে দেখিতে লোকে লোকারণ্য। পাড়ার লোকে অধিকাংশই বলিল সেই বটে, কেহ বা সন্দেহ প্রকাশ করিল! কিন্তু বিশ্বাস করিবার জন্যই লোকে এত ব্যগ্র যে, সন্দিগ্ধ লোকদের উপরে সকলে হাড়ে চটিয়া গেল। যেন তাহারা ইচ্ছাপূর্ব্বক কেবল রসভঙ্গ করিতে আসিয়াছে; যেন তাহারা পাড়ায় চৌদ্দ অক্ষ-

রের পয়ারকে সতের অক্ষর করিয়া বসিয়া আছে, কোন মতে তাহাদিগকে সংক্ষেপ করিতে পারিলেই তবে পাড়াশুদ্ধ লোক আরাম পায়; তাহারা ভূতও বিশ্বাস করে না, ওঝাও বিশ্বাস করে না, আশ্চর্য্য গল্প শুনিয়া যখন সকলের তাক্ লাগিয়া গিয়াছে তখন তাহারা প্রশ্ন উত্থাপন করে। এক প্রকার নাস্তিক বলিলেই হয়। কিন্তু ভূত অবিশ্বাস করিলে ততটা ক্ষতি নাই, তাই বলিয়া বুড়া বাপের হারা ছেলেকে অবিশ্বাস করা যে নিতান্ত হৃদয়-হীনতার কাজ। যাহা হউক, সকলের নিকট হইতে তাড়না খাইয়া সংশয়ীর দল থামিয়া গেল।

ফকিরের অতি ভীষণ অটল গাম্ভীর্য্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া পাড়ার লোকেরা তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া বলিতে লাগিল—"আরে আরে, আমাদের সেই মাখন আজ ঋষি হয়েছেন, তপিস্বি হয়েছেন! চিরটা কাল ইয়ার্কি দিয়ে কাটালে আজ হঠাৎ মহামুনি জামদগ্নি হয়ে বসেচেন।"

কথাটা উন্নতচেতা ফকিরের অত্যন্ত খারাপ লাগিল, কিন্তু নিরুপায়ে সহ্য করিতে হইল। একজন গায়ের উপর আসিয়া পড়িয়া জিজ্ঞাসা করিল "ওরে মাখন, তুই কুচকুচে কালো ছিলি রংটা এমন ফর্সা করলি কি করে'।"

ফকির উত্তর দিল "যোগ অভ্যাস করে'।"

সকলেই বলিল "যোগের কি আশ্চর্য্য প্রভাব!"

একজন উত্তর করিল "আশ্চর্য্য আর কি! শাস্ত্রে আছে, ভীম যখন হনুমানের লেজ ধরে তুল্‌তে গেলেন কিছুতেই তুল্‌তে পারলেন না। সে কি করে' হ'ল? সে ত যোগবলে!"

একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইল।

হেনকালে ষষ্ঠিচরণ আসিয়া ফকিরকে বলিল "বাবা একবার বাড়ির ভিতরে যেতে হচ্চে।"

এ সম্ভাবনাটা ফকিরের মাথায় উদয় হয় নাই—হঠাৎ বজ্রাঘাতের মত মস্তিষ্কে প্রবেশ করিল। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া, পাড়ার লোকের বিস্তর অন্যায় পরিহাস পরিপাক করিয়া অবশেষে বলিল "বাবা, আমি সন্ন্যাসী হয়েচি আমি অন্তঃপুরে ঢুক্‌তে পারব না।"

ষষ্ঠিচরণ পাড়ার লোকদের সম্বোধন করিয়া বলিল "তা হলে আপনাদের একবার গা তুল্‌তে হচ্চে। বৌমাদের এইখানেই নিয়ে আসি। তাঁরা বড় ব্যাকুল হয়ে আছেন।"

সকলে উঠিয়া গেল। ফকির ভাবিল এইবেলা এখান হইতে এক দৌড় মারি। কিন্তু রাস্তায় বাহির হইলেই পাড়ার লোক কুকুরের মত তাহার পশ্চাতে ছুটিবে ইহাই কল্পনা করিয়া তাহাকে নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া থাকিতে হইল।

যেম্‌নি মাখনলালের দুইস্ত্রী প্রবেশ করিল ফকির অম্‌নি নতশিরে তাহাদিগকে প্রণাম করিয়া কহিল "মা আমি তোমাদের সন্তান!"

অম্‌নি ফকিরের নাকের সম্মুখে একটা বালা-পরা হাত খড়্গের মত খেলিয়া গেল এবং একটি কাংস্যবিনিন্দিত কণ্ঠে বাজিয়া উঠিল "ওরে ও পোড়াকপালে মিন্সে, তুই মা বল্লি কা'কে!"

অম্‌নি আর একটি কণ্ঠ আরো দুই সুর উচ্চে পাড়া কাঁপাইয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিল "চোখের মাথা খেয়ে বসেছিস্ তোর মরণ হয় না!"

নিজের স্ত্রীর নিকট হইতে এরূপ চলিত বাঙ্গালা শোনা অভ্যাস ছিল না সুতরাং একান্ত কাতর হইয়া ফকির যোড়হস্তে কহিল "আপনারা ভুল বুঝ্‌চেন! আমি এই আলোতে দাঁড়াচ্চি আমাকে একটু ঠাউরে দেখুন!"

প্রথমা ও দ্বিতীয়া পরে পরে কহিল "ঢের

দেখেছি! দেখে দেখে চোখ ক্ষয়ে গেছে। তুমি কচি খোকা নও, আজ নতুন জন্মাও নি! তোমার দুধের দাঁত অনেক দিন ভেঙ্গেছে। তোমার কি বয়সের গাছপাথর আছে! তোমায় যম ভুলেছে বলে কি আমরা ভুলব!"

এরূপ একতরফা দাম্পত্য আলাপ কতক্ষণ চলিত বলা যায় না—কারণ ফকির একেবারে বাক্‌শক্তি রহিত হইয়া নতশিরে দাঁড়াইয়া ছিল! এমন সময় অত্যন্ত কোলাহল শুনিয়া এবং পথে লোক জমিতে দেখিয়া ষষ্ঠিচরণ প্রবেশ করিল।

বলিল "এতদিন আমার ঘর নিস্তব্ধ ছিল, একেবারে টুঁ শব্দ ছিল না! আজ মনে হচ্ছে বটে আবার মাখন ফিরে এসেচে!"

ফকির করযোড়ে কহিল "মশায়, আপনার পুত্রবধূদের হাত থেকে আমাকে রক্ষে করুন!"

ষষ্ঠি। বাবা, অনেক দিন পরে এসেছ তাই প্রথমটা একটু অসহ্য বোধ হচ্চে। তা, মা, তোমরা এখন যাও! বাবা মাখন ত এখন এখানেই রইলেন, ওঁকে আর কিছুতেই যেতে দিচ্চি নে।

ললনাদ্বয় বিদায় হইলে ফকির ষষ্ঠিচরণকে বলিল, "মশায় আপনার পুত্র কেন যে সংসার ত্যাগ করে গেছেন তা আমি সম্পূর্ণ অনুভব করতে পারচি। মশায় আমার প্রণাম জানবেন আমি চল্লেম।"

বৃদ্ধ এম্‌নি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন উত্থাপন করিল যেপাড়ার লোক মনে করিল মাখন তাহার বাপকে মারিয়াছে। তাহারা হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিল। সকলে আসিয়া ফকিরকে জানাইয়া দিল এমন ভণ্ডতপস্বিগিরি এখানে খাটিবে না! ভালমানুষের ছেলের মত কাল কাটাইতে হইবে। একজন বলিল "ইনি ত পরমহংস নন্ পরম বক।"

গাম্ভীর্য্য গোঁফদাড়ি এবং গলাবন্ধের জোরে ফকিরকে এমন সকল কুৎসিত কথা কখন শুনিতে হয় নাই। যাহা হউক্ লোকটা পাছে আবার পালায় পাড়ার লোকেরা অত্যন্ত সতর্ক রহিল। স্বয়ং জমিদার ষষ্ঠিচরণের পক্ষ অবলম্বন করিল।

৬

ফকির দেখিল এম্‌নি কড়া পাহারা যে, মৃত্যু না হইলে ইহারা ঘরের বাহির করিবে না। একাকী ঘরে বসিয়া গান গাহিতে লাগিল—

শোন্ সাধুর উক্তি কিসে মুক্তি
সেই সুযুক্তি কর্ গ্রহণ।

বলা বাহুল্য, গানটার আধ্যাত্মিক অর্থ অনেকটা ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে।

এমন করিয়াও কোনমতে দিন কাটিত। কিন্তু মাখনের আগমন সংবাদ পাইয়া দুই স্ত্রীর সম্পর্কের এক ঝাঁক শ্যালা ও শ্যালী আসিয়া উপস্থিত হইল।

তাহারা আসিয়াই প্রথমতঃ ফকিরের গোঁফ দাড়ি ধরিয়া টানিতে লাগিল—তাহারা বলিল এ ত সত্যকার গোঁফ দাড়ি নয়, ছদ্মবেশ করিবার জন্ত আঠা দিয়া জুড়িয়া আসিয়াছে।

নাসিকার নিম্নবর্ত্তী গুম্ফ ধরিয়া টানাটানি করিলে ফকিরের ন্যায় অত্যন্ত মহৎ লোকেরও মাহাত্ম্য রক্ষা করা দুষ্কর হইয়া উঠে। ইহা ছাড়া কাণের উপর উপদ্রবও ছিল; প্রথমতঃ মলিয়া, দ্বিতীয়তঃ এমন সকল ভাষা প্রয়োগ করিয়া যাহাতে কাণ না মলিলেও, কাণ লাল হইয়া উঠে।

ইহার পর ফকিরকে তাহারা এমন সকল গান ফরমায়েস্ করিতে লাগিল, আধুনিক বড়

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

বড় নূতন পণ্ডিতেরা যাহার কোনরূপ আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিতে হার মানেন। আবার নিদ্রাকালে তাহারা ফকিরের স্বল্পাবশিষ্ট গণ্ডস্থলে চুনকালি মাখাইয়া দিল, আহারকালে কেশুরের পরিবর্ত্তে কচু, ডাবের জলের পরিবর্ত্তে হুঁকার জল, দুধের পরিবর্ত্তে পিঠালি গোলার আয়োজন করিল, পিঁড়ার নীচে সুপারি রাখিয়া তাহাকে আছাড় খাওয়াইল, লেজ বানাইল এবং সহস্র প্রচলিত উপায়ে ফকিরের অভ্রভেদী গাম্ভীর্য্য ভূমিসাৎ করিয়া দিল।

ফকির রাগিয়া ফুলিয়া ফাঁকিয়া ঝাঁকিয়া হাঁকিয়া কিছুতেই উপদ্রবকারীদের মনে ভীতির সঞ্চার করিতে পারিল না। কেবল সর্ব্বসাধারণের নিকট অধিকতর হাস্যাস্পদ হইতে লাগিল। ইহার উপরে আবার অন্তরাল হইতে একটি মিষ্ট কণ্ঠের উচ্চহাস্য মাঝে মাঝে কর্ণগোচর হইত; সেটা যেন পরিচিত বলিয়া ঠেকিত এবং মন দ্বিগুণ অধৈর্য্য হইয়া উঠিত।

পরিচিত কণ্ঠ পাঠকের অপরিচিত নহে। এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ষষ্ঠিচরণ কোন এক সম্পর্কে হৈমবতীর মামা। বিবাহের পর শাশুড়ীর দ্বারা নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া পিতৃমাতৃহীনা হৈমবতী মাঝে মাঝে কোন-না-কোন কুটুম্ব বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করিত। অনেক দিন পরে সে মামার বাড়ি আসিয়া নেপথ্য হইতে এক পরম কৌতুকাবহ অভিনয় নিরীক্ষণ করিতেছে। তৎকালে হৈমবতীর স্বাভাবিক রঙ্গপ্রিয়তার সঙ্গে প্রতিহিংসা প্রবৃত্তির উদ্রেগ হইয়াছিল কি না চরিত্রতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা স্থির করিবেন, আমরা বলিতে অক্ষম।

ঠাট্টার সম্পর্কীয় লোকেরা মাঝে মাঝে বিশ্রাম করিত কিন্তু স্নেহের সম্পর্কীয় লোকদের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া কঠিন। সাত মেয়ে এবং এক ছেলে তাঁহাকে একদণ্ড ছাড়ে না। বাপের স্নেহ অধিকার করিবার জন্য তাহাদের মা তাহাদিগকে অনুক্ষণ নিযুক্ত রাখিয়াছিল। দুই মাতার মধ্যে আবার রেষারেষি ছিল উভয়েরই চেষ্টা যাহাতে নিজের সন্তানই অধিক আদর পায়। উভয়েই নিজ নিজ সন্তানদিগকে সর্ব্বদাই উত্তেজিত করিতে লাগিল—দুই দলে মিলিয়া পিতার গলা জড়াইয়া ধরা, কোলে বসা, মুখ চুম্বন করা প্রভৃতি প্রবল স্নেহব্যক্তি কার্য্যে পরস্পরকে জিতিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

বলা বাহুল্য ফকির লোকটা অত্যন্ত নির্লিপ্ত স্বভাব, নহিলে নিজের সন্তানদের অকাতরে ফেলিয়া আসিতে পারিত না; শিশুরা ভক্তি করিতে জানে না, তাহারা সাধুত্বের নিকট অভিভূত হইতে শিখে নাই, এই জন্য ফকির শিশুজাতির প্রতি তিলমাত্র অনুরক্ত ছিল না, তাহাদিগকে তিনি কীট পতঙ্গের ন্যায় দেহ হইতে দূরে রাখিতে ইচ্ছা করিতেন। সম্প্রতি তিনি অহরহ শিশুপঙ্গপালে আচ্ছন্ন হইয়া বর্জ্জইস্ অক্ষরের ছোট বড় নোটের দ্বারা আদ্যোপান্ত সমাকীর্ণ ঐতিহাসিক প্রবন্ধের ন্যায় শোভমান হইলেন। তাহাদের মধ্যে বয়সের বিস্তর তারতম্য ছিল, এবং তাহারা সকলেই কিছু তাঁহার সহিত বয়ঃপ্রাপ্ত সভ্যজনোচিত ব্যবহার করিত না; শুদ্ধশুচি ফকিরের চক্ষে অনেক সময় অশ্রুর সঞ্চার হইত এবং তাহা আনন্দাশ্রু নহে।

পরের ছেলেরা যখন নানা সুরে তাঁহাকে বাবা বাবা করিয়া ডাকিয়া আদর করিত; তখন তাঁহার সংঘাতিক পাশবশক্তি প্রয়োগ করিবার একান্ত ইচ্ছা হইত কিন্তু ভয়ে পারিতেন না। মুখ চক্ষু বিকৃত করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন।

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b0003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

অবশেষে ফকির মহা চেঁচামেচি করিয়া বলিতে লাগিল, "আমি যাবই, দেখি আমাকে কে আটক করিতে পারেন!"

তখন গ্রামের লোক এক উকীল আনিয়া উপস্থিত করিল। উকীল আসিয়া কহিল জানেন আপনার দুই স্ত্রী।"

ফকির। আজ্ঞে এখানে এসে প্রথম জান্‌লুম।

উকীল! আর আপনার সাত মেয়ে এক ছেলে, তার মধ্যে দুটি মেয়ে বিবাহযোগ্যা।

ফকির। আজ্ঞে, আপনি আমার চেয়ে ঢের বেশী জানেন দেখিতে পাচ্চি।

উকীল। আপনার এই বৃহৎ পরিবারের ভরণপোষণের ভার আপনি যদি না নেন্ তবে আপনার অনাথিনী দুই স্ত্রী আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, পূর্ব্বে হ'তে বলে' রাখলুম।

ফকির সব চেয়ে আদালতকে ভয় করিত। তাহার জানা ছিল উকীলরা জেরা করিবার সময় মহাপুরুষদিগের মানমর্য্যাদা গাম্ভীর্য্যকে খাতির করে না—প্রকাশ্যে অপমান করে এবং খবরের কাগজে তাহার রিপোর্ট বাহির হয়; ফকির অশ্রুসিক্ত লোচনে উকীলকে বিস্তারিত আত্মপরিচয় দিতে চেষ্টা করিল—উকীল তাহার চাতুরীর, তাহার উপস্থিত বুদ্ধির, তাহার মিথ্যা গল্পরচনার অসাধারণ ক্ষমতার ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতে লাগিল। শুনিয়া ফকিরের আপন হস্ত পদ দংশন করিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল।

ষষ্ঠিচরণ ফকিরকে পুনশ্চ পলায়নোদ্যত দেখিয়া শোকে অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিল। পাড়ার লোকে তাহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া অজস্র গালি দিতে লাগিল, এবং উকীল তাহাকে এমন শাসাইল যে তাহার মুখে আর কথা রহিল না।

ইহার উপর যখন আটজন বালক বালিকা গাঢ় স্নেহে তাহাকে চারিদিকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিয়া তাহার শ্বাসরোধ করিবার উপক্রম করিত তখন অন্তরালস্থিত হৈমবতী হাসিবে কি কাঁদিবে ভাবিয়া পাইল না।

ফকির অন্য উপায় না দেখিয়া ইতিমধ্যে নিজের পিতাকে একখানা চিঠি লিখিয়া সমস্ত অবস্থা নিবেদন করিয়াছিল। সেই পত্র পাইয়া ফকিরের পিতা হরিচরণ বাবু আসিয়া উপস্থিত। কিন্তু, পাড়ার লোক, জমিদার এবং উকীল কিছুতেই দখল ছাড়ে না!

এ লোকটি যে ফকির নহে মাখন, তাহারা তাহার সহস্র অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগ করিল—এমন কি, যে ধাত্রী মাখনকে মানুষ করিয়াছিল সেই বুড়ীকে আনিয়া হাজির করিল। সে কম্পিত হস্তে ফকিরের চিবুক তুলিয়া ধরিয়া মুখ নিরীক্ষণ করিয়া তাহার দাড়ির উপরে দরবিগলিত ধারায় অশ্রুপাত করিতে লাগিল।

যখন দেখিল, তাহাতেও ফকির রাশ মানে না, তখন ঘোমটা টানিয়া দুই স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত হইল। পাড়ার লোকেরা শশব্যস্ত হইয়া ঘরের বাহিরে চলিয়া গেল। কেবল দুই বাপ, ফকির, এবং শিশুরা ঘরে রহিল।

দুই স্ত্রী হাত নাড়িয়া নাড়িয়া ফকিরকে জিজ্ঞাসা করিল "কোন্ চুলোয় যমের কোন্ দুয়োরে যাবার ইচ্ছে হয়েচে?"

ফকির তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলিতে পারিল না সুতরাং নিরুত্তর হইয়া রহিল। কিন্তু ভাবে যেরূপ প্রকাশ পাইল তাহাতে যমের কোন বিশেষ দ্বারের প্রতি তাহার যে বিশেষ পক্ষপাত আছে এরূপ বোধ হইল না; আপাততঃ যে কোন একটা দ্বার পাইলেই সে বাঁচে, কেবল একবার বাহিরিতে পারিলেই হয়।

Digitized by Google　Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

তখন আর একটি রমণীমূর্ত্তি গৃহে প্রবেশ করিয়া ফকিরকে প্রণাম করিল।

ফকির প্রথমে অবাক্ তাহার পরে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া বলিল "এ যে হৈমবতী!"

নিজের অথবা পরের স্ত্রীকে দেখিয়া এত প্রেম তাহার চক্ষে ইতিপূর্ব্বে কখন প্রকাশ পায় নাই। মনে হইল মূর্ত্তিমতী মুক্তি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।

পরিশিষ্ট।

আর একটি লোক মুখের উপর শালমুড়ি দিয়া অন্তরাল হইতে দেখিতেছিল। তাহার নাম মাখনলাল। একটি অপারিচিত নিরীহ ব্যক্তিকে নিজপদে অভিষিক্ত দেখিয়া সে এতক্ষণ পরম সুখানুভব করিতেছিল। অবশেষে যখন হৈমবতীকে উপস্থিত দেখিয়া বুঝিতে পারিল উক্ত নিরপরাধ ব্যক্তি তাহার নিজের ভগ্নী-পতি, তখন দয়াপরতন্ত্র হইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল—না, আপনার লোককে এমন বিপদে ফেলা মহাপাতক। দুই স্ত্রীর প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিল, এ আমারি দড়ি, আমারি কলসী।

মাখনলালের এই অসাধারণ মহত্ব ও বীরত্বে পাড়ার লোক আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

রাজটীকা।

নবেন্দুশেখরের সহিত অরুণলেখার যখন বিবাহ হইল, তখন হোমধূমের অন্তরাল হইতে ভগবান্ প্রজাপতি ঈষৎ একটু হাস্য করিলেন। হায়, প্রজাপতির পক্ষে যাহা খেলা আমাদের পক্ষে তাহা সকল সময়ে কৌতুকের নহে।

নবেন্দুশেখরের পিতা পূর্ণেন্দুশেখর ইংরাজ রাজসরকারে বিখ্যাত। তিনি এই ভবসমুদ্রে কেবলমাত্র দ্রুতবেগে সেলাম চালনা দ্বারা রায়বাহাদুর পদবীর উত্তুঙ্গ মরুকূলে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন;—আরও দুর্গমতর সম্মানপথের পাথেয় তাঁহার ছিল, কিন্তু পঞ্চান্ন বৎসর বয়ঃক্রমকালে অনতিদূরবর্ত্তী রাজখেতাবের কুহেলিকাচ্ছন্ন গিরিচূড়ার প্রতি করুণলোলুপদৃষ্টি স্থির নিবদ্ধ করিয়া এই রাজানুগৃহীত ব্যক্তি অকস্মাৎ খেতাববর্জ্জিতলোকে গমন করিলেন এবং তাঁহার বহু সেলাম-শিথিল গ্রীবাগ্রন্থি শ্মশানশয্যায় বিশ্রাম লাভ করিল।

কিন্তু বিজ্ঞানে বলে শক্তির স্থানান্তর ও রূপান্তর আছে নাশ নাই—চঞ্চলা লক্ষ্মীর অচ-ঞ্চলা সখী সেলামশক্তি পৈতৃক স্কন্ধ হইতে পুত্রের স্কন্ধে অবতীর্ণ হইলেন—এবং নবেন্দুর নবীন মস্তক তরঙ্গতাড়িত কুষ্মাণ্ডের মত ইংরাজের দ্বারে দ্বারে অবিশ্রাম উঠিতে পড়িতে লাগিল।

নিঃসন্তান অবস্থায় ইহার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু হইলে যে পরিবারে ইনি দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করিলেন সেখানকার ইতিহাস ভিন্ন প্রকার।

সেই পরিবারের বড় ভাই প্রমথনাথ

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

পরিচিতবর্গের প্রীতি এবং আত্মীয়বর্গের আদরের স্থল ছিলেন। বাড়ির লোকে এবং পাড়ার পাঁচজনে তাঁহাকে সর্ব্ববিষয়ে অনুকরণ-স্থল বলিয়া জানিত!

প্রমথনাথ বিদ্যায় বি, এ, এবং বুদ্ধিতে বিচক্ষণ ছিলেন কিন্তু মোটা মাহিনা বা জোর কলমের কোন ধার ধারিতেন না; মুরুব্বির বলও তাঁহার বিশেষ ছিল না; কারণ, ইংরাজ তাঁহাকে যে পরিমাণ দূরে রাখিত তিনিও তাহাকে সেই পরিমাণ দূরে রাখিয়া চলিতেন। অতএব গৃহকোণ এবং পরিচিতমণ্ডলীর মধ্যেই প্রমথনাথ জাজ্বল্যমান ছিলেন—দূরস্থ লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার কোন ক্ষমতা তাঁহার ছিল না।

এই প্রমথনাথ একবার বছর তিনেকের জন্য বিলাতে ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছিলেন। সেখানে ইংরাজের সৌজন্যে মুগ্ধ হইয়া ভারতবর্ষের অপমানদুঃখ সমস্ত ভুলিয়া ইংরাজি সাজ পরিয়া দেশে ফিরিয়া আসেন।

ভাইবোনেরা প্রথমটা একটু কুণ্ঠিত হইল—অবশেষে দুই দিন পরে বলিতে লাগিল ইংরাজি কাপড়ে দাদাকে যেমন মানায় এমন আর কাহাকেও না। ইংরাজিবস্ত্রের গৌরবগর্ব্ব পরিবারের অন্তরের মধ্যে ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইল।

প্রমথনাথ বিলাত হইতে মনে ভাবিয়া আসিয়াছিলেন কি করিয়া ইংরাজের সহিত সমপর্য্যায় রক্ষা করিয়া চলিতে হয় আমি তাহারই অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত দেখাইব,—নত না হইলে ইংরাজের সহিত মিলন হয় না এ কথা যে বলে সে নিজের হীনতা প্রকাশ করে এবং ইংরাজকেও অন্যায় অপরাধী করিয়া থাকে।

প্রমথনাথ বিলাতের বড় বড় লোকের কাছ হইতে অনেক সাদরপত্র আনিয়া ভারতবর্ষীয় ইংরাজমহলে কিঞ্চিৎ প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। এমন কি মধ্যে মধ্যে সস্ত্রীক ইংরাজের চা, ডিনার খেলা এবং হাস্যকৌতুকের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভাগ পাইতে লাগিলেন। সৌভাগ্যমদমত্ততায় ক্রমশই তাঁহার শিরা উপশিরাগুলি অল্প অল্প রীরী করিতে সুরু করিল।

এমন সময় একটি নূতন রেলওয়ে লাইন খোলা উপলক্ষে রেলওয়ে কোম্পানির নিমন্ত্রণে ছোটলাটের সঙ্গে দেশের অনেকগুলি রাজপ্রসাদগর্ব্বিত সম্ভ্রান্তলোকে গাড়ি বোঝাই করিয়া নবলৌহপথে যাত্রা করিলেন। প্রমথনাথও তাহার মধ্যে ছিলেন।

ফিরিবার সময় একটা ইংরাজদারোগা দেশীয় বড় লোকদিগকে কোন এক বিশেষ গাড়ি হইতে অত্যন্ত অপমানিত করিয়া নামাইয়া দিল। ইংরাজবেশধারী প্রমথনাথও মানে মানে নামিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছেন দেখিয়া দারোগা কহিল, "আপনি উঠিতেছেন কেন, আপনি বসুন না!"

এই বিশেষ সম্মানে প্রমথনাথ প্রথমটা একটু স্ফীত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু যখন গাড়ি ছাড়িয়া দিল, যখন তৃণহীন কর্ষণ-ধূসর পশ্চিম প্রান্তরের প্রান্ত সীমা হইতে ম্লান সূর্য্যাস্ত আভা সকরুণ রক্তিম লজ্জার মত সমস্ত দেশের উপর যেন পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল—এবং যখন তিনি একাকী বসিয়া বাতায়নপথ হইতে অনিমেষনয়নে বনান্তরালবাসিনী কুণ্ঠিতা বঙ্গভূমির প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, তখন ধিক্কারে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইল এবং দুই চক্ষু দিয়া অগ্নিজ্বালাময়ী অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল।

তাঁহার মনে একটা গল্পের উদয় হইল। একটি গর্দ্দভ রাজপথ দিয়া দেবপ্রতিমার রথ টানিয়া চলিতেছিল, পথিকবর্গ তাহার সম্মুখে

ধূলায় লুণ্ঠিত হইয়া প্রতিমাকে প্রণাম করিতেছিল এবং মূঢ় গর্দ্দভ আপন মনে ভাবিতেছিল সকলে আমাকেই সম্মান করিতেছে।

প্রমথনাথ মনে মনে কহিলেন—গর্দ্দভের সহিত আমার এই একটু প্রভেদ দেখিতেছি, আমি আজ বুঝিয়াছি সম্মান আমাকে নহে আমার স্কন্ধের বোঝাগুলাকে।

প্রমথনাথ বাড়ি আসিয়া বাড়ির ছেলে-পুলে সকলকে ডাকিয়া একটা হোমাগ্নি জ্বালাইলেন এবং বিলাতী বেশভূষাগুলো একে একে আহুতি-স্বরূপে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

শিখা যতই উচ্চ হইয়া উঠিল ছেলেরা ততই উচ্ছ্বসিত আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। তাহার পর হইতে প্রমথনাথ ইংরাজ ঘরের চা'য়ের চুমুক এবং রুটির টুকরা পরিত্যাগ করিয়া পুনশ্চ গৃহকোণদুর্গের মধ্যে দুর্গম হইয়া বসিলেন, এবং পূর্ব্বোক্ত লাঞ্ছিত উপাধিধারিগণ পূর্ব্ববৎ ইংরাজের দ্বারে দ্বারে উষ্ণীষ আন্দোলিত করিয়া ফিরিতে লাগিল।

দৈবদুর্য্যোগে দুর্ভাগ্য নবেন্দুশেখর এই পরিবারের একটি মধ্যমা ভগিনীকে বিবাহ করিয়া বসিলেন। বাড়ির মেয়েগুলি লেখা-পড়াও যেমন জানে দেখিতে শুনিতেও তেম্নি, নবেন্দু ভাবিলেন, বড় জিতিলাম।

কিন্তু আমাকে পাইয়া তোমরাও জিতিয়াছ একথা প্রমাণ করিতে কালবিলম্ব করিলেন না। কোন্ সাহেব তাঁহার বাবাকে কবে কি চিঠি লিখিয়াছিল তাহা যেন নিতান্ত ভ্রমবশতঃ দৈবক্রমে পকেট হইতে বাহির করিয়া শ্যালী-দের হস্তে চালান্ করিয়া দিতে লাগিলেন। শ্যালীদের সুকোমল বিম্বোষ্ঠের ভিতর হইতে তীক্ষ্ণপ্রখর হাসি যখন টুক্‌টুকে মখ্‌মলের খাপের ভিতরকার ঝক্‌ঝকে ছোরার মত দেখা দিতে লাগিল, তখন স্থানকালপাত্র সম্বন্ধে হতভাগ্যের চৈতন্য জন্মিল। বুঝিল বড় ভুল করিয়াছি।

শ্যালীবর্গের মধ্যে জ্যেষ্ঠা এবং রূপেগুণে শ্রেষ্ঠা লাবণ্যলেখা একদা শুভদিন দেখিয়া নবেন্দুর শয়নকক্ষের কুলুঙ্গির মধ্যে দুই যোড়া বিলাতি বুট সিন্দুরে মণ্ডিত করিয়া স্থাপন করিল; এবং তাহার সম্মুখে ফুল চন্দন ও দুই জ্বলন্ত বাতি রাখিয়া ধূপধুনা জ্বালাইয়া দিল। নবেন্দু ঘরে প্রবেশ করিবা মাত্র দুই শ্যালী তাঁহার দুই কাণ ধরিয়া কহিল তোমার ইষ্ট দেবতাকে প্রণাম কর. তাঁহার কল্যাণে তোমার পদবৃদ্ধি হোক্।

তৃতীয়া শ্যালী কিরণলেখা বহুদিন পরিশ্রম করিয়া একখানি চাদরে জোন্স স্মিথ ব্রাউন টম্‌সন্ প্রভৃতি একশত প্রচলিত ইংরাজি নাম লাল সূতা দিয়া সেলাই করিয়া একদিন মহা-সমারোহে নবেন্দুকে নামাবলী উপহার দিল।

চতুর্থী শ্যালী শশাঙ্কলেখা যদিও বয়ঃক্রম হিসাবে গণ্য ব্যক্তির মধ্যে নহে, বলিল ভাই আমি একটা জপমালা তৈরি করিয়া দিব সাহেবের নাম জপ করিবে।

তাহার বড় বোন্‌রা তাহাকে শাসন করিয়া বলিল যাঃ তোর আর জ্যাঠামি করিতে হইবে না।

নবেন্দুর মনে মনে রাগও হয় লজ্জা হয় কিন্তু শ্যালীদের ছাড়িতেও পারে না; বিশে-ষতঃ বড় শ্যালীটি বড় সুন্দরী। তাহার মধুও যেমন কাঁটাও তেমনি; তাহার নেশা এবং তাহার জ্বালা দুটোই মনের মধ্যে একে-বারে লাগিয়া থাকে। ক্ষতপক্ষ পতঙ্গ রাগিয়া ভোঁভোঁ করিতে থাকে অথচ অন্ধ অবোধের মত চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া মরে।

অবশেষে শ্যালীসংসর্গের প্রবল মোহে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

পড়িয়া সাহেবের সোহাগলালসা নবেন্দু সম্পূর্ণ অস্বীকার করিতে লাগিল। বড় সাহেবকে যেদিন সেলাম নিবেদন করিতে যাইত শ্যালীদিগকে বলিত সুরেন্দ্রবাঁড়ুয্যের বক্তৃতা শুনিতে যাইতেছি। দার্জ্জিলং হইতে প্রত্যাসন্ন মেজো সাহেবকে ষ্টেশনে সম্মান জ্ঞাপন করিতে যাইবার সময় শ্যালীদিগকে বলিয়া যাইত, মেজো মামার সহিত দেখা করিতে চলিলাম।

সাহেব এবং শ্যালী এই দুই নৌকায় পা দিয়া হতভাগা বিষম সঙ্কটে পড়িল। শ্যালীরা মনে মনে কহিল তোমার অন্য নৌকাটাকে ফুটা না করিয়া ছাড়িব না।

মহারাণীর আগামী জন্মদিনে নবেন্দু খেতাব-স্বর্গলোকের প্রথম সোপানে রায়বাহাদুর পদ-বীতে পদার্পণ করিবেন এইরূপ গুজব শুনা গেল—কিন্তু সেই সম্ভাবিত সম্মানলাভের আনন্দউচ্ছ্বসিত সংবাদ ভীরু বেচারা শ্যালীদের নিকটে ব্যক্ত করিতে পারিল না;—কেবল একদিন শরৎ-শুক্লপক্ষের সায়াহ্নে সর্ব্বনেশে চাঁদের আলোকে পরিপূর্ণচিত্তাবেগে স্ত্রীর কাছে প্রকাশ করিয়া ফেলিল। পরদিন দিবা-লোকে স্ত্রী পাল্কী করিয়া তাহার বড় দিদির বাড়ি গিয়া অশ্রুগদগদ কণ্ঠে আক্ষেপ করিতে লাগিল। লাবণ্য কহিল, তা বেশত, রায়-বাহাদুর হইয়া তোর স্বামীর ত লেজ বাহির হইবে না—তোর এত লজ্জাটা কিসের।

অরুণলেখা বারংবার বলিতে লাগিল,—না দিদি, আর যাই হই, আমি রায়বাহাদুরনী হইতে পারিব না!

আসল কথা অরুণের পরিচিত ভূতনাথ বাবু রায়বাহাদুর ছিলেন—পদবীটার প্রতি আন্ত-রিক আপত্তির কারণ তাহাই!

লাবণ্য অনেক আশ্বাস দিয়া কহিল, আচ্ছা, তোকে সে জন্য ভাবিতে হইবে না।

বক্সারে লাবণ্যর স্বামী নীলরতন কাজ করিতেন। শরতের অবসানে নবেন্দু সেখান হইতে লাবণ্যর নিমন্ত্রণ পাইলেন। আনন্দ-চিত্তে অনতিবিলম্বে গাড়ি চড়িয়া যাত্রা করি-লেন। রেলে চড়িবার সময় তাঁহার বামাঙ্গ কাঁপিল না—কিন্তু তাহা হইতে কেবল এই প্রমাণ হয় যে, আসন্ন বিপদের সময় বামাঙ্গ কাঁপাটা একটা অমূলক কুসংস্কারমাত্র!

লাবণ্যলেখা পশ্চিম প্রদেশের নব শীতা-গমসম্ভূত স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্য্যের অরুণে পাণ্ডুরে পূর্ণ পরিস্ফুট হইয়া নির্ম্মল শরৎকালের নির্জ্জননদীকূললালিতা অম্লানপ্রফুল্লা কাশ-বনশ্রীর মত হাস্যে ও হিল্লোলে ঝল্‌মল্ করিতে ছিল।

নবেন্দুর মুগ্ধদৃষ্টির উপরে যেন একটি পূর্ণ-পুষ্পিতা মালতীলতা নবপ্রভাতের শীতোজ্জ্বল শিশিরকণা ঝলকে ঝলকে বর্ষণ করিতে লাগিল।

মনের আনন্দে এবং পশ্চিমের হাওয়ায় নবেন্দুর অজীর্ণ রোগ দুর হইয়া গেল। স্বাস্থ্যের নেশায়, সৌন্দর্য্যের মোহে এবং শ্যালীহস্তের শুশ্রূষাপুলকে সে যেন মাটি ছাড়িয়া আকাশের উপর দিয়া চলিতে লাগিল। তাহাদের বাগা-নের সম্মুখ দিয়া পরিপূর্ণ গঙ্গা যেন তাহারই মনের দুরন্ত পাগ্‌লামিকে আকার দান করিয়া বিষম গোলমাল করিতে করিতে প্রবল আবেগে নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া যাইত।

ভোরের বেলা নদীতীরে বেড়াইয়া ফিরি-বার সময় শীতপ্রভাতের স্নিগ্ধ রৌদ্র যেন প্রিয়-মিলনের উত্তাপের মত তাহার সমস্ত শরীরকে চরিতার্থ করিয়া দিত। তাহার পর ফিরিয়া আসিয়া শ্যালীর সখের রন্ধনে যোগান্ দিবার ভার লইয়া নবেন্দুর অজ্ঞতা ও অনৈপুণ্য পদে পদে প্রকাশ পাইতে থাকিত। কিন্তু অভ্যাস ও মনোযোগের দ্বারা উত্তরোত্তর তাহা সংশোধন

করিয়া লইবার জন্ত মূঢ় অনভিজ্ঞের কিছুমাত্র আগ্রহ দেখা গেল না,—কারণ প্রত্যহ নিজেকে অপরাধী করিয়া সে যে সকল তাড়না ভৎ'সনা লাভ করিত তাহাতে কিছুতেই তাহার তৃপ্তির শেষ হইত না। যথাযথ পরিমাণে মালমসলা বিভাগ, উনান হইতে হাঁড়ি তোলা নামা, উত্তাপাধিক্যে ব্যঞ্জন পুড়িয়া না যায় তাহার যথোচিত ব্যবস্থা—ইত্যাদি বিষয়ে সে যে সদ্যোজাত শিশুর মত অপটু অক্ষম এবং নিরুপায় ইহাই প্রত্যহ বলপূর্ব্বক প্রমাণ করিয়া নবেন্দু শ্যালীর কৃপামিশ্রিত হাস্ত এবং হাস্তমিশ্রিত লাঞ্ছনা মনের সুখে ভোগ করিত।

মধ্যাহ্নে একদিকে ক্ষুধার তাড়না অন্তদিকে শ্যালীর পীড়াপীড়ি, নিজের আগ্রহ এবং প্রিয়জনের ঔৎসুক্য, রন্ধনের পারিপাট্য এবং রন্ধনীর সেবামাধুর্য্য উভয়ের সংযোগে ভোজন ব্যাপারের ওজন রক্ষা করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিত।

আহারের পর সামান্ত তাস খেলাতেও নবেন্দু প্রতিভার পরিচয় দিতে পারিত না! চুরি করিত, হাতের কাগজ দেখিত, কাড়াকাড়ি বকাবকি বাধাইয়া দিত কিন্তু তবু জিতিতে পারিত না। না জিতিলেও জোর করিয়া তাহার হার অস্বীকার করিত—এবং সে জন্ত প্রত্যহ তাহার গঞ্জনার সীমা থাকিত না, তথাপিও পাষণ্ড আত্মসংশোধন-চেষ্টায় সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল।

কেবল এক বিষয়ে তাহার সংশোধন সম্পূর্ণ হইয়াছিল! সাহেবের সোহাগ যে জীবনের চরম লক্ষ্য একথা সে উপস্থিতমত ভুলিয়া গিয়াছিল। আত্মীয় স্বজনের শ্রদ্ধা ও স্নেহ যে কত সুখের ও গৌরবের ইহাই সে সর্ব্বান্তঃকরণে অনুভব করিতেছিল।

তাহা ছাড়া, সে যেন এক নূতন আবহাওয়ার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছিল! লাবণ্যর স্বামী নীলরতন বাবু আদালতে বড় উকিল হইয়াও সাহেব সুবাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন না বলিয়া অনেক কথা উঠিত—তিনি বলিতেন—কাজ কি ভাই! যদি পাল্টা ভদ্রতা না করে তবে আমি যাহা দিলাম তাহা ত কোন মতেই ফিরাইয়া পাইব না। মরুভূমির বালি ফুটফুটে শাদা বলিয়াই কি তাহাতে বীজ বুনিয়া কোন সুখ আছে! ফসল ফিরিয়া পাইলে কালো জমিতেও বীজ বোনা যায়।

নবেন্দুও টানে পড়িয়া দলে ভিড়িয়া গেল। তাহার আর পরিণাম চিন্তা রহিল না। পৈতৃক এবং স্বকীয় যত্নে পূর্ব্বে জমি যাহা পাট করা ছিল তাহাতেই রায়বাহাদুর খেতাবের সম্ভাবনা আপনিই বাড়িতে লাগিল ইতিমধ্যে আর নবজল সিঞ্চনের প্রয়োজন রহিল না। নবেন্দু ইংরাজের বিশেষ একটি সখের সহরে এক বহুব্যয়সাধ্য ঘোড়দৌড়স্থান নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

হেনকালে কন্‌গ্রেসের সময় নিকটবর্ত্তী হইল। নীলরতনের নিকট চাঁদা সংগ্রহের অনুরোধপত্র আসিল।

নবেন্দু লাবণ্যর সহিত মনের আনন্দে নিশ্চিন্ত মনে তাস খেলিতেছিল। নীলরতন খাতা হস্তে মধ্যে আসিয়া পড়িয়া কহিল—একটা সই দিতে হইবে।

পূর্ব্ব সংস্কারক্রমে নবেন্দুর মুখ শুকাইয়া গেল। লাবণ্য শশব্যস্ত হইয়া কহিল, খবরদার এমন কাজ করিয়ো না, তোমার ঘোড়দৌড়ের মাঠখানা মাটি হইয়া যাইবে!

নবেন্দু আস্ফালন করিয়া কহিল—সেই ভাবনায় আমার রাত্রে ঘুম হয় না!

নীলরতন আশ্বাস দিয়া কহিল, তোমার নাম কোন কাগজে প্রকাশ হইবে না।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

লাবণ্য অত্যন্ত চিন্তিত বিজ্ঞভাবে কহিল —তবু কাজ কি! কি জানি কথায় কথায়—

নবেন্দু তীব্রস্বরে কহিল, কাগজে প্রকাশ হইলে আমার নাম ক্ষইয়া যাইবে না।

এই বলিয়া নীলরতনের হাত হইতে খাতা টানিয়া একেবারে হাজার টাকা ফস্ করিয়া সই করিয়া দিল। মনের মধ্যে আশা রহিল কাগজে সংবাদ বাহির হইবে না।

লাবণ্য মাথায় হাত দিয়া কহিল "করিলে কি!"

নবেন্দু দর্পভরে কহিল, "কেন, অন্যায় কি করিয়াছি!"

লাবণ্য কহিল—শেয়ালদ ষ্টেশনের গার্ড, হোয়াইট অ্যাবের দোকানের অ্যাসিষ্টান্ট, হার্টব্রাদারদের সহিস্ সাহেব এঁরা যদি তোমার উপর রাগ করিয়া অভিমান করিয়া বসেন—যদি তোমার পূজার নিমন্ত্রণে শ্যাম্পেন্ খাইতে না আসেন, যদি দেখা হইলে তোমার পিঠ না চাপড়ান্!

নবেন্দু উদ্ধত ভাবে কহিল, তাহা হইলে আমি বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিব!

দিন কয়েক পরেই নবেন্দু প্রাতঃকালে চা খাইতে খাইতে খবরের কাগজ পড়িতেছেন হঠাৎ চোখে পড়িল এক X স্বাক্ষরিত পত্রপ্রেরক তাঁহাকে প্রচুর ধন্যবাদ দিয়া কন্গ্রেসে চাঁদার কথা প্রকাশ করিয়াছে এবং তাঁহার মত লোককে দলে পাইয়া কন্গ্রেসের যে কতটা বলবৃদ্ধি হইয়াছে লোকটা তাহারও পরিমাণ নির্ণয় করিতে পারে নাই।

কন্গ্রেসের বলবৃদ্ধি! হা স্বর্গগত তাত পূর্ণেন্দুশেখর! কন্গ্রেসের বলবৃদ্ধি করিবার জন্যই কি তুমি হতভাগ্যকে ভারতভূমিতে জন্মদান করিয়াছিলে!

কিন্তু দুঃখের সঙ্গে সুখও আছে। নবেন্দুর মত লোক যে, যে-সে লোক নহেন—তাঁহাকে নিজতীরে তুলিবার জন্য, যে, একদিকে ভারতবর্ষীয় ইংরাজসম্প্রদায় অপরদিকে কন্গ্রেস লালায়িত ভাবে ছিপ ফেলিয়া অনিমিষলোচনে বসিয়া আছে এ কথাটা নিতান্ত ঢাকিয়া রাখিবার কথা নহে। অতএব নবেন্দু হাসিতে হাসিতে কাগজখানা লইয়া লাবণ্যকে দেখাইলেন। কে লিখিয়াছে যেন কিছুই জানেন না এম্নি ভাবে লাবণ্য আকাশ হইতে পড়িয়া কহিল—ওমা, এযে সমস্তই ফাঁস করিয়া দিয়াছে, আহো! আহো! তোমার এমন শত্রু কে ছিল! তাহার কলমে যেন ঘুন ধরে, তাহার কালিতে যেন বালি পড়ে, তাহার কাগজ যেন পোকায় কাটে—

নবেন্দু হাসিয়া কহিল—আর অভিশাপ দিয়ো না! আমি আমার শত্রুকে মার্জ্জনা করিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেছি তাহার সোণার দোয়াৎ কলম হয় যেন!

দুইদিন পরে কন্গ্রেসের বিপক্ষপক্ষীয় একখানা ইংরাজসম্পাদিত ইংরাজি কাগজ ডাকযোগে নবেন্দুর হতে আসিয়া পৌঁছিলে পড়িয়া দেখিলেন তাহাতে "One who knows" স্বাক্ষরে পূর্ব্বোক্ত সংবাদের প্রতিবাদ বাহির হইয়াছে। লেখক লিখিতেছেন যে, নবেন্দুকে যাহারা জানেন তাঁহারা তাঁহার সম্বন্ধে এই দুর্নাম রটনা কখনই বিশ্বাস করিতে পারেন না;—চিতা বাঘের পক্ষে নিজ চর্ম্মের কৃষ্ণ অঙ্কগুলির পরিবর্ত্তন যেমন সম্ভব নবেন্দুর পক্ষেও কন্গ্রেসের দলবৃদ্ধি করা তেমনি। বাবু নবেন্দুশেখরের যথেষ্ট নিজস্ব পদার্থ আছে—তিনি কর্ম্ম-শূন্য উমেদার ও মক্কেল-শূন্য আইনজীবী নহেন। তিনি দুইদিন বিলাতে ঘুরিয়া বেশভূষা আচার ব্যবহারে অদ্ভুত কপিবৃত্তি করিয়া স্পর্দ্ধাভরে ইংরাজ-সমাজে প্রবেশোদ্যত

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

হইয়া অবশেষে ক্ষুণ্নমনে হতাশভাবে ফিরিয়া আসেন নাই অতএব কেন যে তিনি এই সকল ইত্যাদি ইত্যাদি!

হা পরলোকগত পিতঃ পূর্ণেন্দুশেখর! ইংরাজের নিকট এত নাম এত বিশ্বাস সঞ্চয় করিয়া তবে তুমি মরিয়াছিলে!

এ চিঠিখানিও শ্যালীর নিকট পেখমের মত বিস্তার করিয়া ধরিবার যোগ্য। ইহার মধ্যে একটা কথা আছে যে নবেন্দু অখ্যাত অকিঞ্চন লক্ষ্মীছাড়া নহেন, তিনি সারবান্ পদার্থবান্ লোক!

লাবণ্য পুনশ্চ আকাশ হইতে পড়িয়া কহিল – এ আবার তোমার কোন্ পরম বন্ধু লিখিল! কোন্ টিকিট্ কালেক্টার কোন্ চামড়ার দালাল, কোন গড়ের বাদ্যের বাজনদার!

নীলরতন কহিল; এ চিঠির একটা প্রতিবাদ করা ত তোমার উচিত!

নবেন্দু কিছু উঁচু চালে বলিল—দরকার কি? যে যা বলে তাহারই কি প্রতিবাদ করিতে হইবে?

লাবণ্য উচ্চৈঃস্বরে চারিদিকে একেবারে হাসির ফোয়ারা ছড়াইয়া দিল।

নবেন্দু অপ্রতিভ হইয়া কহিল, এত হাসি যে!

তাহার উত্তরে লাবণ্য পুনর্ব্বার অনিবার্য্য বেগে হাসিয়া পুষ্পিতযৌবনা দেহলতা লুণ্ঠিত করিতে লাগিল। নবেন্দু নাকে মুখে চোখে এই প্রচুর পরিহাসের পিচ্‌কারি খাইয়া অত্যন্ত নাকাল হইল। একটু ক্ষুণ্ন হইয়া কহিল—তুমি মনে করিতেছ প্রতিবাদ করিতে আমি ভয় করি!

লাবণ্য কহিল—তা কেন! আমি ভাবিতেছিলাম তোমার অনেক আশা ভরসার সেই ঘোড়দৌড়ের মাঠখানি বাঁচাইবার চেষ্টা এখনো ছাড় নাই, যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ!

নবেন্দু কহিল, আমি বুঝি সেই জন্য লিখিতে চাহি না। অত্যন্ত রাগিয়া দোয়াতকলম লইয়া বসিল। কিন্তু লেখার মধ্যে রাগের রক্তিমা বড় প্রকাশ পাইল না, কাজেই লাবণ্য ও নীলরতনকে সংশোধনের ভার লইতে হইল। যেন লুচি ভাজার পালা পড়িল—নবেন্দু যেটা জলে ও ঘিয়ে ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা নরম নরম করিয়া এবং চাপিয়া যথাসাধ্য চেপটা করিয়া বেলিয়া দেয় তাঁহার দুই সহকারী তৎক্ষণাৎ সেটাকে ভাজিয়া কড়া ও গরম করিয়া ফুলাইয়া ফুলাইয়া তোলে। লেখা হইল যে, আত্মীয় যখন শত্রু তখন বহিঃশত্রু অপেক্ষা ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। পাঠান অথবা রাশিয়ান ভারতগবর্ণমেণ্টের তেমন শত্রু নহে যেমন শত্রু গর্ব্বোদ্ধত অ্যাংলোইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়। গবর্ণমেণ্টের সহিত প্রজাসাধারণের নিরাপদ সৌহার্দ্দ্য বন্ধনের তাহারই দুর্ভেদ্য অন্তরায়। কন্‌গ্রেস রাজা ও প্রজার মাঝখানে স্থায়ী সদ্ভাব সাধনের যে প্রশস্ত রাজপথ খুলিয়াছে, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান্ কাগজগুলো ঠিক তাহার মধ্যস্থল জুড়িয়া একেবারে কণ্টকিত হইয়া রহিয়াছে। ইত্যাদি।

নবেন্দুর ভিতরে ভিতরে ভয় ভয় করিতে লাগিল অথচ লেখাটা বড় সরেস্ হইয়াছে মনে করিয়া রহিয়া রহিয়া একটু আনন্দও হইতে লাগিল। এমন সুন্দর রচনা তাহার সাধ্যাতীত ছিল।

ইহার পর কিছুদিন ধরিয়া নানা কাগজে বিবাদ বিসম্বাদ বাদ প্রতিবাদে নবেন্দুর চাঁদা এবং কন্‌গ্রেসে যোগ দেওয়ার কথা লইয়া দশদিকে ঢাক বাজিতে লাগিল।

নবেন্দু এক্ষণে মরীয়া হইয়া কথায় বার্ত্তায় শ্যালীসমাজে অত্যন্ত নির্ভীক দেশহিতৈষী হইয়া উঠিল। লাবণ্য মনে মনে হাসিয়া কহিল এখনো তোমার অগ্নিপরীক্ষা বাকি আছে।

একদিন প্রাতঃকালে নবেন্দু স্নানের পূর্ব্বে

বক্ষঃস্থল তৈলাক্ত করিয়া পৃষ্ঠদেশের দুর্গম অংশগুলিতে তৈল সঞ্চার করিবার কৌশল অবলম্বন করিতেছেন এমন সময় বেহারা এক কার্ড হাতে করিয়া তাঁহাকে দিল, তাহাতে স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেটের নাম আঁকা। লাবণ্য সকুতূহলী চক্ষে আড়াল হইতে কৌতুক দেখিতেছিল!

তৈললাঞ্ছিত কলেবরে ত ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত সাক্ষাৎ করা যায় না,—নবেন্দু ভাজিবার পূর্ব্বে মসলামাখা কৈ মৎসের মত বৃথা ব্যতিব্যস্ত হইতে লাগিলেন। তাড়াতাড়ি চকিতের মধ্যে স্নান করিয়া কোন মতে কাপড় পরিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে বাহিরের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। বেহারা বলিল সাহেব অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এই আগাগোড়া মিথ্যাচরণ পাপের কতটা অংশ বেহারার এবং কতটা অংশ লাবণ্যর তাহা নৈতিক গণিত শাস্ত্রের একটা সূক্ষ্ম সমস্যা।

টিক্‌টিকির কাটা লেজ যেমন সম্পূর্ণ অন্ধভাবে ধড়্‌ধড় করে নবেন্দুর ক্ষুব্ধ হৃদয় ভিতরে ভিতরে তেমনি আছাড় খাইতে লাগিল। সমস্ত দিন খাইতে শুইতে আর সোয়াস্তি রহিল না।

লাবণ্য আভ্যন্তরিক হাস্যের সমস্ত আভাস মুখ হইতে সম্পূর্ণ দূর করিয়া দিয়া উদ্বিগ্নভাবে থাকিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, আজ তোমার কি হইয়াছে বল দেখি! অসুখ করে নাই ত?

নবেন্দু কায়ক্লেশে হাসিয়া কোনমতে একটা দেশকালপাত্রোচিত উত্তর বাহির করিল—কহিল—তোমার এলেকার মধ্যে আবার অসুখ কিসের? তুমি আমার ধন্বন্তরিণী!

কিন্তু মুহূর্ত্তমধ্যেই হাসি মিলাইয়া গেল—এবং সে ভাবিতে লাগিল,—একে আমি কন্‌গ্রেসে চাঁদা দিলাম, কাগজে কড়া চিঠি লিখিলাম—তাহার উপরে ম্যাজিষ্ট্রেট নিজে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, আমি তাঁহাকে বসাইয়া রাখিলাম—না জানি কি মনে করিতেছেন!

হা তাত, হা পূর্ণেন্দুশেখর! আমি যাহা নই ভাগ্যের বিপাকে গোলেমালে তাহাই প্রতিপন্ন হইলাম।

পরদিন সাজগোজ করিয়া ঘড়ির চেন ঝুলাইয়া মস্ত একটা পাগড়ি পরিয়া নবেন্দু বাহির হইল। লাবণ্য জিজ্ঞাসা করিল, যাও কোথায়? নবেন্দু কহিল একটা বিশেষ কাজ আছে—লাবণ্য কিছু বলিল না।

সাহেবের দরজার কাছে কার্ড বাহির করিবামাত্র আরদালি কহিল এখন দেখা হইবে না।

নবেন্দু পকেট হইতে দুইটা টাকা বাহির করিল। আরদালি সংক্ষিপ্ত সেলাম করিয়া কহিল আমরা পাঁচ জন আছি। নবেন্দু তৎক্ষণাৎ দশ টাকার এক নোট বাহির করিয়া দিলেন।

সাহেবের নিকট তলব পড়িল। সাহেব তখন চটি জুতা ও মর্নিং গৌন্‌ পরিয়া লেখাপড়ার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। নবেন্দু একটা সেলাম করিলেন—ম্যাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে বসিবার অনুমতি করিয়া কাগজ হইতে মুখ না তুলিয়া কহিলেন—কি বলিবার আছে বাবু?

নবেন্দু ঘড়ির চেন নাড়িতে নাড়িতে বিনীত কম্পিতস্বরে বলিল—কাল আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন কিন্তু—

সাহেব ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া একটা চোখ কাগজ হইতে তুলিয়া বলিলেন—সাক্ষাৎ

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

করিতে গিয়াছিলাম! Babu what nonsense are you talking!

নবেন্দু "Beg your pardon, ভুল হইয়াছে, গোল হইয়াছে"—করিতে করিতে ঘর্ম্মাপ্লুত কলেবরে কোন মতে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। এবং সে রাত্রে বিছানায় শুইয়া কোন দুঃস্বপ্নগ্রস্ত মন্ত্রের ন্যায় একটা বাক্য থাকিয়া থাকিয়া তাঁহার কাণে আসিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল—Babu, you are a howling idiot!

পথে আসিতে আসিতে তাঁহার মনে ধারণা হইল যে, ম্যাজিষ্ট্রেট্ যে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল সে কথাটা কেবল রাগ করিয়া সে অস্বীকার করিল। মনে মনে কহিলেন, ধরণী দ্বিধা হও! কিন্তু ধরণী তাঁহার অনুরোধ রক্ষা না করাতে নির্ব্বিঘ্নে বাড়ি আসিয়া পৌঁছিলেন।

লাবণ্যকে আসিয়া কহিলেন, দেশে পাঠাইবার জন্য গোলাপজল কিনিতে গিয়াছিলাম।

বলিতে না বলিতে কালেক্টরের চাপরাসপরা জনছয়েক পেয়াদা আসিয়া উপস্থিত। সেলাম করিয়া হাস্যমুখে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

লাবণ্য হাসিয়া কহিল, তুমি কন্‌গ্রেসে চাঁদা দিয়াছ বলিয়া তোমাকে গ্রেফ্‌তার করিতে আসে নাই ত?

পেয়াদা ছয়জনে বারো পাটি দন্তাগ্রভাগ উন্মুক্ত করিয়া কহিল—বক্‌শিস্ বাবু সাহেব!

নীলরতন পাশের ঘর হইতে বাহির হইয়া বিরক্তস্বরে কহিলেন—কিসের বক্‌শিস্!

পেয়াদারা বিকশিতদন্তে কহিল, ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলেন তাহার বক্‌শিস!

লাবণ্য হাসিয়া কহিল, ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব আজকাল গোলাপ জল বিক্রি ধরিয়াছেন নাকি? এমন অত্যন্ত ঠাণ্ডা ব্যবসায় ত তাঁহার পূর্ব্বে ছিল না।

হতভাগ্য নবেন্দু গোলাপজলের সহিত ম্যাজিষ্ট্রেট্ দর্শনের সামঞ্জস্য সাধন করিতে গিয়া কি যে আবোল্ তাবোল বলিল তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না।

নীলরতন কহিল—বক্‌শিসের কোন কাজ হয় নাই। বক্‌শিস নাহি মিলেগা!

নবেন্দু সঙ্কুচিতভাবে পকেট হইতে একটা নোট বাহির করিয়া কহিল—উহারা গরীব মানুষ, কিছু দিতে দোষ কি?।

নীলরতন নবেন্দুর হাত হইতে নোট টানিয়া লইয়া কহিল, উহাদের অপেক্ষা গরীবমানুষ জগতে আছে আমি তাহাদিগকে দিব

রুষ্ট মহেশ্বরের ভূতপ্রেতগণকেও কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা করিবার সুযোগ না পাইয়া নবেন্দু অত্যন্ত ফাঁপরে পড়িয়া গেল। পেয়াদাগণ যখন বজ্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গমনোদ্যত হইল, তখন নবেন্দু একান্ত করুণভাবে তাহাদের দিকে চাহিলেন—নীরবে নিবেদন করিলেন, বাবা সকল, আমার কোন দোষ নাই তোমরা ত জান।

কলিকাতায় কন্‌গ্রেসের অধিবেশন। তদুপলক্ষে নীলরতন সস্ত্রীক রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। নবেন্দুও তাঁহাদের সঙ্গে ফিরিল।

কলিকাতায় পদার্পণ করিবামাত্র কন্‌গ্রেসের দলবল নবেন্দুকে চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া একটা প্রকাণ্ড তাণ্ডব সুরু করিয়া দিল। সম্মান সমাদর স্তুতিবাদের সীমা রহিল না। সকলেই বলিল আপনাদের মত নায়কগণ দেশের কাজে যোগ না দিলে দেশের উপায় নাই। কথাটার যাথার্থ্য নবেন্দু অস্বীকার করিতে পারিলেন না,—এবং গোলেমালে হঠাৎ কখন দেশের

একজন অধিনায়ক হইয়া উঠিলেন। কন্‌গ্রেস সভায় যখন পদার্পণ করিলেন তখন সকলে মিলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিজাতীয় বিলাতী তারস্বরে "হিপ্‌ হিপ হুরে," শব্দে তাঁহাকে উৎকট অভিবাদন করিল। আমাদের মাতৃভূমির কর্ণমূল লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিল।

যথাকালে মহারাণীর জন্মদিন আসিল—নবেন্দুর রায়বাহাদুর খেতাব নিকট-সমাগত মরীচিকার মত অন্তর্দ্ধান করিল।

সেইদিন সায়াহ্নে লাবণ্যলেখা সমারোহে নবেন্দুকে নিমন্ত্রণ পূর্ব্বক তাঁহাকে নববস্ত্রে ভূষিত করিয়া স্বহস্তে তাঁহার ললাটে রক্ত-চন্দনের তিলক এবং প্রত্যেক শ্যালী তাঁহার কণ্ঠে একগাছি করিয়া স্বরচিত পুষ্পমালা পরাইয়া দিল। অরুণাম্বরবসনা অরুণলেখা সেদিন হাস্যে লজ্জায় এবং অলঙ্কারে আড়াল হইতে ঝক্‌মক্‌ করিতে লাগিল। তাহার স্বেদাঙ্কিত লজ্জা শীতল হস্তে একটা 'গড়ে' মালা দিয়া ভগিনীরা তাহাকে টানাটানি করিল কিন্তু সে কোন মতে বশ মানিল না এবং সেই প্রধান মালাখানি নবেন্দুর কণ্ঠ কামনা করিয়া জনহীন নিশীথের জন্য গোপনে অপেক্ষা করিতে লাগিল। শ্যালীরা নবেন্দুকে কহিল আজ আমরা তোমাকে রাজা করিয়া দিলাম। ভারতবর্ষে এমন সম্মান তুমি ছাড়া আর কাহারও সম্ভব হইবে না।

নবেন্দু ইহাতে সম্পূর্ণ সান্ত্বনা পাইল কিনা তাহা তাহার অন্তঃকরণ আর অন্তর্য্যামীই জানেন—কিন্তু আমাদের এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সন্দেহ রহিয়া গিয়াছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস মরিবার পূর্ব্বে সে রায়বাহাদুর হইবেই—এবং তাহার মৃত্যু উপলক্ষে Englishman ও Pioneer সমস্বরে শোক করিতে ছাড়িবে না। অতএব ইতিমধ্যে Three Cheers for Babu পূর্ণেন্দুশেখর! হিপ হিপ হুরে, হিপ্‌ হিপ হুরে! হিপ্‌ হিপ্‌ হুরে!

Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

রবীন্দ্র গ্রন্থাবলী।

বিচিত্র চিত্র।

ক্ষুধিত পাষাণ।

আমি এবং আমার আত্মীয় পূজার ছুটিতে দেশভ্রমণ সারিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতেছিলাম এমন সময় রেল-গাড়িতে বাবুটির সঙ্গে দেখা হয়। তাঁহার বেশভূষা দেখিয়া প্রথমটা তাঁহাকে পশ্চিমদেশীয় মুসলমান বলিয়া ভ্রম হইয়াছিল। তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া আরও ধাঁধাঁ লাগিয়া যায়। পৃথিবীর সকল বিষয়েই এমন করিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন যেন তাঁহার সহিত প্রথম পরামর্শ করিয়া বিশ্ববিধাতা সকল কাজ করিয়া থাকেন। বিশ্বসংসারের ভিতরে ভিতরে যে এমন সকল অশ্রুতপূর্ব্ব নিগূঢ় ঘটনা ঘটিতেছিল, রুশিয়ানরা যে এতদূর অগ্রসর হইয়াছে, ইংরাজদের যে এমন সকল গোপন মৎলব আছে, দেশীয় রাজাদের মধ্যে যে একটা খিচুড়ি পাকিয়া উঠিয়াছে, এ সমস্ত কিছুই না জানিয়া আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া ছিলাম। আমাদের নবপরিচিত আলাপীটি ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, There happen more things in heaven and earth, Horatio, than are reported in your news-papers. আমরা এই প্রথম ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়াছি, সুতরাং লোক-টির রকম-সকম দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম। লোকটা সামান্য উপলক্ষে কখন বিজ্ঞান বলে, কখনো বেদের ব্যাখ্যা করে, আবার হঠাৎ কখনো পার্সি বয়েৎ আওড়াইতে থাকে; বিজ্ঞান, বেদ এবং পার্সিভাষায় আমাদের কোনরূপ অধিকার না থাকাতে তাঁহার প্রতি আমাদের ভক্তি উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। এমন কি, আমার থিয়সফিষ্ট আত্মীয়টির মনে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, আমাদের এই সহযাত্রীটির সহিত কোন এক রকমের অলৌকিক ব্যাপারের কিছু একটা যোগ আছে; কোন একটা অপূর্ব্ব ম্যাগ্নেটিজম্ অথবা দৈবশক্তি, অথবা সূক্ষ্ম শরীর

অথবা ঐ ভাবের একটা কিছু। তিনি এই সামান্য লোকের সমস্ত সামান্য কথাও ভক্তি-বিহ্বল মুগ্ধভাবে শুনিতেছিলেন এবং গোপনে নোট করিয়া লইতেছিলেন; আমার ভাবে বোধ হইল, অসামান্য ব্যক্তিটিও গোপনে তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন, এবং কিছু খুসি হইয়াছিলেন।

গাড়িটি আসিয়া জংশনে থামিলে আমরা দ্বিতীয় গাড়ির অপেক্ষায় ওয়েটিংরুমে সমবেত হইলাম। তখন রাত্রি সাড়ে দশটা। পথের মধ্যে একটা কি ব্যাঘাত হওয়াতে গাড়ি অনেক বিলম্বে আসিবে শুনিলাম। আমি ইতিমধ্যে টেবিলের উপর বিছানা পাতিয়া ঘুমাইব স্থির করিয়াছি এমন সময়ে সেই অসামান্য ব্যক্তিটি নিম্নলিখিত গল্প ফাঁদিয়া বসিলেন। সে রাত্রে আমার আর ঘুম হইল না।

রাজ্যচালনা সম্বন্ধে দুই একটা বিষয়ে মতান্তর হওয়াতে আমি জুনাগড়ের কর্ম্ম ছাড়িয়া দিয়া হাইদ্রাবাদে যখন নিজাম সরকারে প্রবেশ করিলাম তখন আমাকে অল্পবয়স্ক মজবুৎ লোক দেখিয়া প্রথমেই বরীচে তুলার মাশুল আদায়ে নিযুক্ত করিয়া দিল।

বরীচ জায়গাটি বড় রমণীয়। নির্জ্জন পাহাড়ের নীচে বড় বড় বনের ভিতর দিয়া শুস্তা নদীটি (সংস্কৃত "স্বচ্ছতোয়া"র অপভ্রংশ) উপল-মুখরিত পথে নিপুণা নর্ত্তকীর মত পদে পদে বাঁকিয়া বাঁকিয়া দ্রুত নৃত্যে চলিয়া গিয়াছে। ঠিক সেই নদীর ধারেই পাথর-বাঁধানো দেড়শত সোপানময় অত্যুচ্চ ঘাটের উপরে একটি শ্বেত প্রস্তরের প্রাসাদ শৈলপদমূলে একাকী দাঁড়াইয়া আছে—নিকটে কোথাও লোকালয় নাই। বরীচের তুলার হাট এবং গ্রাম এখান হইতে দূরে।

প্রায় আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে দ্বিতীয় শা মামুদ্ ভোগবিলাসের জন্য প্রাসাদটি এই নির্জ্জন স্থানে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তখন ইহার স্নানশালার ফোয়ারার মুখ হইতে গোলাপগন্ধী জলধারা উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকিত এবং সেই শীকর-শীতল নিভৃত গৃহের মধ্যে মর্ম্মরখচিত স্নিগ্ধ শিলাসনে বসিয়া কোমল নগ্ন পদপল্লব জলাশয়ের নির্ম্মল জলরাশির মধ্যে প্রসারিত করিয়া তরুণী পারসিক রমণীগণ স্নানের পূর্ব্বে কেশ মুক্ত করিয়া দিয়া সেতার কোলে দ্রাক্ষাবনের গজল্ গান করিত।

এখন আর সে ফোয়ারা খেলে না, সে গান নাই শাদা পাথরের উপর শুভ্র চরণের সুন্দর আঘাত পড়ে না—এখন ইহা আমাদের মত নির্জ্জনবাসপীড়িত সঙ্গিনীহীন মাশুল কালেক্টরের অতি বৃহৎ এবং অতি শূন্য বাসস্থান। কিন্তু আপিসের বৃদ্ধকেরাণী করিম খাঁ আমাকে এই প্রাসাদে বাস করিতে বারংবার নিষেধ করিয়াছিল। বলিয়াছিল, ইচ্ছা হয়, দিনের বেলা থাকিবেন কিন্তু কখনো এখানে রাত্রিযাপন করিবেন না। আমি হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম। ভৃত্যেরা বলিল, তাহারা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কাজ করিবে কিন্তু রাত্রে এখানে থাকিবে না। আমি বলিলাম, তথাস্তু। এ বাড়ির এমন বদ্‌নাম ছিল যে, রাত্রে চোরও এখানে আসিতে সাহস করিত না।

প্রথম প্রথম আসিয়া এই পরিত্যক্ত পাষাণ-প্রাসাদের বিজনতা আমার বুকের উপর যেন একটা ভয়ঙ্কর ভারের মত চাপিয়া থাকিত, আমি যতটা পারিতাম বাহিরে থাকিয়া অবিশ্রাম কাজ কর্ম্ম করিয়া রাত্রে ঘরে ফিরিয়া শ্রান্তদেহে নিদ্রা দিতাম।

কিন্তু সপ্তাহ খানেক না যাইতেই বাড়িটার এক অপূর্ব্ব নেশা আমাকে ক্রমশঃ আক্রমণ

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

করিয়া ধরিতে লাগিল। আমার সে অবস্থা বর্ণনা করাও কঠিন এবং সে কথা লোককে বিশ্বাস করানও শক্ত। সমস্ত বাড়িটা একটা সজীব পদার্থের মত আমাকে তাহার জঠরস্থ মোহ-রসে অল্পে অল্পে যেন জীর্ণ করিতে লাগিল।

বোধ হয় এ বাড়িতে পদার্পণমাত্রেই এ প্রক্রিয়ার আরম্ভ হইয়াছিল—কিন্তু আমি যে দিন সচেতন ভাবে প্রথম ইহার সূত্রপাত অনুভব করি, সেদিনকার কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে।

তখন গ্রীষ্মকালের আরম্ভে বাজার নরম; আমার হাতে কোন কাজ ছিল না। সূর্য্যাস্তের কিছু পূর্ব্বে আমি সেই নদীতীরে ঘাটের নিম্নতলে একটা আরাম-কেদারা লইয়া বসিয়াছি। তখন শুস্তানদী শীর্ণ হইয়া আসিয়াছে;—ওপারে অনেকখানি বালুতট অপরাহ্নের আভায় রঙীন্ হইয়া উঠিয়াছে, এপারে ঘাটের সোপানমূলে স্বচ্ছ অগভীর জলের তলে নুড় গুলি ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে। সে দিন কোথাও বাতাস ছিল না। নিকটের পাহাড়ে বন-তুলসী, পুদিনা ও মৌরির জঙ্গল হইতে একটা ঘন সুগন্ধ উঠিয়া স্থির আকাশকে ভারাক্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল।

সূর্য্য যখনি গিরিশিখরের অন্তরালে অবতীর্ণ হইল তৎক্ষণাৎ দিবসের নাট্যশালায় একটা দীর্ঘ ছায়া-যবনিকা পড়িয়া গেল;—এখানে পর্ব্বতের ব্যবধান থাকাতে সূর্য্যাস্তের সময় আলো আঁধারের সম্মিলন অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না। ঘোড়ায় চড়িয়া একবার ছুটিয়া বেড়াইয়া আসিব মনে করিয়া উঠিব উঠিব করিতেছি, এমন সময়ে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনিতে পাইলাম। পিছনে ফিরিয়া দেখিলাম,—কেহ নাই।

ইন্দ্রিয়ের ভ্রম মনে করিয়া পুনরায় ফিরিয়া বসিতেই, একেবারে অনেকগুলি পায়ের শব্দ শোনা গেল—যেন অনেকে মিলিয়া ছুটাছুটি করিয়া নামিয়া আসিতেছে। ঈষৎ ভয়ের সহিত এক অপরূপ পুলক মিশ্রিত হইয়া আমার সর্ব্বাঙ্গ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। যদিও আমার সম্মুখে কোন মূর্ত্তি ছিল না তথাপি স্পষ্ট প্রত্যক্ষবৎ মনে হইল যে, এই গ্রীষ্মের সায়াহ্নে একদল প্রমোদচঞ্চল নারী শুস্তার জলের মধ্যে স্নান করিতে নামিয়াছে। যদিও সেই সন্ধ্যাকালে নিস্তব্ধ গিরিতটে, নদীতীরে, নির্জ্জন প্রাসাদে কোথাও কিছুমাত্র শব্দ ছিল না তথাপি আমি যেন স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম নির্ঝরের শত ধারার মত সকৌতুক কলহাস্যের সহিত পরস্পরের দ্রুত অনুধাবন করিয়া আমার পার্শ্ব দিয়া স্নানার্থিনীরা চলিয়া গেল। আমাকে যেন লক্ষ্য করিল না। তাহারা যেমন আমার নিকট অদৃশ্য, আমিও যেন সেইরূপ তাহাদের নিকট অদৃশ্য। নদী পূর্ব্ববৎ স্থির ছিল, কিন্তু আমার নিকট স্পষ্ট বোধ হইল, স্বচ্ছতোয়ার অগভীর স্রোত অনেকগুলি বলয়শিঞ্জিত বাহুবিক্ষেপে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে, হাসিয়া হাসিয়া সখীগণ পরস্পরের গায়ে জল ছুঁড়িয়া মারিতেছে, সন্তরণকারিণীদের পদাঘাতে জলবিন্দুরাশি মুক্তামুষ্টির মত আকাশে ছিটিয়া পড়িতেছে।

আমার বক্ষের মধ্যে এক প্রকার কম্পন হইতে লাগিল; সে উত্তেজনা ভয়ের, কি আনন্দের; কি কৌতূহলের, ঠিক বলিতে পারি না। বড় ইচ্ছা হইতে লাগিল ভাল করিয়া দেখি কিন্তু সম্মুখে দেখিবার কিছুই ছিল না, মনে হইল, ভাল করিয়া কাণ পাতিলেই উহাদের কথা সমস্তই স্পষ্ট শোনা যাইবে—কিন্তু একান্ত মনে কাণ পাতিয়া কেবল অরণ্যের ঝিল্লিরব

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634 Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

শোনা যায়। মনে হইল আড়াই শত বৎসরের কৃষ্ণবর্ণ যবনিকা ঠিক আমার সম্মুখে দুলিতেছে—ভয়ে ভয়ে একটি ধার তুলিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করি—সেখানে বৃহৎ সভা বসিয়াছে কিন্তু গাঢ় অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না।

হঠাৎ গুমট্ ভাঙ্গিয়া হুহু করিয়া একটা বাতাস দিল—শুস্তার স্থির জলতল দেখিতে দেখিতে অপ্সরীর কেশদামের মত কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, এবং সন্ধ্যাচ্ছায়াচ্ছন্ন সমস্ত বনভূমি এক মুহূর্ত্তে এক সঙ্গে মর্ম্মরধ্বনি করিয়া যেন দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া উঠিল। স্বপ্নই বল আর সত্যই বল, আড়াই শত বৎসরের অতীত ক্ষেত্র হইতে প্রতিফলিত হইয়া আমার সম্মুখে যে এক অদৃশ্য মরীচিকা অবতীর্ণ হইয়াছিল তাহা চকিতের মধ্যে অন্তর্হিত হইল। যে মায়াময়ীরা আমার গায়ের উপর দিয়া দেহহীন দ্রুতপদে শব্দহীন উচ্চকলহাস্যে ছুটিয়া শুস্তার জলের উপর গিয়া ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিল তাহারা সিক্ত অঞ্চল হইতে জল নিষ্কর্ষণ করিতে করিতে আমার পাশ দিয়া উঠিয়া গেল না। বাতাসে যেমন করিয়া গন্ধ উড়াইয়া লইয়া যায়, বসন্তের এক নিশ্বাসে তাহারা তেমনি করিয়া উড়িয়া চলিয়া গেল।

তখন আমার বড় আশঙ্কা হইল যে, হঠাৎ বুঝি নির্জ্জন পাইয়া কবিতাদেবী আমার স্কন্ধে আসিয়া ভর করিলেন; আমি বেচারা তুলার মাশুল আদায় করিয়া খাটিয়া খাই, সর্ব্বনাশিনী এইবার বুঝি আমার মুণ্ডপাত করিতে আসিলেন। ভাবিলাম ভাল করিয়া আহার করিতে হইবে;—শূন্য উদরেই সকল প্রকার দুরারোগ্য রোগ আসিয়া চাপিয়া ধরে। আমার পাচকটিকে ডাকিয়া প্রচুর ঘৃতপক্ক, মস্‌লা-সুগন্ধি রীতিমত মোগ্‌লাইখানা হুকুম করিলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে সমস্ত ব্যাপারটি পরম হাস্যজনক বলিয়া বোধ হইল। আনন্দমনে, সাহেবের মত সোলাটুপি পরিয়া নিজের হাতে গাড়ি হাঁকাইয়া গড়্ গড়্ শব্দে আপন তদন্তকার্য্যে চলিয়া গেলাম। সে দিন ত্রৈমাসিক রিপোর্ট্ লিখিবার দিন থাকাতে বিলম্বে বাড়ি ফিরিবার কথা। কিন্তু সন্ধ্যা হইতে না হইতেই আমাকে বাড়ির দিকে টানিতে লাগিল। কে টানিতে লাগিল বলিতে পারি না; কিন্তু মনে হইল আর বিলম্ব করা উচিত হয় না। মনে হইল সকলে বসিয়া আছে। রিপোর্ট্ অসমাপ্ত রাখিয়া সোলার টুপি মাথায় দিয়া সেই সন্ধ্যাধূসর তরুচ্ছায়াঘন নির্জ্জন পথ রথচক্রশব্দে সচকিত করিয়া সেই অন্ধকার শৈলান্তবর্ত্তী নিস্তব্ধ প্রকাণ্ড প্রাসাদে গিয়া উত্তীর্ণ হইলাম।

সিঁড়ির উপরে সম্মুখের ঘরটি অতি বৃহৎ। তিন সারি বড় বড় থামের উপর কারুকার্য্যখচিত খিলানে বিস্তীর্ণ ছাদ ধরিয়া রাখিয়াছে। এই প্রকাণ্ড ঘরটি আপনার বিপুল শূন্যতা ভরে অহর্নিশি গম্‌গম্ করিতে থাকে। সে দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে তখনো প্রদীপ জ্বালানো হয় নাই। দরজা ঠেলিয়া আমি সেই বৃহৎ ঘরে যেমন প্রবেশ করিলাম অমনি মনে হইল ঘরের মধ্যে যেন ভারি একটা বিপ্লব বাধিয়া গেল—যেন হঠাৎ সভা ভঙ্গ করিয়া চারিদিকের দরজা জান্‌লা ঘর পথ বারান্দা দিয়া কে কোন্ দিকে পালাইল তাহার ঠিকানা নাই। আমি কোথাও কিছু না দেখিতে পাইয়া অবাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। শরীর একপ্রকার আবেশে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। যেন বহুদিবসের লুপ্তাবশিষ্ট মাথাঘষা ও আতরের মৃদু গন্ধ আমার নাসার মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। আমি সেই দীপহীন জনহীন প্রকাণ্ড ঘরের প্রাচীন প্রস্তরস্তম্ভশ্রেণীর মাঝখানে দাঁড়াইয়া

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

শুনিতে পাইলাম—ঝর্ঝর শব্দে ফোয়ারার জল শাদা পাথরের উপরে আসিয়া পড়িতেছে, সেতারে কি সুর বাজিতেছে বুঝিতে পারিতেছি না, কোথাও বা স্বর্ণভূষণের শিঞ্জিত, কোথাও বা নূপুরের নিক্কণ, কখন বা বৃহৎ তাম্রঘণ্টায় প্রহর বাজিবার শব্দ, অতি দূরে নহবতের আলাপ, বাতাসে দোদুল্যমান ঝাড়ের স্ফটিক দোলকগুলির ঠুনঠুন ধ্বনি, বারান্দা হইতে খাঁচার বুলবুলের গান, বাগান হইতে পোষা সারসের ডাক আমার চতুর্দ্দিকে একটা প্রেতলোকের রাগিণী সৃষ্টি করিতে লাগিল।

আমার এমন একটা মোহ উপস্থিত হইল, মনে হইল, এই অস্পৃশ্য অগম্য অবাস্তব ব্যাপারই জগতে একমাত্র সত্য, আর সমস্তই মিথ্যা মরীচিকা। আমি যে আমি—অর্থাৎ আমি যে শ্রীযুক্ত অমুক, ৺ অমুকের জ্যেষ্ঠ পুত্র, তূলার মাশুল সংগ্রহ করিয়া সাড়ে চারশো টাকা বেতন পাই, আমি যে সোলার টুপি এবং খাটো কোর্ত্তা পরিয়া টমটম্ হাঁকাইয়া আপিস্ করিতে যাই, এ সমস্তই আমার কাছে এমন অদ্ভুত হাস্যকর অমূলক মিথ্যা কথা বলিয়া বোধ হইল যে আমি সেই বিশাল নিস্তব্ধ অন্ধকার ঘরের মাঝখানে দাঁড়াইয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলাম।

তখনি আমার মুসলমান ভৃত্য প্রজ্বলিত কেরোসিন ল্যাম্প হাতে করিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে আমাকে পাগল মনে করিল কি না জানি না, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আমার স্মরণ হইল যে, আমি ৺ অমুকচন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত অমুক নাথ বটে, ইহাও মনে করিলাম যে, জগতের ভিতরে অথবা বাহিরে কোথাও অমূর্ত্ত ফোয়ারা নিত্যকাল উৎসারিত ও অদৃশ্য অঙ্গুলির আঘাতে কোন মায়া-সেতারে অনন্ত রাগিণী ধ্বনিত হইতেছে কি না তাহা আমাদের মহাকবি এবং কবিবরেরাই বলিতে পারেন কিন্তু এ কথা নিশ্চয় সত্য যে আমি বরীচের হাটে তূলার মাশুল আদায় করিয়া মাসে সাড়ে চারশো টাকা বেতন লইয়া থাকি। তখন আবার আমার পূর্ব্বক্ষণের অদ্ভুত মোহ স্মরণ করিয়া কেরোসীন-প্রদীপ্ত ক্যাম্প টেবিলের কাছে খবরের কাগজ লইয়া সকৌতুকে হাসিতে লাগিলাম।

খবরের কাগজ পড়িয়া এবং মোগলাই খানা খাইয়া একটি ক্ষুদ্র কোণের ঘরে প্রদীপ নিবাইয়া দিয়া বিছানায় গিয়া শয়ন করিলাম। আমার সম্মুখবর্ত্তী খোলা জানালার ভিতর দিয়া অন্ধকার বনবেষ্টিত অরালী পর্ব্বতের ঊর্দ্ধদেশে একটি অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র সহস্র কোটী যোজন দূর আকাশ হইতে সেই অতি তুচ্ছ ক্যাম্পখাটের উপর শ্রীযুক্ত মাশুল-কালেক্টরকে এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছিল,—ইহাতে আমি বিস্ময় ও কৌতুক অনুভব করিতে করিতে কখন্ ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম বলিতে পারি না। কতক্ষণ ঘুমাইয়াছিলাম তাহাও জানি না। সহসা এক সময় শিহরিয়া জাগিয়া উঠিলাম;—ঘরে যে কোন শব্দ হইয়াছিল তাহা নহে, কোন যে লোক প্রবেশ করিয়াছিল তাহাও দেখিতে পাইলাম না। অন্ধকার পর্ব্বতের উপর হইতে অনিমেষ নক্ষত্রটি অস্তমিত হইয়াছে এবং কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীণচন্দ্রালোক অনধিকারসঙ্কুচিত ম্লানভাবে আমার বাতায়ন-পথে প্রবেশ করিয়াছে।

কোন লোককেই দেখিলাম না তবু যেন আমার স্পষ্ট মনে হইল কে এক জন আমাকে আস্তে আস্তে ঠেলিতেছে। আমি জাগিয়া উঠিতেই সে কোন কথা না বলিয়া কেবল যেন তাহার অঙ্গুরীখচিত পাঁচ অঙ্গুলির ইঙ্গিতে অতি সাবধানে তাহার অনুসরণ আদেশ করিল।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

আমি অত্যন্ত চুপি চুপি উঠিলাম। যদিও সেই শতকক্ষপ্রকোষ্ঠময় প্রকাণ্ড শূন্যতাময়, নিদ্রিত ধ্বনি এবং সজাগ প্রতিধ্বনিময় বৃহৎ প্রাসাদে আমি ছাড়া আর জনপ্রাণীও ছিল না তথাপি পদে পদে ভয় হইতে লাগিল পাছে কেহ জাগিয়া উঠে। প্রাসাদের অধিকাংশ ঘর রুদ্ধ থাকিত, এবং সে সকল ঘরে আমি কখন যাই নাই।

সে রাত্রে নিঃশব্দপদক্ষেপে সংযত নিশ্বাসে সেই অদৃশ্য আহ্বানরূপিণীর অনুসরণ করিয়া আমি যে কোথায় যাইতেছিলাম আজ তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারি না। কত সঙ্কীর্ণ অন্ধকার পথ, কত দীর্ঘ বারান্দা, কত গম্ভীর নিস্তব্ধ সুবৃহৎ সভাগৃহ, কত রুদ্ধবায়ু ক্ষুদ্র গোপন কক্ষ পার হইয়া যাইতে লাগিলাম তাহার ঠিকানা নাই।

আমার অদৃশ্য দূতীটিকে যদিও চক্ষে দেখিতে পাই নাই, তথাপি তাহার মূর্ত্তি আমার মনের অগোচর ছিল না। আরব রমণী, ঝোলা আস্তিনের ভিতর দিয়া শ্বেতপ্রস্তর-রচিতবৎ কঠিন নিটোল হস্ত দেখা যাইতেছে, টুপির প্রান্ত হইতে মুখের উপরে একটি সূক্ষ্ম বসনের আবরণ পড়িয়াছে, কটিবন্ধে একটি বাঁকা ছুরি বাঁধা।

আমার মনে হইল, আরব্য উপন্যাসের একাধিক সহস্র রজনীর একটি রজনী আজ উপন্যাসলোক হইতে উড়িয়া আসিয়াছে। আমি যেন নিশীথে সুপ্তিমগ্ন বোগ্‌দাদের নির্ব্বাপিত-দীপ সঙ্কীর্ণ পথে কোন এক সঙ্কটশঙ্কিল অভিসারে যাত্রা করিয়াছি।

অবশেষে আমার দূতী একটি ঘননীল পর্দ্দার সম্মুখে সহসা থম্‌কিয়া দাঁড়াইয়া যেন নিম্নে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইল। নিম্নে কিছুই ছিল না, কিন্তু ভয়ে আমার বক্ষের রক্ত স্তম্ভিত হইয়া গেল। আমি অনুভব করিলাম, সেই পর্দ্দার সম্মুখে ভূমিতলে কিংখাবের সাজপরা একটি ভীষণ কাফ্রি খোজা কোলের উপর খোলা তলোয়ার লইয়া দুই পা ছড়াইয়া দিয়া বসিয়া বসিয়া ঢুলিতেছে। দূতী লঘুগতিতে তাহার দুই পা ডিঙ্গাইয়া পর্দ্দার এক প্রান্তদেশ তুলিয়া ধরিল।

ভিতর হইতে একটি পারস্য গালিচা পাতা ঘরের কিয়দংশ দেখা গেল। তক্তের উপরে কে বসিয়া আছে দেখা গেল না—কেবল জাফ্রান্ রঙের স্ফীত পায়জামার নিম্নভাগে জরির চটি পরা দুইখানি ক্ষুদ্র সুন্দর চরণ গোলাপী মখমল্ আসনের উপর অলস-ভাবে স্থাপিত রহিয়াছে দেখিতে পাইলাম। মেজের একপার্শ্বে একটি নীলাভ স্ফটিক পাত্রে কতকগুলি আপেল, নাশ্‌পাতী, নারাঙ্গী এবং প্রচুর আঙুরের গুচ্ছ সজ্জিত রহিয়াছে এবং তাহার পার্শ্বে দুইটি ছোট পেয়ালা ও একটি স্বর্ণাভ মদিরার কাচপাত্র অতিথির জন্য অপেক্ষা করিয়া আছে। ঘরের ভিতর হইতে একটা অপূর্ব্ব ধূপের একপ্রকার মাদক সুগন্ধি ধূম্র আসিয়া আমাকে বিহ্বল করিয়া দিল।

আমি কম্পিত বক্ষে সেই খোজার প্রসারিত পদদ্বয় যেমন লঙ্ঘন করিতে গেলাম, অমনি সে চমকিয়া জাগিয়া উঠিল—তাহার কোলের উপর হইতে তলোয়ার পাথরের মেজে শব্দ করিয়া পড়িয়া গেল।

সহসা একটা বিকট চীৎকার শুনিয়া চমকিয়া দেখিলাম, আমার সেই ক্যাম্প্ খাটের উপরে ঘর্ম্মাক্তকলেবরে বসিয়া আছি—ভোরের আলোয় কৃষ্ণপক্ষের খণ্ড-চাঁদ জাগরণক্লিষ্ট রোগীর মত পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেছে—এবং আমাদের পাগ্‌লা মেহের আলি তাহার প্রাত্যহিক প্রথা অনুসারে প্রত্যুষের জনশূন্য পথে "তফাৎ

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

যাও" "তফাৎ যাও" করিয়া চীৎকার করিতে করিতে চলিয়াছে।

এইরূপে আমার আরব্য উপন্যাসের এক-রাত্রি অকস্মাৎ শেষ হইল—কিন্তু এখনো এক সহস্র রজনী বাকি আছে।

আমার দিনের সহিত রাত্রের ভারি একটা বিরোধ বাধিয়া গেল। দিনের বেলায় শ্রান্ত ক্লান্তদেহে কর্ম্ম করিতে যাইতাম, এবং শূন্যস্বপ্নময়ী মোহময়ী মায়াবিনী রাত্রিকে অভিসম্পাত করিতে থাকিতাম--আবার সন্ধ্যার পরে আমার দিনের বেলাকার কর্ম্মবদ্ধ অস্তিত্বকে অত্যন্ত তুচ্ছ, মিথ্যা এবং হাস্যকর বলিয়া বোধ হইত।

সন্ধ্যার পরে আমি একটা নেশার জালের মধ্যে বিহ্বলভাবে জড়াইয়া পড়িতাম। শত শত বৎসর পূর্ব্বেকার কোন এক অলিখিত ইতিহাসের অন্তর্গত আর একটা অপূর্ব্ব ব্যক্তি হইয়া উঠিতাম, তখন আর বিলাতী খাটো কোর্ত্তা, এবং আঁট প্যান্টলুনে আমাকে মানাইত না। তখন আমি মাথায় এক লাল মখমলের ফেজ্ তুলিয়া, ঢিলা পায়জামা, ফুলকাটা কাবা এবং রেশমের দীর্ঘ চোগা পরিয়া রঙীন্ রুমালে আতর মাখিয়া বহুযত্নে সাজ করিতাম এবং সিগারেট্ ফেলিয়া দিয়া গোলাপজলপূর্ণ বহুকুণ্ডলায়িত বৃহৎ আল্‌বোলা লইয়া এক উচ্চগদিবিশিষ্ট বড় কেদারায় বসিতাম। যেন রাত্রে কোন এক অপূর্ব্ব প্রিয়-সম্মিলনের জন্য পরমাগ্রহে প্রস্তুত হইয়া থাকিতাম।

তাহার পর অন্ধকার যতই ঘনীভূত হইত ততই কি যে এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিতে থাকিত তাহা আমি বর্ণনা করিতে পারি না। ঠিক যেন একটা চমৎকার গল্পের কতকগুলি ছিন্ন অংশ বসন্তের আকস্মিক বাতাসে এই বৃহৎ প্রাসাদের বিচিত্র ঘরগুলির মধ্যে উড়িয়া বেড়াইত। খানিকটা দূর পর্য্যন্ত পাওয়া যাইত তাহার পরে আর শেষ দেখা যাইত না। আমিও সেই ঘূর্ণ্যমান বিচ্ছিন্ন অংশগুলির অনুসরণ করিয়া সমস্ত রাত্রি ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতাম।

এই খণ্ডস্বপ্নের আবর্ত্তের মধ্যে,—এই কচিৎ হেনার গন্ধ, কচিৎ সেতারের শব্দ, কচিৎ সুরভি জলশীকরমিশ্র বায়ুর হিল্লোলের মধ্যে একটি নায়িকাকে ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎশিখার মত চকিতে দেখিতে পাইতাম। তাহারি জাফ্‌রান্ রঙের পায়জামা এবং দুটি শুভ্র রক্তিম কোমল পায়ে বক্রশীর্ষ জরির চটিপরা, বক্ষে অতিপিনদ্ধ জরির ফুলকাটা কাঁচলি আবদ্ধ, মাথায় একটি লালটুপি এবং তাহা হইতে সোণার ঝালর ঝুলিয়া তাহার শুভ্র ললাট এবং কপোল বেষ্টন করিয়াছে।

সে আমাকে পাগল করিয়া দিয়াছিল। আমি তাহারই অভিসারে প্রতিরাত্রে নিদ্রার রসাতলরাজ্যে স্বপ্নের জটিলপথসঙ্কুল মায়াপুরীর মধ্যে গলিতে গলিতে কক্ষে কক্ষে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছি।

এক একদিন সন্ধ্যার সময় বড় আয়নার দুই দিকে দুই বাতি জ্বালাইয়া যত্নপূর্ব্বক শাহজাদার মত সাজ করিতেছি এমন সময় হঠাৎ দেখিতে পাইতাম আয়নায় আমার প্রতিবিম্বের পার্শ্বে ক্ষণিকের জন্য সেই তরুণী ইরাণীর ছায়া আসিয়া পড়িল;—পলকের মধ্যে গ্রীবা বাঁকাইয়া, তাহার ঘনকৃষ্ণ বিপুল চক্ষুতারকায় সুগভীর আবেগতীব্র বেদনাপূর্ণ আগ্রহকটাক্ষপাত করিয়া, সরস সুন্দর বিম্বাধরে একটি অস্ফুট ভাষার আভাসমাত্র দিয়া, লঘু ললিত নৃত্যে আপন যৌবনপুষ্পিত দেহলতাটিকে দ্রুতবেগে ঊর্দ্ধাভিমুখে আবর্ত্তিত করিয়া, মুহূর্ত্তকালের মধ্যে বেদনা বাসনা ও বিভ্রমের, হাস্য কটাক্ষ

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ও ভূষণজ্যোতির স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি করিয়া দিয়া দর্পণেই মিলাইয়া গেল। গিরিকাননের সমস্ত সুগন্ধ লুণ্ঠন করিয়া একটা উদ্দাম বায়ুর উচ্ছ্বাস আসিয়া আমার দুইটা বাতি নিবাইয়া দিত ;—আমি সাজসজ্জা ছাড়িয়া দিয়া বেশগৃহের প্রান্তবর্ত্তী শয্যাতলে পুলকিতদেহে মুদ্রিতনেত্রে শয়ন করিয়া থাকিতাম—আমার চারিদিকে সেই বাতাসের মধ্যে, সেই আরালী গিরিকুঞ্জের সমস্ত মিশ্রিত সৌরভের মধ্যে যেন অনেক আদর অনেক চুম্বন অনেক কোমল করস্পর্শ নিভৃত অন্ধকার পূর্ণ করিয়া ভাসিয়া বেড়াইত, কাণের কাছে অনেক কলগুঞ্জন শুনিতে পাইতাম, আমার কপালের উপর সুগন্ধ নিশ্বাস আসিয়া পড়িত, এবং আমার কপোলে একটি মৃদুসৌরভরমণীয় সুকোমল ওড়না বারংবার উড়িয়া উড়িয়া আসিয়া স্পর্শ করিত। অল্পে অল্পে যেন একটি মোহিনী সর্পিণী তাহার মাদক বেষ্টনে আমার সর্ব্বাঙ্গ বাঁধিয়া ফেলিত, আমি গাঢ় নিশ্বাস ফেলিয়া অসাড় দেহে সুগভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িতাম।

একদিন অপরাহ্নে আমি ঘোড়ায় চড়িয়া বাহির হইব সংকল্প করিলাম—কে আমাকে নিষেধ করিতে লাগিল জানি না—কিন্তু সে দিন নিষেধ মানিলাম না। একটা কাষ্ঠদণ্ডে আমার সাহেবী হাট্ এবং খাটো কোর্ত্তা ঝুলিতেছিল, পাড়িয়া লইয়া পরিবার উপক্রম করিতেছি এমন সময় শুস্তানদীর বালী এবং আরালী পর্ব্বতের শুষ্ক পল্লবরাশির ধ্বজা তুলিয়া হঠাৎ একটা প্রবল ঘূর্ণাবাতাস আমার সেই কোর্ত্তা এবং টুপি ঘুরাইতে ঘুরাইতে লইয়া চলিল এবং একটা অত্যন্ত সুমিষ্ট কলহাস্য সেই হাওয়ার সঙ্গে ঘুরিতে ঘুরিতে কৌতুকের সমস্ত পর্দ্দায় পর্দ্দায় আঘাত করিতে করিতে উচ্চ হইতে উচ্চতর সপ্তকে উঠিয়া সূর্য্যাস্তলোকের কাছে গিয়া মিলাইয়া গেল।

সে দিন আর ঘোড়ায় চড়া হইল না এবং তাহার পরদিন হইতে সেই কৌতুকাবহ খাটো কোর্ত্তা এবং সাহেবী হ্যাট্‌পরা একেবারে ছাড়িয়া দিয়াছি।

আবার সেই দিন অর্দ্ধরাত্রে বিছানার মধ্যে উঠিয়া বসিয়া শুনিতে পাইলাম, কে যেন গুমরিয়া গুমরিয়া বুক ফাটিয়া ফাটিয়া কাঁদিতেছে—যেন আমার খাটের নীচে, মেঝের নীচে এই বৃহৎ প্রাসাদের পাষাণভিত্তির তলবর্ত্তী একটা আর্দ্র অন্ধকার গোরের ভিতর হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, তুমি আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাও—কঠিন মায়া, গভীর নিদ্রা নিষ্ফল স্বপ্নের সমস্ত দ্বার ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তুমি আমাকে ঘোড়ায় তুলিয়া তোমার বুকের কাছে চাপিয়া ধরিয়া, বনের ভিতর দিয়া পাহাড়ের উপর দিয়া নদী পার হইয়া তোমাদের সূর্য্যালোকিত ঘরের মধ্যে আমাকে লইয়া যাও! আমাকে উদ্ধার কর!

আমি কে! আমি কেমন করিয়া উদ্ধার করিব! আমি এই ঘূর্ণ্যমান পরিবর্ত্তমান স্বপ্নপ্রবাহের মধ্য হইতে কোন্ মজ্জমানা কামনাসুন্দরীকে তীরে টানিয়া তুলিব! তুমি কবে ছিলে, কোথায় ছিলে হে দিব্যরূপিণী! তুমি কোন্ শীতল উৎসের তীরে খর্জ্জুরকুঞ্জের ছায়ায় কোন্ গৃহহীনা মরুবাসিনীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে! তোমাকে কোন বেদুয়ীন্ দস্যু বনলতা হইতে পুষ্পকোরকের মত মাতৃক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া বিদ্যুৎগামী অশ্বের উপর চড়াইয়া জলন্ত বালুকারাশি পার হইয়া কোন্ রাজপুরীর দাসীহাটে বিক্রয়ের জন্য লইয়া গিয়াছিল! সেখানে কোন্ বাদ্‌শাহের ভৃত্য তোমার নববিকশিত সলজ্জকাতর

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

যৌবনশোভা নিরীক্ষণ করিয়া স্বর্ণমুদ্রা গণিয়া দিয়া, সমুদ্র পার হইয়া তোমাকে সোণার শিবিকায় বসাইয়া প্রভুগৃহের অন্তঃপুরে উপহার দিয়াছিল। সেখানে সে কি ইতিহাস! সেই সারঙ্গীর সঙ্গীত, নূপুরের নিক্বণ এবং সিরাজের স্বর্ণমদিরার মধ্যে মধ্যে ছুরির ঝলক্, বিষের জ্বালা, কটাক্ষের আঘাত! কি অসীম ঐশ্বর্য্য, কি অনন্ত কারাগার! দুইদিকে দুই দাসী বলয়ের হীরকে বিজুলি খেলাইয়া চামর দুলাইতেছে শাহেন্ শা বাদ্‌শা শুভ্র চরণের তলে মণিমুক্তাখচিত পাদুকার কাছে লুটাইতেছে;—বাহিরের দ্বারের কাছে যমদূতের মত হাব্‌শী, দেবদূতের মত সাজ করিয়া, খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়াইয়া। তাহার পরে সেই রক্তকলুষিত ঈর্ষা-ফেনিল ষড়যন্ত্রসঙ্কুল ভীষণোজ্জ্বল ঐশ্বর্য্যপ্রবাহে ভাসমান হইয়া, তুমি মরুভূমির পুষ্পমঞ্জরী কোন্ নিষ্ঠুর মৃত্যুর মধ্যে অবতীর্ণ অথবা কোন্ নিষ্ঠুরতর মহিমাতটে উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিলে?

এমন সময় হঠাৎ সেই পাগলা মেহের আলি চীৎকার করিয়া উঠিল—"তফাৎ যাও, তফাৎ যাও! সব ঝুঁট্ হ্যায় সব ঝুঁট্ হ্যায়!" চাহিয়া দেখিলাম, সকাল হইয়াছে, চাপরাশি ডাকের চিঠিপত্র লইয়া আমার হাতে দিল এবং পাচক আসিয়া সেলাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিল আজ কিরূপ খানা প্রস্তুত করিতে হইবে।

আমি কহিলাম, না, আর এ বাড়িতে থাকা হয় না। সেই দিনই আমার জিনিষপত্র তুলিয়া আপিস-ঘরে গিয়া উঠিলাম। আপিসের বৃদ্ধ কেরাণী করীম্ খাঁ আমাকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিল। আমি তাহার হাসিতে বিরক্ত হইয়া কোন উত্তর না করিয়া কাজ করিতে লাগিলাম।

যত বিকাল হইয়া আসিতে লাগিল ততই অন্যমনস্ক হইতে লাগিলাম মনে হইতে লাগিল এখনি কোথায় যাইবার আছে—তুলার হিসাব পরীক্ষার কাজটা নিতান্ত অনাবশ্যক মনে হইল, নিজামের নিজামৎও আমার কাছে বেশী কিছু বোধ হইল না—যাহা কিছু বর্ত্তমান, যাহা কিছু আমার চারি দিকে চলিতেছে ফিরিতেছে খাটিতেছে খাইতেছে সমস্তই আমার কাছে অত্যন্ত দীন, অর্[illegible], অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইল।

আমি কলম ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, বৃহৎ খাতা বন্ধ করিয়া তৎক্ষণাৎ টম্‌টম্ চড়িয়া ছুটিলাম। দেখিলাম, টম্‌টম্ ঠিক গোধূলি মুহূর্ত্তে আপনিই সেই পাষাণপ্রাসাদের দ্বারের কাছে গিয়া থামিল। দ্রুতপদে সিঁড়িগুলি উত্তীর্ণ হইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

আজ সমস্ত নিস্তব্ধ। অন্ধকার ঘরগুলি যেন রাগ করিয়া মুখ ভার করিয়া আছে। অনুতাপে আমার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল কিন্তু কাহাকে জানাইব, কাহার নিকট মার্জ্জনা চাহিব খুঁজিয়া পাইলাম না। আমি শূন্যমনে অন্ধকার ঘরে ঘরে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ইচ্ছা করিতে লাগিল একখানা যন্ত্র হাতে লইয়া কাহাকেও উদ্দেশ করিয়া গান গাহি, বলি, হে বহ্নি! যে পতঙ্গ তোমাকে ফেলিয়া পালাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, সে আবার মরিবার জন্য আসিয়াছে! এবার তাহাকে মার্জ্জনা কর, তাহার দুই পক্ষ দগ্ধ করিয়া দাও, তাহাকে ভস্মসাৎ করিয়া ফেল!

হঠাৎ উপর হইতে আমার কপালে দুই ফোঁটা অশ্রুজল পড়িল। সে দিন অরালী পর্ব্বতের চূড়ায় ঘনঘোর মেঘ করিয়া আসিয়াছিল। অন্ধকার অরণ্য এবং শুস্তার মসীবর্ণ জল একটা ভীষণ প্রতীক্ষায় স্থির হইয়াছিল। জলস্থল আকাশ সহসা শিহরিয়া উঠিল; এবং

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

অকস্মাৎ একটা বিদ্যুদ্দন্তবিকশিত ঝড় শৃঙ্খল-ছিন্ন উন্মাদের মত পথহীন সুদূর বনের ভিতর দিয়া আর্ত্ত চীৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল। প্রাসাদের বড় বড় শূন্য ঘরগুলা সমস্ত দ্বার আছড়াইয়া তীব্র বেদনায় হুহু করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

আজ ভৃত্যগণ সকলেই আপিস্-ঘরে ছিল, এখানে আলো জ্বালাইবার কেহ ছিল না। সেই মেঘাচ্ছন্ন অমাবস্যার রাত্রে গৃহের ভিতর-কার নিকষকৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্যে আমি স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিলাম—একজন রমণী পালঙ্কের তলদেশে গালিচার উপরে উপুড় হইয়া পড়িয়া দুই দৃঢ় বদ্ধমুষ্টিতে আপনার আলু-লায়িত কেশজাল টানিয়া ছিঁড়িতেছে, তাহার গৌরবর্ণ ললাট দিয়া রক্ত ফাটিয়া পড়িতেছে, কখনও সে শুষ্ক তীব্র অট্টহাস্যে হাহা করিয়া হাসিয়া উঠিতেছে, কখনও ফুলিয়া ফুলিয়া ফাটিয়া ফাটিয়া কাঁদিতেছে, দুই হস্তে বক্ষের কাঁচুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া অনাবৃত বক্ষে আঘাত করিতেছে, মুক্ত বাতায়ন দিয়া বাতাস গর্জ্জন করিয়া আসিতেছে এবং মুষলধারে বৃষ্টি আসিয়া তাহার সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত করিয়া দিতেছে।

সমস্ত রাত্রি ঝড়ও থামে না ক্রন্দনও থামে না। আমি নিষ্ফল পরিতাপে ঘরে ঘরে অন্ধ-কারে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কেহ কোথাও নাই, কাহাকে সান্ত্বনা করিব? এই প্রচণ্ড অভিমান কাহার? এই অশান্ত আক্ষেপ কোথা হইতে উত্থিত হইতেছে?

পাগল চীৎকার করিয়া উঠিল, "তফাৎ যাও, তফাৎ যাও! সব ঝুঁট হায়, সব ঝুঁট হায়!"

দেখিলাম ভোর হইয়াছে এবং মেহের-আলি এই ঘোর দুর্য্যোগের দিনেও যথানিয়মে প্রাসাদ প্রদক্ষিণ করিয়া তাহার অভ্যস্ত চীৎকার করিতেছে। হঠাৎ আমার মনে হইল, হয় ত ঐ মেহেরআলিও আমার মত এক সময় এই প্রাসাদে বাস করিয়াছিল, এখন পাগল হইয়া বাহির হইয়াও এই পাষাণ রাক্ষসের মোহে আকৃষ্ট হইয়া প্রত্যহ প্রত্যুষে প্রদক্ষিণ করিতে আসে।

আমি তৎক্ষণাৎ সেই বৃষ্টিতে পাগলার নিকট ছুটিয়া গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "মেহেরআলি, ক্যা ঝুঁট হ্যায়রে?"

সে আমার কথায় কোন উত্তর না করিয়া আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া অজগরের কবলের চতুর্দ্দিকে ঘূর্ণ্যমান মোহাবিষ্ট পক্ষীর ন্যায় চীৎ-কার করিতে করিতে বাড়ির চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। কেবল প্রাণপণে নিজেকে সতর্ক করিবার জন্য বারংবার বলিতে লাগিল—"তফাৎ যাও, তফাৎ যাও, সব ঝুঁট হ্যায়, সব ঝুঁট হ্যায়!"

আমি সেই জলঝড়ের মধ্যে পাগলের মত আপিসে গিয়া করীম্‌খাঁকে ডাকিয়া বলিলাম, ইহার অর্থ কি আমায় খুলিয়া বল।

বৃদ্ধ যাহা কহিল তাহার মর্ম্মার্থ এই, এক সময় ঐ প্রাসাদে অনেক অতৃপ্ত বাসনা, অনেক উন্মত্ত সম্ভোগের শিখা আলোড়িত হইত—সেই সকল চিত্তদাহে, সেই সকল নিষ্ফল কামনার অভিশাপে এই প্রাসাদের প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড ক্ষুধার্ত্ত তৃষার্ত্ত হইয়া আছে, সজীব মানুষ পাইলে তাহাকে লালায়িত পিশাচীর মত খাইয়া ফেলিতে চায়। যাহারা ত্রিরাত্রি ঐ প্রাসাদে বাস করিয়াছে তাহাদের মধ্যে কেবল মেহের-আলি পাগল হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, এ পর্য্যন্ত আর কেহ তাহার গ্রাস এড়াইতে পারে নাই।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, আমার উদ্ধারের কি কোন পথ নাই?

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

বৃদ্ধ কহিল, একটি মাত্র উপায় আছে তাহা অত্যন্ত দুরূহ। তাহা তোমাকে বলিতেছি—কিন্তু তৎপূর্ব্বে ঐ গুলবাগের একটি ইরাণী ক্রীতদাসীর পুরাতন ইতিহাস বলা আবশ্যক। তেমন আশ্চর্য্য এবং তেমন হৃদয়বিদারণ ঘটনা সংসারে আর কখন ঘটে নাই।

এমন সময় কুলিরা আসিয়া খবর দিল—গাড়ি আসিতেছে। এত শীঘ্র? তাড়াতাড়ি বিছানাপত্র বাঁধিতে বাঁধিতে গাড়ি আসিয়া পড়িল। সে গাড়ির ফার্ষ্ট ক্লাসে একজন সুপ্তোত্থিত ইংরাজ জান্‌লা হইতে মুখ বাড়াইয়া ষ্টেশনের নাম পড়িবার চেষ্টা করিতেছিল, আমাদের সহযাত্রী বন্ধুটিকে দেখিয়াই "হ্যালো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং নিজের গাড়িতে তুলিয়া লইল। আমরা সেকেণ্ড ক্লাসে উঠিলাম। বাবুটি কে খবর পাইলাম না, গল্পেরও শেষ শোনা হইল না

আমি বলিলাম, লোকটা আমাদিগকে বোকার মত দেখিয়া কৌতুক করিয়া ঠকাইয়া গেল—গল্পটা আগাগোড়া বানানো।

এই তর্কের উপলক্ষে আমার থিয়সফিষ্ট আত্মীয়টির সহিত আমার জন্মের মত বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেছে।

অনধিকার প্রবেশ।

একদা প্রাতঃকালে পথের ধারে দাঁড়াইয়া এক বালক আর এক বালকের সহিত একটি অসমসাহসিক অনুষ্ঠান সম্বন্ধে বাজি রাখিয়াছিল। ঠাকুর বাড়ির মাধবী-বিতান হইতে ফুল তুলিয়া আনিতে পারিবে কি না ইহাই লইয়া তর্ক। একটি বালক বলিল পারিব, আর একটি বালক বলিল কখনই পারিবে না!

কাজটি শুনিতে সহজ অথচ করিতে কেন সহজ নহে তাহার বৃত্তান্ত আর একটু বিস্তারিত করিয়া বলা আবশ্যক।

পরলোকগত মাধবচন্দ্র তর্কবাচস্পতির বিধবা স্ত্রী জয়কালী দেবী এই রাধানাথ জীউর মন্দিরের অধিকারিণী। অধ্যাপক মহাশয় টোলে যে তর্কবাচস্পতি উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন পত্নীর নিকটে একদিনের জন্যও সে উপাধি সপ্রমাণ করিতে পারেন নাই। কোন কোন পণ্ডিতের মতে উপাধির সার্থকতা ঘটিয়াছিল, কারণ তর্ক এবং বাক্য সমস্তই তাঁহার পত্নীর অংশে পড়িয়াছিল, তিনি পতিরূপে তাহার সম্পূর্ণ ফলভোগ করিয়াছিলেন।

সত্যের অনুরোধে বলিতে হইবে জয়কালী অধিক কথা কহিতেন না—কিন্তু অনেক সময় দুটি কথায়, এমন কি, নীরবে অতি বড় প্রবল মুখবেগও বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন।

জয়কালী দীর্ঘাকার, দৃঢ়শরীর, তীক্ষ্ণনাসা, প্রখরবুদ্ধি স্ত্রীলোক। তাঁহার স্বামী বর্ত্তমানে তাঁহাদের দেবত্র সম্পত্তি নষ্ট হইবার যো হইয়াছিল। বিধবা তাহার সমস্ত বাকি বকেয়া আদায়, সীমা সহরদ্দ স্থির এবং বহুকালের

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

বেদখল উদ্ধার করিয়া সমস্ত পরিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রাপ্য হইতে কেহ তাঁহাকে এক কাঁড় বঞ্চিত করিতে পারিত না।

এই স্ত্রীলোকটির প্রকৃতির মধ্যে বহুল পরিমাণে পৌরুষের অংশ থাকাতে তাঁহার যথার্থ সঙ্গী কেহ ছিল না। স্ত্রীলোকেরা তাঁহাকে ভয় করিত। পরনিন্দা, ছোট কথা বা নাকীকান্না তাঁহার অসহ্য ছিল। পুরুষেরাও তাঁহাকে ভয় করিত; কারণ, পল্লিবাসী ভদ্র পুরুষদের চণ্ডীমণ্ডপগত অগাধ আলস্যকে তিনি এক প্রকার নীরব ঘৃণাপূর্ণ তীক্ষ্ণ কটাক্ষের দ্বারা ধিক্কার করিয়া যাইতে পারিতেন যাহা তাঁহাদের স্থূল জড়ত্ব ভেদ করিয়াও অন্তরে প্রবেশ করিত।

প্রবলরূপে ঘৃণা করিবার এবং সে ঘৃণা প্রবলরূপে প্রকাশ করিবার অসাধারণ ক্ষমতা এই প্রৌঢ়া বিধবাটির ছিল। বিচারে যাহাকে অপরাধী করিতেন তাহাকে তিনি কথায় এবং বিনা কথায়, ভাবে এবং ভঙ্গীতে একেবারে দগ্ধ করিয়া যাইতে পারিতেন।

পল্লীর সমস্ত ক্রিয়াকর্ম্মে বিপদে সম্পদে তাঁহার নিরলস হস্ত ছিল। সর্ব্বত্রই তিনি নিজের একটি গৌরবের স্থান বিনা চেষ্টায় অতি সহজেই অধিকার করিয়া লইতেন। যেখানে তিনি উপস্থিত থাকিতেন সেখানে তিনিই যে সকলের প্রধানপদে, সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের অথবা উপস্থিত কোন ব্যক্তির মনে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিত না।

রোগীর সেবায় তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন, কিন্তু রোগী তাঁহাকে যমের মত ভয় করিত। পথ্য বা নিয়মের লেশমাত্র লঙ্ঘন হইলে তাঁহার ক্রোধানল রোগের তাপ অপেক্ষা রোগীকে অধিক উত্তপ্ত করিয়া তুলিত।

এই দীর্ঘাকার কঠিন বিধবাটি বিধাতার কঠোর নিয়মদণ্ডের ন্যায় পল্লীর মস্তকের উপর উদ্যত ছিলেন; কেহ তাঁহাকে ভালবাসিতে অথবা অবহেলা করিতে সাহস করিত না। পল্লীর সকলের সঙ্গেই তাঁহার যোগ ছিল অথচ তাঁহার মত অত্যন্ত একাকিনী কেহ ছিল না।

বিধবা নিঃসন্তান ছিলেন। পিতৃমাতৃহীন দুইটি ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁহার গৃহে মানুষ হইত। পুরুষ অভিভাবক-অভাবে তাহাদের যে, কোন প্রকার শাসন ছিল না এবং স্নেহান্ধ পিসিমার আদরে তাহারা যে নষ্ট হইয়া যাইতেছিল এমন কথা কেহ বলিতে পারিত না। তাহাদের মধ্যে বড়টির বয়স আঠারো হইয়াছিল। মাঝে মাঝে তাহার বিবাহের প্রস্তাবও আসিত এবং পরিণয়বন্ধন সম্বন্ধে বালকটির চিত্তও উদাসীন ছিল না। কিন্তু পিসিমা তাহার সেই সুখবাসনায় একদিনের জন্যও প্রশ্রয় দেন নাই। অন্য স্ত্রীলোকের ন্যায় কিশোর নব দম্পত্তির নব প্রেমোদ্গম দৃশ্য তাঁহার কল্পনায় অত্যন্ত উপভোগ্য মনোরম বলিয়া প্রতীত হইত না। বরং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিবাহ করিয়া অন্য ভদ্র গৃহস্থের ন্যায় আলস্যভরে ঘরে বসিয়া পত্নীর আদরে প্রতিদিন স্ফীত হইতে থাকিবে এ সম্ভাবনা তাঁহার নিকট নিরতিশয় হেয় বলিয়া প্রতীত হইত। তিনি কঠিনভাবে বলিতেন, পুলিন আগে উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করুক্ তার পরে বধূ ঘরে আসিবে। পিসিমার মুখের সেই কঠোর বাক্যে প্রতিবেশিনীদের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত।

ঠাকুরবাড়িটি জয়কালীর সর্ব্বাপেক্ষা যত্নের ধন ছিল। ঠাকুরের শয়ন বসন স্নানাহারের তিলমাত্র ত্রুটি হইতে পারিত না। পূজক ব্রাহ্মণ দুটি দেবতার অপেক্ষা এই একটি মানবীকে অনেক বেশী ভয় করিত। পূর্ব্বে এক সময় ছিল যখন দেবতার বরাদ্দ দেবতা পুরা পাইতেন না। কারণ, পূজক ঠাকুরের আর একটি

তাহাকে নিষেধ করিলেন এবং দ্রুতবেগে ভিতর হইতে মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

অনতিকাল পরেই সুরাপানে উন্মত্ত ডোমের দল মন্দিরের দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাহাদের বলির পশুর জন্য চীৎকার করিতে লাগিল।

জয়কালী রুদ্ধদ্বারের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কহিলেন, যা বেটারা ফিরে যা! আমার মন্দির অপবিত্র করিস্‌নে!

ডোমের দল ফিরিয়া গেল। জয়কালী ঠাকুরাণী যে তাঁহার রাধানাথ জীউর মন্দিরের মধ্যে অশুচি জন্তুকে আশ্রয় দিবেন ইহা তাহারা প্রায় প্রত্যক্ষ দেখিয়াও বিশ্বাস করিতে পারিল না।

এই সামান্য ঘটনায় নিখিল জগতের সর্ব্বজীবের মহাদেবতা পরম প্রসন্ন হইলেন কিন্তু ক্ষুদ্র পল্লীর সমাজনামধারী অতি ক্ষুদ্র দেবতাটি নিরতিশয় সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল।

দালিয়া।

ভূমিকা।

পরাজিত শা সুজা ঔরঙ্গজীবের ভয়ে পলায়ন করিয়া আরাকান রাজের আতিথ্য গ্রহণ করেন। সঙ্গে তিন সুন্দরী কন্যা ছিল। আরাকান রাজের ইচ্ছা হয় যুবরাজদের সহিত তাহাদের বিবাহ দেন। সেই প্রস্তাবে শা সুজা নিতান্ত অসন্তোষ প্রকাশ করাতে একদিন রাজার আদেশে তাঁহাকে ছলক্রমে নৌকাযোগে নদীমধ্যে লইয়া নৌকা ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা করা হয়। সেই বিপদের সময় কনিষ্ঠা বালিকা আমিনাকে তিনি স্বয়ং নদীমধ্যে নিক্ষেপ করেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা আত্মহত্যা করিয়া মরে। এবং সুজার একটি বিশ্বাসী কর্ম্মচারী রহমৎ আলি জুলিখাকে লইয়া সাঁতার দিয়া পালায় এবং সুজা যুদ্ধ করিতে করিতে মরেন।

আমিনা খরস্রোতে প্রবাহিত হইয়া দৈবক্রমে অনতিবিলম্বে এক ধীবরের জালে উদ্ধৃত হয় এবং তাহারি গৃহে পালিত হইয়া বড় হইয়া উঠে।

ইতিমধ্যে বৃদ্ধ রাজার মৃত্যু হইয়াছে, এবং যুবরাজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

একদিন সকালে বৃদ্ধ ধীবর আসিয়া আমিনাকে ভৎর্সনা করিয়া কহিল "তিন্নি"! ধীবর আরাকান ভাষায় আমিনার নূতন নামকরণ করিয়াছিল। "তিন্নি, আজ সকালে তোর হৈল কি! কাজকর্ম্মে যে একেবারে হাত লাগাস্ নাই! আমার নূতন জালে আঠা দেওয়া হয় নাই, আমার নৌকো"—

আমিনা ধীবরের কাছে আসিয়া আদর করিয়া কহিল "বুঢ়া, আজ আমার দিদি আসিয়াছেন, তাই আজ ছুটি!"

"তোর আবার দিদি কে রে তিন্নি!"

জুলিখা কোথা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কহিল "আমি"।

বৃদ্ধ অবাক্ হইয়া গেল। তার পর জুল-

খার অনেক কাছে আসিয়া ভাল করিয়া তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল।

খপ্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুই কাজ কাম্ কিছু জানিস্?"

আমিনা কহিল "বুঢ়া, দিদির হইয়া আমি কাজ করিয়া দিব। দিদি কাজ করিতে পারিবে না।"

বৃদ্ধ কিয়ৎক্ষণ ভাবিয়া জিজ্ঞাসা করিল "তুই থাকিবি কোথায়?"

জুলিখা বলিল "আমিনার কাছে।"

বৃদ্ধ ভাবিল এওত বিষম বিপদ! জিজ্ঞাসা করিল "খাইবি কি?"

জুলিখা বলিল "তাহার উপায় আছে" বলিয়া অবজ্ঞাভরে ধীবরের সম্মুখে একটা স্বর্ণমুদ্রা ফেলিয়া দিল।

আমিনা সেটা কুড়াইয়া ধীবরের হাতে তুলিয়া দিয়া চুপি চুপি কহিল "বুঢ়া আর কোন কথা কহিস না, তুই কাজে যা। বেলা হইয়াছে।"

জুলিখা ছদ্মবেশে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া অবশেষে আমিনার সন্ধান পাইয়া কি করিয়া ধীবরের কুটিরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে সে সমস্ত কথা বলিতে গেলে দ্বিতীয় আর একটি কাহিনী হইয়া পড়ে। তাহার রক্ষাকর্ত্তা রহমৎ শেখ ছদ্মনামে আরাকান রাজসভায় কাজ করিতেছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

ছোট নদীটি বহিয়া যাইতেছিল এবং প্রথম গ্রীষ্মের শীতল প্রভাত বায়ুতে কৈলু গাছের রক্তবর্ণ পুষ্পমঞ্জরী হইতে ফুল ঝরিয়া পড়িতেছিল।

গাছের তলায় বসিয়া জুলিখা আমিনাকে কহিল "ঈশ্বর যে আমাদের দুই ভগ্নীকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন সে কেবল পিতার হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য। নহিলে, আর ত কোন কারণ খুঁজিয়া পাই না।"

আমিনা নদীর পরপারে সর্ব্বাপেক্ষা দূরবর্ত্তী সর্ব্বাপেক্ষা ছায়াময় বনশ্রেণীর দিকে দৃষ্টি মেলিয়া ধীরে ধীরে কহিল "দিদি, আর ওসব কথা বলিস্‌নে ভাই। আমার এই পৃথিবীটা এক-রকম বেশ লাগিতেছে। মরিতে চায় ত পুরুষগুলো কাটাকাটি করিয়া মরুক্‌গে, আমার এখানে কোন দুঃখ নাই।"

জুলিখা বলিল "ছি ছি আমিনা, তুই কি সাহজাদার ঘরের মেয়ে! কোথায় দিল্লীর সিংহাসন, আর কোথায় আরাকানের ধীবরের কুটির!"

আমিনা হাসিয়া কহিল "দিদি, দিল্লীর সিংহাসনের চেয়ে আমার বুঢ়ার এই কুটির এবং এই কৈলু গাছের ছায়া যদি কোন বালিকার বেশী ভাল লাগে তাহাতে দিল্লীর সিংহাসন একবিন্দু অশ্রুপাত করিবে না।"

জুলিখা কতকটা আনমনে কতকটা আমি-নাকে কহিল "তা তোকে দোষ দেওয়া যায় না, তুই তখন নিতান্ত ছোট ছিলি। কিন্তু এক-বার ভাবিয়া দেখ্ পিতা তোকে সব চেয়ে বেশী ভাল বাসিতেন বলিয়া তোকেই স্বহস্তে জলে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। সেই পিতৃদত্ত মৃত্যুর চেয়ে এই জীবনকে বেশী প্রিয় জ্ঞান করিস্ না। তবে যদি প্রতিশোধ তুলিতে পারিস্ তবেই জীবনের অর্থ থাকে।"

আমিনা চুপ করিয়া দূরে চাহিয়া রহিল। কিন্তু বেশ বুঝা গেল সকল কথা সত্ত্বেও বাহি-রের এই বাতাস্ এবং গাছের ছায়া, এবং

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

আপনার নবযৌবন এবং কি একটা সুখস্মৃতি তাহাকে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

কিছুক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল "দিদি তুমি একটু অপেক্ষা কর ভাই। আমার ঘরের কাজ বাকি আছে। আমি না রাঁধিয়া দিলে বুড়া খাইতে পাইবে না।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—০:০:০—

জুলিখা আমিনার অবস্থা চিন্তা করিয়া ভাবিনির্মগ্ন হইয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। এমন সময় হঠাৎ ধুপ্ করিয়া একটা লম্ফের শব্দ হইল, এবং পশ্চাৎ হইতে কে একজন জুলিখার চোখ টিপিয়া ধরিল।

জুলিখা ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া কহিল "কেও!"

স্বর শুনিয়া যুবক চোখ ছাড়িয়া দিয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, জুলিখার মুখের দিকে চাহিয়া অম্লানবদনে কহিল "তুমি ত তিন্নি নও।" যেন জুলিখা বরাবর আপনাকে তিন্নি বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতেছিল, কেবল যুবকের অসামান্য তীক্ষ্ণবুদ্ধির কাছে সমস্ত চাতুরী প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে।

জুলিখা বসন সম্বরণ করিয়া দৃপ্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই চক্ষে অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন "কে তুমি!"

যুবক কহিল "তুমি আমাকে চেন না। তিন্নি জানে। তিন্নি কোথায়!"

তিন্নি গোলযোগ শুনিয়া বাহির হইয়া আসিল। জুলিখার রোষ এবং যুবকের হতবুদ্ধি বিস্মিতমুখ দেখিয়া আমিনা উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

কহিল "দিদি ওর কথা তুমি কিছু মনে করিয়ো না। ওকি মানুষ! ও একটা বনের মৃগ। যদি কিছু বেয়াদবী করিয়া থাকে, আমি উহাকে শাসন করিয়া দিব। দালিয়া তুমি কি করিয়াছিলে!"

যুবক তৎক্ষণাৎ কহিল "চোখ টিপিয়া ধরিয়াছিলাম। আমি মনে করিয়াছিলাম তিন্নি। কিন্তু ও ত তিন্নি নয়।"

তিন্নি সহসা দুঃসহ ক্রোধ প্রকাশ করিয়া উঠিয়া কহিল "ফের! ছোট মুখে বড় কথা! কবে তুমি তিন্নির চোখ টিপিয়াছ? তোমার ত সাহস কম নয়।"

যুবক কহিল "চোখ টিপিতে ত খুব বেশী সাহসের আবশ্যক করে না। বিশেষতঃ পূর্ব্বের অভ্যাস থাকিলে। কিন্তু সত্য বলিতেছি তিন্নি, আজ একটু ভয় পাইয়া গিয়াছিলাম।"

বলিয়া গোপনে জুলিখার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া আমিনার মুখের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল।

আমিনা কহিল "না, তুমি অতি বর্ব্বর! সাহজাদীর সম্মুখে দাঁড়াইবার যোগ্য নও। তোমাকে সহবৎ শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। দেখ, এম্‌নি করিয়া সেলাম কর।"

বলিয়া আমিনা তাহার যৌবনমঞ্জরিত তনুলতা অতি মধুর ভঙ্গীতে নত করিয়া জুলিখাকে সেলাম করিল। যুবক বহুকষ্টে তাহার নিতান্ত অসম্পূর্ণ অনুকরণ করিল।

বলিল "এমন করিয়া তিন পা পিছু হঠিয়া আইস।" যুবক পিছু হঠিয়া আসিল।

"আবার সেলাম কর। আবার সেলাম করিল।

এমনি করিয়া পিছু হঠাইয়া সেলাম করাইয়া আমিনা যুবককে কুটিরের দ্বারের কাছে লইয়া গেল।

কহিল "ঘরে প্রবেশ কর!" যুবক ঘরে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

প্রবেশ করিল। আমিনা বাহির হইতে ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিয়া কহিল "একটু ঘরের কাজ কর। আগুণটা জাগাইয়া রাখ।" বলিয়া দিদির পাশে আসিয়া বসিল।

কহিল "দিদি, রাগ করিস্‌নে ভাই, এখানকার মানুষগুলা এই রকমের। হাড় জ্বালাতন হইয়া গেছে।"

কিন্তু আমিনার মুখে কিংবা ব্যবহারে তাহার লক্ষণ কিছুই প্রকাশ পায় না। বরং অনেক বিষয়ে এখানকার মানুষের প্রতি তাহার কিছু অন্যায় পক্ষপাত দেখা যায়।

জুলিখা যথাসাধ্য রাগ প্রকাশ করিয়া কহিল "বাস্তবিক, আমিনা তোর ব্যবহারে আমি আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছি। একজন বাহিরের যুবক আসিয়া তোকে স্পর্শ করিতে পারে এত বড় তাহার সাহস!"

আমিনা দিদির সহিত যোগ দিয়া কহিল "দেখ দেখি বোন্! যদি কোন বাদশাহ কিংবা নবাবের ছেলে এমন ব্যবহার করিত তবে তাহাকে অপমান করিয়া দূর করিয়া দিতাম।"

জুলিখার ভিতরের হাসি আর বাধা মানিল না—হাসিয়া উঠিয়া কহিল "সত্য করিয়া বল্ দেখি আমিনা তুই যে বলিতেছিসি পৃথিবীটা তোর বড় ভাল লাগিতেছে, সে কি ঐ বর্ব্বর যুবকটার জন্য?"

আমিনা কহিল "তা সত্য কথা বলি দিদি, ও আমার অনেক উপকার করে। ফুলটা ফলটা পাড়িয়া দেয়, শীকার করিয়া আনে, একটা কিছু কাজ করিতে ডাকিলে ছুটিয়া আসে। অনেকবার মনে করি, উহাকে শাসন করিব। কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা। যদি খুব চোখ রাঙাইয়া বলি, দালিয়া, তোমার প্রতি আমি ভারি অসন্তুষ্ট হইয়াছি—দালিয়া মুখের দিকে চাহিয়া পরম কৌতুকে নিঃশব্দে হাসিতে থাকে। এদের দেশে পরিহাস বোধ করি এই রকম; দু'ঘা মারিলে ভারি খুসি হইয়া উঠে তাহাও পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। ঐ দেখ না, ঘরে পুরিয়া রাখিয়াছি বড় আনন্দে আছে, দ্বার খুলিলেই দেখিতে পাইব, মুখ চক্ষু লাল করিয়া মনের সুখে আগুনে ফুঁ দিতেছে। ইহাকে লইয়া কি করি বল ত বোন! আমি ত আর পারিয়া উঠি না।"

জুলিখা কহিল "আমি চেষ্টা দেখিতে পারি।"

আমিনা হাসিয়া মিনতি করিয়া বলিল "তোর দুটি পায়ে পড়ি বোন্! ওকে আর তুই কিছু বলিস্ না।"

এমন করিয়া বলিল যেন ঐ যুবকটি আমিনার একটি বড় সাধের পোষা হরিণ, এখনো তাহার বন্য স্বভাব দূর হয় নাই—পাছে অন্য কোন মানুষ দেখিলে ভয় পাইয়া নিরুদ্দেশ হয় এমন আশঙ্কা আছে।

এমন সময় ধীবর আসিয়া কহিল "আজ দালিয়া আসে নাই তিন্নি?"

"আসিয়াছে।"

"কোথায় গেল?"

"সে বড় উপদ্রব করিতেছিল তাই তাহাকে ঐ ঘরে পুরিয়া রাখিয়াছি।"

বৃদ্ধ কিছু চিন্তান্বিত হইয়া কহিল "যদি বিরক্ত করে সহিয়া থাকিস্। অল্প বয়সে অমন সকলেই দুরন্ত হইয়া থাকে। বেশী শাসন করিস্ না। দালিয়া কাল এক থলু দিয়া আমার কাছে তিনটি মাছ লইয়াছিল।" (থলু অর্থে স্বর্ণ মুদ্রা।)

আমিনা কহিল "ভাবনা নাই বুঢ়া, আজ আমি তাহার কাছে দুই থলু আদায় করিয়া দিব, একটিও মাছ দিতে হইবে না।"

বৃদ্ধ তাহার পালিত কন্যার এত অল্প বয়সে এমন চাতুরী এবং বিষয়বুদ্ধি দেখিয়া পরম

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

প্রীত হইয়া তাহার মাথায় সস্নেহ হাত বুলাইয়া চলিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আশ্চর্য্য এই, দালিয়ার আসা যাওয়া সম্বন্ধে জুলিখার ক্রমে আর আপত্তি রহিল না। ভাবিয়া দেখিলে ইহাতে আশ্চর্য্য নাই।

কারণ, নদীর যেমন এক দিকে স্রোত এবং আর এক দিকে কূল, রমণীর সেইরূপ হৃদয়াবেগ এবং লোকলজ্জা। কিন্তু সভ্যসমাজের বাহিরে আরাকানের প্রান্তে এখানে লোক কোথায়!

এখানে কেবল ঋতুপর্য্যায়ে তরু মঞ্জরিত হইতেছে, এবং সম্মুখের নীলা নদী বর্ষায় স্ফীত, শরতে স্বচ্ছ এবং গ্রীষ্মে ক্ষীণ হইতেছে; পাখীর উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বরে সমালোচনার লেশমাত্র নাই, এবং দক্ষিণ বায়ু মাঝে মাঝে পরপারের গ্রাম হইতে মানবচক্রের গুঞ্জনধ্বনি বহিয়া আনে কিন্তু কাণাকাণি আনে না।

পতিত অট্টালিকার উপরে ক্রমে যেমন অরণ্য জন্মে, এখানে কিছুদিন থাকিলে সেইরূপ প্রকৃতির গোপন আক্রমণে লৌকিকতার মানবনির্ম্মিত দৃঢ় ভিত্তি ক্রমে অলক্ষিতভাবে ভাঙ্গিয়া যায় এবং চতুর্দ্দিকে প্রাকৃতিক জগতের সহিত সমস্ত একাকার হইয়া আসে। দুটি সমযোগ্য নরনারীর মিলনদৃশ্য দেখিতে রমণীর যেমন সুন্দর লাগে এমন আর কিছু নয়। এত রহস্য, এত সুখ, এত অতলস্পর্শ কৌতূহলের বিষয় তাহার পক্ষে আর কিছুই হইতে পারে না। অতএব এই বর্ব্বর কুটিরের মধ্যে নির্জ্জন দারিদ্র্যের ছায়ায় যখন জুলিখার কুলগর্ব্ব এবং লোকমর্য্যাদার ভাব আপনিই শিথিল হইয়া আসিল তখন পুষ্পিত কৈলুতরুচ্ছায়ে আমিনা এবং দালিয়ার মিলনের এই এক মনোহর খেলা দেখিতে তাহার বড় আনন্দ হইত।

বোধ করি তাহারও তরুণ হৃদয়ের একটা অপরিতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিত এবং তাহাকে সুখে দুঃখে চঞ্চল করিয়া তুলিত। অবশেষে এমন হইল কোন দিন যুবকের আসিতে বিলম্ব হইলে আমিনা যেমন উৎকণ্ঠিত হইয়া থাকিত, জুলিখাও তেমনি আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিত এবং উভয়ে একত্র হইলে, চিত্রকর নিজের সদ্য-সমাপ্ত ছবি ঈষৎ দূর হইতে যেমন করিয়া দেখে, তেমনি করিয়া সস্নেহে সহাস্যে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিত। কোন কোন দিন মৌখিক ঝগড়াও করিত, ছল করিয়া ভর্ৎসনা করিত, আমিনাকে গৃহে রুদ্ধ করিয়া যুবকের মিলনাবেগ প্রতিহত করিত।

সম্রাট এবং আরণ্যের মধ্যে একটা সাদৃশ্য আছে। উভয়ে স্বাধীন, উভয়েই স্বরাজ্যের একাধিপতি, উভয়কেই কাহারো নিয়ম মানিয়া চলিতে হয় না। উভয়ের মধ্যেই প্রকৃতির একটা স্বাভাবিক বৃহত্ত্ব এবং সরলতা আছে। যাহারা মাঝারি, যাহারা দিনরাত্রি লোকশাস্ত্রের অক্ষর মিলাইয়া জীবন যাপন করে তাহারাই কিছু স্বতন্ত্র গোছের হয়। তাহারাই বড়র কাছে দাস, ছোটর কাছে প্রভু, এবং অস্থানে নিতান্ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়ায়। বর্ব্বর দালিয়া প্রকৃতি-সাম্রাজ্ঞীর উচ্ছৃঙ্খল ছেলে, শাহজাদীর কাছে কোন সঙ্কোচ ছিল না, এবং শাহজাদীরাও তাহাকে সমকক্ষ লোক বলিয়া চিনিতে পারিত। সহাস্য, সরল, কৌতুকপ্রিয়, সকল অবস্থাতেই নির্ভীক, অসঙ্কুচিত, তাহার চরিত্রে দারিদ্র্যের কোন লক্ষণই ছিল না।

কিন্তু এই সকল খেলার মধ্যে এক একবার

জুলিখার হৃদয়টা হায় হায় করিয়া উঠিত,ভাবিত সম্রাটপুত্রীর জীবনের এই কি পরিণাম!

একদিন প্রাতে দালিয়া আসিবামাত্র জুলিখা তাহার হাত চাপিয়া কহিল "দালিয়া, এখানকার রাজাকে দেখাইয়া দিতে পার?"

"পারি। কেন বল দেখি?"

"আমার একটা ছোরা আছে তাহার বুকের মধ্যে বসাইতে চাহি!"

প্রথমে দালিয়া কিছু আশ্চর্য্য হইয়া গেল তাহার পরে জুলিখার হিংসাপ্রখর মুখের দিকে চাহিয়া তাহার সমস্ত মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল; যেন এত বড় মজার কথা সে ইতিপূর্ব্বে কখনও শোনে নাই—যদি পরিহাস বল ত এই বটে, রাজ-পুত্রীর উপযুক্ত। কোন কথা নাই বার্ত্তা নাই প্রথম আলাপেই একখানি ছোরার আধ-খানা একটা জীবন্ত রাজার বক্ষের মধ্যে চালনা করিয়া দিলে এইরূপ অত্যন্ত অন্তরঙ্গ শিষ্টা-চারে রাজাটা হঠাৎ কিরূপ অবাক্ হইয়া যায় সেই চিত্র ক্রমাগত তাহার মনে উদিত হইতে লাগিল, এবং তাহার নিঃশব্দ কৌতুক হাসি থাকিয়া থাকিয়া উচ্চহাস্যে পরিণত হইতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—*—

তাহার পরদিনেই রহমৎশেখ জুলিখাকে গোপনে পত্র লিখিল যে, আরাকানের নূতন রাজা ধীবরের কুটিরে দুই ভগ্নীর সন্ধান পাইয়া-ছেন, এবং গোপনে আমিনাকে দেখিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছেন। তাহাকে বিবাহার্থে অবিলম্বে প্রাসাদে আনিবার আয়োজন করিতেছেন। প্রতিহিংসার এমন সুন্দর অবসর আর পাওয়া যাইবে না।

তখন জুলিখা দৃঢ়ভাবে আমিনার হাত ধরিয়া কহিল "ঈশ্বরের ইচ্ছা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। আমিনা, এইবার তোর জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিবার সময় আসিয়াছে, এখন আর খেলা ভাল দেখায় না।"

দালিয়া উপস্থিত ছিল, আমিনা তাহার মুখের দিকে চাহিল, দেখিল সে সকৌতুকে হাসিতেছে।

আমিনা তাহার হাসি দেখিয়া মর্ম্মাহত হইয়া কহিল। "জান দালিয়া, আমি রাজবধূ হইতে যাইতেছি।"

দালিয়া হাসিয়া বলিল "সে ত বেশীক্ষণের জন্য নয়।"

আমিনা পীড়িত বিস্মিত চিত্তে মনে মনে ভাবিল—বাস্তবিকই এ বনের মৃগ, এর সঙ্গে মানুষের মত ব্যবহার করা আমারই পাগ্‌লামী।

আমিনা দালিয়াকে আর একটু সচেতন করিয়া তুলিবার জন্য কহিল "রাজাকে মারিয়া আর কি আমি ফিরিব!"

দালিয়া কথাটা সঙ্গত জ্ঞান করিয়া কহিল "ফেরা কঠিন বটে।"

আমিনার সমস্ত অন্তরাত্মা একেবারে ম্লান হইয়া গেল।

জুলিখার দিকে ফিরিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল "দিদি, আমি প্রস্তুত আছি।"

এবং দালিয়ার দিকে ফিরিয়া বিদ্ধ অন্তরে পরিহাসের ভাণ করিয়া কহিল "রাণী হইয়াই আমি প্রথমে তোমাকে রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দেওয়া অপরাধে শাস্তি দিব তার পরে আর যাহা করিতে হয় করিব।"

শুনিয়া দালিয়া বিশেষ কৌতুক বোধ করিল, যেন প্রস্তাবটা কার্য্যে পরিণত হইলে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

করিয়া আছে, আকাশে একটি তারা দেখা যায় না। অন্ধকার ঘরে দুই জনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। একজনের চাদরে দিয়াশলাই এবং বাতি বাঁধা ছিল। বর্ষাকালের দিয়াশলাই বহুচেষ্টাতেও জ্বলিল না—যে লণ্ঠন সঙ্গে ছিল তাহাও নিবিয়া গেছে।

অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া একজন কহিল "ভাইরে এক ছিলিম তামাকের যোগাড় থাকিলে বড় সুবিধা হইত। তাড়াতাড়িতে কিছুই আনা হয় নাই!"

অন্য ব্যক্তি কহিল "আমি চট্ করিয়া এক দৌড়ে সমস্ত সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারি!"

বনমালীর পলায়নের অভিপ্রায় বুঝিয়া বিধু কহিল—"মাইরি! আর আমি বুঝি এখানে একলা বসিয়া থাকিব!"

আবার কথাবার্ত্তা বন্ধ হইয়া গেল। পাঁচ মিনিটকে এক ঘণ্টা বলিয়া মনে হইতে লাগিল। যাহারা কাঠ আনিতে গিয়াছিল তাহাদিগকে মনে মনে ইহারা গালি দিতে লাগিল—তাহারা যে দিব্য আরামে কোথাও বসিয়া গল্প করিতে করিতে তামাক খাইতেছে, এ সন্দেহ ক্রমশই তাহাদের মনে ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল।

কোথাও কিছু শব্দ নাই—কেবল পুষ্করিণী-তীর হইতে অবিশ্রাম ঝিল্লি এবং ভেকের ডাক শুনা যাইতে লাগিল। এমন সময় মনে হইল যেন খাটটা ঈষৎ নড়িল—যেন মৃত-দেহ পাশ ফিরিয়া শুইল।

বিধু এবং বনমালী রামনাম জপিতে জপিতে কাঁপিতে লাগিল। হঠাৎ ঘরের মধ্যে একটা দীর্ঘনিশ্বাস শুনা গেল। বিধু এবং বনমালী এক মুহূর্ত্তে ঘর হইতে লম্ফ দিয়া বাহির হইয়া গ্রামের অভিমুখে দৌড় দিল।

প্রায় ক্রোশ দেড়েক পথ গিয়া দেখিল তাহার অবশিষ্ট দুই সঙ্গী লণ্ঠন হাতে ফিরিয়া আসিতেছে। তাহারা বাস্তবিকই তামাক খাইতে গিয়াছিল, কাঠের কোন খবর জানে না, তথাপি সংবাদ দিল গাছ কাটিয়া কাঠ ফাড়াইতেছে—অনতিবিলম্বে রওনা হইবে। তখন বিধু এবং বনমালী কুটিরের সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিল। নিতাই এবং গুরুচরণ অবিশ্বাস করিয়া উড়াইয়া দিল, এবং কর্ত্তব্য ত্যাগ করিয়া আসার জন্য অপর দুইজনের প্রতি অত্যন্ত রাগ করিয়া বিস্তর ভর্ৎসনা করিতে লাগিল।

কালবিলম্ব না করিয়া চারজনেই শ্মশানে সেই কুটিরে গিয়া উপস্থিত হইল। ঘরে ঢুকিয়া দেখিল মৃতদেহ নাই, শূন্য খাট পড়িয়া আছে। পরস্পর মুখ চাহিয়া রহিল, যদি শৃগালে লইয়া গিয়া থাকে? কিন্তু আচ্ছাদনবস্ত্রটি পর্য্যন্ত নাই। সন্ধান করিতে করিতে বাহিরে গিয়া দেখে, কুটিরের দ্বারের কাছে খানিকটা কাদা জমিয়াছিল তাহাতে স্ত্রীলোকের সদ্য এবং ক্ষুদ্র পদচিহ্ন।

শারদাশঙ্কর সহজ লোক নহেন, তাঁহাকে এই ভূতের গল্প বলিলে হঠাৎ যে কোন শুভফল পাওয়া যাইবে এমন সম্ভাবনা নাই। তখন চারজনে বিস্তর পরামর্শ করিয়া স্থির করিল যে, দাহকার্য্য সমাধা হইয়াছে এইরূপ খবর দেওয়াই ভাল।

ভোরের দিকে যাহারা কাঠ লইয়া আসিল, তাহারা সংবাদ পাইল, বিলম্ব দেখিয়া পূর্ব্বেই কার্য্য শেষ করা হইয়াছে, কুটিরের মধ্যে কাঠ সঞ্চিত ছিল। এ সম্বন্ধে কাহারো সহজে সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না—কারণ, মৃতদেহ এমন কিছু বহুমূল্য সম্পত্তি নহে যে, কেহ ফাঁকি দিয়া চুরি করিয়া লইয়া যাইবে।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

সকলেই জানেন জীবনের যখন কোন লক্ষণ পাওয়া যায় না তখনো অনেক সময় জীবন প্রচ্ছন্ন ভাবে থাকে, এবং সময়মত পুনর্ব্বার মৃতবৎ দেহে তাহার কার্য্য আরম্ভ হয়। কাদম্বিনীও মরে নাই—হঠাৎ কি কারণে তাহার জীবনের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

যখন সে সচেতন হইয়া উঠিল, দেখিল চতুর্দ্দিকে নিবিড় অন্ধকার। চিরাভ্যাসমত যেখানে শয়ন করিয়া থাকে মনে হইল এটা সে জায়গা নহে। একবার ডাকিল—"দিদি" —অন্ধকার ঘরে কেহ সাড়া দিল না। সভয়ে উঠিয়া বসিল, মনে পড়িল সেই মৃত্যুশয্যার কথা। সেই হঠাৎ বক্ষের কাছে একটা বেদনা —শ্বাসরোধের উপক্রম। তাহার বড় যা ঘরের কোণে বসিয়া একটা অগ্নিকুণ্ডের উপর খোকার জন্ম দুধ গরম করিতেছিল—কাদম্বিনী আর দাঁড়াইতে না পারিয়া বিছানার উপর আছাড় খাইয়া পড়িল—রুদ্ধকণ্ঠে কহিল "দিদি, একবার খোকাকে আনিয়া দাও—আমার প্রাণ কেমন করিতেছে!" তাহার পর সমস্ত কালো হইয়া আসিল—যেন একটি লেখা খাতার উপরে দোয়াত-সুদ্ধ কালি গড়াইয়া পড়িল—কাদম্বিনীর সমস্ত স্মৃতি এবং চেতনা, বিশ্বগ্রন্থের সমস্ত অক্ষর এক মুহূর্ত্তে একাকার হইয়া গেল। খোকা তাহাকে একবার শেষবারের মত তাহার সেই সুমিষ্ট ভালবাসার স্বরে কাকীমা বলিয়া ডাকিয়াছিল কি না, তাহার অনন্ত অজ্ঞাত মরণযাত্রার পথে চিরপরিচিত পৃথিবী হইতে এই শেষ স্নেহ-পাথেয়টুকু সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিল কিনা বিধবার তাহাও মনে পড়ে না।

প্রথমে মনে হইল যমালয় বুঝি এইরূপ চিরনির্জ্জন এবং চিরান্ধকার। সেখানে কিছুই দেখিবার নাই, শুনিবার নাই, কাজ করিবার নাই, কেবল চিরকাল এইরূপ উঠিয়া জাগিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে।

তাহার পর যখন মুক্তদ্বার দিয়া হঠাৎ একটা ঠাণ্ডা বাদ্‌লার বাতাস দিল এবং বর্ষার ভেকের ডাক কাণে প্রবেশ করিল তখন এক মুহূর্ত্তে তাহার এই স্বল্প-জীবনের আশৈশব সমস্ত বর্ষার স্মৃতি ঘনীভূতভাবে তাহার মনে উদয় হইল এবং পৃথিবীর নিকট-সংস্পর্শ সে অনুভব করিতে পারিল। একবার বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিল—সম্মুখে পুষ্করিণী, বটগাছ, বৃহৎ মাঠ এবং সুদূর তরুশ্রেণী এক পলকে চখে পড়িল। মনে পড়িল মাঝে মাঝে পুণ্য তিথি উপলক্ষে এই পুষ্করিণীতে আসিয়া স্নান করিয়াছে, এবং মনে পড়িল সেই সময়ে এই শ্মশানে মৃতদেহ দেখিয়া মৃত্যুকে কি ভয়ানক মনে হইত!

প্রথমেই মনে হইল, বাড়ি ফিরিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু তখনি ভাবিল, আমি ত বাঁচিয়া নাই, আমাকে বাড়িতে ফিরিয়া লইবে কেন? সেখানে যে অমঙ্গল হইবে। জীবরাজ্য হইতে আমি যে নির্ব্বাসিত হইয়া আসিয়াছি—আমি যে আমার প্রেতাত্মা।

তাই যদি না হইবে তবে সে এই অর্দ্ধরাত্রে শারদাশঙ্করের সুরক্ষিত অন্তঃপুর হইতে এই দুর্গম শ্মশানে আসিল কেমন করিয়া? এখনও যদি তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া শেষ না হইয়া থাকে তবে দাহ করিবার লোকজন গেল কোথায়? শারদাশঙ্করের আলোকিত গৃহে তাহার মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত মনে পড়িল, তাহার পরেই এই

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

বহুদূরবর্ত্তী জনশূন্য অন্ধকার শ্মশানের মধ্যে আপনাকে একাকিনী দেখিয়া সে জানিল আমি এই পৃথিবীর জনসমাজের আর কেহ নাহ—আমি অতি ভীষণ, অকল্যাণকারিণী আমি আমার প্রেতাত্মা!

এই কথা মনে উদয় হইবামাত্রই তাহার মনে হইল, তাহার চতুর্দ্দিক হইতে বিশ্বনিয়মের সমস্ত বন্ধন যেন ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। যেন তাহার অদ্ভুত শক্তি, অসীম স্বাধীনতা—যাহা ইচ্ছা করিতে পারে, যেখানে ইচ্ছা যাইতে পারে। এই অভূতপূর্ব্ব নূতন ভাবের আবির্ভাবে সে উন্মত্তের মত হইয়া হঠাৎ একটা দম্‌কা বাতাসের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্ধকার শ্মশানের উপর দিয়া চলিল—মনে লজ্জা ভয় ভাবনার লেশমাত্র রহিল না।

চলিতে চলিতে চরণ শ্রান্ত, দেহ দুর্ব্বল হইয়া আসিতে লাগিল। মাঠের পর মাঠ আর শেষ হয় না—মাঝে মাঝে ধান্যক্ষেত্র—কোথাও বা এক হাঁটু জল দাঁড়াইয়া আছে। যখন ভোরের আলো অল্প অল্প দেখা দিল তখন অদূরে লোকালয়ের বাঁশঝাড় হইতে দুটো একটা পাখীর ডাক শুনা গেল।

তখন তাহার কেমন ভয় করিতে লাগিল। পৃথিবীর সহিত জীবিত মনুষ্যের সহিত এখন তাহার কিরূপ নূতন সম্পর্ক দাঁড়াইয়াছে সে কিছুই জানে না। যতক্ষণ মাঠে ছিল, শ্মশানে ছিল, শ্রাবণরজনীর অন্ধকারের মধ্যে ছিল ততক্ষণ সে যেন নির্ভয়ে ছিল, যেন আপন রাজ্যে ছিল। দিনের আলোকে লোকালয় তাহার পক্ষে অতি ভয়ঙ্কর স্থান বলিয়া বোধ হইল। মানুষ ভূতকে ভয় করে, ভূতও মানুষকে ভয় করে, মৃত্যু-নদীর দুই পারে দুইজনের বাস।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কাপড়ে কাদা মাখিয়া, অদ্ভুত ভাবের বশে ও রাত্রি জাগরণে পাগলের মত হইয়া, কাদম্বিনীর যেরূপ চেহারা হইয়াছিল তাহাতে মানুষ তাহাকে দেখিয়া ভয় পাইতে পারিত, এবং ছেলেরা বোধ হয় দূরে পালাইয়া গিয়া তাহাকে ঢেলা মারিত। সৌভাগ্যক্রমে একটি পথিক ভদ্রলোক তাহাকে সর্ব্বপ্রথমে এই অবস্থায় দেখিতে পায়।

সে আসিয়া কহিল "মা, তোমাকে ভদ্রকুলবধূ বলিয়া বোধ হইতেছে, তুমি এ অবস্থায় একলা পথে কোথায় চলিয়াছ?"

কাদম্বিনী প্রথমে কোন উত্তর না দিয়া তাকাইয়া রহিল। হঠাৎ কিছুই ভাবিয়া পাইল না। সে যে সংসারের মধ্যে আছে, তাহাকে যে ভদ্রকুলবধূর মত দেখাইতেছে, গ্রামের পথে পথিক তাহাকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছে, এ সমস্তই তাহার কাছে অভাবনীয় বলিয়া বোধ হইল।

পথিক তাহাকে পুনশ্চ কহিল—"চল, মা, আমি তোমাকে ঘরে পৌঁছাইয়া দিই—তোমার বাড়ি কোথায় আমাকে বল।"

কাদম্বিনী চিন্তা করিতে লাগিল। শ্বশুরবাড়ি ফিরিবার কথা মনে স্থান দেওয়া যায় না, বাপের বাড়ি ত নাই—তখন ছেলেবেলার সইকে মনে পড়িল।

সই যোগমায়ার সহিত যদিও ছেলেবেলা হইতেই বিচ্ছেদ তথাপি মাঝে মাঝে চিঠিপত্র চলে। এক এক সময় রীতিমত ভালবাসার লড়াই চলিতে থাকে—কাদম্বিনী জানাইতে চাহে ভালবাসা তাহার দিকেই প্রবল, যোগমায়া জানাইতে চাহে কাদম্বিনী তাহার ভাল-

Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

বাসার যথোপযুক্ত প্রতিদান দেয় না। কোন সুযোগে একবার উভয়ে মিলন হইতে পারিলে যে একদণ্ড কেহ কাহাকে চোখের আড়াল করিতে পারিবে না এ বিষয়ে কোন পক্ষেরই কোন সন্দেহ ছিল না।

কাদম্বিনী ভদ্রলোকটিকে কহিল "নিশিন্দা-পুরে শ্রীপতিচরণ বাবুর বাড়ি যাইব।"

পথিক কলিকাতায় যাইতেছিলেন; নিশিন্দা-পুর যদিও নিকটবর্ত্তী নহে তথাপি তাঁহার গম্য পথেই পড়ে। তিনি স্বয়ং বন্দোবস্ত করিয়া কাদম্বিনীকে শ্রীপতিচরণ বাবুর বাড়ি পৌঁছাইয়া দিলেন।

দুই সইয়ে মিলন হইল। প্রথমে চিনিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল, তাহার পরে বাল্য-সাদৃশ্য উভয়ের চক্ষে ক্রমশই পরিস্ফুট হইয়া উঠিল।

যোগমায়া কহিল "ওমা, আমার কি ভাগ্য! তোমার যে দর্শন পাইব এমন ত আমার মনেই ছিল না! কিন্তু ভাই, তুমি কি করিয়া আসিলে! তোমার শ্বশুর বাড়ির লোকেরা যে তোমাকে ছাড়িয়া দিল!"

কাদম্বিনী চুপ করিয়া রহিল—অবশেষে কহিল "ভাই, শ্বশুরবাড়ির কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না! আমাকে দাসীর মত বাড়ির এক প্রান্তে স্থান দিয়ো, আমি তোমাদের কাজ করিয়া দিব!"

যোগমায়া কহিল "ওমা সে কি কথা! দাসীর মত থাকিবে কেন! তুমি আমার সই, তুমি আমার"—ইত্যাদি।

এমন সময় শ্রীপতি ঘরে প্রবেশ করিল! কাদম্বিনী খানিকক্ষণ তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল—মাথায় কাপড় দেওয়া, বা কোনরূপ সঙ্কোচ বা সম্ভ্রমের লক্ষণ দেখা গেল না।

পাছে তাহার সইয়ের বিরুদ্ধে শ্রীপতি কিছু মনে করে এজন্য ব্যস্ত হইয়া যোগমায়া নানারূপে তাহাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু এতই অল্প বুঝাইতে হইল এবং শ্রীপতি এত সহজে যোগমায়ার সমস্ত প্রস্তাবে অনুমোদন করিল যে, যোগমায়া মনে মনে বিশেষ সন্তুষ্ট হইল না।

কাদম্বিনী সইয়ের বাড়িতে আসিল, কিন্তু সইয়ের সঙ্গে মিশিতে পারিল না—মাঝে মৃত্যুর ব্যবধান। আত্মসম্বন্ধে সর্ব্বদা একটা সন্দেহ এবং চেতনা থাকিলে পরের সঙ্গে মেলা যায় না। কাদম্বিনী যোগমায়ার মুখের দিকে চায় এবং কি যেন ভাবে—মনে করে স্বামী এবং ঘরকন্না লইয়াও যেন বহুদূরে আর এক জগতে আছে। স্নেহমমতা এবং সমস্ত কর্ত্তব্য লইয়াও যেন পৃথিবীর লোক, আর আমি যেন শূন্য ছায়া। ও যেন অস্তিত্বের দেশে, আর আমি যেন অনন্তের মধ্যে।

যোগমায়ারও কেমন কেমন লাগিল—কিছুই বুঝিতে পারিল না। স্ত্রীলোক রহস্য সহ্য করিতে পারে না—কারণ অনিশ্চিতকে লইয়া কবিত্ব করা যায়, বীরত্ব করা যায়, পাণ্ডিত্য করা যায়, কিন্তু ঘরকন্না করা যায় না। এই জন্য স্ত্রীলোক যেটা বুঝিতে পারে না, হয় সেটার অস্তিত্ব বিলোপ করিয়া তাহার সহিত কোন সম্পর্ক রাখে না, নয় তাহাকে স্বহস্তে নূতন মূর্ত্তি দিয়া নিজের ব্যবহারযোগ্য একটা সামগ্রী গড়িয়া তোলে—যদি দুইয়ের কোনটাই না পারে তবে তাহার উপর ভারি রাগ করিতে থাকে।

কাদম্বিনী যতই দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিল যোগমায়া তাহার উপর ততই রাগ করিতে লাগিল; ভাবিল, এ কি উপদ্রব স্কন্ধের উপর চাপিল?

আবার আর এক বিপদ। কাদম্বিনীর আপনাকে আপনি ভয় করে। সে নিজের কাছ হইতে নিজে কিছুতেই পালাইতে পারে না।

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

যাহাদের ভূতের ভয় আছে তাহারা আপনার পশ্চাদ্দিক্‌কে ভয় করে—যেখানে দৃষ্টি রাখিতে পারে না সেইখানেই ভয়। কিন্তু কাদম্বিনীর আপনার মধ্যেই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী ভয়—বাহিরে তার ভয় নাই।

এই জন্য বিজন দ্বিপ্রহরে সে একা ঘরে এক এক দিন চীৎকার করিয়া উঠিত—এবং সন্ধ্যাবেলায় দীপালোকে আপনার ছায়া দেখিলে তাহার গা ছম্‌-ছম্‌ করিতে থাকিত।

তাহার এই ভয় দেখিয়া বাড়িসুদ্ধ লোকের মনে কেমন একটা ভয় জন্মিয়া গেল। চাকর-দাসীরা এবং যোগমায়াও যখন তখন যেখানে সেখানে ভূত দেখিতে আরম্ভ করিল।

একদিন এমন হইল, কাদম্বিনী অর্দ্ধরাত্রে আপন শয়নগৃহ হইতে কাঁদিয়া বাহির হইয়া একেবারে যোগমায়ার গৃহদ্বারে আসিয়া কহিল—"দিদি, দিদি, তোমাদের দুটি পায়ে পড়ি গো! আমাকে একলা ফেলিয়া রাখিয়ো না।"

যোগমায়ার যেমন ভয়ও পাইল, তেমনি রাগও হইল। ইচ্ছা করিল তদ্দণ্ডেই কাদম্বিনীকে দূর করিয়া দেয়। দয়াপরবশ শ্রীপতি অনেক চেষ্টায় তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গৃহে স্থান দিল।

পরদিন অসময়ে অন্তঃপুরে শ্রীপতির তলব হইল। যোগমায়া তাহাকে অকস্মাৎ ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করিল—"হাঁ গা, তুমি কেমন-ধারা লোক! একজন মেয়েমানুষ আপন শ্বশুর-ঘর ছাড়িয়া তোমার ঘরে আসিয়া অধিষ্ঠান হইল মাসখানেক হইয়া গেল তবু যাইবার নাম করে না, আর তোমার মুখে যে একটি আপত্তি মাত্র শুনি না! তোমার মনের ভাবটা কি বুঝাইয়া বল দেখি। তোমরা পুরুষ মানুষ এম্‌নি জাতই বটে!"

বাস্তবিক সাধারণ স্ত্রীজাতির পরে পুরুষ মানুষের একটা নির্ব্বিচার পক্ষপাত আছে, এবং সে জন্য স্ত্রীলোকেরাই তাহাদিগকে অধিক অপরাধী করে। নিঃসহায়া অথচ সুন্দরী কাদম্বিনীর প্রতি শ্রীপতির করুণা যে, যথোচিত মাত্রার চেয়ে কিঞ্চিৎ অধিক ছিল তাহার বিরুদ্ধে তিনি যোগমায়ার গাত্র স্পর্শপূর্ব্বক শপথ করিতে উদ্যত হইলেও তাঁহার ব্যবহারে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইত না।

তিনি মনে করিতেন নিশ্চয়ই শ্বশুরবাড়ির লোকেরা এই পুত্রহীনা বিধবার প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিত তাই নিতান্ত সহ্য করিতে না পারিয়া পালাইয়া কাদম্বিনী আমার আশ্রয় লইয়াছে। যখন ইহার বাপ মা কেহই নাই, তখন আমি ইহাকে কি করিয়া ত্যাগ করি!—এই বলিয়া তিনি কোনরূপ সন্ধান লইতে ক্ষান্ত ছিলেন, এবং কাদম্বিনীকেও এই অপ্রীতিকর বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া ব্যথিত করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইত না।

তখন তাঁহার স্ত্রী তাঁহার অসাড় কর্ত্তব্য-বুদ্ধিতে নানাপ্রকার আঘাত দিতে লাগিল। কাদম্বিনীর শ্বশুরবাড়িতে খবর দেওয়া যে তাঁহার গৃহের শান্তিরক্ষার পক্ষে একান্ত আবশ্যক, তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন। অবশেষে স্থির করিলেন হঠাৎ চিঠি লিখিয়া বসিলে ভাল ফল নাও হইতে পারে, অতএব রাণীহাটে তিনি নিজে গিয়া সন্ধান লইয়া যাহা কর্ত্তব্য স্থির করিবেন।

শ্রীপতি ত গেলেন, এদিকে যোগমায়া আসিয়া কাদম্বিনীকে কহিলেন "সই, এখানে তোমার আর থাকা ভাল দেখাইতেছে না। লোকে বলিবে কি!"

কাদম্বিনী গম্ভীর ভাবে যোগমায়ার মুখের দিকে তাকাইয়া কহিল "লোকের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি?"

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

যোগমায়া কথা শুনিয়া অবাক্ হইয়া গেল। কিঞ্চিৎ রাগিয়া কহিল "তোমার না থাকে, আমাদের ত আছে! আমরা পরের ঘরের বধূকে কি বলিয়া আটক করিয়া রাখিব!"

কাদম্বিনী কহিল "আমার শ্বশুরঘর কোথায়?"

যোগমায়া ভাবিল—"আ মরণ! পোড়াকপালী বলে কি?"

কাদম্বিনী ধীরে ধীরে কহিল—"আমি কি তোমাদের কেহ? আমি কি এ পৃথিবীর? তোমরা হাসিতেছ, কাঁদিতেছ, ভালবাসিতেছ, সবাই আপন আপন লইয়া আছ, আমি ত কেবল চাহিয়া আছি! তোমরা মানুষ, আর আমি ছায়া! বুঝিতে পারি না, ভগবান্ আমাকে তোমাদের এই সংসারের মাঝখানে কেন রাখিয়াছেন!"

এম্‌নি ভাবে চাহিয়া কথাগুলা বলিয়া গেল যে, যোগমায়া কেমন একরকম করিয়া মোটের উপর একটা কি বুঝিতে পারিল কিন্তু আসল কথাটা বুঝিল না, জবাবও দিতে পারিল না, দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করিতেও পারিল না। অত্যন্ত ভারগ্রস্ত গম্ভীর ভাবে চলিয়া গেল।

———

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

রাত্রি প্রায় যখন দশটা তখন শ্রীপতি রাণীহাট হইতে ফিরিয়া আসিলেন। মুষলধারে বৃষ্টিতে পৃথিবী ভাসিয়া যাইতেছে। ক্রমাগতই তাহার ঝর্ ঝর্ শব্দে মনে হইতেছে বৃষ্টির শেষ নাই, আজ রাত্রিরও শেষ নাই।

যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইল!"

শ্রীপতি কহিলেন "সে অনেক কথা। পরে হইবে।" বলিয়া কাপড় ছাড়িয়া আহার করিলেন। এবং তামাক খাইয়া শুইতে গেলেন। ভাবটা অত্যন্ত চিন্তিত।

যোগমায়া অনেকক্ষণ কৌতুহল দমন করিয়া ছিলেন, শয্যায় প্রবেশ করিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি শুনিলে বল?"

শ্রীপতি কহিলেন "নিশ্চয় তুমি একটা ভুল করিয়াছ।"

শুনিবামাত্র যোগমায়া মনে মনে ঈষৎ রাগ করিলেন। ভুল মেয়েরা কখনই করে না, যদি বা করে কোন সুবুদ্ধি পুরুষের সেটা উল্লেখ করা কর্ত্তব্য হয় না, নিজের ঘাড় পাতিয়া লওয়াই সুযুক্তি। যোগমায়া কিঞ্চিৎ উষ্ণভাবে কহিলেন "কিরকম শুনি!"

শ্রীপতি কহিলেন "যে স্ত্রীলোকটিকে তোমার ঘরে স্থান দিয়াছ সে তোমার সেই কাদম্বিনী নহে!"

এমনতর কথা শুনিলে সহজেই রাগ হইতে পারে—বিশেষতঃ নিজের স্বামীর মুখে শুনিলে ত কথাই নাই। যোগমায়া কহিলেন "আমার সইকে আমি চিনি না, তোমার কাছ হইতে চিনিয়া লইতে হইবে—কি কথার শ্রী!"—

শ্রীপতি বুঝাইলেন এস্থলে কথার শ্রী লইয়া কোনরূপ তর্ক হইতেছে না, প্রমাণ দেখিতে হইবে। যোগমায়ার সই কাদম্বিনী যে মারা গিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

যোগমায়া কহিলেন—"ঐ শোন। তুমি নিশ্চয় একটা গোল পাকাইয়া আসিয়াছ! কোথায় যাইতে কোথায় গিয়াছ, কি কি শুনিয়াছ তাহার ঠিক নাই! তোমাকে নিজে যাইতে কে বলিল, একখানা চিঠি লিখিয়া দিলেই সমস্ত পরিষ্কার হইত।"

নিজের কর্ম্মপটুতার প্রতি স্ত্রীর এইরূপ

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

বিশ্বাসের অভাবে শ্রীপতি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া বিস্তারিত ভাবে সমস্ত প্রমাণ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন—কিন্তু কোন ফল হইল না। উভয়পক্ষে হাঁ না করিতে করিতে রাত্রি দ্বিপ্রহর হইয়া গেল।

যদিও কাদম্বিনীকে এই দণ্ডেই গৃহ হইতে বহিস্কৃত করিয়া দেওয়া সম্বন্ধে স্বামী স্ত্রী কাহারো মতভেদ ছিল না—কারণ শ্রীপতির বিশ্বাস তাঁহার অতিথি ছদ্মপরিচয়ে তাঁহার স্ত্রীকে এতদিন প্রতারণা করিয়াছে এবং যোগমায়ার বিশ্বাস সে কুলত্যাগিনী—তথাপি উপস্থিত তর্কটা সম্বন্ধে উভয়ের কেহই হার মানিতে চাহেন না।

উভয়ের কণ্ঠস্বর ক্রমেই উচ্চ হইয়া উঠিতে লাগিল, ভুলিয়া গেলেন পাশের ঘরেই কাদম্বিনী শুইয়া আছে।

একজন বলেন "ভাল বিপদেই পড়া গেল! আমি নিজের কাণে শুনিয়া আসিলাম!"

আর একজন দৃঢ়স্বরে বলেন "সে কথা বলিলে মানিব কেন, আমি নিজের চক্ষে দেখিতেছি!"

অবশেষে যোগমায়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা কাদম্বিনী কবে মরিল বল দেখি।"

ভাবিলেন, কাদম্বিনীর কোন একটা চিঠির তারিখের সহিত অনৈক্য বাহির করিয়া শ্রীপতির ভ্রম সপ্রমাণ করিয়া দিবেন।

শ্রীপতি যে তারিখের কথা বলিলেন, উভয়ে হিসাব করিয়া দেখিলেন, যেদিন সন্ধ্যাবেলায় কাদম্বিনী তাঁহাদের বাড়িতে আসে সে তারিখ ঠিক তাহার পূর্ব্বের দিনেই পড়ে! শুনিবামাত্র যোগমায়ার বুকটা হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল, শ্রীপতিরও কেমন একরকম বোধ হইতে লাগিল।

এমন সময়ে তাঁহাদের ঘরের দ্বার খুলিয়া গেল, একটা বাদলার বাতাস আসিয়া প্রদীপটা ফস্ করিয়া নিবিয়া গেল। বাহিরের অন্ধকার প্রবেশ করিয়া এক মুহূর্ত্তে সমস্ত ঘরটা আগাগোড়া ভরিয়া গেল। কাদম্বিনী একেবারে ঘরের ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইল। তখন রাত্রি আড়াই প্রহর হইয়া গিয়াছে, বাহিরে অবিশ্রাম বৃষ্টি পড়িতেছে।

কাদম্বিনী কহিল "সই, আমি তোমার সেই কাদম্বিনী, কিন্তু এখন আমি আর বাঁচিয়া নাই। আমি মরিয়া আছি।"

যোগমায়া ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—শ্রীপতির বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

"কিন্তু আমি মরিয়াছি ছাড়া তোমাদের কাছে আর কি অপরাধ করিয়াছি! আমার যদি ইহলোকেও স্থান নাই, পরলোকেও স্থান নাই—ওগো, আমি তবে কোথায় যাইব!" তীব্রকণ্ঠে চীৎকার করিয়া যেন এই গভীর বর্ষানিশীথে সুপ্ত বিধাতাকে জাগ্রৎ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল ওগো, আমি তবে কোথায় যাব!"—

এই বলিয়া মূর্চ্ছিত দম্পতিকে অন্ধকার ঘরে ফেলিয়া বিশ্বজগতে কাদম্বিনী আপনার স্থান খুঁজিতে গেল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কাদম্বিনী যে কেমন করিয়া রাণীহাটে ফিরিয়া গেল তাহা বলা কঠিন। কিন্তু প্রথমে কাহাকেও দেখা দিল না। সমস্ত দিন অনাহারে একটা ভাঙ্গা পোড়ো মন্দিরে যাপন করিল।

বর্ষার অকাল সন্ধ্যা যখন অত্যন্ত ঘন হইয়া আসিল এবং আসন্ন দুর্য্যোগের আশঙ্কায় গ্রামের লোকেরা ব্যস্ত হইয়া আপন আপন গৃহ আশ্রয়

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

করিল তখন কাদম্বিনী পথে বাহির হইল। শ্বশুর-বাড়ির দ্বারে গিয়া একবার তাহার হৃৎকম্প উপস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু মস্ত ঘোমটা টানিয়া যখন ভিতরে প্রবেশ করিল দাসীভ্রমে দ্বারীরা কোনরূপ বাধা দিল না। এমন সময় বৃষ্টি খুব চাপিয়া আসিল, বাতাসও বেগে বহিতে লাগিল।

তখন বাড়ির গৃহিণী শারদাশঙ্করের স্ত্রী তাঁহার বিধবা ননদের সহিত তাস খেলিতে-ছিলেন। ঝি ছিল রান্নাঘরে, এবং পীড়িত খোকা জ্বরের উপশমে শয়নগৃহে বিছানায় ঘুমাইতেছিল। কাদম্বিনী সকলের চক্ষু এড়াইয়া সেই ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। সে যে কি ভাবিয়া শ্বশুরবাড়ি আসিয়াছিল জানি না, সে নিজেও জানে না, কেবল এইটুকু জানে যে একবার খোকাকে চক্ষে দেখিয়া যাইবার ইচ্ছা। তাহার পর কোথায় যাইবে কি হইবে, সে কথা সে ভাবেও নাই।

দীপালোকে দেখিল রুগ্ন শীর্ণ খোকা হাত মুঠা করিয়া ঘুমাইয়া আছে। দেখিয়া উত্তপ্ত হৃদয় যেন তৃষাতুর হইয়া উঠিল—তাহার সমস্ত বালাই লইয়া তাহাকে একবার বুকে না চাপিয়া ধরিলে কি বাঁচা যায়! আর, তাহার পর মনে পড়িল, আমি নাই, ইহাকে দেখিবার কে আছে! ইহার মা সঙ্গ ভালবাসে, গল্প ভালবাসে, খেলা ভালবাসে, এতদিন আমার হাতে ভার দিয়াই সে নিশ্চিন্ত ছিল, কখন তাহাকে ছেলে মানুষ করিবার কোন দায় পোহাইতে হয় নাই। আজ ইহাকে কে তেমন করিয়া যত্ন করিবে!—

এমন সময় খোকা হঠাৎ পাশ ফিরিয়া অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় বলিয়া উঠিল—"কাকীমা, জল দে!"—আ মরিয়া যাই! সোণা আমার, তোর কাকীমাকে এখনো ভুলিস্ নাই। তাড়াতাড়ি কুঁজা হইতে জল গড়াইয়া লইয়া খোকাকে বুকের উপর তুলিয়া কাদম্বিনী তাহাকে জল পান করাইল।

যতক্ষণ ঘুমের ঘোর ছিল, চিরাভ্যাসমত কাকীমার হাত হইতে জল খাইতে খোকার কিছুই আশ্চর্য্য বোধ হইল না। অবশেষে কাদম্বিনী যখন বহুকালের আকাঙ্ক্ষা মিটাইয়া তাহার মুখচুম্বন করিয়া তাহাকে আবার শুয়াইয়া দিল, তখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, এবং কাকীমাকে জড়াইয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাকীমা, তুই মরে' গিয়েছিলি?"

কাকীমা কহিল "হাঁ খোকা!"

"আবার তুই খোকার কাছে ফিরে এসেছিস? আর তুই মরে' যাবিনে?"

ইহার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই একটা গোল বাধিল—ঝি এক বাটি সাগু হাতে করিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়াছিল, হঠাৎ বাটি ফেলিয়া মাগো বলিয়া আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল।

চীৎকার শুনিয়া তাস ফেলিয়া গিন্নি ছুটিয়া আসিলেন, ঘরে ঢুকিতেই তিনি একেবারে কাঠের মত হইয়া গেলেন, পালাইতেও পারিলেন না, মুখ দিয়া একটি কথাও সরিল না!

এই সকল ব্যাপার দেখিয়া খোকারও মনে ভয়ের সঞ্চার হইয়া উঠিল—সে কাঁদিয়া বলিয়া উঠিল —"কাকীমা, তুই যা!"

কাদম্বিনী অনেক দিন পরে আজ অনুভব করিয়াছে যে সে মরে নাই—সেই পুরাতন ঘর দ্বার, সেই সমস্ত, সেই খোকা, সেই স্নেহ, তাহার পক্ষে সমান জীবন্ত ভাবেই আছে, মধ্যে কোন বিচ্ছেদ কোন ব্যবধান জন্মায় নাই। সইয়ের বাড়ি গিয়া অনুভব করিয়াছিল বাল্যকালের সে সই মরিয়া গিয়াছে—খোকার ঘরে আসিয়া বুঝিতে পারিল, খোকার কাকীমা ত এক তিলও মরে নাই।

ব্যাকুল ভাবে কহিল, "দিদি, তোমরা

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

আমাকে দেখিয়া কেন ভয় পাইতেছ! এই দেখ, আমি তোমাদের সেই তেমনি আছি।”

গিন্নি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না, মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন

ভগ্নীর কাছে সংবাদ পাইয়া শারদাশঙ্কর বাবু স্বয়ং অন্তঃপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন —তিনি যোড়হস্তে কাদম্বিনীকে কহিলেন “ছোট বৌমা, এই কি তোমার উচিত হয়। সতীশ আমার বংশের একমাত্র ছেলে, উহার প্রতি তুমি কেন দৃষ্টি দিতেছ? আমরা কি তোমার পর? তুমি যাওয়ার পর হইতে ও প্রতিদিন শুকাইয়া যাইতেছে উহার ব্যামো আর ছাড়ে না, দিনরাত কেবল কাকীমা কাকীমা করে। যখন সংসার হইতে বিদায় লইয়াছ তখন এ মায়াবন্ধন ছিঁড়িয়া যাও—আমরা তোমার যথোচিত সৎকার করিব!”—

তখন কাদম্বিনী আর সহিতে পারিল না, তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল “ওগো, আমি মরি নাই গো মরি নাই! আমি কেমন করিয়া তোমাদের বুঝাইব আমি মরি নাই! এই দেখ আমি বাঁচিয়া আছি!”

বলিয়া কাঁসার বাটিটা ভূমি হইতে তুলিয়া, কপালে আঘাত করিতে লাগিল, কপাল ফাটিয়া রক্ত বাহির হইতে লাগিল।

তখন বলিল “এই দেখ, আমি বাঁচিয়া আছি!”

শারদাশঙ্কর মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিলেন —খোকা ভয়ে বাবাকে ডাকিতে লাগিল, দুই মূর্চ্ছিতা রমণী মাটিতে পড়িয়া রহিল!

তখন কাদম্বিনী “ওগো আমি মরি নাই গো মরি নাই গো মরি নাই”—বলিয়া চীৎকার করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া সিঁড়ি বাহিয়া নামিয়া অন্তঃপুরের পুষ্করিণীর জলের মধ্যে গিয়া পড়িল। শারদাশঙ্কর উপরের ঘর হইতে শুনিতে পাইলেন ঝপাস্ করিয়া একটা শব্দ হইল।

সমস্ত রাত্রি বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, তাহার পরদিন সকালেও বৃষ্টি পড়িতেছে—মধ্যাহ্নেও বৃষ্টির বিরাম নাই। কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল সে মরে নাই।

ডিটেকটিভ্।

আমি পুলিসের ডিটেক্‌টিভ্ কর্ম্মচারী। আমার জীবনে দুটিমাত্র লক্ষ্য ছিল—আমার স্ত্রী এবং আমার ব্যবসায়। পূর্ব্বে একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে ছিলাম—সেখানে আমার স্ত্রীর প্রতি সমাদরের অভাব হওয়াতেই আমি দাদার সঙ্গে ঝগড়া করিয়া বাহির হইয়া আসি। দাদাই উপার্জ্জন করিয়া আমাকে পালন করিতেছিলেন—অতএব সহসা সস্ত্রীক তাঁহার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া আসা আমার পক্ষে দুঃসাহসের কাজ হইয়াছিল।

কিন্তু কখনো নিজের উপরে আমার বিশ্বাসের ত্রুটি ছিল না। আমি নিশ্চয় জানিতাম, সুন্দরী স্ত্রীকে যেমন বশ করিয়াছি বিমুখ অদৃষ্টলক্ষ্মীকেও তেমনি বশ করিতে পারিব। মহিমচন্দ্র এ সংসারে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে না।

পুলিস্ বিভাগে সামান্যভাবে প্রবেশ করিলাম, অবশেষে ডিটেক্‌টিভ পদে উত্তীর্ণ হইতে অধিক বিলম্ব হইল না।

উজ্জ্বল শিখা হইতেও যেমন কজ্জলপাত

হয় তেমনি আমার স্ত্রীর প্রেম হইতেও ঈর্ষ্যা এবং সন্দেহের কালিমা বাহির হইত। সেটাতে আমার কিছু কাজের ব্যাঘাত করিত ;—কারণ পুলিসের কর্ম্মে স্থানাস্থান কালাকাল বিচার করিলে চলে না—বরঞ্চ স্থানের অপেক্ষা অস্থান এবং কালের অপেক্ষা অকালটারই চর্চ্চা অধিক করিয়া করিতে হয়—তাহাতে করিয়া আমার স্ত্রীর স্বভাবসিদ্ধ সন্দেহ আরো যেন দুর্নিবার হইয়া উঠিত। সে আমাকে ভয় দেখাইবার জন্য বলিত, তুমি এমন যখন তখন যেখানে সেখানে যাপন কর, কালে ভদ্রে আমার সঙ্গে দেখা হয়—আমার জন্য তোমার আশঙ্কা হয় না!—আমি তাহাকে বলিতাম, সন্দেহ করা আমাদের ব্যবসায়, সেই কারণে ঘরের মধ্যে সেটাকে আর আনি না।

স্ত্রী বলিত—সন্দেহ করা আমার ব্যবসায় নহে উহা আমার স্বভাব—আমাকে তুমি লেশ মাত্র সন্দেহের কারণ দিলে আমি সব করিতে পারি!

ডিটেক্টিভ লাইনে আমি সকলের সেরা হইব, একটা নাম রাখিব এ প্রতিজ্ঞা আমার দৃঢ় ছিল। এ সম্বন্ধে যত কিছু বিবরণ এবং গল্প আছে তাহার কোনটাই পড়িতে বাকী রাখি নাই। কিন্তু পড়িয়া কেবল মনের অসন্তোষ এবং অধীরতা বাড়িতে লাগিল।

কারণ, আমাদের দেশের অপরাধীগুলা ভীরু এবং নির্ব্বোধ, অপরাধগুলা নির্জ্জীব এবং সরল—তাহার মধ্যে দুরূহতা দুর্গমতা কিছুই নাই। আমাদের দেশের খুনী নররক্তপাতের উৎকট উত্তেজনা কোন মতেই নিজের মধ্যে সম্বরণ করিতে পারে না। জালিয়াৎ যে জাল বিস্তার করে তাহাতে অনতিবিলম্বে নিজেই আপাদ মস্তক জড়াইয়া পড়ে—অপরাধব্যূহ হইতে নির্গমনের কূটকৌশল সে কিছুই জানে না। এমন নির্জ্জীব দেশে ডিটেক্টিভের কাজে সুখও নাই গৌরবও নাই।

বড়বাজারের মাড়োয়ারী জুয়াচোরকে অনায়াসে গ্রেফ্‌তার করিয়া মনে মনে বলিয়াছি, "ওরে অপরাধিকুলকলঙ্ক, পরের সর্ব্বনাশ করা গুণী ওস্তাদলোকের কর্ম্ম; তোর মত আনাড়ি নির্ব্বোধের সাধু তপস্বী হওয়া উচিত ছিল!" খুনীকে ধরিয়া তাহার প্রতি স্বগত উক্তি করিয়াছি,—"গবর্ণমেণ্টের সমুন্নত ফাঁসিকাষ্ঠ কি তোদের মত গৌরববিহীন প্রাণীদের জন্য হইয়াছিল—তোদের না আছে উদার কল্পনাশক্তি, না আছে কঠোর আত্মসংযম, তোরা বেটারা খুনী হইবার স্পর্দ্ধা করিস্‌!"

আমি কল্পনাচক্ষে যখন লণ্ডন এবং প্যারিসের জনাকীর্ণ পথের দুই পার্শ্বে শীতবাষ্পাকুল অভ্রভেদী হর্ম্ম্যশ্রেণী দেখিতে পাইতাম তখন আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত! মনে মনে ভাবিতাম, এই হর্ম্ম্যরাজি এবং পথ উপপথের মধ্য দিয়া যেমন জনস্রোত, কর্ম্মস্রোত, উৎসবস্রোত, সৌন্দর্য্যস্রোত, অহরহ বহিয়া যাইতেছে, তেমনি সর্ব্বত্রই হিংস্রকুটিল কৃষ্ণকুঞ্চিত ভয়ঙ্কর অপরাধপ্রবাহ তলে তলে আপনার পথ করিয়া চলিয়াছে, তাহারই সামীপ্যে য়ুরোপীয় সামাজিকতার হাস্য কৌতুক শিষ্টাচার এমন বিরাটভীষণ রমণীয়তা লাভ করিয়াছে। আর আমাদের কলিকাতার পথপার্শ্বের মুক্তবাতায়ন গৃহশ্রেণীর মধ্যে রান্নাবাট্‌না, গৃহকার্য্য, পরীক্ষার পাঠ, তাস দাবার বৈঠক, দাম্পত্য কলহ, বড় জোর, ভ্রাতৃবিচ্ছেদ এবং মকদ্দমার পরামর্শ ছাড়া বিশেষ কিছু নাই—কোন একটা বাড়ির দিকে চাহিয়া কখনো এ কথা মনে হয় না যে, হয়ত এই মুহূর্ত্তেই এই গৃহের কোন একটা কোণে সয়-

তান মুখ গুঁজিয়া বসিয়া আপনার কালো কালো ডিম গুলিতে তা দিতেছে।

আমি অনেক সময়ই রাস্তায় বাহির হইয়া পথিকদের মুখ এবং চলনের ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিতাম—ভাবে ভঙ্গীতে যাহাদিগকে কিছুমাত্র সন্দেহজনক বোধ হইয়াছে আমি অনেক সময়ই গোপনে তাহাদের অনুসরণ করিয়াছি, তাহাদের নাম ধাম ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়াছি, অবশেষে পরম নৈরাশ্যের সহিত আবিষ্কার করিয়াছি, তাহারা নিষ্কলঙ্ক ভালমানুষ লোক—এমন কি, তাহাদের আত্মীয় বান্ধবেরাও তাহাদের সম্বন্ধে আড়ালে কোন প্রকার গুরুতর মিথ্যা অপবাদও প্রচার করে না। পথিকদের মধ্যে সব চেয়ে যাহাকে পাষণ্ড বলিয়া মনে হইয়াছে, এমন কি, যাহাকে দেখিয়া নিশ্চয় মনে করিয়াছি যে, এইমাত্র সে কোন একটা উৎকট দুষ্কার্য্য সাধন করিয়া আসিয়াছে, সন্ধান করিয়া জানিয়াছি সে একটি ছাত্রবৃত্তি স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত তখনি অধ্যাপনকার্য্য সমাধা করিয়া বাড়ি ফিরিয়া আসিতেছে। এই সকল লোকেরাই অন্য কোন দেশে জন্মগ্রহণ করিলে বিখ্যাত চোর ডাকাত হইয়া উঠিতে পারিত, কেবলমাত্র যথোচিত জীবনীশক্তি এবং যথেষ্ট পরিমাণ পৌরুষের অভাবেই আমাদের দেশে ইহারা কেবল পণ্ডিতী করিয়া বৃদ্ধবয়সে পেন্সন্ লইয়া মরে;—বহু চেষ্টা ও সন্ধানের পর এই দ্বিতীয় পণ্ডিতটার নিরীহতার প্রতি আমার যেরূপ সুগভীর অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল কোন অতি ক্ষুদ্র ঘটিবাটিচোরের প্রতি তেমন হয় নাই।

অবশেষে একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমাদেরই বাসার অনতিদূরে একটি গ্যাস্‌পোষ্টের নীচে একটা মানুষ দেখিলাম, বিনা আবশ্যকে সে উৎসুক ভাবে একই স্থানে ঘুরিতেছে ফিরিতেছে।—তাঁহাকে দেখিয়া আমার সন্দেহ মাত্র রহিল না যে, সে একটি কোন গোপন দুরভিসন্ধির পশ্চাতে নিযুক্ত রহিয়াছে। নিজে অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া তাহার চেহারাখানা বেশ ভাল করিয়া দেখিয়া লইলাম—তরুণ বয়স, দেখিতে সুশ্রী;—আমি মনে মনে কহিলাম, দুষ্কর্ম্ম করিবার এই ত ঠিক উপযুক্ত চেহারা; নিজের মুখশ্রীই যাহাদের সর্ব্বপ্রধান বিরুদ্ধ সাক্ষী, তাহারা যেন সর্ব্বপ্রকার অপরাধের কাজ সর্ব্বপ্রযত্নে পরিহার করে;—সৎকার্য্য করিয়া তাহারা নিষ্ফল হইতে পারে কিন্তু দুষ্কর্ম্ম দ্বারা সফলতা লাভও তাহাদের পক্ষে দুরাশা। দেখিলাম ছোকরাটির চেহারাটাই ইহার সর্ব্বপ্রধান বাহাদুরী—সেজন্য আমি মনে মনে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার তারিফ করিলাম—বলিলাম, ভগবান্ তোমাকে যে দুর্লভ সুবিধাটি দিয়াছেন সেটাকে রীতিমত কাজে খাটাইতে পার, তবে ত বলি সাবাস্!

আমি অন্ধকার হইতে তাহার সম্মুখে আসিয়াই পৃষ্ঠে চপেটাঘাত পূর্ব্বক বলিলাম, এই যে ভাল আছেন ত? সে তৎক্ষণাৎ প্রবল মাত্রায় চমকিয়া উঠিয়া একেবারে ফ্যাকাসে হইয়া উঠিল। আমি কহিলাম, "মাপ করিবেন ভুল হইয়াছে, হঠাৎ আপনাকে অন্যলোক ঠাওরাইয়াছিলাম।" মনে মনে করিলাম কিছুমাত্র ভুল করি নাই, যাহা ঠাওরাইয়াছিলাম তাই বটে। কিন্তু এতটা অধিক চমকিয়া ওঠা তাহার পক্ষে অনুপযুক্ত হইয়াছিল—ইহাতে আমি কিছু ক্ষুণ্ণ হইলাম; নিজের শরীরের প্রতি তাহার আরো অধিক দখল থাকা উচিত ছিল; কিন্তু শ্রেষ্ঠতার সম্পূর্ণ আদর্শ অপরাধীশ্রেণীর মধ্যে বিরল। চোরকেও সেরা চোর করিয়া তুলিতে প্রকৃতি কৃপণতা করিয়া থাকে!

অন্তরালে আসিয়া দেখিলাম, সে ত্রস্তভাবে গ্যাস্‌পোষ্ট ছাড়িয়া চলিয়া গেল, পিছনে পিছনে গেলাম, দেখিলাম, ছোকরাটি গোলদীঘির মধ্যে প্রবেশ করিয়া পুষ্করিণীতীরে তৃণশয্যার উপর চীৎ হইয়া শুইয়া পড়িল ;—আমি ভাবিলাম, উপায় চিন্তার এ একটা স্থান বটে, গ্যাস্‌পোষ্টের তলদেশের অপেক্ষা অনেকাংশে ভাল,—লোকে যদি কিছু সন্দেহ করে ত বড় জোর এই ভাবিতে পারে যে, ছোকরাটি অন্ধকার আকাশে প্রেয়সীর মুখচন্দ্র অঙ্কিত করিয়া কৃষ্ণপক্ষ রাত্রির অভাব পূরণ করিতেছে। ছেলেটির প্রতি উত্তরোত্তর আমার চিত্ত আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

অনুসন্ধান করিয়া তাহার বাসা জানিলাম। মন্মথ তাহার নাম—সে কালেজের ছাত্র, পরীক্ষা ফেল্ করিয়া গ্রীষ্মাবকাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার বাসার সহবাসী ছাত্রগণ সকলেই আপন আপন বাড়ি চলিয়া গেছে। দীর্ঘ অবকাশকালে সকল ছাত্রই বাসা ছাড়িয়া পালায়—এই লোকটিকে কোন্ দুষ্টগ্রহ ছুটি দিতেছে না, সেটা বাহির করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলাম।

আমিও ছাত্র সাজিয়া তাহার বাসার এক অংশ গ্রহণ করিলাম। প্রথম দিন যখন সে আমাকে দেখিল কেমন এক রকম করিয়া সে আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার ভাবটা ভাল বুঝিলাম না। যেন সে বিস্মিত, যেন সে আমার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছে—এমনি একটা ভাব। বুঝিলাম, শিকারীর উপযুক্ত শিকার বটে—ইহাকে সোজা ভাবে ফস্ করিয়া কায়দা করা যাইবে না।

অথচ যখন তাহার সহিত প্রণয়বন্ধনের চেষ্টা করিলাম, তখন সে ধরা দিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিল না। কিন্তু মনে হইল সেও আমাকে সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখে, সেও আমাকে চিনিতে চায়। মনুষ্যচরিত্রের প্রতি এইরূপ সদাসতর্ক সজাগ কৌতূহল—ইহা ওস্তাদের লক্ষণ। এত অল্প বয়সে এতটা চাতুরী দেখিয়া বড় খুসি হইলাম।

মনে ভাবিলাম, মাঝখানে একজন রমণী না আনিলে এই অসাধারণ অকালধূর্ত্ত ছেলেটির হৃদয়দ্বার উদ্‌ঘাটন করা সহজ হইবে না।

একদিন গদগদকণ্ঠে মন্মথকে বলিলাম, ভাই, একটি স্ত্রীলোককে আমি ভালবাসি, কিন্তু সে আমাকে ভালবাসে না।

প্রথমটা সে যেন কিছু চকিতভাবে আমার মুখের দিকে চাহিল, তাহার পর ঈষৎ হাসিয়া কহিল—এরূপ দুর্যোগ বিরল নহে। এই প্রকার মজা করিবার জন্যই কৌতুকপর বিধাতা নরনারীর প্রভেদ করিয়াছেন।

আমি কহিলাম, তোমার পরামর্শ ও সাহায্য চাহি।—সে সম্মত হইল।

আমি বানাইয়া বানাইয়া অনেক ইতিহাস কহিলাম—সে সাগ্রহে কৌতূহলে সমস্ত কথা শুনিল—কিন্তু অধিক কথা কহিল না। আমার ধারণা ছিল, ভালবাসার—বিশেষতঃ গর্হিত ভালবাসার—ব্যাপার প্রকাশ করিয়া বলিলে মানুষের মধ্যে অন্তরঙ্গতা দ্রুত বাড়িয়া উঠে—কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তাহার কোন লক্ষণ দেখা গেল না—ছোকরাটি পূর্ব্বাপেক্ষা যেন চুপ মারিয়া গেল—অথচ সকল কথা মনে গাঁথিয়া লইল। ছেলেটির প্রতি আমার ভক্তির সীমা রহিল না।

এদিকে মন্মথ প্রত্যহ গোপনে দ্বার রোধ করিয়া কি করে—এবং তাহার গোপন অভিসন্ধি কিরূপে কতদূর অগ্রসর হইতেছে আমি তাহার ঠিকানা করিতে পারিলাম না—অথচ অগ্রসর হইতেছিল সন্দেহ নাই। কি একটা

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

নিগূঢ় ব্যাপারে সে ব্যাপৃত আছে এবং সম্প্রতি সেটা অত্যন্ত পরিপক্ক হইয়াছে তাহা এই নবযুবকটির মুখ দেখিবামাত্র বুঝা যাইত। আমি গোপন চাবিতে তাহার ডেস্ক খুলিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে একটা অত্যন্ত দুর্ব্বোধ কবিতার খাতা, কলেজের বক্তৃতার নোট এবং বাড়ির লোকের গোটাকতক অকিঞ্চিৎকর চিঠি ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় নাই। কেবল, বাড়ির চিঠি হইতে এই প্রমাণ হইয়াছে যে, বাড়ি ফিরিবার জন্ত আত্মীয় স্বজন বারংবার প্রবল অনুরোধ করিয়াছে—তথাপি, তৎসত্ত্বেও বাড়ি না যাইবার একটা সঙ্গত কারণ অবশ্য আছে—সেটা যদি ন্যায়সঙ্গত হইত তবে নিশ্চয় এতদিনে কথায় কথায় ফাঁস হইত, কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইবার সম্ভাবনা থাকাতেই এই ছোকরাটির গতিবিধি এবং ইতিহাস আমার কাছে এমন নিরতিশয় ঔৎসুক্যজনক হইয়াছে ;—যে অসামাজিক মনুষ্য সম্প্রদায় পাতালতলে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করিয়া এই বৃহৎ মনুষ্য সমাজকে সর্ব্বদাই নীচের দিক হইতে দোলায়মান করিয়া রাখিয়াছে, এই বালকটি সেই বিশ্বব্যাপী বহু পুরাতন বৃহৎজাতির একটি অঙ্গ ; এ সামান্ত একজন স্কুলের ছাত্র নহে—এ জগৎবক্ষঃবিহারিণী সর্ব্বনাশিনীর একটি প্রলয় সহচর—আধুনিক কালের চস্‌মাপরা নিরীহ বাঙ্গালী ছাত্রের বেশে কালেজে পাঠ অধ্যয়ন করিতেছে—নৃমুণ্ডধারী কাপালিক বেশে ইহার ভৈরবতা আমার নিকট আরও ভৈরবতর হইত না ;—আমি ইহাকে ভক্তি করি।

অবশেষে সশরীরে রমণীর অবতারণা করিতে হইল। পুলিসের বেতনভোগী হরিমতি আমার সহায় হইল। মন্মথকে জানাইলাম আমি এই হরিমতির হতভাগ্য প্রণয়াকাঙ্ক্ষী ইহাকে লক্ষ্য করিয়াই আমি কিছু দিন গোলদীঘির ধারে মন্মথের পার্শ্বচর হইয়া "আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয়রে" কবিতাটি বারংবার আবৃত্তি করিলাম—এবং হরিমতিও কতকটা অন্তরের সহিত, কতকটা লীলা সহকারে জানাইল যে তাহার চিত্ত সে মন্মথকে সমর্পণ করিয়াছে—কিন্তু আশানুরূপ ফল হইল না—মন্মথ সুদূর নির্লিপ্ত অবিচলিত কৌতুহলের সহিত সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল।

এমন সময় একদিন মধ্যাহ্নে তাহার ঘরের মেজেতে একখানি চিঠির গুটিকতক ছিন্নাংশ কুড়াইয়া পাইলাম। যোড় দিয়া দিয়া এই অসম্পূর্ণ বাক্যটুকু আদায় করিলাম "আজ সন্ধ্যা সাতটার সময় গোপনে তোমার বাসায়" —অনেক খুঁজিয়া আর কিছু বাহির করিতে পারিলাম না।

আমার অন্তঃকরণ পুলকিত হইয়া উঠিল; —মাটির মধ্য হইতে কোন বিলুপ্তবংশ প্রাচীন প্রাণীর একখণ্ড হাড় পাইলে প্রত্নজীবতত্ত্ববিদের কল্পনা যেমন মহানন্দে সজাগ হইয়া উঠে আমারও সেই অবস্থা হইল।

আমি জানিতাম আজ রাত্রি দশটার সময় আমাদের বাসায় হরিমতির আবির্ভাব হইবার কথা আছে—ইতিমধ্যে সন্ধ্যা সাতটার সময় ব্যাপার না কি? ছেলেটির যেমন সাহস তেমনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। যদি কোনও গোপন অপরাধের কাজ করিতে হয় তবে ঘরে যেদিন কোন একটা বিশেষ হাঙ্গামা আছে সেই দিন অবকাশ বুঝিয়া করা ভাল! প্রথমতঃ প্রধান ব্যাপারের দিকে সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট থাকে দ্বিতীয়তঃ যেদিন যেখানে কোন বিশেষ সমাগম আছে সেদিন সেখানে কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন গোপন ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিবে ইহা কেহ সম্ভব মনে করে না।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

হঠাৎ আমার সন্দেহ হইল যে, আমার সহিত এই নূতন বন্ধুত্ব এবং হরিমতির সহিত এই প্রেমাভিনয় ইহাকেও মন্মথ আপন কার্য্য-সিদ্ধির উপায় করিয়া লইয়াছে ;—এই জন্যই সে আপনাকে ধরাও দেয় না আপনাকে ছাড়াইয়াও লয় না। আমরা তাহাকে তাহার গোপন কার্য্য হইতে আড়াল করিয়া রাখিয়াছি—সকলেই মনে করিতেছে সে আমাদিগকে লইয়াই ব্যাপৃত রহিয়াছে—সেও সে ভ্রম দূর করিতে চায় না।

তর্কগুলা একবার ভাবিয়া দেখ। যে বিদেশী ছাত্র ছুটির সময় আত্মীয় স্বজনের অনুনয় বিনয় উপেক্ষা করিয়া শূন্যবাসায় একলা পড়িয়া থাকে,—নির্জ্জন স্থানে তাহার বিশেষ প্রয়োজন আছে এ বিষয়ে কাহারও সংশয় থাকিতে পারে না—অথচ আমি তাহার বাসায় আসিয়া তাহার নির্জ্জনতা ভঙ্গ করিয়াছি, এবং একটা রমণীর অবতারণা করিয়া নূতন উপদ্রব সৃজন করিয়াছি ;—কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সে বিরক্ত হয় না, বাসা ছাড়ে না, আমাদের সঙ্গ হইতে দূরে থাকে না—অথচ হরিমতি অথবা আমার প্রতি তাহার তিলমাত্র আসক্তি জন্মে নাই ইহা নিশ্চয় সত্য ;—এমন কি, তাহার অসতর্ক অবস্থায় বারংবার লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, আমাদের উভয়ের প্রতি তাহার একটা আন্তরিক ঘৃণা ক্রমেই যেন প্রবল হইয়া উঠিতেছে।

ইহার একমাত্র তাৎপর্য্য এই যে, সজনতার সাফাইটুকু রক্ষা করিয়া নির্জ্জনতার সুবিধাটুকু ভোগ করিতে হইলে আমার মত নবপরিচিত লোককে নিকটে রাখা সর্ব্বাপেক্ষা সদুপায় ;—এবং কোন বিষয়ে একান্তমনে লিপ্ত হওয়ার পক্ষে রমণীর মত এমন সহজ ছুতা আর কিছু নাই। ইতিপূর্ব্বে মন্মথর আচরণ যেরূপ নিরর্থক এবং সন্দেহজনক ছিল, আমাদের আগমনের পর তাহা সম্পূর্ণ লোপ হইল। কিন্তু এতটা দূরের কথা মুহূর্ত্তের মধ্যে বিচার করিয়া দেখিতে পারে, এত বড় মৎলবী লোক যে আমাদের বাঙ্গালা দেশে জন্মগ্রহণ করিতে পারে ইহা চিন্তা করিয়া আমার হৃদয় উৎসাহে পূর্ণ হইয়া উঠিল। মন্মথ কিছু যদি মনে না করিত তবে আমি বোধ হয় তাহাকে দুই হাতে বক্ষে চাপিয়া ধরিতে পারিতাম।

সেদিন মন্মথের সঙ্গে দেখা হইবামাত্র তাহাকে বলিলাম, আজ তোমাকে সন্ধ্যা সাতটার সময় হোটেলে খাওয়াইব সঙ্কল্প করিয়াছি। শুনিয়া সে একটু চমকিয়া উঠিল—পরে আত্মসম্বরণ করিয়া কহিল ভাই মাপ কর, আমার পাকযন্ত্রের অবস্থা আজ বড় শোচনীয়।—হোটেলের খানায় মন্মথর কখনো কোন কারণে অনভিরুচি দেখি নাই,—আজ তাহার অন্তরিন্দ্রিয় নিশ্চয়ই নিতান্তই দুরূহ অবস্থায় উপনীত হইয়াছে।

সেদিন সন্ধ্যার পূর্ব্বভাগে আমার বাসায় থাকিবার কথা ছিল না। কিন্তু আমি সেদিন গায়ে পড়িয়া নানা কথা পাড়িয়া বৈকালের দিকে কিছুতেই আর উঠিবার গা করিলাম না। মন্মথ মনে মনে অস্থির হইয়া উঠিতে লাগিল, আমার সকল মতের সঙ্গেই সে সম্পূর্ণ সম্মতি প্রকাশ করিল, কোন তর্কের কিছুমাত্র প্রতিবাদ করিল না। অবশেষে ঘড়ির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ব্যাকুলচিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—হরিমতিকে আজ আনিতে যাইবে না?—আমি সচকিতভাবে কহিলাম—হাঁ, হাঁ, সে কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তুমি ভাই আহারাদি প্রস্তুত করিয়া রাখ, আমি ঠিক সাড়ে দশটা রাত্রে তাহাকে এখানে আনিয়া উপস্থিত করিব।” এই বলিয়া চলিয়া গেলাম।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

আনন্দের নেশা আমার সর্ব্বশরীরের রক্তের মধ্যে সঞ্চরণ করিতে লাগিল। সন্ধ্যা সাত ঘটিকার প্রতি মন্মথের যে প্রকার ঔৎসুক্য দেখিলাম আমার ঔৎসুক্য তদপেক্ষা অল্প ছিল না;—আমি আমাদের বাসার অনতিদূরে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া প্রেয়সীসমাগমোৎকণ্ঠিত প্রণয়ীর ন্যায় মুহুর্মুহু ঘড়ি দেখিতে লাগিলাম। গোধূলির অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া যখন রাজপথে গ্যাস জ্বালিবার সময় হইল এমন সময় একটি রুদ্ধদ্বার পাল্কী আমাদের বাসার মধ্যে প্রবেশ করিল। ঐ আচ্ছন্ন পাল্কীটির মধ্যে একটি অশ্রুসিক্ত অবগুণ্ঠিত পাপ একটি মূর্ত্তিমতী ট্রাজিডি কলেজের ছাত্রনিবাসের মধ্যে গুটিকতক উড়ে বেহারার স্কন্ধে চাপিয়া সমুচ্চ হাঁই-হুঁই শব্দে অত্যন্ত অনায়াসে সহজভাবে প্রবেশ করিতেছে কল্পনা করিয়া আমার সর্ব্বশরীরে অপূর্ব্ব পুলক সঞ্চার হইল।

আমি আর অধিক বিলম্ব করিতে পারিলাম না। অনতিকাল পরে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বাহিয়া দোতলায় উঠিলাম। ইচ্ছা ছিল গোপনে লুকাইয়া দেখিয়া শুনিয়া লইব—কিন্তু তাহা ঘটিল না; কারণ, সিঁড়ির সম্মুখবর্ত্তী ঘরেই সিঁড়ির দিকে মুখ করিয়া মন্মথ বসিয়াছিল—এবং গৃহের অপর প্রান্তে বিপরীতমুখে একটি অবগুণ্ঠিতা নারী বসিয়া মৃদুস্বরে কথা কহিতেছিল। যখন দেখিলাম, মন্মথ আমাকে দেখিতে পাইয়াছে, তখন দ্রুত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই বলিলাম, "ভাই আমার ঘড়িটা ঘরে ফেলিয়া আসিয়াছি, তাই লইতে আসিলাম।" মন্মথ এমনি অভিভূত হইয়া পড়িল যে, বোধ হইল যেন তখনি সে মাটিতে পড়িয়া যাইবে। আমি কৌতুক এবং আনন্দে নিরতিশয় ব্যগ্র হইয়া উঠিলাম, "ভাই, তোমার অসুখ করিয়াছে না কি?" সে কোন উত্তর দিতে পারিল না। তখন সেই কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ আড়ষ্ট অবগুণ্ঠিত নারীর দিকে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি মন্মথর কে হন? কোন উত্তর পাইলাম না, কিন্তু দেখিলাম, তিনি মন্মথর কেহই হন না, আমারই স্ত্রী হন! তাহার পর কি হইল সকলে জানেন!

এই আমার ডিটেক্‌টিভ্‌ পদের প্রথম চোর ধরা।—

আমি কিয়ৎক্ষণ পরে ডিটেক্‌টিভ্‌ মহিমচন্দ্রকে কহিলাম, "মন্মথর সহিত তোমার স্ত্রীর সম্বন্ধ সমাজ-বিরুদ্ধ না হইতেও পারে!"

মহিম কহিল—"না হইবারই সম্ভব। আমার স্ত্রীর বাক্স হইতে মন্মথর এই চিঠিখানি পাওয়া গেছে।" বলিয়া একখানি চিঠি আমার হাতে দিল; সেখানি নিম্নে প্রকাশিত হইল।

সুচরিতাসু,

হতভাগ্য মন্মথের কথা তুমি বোধ করি এতদিনে ভুলিয়া গিয়াছ। বাল্যকালে যখন কাজিবাড়ির মাতুলালয়ে যাইতাম, তখন সর্ব্বদাই সেখান হইতে তোমাদের বাড়ি গিয়া তোমার সহিত অনেক খেলা করিয়াছি। আমাদের সে খেলাঘর এবং সে খেলার সম্পর্ক ভাঙ্গিয়া গেছে। তুমি জান কি না বলিতে পারি না, এক সময় ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া এবং লজ্জার মাথা খাইয়া তোমার সহিত আমার বিবাহের সম্বন্ধ চেষ্টাও করিয়াছিলাম, কিন্তু আমাদের বয়স প্রায় এক বলিয়া উভয় পক্ষেরই কর্ত্তারা কোন ক্রমে রাজি হইলেন না।

তাহার পর তোমার বিবাহ হইয়া গেলে চার পাঁচ বৎসর তোমার আর কোন সন্ধান পাই নাই। আজ পাঁচ মাস হইল তোমার স্বামী কলিকাতার পুলিসের কর্ম্ম লইয়া সহরে বদলি হইয়াছেন খবর পাইয়া আমি তোমাদের বাসা সন্ধান করিয়া বাহির করিয়াছি।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

তোমার সহিত সাক্ষাতের দুরাশা আমার নাই, এবং অন্তর্য্যামী জানেন, তোমার গার্হস্থ্য-সুখের মধ্যে উপদ্রবের মত প্রবেশলাভ করিবার দুরভিসন্ধিও আমি রাখি না। সন্ধ্যার সময় তোমাদের বাসার সম্মুখবর্ত্তী একটি গ্যাস-পোষ্টের তলে আমি সূর্য্যোপাসকের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকি—তুমি ঠিক সাড়ে সাতটার সময় একটি প্রজ্বলিত কেরোসিন্ ল্যাম্প লইয়া প্রত্যহ নিয়মিত তোমাদের দোতলার দক্ষিণ-দিকের ঘরের কাঁচের জানলাটির সম্মুখে স্থাপন কর—সেই সময় মুহূর্ত্তকালের জন্য তোমার দীপালোকিত প্রতিমাখানি আমার দৃষ্টিপথে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে—তোমার সম্বন্ধে আমার এই একটিমাত্র অপরাধ।

ইতিমধ্যে ঘটনাক্রমে তোমার স্বামীর সহিত আমার আলাপ এবং ক্রমে ঘনিষ্ঠতাও হইয়াছে। তাঁহার চরিত্র যেরূপ দেখিলাম, তাহাতে বুঝিতে বাকি নাই যে, তোমার জীবন সুখের নহে। তোমার প্রতি আমার কোন প্রকার সামাজিক অধিকার নাই কিন্তু যে বিধাতা তোমার দুঃখকে আমার দুঃখে-পরিণত করিয়াছেন, তিনিই সে দুঃখ মোচনের চেষ্টাভার আমার উপরেই স্থাপন করিয়াছেন।

অতএব আমার স্পর্দ্ধা মাপ করিয়া শুক্রবার সন্ধ্যাবেলায় ঠিক সাতটার সময় গোপনে পাল্কী করিয়া একবার বিশ মিনিটের জন্য আমার বাসায় আসিলে আমি তোমাকে তোমার স্বামী সম্বন্ধে কতকগুলি গোপন কথা বলিতে চাহি—যদি বিশ্বাস না কর এবং যদি সহ্য করিতে পার তবে তৎসম্বন্ধে প্রমাণও দেখাইতে পারি—এবং সেই সঙ্গে কতকগুলি পরামর্শ দিতেও ইচ্ছা করি;—আমি ভগবান্‌কে অন্তরে রাখিয়া, আশা করিতেছি সেই পরামর্শমতে চলিলে তুমি একদিন সুখী হইতে পারিবে!

আমার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ নহে;—ক্ষণকালের জন্য তোমাকে সম্মুখে দেখিব, তোমার কথা শুনিব, এবং তোমার চরণতল-স্পর্শে আমার গৃহখানিকে চিরকালের জন্য সুখস্বপ্নমণ্ডিত করিয়া তুলিব এ আকাঙ্ক্ষাও আমার অন্তরে আছে। যদি আমাকে বিশ্বাস না কর এবং যদি এ সুখ হইতেও আমাকে বঞ্চিত করিতে চাও, তবে সে কথা আমাকে লিখিয়ো—আমি তদুত্তরে পত্রযোগেই সকল কথা জানাইব। যদি চিঠি লিখিবার বিশ্বাসও না থাকে তবে আমার এই পত্রখানি তোমার স্বামীকে দেখাইও,—তাহার পরে আমার যাহা বক্তব্য তাহা তাঁহাকেই বলিব।

নিত্য শুভাকাঙ্ক্ষী,
শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার।

জয় পরাজয়।

রাজকন্যার নাম অপরাজিতা। উদয়নারায়ণের সভাকবি শেখর তাঁহাকে কখন চক্ষেও দেখেন নাই। কিন্তু যে দিন কোন নূতন কাব্য রচনা করিয়া সভাতলে বসিয়া রাজাকে শুনাইতেন, সেদিন কণ্ঠস্বর ঠিক এতটা উচ্চ করিয়া পড়িতেন, যাহাতে তাহা সেই সমুচ্চ গৃহের উপরিতলের জালায়নবর্ত্তিনী অদৃশ্য শ্রোত্রীগণের কর্ণপথে প্রবেশ করিতে পারে। যেন তিনি কোন এক অগম্য নক্ষত্রলোকের উদ্দেশে আপনার সঙ্গীতোচ্ছ্বাস প্রেরণ করিতেন, যেখানে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার জীব-

নের একটি অপরিচিত শুভগ্রহ অদৃশ্য মহিমায় বিরাজ করিতেছেন।

কখন ছায়ার মতন দেখিতে পাইতেন, কখন নূপুরশিঞ্জনের মতন শুনা যাইত; বসিয়া বসিয়া মনে মনে ভাবিতেন, সে কেমন দুইখানি চরণ যাহাতে সেই সোণার নূপুর বাঁধা থাকিয়া তালে তালে গান গাহিতেছে! সেই দুইখানি রক্তিম শুভ্র কোমল চরণতল প্রতি পদক্ষেপে কি সৌভাগ্য কি অনুগ্রহ কি করুণার মত করিয়া পৃথিবীকে স্পর্শ করে। মনের মধ্যে সেই চরণ দুটি প্রতিষ্ঠা করিয়া কবি অবসরকালে সেইখানে আসিয়া লুটাইয়া পড়িত এবং সেই নূপুরশিঞ্জনের সুরে আপনার গান বাঁধিত।

কিন্তু যে ছায়া দেখিয়াছিল, যে নূপুর শুনিয়াছিল, সে কাহার ছায়া কাহার নূপুর এমন তর্ক এমন সংশয় তাহার ভক্তহৃদয়ে কখন উদয় হয় নাই।

রাজকন্যার দাসী মঞ্জরী যখন ঘাটে যাইত, শেখরের ঘরের সম্মুখ দিয়া তাহার পথ ছিল। আসিতে যাইতে কবির সঙ্গে তাহার দুটা কথা না হইয়া যাইত না। তেমন নির্জ্জন দেখিলে সে সকালে সন্ধ্যায় শেখরের ঘরের মধ্যে গিয়াও বসিত। যতবার সে ঘাটে যাইত, ততবার যে তাহার আবশ্যক ছিল, এমনও বোধ হইত না, যদি বা আবশ্যক ছিল এমন হয়, কিন্তু ঘাটে যাইবার সময় উহারই মধ্যে একটু বিশেষ যত্ন করিয়া একটা রঙীন কাপড় এবং কাণে দুইটা আম্রমুকুল পরিবার কোন উচিত কারণ পাওয়া যাইত না।

লোকে হাসাহাসি কাণাকাণি করিত। লোকের কোন অপরাধ ছিল না। মঞ্জরীকে দেখিলে শেখর বিশেষ আনন্দলাভ করিতেন। তাহা গোপন করিতেও তাঁহার তেমন প্রয়াস ছিল না

তাহার নাম ছিল মঞ্জরী; বিবেচনা করিয়া দেখিলে সাধারণ লোকের পক্ষে সেই নামই যথেষ্ট ছিল, কিন্তু শেখর আবার আরও একটু কবিত্ব করিয়া তাহাকে বসন্তমঞ্জরী বলিতেন। লোকে শুনিয়া বলিত, আ সর্ব্বনাশ!

আবার কবির বসন্ত-বর্ণনার মধ্যে—"মঞ্জুল বঞ্জুল মঞ্জরী" এমনতর অনুপ্রাসও মাঝে মাঝে পাওয়া যাইত। এমন কি, জনরব রাজার কাণেও উঠিয়াছিল।

রাজা তাঁহার কবির এইরূপ রসাধিক্যের পরিচয় পাইয়া বড়ই আমোদ বোধ করিতেন—তাহা লইয়া কৌতুক করিতেন, শেখরও তাহাতে যোগ দিতেন।

রাজা হাসিয়া প্রশ্ন করিতেন, "ভ্রমর কি কেবল বসন্তের রাজসভায় গান গায়"—

কবি উত্তর দিতেন, "না, পুষ্পমঞ্জরীর মধুও খাইয়া থাকে।"

এমনি করিয়া সকলেই হাসিত, আমোদ করিত; বোধ করি অন্তঃপুরে রাজকন্যা অপরাজিতাও মঞ্জরীকে লইয়া মাঝে মাঝে উপহাস করিয়া থাকিতেন। মঞ্জরী তাহাতে অসন্তুষ্ট হইত না।

এমনি করিয়া সত্যে মিথ্যায় মিশাইয়া মানুষের জীবন একরকম করিয়া কাটিয়া যায়—খানিকটা বিধাতা গড়েন, খানিকটা আপনি গড়ে, খানিকটা পাঁচজনে গড়িয়া দেয়; জীবনটা একটা পাঁচমিশালি রকমের জোড়াতাড়া; প্রকৃত এবং অপ্রকৃত, কাল্পনিক এবং বাস্তবিক।

কেবল কবি যে গানগুলি গাহিতেন তাহাই সত্য এবং সম্পূর্ণ। গানের বিষয় সেই রাধা এবং কৃষ্ণ—সেই চিরন্তন নর এবং চিরন্তন নারী, সেই অনাদি দুঃখ এবং অনন্ত সুখ। সেই গানেই তাঁহার যথার্থ নিজের কথা ছিল —এবং সেই গানের যাথার্থ্য অমরাপুরের রাজা

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

হইতে দীনদুঃখী প্রজা পর্য্যন্ত সকলেই আপনার হৃদয়ে হৃদয়ে পরীক্ষা করিয়াছিল। তাঁহার গান সকলেরই মুখে। জ্যোৎস্না উঠিলেই, একটু দক্ষিণা বাতাসের আভাস দিলেই অমনি দেশের চতুর্দ্দিকে কত কানন, কত পথ, কত নৌকা, কত বাতায়ন, কত প্রাঙ্গণ হইতে তাঁহার রচিত গান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিত—তাঁহার খ্যাতির আর সীমা ছিল না।

এই ভাবে অনেক দিন কাটিয়া গেল। কবি কবিতা লিখিতেন, রাজা শুনিতেন, রাজসভার লোক বাহবা দিত, মঞ্জরী ঘাটে আসিত, এবং অন্তঃপুরের বাতায়ন হইতে কখন কখন একটা ছায়া পড়িত, কখন কখন একটা নূপুর শুনা যাইত।

এমন সময়ে দাক্ষিণাত্য হইতে এক দিগ্বিজয়ী কবি শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে রাজার স্তবগান করিয়া রাজসভায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি স্বদেশ হইতে বাহির হইয়া পথিমধ্যে সমস্ত রাজকবিদিগকে পরাস্ত করিয়া অবশেষে অমরাপুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।

রাজা পরম সমাদরের সহিত কহিলেন "এহি, এহি!" কবি পুণ্ডরীক দম্ভভরে কহিলেন "যুদ্ধং দেহি।"

রাজার মান রাখিতে হইবে—যুদ্ধ দিতে হইবে, কিন্তু কাব্যযুদ্ধ যে কিরূপ হইতে পারে শেখরের সে সম্বন্ধে ভালরূপ ধারণা ছিল না। তিনি অত্যন্ত চিন্তিত ও শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। রাত্রে নিদ্রা হইল না। যশস্বী পুণ্ডরীকের দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, সুতীক্ষ্ণ বক্রনাসা এবং দর্পোদ্ধত উন্নত মস্তক দিগ্বিদিকে অঙ্কিত দেখিতে লাগিলেন।

প্রাতঃকালে কম্পিতহৃদয় কবি রণক্ষেত্রে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। প্রত্যূষ হইতে সভাতল লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেছে, কলরবের সীমা নাই; নগরে আর সমস্ত কাজকর্ম্ম একেবারে বন্ধ।

কবি শেখর বহুকষ্টে মুখে সহাস্য প্রফুল্লতার আয়োজন করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী কবি পুণ্ডরীককে নমস্কার করিলেন—পুণ্ডরীক প্রচণ্ড অবহেলাভরে নিতান্ত ইঙ্গিতমাত্রে নমস্কার ফিরাইয়া দিলেন এবং নিজের অনুবর্ত্তী ভক্তবৃন্দের দিকে চাহিয়া হাসিলেন।

শেখর একবার অন্তঃপুরের জালায়নের দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন, বুঝিতে পারিলেন সেখান হইতে আজ শত শত কৌতূহলপূর্ণ কৃষ্ণতারকার ব্যগ্রদৃষ্টি এই জনতার উপরে অজস্র নিপতিত হইতেছে। একবার একাগ্রভাবে চিত্তকে সেই ঊর্দ্ধলোকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া আপনার জয়লক্ষ্মীকে বন্দনা করিয়া আসিলেন, মনে মনে কহিলেন "আমার যদি আজ জয় হয় তবে, হে দেবি, হে অপরাজিতা, তাহাতে তোমারি নামের সার্থকতা হইবে।"

তূরী ভেরী বাজিয়া উঠিল। জয়ধ্বনি করিয়া সমাগত সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল। শুক্লবসন রাজা উদয়নারায়ণ শরৎপ্রভাতের শুভ্র মেঘরাশির ন্যায় ধীরগমনে সভায় প্রবেশ করিলেন এবং সিংহাসনে উঠিয়া বসিলেন।

পুণ্ডরীক উঠিয়া সিংহাসনের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বৃহৎ সভা স্তব্ধ হইয়া গেল।

বক্ষ বিস্ফারিত করিয়া গ্রীবা ঈষৎ ঊর্দ্ধে হেলাইয়া বিরাটমূর্ত্তি পুণ্ডরীক গম্ভীরস্বরে উদয়নারায়ণের স্তব পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। কণ্ঠস্বর ঘরে ধরে না—বৃহৎ সভাগৃহের চারিদিকের ভিত্তিতে স্তম্ভে ছাদে সমুদ্রের তরঙ্গের মত গম্ভীর মন্দ্রে আঘাত প্রতিঘাত করিতে লাগিল, এবং কেবল সেই ধ্বনির বেগে সমস্ত জনমণ্ডলীর বক্ষকবাট থর্ থর্ করিয়া স্পন্দিত

হইয়া উঠিল। কত কৌশল, কত কারুকার্য্য উদয়নারায়ণ নামের কতরূপ ব্যাখ্যা, রাজার নামাক্ষরের কতদিক হইতে কতপ্রকার বিন্যাস, কত ছন্দ, কত যমক!

পুণ্ডরীক যখন শেষ করিয়া বসিলেন, কিছুক্ষণের জন্য নিস্তব্ধ সভাগৃহ তাঁহার কণ্ঠের প্রতিধ্বনি ও সহস্র হৃদয়ের নির্ব্বাক্ বিস্ময়-রাশিতে গম্ গম্ করিতে লাগিল। বহুদূরদেশ হইতে আগত পণ্ডিতগণ দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া উচ্ছ্বসিত স্বরে সাধু সাধু করিয়া উঠিলেন।

তখন সিংহাসন হইতে রাজা একবার শেখরের মুখের দিকে চাহিলেন। শেখরও ভক্তি প্রণয় অভিমান এবং একপ্রকার সকরুণ সঙ্কোচ-পূর্ণ দৃষ্টি রাজার দিকে প্রেরণ করিল এবং ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল। রাম যখন লোকরঞ্জনার্থে দ্বিতীয়বার অগ্নিপরীক্ষা করিতে চাহিয়াছিলেন তখন সীতা যেন এইরূপ ভাবে চাহিয়া এম্‌নি করিয়া তাঁহার স্বামীর সিংহাসনের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন।

কবির দৃষ্টি নীরবে রাজাকে জানাইল— "আমি তোমারই। তুমি যদি বিশ্বসমক্ষে আমাকে দাঁড় করাইয়া পরীক্ষা করিতে চাও ত কর। কিন্তু—" তাহার পরে নয়ন নত করিলেন।

পুণ্ডরীক সিংহের মত দাঁড়াইয়াছিল, শেখর চারিদিকে ব্যাধবেষ্টিত হরিণের মত দাঁড়াইল। তরুণ যুবক, রমণীর ন্যায় লজ্জা এবং স্নেহ-কোমল মুখ, পাণ্ডুবর্ণ কপোল, শরীরাংশ নিতান্ত স্বল্প, দেখিলে মনে হয় ভাবের স্পর্শ-মাত্রেই সমস্ত দেহ যেন বীণার তারের মত কাঁপিয়া বাজিয়া উঠিবে।

শেখর মুখ না তুলিয়া প্রথমে অতি মৃদুস্বরে আরম্ভ করিলেন। প্রথম একটা শ্লোক বোধ হয় কেহ ভাল করিয়া শুনিতে পাইল না। তাহার পরে ক্রমে ক্রমে মুখ তুলিলেন— যেখানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন সেখান হইতে যেন সমস্ত জনতা এবং রাজসভার পাষাণ-প্রাচীর বিগলিত হইয়া বহুদূরবর্ত্তী অতীতের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গেল। সুমিষ্ট পরিষ্কার কণ্ঠস্বর কাঁপিতে কাঁপিতে উজ্জ্বল অগ্নিশিখার ন্যায় ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল। প্রথমে রাজার চন্দ্রবংশীয় আদিপুরুষের কথা আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে কত যুদ্ধ বিগ্রহ শৌর্য্য বীর্য্য যজ্ঞ দান কত মহদনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া তাঁহার রাজকাহিনীকে বর্ত্তমান কালের মধ্যে উপনীত করিলেন। অবশেষে সেই দূরস্মৃতি-বদ্ধ দৃষ্টিকে ফিরাইয়া আনিয়া রাজার মুখের উপর স্থাপিত করিলেন এবং রাজ্যের সমস্ত প্রজাহৃদয়ের একটা বৃহৎ অব্যক্ত প্রীতিকে ভাষায় ছন্দে মূর্ত্তিমান্ করিয়া সভার মাঝখানে দাঁড় করাইয়া দিলেন—যেন দূর দূরান্তর হইতে শত সহস্র প্রজার হৃদয়স্রোত ছুটিয়া আসিয়া রাজপিতামহদিগের এই অতি পুরাতন প্রাসাদকে মহাসঙ্গীতে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল—ইহার প্রত্যেক ইষ্টককে যেন তাহারা স্পর্শ করিল, আলিঙ্গন করিল, চুম্বন করিল, ঊর্দ্ধে অন্তঃপুরের জালায়ন সম্মুখে উত্থিত হইয়া রাজলক্ষ্মী-স্বরূপা প্রাসাদলক্ষ্মীদের চরণতলে স্নেহার্দ্র ভক্তিভরে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, এবং সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া রাজাকে এবং রাজার সিংহাসনকে মহামহোল্লাসে শত শত বার প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। অবশেষে বলিলেন, মহারাজ, বাক্যতে হার মানিতে পারি কিন্তু ভক্তিতে কে হারাইবে! এই বলিয়া কম্পিতদেহে বসিয়া পড়িলেন। তখন অশ্রুজলে অভিষিক্ত প্রজাগণ জয় জয় রবে আকাশ কাঁপাইতে ল

সাধারণ জনমণ্ডলীর এই উন্মত্ততাকে

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ধিক্কারপূর্ণ হাস্যের দ্বারা অবজ্ঞা করিয়া পুণ্ডরীক আবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দৃপ্তগর্জ্জনে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাক্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কে! সকলে এক মুহূর্ত্তে স্তব্ধ হইয়া গেল।

তখন তিনি নানা ছন্দে অদ্ভুত পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়া বেদ বেদান্ত আগম নিগম হইতে প্রমাণ করিতে লাগিলেন—বিশ্বের মধ্যে বাক্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বাক্যই সত্য, বাক্যই ব্রহ্ম। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বাক্যের বশ—অতএব বাক্য তাঁহাদের অপেক্ষা বড়। ব্রহ্মা চারিমুখে বাক্যকে শেষ করিতে পারিতেছেন না—পঞ্চানন পাঁচমুখে বাক্যের অন্ত না পাইয়া অবশেষে নীরবে ধ্যানপরায়ণ হইয়া বাক্য খুঁজিতেছেন।

এম্নি করিয়া পাণ্ডিত্যের উপর পাণ্ডিত্য এবং শাস্ত্রের উপর শাস্ত্র চাপাইয়া বাক্যের জন্য একটা অভ্রভেদী সিংহাসন নির্ম্মাণ করিয়া বাক্যকে মর্ত্ত্যলোক এবং সুরলোকের মস্তকের উপর বসাইয়া দিলেন এবং পুনর্ব্বার বজ্রনিনাদে জিজ্ঞাসা করিলেন, বাক্যের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কে?

দর্পভরে চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিলেন; যখন কেহ কোন উত্তর দিল না তখন ধীরে ধীরে আসন গ্রহণ করিলেন। পণ্ডিতগণ সাধু সাধু ধন্য ধন্য করিতে লাগিল—রাজা বিস্মিত হইয়া রহিলেন এবং কবি শেখর এই বিপুল পাণ্ডিত্যের নিকটে আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করিলেন। আজিকার মত সভাভঙ্গ হইল।

পরদিন শেখর আসিয়া গান আরম্ভ করিয়া দিলেন;—বৃন্দাবনে প্রথমে বাঁশি বাজিয়াছে, তখনও গোপিনীরা জানে না, কে বাজাইল—জানে না, কোথায় বাজিতেছে। একবার মনে হইল দক্ষিণ পবনে বাজিতেছে, একবার মনে হইল উত্তরে গিরিগোবর্দ্ধনের শিখর হইতে ধ্বনি আসিতেছে; মনে হইল উদয়াচলের উপরে দাঁড়াইয়া কে মিলনের জন্য আহ্বান করিতেছে; মনে হইল অস্তাচলের প্রান্তে বসিয়া কে বিরহশোকে কাঁদিতেছে; মনে হইল যমুনার প্রত্যেক তরঙ্গ হইতে বাঁশি বাজিয়া উঠিল, মনে হইল আকাশের প্রত্যেক তারা যেন সেই বাঁশির ছিদ্র—অবশেষে কুঞ্জে কুঞ্জে, পথে ঘাটে, ফুলে ফলে, জলে স্থলে, উচ্চে নীচে, অন্তরে বাহিরে বাঁশি সর্ব্বত্র হইতে বাজিতে লাগিল—বাঁশি কি বলিতেছে তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না, এবং বাঁশির উত্তরে হৃদয় কি বলিতে চাহে তাহাও কেহ স্থির করিতে পারিল না; কেবল দুটি চক্ষু অশ্রুজলে জাগিয়া উঠিল, এবং একটি অলোকসুন্দর শ্যামস্নিগ্ধ মরণের আকাঙ্ক্ষায় সমস্ত প্রাণ যেন উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল।

সভা ভুলিয়া, রাজা ভুলিয়া, আত্মপক্ষ প্রতিপক্ষ ভুলিয়া, যশ অপযশ, জয় পরাজয়, উত্তর প্রত্যুত্তর, সমস্ত ভুলিয়া শেখর আপনার নির্জ্জন হৃদয়কুঞ্জের মধ্যে যেন একলা দাঁড়াইয়া এই বাঁশির গান গাহিয়া গেলেন। কেবল মনে ছিল একটি জ্যোতির্ম্ময়ী মানসী মূর্ত্তি, কেবল কাণে বাজিতেছিল দুটি কমল-চরণের নূপুর-ধ্বনি। কবি যখন গান শেষ করিয়া হতজ্ঞানের মত বসিয়া পড়িলেন, তখন একটি অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্যে একটি বৃহৎ ব্যাপ্ত বিরহ-ব্যাকুলতায় সভাগৃহ পরিপূর্ণ হইয়া রহিল, কেহ সাধুবাদ দিতে পারিল না।

এই ভাবের প্রবলতার কিঞ্চিৎ উপশম হইলে পুণ্ডরীক সিংহাসন-সম্মুখে উঠিলেন। প্রশ্ন করিলেন—রাধাই বা কে, কৃষ্ণই বা কে? —বলিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং শিষ্যদের প্রতি চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিলেন "রাধাই বা কে, কৃষ্ণই বা কে?" বলিয়া অসামান্য পাণ্ডিত্য বিস্তার

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

করিয়া আপনিই তাহার উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন।

বলিলেন রাধা প্রণব, ওঁকার, কৃষ্ণ ধ্যান যোগ এবং বৃন্দাবন দুই ভ্রূর মধ্যবর্ত্তী বিন্দু। ইড়া, সুষুম্না, পিঙ্গলা, নাভিপদ্ম, হৃৎপদ্ম, ব্রহ্মরন্ধ্র, সমস্ত আনিয়া ফেলিলেন। রা অর্থেই বা কি, ধা অর্থেই বা কি, কৃষ্ণ শব্দের ক হইতে মূর্দ্ধণ্য ণ পর্য্যন্ত প্রত্যেক অক্ষরের কত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ হইতে পারে তাহার একে একে মীমাংসা করিলেন। একবার বুঝাইলেন কৃষ্ণ যজ্ঞ, রাধিকা অগ্নি, একবার বুঝাইলেন কৃষ্ণ বেদ এবং রাধিকা ষড়দর্শন, তাহার পরে বুঝাইলেন কৃষ্ণ শিক্ষা এবং রাধিকা দীক্ষা। রাধিকা তর্ক, কৃষ্ণ মীমাংসা; রাধিকা উত্তর প্রত্যুত্তর কৃষ্ণ জয়লাভ।

এই বলিয়া রাজার দিকে পণ্ডিতের দিকে এবং অবশেষে তীব্র হাস্যে শেখরের দিকে চাহিয়া পুণ্ডরীক বসিলেন।

রাজা পুণ্ডরীকের আশ্চর্য্য ক্ষমতায় মুগ্ধ হইয়া গেলেন, পণ্ডিতদের বিস্ময়ের সীমা রহিল না, এবং কৃষ্ণ রাধার নব নব ব্যাখ্যায় বাঁশীর গান, যমুনার কল্লোল, প্রেমের মোহ একেবারে দূর হইয়া গেল; যেন পৃথিবীর উপর হইতে কে এক জন বসন্তের সবুজ রংটুকু মুছিয়া লইয়া আগাগোড়া পবিত্র গোময় লেপন করিয়া গেল। শেখর আপনার এত দিনকার সমস্ত গান বৃথা বোধ করিতে লাগিলেন, ইহার পরে তাঁহার আর গান গাহিবার সামর্থ্য রহিল না। সেদিন সভা ভঙ্গ হইল।

পরদিন পুণ্ডরীক ব্যস্ত এবং সমস্ত, দ্বিব্যস্ত এবং দ্বিসমস্তক, বৃত্ত, তার্ক্ষ্য, সৌত্র, চক্র, পদ্ম, কাকপদ, আদ্যুত্তর, মধ্যোত্তর, অন্তোত্তর, বাক্যোত্তর, শ্লোকোত্তর, বচনগুপ্ত, মাত্রাচ্যুতক, চ্যুতদত্তাক্ষর, অর্থগূঢ়, স্তুতিনিন্দা, অপহ্নুতি, শুদ্ধাপভ্রংশ, শাব্দী, কালসার, প্রহেলিকা প্রভৃতি অদ্ভুত শব্দচাতুরী দেখাইয়া দিলেন! শুনিয়া সভাশুদ্ধ লোক বিস্ময় রাখিতে স্থান পাইল না।

শেখর যে সকল পদ্য রচনা করিতেন তাহা নিতান্ত সরল—তাহা সুখে দুঃখে উৎসবে আনন্দে সর্ব্বসাধারণ ব্যবহার করিত—আজ তাহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিল তাহাতে কোন গুণপনা নাই, যেন তাহা ইচ্ছা করিলেই তাহারাও রচনা করিতে পারিত, কেবল অনভ্যাস অনিচ্ছা অনবসর ইত্যাদি কারণেই পারে না—নহিলে কথাগুলো বিশেষ নূতনও নহে, দুরূহও নহে, তাহাতে পৃথিবীর লোকের নূতন একটা শিক্ষাও হয় না, সুবিধাও হয় না—কিন্তু আজ যাহা শুনিল তাহা অদ্ভুত ব্যাপার; কাল যাহা শুনিয়াছিল তাহাতেও বিস্তর চিন্তা এবং শিক্ষার বিষয় ছিল। পুণ্ডরীকের পাণ্ডিত্য ও নৈপুণ্যের নিকট তাহাদের আপনার কবিটিকে নিতান্ত বালক ও সামান্য লোক বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

মৎস্যপুচ্ছের তাড়নায় জলের মধ্যে যে গূঢ় আন্দোলন চলিতে থাকে, সরোবরের পদ্ম যেমন তাহার প্রত্যেক আঘাত অনুভব করিতে পারে, শেখর তেমনি তাঁহার চতুর্দ্দিকবর্ত্তী সভাস্থজনের মনের ভাব হৃদয়ের মধ্যে বুঝিতে পারিলেন।

আজ শেষদিন। আজ জয় পরাজয় নির্ণয় হইবে। রাজা তাঁহার কবির প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহার অর্থ এই, আজ নিরুত্তর হইয়া থাকিলে চলিবে না—তোমার যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে।

শেখর শ্রান্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কেবল এই ক'টি কথা বলিলেন—"বীণাপাণি, শ্বেতভুজা, তুমি যদি তোমার কমলবন শূন্য

করিয়া আজ মল্লভূমিতে আসিয়া দাঁড়াইলে তবে তোমার চরণাসক্ত যে ভক্তগণ অমৃত-পিপাসী, তাহাদের কি গতি হইবে ?" মুখ ঈষৎ উপরে তুলিয়া করুণ স্বরে বলিলেন, যেন শ্বেতভুজা বীণাপাণি নতনয়নে রাজান্তঃপুরে জালায়নসম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন।

তখন পুণ্ডরীক উঠিয়া সশব্দে হাস্য করিলেন—এবং "শেখর" শব্দের শেষ দুই অক্ষর গ্রহণ করিয়া অনর্গল শ্লোক রচনা করিয়া গেলেন। বলিলেন, পদ্মবনের সহিত খরের কি সম্পর্ক ? এবং সঙ্গীতে বিস্তর চর্চ্চা সত্ত্বেও উক্ত প্রাণী কিরূপ ফললাভ করিয়াছে ? আর সরস্বতীর অধিষ্ঠান ত পুণ্ডরীকেই ; মহারাজের অধিকারে তিনি কি অপরাধ করিয়াছিলেন, যে, এদেশে তাঁহাকে খর-বাহন করিয়া অপমান করা যাইতেছে ?

পণ্ডিতেরা এই প্রত্যুত্তরে উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিলেন। সভাসদেরাও তাহাতে যোগ দিল—তাঁহাদের দেখা-দেখি সভাসুদ্ধ সমস্ত লোক—যাহারা বুঝিল এবং না বুঝিল—সকলেই হাসিতে লাগিল।

ইহার উপযুক্ত প্রত্যুত্তরের প্রত্যাশায় রাজা তাঁহার কবিসখাকে বারবার অঙ্কুশের ন্যায় তীক্ষ্ণ দৃষ্টির দ্বারা তাড়না করিতে লাগিলেন। কিন্তু শেখর তাহার প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ না করিয়া অটলভাবে বসিয়া রহিলেন।

তখন রাজা শেখরের প্রতি মনে মনে অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিলেন—এবং নিজের কণ্ঠ হইতে মুক্তার মালা খুলিয়া পুণ্ডরীকের গলায় পরাইয়া দিলেন—সভাস্থ সকলেই ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। অন্তঃপুর হইতে এককালে অনেক-গুলি বলয় কঙ্কণ নূপুরের শব্দ শুনা গেল—তাহাই শুনিয়া শেখর আসন ছাড়িয়া উঠিলেন এবং ধীরে ধীরে সভাগৃহ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর রাত্রি। ঘন অন্ধকার। ফুলের গন্ধ বহিয়া দক্ষিণের বাতাস উদার বিশ্ববন্ধুর ন্যায় মুক্ত বাতায়ন দিয়া নগরের ঘরে ঘরে প্রবেশ করিতেছে।

ঘরের কাষ্ঠমঞ্চ হইতে শেখর আপনার পুঁথিগুলি পাড়িয়া সম্মুখে স্তূপাকার করিয়া রাখিয়াছেন তাহার মধ্য হইতে বাছিয়া বাছিয়া নিজের রচিত গ্রন্থগুলি পৃথক্ করিয়া রাখিলেন। অনেকদিনকার অনেক লেখা। তাহার মধ্যে অনেকগুলি রচনা তিনি নিজেই প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সেগুলি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া এখানে ওখানে পড়িয়া দেখিতে লাগিলেন। আজ তাঁহার কাছে ইহা সমস্তই অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইল।

নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, সমস্ত জীবনের এই কি সঞ্চয় ! কতকগুলা কথা এবং ছন্দ এবং মিল ! ইহার মধ্যে যে, কোন সৌন্দর্য্য, মানবের কোন চির আনন্দ, কোন বিশ্বসঙ্গী-তের প্রতিধ্বনি, তাঁহার আপনার হৃদয়ে কোন গভীর প্রকাশ নিবদ্ধ হইয়া আছে আজ তিনি তাহা দেখিতে পাইলেন না। রোগীর মুখে যেমন কোন খাদ্যই রুচে না, তেমনি আজ তাঁহার হাতের কাছে যাহা কিছু আসিল সমস্তই ঠেলিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন। রাজার মৈত্রী, লোকের খ্যাতি, হৃদয়ের দুরাশা, কল্পনার কুহক—আজ অন্ধকার রাত্রে সমস্তই শূন্য বিড়ম্বনা বলিয়া ঠেকিতে লাগিল।

তখন একটি একটি করিয়া তাঁহার পুঁথি ছিঁড়িয়া সম্মুখের জ্বলন্ত অগ্নিভাণ্ডে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। হঠাৎ একটা উপহাসের কথা মনে উদয় হইল। হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"বড় বড় রাজারা অশ্বমেধ যজ্ঞ

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

করিয়া থাকেন—আজ আমার এ কাব্যমেধ যজ্ঞ!" কিন্তু তখনি মনে উদয় হইল, তুলনাটা ঠিক হয় নাই। অশ্বমেধের অশ্ব যখন সর্ব্বত্র বিজয়ী হইয়া আসে তখনি অশ্বমেধ হয়—আমার কবিত্ব যে দিন পরাজিত হইয়াছে আমি সেই দিন কাব্যমেধ করিতে বসিয়াছি—আরো বহুদিন পূর্ব্বে করিলেই ভাল হইত।

একে একে নিজের সকল গ্রন্থগুলিই অগ্নিতে সমর্পণ করিলেন। আগুন ধূধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলে কবি সবেগে দুই শূন্য হস্ত শূন্যে নিক্ষেপ করিতে করিতে বলিলেন—"তোমাকে দিলাম, তোমাকে দিলাম, তোমাকে দিলাম—হে সুন্দরি অগ্নিশিখা, তোমাকেই দিলাম। এতদিন তোমাকেই সমস্ত আহুতি দিয়া আসিতেছিলাম, আজ একেবারে শেষ করিয়া দিলাম। বহুদিন তুমি আমার হৃদয়ের মধ্যে জ্বলিতেছিলে হে মোহিনী বহ্নিরূপিণি! যদি সোণা হইতাম ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিতাম—কিন্তু আমি তুচ্ছ তৃণ, দেবি, তাই আজ ভস্ম হইয়া গিয়াছি।"

রাত্রি অনেক হইল। শেখর তাঁহার ঘরের সমস্ত বাতায়ন খুলিয়া দিলেন। তিনি যে যে ফুল ভালবাসিতেন সন্ধ্যাবেলা বাগান হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন। সবগুলি শাদা ফুল, যুঁই, বেল এবং গন্ধরাজ। তাহারই মুঠা মুঠা লইয়া নির্ম্মল বিছানার উপর ছড়াইয়া দিলেন। ঘরের চারিদিকে প্রদীপ জ্বালাইলেন।

তাহার পর মধুর সঙ্গে একটি উদ্ভিদের বিষরস মিশাইয়া নিশ্চিন্তমুখে পান করিলেন—এবং ধীরে ধীরে আপনার শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন। শরীর অবশ এবং নেত্র মুদ্রিত হইয়া আসিল।

নূপুর বাজিল! দক্ষিণের বাতাসের সঙ্গে কেশগুচ্ছের একটা সুগন্ধ ঘরে প্রবেশ করিল।

কবি নিমীলিত নেত্রে কহিলেন "দেবি, ভক্তের প্রতি দয়া করিলে কি? এতদিন পরে আজ কি দেখা দিতে আসিলে।"

একটি সুমধুর কণ্ঠে উত্তর শুনিলেন "কবি, আসিয়াছি।"

শেখর চমকিয়া উঠিয়া চক্ষু মেলিলেন—দেখিলেন শয্যার সম্মুখে এক অপরূপ রমণীমূর্ত্তি।

মৃত্যু-সমাচ্ছন্ন বাষ্পাকুলনেত্রে স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইলেন না। মনে হইল তাঁহার হৃদয়ের সেই ছায়াময়ী প্রতিমা অন্তর হইতে বাহির হইয়া মৃত্যুকালে তাঁহার মুখের দিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়া আছে।

রমণী কহিলেন, "আমি রাজকন্যা অপরাজিতা।"

কবি প্রাণপণে উঠিয়া বসিলেন।

রাজকন্যা কহিলেন—"রাজা তোমার সুবিচার করেন নাই। তোমারই জয় হইয়াছে, কবি, তাই আমি আজ তোমাকে জয়মাল্য দিতে আসিয়াছি।"

বলিয়া অপরাজিতা নিজের কণ্ঠ হইতে স্বহস্তরচিত পুষ্পমালা খুলিয়া কবির গলায় পরাইয়া দিলেন। মরণাহত কবি শয্যার উপরে পড়িয়া গেলেন।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634 / Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

অসম্ভব কথা।

এক যে ছিল রাজা।

তখন ইহার বেশী কিছু জানিবার আবশ্যক ছিল না। কোথাকার রাজা, রাজার নাম কি, এ সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া গল্পের প্রবাহ রোধ করিতাম না। রাজার নাম শিলাদিত্য কি শালিবাহন, কাশী কাঞ্চি কনোজ কোশল অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের মধ্যে ঠিক কোন্‌খানটিতে তাঁহার রাজত্ব, এ সকল ইতিহাস ভুগোলের তর্ক আমাদের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ ছিল ;—আসল যে কথাটি শুনিলে অন্তর পুলকিত হইয়া উঠিত এবং সমস্ত হৃদয় এক মুহূর্ত্তের মধ্যে বিদ্যুদ্বেগে চুম্বকের মত আকৃষ্ট হইত, সেটি হইতেছে—এক যে ছিল রাজা।

এখনকার পাঠক যেন একেবারে কোমর বাঁধিয়া বসে। গোড়াতেই ধরিয়া লয় লেখক মিথ্যা কথা বলিতেছে। সেইজন্য অত্যন্ত সেয়ানার মত মুখ করিয়া জিজ্ঞাসা করে— "লেখক মহাশয়, তুমি যে বলিতেছ এক যে ছিল রাজা, আচ্ছা বল দেখি, কে ছিল সেই রাজা ?"

লেখকেরাও সেয়ানা হইয়া উঠিয়াছে ; তাহারা প্রকাণ্ড প্রত্নতত্ত্বপণ্ডিতের মত মুখমণ্ডল চতুর্গুণ মণ্ডলাকার করিয়া বলে, "এক যে ছিল রাজা, তাহার নাম ছিল অজাতশত্রু।"

পাঠক চোখ টিপিয়া জিজ্ঞাসা করে, "অজাতশত্রু ? ভাল, কোন্‌ অজাতশত্রু বল দেখি ?"

লেখক অবিচলিত মুখভাব ধারণ করিয়া বলিয়া যায়, "অজাতশত্রু ছিল তিন জন। একজন খৃষ্টজন্মের তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়া দুই বৎসর আটমাস বয়ঃক্রম কালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার জীবনের বিস্তারিত বিবরণ কোন গ্রন্থেই পাওয়া যায় না।" অবশেষে দ্বিতীয় অজাতশত্রু সম্বন্ধে দশ জন ঐতিহাসিকের দশ বিভিন্ন মত সমালোচনা শেষ করিয়া যখন গ্রন্থের নায়ক তৃতীয় অজাতশত্রু পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছায়, তখন পাঠক বলিয়া উঠে, "ওরে বাস্‌রে, কি পাণ্ডিত্য ! এক গল্প শুনিতে আসিয়া কত শিক্ষাই হইল ! এ লোকটাকে আর অবিশ্বাস করা যাইতে পারে না ! আচ্ছা লেখক মহাশয়, তার পরে কি হইল !"

হায়রে হায়, মানুষ ঠকিতেই চায়, ঠকিতেই ভালবাসে, অথচ পাছে কেহ নির্ব্বোধ মনে করে এ ভয়টুকুও ষোলআনা আছে ; এইজন্য প্রাণপণে সেয়ানা হইবার চেষ্টা করে। তাহার ফল হয় এই যে, সেই শেষকালটা ঠকে কিন্তু বিস্তর আড়ম্বর করিয়া ঠকে।

ইংরাজিতে একটি প্রবাদ আছে, "প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিও না, তাহা হইলে মিথ্যা জবাব শুনিতে হইবে না।" বালক সেইটি বোঝে, সে কোন প্রশ্ন করে না। এইজন্য রূপকথার সুন্দর মিথ্যাটুকু শিশুর মত উলঙ্গ, সত্যের মত সরল, সদ্য উৎসারিত উৎসের মত স্বচ্ছ—আর এখনকার দিনের সুচতুর মুখস্‌ পরা মিথ্যা। কোথাও যদি তিলমাত্র ছিদ্র থাকে অমনি ভিতর হইতে সমস্ত ফাঁকি ধরা পড়ে, পাঠক বিমুখ হয়, লেখক পালাইবার পথ পায় না।

শিশুকালে আমরা যথার্থ রসজ্ঞ ছিলাম, এইজন্য যখন গল্প শুনিতে বসিয়াছি তখন জ্ঞানলাভ করিবার জন্য আমাদের তিলমাত্র আগ্রহ উপস্থিত হইত না, এবং অশিক্ষিত সরল হৃদয়টি

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ঠিক বুঝিত আসল কথাটি কোন্‌টুকু। আর এখনকার দিনে এত বাহুল্য কথাও বকিতে হয়, এত অনাবশ্যক কথারও আবশ্যক হইয়া পড়ে! কিন্তু সবশেষে সেই আসল কথাটিতে গিয়া দাঁড়ায়—এক যে ছিল রাজা।

বেশ মনে আছে সেদিন সন্ধ্যাবেলা ঝড়বৃষ্টি হইতেছিল। কলিকাতা সহর একেবারে ভাসিয়া গিয়াছিল। গলির মধ্যে একহাঁটু জল। মনে একান্ত আশা ছিল, আজ আর মাষ্টার আসিবে না। কিন্তু তবু তাঁহার আসার নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত ভীতচিত্তে পথের দিকে চাহিয়া বারান্দায় চৌকি লইয়া বসিয়া আছি। যদি বৃষ্টি একটু ধরিয়া আসিবার উপক্রম হয়, তবে একাগ্র চিত্তে প্রার্থনা করি, হে দেবতা আর একটুখানি কোনমতে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পার করিয়া দাও! তখন মনে হইত পৃথিবীতে বৃষ্টির আর কোন আবশ্যক নাই কেবল একটি-মাত্র সন্ধ্যায় নগরপ্রান্তের একটিমাত্র ব্যাকুল বালককে মাষ্টারের করাল হস্ত হইতে রক্ষা করা ছাড়া। পুরাকালে কোন একটি নির্ব্বাসিত যক্ষও ত মনে করিয়াছিল, আষাঢ়ে মেঘের বড় একটা কোন কাজ নাই, অতএব রামগিরি-শিখরের একটিমাত্র বিরহীর দুঃখকথা বিশ্বপার হইয়া অলকার সৌধবাতায়নে কোন একটি বিরহিণীর কাছে লইয়া যাওয়া তাহার পক্ষে কিছুমাত্র গুরুতর নহে; বিশেষতঃ পথটি যখন এমন সুরম্য এবং তাহার হৃদয়বেদনা এমন দুঃসহ।

বালকের প্রার্থনামতে না হোক, ধূমজ্যোতিঃ-সলিলমরুতের বিশেষ কোন নিয়মানুসারে বৃষ্টি ছাড়িল না। কিন্তু হায়, মাষ্টারও ছাড়িল না। গলির মোড়ে ঠিক সময়ে একটি পরিচিত ছাতা দেখা দিল—সমস্ত আশাবাষ্প এক মুহূর্ত্তে ফাটিয়া বাহির হইয়া আমার বুকটি যেন প-রের মধ্যে মিলাইয়া গেল। পরপীড়ন পাপের যদি যথোপযুক্ত শাস্তি থাকে তবে নিশ্চয় পর-জন্মে আমি মাষ্টার হইয়া এবং আমার মাষ্টার মহাশয় ছাত্র হইয়া জন্মিবেন। তাহার বিরুদ্ধে কেবল একটি আপত্তি এই যে, আমাকে মাষ্টার মহাশয়ের মাষ্টার হইতে গেলে অতিশয় অকালে ইহসংসার হইতে বিদায় লইতে হয়—অতএব আমি তাঁহাকে অন্তরের সহিত মার্জ্জনা করিলাম।

ছাতাটি দেখিবামাত্র ছুটিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলাম। মা তখন দিদিমার সহিত মুখামুখী বসিয়া প্রদীপালোকে বিস্তি খেলিতে-ছিলেন। ঝুপ্‌ করিয়া একপাশে শুইয়া পড়িলাম। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হইয়াছে? আমি মুখ হাঁড়ির মত করিয়া কহিলাম, "আমার অসুখ করিয়াছে, আজ আর আমি মাষ্টারের কাছে পড়িতে যাইব না।"

আশা করি, অপ্রাপ্তবয়স্ক কেহ আমার এ লেখা পড়িবে না, এবং স্কুলের কোন সিলেক্‌শন বহিতে আমার এ লেখা উদ্ধৃত হইবে না। কারণ, আমি যে কাজ করিয়াছিলাম তাহা নীতিবিরুদ্ধ এবং সে জন্য কোন শাস্তিও পাই নাই। বরঞ্চ আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল।

মা চাকরকে বলিয়া দিলেন—"আজ তবে থাক্‌, মাষ্টারকে যেতে বলে' দে।"

কিন্তু তিনি যেরূপ নিরুদ্বিগ্নভাবে বিস্তি খেলিতে লাগিলেন, তাহাতে বেশ বোঝা গেল যে, মা তাঁহার পুত্রের অসুখের উৎকট লক্ষণগুলি মিলাইয়া দেখিয়া মনে মনে হাসিলেন; আমিও মনের সুখে বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজিয়া খুব হাসিলাম—আমাদের উভয়ের মন উভয়ের কাছে অগোচর রহিল না।

কিন্তু সকলেই জানেন, এ প্রকারের অসুখ

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

অধিকক্ষণ স্থায়ী করিয়া রাখা রোগীর পক্ষে বড়ই দুষ্কর। মিনিটখানেক না যাইতে যাইতে দিদিমাকে ধরিয়া পড়িলাম—দিদিমা, একটা গল্প বল। দুই চারিবার কোন উত্তর পাওয়া গেল না। মা বলিলেন; "রোস্‌ বাছা, খেলাটা আগে শেষ করি!"

আমি কহিলাম, "না, মা, খেলা তুমি কাল শেষ কোরো আজ দিদিমাকে গল্প বল্‌তে বল না!"

মা কাগজ ফেলিয়া দিয়া কহিলেন, "যাও খুড়ি! উহার সঙ্গে এখন কে পারিবে!" মনে মনে হয় ত ভাবিলেন—আমার ত কাল মাষ্টার আসিবে না, আমি কালও খেলিতে পারিব।

আমি দিদিমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া একেবারে মশারির মধ্যে বিছানার উপরে গিয়া উঠিলাম। প্রথমে খানিকটা পাশ-বালিশ জড়াইয়া, পা ছুঁড়িয়া, নড়িয়াচড়িয়া মনের আনন্দ সম্বরণ করিতে গেল—তার পরে বলিলাম– গল্প বল।

তখনো ঝুপ্‌ঝুপ্‌ করিয়া বাহিরে বৃষ্টি পড়িতেছিল—দিদিমা মৃদুস্বরে আরম্ভ করিলেন—এক যে ছিল রাজা।

তাহার এক রাণী। আঃ, বাঁচা গেল। সুয়ো এবং দুয়ো রাণী শুনিলেই বুকটা কাঁপিয়া উঠে—বুঝিতে পারি দুয়ো হতভাগিনীর বিপদের আর বড় বিলম্ব নাই। পূর্ব্ব হইতে মনে বিষম একটা উৎকণ্ঠা চাপিয়া থাকে।

যখন শোনা গেল আর কোন চিন্তার বিষয় নাই, কেবল রাজার পুত্রসন্তান হয় নাই বলিয়া রাজা ব্যাকুল হইয়া আছে এবং দেবতার নিকট প্রার্থনা করিয়া কঠিন তপস্যা করিবার জন্য বনগমনে উদ্যত হইয়াছে, তখন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। পুত্রসন্তান না হইলে যে, দুঃখের কোন কারণ আছে তাহা আমি বুঝিতাম না; আমি জানিতাম যদি কিছুর জন্যে বনে যাইবার কখনো আবশ্যক হয় সে কেবল মাষ্টারের কাছ হইতে পালাইবার অভিপ্রায়ে।

রাণী এবং একটি বালিকা-কন্যা ঘরে ফেলিয়া রাজা তপস্যা করিতে চলিয়া গেল। এক বৎসর দুই বৎসর করিয়া ক্রমে বারো বৎসর হইয়া যায় তবু রাজার আর দেখা নাই।

এ দিকে রাজকন্যা ষোড়শী হইয়া উঠিয়াছে। বিবাহের বয়স উত্তীর্ণ হইয়া গেল কিন্তু রাজা ফিরিল না।

মেয়ের মুখের দিকে চায়, আর রাণীর মুখে আর অন্নজল রুচে না। আহা, আমার এমন সোণার মেয়ে কি চিরকাল আইবড় হইয়া থাকিবে? ওগো আমি কি কপাল করিয়াছিলাম?

অবশেষে রাণী রাজাকে অনেক অনুনয় করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, আমি আর কিছু চাহি না, তুমি একদিন কেবল আমার ঘরে আসিয়া খাইয়া যাও।

রাজা বলিলেন, আচ্ছা।

রাণী ত সেদিন বহুযত্নে চৌষট্টি ব্যঞ্জন স্বহস্তে রাঁধিলেন এবং সমস্ত সোণার থালে ও রূপার বাটিতে সাজাইয়া চন্দন কাষ্ঠের পিঁড়ি পাতিয়া দিলেন। রাজকন্যা চামর হাতে করিয়া দাঁড়াইলেন।

রাজা আজ বারো বৎসর পরে অন্তঃপুরে ফিরিয়া আসিয়া খাইতে বসিলেন। রাজকন্যা রূপে আলো করিয়া দাঁড়াইয়া চামর করিতে লাগিলেন।

মেয়ের মুখের দিকে চায় আর খাওয়া হয় না। শেষে রাণীর দিকে চাহিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হাঁ গো রাণী এমন সোণার প্রতিমা লক্ষ্মী ঠাকরুণটির মত এ মেয়েটি কে গা? এ কাহাদের মেয়ে?

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

রাণী কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, হা আমার পোড়া কপাল! উহাকে চিনিতে পারিলে না? ও যে তোমারি মেয়ে।

রাজা বড় আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন—আমার সেই সেদিনকার এতটুকু মেয়ে আজ এত বড়টি হইয়াছে?

রাণী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—তা' আর হইবে না? বল কি, আজ বারো বৎসর হইয়া গেল! রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—মেয়ের বিবাহ দাও নাই?

রাণী কহিলেন—তুমি ঘরে নাই উহার বিবাহ কে দেয়? আমি কি নিজে পাত্র খুঁজিতে বাহির হইব?

রাজা শুনিয়া হঠাৎ ভারি শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া বলিলেন—রোস্ আমি কাল সকালে উঠিয়া রাজদ্বারে যাহার মুখ দেখিব তাহারই সহিত উহার বিবাহ দিয়া দিব।

রাজকন্যা চামর করিতে লাগিলেন। তাঁহার হাতের বালাতে চুড়িতে ঠুংঠাং শব্দ হইতে লাগিল। রাজার আহার হইয়া গেল।

পরদিন ঘুম হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া রাজা দেখিলেন একটি ব্রাহ্মণের ছেলে রাজবাড়ির বাহিরে জঙ্গল হইতে শুকনা কাঠ সংগ্রহ করিতেছে। তাহার বয়স বছর সাত আট হইবে।

রাজা বলিলেন, ইহারই সহিত আমার মেয়ের বিবাহ দিব। রাজার হুকুম কে লঙ্ঘন করিতে পারে, তখনি ছেলেটিকে ধরিয়া তাহার সহিত রাজকন্যার মালা বদল করিয়া দেওয়া হইল।

আমি এই জায়গাটাতে দিদিমার খুব কাছে ঘেঁষিয়া গিয়া নিরতিশয় ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম—তার পরে? নিজেকে সেই সাত আট বৎসরের সৌভাগ্যবান্ কাঠকুড়ানে ব্রাহ্মণের ছেলের স্থলাভিষিক্ত করিতে কি একটুখানি ইচ্ছা যায় নাই? যখন সেই রাত্রে ঝুপ্‌ঝুপ্ বৃষ্টি পড়িতেছিল, মিট্‌মিট্ করিয়া প্রদীপ জ্বলিতেছিল এবং গুন্‌গুন্ স্বরে দিদিমা মশারির মধ্যে গল্প বলিতেছিল, তখন কি বালকহৃদয়ের বিশ্বাসপরায়ণ রহস্যময় অনাবিষ্কৃত এক ক্ষুদ্র প্রান্তে এমন একটি অত্যন্ত সম্ভবপর ছবি জাগিয়া উঠে নাই যে, সেও একদিন সকাল বেলায় কোথায় এক রাজার দেশে রাজার দরজায় কাঠ কুড়াইতেছে, হঠাৎ একটি সোণার প্রতিমা লক্ষ্মীঠাকরুণটির মত রাজকন্যার সহিত তাহার মালা বদল হইয়া গেল; মাথায় তাহার সিঁথি, কাণে তাহার দুল, গলায় তাহার কণ্ঠী, হাতে তাহার কাঁকণ, কটিতে তাহার চন্দ্রহার এবং আল্‌তা পরা দুটি পায় নূপুর ঝম্ ঝম্ করিয়া বাজিতেছে!

কিন্তু আমার সেই দিদিমা যদি লেখকজন্ম ধারণ করিয়া আজ কালকার সেয়ানা পাঠকদের কাছে এই গল্প বলিতেন তবে ইতিমধ্যে তাঁহাকে কত হিসাব দিতে হইত? প্রথমতঃ রাজা যে বার বৎসর বনে বসিয়া থাকে এবং ততদিন রাজকন্যার বিবাহ হয় না, একবাক্যে সকলেই বলিত ইহা অসম্ভব। সেটুকুও যদি কোন গতিকে গোলমালে পার পাইয়া যাইত কিন্তু কন্যার বিবাহের জায়গায় বিষম একটা কলরব উঠিত। এক ত, এমন কখন হয় না, দ্বিতীয়তঃ, সকলেই আশঙ্কা করিত ব্রাহ্মণের ছেলের সহিত ক্ষত্রিয় কন্যার বিবাহ ঘটাইয়া লেখক নিশ্চয়ই ফাঁকি দিয়া সমাজবিরুদ্ধ মত প্রচার করিতেছেন। কিন্তু পাঠকরা তেমন ছেলেই নয়, তাহারা তাঁহার নাতি নয় যে, সকল কথা চুপ করিয়া শুনিয়া যাইবে। তাহারা কাগজে সমালোচনা করিবে। অতএব একান্তমনে প্রার্থনা করি, দিদিমা যেন পুনর্ব্বার

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

দিদিমা হইয়াই জন্মগ্রহণ করেন, হতভাগ্য নাতিটার মত তাঁহাকে গ্রহদোষে যেন লেখক হইতে না হয়।

আমি একেবারে পুলকিত কম্পান্বিত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, তার পরে?

দিদিমা বলিতে লাগিলেন—তার পরে রাজকন্যা মনের দুঃখে তাহার সেই ছোট স্বামীটিকে লইয়া চলিয়া গেল!

অনেক দূরদেশে গিয়া একটি বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া সেই ব্রাহ্মণের ছেলেটিকে আপনার সেই অতি ক্ষুদ্র স্বামীটিকে, বড় যত্নে মানুষ করিতে লাগিল!

—আমি একটুখানি নড়িয়া-চড়িয়া পাশবালিশ আরএকটু সবলে জড়াইয়া ধরিয়া কহিলাম,তার পরে?

দিদিমা কহিলেন, তার পরে ছেলেটি পুঁথি হাতে প্রতিদিন পাঠশালে যায়।

এমনি করিয়া গুরু মহাশয়ের কাছে নানা বিদ্যা শিখিয়া ছেলেটি ক্রমে যত বড় হইয়া উঠিতে লাগিল ততই তাহার সহপাঠীরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, ঐ যে সাতমহল বাড়িতে তোমাকে লইয়া থাকে সেই মেয়েটি তোমার কে হয়?

ব্রাহ্মণের ছেলে ত ভাবিয়া অস্থির—কিছুতেই ঠিক করিয়া বলিতে পারে না মেয়েটি তাহার কে হয়! একটু একটু মনে পড়ে একদিন সকালে রাজবাড়ির দ্বারের সম্মুখে শুক্‌না কাঠ কুড়াইতে গিয়াছিল—কিন্তু সেদিন কি একটা মস্ত গোলমালে কাঠকুড়ানো হইল-না। সে অনেক দিনের কথা, সে কি কিছু মনে আছে? এমন করিয়া চারি পাঁচ বৎসর যায়। ছেলেটিকে রোজই তাহার সঙ্গীরা জিজ্ঞাসা করে আচ্ছা ঐ যে সাতমহলা বাড়িতে পরমা রূপসী মেয়েটি থাকে ও তোমার কে হয়?

ব্রাহ্মণ একদিন পাঠশালা হইতে মুখ বড় বিমর্ষ করিয়া আসিয়া রাজকন্যাকে কহিল, আমাকে আমার পাঠশালার পোড়োরা প্রতিদিন জিজ্ঞাসা করে—ঐ যে সাতমহলা বাড়িতে যে পরমা সুন্দরী মেয়েটি থাকে সে তোমার কে হয়? আমি তাহার কোন উত্তর দিতে পারি না। তুমি আমার কে হও, বল!

রাজকন্যা বলিল, আজিকার দিন থাক্ সে কথা আর এক দিন বলিব।

ব্রাহ্মণের ছেলে প্রতিদিন পাঠশালা হইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করে, তুমি আমার কে হও?

রাজকন্যা প্রতিদিন উত্তর করে, সে কথা আজ থাক্ আর একদিন বলিব।

এমনি করিয়া আরো চার পাঁচ বৎসর কাটিয়া যায়। শেষে ব্রাহ্মণ একদিন আসিয়া বড় রাগ করিয়া বলিল—আজ যদি তুমি না বল তুমি আমার কে হও তবে আমি তোমার এই সাতমহলা বাড়ি ছাড়িয়া চলিয়া যাইব।

তখন রাজকন্যা কহিলেন—আচ্ছা কাল নিশ্চয়ই বলিব।

পরদিন ব্রাহ্মণ-তনয় পাঠশালা হইতে ঘরে আসিয়াই রাজকন্যাকে বলিল—আজ বলিবে বলিয়াছিলে, তবে বল?

রাজকন্যা বলিলেন, আজ রাত্রে আহার করিয়া যখন তুমি শয়ন করিবে তখন বলিব।

ব্রাহ্মণ বলিল—আচ্ছা। বলিয়া সূর্য্যাস্তের অপেক্ষায় প্রহর গণিতে লাগিল।

এদিকে রাজকন্যা সোণার পালঙ্কে একটি ধব্‌ধবে ফুলের বিছানা পাতিলেন,—ঘরে সোণার প্রদীপে সুগন্ধ তেল দিয়া বাতি জ্বালাইলেন, এবং চুলটি বাঁধিয়া নীলাম্বরী কাপড়টি পরিয়া সাজিয়া বসিয়া প্রহর গণিতে লাগিলেন, কখন রাত্রি আসে!

রাত্রে তাঁহার স্বামী কোন মতে আহার

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

শেষ করিয়া শয়নগৃহে সোণার পালঙ্কে ফুলের বিছানায় গিয়া শয়ন করিলেন। ভাবিতে লাগিলেন, আজ শুনিতে পাইব এই সাতমহলা বাড়িতে যে সুন্দরীটি থাকে সে আমার কে হয়।

রাজকন্যা তাঁহার স্বামীর পাত্রে প্রসাদ খাইয়া ধীরে ধীরে শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। আজ বহুদিন পরে প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে এই সাতমহলা অট্টালিকার একমাত্র অধীশ্বরী আমি তোমার কে হই।

বলিতে গিয়া বিছানায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন ফুলের মধ্যে সাপ ছিল, তাঁহার স্বামীকে কখন্ দংশন করিয়াছে। স্বামীর মৃত দেহখানি মলিন হইয়া সোণার পালঙ্কে পুষ্পশয্যায় পড়িয়া আছে!

—আমার যেন বক্ষঃস্পন্দন হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। আমি রুদ্ধস্বরে বিবর্ণমুখে জিজ্ঞাসা করিলাম—তার পরে কি হইল!

দিদিমা বলিতে লাগিলেন—তার পরে— কিন্তু সে কথায় আর কাজ কি? সে যে আরো অসম্ভব! গল্পের প্রধান নায়ক সর্পাঘাতে মারা গেল, তবুও তার পরে? বালক তখন জানিত না, মৃত্যুর পরেও একটা তার পরে থাকিতে পারে বটে, কিন্তু সে তার-পরের উত্তর কোন দিদিমার দিদিমাও দিতে পারে না। বিশ্বাসের বলে সাবিত্রী মৃত্যুরও অনুগমন করিয়াছিলেন। শিশুরও প্রবল বিশ্বাস এই জন্য সে মৃত্যুর অঞ্চল ধরিয়া ফিরাইতে চায়, কিছুতেই মনে করিতে পারে না যে, তাহার মাষ্টারবিহীন একসন্ধ্যা-বেলাকার এত সাধের গল্পটি হঠাৎ একটি সর্পাঘাতেই মারা গেল! কাজেই দিদিমাকে সেই মহাপরিণামের চিররুদ্ধ গৃহ হইতে গল্পটিকে আবার ফিরাইয়া আনিতে হয়। কিন্তু এত সহজে সেটি সাধন করেন, এমন অনায়াসে;— কেবল হয় ত একটা কলার ভেলায় ভাসাইয়া দিয়া গুটি দুই মন্ত্র পড়িয়া মাত্র—যে, সেই ঝুপঝুপ্ বৃষ্টির রাত্রে স্তিমিত প্রদীপে বালকের মনে মৃত্যুর মূর্ত্তি অত্যন্ত অকঠোর হইয়া আসে, তাহাকে একরাত্রের সুখনিদ্রার চেয়ে বেশী মনে হয় না। গল্প যখন ফুরাইয়া যায়, আরামে শ্রান্ত দুটি চক্ষু আপনি মুদিয়া আসে, তখনো ত শিশুর ক্ষুদ্র প্রাণটিকে একটি স্নিগ্ধ নিস্তব্ধ নিস্তরঙ্গ স্রোতের মধ্যে সুষুপ্তির ভেলায় করিয়া ভাসাইয়া দেওয়া হয়, তার পরে ভোরের বেলায় কে দুটি মায়ামন্ত্র পড়িয়া তাহাকে এই জগতের মধ্যে জাগ্রৎ করিয়া তোলে!

কিন্তু যাহার বিশ্বাস নাই, যে ভীরু এ সৌন্দর্য্যরসাস্বাদনের জন্যও এক ইঞ্চি পরিমাণ অসম্ভবকে লঙ্ঘন করিতে পরাঙ্মুখ হয়, তাহার কাছে কোন কিছুর আর তার-পরে নাই, সমস্তই হঠাৎ অসময়ে এক অসমাপ্তিতে সমাপ্ত হইয়া গেছে। ছেলেবেলায় সাতসমুদ্র পার হইয়া মৃত্যুকেও লঙ্ঘন করিয়া গল্পের যেখানে যথার্থ বিরাম, সেখানে স্নেহময় সুমিষ্টস্বরে শুনিতাম—

আমার কথাটি ফুরোলো,
নটে গাছটি মুড়োলো।

এখন বয়স হইয়াছে, এখন গল্পের ঠিক মাঝখানটাতে হঠাৎ থামিয়া গিয়া একটা নিষ্ঠুর কঠিন কণ্ঠে শুনিতে পাই—

আমার কথাটি ফুরোলো না,
নটে গাছটি মুড়োলো না।
কেনরে নটে মুড়োলি নে কেন,
তোর গরুতে—

দূর হোক গে, ঐ নিরীহ প্রাণীটির নাম করিয়া কাজ নাই, আবার কে কোন্ দিক হইতে গায়ে পাতিয়া লইবে।

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

কঙ্কাল।

আমরা তিন বাল্যসঙ্গী যে ঘরে শয়ন করিতাম, তাহার পাশের ঘরের দেয়ালে একটি আস্ত নরকঙ্কাল ঝুলান থাকিত। রাত্রে বাতাসে তাহার হাড়গুলা খট্‌খট্‌ শব্দ করিয়া নড়িত। দিনের বেলায় আমাদিগকে সেই হাড় নাড়িতে হইত। আমরা তখন পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট মেঘনাদবধ এবং ক্যাম্বেল স্কুলের এক ছাত্রের কাছে অস্থিবিদ্যা পড়িতাম। আমাদের অভিভাবকের ইচ্ছা ছিল আমাদিগকে সহসা সর্ব্ববিদ্যায় পারদর্শী করিয়া তুলিবেন—তাঁহার অভিপ্রায় কতদূর সফল হইয়াছে যাহারা আমাদিগকে জানেন তাঁহাদের নিকট প্রকাশ করা বাহুল্য এবং যাঁহারা জানেন না তাঁহাদের নিকট গোপন করাই শ্রেয়।

তাহার পর বহুকাল অতীত হইয়াছে। ইতিমধ্যে সেই ঘর হইতে কঙ্কাল এবং আমাদের মাথা হইতে অস্থিবিদ্যা কোথায় স্থানান্তরিত হইয়াছে অন্বেষণ করিয়া জানা যায় না।

অল্পদিন হইল একদিন রাত্রে কোন কারণে অন্যত্র স্থানাভাব হওয়াতে আমাকে সেই ঘরে শয়ন করিতে হয়। অনভ্যাসবশতঃ ঘুম হইতেছে না। এপাশ ওপাশ করিতে করিতে গির্জ্জার ঘড়িতে বড় বড় ঘণ্টাগুলো প্রায় সব ক'টা বাজিয়া গেল। এমন সময়ে ঘরের কোণে যে তেলের সেজ জ্বলিতেছিল সেটা প্রায় মিনিট পাঁচেক ধরিয়া খাবি খাইতে খাইতে একেবারে নিবিয়া গেল। ইতিপূর্ব্বেই আমাদের বাড়িতে দুই একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। তাই এই আলো নেবা হইতে সহজেই মৃত্যুর কথা মনে উদয় হইল। মনে হইল, এই যে রাত্রি দুই প্রহরে একটি দীপশিখা চিরান্ধকারে মিলাইয়া গেল, প্রকৃতির কাছে ইহাও যেমন, আর মানুষের ছোট ছোট প্রাণশিখা কখনো দিনে কখনো রাত্রে হঠাৎ নিবিয়া বিস্মৃত হইয়া যায় তাহাও তেমনি।

ক্রমে সেই কঙ্কালের কথা মনে পড়িল। তাহার জীবিতকালের বিষয় কল্পনা করিতে করিতে সহসা মনে হইল একটি চেতন পদার্থ অন্ধকারে ঘরের দেয়াল হাতড়াইয়া আমার মশারির চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার ঘন ঘন নিশ্বাসের শব্দ শুনা যাইতেছে। সে যেন কি খুঁজিতেছে পাইতেছে না এবং দ্রুততরবেগে ঘরময় প্রদক্ষিণ করিতেছে। নিশ্চয় বুঝিতে পারিলাম সমস্তই আমার নিদ্রাহীন উষ্ণ মস্তিষ্কের কল্পনা। এবং আমারই মাথার মধ্যে বোঁ বোঁ করিয়া যে রক্ত ছুটিতেছে তাহাই দ্রুত পদশব্দের মত শুনাইতেছে। কিন্তু তবু গা ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল। জোর করিয়া এই অকারণ ভয় ভাঙ্গিবার জন্য বলিয়া উঠিলাম "কেও!" পদশব্দ আমার মশারির কাছে আসিয়া থামিয়া গেল এবং একটা উত্তর শুনিতে পাইলাম "আমি। আমার সেই কঙ্কালটা কোথায় গেছে তাই খুঁজিতে আসিয়াছি।"

আমি ভাবিলাম, নিজের কাল্পনিক সৃষ্টির কাছে ভয় দেখান কিছু নয়—পাশবালিশটা সবলে আঁকড়িয়া ধরিয়া চিরপরিচিতের মত অতি সহজ স্বরে বলিলাম—"এই দুপর রাত্রে বেশ কাজটি বাহির করিয়াছ! তা, সে কঙ্কালে এখন আর তোমার আবশ্যক!"

অন্ধকারে মশারির অত্যন্ত নিকট হইতে উত্তর আসিল "বল কি! আমার বুকের

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

হাড় যে তাহারই মধ্যে ছিল! আমার ছাব্বিশ বৎসরের যৌবন যে তাহার চারিদিকে বিকশিত হইয়াছিল—একবার দেখিতে ইচ্ছা করে না।”

আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম “হাঁ। কথাটা সঙ্গত বটে। তা তুমি সন্ধান করগে যাও। আমি একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করি।”

সে বলিল “তুমি একলা আছ বুঝি। তবে একটু বসি। একটু গল্প করা যাক্। পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমিও মানুষের কাছে বসিয়া মানুষের সঙ্গে গল্প করিতাম। এই পঁয়ত্রিশটা বৎসর আমি কেবল শ্মশানের বাতাসে হুহু শব্দ করিয়া বেড়াইয়াছি—আজ তোমার কাছে বসিয়া আর একবার মানুষের মত করিয়া গল্প করি।”

অনুভব করিলাম, আমার মশারির কাছে কে বসিল। নিরুপায় দেখিয়া আমি বেশ একটু উৎসাহের সহিত বলিলাম—“সেই ভাল। যাহাতে মন বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠে এমন একটা কিছু গল্প বল।”

সে বলিল “সব চেয়ে মজার কথা যদি শুনিতে চাও ত আমার জীবনের কথা বলি।”

গির্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া দুটা বাজিল।

“যখন মানুষ ছিলাম এবং ছোট ছিলাম এক ব্যক্তিকে যমের মত ভয় করিতাম। তিনি আমার স্বামী। মাছকে বঁড়শি দিয়া ধরিলে তাহার যেমন মনে হয় আমারও সেইরূপ মনে হইত। অর্থাৎ কোন্ এক সম্পূর্ণ অপরিচিত জীব যেন বঁড়শিতে গাঁথিয়া আমাকে আমার স্নিগ্ধগভীর জন্ম-জলাশয় হইতে টান মারিয়া ছিনিয়া লইয়া যাইতেছে—কিছুতে তাহার হাত হইতে পরিত্রাণ নাই। বিবাহের দুই মাস পরেই আমার স্বামীর মৃত্যু হইল এবং আমার আত্মীয় স্বজনেরা আমার হইয়া অনেক বিলাপ পরিতাপ করিলেন। আমার শ্বশুর অনেকগুলি লক্ষণ মিলাইয়া দেখিয়া শাশুড়ীকে কহিলেন, “শাস্ত্রে যাহাকে বলে বিষকন্যা, এ মেয়েটি তাই।” সে কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে।—শুনিতেছ? কেমন লাগিতেছে?

আমি বলিলাম—“বেশ। গল্পের আরম্ভটি বেশ মজার।”

“তবে শোন। আনন্দে বাপের বাড়ি ফিরিয়া আসিলাম। ক্রমে বয়স বাড়িতে লাগিল। লোকে আমার কাছে লুকাইতে চেষ্টা করিত কিন্তু আমি নিজে বেশ জানিতাম আমার মত রূপসী এমন যেখানে সেখানে পাওয়া যায় না। তোমার কি মনে হয়?”

“খুব সম্ভব। কিন্তু আমি তোমাকে কখন দেখি নাই।”

“দেখ নাই! কেন? আমার সেই কঙ্কাল! হি হি হি হি! আমি ঠাট্টা করিতেছি! তোমার কাছে কি করিয়া প্রমাণ করিব যে, সেই দুটো শূন্য চক্ষুকোটরের মধ্যে বড় বড় টানা দুটি কালো চোখ ছিল, এবং রাঙা ঠোঁটের উপরে যে মৃদু হাসিটুকু মাখানো ছিল এখনকার অনাবৃত দন্তসার বিকট হাস্যের সঙ্গে তার কোন তুলনাই হয় না। এবং সেই কয়খানা দীর্ঘ শুষ্ক অস্থিখণ্ডের উপর এত লালিত্য, এত লাবণ্য, যৌবনের এত কঠিন-কোমল নিটোল পরিপূর্ণতা প্রতিদিন প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিতেছিল, তোমাকে তাহা বলিতে গেলে হাসি পায় এবং রাগও ধরে। আমার সেই শরীর হইতে যে অস্থিবিদ্যা শেখা যাইতে পারে তাহা তখনকার বড় বড় ডাক্তারেরাও বিশ্বাস করিত না। আমি জানি, একজন ডাক্তার তাঁহার কোন বিশেষ বন্ধুর কাছে আমাকে কনকচাঁপা বলিয়া-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ছিলেন। তাহার অর্থ এই, পৃথিবীর আর সকল মানুষই অস্থিবিদ্যা এবং শরীরতত্ত্বের দৃষ্টান্তস্থল ছিল কেবল আমিই সৌন্দর্য্যরূপী ফুলের মত ছিলাম। কনকচাঁপার মধ্যে কি একটা কঙ্কাল আছে ?

'আমি যখন চলিতাম তখন আপনি বুঝিতে পারিতাম যে, একখণ্ড হীরা নড়াইলে তাহার চারিদিক হইতে যেমন আলো ঝক্‌মক্ করিয়া উঠে, আমার দেহের প্রত্যেক গতিতে সৌন্দর্য্যের ভঙ্গী নানা স্বাভাবিক হিল্লোলে চারিদিকে ভাঙ্গিয়া পড়িত। আমি মাঝে মাঝে অনেকক্ষণ ধরিয়া নিজের হাত দুখানি নিজে দেখিতাম—পৃথিবীর সমস্ত উদ্ধত পৌরুষের মুখে রাশ লাগাইয়া মধুরভাবে বাগাইয়া ধরিতে পারে এমন দুই খানি হাত। সুভদ্রা যখন অর্জ্জুনকে লইয়া দৃপ্ত ভঙ্গীতে আপনার বিজয়-রথ বিস্মিত তিন লোকের মধ্যে দিয়া চালাইয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার বোধ করি এইরূপ দুখানি অস্থূল সুডোল বাহু, আরক্ত করতল এবং লাবণ্যশিখার মত অঙ্গুলি ছিল।

"কিন্তু আমার সেই নির্লজ্জ, নিরাবরণ, নিরাভরণ চিরবৃদ্ধ কঙ্কাল তোমার কাছে আমার নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে। আমি তখন নিরুপায় নিরুত্তর ছিলাম। এই জন্য পৃথিবীর সব চেয়ে তোমার উপর আমার বেশী রাগ। ইচ্ছা করে আমার সেই ষোল বৎসরের জীবন্ত, যৌবনতাপে উত্তপ্ত আরক্তিম রূপখানি একবার তোমার চখের সামনে দাঁড় করাই, বহুকালের মত তোমার দুই চক্ষের নিদ্রা ছুটাইয়া দিই, তোমার অস্থিবিদ্যাকে অস্থির করিয়া দেশছাড়া করি।"—

আমি বলিলাম "তোমার গা যদি থাকিত ত গা ছুঁইয়া বলিতাম, সে বিদ্যার লেশমাত্র আমার মাথায় নাই। আর তোমার সেই ভুবনমোহন পূর্ণ যৌবনের রূপ রজনীর অন্ধকার-পটের উপরে জাজ্বল্যমান হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর অধিক বলিতে হইবে না।"

"আমার কেহ সঙ্গিনী ছিল না। দাদা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন বিবাহ করিবেন না। অন্তঃপুরে আমি একা। বাগানের গাছতলায় আমি একা বসিয়া ভাবিতাম সমস্ত পৃথিবী আমাকেই ভালবাসিতেছে। সমস্ত তারা আমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে। বাতাস ছল করিয়া বার বার দীর্ঘনিশ্বাসে পাশ দিয়া চলিয়া যাইতেছে এবং যে তৃণাসনে পা দুটি মেলিয়া বসিয়া আছি তাহার যদি চেতনা থাকিত তবে সে পুনর্ব্বার অচেতন হইয়া যাইত। পৃথিবীর সমস্ত যুবাপুরুষ ঐ তৃণপুঞ্জরূপে দল বাঁধিয়া নিস্তব্ধে আমার চরণবর্ত্তী হইয়া দাঁড়াইয়াছে এইরূপ আমি কল্পনা করিতাম। হৃদয়ে অকারণে কেমন বেদনা অনুভব হইত।

"দাদার বন্ধু শশিশেখর যখন মেডিকাল কালেজ হইতে পাশ হইয়া আসিলেন তখন তিনিই আমাদের বাড়ির ডাক্তার হইলেন। আমি তাঁহাকে পূর্ব্বে আড়াল হইতে অনেকবার দেখিয়াছি। দাদা অত্যন্ত অদ্ভুত লোক ছিলেন—পৃথিবীটাকে যেন ভাল করিয়া চোখ মিলিয়া দেখিতেন না। সংসারটা যেন তাঁহার পক্ষে যথেষ্ট ফাঁকা নয়—এই জন্য সরিয়া সরিয়া একেবারে প্রান্তে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন।

"তাঁহার বন্ধুর মধ্যে এক শশিশেখর। এই জন্য বাহিরের যুবকদের মধ্যে আমি এই শশিশেখরকেই সর্ব্বদা দেখিতাম। এবং যখন আমি সন্ধ্যাকালে পুষ্পতরুতলে সাম্রাজ্ঞীর আসন গ্রহণ করিতাম, তখন পৃথিবীর সমস্ত পুরুষজাতি শশিশেখরের মূর্ত্তি ধরিয়া আমার

চরণাগত হইত।—শুনিতেছ? কি মনে হইতেছে?”

আমি সনিশ্বাসে বলিলাম “মনে হইতেছে শশিশেখর হইয়া জন্মিলে বেশ হইত।”

“আগে সবটা শোন।—একদিন বাদলার দিনে আমার জ্বর হইয়াছে। ডাক্তার দেখিতে আসিয়াছেন। সেই প্রথম দেখা।

“আমি জানলারদিকে মুখ করিয়া ছিলাম, সন্ধ্যার লাল আভাটা পড়িয়া রুগ্ন মুখের বিবর্ণতা যাহাতে দূর হয়। ডাক্তার যখন ঘরে ঢুকিয়াই আমার মুখের দিকে একবার চাহিলেন তখন আমি মনে মনে ডাক্তার হইয়া কল্পনায় নিজের মুখের দিকে চাহিলাম। সেই সন্ধ্যালোকে কোমল বালিশের উপরে একটি ঈষৎ ক্লিষ্ট কুসুমপেলব মুখ; অসংযমিত চূর্ণ-কুন্তল ললাটের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে এবং লজ্জায় আনমিত বড় বড় চোখের পল্লব কপোলের উপর ছায়া বিস্তার করিয়াছে।

“ডাক্তার নম্র মৃদুস্বরে দাদাকে বলিলেন ‘একবার হাতটা দেখিতে হইবে।’

“আমি গাত্রাবরণের ভিতর হইতে ক্লান্ত সুগোল হাত খানি বাহির করিয়া দিলাম। একবার হাতের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, যদি নীলবর্ণ কাঁচের চুড়ি পরিতে পারিতাম ত আরো বেশ মানাইত! রোগীর হাত লইয়া নাড়ি দেখিতে ডাক্তারের এমন ইতস্ততঃ ইতিপূর্ব্বে কখন দেখি নাই। অত্যন্ত অসংলগ্নভাবে কম্পিত অঙ্গুলিতে নাড়ি দেখিলেন। তিনি আমার জ্বরের উত্তাপ বুঝিলেন, আমিও তাঁহার অন্তরের নাড়ি কিরূপ চলিতেছে কতকটা আভাস পাইলাম। বিশ্বাস হইতেছে না?”

আমি বলিলাম “অবিশ্বাসের কোন কারণ দেখিতেছি না—মানুষের নাড়ি সকল অবস্থায় সমান চলে না।”

“কালক্রমে আরো দুই চারিবার রোগ ও আরোগ্য হইবার পরে দেখিলাম, আমার সেই সন্ধ্যাকালের মানস-সভায় পৃথিবীর কোটি কোটি পুরুষসংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস হইয়া ক্রমে একটিতে আসিয়া ঠেকিল, আমার পৃথিবী প্রায় জনশূন্য হইয়া আসিল। জগতে কেবল একটি ডাক্তার এবং একটি রোগী অবশিষ্ট রহিল।

“আমি গোপনে সন্ধ্যাবেলায় একটি বাসন্তী রঙের কাপড় পরিতাম, ভাল করিয়া খোঁপা বাঁধিয়া মাথায় এক গাছি বেল ফুলের মালা পরিতাম, একটি আয়না হাতে লইয়া বাগানে গিয়া বসিতাম।

“কেন! আপনাকে দেখিয়া কি আর পরিতৃপ্ত হয় না! বাস্তবিকই হয় না। কেন না, আমি ত আপনি আপনাকে দেখিতাম না। আমি তখন একলা বসিয়া দুইজন হইতাম। আমি তখন ডাক্তার হইয়া আপনাকে দেখিতাম, মুগ্ধ হইতাম, এবং ভাল বাসিতাম এবং আদর করিতাম অথচ প্রাণের ভিতরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস সন্ধ্যাবাতাসের মত হুহু করিয়া উঠিত।

“সেই হইতে আমি আর একলা ছিলাম না; যখন চলিতাম, নতনেত্রে চাহিয়া দেখিতাম পায়ের অঙ্গুলিগুলি পৃথিবীর উপরে কেমন করিয়া পড়িতেছে, এবং ভাবিতাম এই পদক্ষেপ আমাদের নূতন পরীক্ষোত্তীর্ণ ডাক্তারের কেমন লাগে; মধ্যাহ্নে জানলার বাহিরে ঝাঁ ঝাঁ করিত, কোথাও সাড়াশব্দ নাই, মাঝে মাঝে এক একটা চিল অতিদূরে আকাশে শব্দ করিয়া উড়িয়া যাইত; এবং আমাদের উদ্যান-প্রাচীরের বাহিরে খেলেনাওয়ালা সুর ধরিয়া ‘চাই, খেলেনা চাই, চুড়ি চাই’ করিয়া ডাকিয়া যাইত; আমি একখানি ধব্‌ধবে চাদর পাতিয়া নিজের হাতে বিছানা করিয়া শয়ন করিতাম;

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b0003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

একখানি অনাবৃত বাহু কোমল বিছানার উপর যেন অনাদরে মেলিয়া দিয়া ভাবিতাম, এই হাতখানি এমনি ভঙ্গীতে কে যেন দেখিতে পাইল, কে যেন দুইখানি হাত দিয়া তুলিয়া লইল, কে যেন ইহার আরক্ত করতলের উপর একটি চুম্বন রাখিয়া দিয়া আবার ধীরে ধীরে ফিরিয়া যাইতেছে।—মনে কর এই খানেই গল্পটা যদি শেষ হয় তাহা হইলে কেমন হয়?"

আমি বলিলাম "মন্দ হয় না। একটু অসম্পূর্ণ থাকে বটে, কিন্তু সেইটুকু আপন মনে পূরণ করিয়া লইতে বাকি রাতটুকু বেশ কাটিয়া যায়।"

"কিন্তু তাহা হইলে গল্পটা যে বড় গম্ভীর হইয়া পড়ে। ইহার উপহাসটুকু থাকে কোথায়? ইহার ভিতরকার কঙ্কালটা তাহার সমস্ত দাঁত ক'টি মেলিয়া দেখা দেয় কই?—

"তবে পরে শোন। একটুখানি পসার হইতেই আমাদের বাড়ির একতলায় ডাক্তার তাঁহার ডাক্তারখানা খুলিলেন। তখন আমি তাঁহাকে মাঝে মাঝে হাসিতে হাসিতে ঔষধের কথা; বিষের কথা, কি করিলে মানুষ সহজে মরে এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিতাম। ডাক্তারির কথায় ডাক্তারের মুখ খুলিয়া যাইত। শুনিয়া শুনিয়া মৃত্যু যেন পরিচিত ঘরের লোকের মত হইয়া গেল। ভালবাসা এবং মরণ কেবল এই দুটোকেই পৃথিবীময় দেখিলাম।

"আমার গল্প প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে—আর বড় বাকী নাই।"

আমি মৃদুস্বরে বলিলাম "রাত্রিও প্রায় শেষ হইয়া আসিল।"

"কিছুদিন হইতে দেখিলাম ডাক্তার বাবু বড় অন্যমনস্ক, এবং আমার কাছে যেন ভারি অপ্রতিভ। একদিন দেখিলাম তিনি কিছু বেশী রকম সাজসজ্জা করিয়া দাদার কাছে তাঁহার জুড়ি ধার লইলেন রাত্রে কোথায় যাইবেন।

"আমি আর থাকিতে পারিলাম না। দাদার কাছে গিয়া নানা কথার পর জিজ্ঞাসা করিলাম 'হাঁ দাদা, ডাক্তার বাবু আজ জুড়ি লইয়া কোথায় যাইতেছেন?"

"সংক্ষেপে দাদা বলিলেন, 'মরিতে'।

"আমি বলিলাম, 'না, সত্য করিয়া বল না।'

"তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ খোলসা করিয়া বলিলেন 'বিবাহ করিতে।'

"আমি বলিলাম 'সত্য না কি!' বলিয়া অনেক হাসিতে লাগিলাম।

"অল্পে অল্পে শুনিলাম এই বিবাহে ডাক্তার বারোহাজার টাকা পাইবেন।

"কিন্তু আমার কাছে এ সংবাদ গোপন করিয়া আমাকে অপমান করিবার তাৎপর্য্য কি? আমি কি তাঁহার পায়ে ধরিয়া বলিয়াছিলাম যে, এমন কাজ করিলে আমি বুক ফাটিয়া মরিব? পুরুষদের বিশ্বাস করিবার যো নাই। পৃথিবীতে আমি একটি মাত্র পুরুষ দেখিয়াছি এবং এক মুহূর্ত্তে সমস্ত জ্ঞান লাভ করিয়াছি।

"ডাক্তার রোগী দেখিয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঘরে আসিলে আমি প্রচুর পরিমাণে হাসিতে হাসিতে বলিলাম 'কি ডাক্তার মহাশয়! আজ নাকি আপনার বিবাহ!'

"আমার প্রফুল্লতা দেখিয়া ডাক্তার যে কেবল অপ্রতিভ হইলেন তাহা নহে, ভারি বিমর্ষ হইয়া গেলেন।

"জিজ্ঞাসা করিলাম 'বাজনা বাদ্য কিছু নাই যে!'

"শুনিয়া তিনি ঈষৎ একটু নিশ্বাস ফেলিয়া

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

বলিলেন—বিবাহ ব্যাপারটা কি এতই আনন্দের?'

"শুনিয়া আমি হাসিয়া অস্থির হইয়া গেলাম। এমন কথাও ত কখনো শুনি নাই। আমি বলিলাম, 'সে হইবে না বাজনা চাই, আলো চাই।'

"দাদাকে এমনি ব্যস্ত করিয়া তুলিলাম যে দাদা তখনি রীতিমত উৎসবের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

"আমি কেবলি গল্প করিতে লাগিলাম, বধূ ঘরে আসিলে কি হইবে, কি করিব। জিজ্ঞাসা করিলাম 'আচ্ছা ডাক্তার মহাশয়, তখনো কি আপনি রোগীর নাড়ি টিপিয়া বেড়াইবেন?' হি হি হি হি! যদিও মানুষের বিশেষতঃ পুরুষের মনটা দৃষ্টিগোচর নয় তবু আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, কথাগুলি ডাক্তারের বুকে শেলের মত বাজিতেছিল।

"অনেক রাত্রে লগ্ন। সন্ধ্যাবেলায় ডাক্তার ছাতের উপর বসিয়া দাদার সহিত দুই এক পাত্র মদ খাইতেছিলেন। দুইজনেরই এই অভ্যাস-টুকু ছিল। ক্রমে আকাশে চাঁদ উঠিল।

"আমি হাসিতে হাসিতে আসিয়া বলিলাম 'ডাক্তার মশায় ভুলিয়া গেলেন না কি? যাত্রার যে সময় হইয়াছে।'

"এইখানে একটা সামান্য কথা বলা আবশ্যক! ইতিমধ্যে আমি গোপনে ডাক্তার-খানায় গিয়া খানিকটা গুঁড়া সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম এবং সেই গুঁড়ার কিয়দংশ সুবিধামত অলক্ষিতে ডাক্তারের গ্লাসে মিশাইয়া দিয়াছিলাম। কোন্ গুঁড়া খাইলে মানুষ মরে ডাক্তারের কাছে শিখিয়াছিলাম।

"ডাক্তার এক চুমুকে গ্লাসটি শেষ করিয়া কিঞ্চিৎ আর্দ্র গদগদ কণ্ঠে আমার মুখের দিকে মর্ম্মান্তিক দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—'তবে চলিলাম।'

"বাঁশি বাজিতে লাগিল। আমি একটি বারাণসী সাড়ি পরিলাম; যতগুলি গহনা সিন্দুকে তোলা ছিল, সবগুলি বাহির করিয়া পরিলাম; সিঁথিতে বড় করিয়া সিঁদুর দিলাম। আমার সেই বকুলতলায় বিছানা পাতিলাম।

"বড় সুন্দর রাত্রি। ফুটফুটে জ্যোৎস্না! সুপ্তজগতের ক্লান্তি হরণ করিয়া দক্ষিণে বাতাস বহিতেছে। জুঁই আর বেলফুলের গন্ধে সমস্ত বাগান আমোদ করিয়াছে।

"বাঁশির শব্দ যখন ক্রমে দূরে চলিয়া গেল, জ্যোৎস্না যখন অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল, এই তরুপল্লব এবং আকাশ এবং আজন্মকালের ঘর দুয়ার লইয়া পৃথিবী যখন আমার চারিদিক হইতে মায়ার মত মিলাইয়া যাইতে লাগিল তখন আমি নেত্র নিমীলন করিয়া হাসিলাম।

"ইচ্ছা ছিল যখন লোকে আসিয়া আমাকে দেখিবে তখন এই হাসিটুকু যেন রঙীন নেশার মত আমার ঠোঁটের কাছে লাগিয়ে থাকে! ইচ্ছা ছিল যখন আমার অনন্তরাত্রির বাসর ঘরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করিব তখন এই হাসিটুকু এখান হইতেই মুখে করিয়া লইয়া যাইব। কোথায় বাসর ঘর! আমার সে বিবাহের বেশ কোথায়! নিজের ভিতর হইতে একটা খট্‌খট্ শব্দে জাগিয়া দেখিলাম আমাকে লইয়া তিনটি বালক অস্থিবিদ্যা শিখিতেছে। বুকের যেখানে সুখদুঃখ ধুক্‌ধুক্ করিত এবং যৌবনের পাপ্‌ড়ি প্রতিদিন একটি একটি করিয়া প্রস্ফুটিত হইত, সেইখানে বেত্র নির্দ্দেশ করিয়া কোন্ অস্থির কি নাম মাষ্টার শিখাইতেছে। আর সেই যে অন্তিম হাসিটুকু ওষ্ঠের কাছে ফুটাইয়া তুলিয়াছিলাম, তাহার কোন চিহ্ন দেখিতে পাইয়াছিলে কি?

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

"গল্পটা কেমন লাগিল?"

আমি বলিলাম "গল্পটি বেশ প্রফুল্লকর।"

এমন সময় প্রথম কাক ডাকিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, "এখনো আছ কি?" কোন উত্তর পাইলাম না।

ঘরের মধ্যে ভোরের আলো প্রবেশ করিল।

স্বর্ণ-মৃগ।

আদ্যনাথ এবং বৈদ্যনাথ চক্রবর্ত্তী দুই সরিক। উভয়ের মধ্যে বৈদ্যনাথের অবস্থাই কিছু খারাপ। বৈদ্যনাথের বাপ মহেশচন্দ্রের বিষয়বুদ্ধি আদৌ ছিল না, তিনি দাদা শিবনাথের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিতেন। শিবনাথ ভাইকে প্রচুর স্নেহ দিয়া তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার বিষয়সম্পত্তি সমস্ত আত্মসাৎ করিয়া লন। কেবল খানকতক কোম্পানির কাগজ অবশিষ্ট থাকে। জীবন-সমুদ্রে সেই কাগজ ক'খানি বৈদ্যনাথের একমাত্র অবলম্বন।

শিবনাথ বহু অনুসন্ধানে তাঁহার পুত্র আদ্যনাথের সহিত এক ধনীর একমাত্র কন্যার বিবাহ দিয়া বিষয়-বৃদ্ধির আর একটি সুযোগ করিয়া রাখিয়াছিলেন। মহেশচন্দ্র একটি সপ্ত-কন্যাভারগ্রস্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি দয়া করিয়া এক পয়সা পণ না লইয়া তাহার জ্যেষ্ঠা কন্যাটির সহিত পুত্রের বিবাহ দেন। সাতটি কন্যাকেই যে ঘরে লন নাই তাহার কারণ, তাঁহার একটিমাত্র পুত্র এবং ব্রাহ্মণও সেরূপ অনুরোধ করে নাই। তবে, তাহাদের বিবাহের উদ্দেশে সাধ্যাতিরিক্ত অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন।

পিতার মৃত্যুর পর বৈদ্যনাথ তাঁহার কাগজ কয়খানি লইয়া সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ও সন্তুষ্টচিত্তে ছিলেন। কাজকর্ম্মের কথা তাঁহার মনেও উদয় হইত না। কাজের মধ্যে তিনি গাছের ডাল কাটিয়া বসিয়া বসিয়া বহুযত্নে ছড়ি তৈরি করিতেন। রাজ্যের বালক এবং যুবকগণ তাঁহার নিকট ছড়ির জন্য উমেদার হইত, তিনি দান করিতেন। ইহা ছাড়া বদান্যতার উত্তেজনায় ছিপ ঘুড়ি লাঠাই নির্ম্মাণ করিতেও তাঁহার বিস্তর সময় যাইত। যাহাতে বহুযত্নে বহুকাল ধরিয়া চাঁচাছোলার আবশ্যক, অথচ সংসারের উপকারিতা দেখিলে যাহা সে পরিমাণে পরিশ্রম ও কালব্যয়ের অযোগ্য এমন একটা হাতের কাজ পাইলে তাঁহার উৎসাহের সীমা থাকে না।

পাড়ায় যখন দলাদলি এবং চক্রান্ত লইয়া বড় বড় পবিত্র বঙ্গীয় চণ্ডীমণ্ডপ ধূমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে তখন বৈদ্যনাথ একটি কলম-কাটা ছুরি এবং একখণ্ড গাছের ডাল লইয়া প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন এবং আহার ও নিদ্রার পর হইতে সায়ংকাল পর্য্যন্ত নিজের দাওয়াটিতে একাকী অতিবাহিত করিতেছেন এমন প্রায় দেখা যাইত।

ষষ্ঠীর প্রসাদে শত্রুর মুখে যথাক্রমে ছাই দিয়া বৈদ্যনাথের দুইটি পুত্র এবং একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিল।

গৃহিণী মোক্ষদাসুন্দরীর অসন্তোষ প্রতিদিন বাড়িয়া উঠিতেছে। আদ্যনাথের ঘরে যেরূপ সমারোহ বৈদ্যনাথের ঘরে কেন সেরূপ না হয়! ও-বাড়ির বিন্ধ্যবাসিনীর যেমন গহনা পত্র, বেনারসী সাড়ি, কথাবার্ত্তার ভঙ্গী এবং

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

চালচলনের গৌরব মোক্ষদার যে ঠিক তেমনটা হইয়া ওঠে না ইহা অপেক্ষা যুক্তিবিরুদ্ধ ব্যাপার আর কি হইতে পারে। অথচ একই ত পরিবার। ভাইয়ের বিষয় বঞ্চনা করিয়া লইয়াই ত উহাদের এত উন্নতি। যত শোনে ততই মোক্ষদার হৃদয়ে নিজের শ্বশুরের প্রতি এবং শ্বশুরের একমাত্র পুত্রের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং অবজ্ঞা আর ধরে না। নিজগৃহের কিছুই তাঁহার ভাল লাগে না। সকলি অসুবিধা এবং মানহানিজনক। শয়নের খাটটা মৃতদেহ বহনেরও যোগ্য নয়, যাহার সাতকুলে কেহ নাই এমন একটা অনাথ চামচিকেশাবকও এই জীর্ণ প্রাচীরে বাস করিতে চাহে না, এবং গৃহসজ্জা দেখিলে ব্রহ্মচারী পরমহংসের চখেও জল আসে। এ সকল অত্যুক্তির প্রতিবাদ করা পুরুষের ন্যায় কাপুরুষজাতির পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং বৈদ্যনাথ বাহিরের দাওয়ায় বসিয়া দ্বিগুণ মনোযোগের সহিত ছড়ি চাঁচিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

কিন্তু মৌনব্রত বিপদের একমাত্র পরিত্রাণ নহে। এক একদিন স্বামীর শিল্পকার্য্যে বাধা দিয়া গৃহিণী তাঁহাকে অন্তঃপুরে আহ্বান করিয়া আনিতেন। অত্যন্ত গম্ভীরভাবে অন্যদিকে চাহিয়া বলিতেন "গোয়ালার দুধ বন্ধ করিয়া দাও।

বৈদ্যনাথ কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া নম্রভাবে বলিতেন "দুধটা—বন্ধ করিলে কি চলিবে?—ছেলেরা খাইবে কি?"

গৃহিণী উত্তর করিতেন "আমানি।"

আবার কোন দিন ইহার বিপরীত ভাব দেখা যাইত—গৃহিণী বৈদ্যনাথকে ডাকিয়া বলিতেন "আমি জানি না। কি করিতে হয় তুমি কর।"

বৈদ্যনাথ ম্লানমুখে জিজ্ঞাসা করিতেন "কি করিতে হইবে?"

স্ত্রী বলিতেন "এমাসের মত বাজার করিয়া আন" বলিয়া এমন একটা ফর্দ্দ দিতেন যাহাতে একটা রাজসূয় যজ্ঞ সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইতে পারিত।

বৈদ্যনাথ যদি সাহসপূর্ব্বক প্রশ্ন করিতেন "এত কি আবশ্যক আছে?"

উত্তর শুনিতেন "তবে ছেলেগুলা না খাইতে পাইয়া মরুক এবং আমিও যাই, তাহা হইলে তুমি একলা বসিয়া খুব সস্তায় সংসার চালাইতে পারিবে।"

এইরূপে ক্রমে ক্রমে বৈদ্যনাথ বুঝিতে পারিলেন ছড়ি চাঁচিয়া আর চলে না। একটা কিছু উপায় করা চাই। চাকরী করা অথবা ব্যবসা করা বৈদ্যনাথের পক্ষে দুরাশা। অতএব কুবেরের ভাণ্ডারে প্রবেশ করিবার একটা সংক্ষেপ রাস্তা আবিষ্কার করা চাই।

একদিন রাত্রে বিছানায় শুইয়া কাতরভাবে প্রার্থনা করিলেন "হে মা জগদম্বে, স্বপ্নে যদি একটা দুঃসাধ্য রোগের পেটেণ্ট ঔষধ বলিয়া দাও' কাগজে তাহার বিজ্ঞাপন লিখিবার ভার আমি লইব।"

সে রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন তাহার স্ত্রী তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া "বিধবাবিবাহ করিব" বলিয়া একান্ত পণ করিয়া বসিয়াছেন। অর্থাভাব সত্বে উপযুক্ত গহনা কোথায় পাওয়া যাইবে বলিয়া বৈদ্যনাথ উক্ত প্রস্তাবে আপত্তি করিতেছেন; বিধবার গহনা আবশ্যক করে না বলিয়া পত্নী আপত্তি খণ্ডন করিতেছেন। তাহার কি একটা চূড়ান্ত জবাব আছে বলিয়া তাঁহার মনে হইতেছে অথচ কিছুতেই মাথায় আসিতেছে না, এমন সময় নিদ্রাভঙ্গ হইয়া দেখিলেন সকাল হইয়াছে; এবং কেন

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

এ তাঁহার স্ত্রীর বিধবাবিবাহ হইতে পারে না তাহার সদুত্তর তৎক্ষণাৎ মনে পড়িয়া গেল এবং সে জন্য বোধ করি কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইলেন।

প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া একাকী বসিয়া ঘুড়ির লখ্ তৈরি করিতেছেন এমন সময় এক সন্ন্যাসী জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া দ্বারে আগত হইল। সেই মুহূর্ত্তেই বিদ্যুতের মত বৈদ্যনাথ ভাবী ঐশ্বর্য্যের উজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। সন্ন্যাসীকে প্রচুর পরিমাণে আদর অভ্যর্থনা ও আহার্য্য যোগাইলেন। অনেক সাধ্যসাধনার পর জানিতে পারিলেন সন্ন্যাসী সোণা তৈরি করিতে পারে এবং সে বিদ্যা তাঁহাকে দান করিতেও অসম্মত হইল না।

গৃহিণীও নাচিয়া উঠিলেন। যকৃতের বিকার উপস্থিত হইলে লোকে যেমন সমস্ত হলুদবর্ণ দেখে তিনি সেইরূপ পৃথিবীময় সোণা দেখিতে লাগিলেন। কল্পনা-কারিকরের দ্বারা শয়নের খাট, গৃহসজ্জা এবং গৃহপ্রাচীর পর্য্যন্ত সোণা মণ্ডিত করিয়া মনে মনে বিন্ধ্যবাসিনীকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

সন্ন্যাসী প্রতিদিন দুইসের করিয়া দুগ্ধ এবং দেড় সের করিয়া মোহনভোগ খাইতে লাগিল এবং বৈদ্যনাথের কোম্পানীর কাগজ দোহন করিয়া অজস্র রৌপ্যরস নিঃসৃত করিয়া লইল।

ছিপ ছড়ি লাঠাইয়ের কাঙালরা বৈদ্যনাথের রুদ্ধদ্বারে নিষ্ফল আঘাত করিয়া চলিয়া যায়। ঘরে ছেলেগুলো যথাসময়ে খাইতে পায় না, পড়িয়া গিয়া কপাল ফলায়, কাঁদিয়া আকাশ ফাটাইয়া দেয়, কর্ত্তা গৃহিণী কাহারো ভ্রূক্ষেপ নাই। নিস্তব্ধভাবে অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে বসিয়া কটাহের দিকে চাহিয়া উভয়ের চোখে পল্লব নাই, মুখে কথা নাই। তৃষিত একাগ্রনেত্রে অবিশ্রান্ত অগ্নিশিখার প্রতিবিম্ব পড়িয়া চোখের মণি যেন স্পর্শমণির গুণ প্রাপ্ত হইল। দৃষ্টিপথ সায়াহ্নের সূর্য্যাস্তপথের মত জ্বলন্ত সুবর্ণপ্রলেপে রাঙা হইয়া উঠিল।

দুখানা কোম্পানীর কাগজ এই স্বর্ণ-অগ্নিতে আহুতি দেওয়ার পর একদিন সন্ন্যাসী আশ্বাস দিল "কাল সোণার রং ধরিবে।"

সেদিন রাত্রে কাহারো ঘুম হইল না। স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া সুবর্ণপুরী নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। তৎসম্বন্ধে মাঝে মাঝে উভয়ের মধ্যে মতভেদ এবং তর্কও উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু আনন্দ-আবেগে তাহার মীমাংসা হইতে বিলম্ব হয় নাই—পরস্পর পরস্পরের খাতিরে নিজ নিজ মত কিছু কিছু পরিত্যাগ করিতে অধিক ইতস্ততঃ করেন নাই। সে রাত্রে দাম্পত্য একীকরণ এত ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল।

পরদিন আর সন্ন্যাসীর দেখা নাই চারিদিক হইতে সোণার রং ঘুচিয়া গিয়া সূর্য্যকিরণ পর্য্যন্ত অন্ধকার হইয়া দেখা দিল। ইহার পর হইতে শয়নের খাট গৃহসজ্জা এবং গৃহপ্রাচীর চতুর্গুণ দারিদ্র্য এবং জীর্ণতা প্রকাশ করিতে লাগিল

এখন হইতে গৃহকার্য্যে বৈদ্যনাথ কোন একটা সামান্য মত প্রকাশ করিতে গেলে গৃহিণী তীব্রমধুর স্বরে বলেন "বুদ্ধির পরিচয় অনেক দিয়াছ এখন কিছুদিন ক্ষান্ত থাক।" বৈদ্যনাথ একেবারে নিবিয়া যায়।

মোক্ষদা এম্নি একটা শ্রেষ্ঠতার ভাব ধারণ করিয়াছে যেন এই স্বর্ণমরীচিকায় সে নিজে এক মুহূর্ত্তের জন্যও আশ্বস্ত হয় নাই।

অপরাধী বৈদ্যনাথ স্ত্রীকে কিঞ্চিৎ সন্তুষ্ট করিবার জন্য বিবিধ উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এক দিন একটি চতুষ্কোণ মোড়কে গোপন উপহার লইয়া স্ত্রীর নিকট গিয়া প্রচুর

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

হাস্যবিকাশপূর্ব্বক সাতিশয় চতুরতার সহিত ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন "কি আনিয়াছি বল দেখি!"

স্ত্রী কৌতূহল গোপন করিয়া উদাসীনভাবে কহিলেন "কেমন করিয়া বলিব! আমি ত আর 'জান' নহি!"

বৈদ্যনাথ অনাবশ্যক কালব্যয় করিয়া প্রথমে দড়ির গাঁঠ অতি ধীরে ধীরে খুলিলেন, তার পর ফুঁ দিয়া কাগজের ধূলা ঝাড়িলেন, তাহার পর অতি সাবধানে এক এক ভাঁজ করিয়া কাগজের মোড়ক খুলিয়া আর্ট-ষ্টুডিয়োর রংকরা দশমহাবিদ্যার ছবি বাহির করিয়া আলোর দিকে ফিরাইয়া গৃহিণীর সম্মুখে ধরিলেন।

গৃহিণীর তৎক্ষণাৎ বিন্ধ্যবাসিনীর শয়নকক্ষের বিলাতী তেলের ছবি মনে পড়িল— অপর্য্যাপ্ত অবজ্ঞার স্বরে কহিলেন "আ মরে যাই! এ তোমার বৈঠকখানায় রাখিয়া বসিয়া বসিয়া নিরীক্ষণ কর গে। এ আমার কাজ নাই!" বিমর্ষ বৈদ্যনাথ বুঝিলেন অন্যান্য অনেক ক্ষমতার সহিত স্ত্রীলোকের মত যোগাইবার দুরূহ ক্ষমতা হইতেও বিধাতা তাঁহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন।

এদিকে দেশে যত দৈবজ্ঞ আছে মোক্ষদা সকলকে হাত দেখাইলেন, কোষ্ঠি দেখাইলেন। সকলেই বলিল, তিনি সধবাবস্থায় মরিবেন। কিন্তু সেই পরমানন্দময় পরিণামের জন্য তিনি একান্ত ব্যগ্র ছিলেন না, অতএব ইহাতেও তাঁহার কৌতূহল নিবৃত্তি হইল না।

শুনিলেন তাঁহার সন্তানভাগ্য ভাল, পুত্রকন্যায় তাঁহার গৃহ অবিলম্বে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা আছে; শুনিয়া তিনি বিশেষ প্রফুল্লতা প্রকাশ করিলেন না।

অবশেষে একজন গণিয়া বলিল বৎসরখানেকের মধ্যে যদি বৈদ্যনাথ দৈবধন প্রাপ্ত না হন তাহা হইলে গণক তাহার পাঁজিপুঁথি সমস্তই পুড়াইয়া ফেলিবে। গণকের এইরূপ নিদারুণ পণ শুনিয়া মোক্ষদার মনে আর তিলমাত্র অবিশ্বাসের কারণ রহিল না।

গণৎকার ত প্রচুর পারিতোষিক লইয়া বিদায় হইয়াছেন, কিন্তু বৈদ্যনাথের জীবন দুর্ব্বহ হইয়া উঠিল। ধন উপার্জ্জনের কতকগুলি সাধারণপ্রচলিত পথ আছে, যেমন চাষ, চাকরি, ব্যবসা, চুরি এবং প্রতারণা। কিন্তু দৈবধন উপার্জ্জনের সেরূপ নির্দ্দিষ্ট কোন উপায় নাই। এই জন্য মোক্ষদা বৈদ্যনাথকে যতই উৎসাহ দেন এবং ভর্ৎসনা করেন বৈদ্যনাথ ততই কোন দিকে রাস্তা দেখিতে পান না! কোন্‌খানে খুঁড়িতে আরম্ভ করিবেন, কোন্ পুকুরে ডুবারি নামাইবেন, বাড়ির কোন্ প্রাচীরটা ভাঙ্গিতে হইবে, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারেন না।

মোক্ষদা নিতান্ত বিরক্ত হইয়া স্বামীকে জানাইলেন যে, পুরুষমানুষের মাথায় যে মস্তিষ্কের পরিবর্ত্তে এতটা গোময় থাকিতে পারে তাহা তাঁহার পূর্ব্বে ধারণা ছিল না।

বলিলেন "একটু নড়িয়া চড়িয়া দেখ। হাঁ করিয়া বসিয়া থাকিলে কি আকাশ হইতে টাকা বৃষ্টি হইবে?"

কথাটা সঙ্গত বটে, এবং বৈদ্যনাথের একান্ত ইচ্ছাও তাই, কিন্তু কোন্ দিকে নড়িবেন কিসের উপর চড়িবেন তাহা যে কেহ বলিয়া দেয় না! অতএব দাওয়ায় বসিয়া বৈদ্যনাথ আবার ছড়ি চাঁচিতে লাগিলেন।

এদিকে আশ্বিন মাসে দুর্গোৎসব নিকটবর্ত্তী হইল। চতুর্থীর দিন হইতেই ঘাটে নৌকা আসিয়া লাগিতে লাগিল। প্রবাসীরা দেশে ফিরিয়া আসিতেছে। ঝুড়িতে মানকচু কুমড়া শুষ্ক নারিকেল; টিনের বাক্সের মধ্যে ছেলেদের

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

জন্ত জুতা ছাতা কাপড় এবং প্রেয়সীর জন্ত এসেন্স সাবান নূতন গল্পের বহি এবং সুবাসিত নাড়িকেল তৈল।

মেঘ মুক্ত আকাশে শরতের সূর্য্যকিরণ উৎসবের হাস্তের মত ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, পক্কোন্মুখ ধান্তক্ষেত্র থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে, বর্ষাধৌত সতেজ তরুপল্লব নব শীতবায়ুতে সির্ সির্ করিয়া উঠিতেছে—এবং তসরের চায়না-কোট পরিয়া কাঁধে একটি পাকানো চাদর ঝুলাইয়া ছাতি মাথায় প্রত্যাগত পথিকেরা মাঠের পথ দিয়া ঘরের মুখে চলিয়াছে।

বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া তাই দেখে এবং তাহার হৃদয় হইতে দীর্ঘনিশ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। নিজের নিরানন্দ গৃহের সহিত বাঙ্গালা দেশের সহস্র গৃহের মিলনোৎসবের তুলনা করে, এবং মনে মনে বলে "বিধাতা কেন আমাকে এমন অকর্ম্মণ্য করিয়া সৃজন করিয়াছ!"—

ছেলেরা ভোরে উঠিয়াই প্রতিমানির্ম্মাণ দেখিবার জন্ত আদ্যনাথের বাড়ির প্রাঙ্গণে গিয়া হাজির হইয়াছিল। খাবার বেলা হইলে দাসী তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক গ্রেফ্তার করিয়া লইয়া আসিল। তখন বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া এই বিশ্বব্যাপী উৎসবের মধ্যে নিজের জীবনের নিষ্ফলতা স্মরণ করিতেছিলেন। দাসীর হাত হইতে ছেলে দুটিকে উদ্ধার করিয়া কোলের কাছে ঘনিষ্ঠভাবে টানিয়া বড়টিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাঁরে অবু, এবার পূজোর সময় কি চাস্ বল্ দেখি।"

অবিনাশ তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল "একটা নৌকো দিয়ো বাবা!"

ছোটটিও মনে করিল বড় ভাইয়ের চেয়ে কোন বিষয়ে ন্যূন হওয়া কিছু নয়, কহিল "আমাকেও একটা নৌকো দিয়ো বাবা!"

বাপের উপযুক্ত ছেলে! একটা অকর্ম্মণ্য কারুকার্য্য পাইলে আর কিছু চাহে না। বাপ বলিলেন আচ্ছা।"

এদিকে যথাকালে পূজার ছুটিতে কাশী হইতে মোক্ষদার এক খুড়া বাড়ি ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ব্যবসায়ে উকীল। মোক্ষদা কিছুদিন ঘন ঘন তাঁহার বাড়ি যাতায়াত করিলেন।

অবশেষে একদিন স্বামীকে আসিয়া বলিলেন "ওগো, তোমাকে কাশী যাইতে হইতেছে।"

বৈদ্যনাথ সহসা মনে করিলেন, বুঝি তাঁহার মৃত্যুকাল উপস্থিত, গণক কোষ্ঠি হইতে আবিষ্কার করিয়াছে; সহধর্ম্মিণী সেই সন্ধান পাইয়া তাঁহার সদ্গতি করিবার যুক্তি করিতেছেন।

পরে শুনিলেন, এইরূপ জনশ্রুতি যে, কাশীতে একটি বাড়ি আছে সেখানে গুপ্তধন মিলিবার কথা, সেই বাড়ি কিনিয়া তাহার ধন উদ্ধার করিয়া আনিতে হইবে।

বৈদ্যনাথ বলিলেন—"কি সর্ব্বনাশ! আমি কাশী যাইতে পারিব না।"

বৈদ্যনাথ কখনও ঘর ছাড়িয়া কোথাও যান নাই। গৃহস্থকে কি করিয়া ঘরছাড়া করিতে হয় প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ লিখিতেছেন স্ত্রীলোকের সে সম্বন্ধে "অশিক্ষিত পটুত্ব" আছে। মোক্ষদা মুখের কথায় ঘরের মধ্যে যেন লঙ্কার ধোঁয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু তাহাতে হতভাগ্য বৈদ্যনাথ কেবল চোখের জলে ভাসিয়া যাইত, কাশী যাইবার নাম করিত না।

দিন দুই তিন গেল। বৈদ্যনাথ বসিয়া বসিয়া কতকগুলা কাষ্ঠখণ্ড কাটিয়া কুঁদিয়া যোড়া দিয়া দুইখানি খেলার নৌকা তৈরি করিলেন। তাহাতে মাস্তুল বসাইলেন, কাপড় কাটিয়া

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

পাল খাটিয়া দিলেন; লাল শালুর নিশান উড়াইলেন, হাল ও দাঁড় বসাইয়া দিলেন। একটি পুতুল কর্ণধার এবং আরোহীও ছাড়িলেন না। তাহাতে বহুযত্ন এবং আশ্চর্য্য নিপুণতা প্রকাশ করিলেন। সে নৌকা দেখিয়া অসহ্য চিত্তচাঞ্চল্য না জন্মে এমন সংযতচিত্ত বালক সম্প্রতি পাওয়া দুর্লভ। অতএব বৈদ্যনাথ সপ্তমীর পূর্ব্বরাত্রে যখন নৌকা দুটি লইয়া ছেলেদের হাতে দিলেন তাহারা আনন্দে নাচিয়া উঠিল। একেত নৌকার খোলটাই যথেষ্ট, তাহাতে আবার হাল আছে, দাঁড় আছে, মাস্তুল আছে, পাল আছে, আবার যথাস্থানে মাঝি বসিয়া, ইহাই তাহাদের সমধিক বিস্ময়ের কারণ হইল।

ছেলেদের আনন্দকলরবে আকৃষ্ট হইয়া মোক্ষদা আসিয়া দরিদ্র পিতার পূজার উপহার দেখিলেন।

দেখিয়া, রাগিয়া কাঁদিয়া কপালে করাঘাত করিয়া খেলেনা দুটো কাড়িয়া জান্‌লার বাহিরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। সোনার হার গেল, সাটিনের জামা গেল, জরির টুপি গেল, শেষে কিনা হতভাগ্য মনুষ্য দুইখানা খেলনা দিয়া নিজের ছেলেকে প্রতারণা করিতে আসিয়াছে! তাও আবার দুই পয়সা ব্যয় নাই, নিজের হাতে নির্ম্মাণ!

ছোট ছেলে ত উর্দ্ধশ্বাসে কাঁদিতে লাগিল, "বোকা ছেলে" বলিয়া তাহাকে মোক্ষদা ঠাস্ করিয়া চড়াইয়া দিলেন।

বড় ছেলেটি বাপের দিকে চাহিয়া নিজের দুঃখ ভুলিয়া গেল। উল্লাসের ভাণমাত্র করিয়া কহিল বাবা, আমি কাল ভোরে গিয়ে কুড়িয়ে নিয়ে আসব।"

বৈদ্যনাথ তাহার পরদিন কাশী যাইতে সম্মত হইলেন। কিন্তু টাকা কোথায়! তাঁহার স্ত্রী গহনা বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করিলেন। বৈদ্যনাথের পিতামহীর আমলের গহনা, এমন খাঁটি সোণা এবং ভারী গহনা আজকালকার দিনে পাওয়াই যায় না।

বৈদ্যনাথের মনে হইল তিনি মরিতে যাইতেছেন। ছেলেদের কোলে করিয়া চুম্বন করিয়া সাশ্রুনেত্রে বাড়ি হইতে বাহির হইলেন। তখন মোক্ষদাও কাঁদিতে লাগিলেন।

কাশীর বাড়িওয়ালা বৈদ্যনাথের খুড়শ্বশুরের মক্কেল। বোধ করি সেই কারণেই বাড়ি খুব চড়া দামেই বিক্রয় হইল। বৈদ্যনাথ একাকী বাড়ি দখল করিয়া বসিলেন। একেবারে নদীর উপরেই বাড়ি। ভিত্তি ধৌত করিয়া নদীস্রোত প্রবাহিত হইতেছে।

রাত্রে বৈদ্যনাথের গা ছম্‌ছম্ করিতে লাগিল। শূন্য গৃহে শিয়রের কাছে প্রদীপ জ্বালাইয়া চাদর মুড়ি দিয়া শয়ন করিলেন। কিন্তু কিছুতেই নিদ্রা হয় না। গভীর রাত্রে যখন সমস্ত কোলাহল থামিয়া গেল তখন কোথা হইতে একটা ঝন্‌ঝন্ শব্দ শুনিয়া বৈদ্যনাথ চমকিয়া উঠিলেন। শব্দ মৃদু কিন্তু পরিষ্কার। যেন পাতালে বলিরাজের ভাণ্ডারে কোষাধ্যক্ষ বসিয়া বসিয়া টাকা গণনা করিতেছে।

বৈদ্যনাথের মনে ভয় হইল কৌতূহল হইল এবং সেই সঙ্গে দুর্জ্জয় আশার সঞ্চার হইল। কম্পিতহস্তে প্রদীপ লইয়া ঘরে ঘরে ফিরিলেন। এঘরে গেলে মনে হয় শব্দ ওঘর হইতে আসিতেছে—ওঘরে গেলে মনে হয় এঘর হইতে আসিতেছে। বৈদ্যনাথ সমস্ত রাত্রি কেবলই এঘর ওঘর করিলেন। দিনের বেলা সেই পাতালভেদী শব্দ অন্যান্য শব্দের সহিত মিশিয়া গেল, আর তাহাকে চিনা গেল না।

রাত্রি দুই তিন প্রহরের সময় যখন জগৎ নিদ্রিত হইল তখন আবার সেই শব্দ জাগিয়া

উঠিল। বৈদ্যনাথের চিত্ত নিতান্ত অস্থির হইল। শব্দ লক্ষ্য করিয়া কোন্ দিকে যাইবেন ভাবিয়া পাইলেন না মরুভূমির মধ্যে জলের কল্লোল শোনা যাইতেছে অথচ কোন্ দিক হইতে আসিতেছে নির্ণয় হইতেছে না ; ভয় হইতেছে পাছে একবার ভুল পথ অবলম্বন করিলে গুপ্ত নির্ঝরিণী একেবারে আয়ত্তের অতীত হইয়া যায় ; তৃষিত পথিক স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া প্রাণপণে কাণ খাড়া করিয়া থাকে, এদিকে তৃষ্ণা উত্তরোত্তর প্রবল হইয়া উঠে—বৈদ্যনাথের সেই অবস্থা হইল।

বহুদিন অনিশ্চিত অবস্থাতেই কাটিয়া গেল। কেবল অনিদ্রা এবং বৃথা আশ্বাসে তাঁহার সন্তোষস্নিগ্ধ মুখে ব্যগ্রতার তীব্রভাব রেখাঙ্কিত হইয়া উঠিল। কোটরনিবিষ্ট চকিত-নেত্রে মধ্যাহ্নের মরুবালুকার মত একটা জ্বালা প্রকাশ পাইল।

অবশেষে একদিন দ্বিপ্রহরে সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করিয়া ঘরের মেঝেময় শাবল ঠুকিয়া শব্দ করিতে লাগিলেন। একটি পার্শ্ববর্ত্তী ছোট কুঠরির মেঝের মধ্য হইতে ফাঁপা আওয়াজ দিল।

রাত্রি নিষুপ্ত হইলে পর বৈদ্যনাথ একাকী বসিয়া সেই মেঝে খনন করিতে লাগিলেন। যখন রাত্রি প্রভাতপ্রায়, তখন ছিদ্রখনন সম্পূর্ণ হইল।

বৈদ্যনাথ দেখিলেন নীচে একটা ঘরের মত আছে—কিন্তু সেই রাত্রের অন্ধকারে তাহার মধ্যে নির্ব্বিচারে পা নামাইয়া দিতে সাহস করিলেন না। গর্ত্তের উপর বিছানা চাপা দিয়া শয়ন করিলেন। কিন্তু শব্দ এমনি পরিস্ফুট হইয়া উঠিল যে ভয়ে সেখান হইতে উঠিয়া আসিলেন—অথচ গৃহ অরক্ষিত রাখিয়া দ্বার ছাড়িয়া দূরে যাইতেও প্রবৃত্তি হইল না। লোভ এবং ভয় দুই দিক হইতে দুই হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল। রাত কাটিয়া গেল।

আজ দিনের বেলাও শব্দ শুনা যায়। ভৃত্যকে ঘরের মধ্যে ঢুকিতে না দিয়া বাহিরে আহারাদি করিলেন। আহারান্তে ঘরে ঢুকিয়া দ্বারে চাবি লাগাইয়া দিলেন।

দুর্গানাম উচ্চারণ করিয়া গহ্বরমুখ হইতে বিছানা সরাইয়া ফেলিলেন। জলের ছল্‌-ছল্‌ এবং ধাতুদ্রব্যের ঠংঠং খুব পরিষ্কার শুনা গেল।

ভয়ে ভয়ে গর্ত্তের কাছে আস্তে আস্তে মুখ লইয়া গিয়া দেখিলেন অনতি উচ্চ কক্ষের মধ্যে জলের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে—অন্ধকারে আর বিশেষ কিছু দেখিতে পাইলেন না।

একটা বড় লাঠি নামাইয়া দেখিলেন জল এক হাঁটুর অধিক নহে। একটি দিয়াশলাই ও বাতি লইয়া সেই অগভীর গৃহের মধ্যে অনায়াসে লাফাইয়া পড়িলেন। পাছে এক মুহূর্ত্তে সমস্ত আশা নিবিয়া যায় এই জন্য বাতি জ্বালাইতে হাত কাঁপিতে লাগিল। অনেক-গুলি দেশলাই নষ্ট করিয়া অবশেষে বাতি জ্বলিল।

দেখিলেন, একটি মোটা লোহার শিকলিতে একটি বৃহৎ তাঁবার কলসী বাঁধা রহিয়াছে, এক একবার জলের স্রোত প্রবল হয় এবং শিকলি কলসীর উপর পড়িয়া শব্দ করিতে থাকে।

বৈদ্যনাথ জলের উপর ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ করিতে করিতে তাড়াতাড়ি সেই কলসীর কাছে উপস্থিত হইলেন। গিয়া দেখিলেন কলসী শূন্য।

তথাপি নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না—দুই হস্তে কলসী তুলিয়া খুব করিয়া ঝাঁকানি দিলেন। ভিতরে কিছুই নাই।—উপুড় করিয়া ধরিলেন। কিছুই পড়িল না।

দেখিলেন কলসীর গলা ভাঙ্গা। যেন এককালে এই কলসীর মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল কে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।

তখন বৈদ্যনাথ জলের মধ্যে দুই হস্ত দিয়া পাগলের মত হাতড়াইতে লাগিলেন। কর্দ্দম-স্তরের মধ্যে হাতে কি একটা ঠেকিল, তুলিয়া দেখিলেন মড়ার মাথা—সেটাও একবার কাণের কাছে লইয়া ঝাকাইলেন—ভিতরে কিছুই নাই। ছুড়িয়া ফেলিয়া দিলেন। অনেক খুজিয়া নরকঙ্কালের অস্থি ছাড়া আর কিছুই পাইলেন না।

দেখিলেন নদীর দিকে দেয়ালের এক জায়গা ভাঙ্গা; সেইখান দিয়া জল প্রবেশ করিতেছে এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী যে ব্যক্তির কোষ্ঠিতে দৈবধন লাভ লেখা ছিল সেও সম্ভবতঃ এই ছিদ্র দিয়া প্রবেশ করিয়াছিল।

অবশেষে সম্পূর্ণ হতাশ হইয়া "মা" বলিয়া মস্ত একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন—প্রতিধ্বনি যেন অতীত কালের আরো অনেক হতাশ্বাস ব্যক্তির নিশ্বাস একত্রিত করিয়া ভীষণ গাম্ভীর্য্যের সহিত পাতাল হইতে স্তনিত হইয়া উঠিল।

সর্ব্বাঙ্গে জলকাদা মাখিয়া বৈদ্যনাথ উপরে উঠিলেন।

জনপূর্ণ কোলাহলময় পৃথিবী তাঁহার নিকটে আদ্যোপান্ত মিথ্যা এবং সেই শৃঙ্খলবদ্ধ ভগ্নঘটের মত শূন্য বোধ হইল।

আবার যে জিনিষপত্র বাঁধিতে হইবে, টিকিট কিনিতে হইবে, গাড়ি চড়িতে হইবে, বাড়ি ফিরিতে হইবে, স্ত্রীর সহিত বাক্‌বিতণ্ডা করিতে হইবে, জীবন প্রতিদিন বহন করিতে হইবে সে তাঁহার অসহ্য বলিয়া বোধ হইল। ইচ্ছা হইল নদীর জীর্ণ পাড়ের মত ঝুপ করিয়া ভাঙ্গিয়া জলে পড়িয়া যান।

কিন্তু তবু সেই জিনিষপত্র বাঁধিলেন, টিকিট কিনিলেন, এবং গাড়িও চড়িলেন।

এবং একদিন শীতের সায়াহ্নে বাড়ির দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। আশ্বিন মাসে শরতের প্রাতঃকালে দ্বারের কাছে বসিয়া বৈদ্যনাথ অনেক প্রবাসীকে বাড়ি ফিরিতে দেখিয়াছেন, এবং দীর্ঘশ্বাসের সহিত মনে মনে এই বিদেশ হইতে দেশে ফিরিবার সুখের জন্য লালায়িত হইয়াছেন—তখন আজিকার সন্ধ্যা স্বপ্নেরও অগম্য ছিল।

বাড়িতে প্রবেশ করিয়া প্রাঙ্গণের কাষ্ঠাসনে নির্ব্বোধের মত বসিয়া রহিলেন, অন্তঃপুরে গেলেন না। সর্ব্বপ্রথমে ঝি তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দকোলাহল বাধাইয়া দিল, ছেলেরা ছুটিয়া আসিল, গৃহিণী ডাকিয়া পাঠাইলেন।

বৈদ্যনাথের যেন একটা ঘোর ভাঙ্গিয়া গেল, আবার যেন তাঁহার সেই পূর্ব্বসংসারে জাগিয়া উঠিলেন।

শুষ্কমুখে ম্লানহাস্য লইয়া একটা ছেলেকে কোলে করিয়া একটা ছেলের হাত ধরিয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।

তখন ঘরে প্রদীপ জ্বালান হইয়াছে, এবং যদিও রাত হয় নাই তথাপি শীতের সন্ধ্যা রাত্রির মত নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে।

বৈদ্যনাথ খানিকক্ষণ কিছু বলিলেন না, তার পর মৃদুস্বরে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন আছ?"

স্ত্রী তাহার কোন উত্তর না দিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হইল?"

বৈদ্যনাথ নিরুত্তরে কপালে আঘাত করিলেন। মোক্ষদার মুখ ভার শক্ত হইয়া উঠিল।

ছেলেরা প্রকাণ্ড একটা অকল্যাণের ছায়া দেখিয়া আস্তে আস্তে উঠিয়া গেল। ঝির

কাছে গিয়া বলিল "সেই নাপিতের গল্প বল্।' বসিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

রাত হইতে লাগিল কিন্তু দুজনের মুখে একটি কথা নাই। বাড়ির মধ্যে কি একটা যেন ছম্‌ছম্ করিতে লাগিল এবং মোক্ষদার ঠোঁটদুটি ক্রমশই বজ্রের মত আঁটিয়া আসিল।

অনেকক্ষণ পরে মোক্ষদা কোন কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে শয়নগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং ভিতর হইতে দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

বৈদ্যনাথ চুপ করিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। চৌকিদার প্রহর হাঁকিয়া গেল। শ্রান্ত পৃথিবী অকাতর নিদ্রায় মগ্ন হইয়া রহিল। আপনার আত্মীয় হইতে আরম্ভ করিয়া অনন্ত আকাশের নক্ষত্র পর্য্যন্ত কেহই এই লাঞ্ছিত ভগ্ননিদ্র বৈদ্যনাথকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিল না।

অনেক রাত্রে,বোধ করি কোন স্বপ্ন হইতে জাগিয়া বৈদ্যনাথের বড় ছেলেটি শয্যা ছাড়িয়া আস্তে আস্তে বারান্দায় আসিয়া ডাকিল "বাবা"

তখন তাহার বাবা সেখানে নাই। অপেক্ষাকৃত উর্দ্ধকণ্ঠে রুদ্ধদ্বারের বাহির হইতে ডাকিল "বাবা!" কিন্তু কোন উত্তর পাইল না।

আবার ভয়ে ভয়ে বিছানায় গিয়া শয়ন করিল।

পূর্ব্বপ্রথানুসারে ঝি সকালবেলায় তামাক সাজিয়া তাঁহাকে খুঁজিল, কোথাও দেখিতে পাইল না। বেলা হইলে প্রতিবেশীগণ গৃহপ্রত্যাগত বান্ধবের খোঁজ লইতে আসিল, কিন্তু বৈদ্যনাথের সহিত সাক্ষাৎ হইল না

মণিহারা।

সেই জীর্ণপ্রায় বাঁধাঘাটের ধারে আমার বোট লাগানো ছিল। তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে।

বোটের ছাদের উপরে মাজি নমাজ করিতেছে। পশ্চিমের জ্বলন্ত আকাশপটে তাহার নীরব উপাসনা ক্ষণে ক্ষণে ছবির মত আঁকা পড়িতেছিল। স্থির রেখাহীন নদীর জলের উপর ভাষাতীত অসংখ্য বর্ণচ্ছটা দেখিতে দেখিতে ফিকা হইতে গাঢ় লেখায়, সোণার রং হইতে ইস্পাতের রঙে,এক আভা হইতে আর এক আভায়, মিলাইয়া আসিতেছিল।

জানালা ভাঙা, বারান্দা ঝুলিয়া পড়া জরাগ্রস্ত বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে অশ্বত্থমূলাবদারিত ঘাটের উপরে ঝিল্লিমুখর সন্ধ্যাবেলায় একলা বসিয়া আমার শুষ্ক চক্ষুর কোণ ভিজবে ভিজবে করিতেছে এমন সময়ে মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া শুনিলাম, "মহাশয়ের কোথা হইতে আগমন?"

দেখিলাম ভদ্রলোকটী স্বল্পাহারশীর্ণ, ভাগ্যলক্ষ্মী কর্ত্তৃক নিতান্ত অনাদৃত। বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ বিদেশী চাকুরের যেমন একরকম বহুকাল জীর্ণসংস্কারবিহীন চেহারা ইহারও সেইরূপ। ধুতির উপরে একখানি মলিন তৈলাক্ত আসামী মটকার বোতামখোলা চাপকান—কর্ম্মক্ষেত্র হইতে যেন অল্পক্ষণ হইল ফিরিতেছেন। এবং যে সময় কিঞ্চিৎ জলপান খাওয়া উচিত ছিল সে সময় হতভাগ্য নদীতীরে কেবল সন্ধ্যার হাওয়া খাইতে আসিয়াছেন।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

আগন্তুক সোপানপার্শ্বে আসনগ্রহণ করিলেন। আমি কহিলাম,আমি রাচি হইতে আসিতেছি।

কি করা হয়?

ব্যবসা করিয়া থাকি।

কি ব্যবসা?

হরীতকী, রেসমের গুটি এবং কাঠের ব্যবসা।

কি নাম?

ঈষৎ থামিয়া একটা নাম বলিলাম। কিন্তু সে আমার নিজের নাম নহে।

ভদ্রলোকের কৌতুহল নিবৃত্তি হইল না। পুনরায় প্রশ্ন হইল, এখানে কি করিতে আগমন?

আমি কহিলাম বায়ু পরিবর্ত্তন।

লোকটি কিছু আশ্চর্য্য হইল। কহিল,মহাশয় আজ প্রায় ছয় বৎসর ধরিয়া এখানকার বায়ু এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যহ গড়ে পনেরো গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন্ খাইতেছি কিন্তু কিছু ত ফল পাই নাই।

আমি কহিলাম, একথা মানিতেই হইবে রাঁচি হইতে এখানে বায়ুর যথেষ্ট পরিবর্ত্তন দেখা যাইবে।

তিনি কহিলেন, আজ্ঞা হাঁ, যথেষ্ট। এখানে কোথায় বাসা করিবেন?

আমি ঘাটের উপকার জীর্ণবাড়ি দেখাইয়া কহিলাম, এই বাড়িতে।

বোধ করি লোকটির মনে সন্দেহ হইল আমি এই পোড়ো বাড়িতে কোন গুপ্তধনের সন্ধান পাইয়াছি। কিন্তু এ সম্বন্ধে আর কোন তর্ক তুলিলেন না—কেবল আজ পনেরো বৎসর পূর্ব্বে এই অভিশাপগ্রস্ত বাড়িতে যে ঘটনাটি ঘটিয়াছিল তাহারই বিস্তারিত বর্ণনা করিলেন।

লোকটি এখানকার ইস্কুলমাষ্টার। তাঁহার ক্ষুধা ও রোগশীর্ণ মুখে মস্ত একটা টাকের নীচে এক যোড়া বড় বড় চক্ষু আপন কোটরের ভিতর হইতে অস্বাভাবিক উজ্জ্বলতায় জ্বলিতেছিল। তাঁহাকে দেখিয়া ইংরাজ কবি কোল্‌রিজের সৃষ্ট প্রাচীন নাবিকের কথা আমার মনে পড়িল।

মাঝি নমাজ পড়া সমাধা করিয়া রন্ধনকার্য্যে মন দিয়াছে। সন্ধ্যার শেষ আভাটুকু মিলাইয়া আসিয়া ঘাটের উপরকার জনশূন্য অন্ধকার বাড়ি আপন পূর্ব্বাবস্থার প্রকাণ্ড প্রেতমূর্ত্তির মত নিস্তব্ধ দাঁড়াইয়া রহিল।

ইস্কুলমাষ্টার কহিলেন—আমি এই গ্রামে আসার প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে এই বাড়িতে ফণিভূষণ সাহা বাস করিতেন। তিনি তাঁহার অপুত্রক পিতৃব্য দুর্গামোহন সাহার বৃহৎ বিষয় এবং ব্যবসায়ের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন।

কিন্তু তাঁহাকে একালে ধরিয়াছিল। তিনি লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন। তিনি জুতা সমেত সাহেবের আপিসে ঢুকিয়া সম্পূর্ণ খাঁটি ইংরাজি বলিতেন। তাহাতে আবার দাড়ি রাখিয়াছিলেন,সুতরাং সাহেব সওদাগরের নিকট তাঁহার উন্নতির সম্ভাবনামাত্র ছিল না। তাঁহাকে দেখিবামাত্রই নব্যবঙ্গ বলিয়া ঠাহর হইত।

আবার ঘরের মধ্যেও এক উপসর্গ জুটিয়াছিল। তাঁহার স্ত্রীটি ছিলেন সুন্দরী। একে কালেজে পড়া, তাহাতে সুন্দরী স্ত্রী, সুতরাং সেকালের চালচলন আর রহিল না। এমন কি ব্যামো হইলে অ্যাসিষ্টাণ্ট্ সার্জ্জনকে ডাকা হইত। অশন বসন ভূষণও এই পরিমাণে বাড়িয়া উঠিতে লাগিল।

মহাশয় নিশ্চয়ই বিবাহিত অতএব একথা আপনাকে বলাই বাহুল্য যে, সাধারণতঃ স্ত্রীজাতি কাঁচা আম, ঝাললঙ্কা এবং কড়া স্বামীই ভালবাসে। যে দুর্ভাগ্য পুরুষ নিজের

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b0003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

স্ত্রীর ভালবাসা হইতে বঞ্চিত সে যে কুশ্রী অথবা নির্দ্ধন তাহা নহে সে নিতান্ত নিরীহ।

যদি জিজ্ঞাসা করেন কেন এমন হইল, আমি এ সম্বন্ধে অনেক কথা ভাবিয়া রাখিয়াছি। যাহার যা প্রবৃত্তি এবং ক্ষমতা সেটার চর্চ্চা না করিলে সে সুখী হয় না। শিঙে শান দিবার জন্য হরিণ শক্ত গাছের গুঁড়ি খোঁজে, কলাগাছে তাহার শিং ঘষিবার সুখ হয় না। নরনারীর ভেদ হইয়া অবধি স্ত্রীলোক দুরন্ত পুরুষকে নানা কৌশলে ভুলাইয়া বশ করিবার বিদ্যা চর্চ্চা করিয়া আসিতেছে। যে স্বামী আপনি বশ হইয়া বসিয়া থাকে তাহার স্ত্রী বেচারা একেবারেই বেকার, সে তাহার মাতামহীদের নিকট হইতে শত লক্ষ বৎসরের শান্ দেওয়া যে উজ্জ্বল বরুণাস্ত্র, অগ্নিবাণ, ও নাগপাশবন্ধনগুলি পাইয়াছিল, তাহা সমস্ত নিষ্ফল হইয়া যায়। স্ত্রীলোক পুরুষকে ভুলাইয়া নিজের শক্তিতে ভালবাসা আদায় করিয়া লইতে চায়,—স্বামী যদি ভালমানুষ হইয়া সে অবসরটুকু না দেয় তবে স্বামীর অদৃষ্ট মন্দ এবং স্ত্রীরও ততোধিক।

নবসভ্যতার শিক্ষামন্ত্রে পুরুষ আপন স্বভাবসিদ্ধ বিধাতাদত্ত সুমহৎ বর্ব্বরতা হারাইয়া আধুনিক দাম্পত্য সম্বন্ধটাকে এমন শিথিল করিয়া ফেলিয়াছে অভাগা ফণিভূষণ আধুনিক সভ্যতার কল হইতে অত্যন্ত ভালমানুষটি হইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছিল,—ব্যবসায়েও সে সুবিধা করিতে পারিল না, দাম্পত্যেও তাহার তেমন সুযোগ ঘটে নাই।

ফণিভূষণের স্ত্রী মণিমালিকা, বিনা চেষ্টায় আদর, বিনা অশ্রুবর্ষণে ঢাকাইসাড়ি এবং বিনা দুর্জ্জয় মানে বাজু বন্ধ লাভ করিত। এইরূপে তাহার নারীপ্রকৃতি এবং সেই সঙ্গে তাহার ভালবাসা নিশ্চেষ্ট হইয়া গিয়াছিল। সে কেবল গ্রহণ করিত, কিছু দিত না। তাহার নিরীহ এবং নির্ব্বোধ স্বামীটি মনে করিত দানই বুঝি প্রতিদান পাইবার উপায়। একেবারে উল্টা বুঝিয়াছিল আর কি!

ইহার ফল হইল এই যে স্বামীকে সে আপন ঢাকাইসাড়ি এবং বাজুবন্ধ যোগাইবার যন্ত্রস্বরূপ জ্ঞান করিত;—যন্ত্রটিও এমন সুগম যে, কোন দিন তাহার চাকায় এক ফোঁটা তেল যোগাইবারও দরকার হয় নাই।

ফণিভূষণের জন্মস্থান ফুলবেড়ে, বাণিজ্যস্থান এখানে। কর্ম্মানুরোধে এখানেই তাহাকে অধিকাংশ সময় থাকিতে হইত। ফুলবেড়ের বাড়িতে তাহার মা ছিল না তবু পিসি মাসী ও অন্য পাঁচ জন ছিল। কিন্তু ফণিভূষণ পিসি মাসী ও অন্য পাঁচজনের উপকারার্থেই বিশেষ করিয়া সুন্দরী স্ত্রী ঘরে আনে নাই। সুতরাং স্ত্রীকে সে পাঁচ জনের কাছ থেকে আনিয়া এই কুঠিতে একলা নিজের কাছেই রাখিল। কিন্তু অন্যান্য অধিকার হইতে স্ত্রী অধিকারের প্রভেদ এই যে, স্ত্রীকে পাঁচজনের কাছ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একলা নিজের কাছে রাখিলেই যে সব সময় বেশী করিয়া পাওয়া যায় তাহা নহে।

স্ত্রীটি বেশী কথাবার্ত্তা কহিত না, পাড়াপ্রতিবেশিনীদের সঙ্গেও তাহার মেলামিশ বেশী ছিল না, ব্রত উপলক্ষ করিয়া দুটো ব্রাহ্মণকে খাওয়ানো, বা বৈষ্ণবীকে দুটো পয়সা ভিক্ষা দেওয়া কখনো তাহার দ্বারা ঘটে নাই। তাহার হাতে কোন জিনিষ নষ্ট হয় নাই; কেবল স্বামীর আদরগুলা ছাড়া আর যাহা পাইয়াছে সমস্তই জমা করিয়া রাখিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সে নিজের অপরূপ যৌবনশ্রী হইতেও যেন লেশমাত্র অপব্যয় ঘটিতে দেয় নাই। লোকে বলে, তাহার চব্বিশ বৎসর

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

বয়সের সময়ও তাহাকে চোদ্দ বৎসরের মত কাঁচা দেখিতে ছিল। যাহাদের হৃৎপিণ্ড বরফের পিণ্ড, যাহাদের বুকের মধ্যে ভালবাসার জ্বালাযন্ত্রণা স্থান পায় না তাহারা বোধ করি সুদীর্ঘকাল তাজা থাকে, তাহারা কৃপণের মত অন্তরে বাহিরে আপনাকে জমাইয়া রাখিতে পারে।

ঘনপল্লবিত অতিসতেজ লতার মত বিধাতা মণিমালিনীকে নিষ্ফলা করিয়া রাখিলেন, তাহাকে সন্তান হইতে বঞ্চিত করিলেন, অর্থাৎ তাহাকে এমন একটা কিছু দিলেন না যাহাকে সে আপন লোহার সিন্দুকের মণিমাণিক্য অপেক্ষা বেশী করিয়া বুঝিতে পারে, যাহা বসন্তপ্রভাতের নব সূর্য্যের মত আপন কোমল উত্তাপে তাহার হৃদয়ের বরফপিণ্ডটা গলাইয়া সংসারের উপর একটা স্নেহনির্ঝর বহাইয়া দেয়।

কিন্তু মণিমালিকা কাজকর্ম্মে মজবুৎ ছিল। কখনই সে লোকজন বেশী রাখে নাই। যে কাজ তাহার দ্বারা সাধ্য সে কাজে কেহ বেতন লইয়া যাইবে ইহা সে সহিতে পারিত না। সে কাহারো জন্য চিন্তা করিত না, কাহাকেও ভালবাসিত না, কেবল কাজ করিত এবং জমা করিত, এই জন্য তাহার রোগ শোক তাপ কিছুই ছিল না; অপরিমিত স্বাস্থ্য, অবিচলিত শান্তি এবং সঞ্চীয়মান সম্পদের মধ্যে যে সবলে বিরাজ করিত।

অধিকাংশ স্বামীর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট; যথেষ্ট কেন, ইহা দুর্লভ। অঙ্গের মধ্যে কটিদেশ বলিয়া একটা ব্যাপার আছে তাহা কোমরে ব্যথা না হইলে মনে পড়ে না; —গৃহের আশ্রয়-স্বরূপে স্ত্রী যে একজন আছে ভালবাসার তাড়নায় তাহা পদে পদে এবং তাহা চব্বিশঘণ্টা অনুভব করার নাম ঘরকন্নার কোমরে ব্যথা। নিরতিশয় পাতিব্রত্যটা স্ত্রীর পক্ষে গৌরবের বিষয় কিন্তু পতির পক্ষে আরামের নহে, আমার ত এইরূপ মত।

মহাশয়, স্ত্রীর ভালবাসা ঠিক কতটা পাইলাম, ঠিক কতটুকু কম পড়িল অতিসূক্ষ্ম নিক্তি ধরিয়া তাহা অহরহ তৌল করিতে বসা কি পুরুষ মানুষের কর্ম্ম! স্ত্রী আপনার কাজ করুক্ আমি আপনার কাজ করি ঘরের মোটা হিসাবটা ত এই। অব্যক্তের মধ্যে কতটা ব্যক্ত, ভাবের মধ্যে কতটুকু অভাব, সুস্পষ্টের মধ্যেও কি পরিমাণ ইঙ্গিত, অণু পরমাণুর মধ্যে কতটা বিপুলতা,—ভালবাসাবাসির তত সুসূক্ষ্ম বোধশক্তি বিধাতা পুরুষ মানুষকে দেন নাই—দিবার প্রয়োজন হয় নাই। পুরুষ মানুষের তিল পরিমাণ অনুরাগ বিরাগের লক্ষণ লইয়া মেয়েরা বটে ওজন করিতে বসে। কথার মধ্য হইতে আসল ভঙ্গীটুকু, এবং ভঙ্গীর মধ্য হইতে আসল কথাটুকু চিরিয়া চিরিয়া চুনিয়া চুনিয়া বাহির করিতে থাকে। কারণ, পুরুষের ভালবাসাই তাহাদের বল, তাহাদের জীবনব্যবসায়ের মূলধন। ইহারই হাওয়ার গতিক লক্ষ্য করিয়া ঠিক সময়ে ঠিকমত পাল ঘুরাইতে পারিলে তবেই তাহাদের তরণী তরিয়া যায়। এই জন্যই বিধাতা ভালবাসামান যন্ত্রটি মেয়েদের হৃদয়ের মধ্যে ঝুলাইয়া দিয়াছেন, পুরুষদের দেন নাই।

কিন্তু বিধাতা যাহা দেন নাই সম্প্রতি পুরুষরা সেটি সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন। কবিরা বিধাতার উপর টেক্কা দিয়া এই দুর্লভ যন্ত্রটি, এই দিগ্‌দর্শন যন্ত্রণাশলাকাটি নির্ব্বিচারে সর্ব্বসাধারণের হস্তে দিয়াছেন। বিধাতার দোষ দিই না, তিনি মেয়ে পুরুষকে যথেষ্ট ভিন্ন করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু সভ্যতায় সে ভেদ আর থাকে না; এখন মেয়েও পুরুষ

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

হইতেছে, পুরুষও মেয়ে হইতেছে সুতরাং ঘরের মধ্য হইতে শান্তি ও শৃঙ্খলা বিদায় লইল। এখন শুভ বিবাহের পূর্ব্বে, পুরুষকে বিবাহ করিতেছি, না, মেয়েকে বিবাহ করিতেছি তাহা কোন মতে নিশ্চয় করিতে না পারিয়া বরকন্যা উভয়েরই চিত্ত আশঙ্কায় দুরু দুরু করিতে থাকে।

আপনি বিরক্ত হইতেছেন। একলা পড়িয়া থাকি, স্ত্রীর নিকট হইতে নির্ব্বাসিত; দূর হইতে সংসারের অনেক নিগূঢ়তত্ত্ব মনের মধ্যে উদয় হয়,—এগুলো ছাত্রদের কাছে বলিবার বিষয় নয়, কথাপ্রসঙ্গে আপনাকে বলিয়া লইলাম, চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

মোট কথাটা এই যে, যদিচ রন্ধনে নুন্ কম হইত না এবং পানে চুণ বেশী হইত না তথাপি ফণিভূষণের হৃদয় "কি-যেন কি" নামক একটা দুঃসাধ্য উৎপাত অনুভব করিত। স্ত্রীর কোন দোষ ছিল না, কোন ভ্রম ছিল না, তবু স্বামীর কোন সুখ ছিল না। সে তাহার সহধর্ম্মিণীর শূন্য-গহ্বর হৃদয়লক্ষ্য করিয়া কেবলি হীরামুক্তার গহনা ঢালিত কিন্তু সে গুলা পড়িত গিয়া লোহার সিন্দুকে,—হৃদয় শূন্যই থাকিত। খুড়া দুর্গামোহন ভালবাসা এত সূক্ষ্ম করিয়া বুঝিত না, এত কাতর হইয়া চাহিত না, এত প্রচুর পরিমাণে দিত না অথচ খুড়ীর নিকট হইতে তাহা অজস্র পরিমাণে লাভ করিত। ব্যবসায়ী হইতে গেলে নব্যবাবু হইলে চলে না এবং স্বামী হইতে গেলে পুরুষ হওয়া দরকার, এ কথায় সন্দেহ মাত্র করিবে না।

ঠিক এই সময়ে শৃগালগুলা নিকটবর্ত্তী ঝোপের মধ্য হইতে অত্যন্ত উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। মাষ্টার মহাশয়ের গল্পস্রোতে মিনিট কয়েকের জন্য বাধা পড়িল। ঠিক মনে হইল সেই অন্ধকার সভাভূমিতে কৌতুকপ্রিয় শৃগালসম্প্রদায় ইস্কুলমাষ্টারের ব্যাখ্যাত দাম্পত্যনীতি শুনিয়াই হোক্ বা নবসভ্যতা-দুর্ব্বল ফণিভূষণের আচরণেই হোক রহিয়া রহিয়া অট্টহাস্য করিয়া উঠিতে লাগিল। তাহাদের ভাবোচ্ছ্বাস নিবৃত্ত হইয়া জলস্থল দ্বিগুণতর নিস্তব্ধ হইলে পর মাষ্টার সন্ধ্যার অন্ধকারে তাঁহার বৃহৎ উজ্জ্বল চক্ষু পাকাইয়া গল্প বলিতে লাগিলেন।

ফণিভূষণের জটিল এবং বহুবিস্তৃত ব্যবসায়ে হঠাৎ একটা ফাঁড়া উপস্থিত হইল। ব্যাপারটা কি তাহা আমার মত অব্যবসায়ীর পক্ষে বোঝা এবং বোঝানো শক্ত। মোদ্দা কথা, সহসা কি কারণে বাজারে তাহার ক্রেডিট্ রাখা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। যদি কেবলমাত্র পাঁচটা দিনের জন্যও সে কোথাও হইতে লাখদেড়েক টাকা বাহির করিতে পারে, বাজারে একবার বিদ্যুতের মত এই টাকাটার চেহারা দেখাইয়া যায় তাহা হইলেই মুহূর্ত্তের মধ্যে সঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়া তাহার ব্যবসা পালভরে ছুটিয়া চলিতে পারে।

টাকাটার সুযোগ হইতেছিল না। স্থানীয় পরিচিত মহাজনদের নিকট হইতে ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে এরূপ জনরব উঠিলে তাহার ব্যবসায়ের দ্বিগুণ অনিষ্ট হইবে আশঙ্কায় তাহাকে অপরিচিত স্থানে ঋণের চেষ্টা দেখিতে হইতেছিল। সেখানে উপযুক্ত বন্ধক না রাখিলে চলে না।

গহনা বন্ধক রাখিলে লেখাপড়া এবং বিলম্বের কারণ থাকে না, চট্পট্ এবং সহজেই কাজ হইয়া যায়।

ফণিভূষণ একবার স্ত্রীর কাছে গেল। নিজের স্ত্রীর কাছে স্বামী যেমন সহজভাবে যাইতে পারে ফণিভূষণের তেমন করিয়া

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

যাইবার ক্ষমতা ছিল না। সে দুর্ভাগ্যক্রমে নিজের স্ত্রীকে ভালবাসিত যেমন ভালবাসা কাব্যের নায়ক কাব্যের নায়িকাকে বাসে; যে ভালবাসায় সন্তর্পণে পদক্ষেপ করিতে হয় এবং সকল কথা মুখে ফুটিয়া বাহির হইতে পারে না,—যে ভালবাসার প্রবল আকর্ষণ সূর্য্য এবং পৃথিবীর আকর্ষণের ন্যায় মাঝখানে একটা অতিদূর ব্যবধান রাখিয়া দেয়।

তথাপি তেমন-তেমন দায়ে পড়িলে কাব্যের নায়ককেও প্রেয়সীর নিকট হুণ্ডি এবং বন্ধক এবং হ্যাণ্ড্‌নোটের প্রসঙ্গ তুলিতে হয়; কিন্তু সুর বাধিয়া যায়, বাক্যস্খলন হয়, এমন সকল পরিষ্কার কাজের কথার মধ্যেও ভাবের জড়িমা ও বেদনার বেপথু আসিয়া উপস্থিত হয়। হতভাগ্য ফণিভূষণ স্পষ্ট করিয়া বলিতে পারিল না, ওগো, আমার দরকার হইয়াছে তোমার গহনাগুলো দাও!

কথাটা বলিল অথচ অত্যন্ত দুর্ব্বলভাবে বলিল। মণিমালিকা যখন কঠিন মুখ করিয়া হাঁ না কিছুই উত্তর করিল না তখন সে একটা অত্যন্ত নিষ্ঠুর আঘাত পাইল কিন্তু আঘাত করিল না। কারণ, পুরুষোচিত বর্ব্বরতা লেশমাত্র তাহার ছিল না। যেখানে জোর করিয়া কাড়িয়া লওয়া উচিত ছিল সেখানে সে আপনার আন্তরিক ক্ষোভ পর্য্যন্ত চাপিয়া গেল। যেখানে ভালবাসার একমাত্র অধিকার, সর্ব্বনাশ হইয়া গেলেও সেখানে বলকে প্রবেশ করিতে দিবে না এই তাহার মনের ভাব। এ সম্বন্ধে তাহাকে যদি ভৎর্সনা করা যাইত তবে সম্ভবতঃ সে এইরূপ সূক্ষ্ম তর্ক করিত যে, বাজারে যদি অন্যায় কারণেও আমার ক্রেডিট্ না থাকে তবে তাই বলিয়া বাজার লুটিয়া লইবার অধিকার আমার নাই, স্ত্রী যদি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক বিশ্বাস করিয়া আমাকে গহনা না দেয় তবে তাহা আমি কাড়িয়া লইতে পারি না। বাজারে যেমন ক্রেডিট্, ঘরে তেমনি ভালবাসা, বাহুবল কেবলমাত্র রণক্ষেত্রে! পদে পদে এইরূপ অত্যন্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তর্কসূত্র কাটিবার জন্যই কি বিধাতা পুরুষমানুষকে এরূপ উদার, এরূপ প্রবল, বৃহদাকার করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন? তাহার কি, বসিয়া বসিয়া অত্যন্ত সুকুমার চিত্তবৃত্তিকে নিরতিশয় তনিমার সহিত অনুভব করিবার অবকাশ আছে, না ইহা তাহাকে শোভা পায়?

যাহা হউক আপন উন্নত হৃদয়বৃত্তির গর্ব্বে স্ত্রীর গহনা স্পর্শ না করিয়া ফণিভূষণ অন্য উপায়ে অর্থ সংগ্রহের জন্য কলিকাতায় চলিয়া গেল।

সংসারে সাধারণতঃ স্ত্রীকে স্বামী যতটা চেনে স্বামীকে স্ত্রী তাহার চেয়ে অনেক বেশী চেনে; কিন্তু স্বামীর প্রকৃতি যদি অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয় তবে স্ত্রীর অনুবীক্ষণে তাহার সমস্তটা ধরা পড়ে না। অমাদের ফণিভূষণকে ফণিভূষণের স্ত্রী ঠিক বুঝিত না। স্ত্রীলোকের অশিক্ষিতপটুত্ব যে সকল বহুকালাগত প্রাচীন সংস্কারের দ্বারা গঠিত অত্যন্ত নব্য পুরুষেরা তাহার বাহিরে গিয়া পড়ে। ইহারা এক রকমের! ইহারা মেয়েমানুষের মতই রহস্যময় হইয়া উঠিতেছে। সাধারণ পুরুষমানুষের যে ক’টা বড় বড় কোটা আছে, অর্থাৎ কেহ বা বর্ব্বর, কেহ বা নির্ব্বোধ, কেহ বা অন্ধ, তাহার মধ্যে কোনটাতেই ইহা-দিগকে ঠিকমত স্থাপন করা যায় না।

সুতরাং মণিমালিকা পরামর্শের জন্য তাহার মন্ত্রীকে ডাকিল। গ্রামসম্পর্কে অথবা দুর-সম্পর্কে মণিমালিকার এক ভাই ফণিভূষণের কুঠিতে গোমস্তার অধীনে কাজ করিত। তাহার এমন স্বভাব ছিল না যে কাজের দ্বারা

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

উন্নতি লাভ করে,কোন একটা উপলক্ষ করিয়া আত্মীয়তার জোরে বেতন এবং বেতনেরও বেশী কিছু কিছু সংগ্রহ করিত।

মণিমালিকা তাহাকে ডাকিয়া সকল কথা বলিল; জিজ্ঞাসা করিল, এখন পরামর্শ কি?

সে অত্যন্ত বুদ্ধিমানের মত মাথা নাড়িল,—অর্থাৎ গতিক ভাল নহে। বুদ্ধিমানেরা কখনই গতিক ভাল দেখে না। সে কহিল, বাবু কখনই টাকা সংগ্রহ করিতে পারিবেন না, শেষকালে তোমার এ গহনাতে টান পড়িবেই।

মণিমালিকা মানুষকে যেরূপ জানিত তাহাতে বুঝিল এইরূপ হওয়াই সম্ভব এবং ইহাই সঙ্গত। তাহার দুশ্চিন্তা সুতীব্র হইয়া উঠিল। সংসারে তাহার সন্তান নাই; স্বামী আছে বটে কিন্তু স্বামীর অস্তিত্ব সে অন্তরের মধ্যে অনুভব করে না,--অতএব যাহা তাহার একমাত্র যত্নের ধন, যাহা তাহার ছেলের মত ক্রমে ক্রমে বৎসরে বৎসরে বাড়িয়া উঠিতেছে, যাহা রূপকমাত্র নহে যাহা প্রকৃতই সোণা,যাহা মাণিক; যাহা বক্ষের,যাহা কণ্ঠের,যাহা মাথার, সেই অনেক দিনের অনেক সাধের সামগ্রী এক মুহূর্ত্তেই ব্যবসায়ের অতলস্পর্শ গহ্বরের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবে ইহা কল্পনা করিয়া তাহার সর্ব্বশরীর হিম হইয়া আসিল। সে কহিল, কি করা যায়?

মধুসূদন কহিল গহনাগুলো লইয়া এইবেলা বাপের বাড়ি চল! গহনার কিছু অংশ; এমন কি, অধিকাংশই যে তাহার ভাগে আসিবে বুদ্ধিমান মধু মনে মনে তাহার উপায় ঠাহরাইল।

মণিমালিকা এ প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল।

আষাঢ়শেষের সন্ধ্যাবেলায় এই ঘাটের ধারে একখানি নৌকা আসিয়া লাগিল। ঘনমেঘাচ্ছন্ন প্রত্যূষে নিবিড় অন্ধকারে নিদ্রাহীন ভেকের কলরবের মধ্যে একখানি মোটা চাদরে পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত আবৃত করিয়া মণিমালিকা নৌকায় উঠিল। মধুসূদন নৌকার মধ্য হইতে জাগিয়া উঠিয়া কহিল, গহনার বাক্সটা আমার কাছে দাও! মণি কহিল, সে পরে হইবে, এখন নৌকা খুলিয়া দাও!

নৌকা খুলিয়া দিল, খরস্রোতে হুহু করিয়া ভাসিয়া গেল।

মণিমালিকা সমস্ত রাত ধরিয়া একটি একটি করিয়া তাহার সমস্ত গহনা সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া পরিয়াছে, মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত আর স্থান ছিল না। বাক্সে করিয়া গহনা লইলে সে বাক্স হাতছাড়া হইয়া যাইতে পারে এ আশঙ্কা তাহার ছিল। কিন্তু গায়ে পরিয়া গেলে তাহাকে না বধ করিয়া সে গহনা কেহ লইতে পারিবে না।

সঙ্গে কোন প্রকার বাক্স না দেখিয়া মধুসূদন কিছু বুঝিতে পারিল না—মোটাচাদরের নীচে যে মণিমালিকার দেহ-প্রাণের সঙ্গে সঙ্গে দেহ-প্রাণের অধিক গহনাগুলি আচ্ছন্ন ছিল তাহা সে অনুমান করিতে পারে নাই। মণিমালিকা ফণিভূষণকে বুঝিত না বটে কিন্তু মধুসূদনকে চিনিতে তাহার বাকি ছিল না।

মধুসূদন গোমস্তার কাছে একখানা চিঠি রাখিয়া গেল যে সে কর্ত্রীকে পিত্রালয়ে পৌছাইয়া দিতে রওনা হইল। গোমস্তা ফণিভূষণের বাপের আমলের; সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া হ্রস্ব ইকারকে দীর্ঘ ঈকার এবং দন্ত্য স কে তালব্য শ করিয়া মনিবকে এক পত্র লিখিল,—ভাল বাঙ্গালা লিখিল না কিন্তু স্ত্রীকে অযথা প্রশ্রয় দেওয়া যে পুরুষোচিত নহে এ কথাটা ঠিক মতই প্রকাশ করিল।

ফণিভূষণ মণিমালিকার মনের কথাটা ঠিক

বুঝিল। তাহার মনে এই আঘাতটা প্রবল হইল যে, আমি গুরুতর ক্ষতি সম্ভাবনাসত্ত্বেও স্ত্রীর অলঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি—তবু আমাকে আজিও চিনিল না!

নিজের প্রতি যে নিদারুণ অন্যায়ে ক্রুদ্ধ হওয়া উচিত ছিল, ফণিভূষণ তাহাতে ক্ষুব্ধ হইল মাত্র! পুরুষমানুষ বিধাতার ন্যায়দণ্ড; তাহার মধ্যে তিনি বজ্রাগ্নি নিহিত করিয়া রাখিয়াছেন, নিজের প্রতি অথবা অপরের প্রতি অন্যায়ের সংঘর্ষে সে যদি দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতে না পারে, তবে ধিক্ তাহাকে! পুরুষমানুষ দাবাগ্নির মত রাগিয়া উঠিবে সামান্য কারণে, আর স্ত্রী লোক শ্রাবণ-মেঘের মত অশ্রুপাত করিতে থাকিবে বিনা উপলক্ষে, বিধাতা এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন—কিন্তু সে আর টেঁকে না!

ফণিভূষণ অপরাধিনী স্ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া মনে মনে কহিল এই যদি তোমার বিচার হয় তবে এইরূপ হোক, আমার কর্ত্তব্য আমি করিয়া যাইব!—আরো শতাব্দী পাঁচ ছয় পরে যখন কেবল অধ্যাত্মশক্তিতে জগৎ চলিবে তখন যাহার জন্মগ্রহণ করা উচিত ছিল সেই ভাবিযুগের ফণিভূষণ উনবিংশ শতাব্দীতে অবতীর্ণ হইয়া সেই আদি যুগের স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়া বসিয়াছে শাস্ত্রে যাহার বুদ্ধিকে প্রলয়ঙ্করী বলিয়া থাকে। ফণিভূষণ স্ত্রীকে এক অক্ষর পত্র লিখিল না এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিল এসম্বন্ধে স্ত্রীর কাছে কখনো সে কোন কথার উল্লেখ করিবে না। কি ভীষণ দণ্ডবিধি।

দিনদশেক পরে কোনমতে যথোপযুক্ত টাকা সংগ্রহ করিয়া বিপদুত্তীর্ণ ফণিভূষণ বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি জানিতেন বাপের বাড়িতে গহনাপত্র রাখিয়া এতদিনে মণিমালিকা ঘরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সেদিনকার দীন প্রার্থীভাব ত্যাগ করিয়া কৃতকার্য্য কৃতিপুরুষ স্ত্রীর কাছে দেখা দিলে মণি যে কিরূপ লজ্জিত এবং অনাবশ্যক প্রয়াসের জন্য কিঞ্চিৎ অনুতপ্ত হইবে ইহাই কল্পনা করিতে করিতে ফণিভূষণ অন্তঃপুরে শয়নাগারের দ্বারের কাছে উপনীত হইল।

দেখিল দ্বার রুদ্ধ। তালা ভাঙ্গিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল ঘর শূন্য। কোণে লোহার সিন্দুক খোলা পড়িয়া আছে তাহাতে গহনাপত্রের চিহ্নমাত্র নাই।

স্বামীর বুকের মধ্যে ধক্ করিয়া একটা ঘা লাগিল!—মনে হইল সংসার উদ্দেশ্যহীন এবং ভালবাসা ও বাণিজ্যব্যবসা সমস্তই ব্যর্থ। আমরা এই সংসারপিঞ্জরের প্রত্যেক শলাকার উপরে প্রাণপাত করিতে বসিয়াছি, কিন্তু তাহার ভিতরে পাখী নাই, রাখিলেও সে থাকে না—তবে অহরহ হৃদয়খণির রক্তমাণিক ও অশ্রুজলের মুক্তমালা দিয়া কি সাজাইতে বসিয়াছি! এই চিরজীবনের সর্ব্বস্বজড়ানো শূন্য সংসার খাঁচাটা ফণিভূষণ মনে মনে পদাঘাত করিয়া অতি দূরে ফেলিয়া দিল।

ফণিভূষণ স্ত্রীর সম্বন্ধে কোনরূপ চেষ্টা করিতে চাহিল না। মনে করিল, যদি ইচ্ছা হয় ত ফিরিয়া আসিবে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ গোমস্তা আসিয়া কহিল, চুপ করিয়া থাকিলে কি হইবে—কর্ত্রীবধূর খবর লওয়া চাইত! এই বলিয়া মণিমালিকার পিত্রালয়ে লোক পাঠাইয়া দিল। সেখান হইতে খবর আসিল মণি অথবা মধু এ পর্য্যন্ত সেখানে পৌঁছে নাই।

তখন চারিদিকে খোঁজ পড়িয়া গেল। নদীতীরে তীরে প্রশ্ন করিতে করিতে লোক ছুটিল। মধুর তল্লাস করিতে পুলিসে খবর দেওয়া হইল—কোন্ নৌকা, নৌকার মাঝি

কে, কোন্ পথে তাহারা কোথায় চলিয়া গেল তাহার কোন সন্ধান মিলিল না।

সর্ব্বপ্রকার আশা ছাড়িয়া দিয়া একদিন ফণিভূষণ সন্ধ্যাকালে তাহার পরিত্যক্ত শয়নগৃহের মধ্যে প্রবেশ করিল। সে দিন জন্মাষ্টমী। সকাল হইতে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি পড়িতেছে। উৎসব উপলক্ষে গ্রামের প্রান্তরে একটা মেলা বসে, সেখানে আটচালার মধ্যে বারোয়ারির যাত্রা আরম্ভ হইয়াছে। মুষলধারায় বৃষ্টিপাত শব্দে যাত্রার গানের সুর মৃদুতর হইয়া কাণে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। ঐ যে বাতায়নের উপরে শিথিলকব্জা দরজাটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে ঐখানে ফণিভূষণ অন্ধকারে একলা বসিয়াছিল,—বাদ্লার হাওয়া, বৃষ্টির ছাঁট এবং যাত্রার গান ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল, কোন খেয়ালই ছিল না। ঘরের দেওয়ালে আর্টষ্টুডিয়ো-রচিত লক্ষ্মী সরস্বতীর এক যোড়া ছবি টাঙ্গানো; আল্নার উপরে একটি গামছা ও তোয়ালে, একটি চুড়িপেড়ে ও একটি ডুরে শাড়ি, সদ্য ব্যবহারযোগ্যভাবে পাকানো ঝুলানো রহিয়াছে; ঘরের কোণে টিপাইয়ের উপরে পিতলের ডিবায় মণিমালিকার স্বহস্তরচিত গুটিকতক পান শুষ্ক হইয়া পড়িয়া আছে, কাচের আলমারির মধ্যে তাহার আবাল্যসঞ্চিত চীনের পুতুল, এসেন্সের শিশি, রঙীন্ কাঁচের ডিক্যাণ্টার, সৌখীন তাস, সমুদ্রের বড় বড় কড়ি, এমন কি, শূন্য সাবানের বাক্সগুলি পর্য্যন্ত অতি পরিপাটি করিয়া সাজানো; যে অতি ক্ষুদ্র গোলকবিশিষ্ট ছোট সখের কেরোসিন্ ল্যাম্প সে নিজে প্রতিদিন প্রস্তুত করিয়া স্বহস্তে জ্বালাইয়া কুলুঙ্গিটির উপর রাখিয়া দিত তাহা যথাস্থানে নির্ব্বাপিত এবং ম্লান হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, কেবল সেই ক্ষুদ্র ল্যাম্পটি এই শয়নকক্ষে মণিমালিকার শেষ মুহূর্ত্তের নিরুত্তর সাক্ষী; সমস্ত শূন্য করিয়া যে চলিয়া যায়, সেও এত চিহ্ন, এত ইতিহাস সমস্ত জড় সামগ্রীর উপর আপন সজীব হৃদয়ের এত স্নেহ-স্বাক্ষর রাখিয়া যায়! এস মণিমালিকা এস, তোমার দীপটি তুমি জ্বালাও তোমার ঘরটি তুমি আলো কর, আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তোমার যত্নকুঞ্চিত সাড়িটী তুমি পর, তোমার জিনিসগুলি তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তোমার কাছ হইতে কেহ কিছু প্রত্যাশা করে না, কেবল তুমি উপস্থিত হইবামাত্র তোমার অক্ষয় যৌবন তোমার অম্লান সৌন্দর্য্য লইয়া চারিদিকের এই সকল বিপুল বিক্ষিপ্ত অনাথ জড় সামগ্রীরাশিকে একটি প্রাণের ঐক্যে সঞ্জীবিত করিয়া রাখ; এই সকল মূক প্রাণহীন পদার্থের অব্যক্ত ক্রন্দন গৃহকে শ্মশান করিয়া তুলিয়াছে!

গভীর রাত্রে কখন্ একসময়ে বৃষ্টির ধারা এবং যাত্রার গান থামিয়া গেছে। ফণিভূষণ জানালার কাছে যেমন বসিয়া ছিল তেমনি বসিয়া আছে। বাতায়নের বাহিরে এমন একটা জগদ্ব্যাপী নীরন্ধ্র অন্ধকার যে, তাহার মনে হইতেছিল যেন সম্মুখে যমালয়ের একটা অভ্রভেদী সিংহদ্বার,—যেন এইখানে দাঁড়াইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকিলে চিরকালের লুপ্ত জিনিষ অচিরকালের মত একবার দেখা দিতেও পারে। এই মসীকৃষ্ণ মৃত্যুর পটে এই অতি কঠিন নিকষপাষাণের উপর সেই হারাণো সোনার একটা রেখা পড়িতেও পারে!

এমন সময় একটা ঠক্ঠক্ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গহনার ঝম্ ঝম্ শব্দ শোনা গেল। ঠিক মনে হইল শব্দটা নদীর ঘাটের উপর হইতে উঠিয়া আসিতেছে। তখন নদীর জল এবং রাত্রির অন্ধকার এক হইয়া মিশিয়া গিয়াছিল।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

পুলকিত ফণিভূষণ দুই উৎসুক চক্ষু দিয়া অন্ধকার ঠেলিয়া ঠেলিয়া ফুঁড়িয়া ফুঁড়িয়া দেখিতে চেষ্টা করিতে লাগিল,—স্ফীত হৃদয় এবং ব্যগ্র দৃষ্টি ব্যথিত হইয়া উঠিল, কিছুই দেখা গেল না। দেখিবার চেষ্টা যতই একান্ত বাড়িয়া উঠিল অন্ধকার ততই যেন ঘনীভূত, জগৎ ততই যেন ছায়াবৎ হইয়া আসিল। প্রকৃতি নিশিথরাত্রে আপন মৃত্যুনিকেতনের গবাক্ষদ্বারে অকস্মাৎ অতিথি সমাগম দেখিয়া দ্রুত হস্তে আরো একটা বেশী করিয়া পর্দ্দা ফেলিয়া দিল।

শব্দটা ক্রমে ঘাটের সর্ব্বোচ্চ সোপানতল ছাড়িয়া বাড়ির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বাড়ির সম্মুখে আসিয়া থামিল। দেউড়ি বন্ধ করিয়া দরোয়ান যাত্রা শুনিতে গিয়াছিল। তখন সেই রুদ্ধ দ্বারের উপর ঠক্‌ঠক্‌ ঝম্‌ঝম্‌ করিয়া ঘা পড়িতে লাগিল। যেন অলঙ্কারের সঙ্গে সঙ্গে একটা শক্ত জিনিষ দ্বারের উপর আসিয়া পড়িতেছে। ফণিভূষণ আর থাকিতে পারিল না। নির্ব্বাণদীপ কক্ষগুলি পার হইয়া অন্ধকার সিঁড়ি দিয়া নামিয়া রুদ্ধদ্বারের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। দ্বার বাহির হইতে তালাবন্ধ ছিল। ফণিভূষণ প্রাণপণে দুই হাতে সেই দ্বার নাড়া দিতেই সেই সংঘাতে এবং তাহার শব্দে চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। দেখিতে পাইল সে নিদ্রিত অবস্থায় উপর হইতে নীচে নামিয়া আসিয়াছিল। তাহার সর্ব্বশরীর ঘর্ম্মাক্ত, হাতপা বরফের মত ঠাণ্ডা এবং হৃৎপিণ্ড নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের মত স্ফুরিত হইতেছে। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দেখিল বাহিরে আর কোন শব্দ নাই, কেবল শ্রাবণের ধারা তখনও ঝরঝর শব্দে পড়িতেছিল এবং তাহারি সহিত মিশ্রিত হইয়া শুনা যাইতেছিল যাত্রার ছেলেরা ভোরের সুরে তান ধরিয়াছে।

যদিচ ব্যাপারটা সমস্তই স্বপ্ন কিন্তু এত অধিক নিকটবর্ত্তী এবং সত্যবৎ যে ফণিভূষণের মনে হইল যেন অতি অল্পের জন্যই সে তাহার অসম্ভব আকাঙ্ক্ষার আশ্চর্য্য সফলতা হইতে বঞ্চিত হইল। সেই জলপতন শব্দের সহিত দূরাগত ভৈরবীর তান তাহাকে বলিতে লাগিল —এই জাগরণই স্বপ্ন, এই জগৎই মিথ্যা।

তাহার পরদিনেও যাত্রা ছিল এবং দরোয়ানেরও ছুটি ছিল। ফণিভূষণ হুকুম দিল আজ সমস্ত রাত্রি যেন দেউড়ির দরোজা খোলা থাকে। দরোয়ান কহিল মেলা উপলক্ষে নানা দেশ হইতে নানা প্রকার লোক আসিয়াছে—দরোজা খোলা রাখিতে সাহস হয় না। ফণিভূষণ সে কথা মানিল না। দরোয়ান কহিল, তবে আমি সমস্ত রাত্রি হাজির থাকিয়া পাহারা দিব। ফণিভূষণ কহিল, সে হইবে না, তোমাকে যাত্রা শুনিতে যাইতেই হইবে। দরোয়ান আশ্চর্য্য হইয়া গেল।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় দীপ নিভাইয়া দিয়া ফণিভূষণ তাহার শয়নকক্ষের সেই বাতায়নে আসিয়া বসিল। আকাশে অবৃষ্টিসংরম্ভ মেঘ এবং চতুর্দ্দিকে কোন একটি অনির্দ্দিষ্ট আসন্ন প্রতীক্ষার নিস্তব্ধতা। ভেকের অশ্রান্ত কলরব এবং যাত্রার গানের চীৎকারধ্বনি সেই স্তব্ধতা ভাঙ্গিতে পারে নাই কেবল তাহার মধ্যে একটা অসঙ্গত অদ্ভুতরস বিস্তার করিতেছিল।

অনেক রাত্রে এক সময়ে ভেক এবং ঝিল্লি এবং যাত্রার দলের ছেলেরা চুপ করিয়া গেল—এবং রাত্রের অন্ধকারের উপরে আরো একটা কিসের অন্ধকার আসিয়া পড়িল। বুঝা গেল এইবার সময় আসিয়াছে।

পূর্ব্ব দিনের মত নদীর ঘাটে একটা ঠক্‌ঠক্‌ এবং ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ উঠিল। কিন্তু ফণিভূষণ

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

সে দিকে চোখ ফিরাইল না। তাহার ভয় হইল পাছে অধীর ইচ্ছা এবং অশান্ত চেষ্টায় তাহার সকল ইচ্ছা সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যায়। পাছে আগ্রহের বেগ তাহার ইন্দ্রিয়-শক্তিকে অভিভূত করিয়া ফেলে। সে আপনার সকল চেষ্টা নিজের মনকে দমন করিবার জন্য প্রয়োগ করিল—কাঠের মূর্ত্তির মত শক্ত হইয়া স্থির হইয়া বসিয়া রহিল।

শিঞ্জিত শব্দ আজ ঘাট হইতে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইয়া মুক্ত দ্বারের মধ্যে প্রবেশ করিল। শুনা গেল অন্দর মহলের গোলসিঁড়ি দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে শব্দ উপরে উঠিতেছে। ফণিভূষণ আপনাকে আর দমন করিতে পারে না, তাহার বক্ষ তুফানের ডিঙ্গির মত আছাড় খাইতে লাগিল এবং নিশ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হইল। গোল সিঁড়ি শেষ করিয়া সেই শব্দ বারান্দা দিয়া ক্রমে ঘরের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। অবশেষে ঠিক সেই শয়ন-কক্ষের দ্বারের কাছে আসিয়া খট্ খট্ এবং ঝম্‌ঝম্ থামিয়া গেল। কেবল চৌকাঠটি পার হইলেই হয়।

ফণিভূষণ আর থাকিতে পারিল না। তাহার রুদ্ধ আবেগ এক মুহূর্ত্তে প্রবলবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—সে বিদ্যুদ্বেগে চৌকি হইতে উঠিয়া কাঁদিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল—মণি! অমনি সচকিত হইয়া জাগিয়া দেখিল তাহারই সেই ব্যাকুল কণ্ঠের চীৎকারে ঘরের শাসিগুলা পর্য্যন্ত ধ্বনিত স্পন্দিত হইতেছে। বাহিরে সেই ভেকের কলরব এবং যাত্রার ক্লিষ্ট কণ্ঠের গান।

ফণিভূষণ নিজের ললাটে সবলে আঘাত করিল।

পরদিন মেলা ভাঙ্গিয়া গেছে। দোকানী এবং যাত্রার দল চলিয়া গেল। ফণিভূষণ হুকুম দিল সেদিন সন্ধ্যার পর তাহার বাড়িতে সে নিজে ছাড়া আর কেহই থাকিবে না। চাকররা স্থির করিল বাবু তান্ত্রিকমতে একটা কি সাধনে নিযুক্ত আছেন। ফণিভূষণ সমস্ত দিন উপবাস করিয়া রহিল।

জনশূন্য বাড়িতে সন্ধ্যাবেলায় ফণিভূষণ বাতায়নতলে আসিয়া বসিল। সে দিন আকাশের স্থানে স্থানে মেঘ ছিল না, এবং ধৌত নির্ম্মল বাতাসের মধ্য দিয়া নক্ষত্রগুলিকে অত্যুজ্জ্বল দেখাইতেছিল। কৃষ্ণপক্ষ দশমীর চাঁদ উঠিতে অনেক বিলম্ব আছে। মেলা উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়াতে পরিপূর্ণ নদীতে নৌকা-মাত্রই ছিল না এবং উৎসবজাগরণক্লান্ত গ্রাম দুইরাত্রি জাগরণের পর আজ গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন।

ফণিভূষণ একখানা চৌকিতে বসিয়া চৌকির পিঠের উপর মাথা উর্দ্ধমুখ করিয়া তারা দেখিতেছিল,—ভাবিতেছিল একদিন যখন তাহার বয়স ছিল উনিশ, যখন কলিকাতার কলেজে পড়িত, যখন সন্ধ্যাকালে গোলদীঘির তৃণশয়নে চিৎ হইয়া হাতের উপরে মাথা রাখিয়া ঐ অনন্তকালের তারা-গুলির দিকে চাহিয়া থাকিত এবং মনে পড়িত তাহার সেই নদীকূলবর্ত্তী শ্বশুরবাড়ির একটি বিরলকক্ষে চোদ্দবৎসরের বয়ঃসন্ধিগতা মণির সেই উজ্জ্বল কাঁচা মুখখানি, তখনকার সেই বিরহ কি সুমধুর, তখনকার সেই তারাগুলির অলোকস্পন্দন হৃদয়ের যৌবনস্পন্দনের সঙ্গে সঙ্গে কি বিচিত্র "বসন্তরাগেণ যতিতালাভ্যাং" বাজিয়া বাজিয়া উঠিত! আজ সেই একই তারা আগুণ দিয়া আকাশে মোহমুদ্গরের শ্লোক কয়টা লিখিয়া রাখিয়াছে, বলিতেছে সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ!

দেখিতে দেখিতে তারাগুলি সমস্ত লুপ্ত

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b0003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

হইয়া গেল। আকাশ হইতে একখানা অন্ধকার নামিয়া এবং পৃথিবী হইতে একখানা অন্ধকার উঠিয়া চোখের উপরকার এবং নীচেকার পল্লবের মত একত্র আসিয়া মিলিত হইল। আজ ফণিভূষণের চিত্ত শান্ত ছিল। সে নিশ্চয় জানিত আজ তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, সাধকের নিকট মৃত্যু আপন রহস্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দিবে।

পূর্ব্বরাত্রির মত সেই শব্দ নদীর জলের মধ্য হইতে ঘাটের সোপানের উপর উঠিল। ফণিভূষণ দুই চক্ষু নিমীলিত করিয়া স্থির দৃঢ়চিত্তে ধ্যানাসনে বসিল। শব্দ দ্বারীশূন্য দেউড়ির মধ্যে প্রবেশ করিল,—শব্দ জনশূন্য অন্তঃপুরের গোল সিঁড়ির মধ্য দিয়া ঘুরিয়া উঠিতে লাগিল শব্দ দীর্ঘ বারান্দা পার হইল,—এবং শয়নকক্ষের দ্বারের কাছে আসিয়া ক্ষণকালের জন্য থামিল।

ফণিভূষণের হৃদয় ব্যাকুল এবং সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল, কিন্তু আজ সে চক্ষু খুলিল না। শব্দ চৌকাঠ পার হইয়া অন্ধকার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আলনায়,যেখানে সাড়ি কোঁচানো আছে, কুলুঙ্গিতে, যেখানে কেরোসিনের দীপ দাঁড়াইয়া, টিপাইয়ের ধারে যেখানে পানের বাটায় পান শুষ্ক এবং সেই বিচিত্র সামগ্রীপূর্ণ আলমারীর কাছে, প্রত্যেক জায়গায় এক একবার করিয়া দাঁড়াইয়া অবশেষে শব্দটা ফণিভূষণের অত্যন্ত কাছে আসিয়া থামিল।

তখন ফণিভূষণ চোখ মেলিল, এবং দেখিল ঘরে নবোদিত দশমীর চন্দ্রালোক আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, এবং তাহার চৌকির ঠিক সম্মুখে একটি কঙ্কাল দাঁড়াইয়া। সেই কঙ্কালের আট আঙ্গুলে আংটি, করতলে রতনচক্র, প্রকোষ্ঠে বালা, বাহুতে বাজুবন্ধ, গলায় কণ্ঠী, মাথায় সিঁথি, তাহার আপাদমস্তক অস্থিতে অস্থিতে এক একটি আভরণ সোনায় হীরায় ঝক্‌ঝক্‌ করিতেছে। অলঙ্কারগুলি ঢিলা ঢলঢল করিতেছে কিন্তু অঙ্গ হইতে খসিয়া পড়িতেছে না। সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর, তাহার অস্থিময় মুখে তাহার দুই চক্ষু ছিল সজীব;—সেই কালো তারা, সেই ঘন দীর্ঘপক্ষ্ম, সেই সজল উজ্জ্বলতা,সেই অবিচলিত দৃঢ় শান্ত দৃষ্টি। আজ আঠারো বৎসর পূর্ব্বে একদিন আলোকিত সভাগৃহে নহবতের সাহানা আলাপের মধ্যে ফণিভূষণ যে দুটি আয়তসুন্দর কালো কালো ঢলঢল চোখ শুভদৃষ্টিতে প্রথম দেখিয়াছিল সেই দুটি চক্ষুই আজ শ্রাবণের অর্দ্ধরাত্রে কৃষ্ণপক্ষ দশমীর চন্দ্রকিরণে দেখিল—দেখিয়া তাহার সর্ব্বশরীরের রক্ত হিম হইয়া আসিল। প্রাণপণে দুই চক্ষু বুজিতে চেষ্টা করিল, কিছুতেই পারিল না; তাহার চক্ষু মৃত মানুষের চক্ষুর মত নির্নিমেষ চাহিয়া রহিল।

তখন সেই কঙ্কাল স্তম্ভিত ফণিভূষণের মুখের দিকে তাহার দৃষ্টি স্থির রাখিয়া দক্ষিণ হস্ত তুলিয়া নীরবে অঙ্গুলি সঙ্কেতে ডাকিল। তাহার চার আঙুলের অস্থিতে হীরার আংটি ঝক্‌ঝক্‌ করিয়া উঠিল।

ফণিভূষণ মূঢ়ের মত উঠিয়া দাঁড়াইল। কঙ্কাল দ্বারের অভিমুখে চলিল; হাড়েতে হাড়েতে গহনায় গহনায় কঠিন শব্দ হইতে লাগিল। ফণিভূষণ পাশবদ্ধ পুত্তলীর মত তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। বারান্দা পার হইল, নিবিড় অন্ধকার গোল সিঁড়ি ঘুরিয়া ঘুরিয়া খট্‌খট্‌ ঠক্‌ঠক্‌ ঝম্‌ঝম্‌ করিতে করিতে নীচে উত্তীর্ণ হইল। নীচেকার বারান্দা পার হইয়া জনশূন্য দীপহীন দেউড়িতে প্রবেশ করিল; অবশেষে দেউড়ি পার হইয়া ইঁটের খোয়া দেওয়া বাগানের রাস্তায়

Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

বাহির হইয়া পড়িল। খোয়াগুলি অস্থিপাতে কড় কড় করিতে লাগিল। সেখানে ক্ষীণ জ্যোৎস্না ঘন ডালপালার মধ্যে আটক পাইয়া কোথাও নিষ্কৃতির পথ পাইতেছিল না; সেই বর্ষার নিবিড়গন্ধ অন্ধকার ছায়াপথে জোনাকির ঝাঁকের মধ্য দিয়া উভয়ে নদীর ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল।

ঘাটের যে ধাপ বাহিয়া শব্দ উপরে উঠিয়াছিল সেই ধাপ দিয়া অলঙ্কৃত কঙ্কাল তাহার আন্দোলনহীন ঋজুগতিতে কঠিন শব্দ করিয়া একপা একপা নামিতে লাগিল। পরিপূর্ণ বর্ষানদীর প্রবল-স্রোত জলের উপর জ্যোৎস্নার একটি দীর্ঘরেখা ঝিক্‌ঝিক্ করিতেছে।

কঙ্কাল নদীতে নামিল, অনুবর্ত্তী ফণিভূষণও জলে পা দিল। জলস্পর্শ করিবামাত্র ফণিভূষণের তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। সম্মুখে আর পথপ্রদর্শক নাই—কেবল নদীর পরপারে গাছগুলা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া এবং তাহাদের মাথার উপরে খণ্ড চাঁদ শান্ত অবাক্‌ভাবে চাহিয়া আছে। আপাদমস্তক বারংবার শিহরিয়া শিহরিয়া স্খলিতপদে ফণিভূষণ স্রোতের মধ্যে পড়িয়া গেল। যদিও সাঁতার জানিত কিন্তু স্নায়ু তাহার বশ মানিল না,—স্বপ্নের মধ্য হইতে মুহূর্ত্তমাত্র জাগরণের প্রান্তে আসিয়া পরক্ষণে অতলস্পর্শ সুপ্তির মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গেল।

গল্প শেষ করিয়া ইস্কুলমাষ্টার খানিকক্ষণ থামিলেন। হঠাৎ থামিবামাত্র বোঝা গেল তিনি ছাড়া ইতিমধ্যে জগতের আর সকলই নীরব নিস্তব্ধ হইয়া গেছে। অনেকক্ষণ আমি একটি কথাও বলিলাম না এবং অন্ধকারে তিনি আমার মুখের ভাবও দেখিতে পাইলেন না।

আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কি এ গল্প বিশ্বাস করিলেন না?

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম আপনি কি ইহা বিশ্বাস করেন?

তিনি কহিলেন—না। কেন করি না তাহার কয়েকটি যুক্তি দিতেছি। প্রথমতঃ প্রকৃতি ঠাকুরাণী উপন্যাসলেখিকা নহেন, তাঁহার হাতে বিস্তর কাজ আছে—

আমি কহিলাম, দ্বিতীয়তঃ আমারই নাম শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ সাহা।

ইস্কুলমাষ্টার কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া কহিলেন, আমি তাহা ঠিকই অনুমান করিয়াছিলাম। আপনার স্ত্রীর নাম কি ছিল?

আমি কহিলাম নৃত্যকালী।

একটা আষাঢ়ে গল্প।

দূর সমুদ্রের মধ্যে একটা দ্বীপ। সেখানে কেবল তাসের সাহেব, তাসের বিবি, টেক্কা এবং গোলামের বাস। দুরি তিরি হইতে নহলা দহলা পর্য্যন্ত আরো অনেক ঘর গৃহস্থ আছে কিন্তু তাহারা উচ্চ জাতীয় নহে।

টেক্কা সাহেব গোলাম এই তিনটেই প্রধান বর্ণ, নহলা দহলারা অন্ত্যজ, তাহাদের সহিত এক পংক্তিতে বসিবার যোগ্য নহে।

কিন্তু চমৎকার শৃঙ্খলা। কাহার কত মূল্য এবং মর্য্যাদা তাহা বহুকাল হইতে স্থির হইয়া গেছে, তাহার রেখামাত্র ইতস্ততঃ হইবার যো নাই। সকলেই যথানির্দ্দিষ্টমতে আপন আপন

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

কাজ করিয়া যায়। বংশাবলিক্রমে কেবল পূর্ব্ববর্ত্তীদিগের উপর দাগ বুলাইয়া চলা।

সে যে কি কাজ তাহা বিদেশীর পক্ষে বোঝা শক্ত। হঠাৎ খেলা বলিয়া ভ্রম হয়। কেবল নিয়মে চলা ফেরা, নিয়মে যাওয়া আসা, নিয়মে ওঠাপড়া। অদৃশ্য হস্তে তাহাদিগকে চালনা করিতেছে এবং তাহারা চলিতেছে।

তাহাদের মুখে কোন ভাবের পরিবর্ত্তন নাই। চিরকাল একমাত্র ভাব ছাপ মারা রহিয়াছে। যেন ফ্যাল্ ফ্যাল্ ছবির মত। মান্ধাতার আমল হইতে মাথার টুপি অবধি পায়ের জুতা পর্য্যন্ত অবিকল সমভাবে রহিয়াছে।

কখনো কাহাকেও চিন্তা করিতে হয় না, বিবেচনা করিতে হয় না; সকলেই মৌন নির্জ্জীবভাবে নিঃশব্দে পদচারণা করিয়া বেড়ায়; পতনের সময় নিঃশব্দে পড়িয়া যায় এবং অবিচলিত মুখশ্রী লইয়া চিৎ হইয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকে।

কাহারো কোন আশা নাই, অভিলাষ নাই, ভয় নাই, নূতন পথে চলিবার চেষ্টা নাই, হাসি নাই, কান্না নাই, সন্দেহ নাই, দ্বিধা নাই। খাঁচার মধ্যে যেমন পাখী ঝট্‌পট্ করে এই চিত্রিতবৎ মূর্ত্তিগুলির অন্তরে সেরূপ কোন একটা জীবন্ত প্রাণীর অশান্ত আক্ষেপের লক্ষণ দেখা যায় না।

অথচ এককালে এই খাঁচাগুলির মধ্যে জীবের বসতি ছিল—তখন খাঁচা দুলিত এবং ভিতর হইতে পাখার শব্দ এবং গান শুনা যাইত। গভীর অরণ্য এবং বিস্তৃত আকাশের কথা মনে পড়িত।—এখন কেবল পিঞ্জরের সঙ্কীর্ণতা এবং সুশৃঙ্খল-শ্রেণী-বিন্যস্ত লৌহ শলাকাগুলাই অনুভব করা যায়—পাখী উড়িয়াছে, কি মরিয়াছে, কি জীবন্মৃত হইয়া আছে তাহা কে বলিতে পারে!

আশ্চর্য্য স্তব্ধতা এবং শান্তি! পরিপূর্ণ স্বস্তি এবং সন্তোষ। পথে ঘাটে গৃহে সকলি সুসংযত, সুবিহিত,—শব্দ নাই, দ্বন্দ্ব নাই, উৎসাহ নাই, আগ্রহ নাই—কেবল নিত্য-নৈমিত্তিক ক্ষুদ্র কাজ এবং ক্ষুদ্র বিশ্রাম।

সমুদ্র অবিশ্রাম একতান শব্দপূর্ব্বক তটের উপর সহস্র ফেনশুভ্র কোমল করতলের আঘাত করিয়া সমস্ত দ্বীপকে নিদ্রাবেশে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে—পক্ষীমাতার দুই প্রসারিত নীল-পক্ষের মত আকাশ দিগ্‌দিগন্তের শান্তিরক্ষা করিতেছে। অতিদূর পরপারে গাঢ় নীল রেখার মত বিদেশের আভাস দেখা যায়—সেখান হইতে রাগদ্বেষের দ্বন্দ্বকোলাহল সমুদ্র পার হইয়া আসিতে পারে না।

২

সেই পরপারে সেই বিদেশে এক দুয়ারাণীর ছেলে এক রাজপুত্র বাস করে। সে তাহার নির্ব্বাসিত মাতার সহিত সমুদ্রতীরে আপন মনে বাল্যকাল যাপন করিতে থাকে।

সে একা বসিয়া বসিয়া মনে মনে এক অত্যন্ত বৃহৎ অভিলাষের জাল বুনিতেছে। সেই জাল দিগ্‌দিগন্তরে নিক্ষেপ করিয়া কল্পনায় বিশ্বজগতের নব নব রহস্যরাশি সংগ্রহ করিয়া আপনার দ্বারের কাছে টানিয়া তুলিতেছে। তাহার অশান্ত চিত্ত সমুদ্রের তীরে, আকাশের সীমায় ঐ দিগন্তরোধী নীল গিরিমালার পরপারে সর্ব্বদা সঞ্চরণ করিয়া ফিরিতেছে—খুঁজিতে চায় কোথায় পক্ষীরাজ ঘোড়া, সাপের মাথার মাণিক, পারিজাত পুষ্প, সোণার কাঠি রূপার কাঠি পাওয়া যায়, কোথায় সাত সমুদ্র তের নদীর পারে দুর্গম দৈত্যভবনে স্বপ্নসম্ভবা অলোকসুন্দরী রাজকুমারী ঘুমাইয়া রহিয়াছেন।

রাজপুত্র পাঠশালে পড়িতে যায়, সেখানে

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

পাঠান্তে সওদাগরের পুত্রের কাছে দেশবিদেশের কথা এবং কোটালের পুত্রের কাছে তাল বেতালের কাহিনী শোনে।

ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি পড়ে, মেঘে অন্ধকার হইয়া থাকে,—গৃহদ্বারে মায়ের কাছে বসিয়া সমুদ্রের দিকে চাহিয়া রাজপুত্র বলে, মা,একটা খুব দূর দেশের গল্প বল। মা অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার বাল্যশ্রুত এক অপূর্ব্ব দেশের অপূর্ব্ব গল্প বলিতেন—বৃষ্টির ঝর্ ঝর্ শব্দের মধ্যে সেই গল্প শুনিয়া রাজপুত্রের হৃদয় উদাস হইয়া যাইত।

একদিন সওদাগরের পুত্র আসিয়া রাজপুত্রকে কহিল—"সাঙাৎ পড়াশুনা ত সাঙ্গ করিয়াছি, এখন একবার দেশভ্রমণে বাহির হইব তাই বিদায় লইতে আসিলাম।

রাজার পুত্র কহিল আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। কোটালের পুত্র কহিল আমাকে কি একা ফেলিয়া যাইবে? আমিও তোমাদের সঙ্গী।

রাজপুত্র দুঃখিনী মাকে গিয়া বলিল মা, আমি ভ্রমণে বাহির হইতেছি—এবার তোমার দুঃখমোচনের উপায় করিয়া আসিব।

তিন বন্ধুতে বাহির হইয়া পড়িল।

৩

সমুদ্রে সওদাগরের দ্বাদশতরী প্রস্তুত ছিল—তিন বন্ধু চড়িয়া বসিল। দক্ষিণের বাতাসে পাল ভরিয়া উঠিল—নৌকাগুলো রাজপুত্রের হৃদয়বাসনার মত ছুটিয়া চলিল।

শঙ্খদ্বীপে গিয়া এক নৌকা শঙ্খ, চন্দন দ্বীপে গিয়া এক নৌকা চন্দন, প্রবাল দ্বীপে গিয়া এক নৌকা প্রবাল বোঝাই হইল।

তাহার পর আর চারি বৎসরে গজদন্ত মৃগনাভি লবঙ্গ জায়ফলে যখন আর চারিটি নৌকা পূর্ণ হইল, তখন সহসা একটা বিপর্য্যয় ঝড় আসিল।

সব ক'টা নৌকা ডুবিল, কেবল একটি নৌকা তিন বন্ধুকে একটা দ্বীপে আছাড়িয়া ফেলিয়া খান খান্ হইয়া গেল।

এই দ্বীপে তাসের টেক্কা তাসের সাহেব, তাসের বিবি, তাসের গোলাম যথানিয়মে বাস করে এবং দহলা নহলাগুলোও তাহাদের পদানুবর্ত্তী হইয়া যথানিয়মে কাল কাটায়।

৪

তাসের রাজ্যে এতদিন কোন উপদ্রব ছিল না এই প্রথম গোলযোগের সূত্রপাত হইল।

এতদিন পরে এই একটা প্রথম তর্ক উঠিল—এই যে তিনটে লোক হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলায় সমুদ্র হইতে উঠিয়া আসিল ইহাদিগকে কোন্ শ্রেণীতে ফেলা যাইবে?

প্রথমতঃ ইহারা কোন্ জাতি—টেক্কা, সাহেব, গোলাম, না দহলা নহলা?

দ্বিতীয়তঃ ইহারা কোন্ গোত্র, ইস্কাবন, চিড়েতন হরতন অথবা রুহিতন?

এ সমস্ত স্থির না হইলে ইহাদের সহিত কোন রূপ ব্যবহার করাই কঠিন। ইহারা কাহার অন্ন খাইবে, কাহার সহিত বাস করিবে, ইহাদের মধ্যে অধিকারভেদে কেই বা বায়ু কোণে, কেই বা নৈঋত কোণে, কেই বা ঈশান কোণে মাথা রাখিয়া এবং কেই বা দণ্ডায়মান হইয়া নিদ্রা দিবে তাহার কিছুই স্থির হয় না।

এ রাজ্যে এতবড় বিষম দুশ্চিন্তার কারণ ইতিপূর্ব্বে আর কখনও ঘটে নাই।

কিন্তু ক্ষুধাকাতর বিদেশী বন্ধু তিনটির এ সকল গুরুতর বিষয়ে তিলমাত্র চিন্তা নাই তাহারা কোন গতিকে আহার পাইলে বাঁচে। যখন দেখিল তাহাদের আহারাদি দিতে সকলে

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

ইতস্ততঃ করিতে লাগিল, এবং বিধান খুঁজিবার জন্য টেক্কারা বিরাট সভা আহ্বান করিল, তখন তাহারা যে যেখানে যে খাদ্য পাইল খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল।

এই ব্যবহারে দুরি তিরি পর্য্যন্ত অবাক্। তিরি কহিল ভাই দুরি, ইহাদের বাচবিচার কিছুই নাই। দুরি কহিল, ভাই তিরি, বেশ দেখিতেছি ইহারা আমাদের অপেক্ষাও নীচ-জাতীয়।

আহারাদি করিয়া ঠাণ্ডা হইয়া তিন বন্ধু দেখিল, এখানকার মানুষগুলা কিছু নূতন রকমের। যেন জগতে ইহাদের কোথাও মূল নাই। যেন ইহাদের টিকি ধরিয়া কে উৎপাটন করিয়া লইয়াছে, ইহারা একপ্রকার হতবুদ্ধি-ভাবে সংসারের স্পর্শ পরিত্যাগ করিয়া দুলিয়া দুলিয়া বেড়াইতেছে। যাহা কিছু করিতেছে তাহা যেন আর একজন কে করাইতেছে। ঠিক যেন পুঁৎলা বাজির দোদুল্যমান পুতুলগুলির মত। তাই কাহারো মুখে ভাব নাই, ভাবনা নাই সকলেই নিরতিশয় গম্ভীর চালে যথা-নিয়মে চলাফেরা করিতেছে। অথচ সবশুদ্ধ ভারি অদ্ভুত দেখাইতেছে।

চারিদিকে এই জীবন্ত নির্জ্জীবতার পরম গম্ভীর রকম সকম দেখিয়া রাজপুত্র আকাশে মুখ তুলিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

এই আন্তরিক কৌতুকের উচ্চ হাস্যধ্বনি তাসরাজ্যের কলরবহীন রাজপথে ভারি বিচিত্র শুনাইল। এখানে সকলই এম্‌নি একান্ত যথাযথ, এম্‌নি পরিপাটি, এম্‌নি প্রাচীন, এম্‌নি সুগম্ভীর যে, কৌতুক আপনার অক-স্মাৎ উচ্ছ্বসিত উচ্ছৃঙ্খল শব্দে আপনি চকিত হইয়া ম্লান হইয়া নির্ব্বাপিত হইয়া গেল—চারি-দিকের লোকপ্রবাহ পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ স্তব্ধ গম্ভীর অনুভূত হইল।

কোটালের পুত্র এবং সওদাগরের পুত্র ব্যাকুল হইয়া রাজপুত্রকে কহিল "ভাই সাঙাৎ, এই নিরানন্দ ভূমিতে আর একদণ্ড নয়! এখানে আর দুই দিন থাকিলে মাঝে মাঝে আপনাকে স্পর্শ করিয়া দেখিতে হইবে জীবিত আছি কি না।"

রাজপুত্র কহিল, "না ভাই, আমার কৌতূহল হইতেছে। ইহারা মানুষের মত দেখিতে—ইহাদের মধ্যে এক ফোঁটা জীবন্ত পদার্থ আছে কি না একবার নাড়া দিয়া দেখিতে হইবে।"

৫

এম্‌নি ত কিছু কাল যায়। কিন্তু এই তিনটে বিদেশী যুবক কোন নিয়মের মধ্যেই ধরা দেয় না। যেখানে যখন ওঠা, বসা, মুখ ফেরানো, উপুড় হওয়া, চিৎ হওয়া, মাথা নাড়া, ডিগ্‌বাজি খাওয়া উচিত ইহারা তাহার কিছুই করে না, বরং সকৌতুকে নিরীক্ষণ করে এবং হাসে। এই সমস্ত যথাবিহিত অশেষ ক্রিয়া-কলাপের মধ্যে যে একটি দিগ্‌গজ গাম্ভীর্য্য আছে ইহারা তদ্দ্বারা অভিভূত হয় না।

একদিন টেক্কা সাহেব গোলাম আসিয়া রাজপুত্র, কোটালের পুত্র এবং সওদাগরের পুত্রকে হাঁড়ির মত গলা করিয়া অবিচলিত গম্ভীর মুখে জিজ্ঞাসা করিল "তোমরা বিধানমতে চলিতেছ না কেন?"

তিন বন্ধু উত্তর করিলেন, "আমাদের ইচ্ছা।"

হাঁড়ির মত গলা করিয়া তাসরাজ্যের তিন অধিনায়ক স্বপ্নাভিভূতের মত বলিল "ইচ্ছা! সে বেটা কে?"

ইচ্ছা কি, সে দিন বুঝিল না কিন্তু ক্রমে ক্রমে বুঝিল। প্রতিদিন দেখিতে লাগিল, এমন করিয়া না চলিয়া অমন করিয়া চলাও

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

সম্ভব, যেমন এদিক আছে তেমনি ওদিকও আছে, বিদেশ হইতে তিনটে জীবন্ত দৃষ্টান্ত আসিয়া জানাইয়া দিল বিধানের মধ্যেই মানবের সমস্ত স্বাধীনতার সীমা নহে। এম্‌নি করিয়া তাহারা ইচ্ছা নামক একটা রাজশক্তির প্রভাব অস্পষ্ট ভাবে অনুভব করিতে লাগিল।

ঐ সেটি যেমনি অনুভব করা অমনি তাস-রাজ্যের আগাগোড়া অল্প অল্প করিয়া আন্দোলিত হইতে আরম্ভ হইল—গতনিদ্র প্রকাণ্ড অজগর সর্পের অনেকগুলা কুণ্ডলীর মধ্যে জাগরণ যেমন মন্দগতিতে সঞ্চলন করিতে থাকে সেইরূপ।

৬

নির্ব্বিকারমূর্ত্তি বিবি এতদিন কাহারো দিকে দৃষ্টিপাত করে নাই—নির্ব্বাক্‌ নিরুদ্বিগ্ন-ভাবে আপনার কাজ করিয়া গেছে। এখন একদিন বসন্তের অপরাহ্নে ইহাদের মধ্যে একজন চকিতের মধ্যে ঘনকৃষ্ণপক্ষ্ম ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিয়া রাজপুত্রের দিকে মুগ্ধনেত্রের কটাক্ষপাত করিল। রাজপুত্র চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "এ কি সর্ব্বনাশ! আমি জানিতাম ইহারা এক একটা মূর্ত্তিবৎ তাহাত নহে, দেখিতেছি এ যে নারী!"

কোটালের পুত্র ও সওদাগরের পুত্রকে নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া রাজকুমার কহিল—"ভাই, ইহার মধ্যে বড় মাধুর্য্য আছে। তাহার সেই নবভাবোদ্দীপ্ত কৃষ্ণনেত্রের প্রথম কটাক্ষপাতে আমার মনে হইল যেন আমি এক নূতনসৃষ্ট জগতের প্রথম উষার প্রথম উদয় দেখিতে পাইলাম! এতদিন যে ধৈর্য্য ধরিয়া অবস্থান করিতেছি আজ তাহা সার্থক হইল।"

দুই বন্ধু পরম কৌতুহলের সহিত সহাস্যে কহিল, "সত্য না কি সাঙাৎ!"

সেই হতভাগিনী হরতনের বিবিটি আজ হইতে প্রতিদিন নিয়ম ভুলিতে লাগিল। তাহার যখন যেখানে হাজির হওয়া বিধান, মুহুর্মুহ তাহার ব্যতিক্রম হইতে আরম্ভ হইল। মনে কর, যখন তাহাকে গোলামের পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে হইবে—তখন সে হঠাৎ রাজপুত্রের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়ায়। গোলাম অবিচলিতভাবে সুগম্ভীর কণ্ঠে বলে, বিবি তোমার ভুল হইল। শুনিয়া হরতনের বিবির স্বভাবতঃ রক্তকপোল অধিকতর রক্তবর্ণ হইয়া উঠে, তাহার নির্নি-মেষ প্রশান্ত দৃষ্টি নত হইয়া যায়। রাজপুত্র উত্তর দেয়—কিছু ভুল হয় নাই; আজ হইতে আমিই গোলাম।

নবপ্রস্ফুটিত রমণীহৃদয় হইতে এ কি অভূত-পূর্ব্ব শোভা, একি অভাবনীয় লাবণ্য বিস্ফু-রিত হইতে লাগিল। তাহার গতিতে এ কি সুমধুর চাঞ্চল্য, তাহার দৃষ্টিপাতে এ কি হৃদয়ের হিল্লোল, তাহার সমস্ত অস্তিত্ব হইতে এ কি একটি সুগন্ধি আরতি উচ্ছ্বাস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে!

এই নব অপরাধিনীর ভ্রম সংশোধনে সাতি-শয় মনোযোগ করিতে গিয়া আজকাল সক-লেরই ভ্রম হইতে লাগিল। টেক্কা আপনার চিরন্তন মর্য্যাদা রক্ষার কথা বিস্মৃত হইল, সাহেবে গোলামে আর প্রভেদ থাকে না, দহলা নহলাগুলারা পর্য্যন্ত কেমন হইয়া গেল!

এই পুরাতন দ্বীপে বসন্তের কোকিল অনেকবার ডাকিয়াছে কিন্তু সেইবার যেমন ডাকিল এমন আর কখনো ডাকে নাই। সমুদ্র চিরদিন একতান কলধ্বনিতে গান করিয়া আসিয়াছে, কিন্তু এতদিন সে সনাতন বিধানের অলঙ্ঘ্য মহিমা একস্বরে ঘোষণা করিয়া আসি-য়াছে, আজ সহসা দক্ষিণবায়ুচঞ্চল বিশ্বব্যাপী

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

দুরন্ত যৌবনতরঙ্গরাশির মত আলোতে ছায়াতে ভঙ্গীতে ভাষাতে আপনার অগাধ আকুলতা ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল।

৭

এই কি সেই টেক্কা, সেই সাহেব, সেই গোলাম! কোথায় গেল সেই পরিতুষ্ট পরিপুষ্ট সুগোল মুখচ্ছবি! কেহ বা আকাশের দিকে চায়, কেহ বা সমুদ্রের ধারে বসিয়া থাকে, কাহারো বা রাত্রে নিদ্রা হয় না, কাহারও বা আহারে মন নাই।

মুখে কাহারো ঈর্ষা, কাহারো অনুরাগ, কাহারো ব্যাকুলতা, কাহারো সংশয়। কোথাও হাসি, কোথাও রোদন কোথাও সঙ্গীত। সকলেরই নিজের নিজের প্রতি এবং অন্যের প্রতি দৃষ্টি পড়িয়াছে। সকলেই আপনার সহিত অন্যের তুলনা করিতেছে।

টেক্কা ভাবিতেছে, সাহেব ছোকরাটাকে দেখিতে নেহাৎ মন্দ না হোক্ কিন্তু উহার শ্রী নাই—আমার চালচলনের মধ্যে এমন একটা মাহাত্ম্য আছে যে কোন কোন ব্যক্তিবিশেষের দৃষ্টি আমার দিকে আকৃষ্ট না হইয়া থাকিতে পারে না।

সাহেব ভাবিতেছে—টেক্কা সর্ব্বদা ভারি টক্‌টক্ করিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বেড়াইতেছে, মনে করিতেছে উহাকে দেখিয়া বিবিগুলা বুক ফাটিয়া মারা গেল!—বলিয়া ঈষৎ বক্র হাসিয়া দর্পণে মুখ দেখিতেছে।

দেশে যতগুলি বিবি ছিলেন সকলেই প্রাণপণে সাজসজ্জা করেন আর পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া বলেন "আ মরিয়া যাই! গর্ব্বিণীর এত সাজের ধূম কিসের জন্য গো বাপু! উহার রকমসকম দেখিয়া লজ্জা করে!" বলিয়া দ্বিগুণ প্রযত্নে হাবভাব বিস্তার করিতে থাকেন।

আবার কোথাও দুই সখায় কোথাও দুই সখীতে গলা ধরিয়া নিভৃতে বসিয়া গোপন কথাবার্ত্তা হইতে থাকে। কখন হাসে, কখন কাঁদে, কখন রাগ করে, কখন মান অভিমান চলে, কখন সাধাসাধি হয়!

যুবকগুলা পথের ধারে বনের ছায়ায় তরুমূলে পৃষ্ঠ রাখিয়া শুষ্কপত্ররাশির উপর পা ছড়াইয়া অলস ভাবে বসিয়া থাকে। বালা সুনীল বসন পরিয়া সেই ছায়াপথ দিয়া আপন মনে চলিতে চলিতে সেইখানে আসিয়া মুখ নত করিয়া চোখ ফিরাইয়া লয়, যেন কাহাকেও দেখিতে পায় নাই, যেন কাহাকেও দেখা দিতে আসে নাই, এমনি ভাব করিয়া চলিয়া যায়।

তাই দেখিয়া কোন কোন ক্ষেপা যুবক দুঃসাহসে ভর করিয়া তাড়াতাড়ি কাছে অগ্রসর হয়, কিন্তু মনের মত একটাও কথা যোগায় না, অপ্রতিভ হইয়া দাঁড়াইয়া পড়ে, অনুকূল অবসর চলিয়া যায় এবং রমণীও অতীত মুহূর্ত্তের মত ক্রমে ক্রমে দূরে বিলীন হইয়া যায়।

মাথার উপরে পাখী ডাকিতে থাকে, বাতাস অঞ্চল ও অলক উড়াইয়া হু হু করিয়া বহিয়া যায়, তরুপল্লব ঝর্ ঝর্ মর্ মর্ করে, এবং সমুদ্রের অবিশ্রাম উচ্ছ্বসিত ধ্বনি হৃদয়ের অব্যক্ত বাসনাকে দ্বিগুণ দোদুল্যমান করিয়া তোলে।

একটা বসন্তে তিনটে বিদেশী যুবক আসিয়া মরা গাঙে এমনি একটা ভরা তুফান তুলিয়া দিল।

৮

রাজপুত্র দেখিলেন জোয়ার ভাঁটার মাঝখানে সমস্ত দেশটা থম্‌থম্ করিতেছে—কথা নাই কেবল মুখ চাওয়াচাওয়ি, কেবল এক পা এগোনো দুই পা পিছোনো, কেবল আপনার মনের বাসনা স্তূপাকার করিয়া বালির ঘর গড়া এবং বালির ঘর ভাঙ্গা। সকলেই যেন ঘরের কোণে বসিয়া আপনার অগ্নিতে আপনাকে

আহুতি দিতেছে, এবং প্রতিদিন কৃশ ও বাক্যহীন হইয়া যাইতেছে। কেবল চোখ দুটা জ্বলিতেছে অন্তর্নিহিত বাণীর আন্দোলনে ওষ্ঠাধর বায়ুকম্পিত পল্লবের মত স্পন্দিত হইতেছে।

রাজপুত্র সকলকে ডাকিয়া বলিলেন—বাঁশি আন, তুরি ভেরী বাজাও, সকলে আনন্দধ্বনি কর, হরতনের বিবি স্বয়ম্বরা হইবেন।

তৎক্ষণাৎ দহলা নহলা বাঁশিতে ফু দিতে লাগিল, দুরি তিরি তুরি-ভেরী লইয়া পড়িল! হঠাৎ এই তুমুল আনন্দতরঙ্গে সেই কাণাকাণি চাওয়াচাওয়ি ভাঙ্গিয়া গেল।

উৎসবে নরনারী একত্র মিলিত হইয়া কত কথা, কত হাসি, কত পরিহাস! কত রহস্যচ্ছলে মনের কথা বলা, কত ছল করিয়া অবিশ্বাস দেখানো, কত উচ্চ হাস্যে তুচ্ছ আলাপ। ঘন অরণ্যে বাতাস উঠিলে যেমন শাখায় শাখায় পাতায় পাতায় লতায় বৃক্ষে নানা ভঙ্গীতে হেলাদোলা মেলামেলি হইতে থাকে ইহাদের মধ্যে তেম্‌নি হইতে লাগিল।

এম্‌নি কলরব আন্দোৎসবের মধ্যে বাঁশিতে সকাল হইতে বড় মধুস্বরে সাহানা বাজিতে লাগিল। আনন্দের মধ্যে গভীরতা, মিলনের মধ্যে ব্যাকুলতা, বিশ্বদৃশ্যের মধ্যে সৌন্দর্য্য, এবং হৃদয়ে হৃদয়ে প্রীতির বেদনা সঞ্চার করিতে লাগিল। যাহারা ভাল করিয়া ভালবাসে নাই তাহারা ভালবাসিল, যাহারা ভালবাসিয়াছিল তাহারা আনন্দে উদাস হইয়া গেল।

হরতনের বিবি রাঙা বসন পরিয়া সমস্ত দিন একটা গোপন ছায়াকুঞ্জে বসিয়াছিল! তাহার কাণেও দূর হইতে সাহানার তান প্রবেশ করিতেছিল এবং তাহার দুটি চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিয়াছিল—হঠাৎ এক সময়ে চক্ষু মেলিয়া দেখিল, সম্মুখে রাজপুত্র বসিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া আছে; সে অমনি কম্পিতদেহে দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল।

রাজপুত্র সমস্ত দিন একাকী সমুদ্রতীরে পদচারণা করিতে করিতে সেই সন্ত্রস্ত নেত্রক্ষেপ এবং সলজ্জ লুণ্ঠন মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিলেন।

৯

রাত্রে শত সহস্র দীপের আলোকে, মালার সুগন্ধে বাঁশির সঙ্গীতে, অলঙ্কৃত সুসজ্জিত সহাস্য শ্রেণীবদ্ধ যুবকদের সভায় একটি বালিকা ধীরে ধীরে কম্পিতচরণে মালা হাতে করিয়া রাজপুত্রের সম্মুখে আসিয়া নতশিরে দাঁড়াইল। অভিলষিত কণ্ঠে মালাও উঠিল না, অভিলষিত মুখে চোখও তুলিতে পারিল না। রাজপুত্র তখন আপনি শির নত করিলেন এবং মাল্য স্খলিত হইয়া তাঁহার কণ্ঠে পড়িয়া গেল। চিত্রবৎ নিস্তব্ধ সভা সহসা আনন্দ-উচ্ছ্বাসে আলোড়িত হইয়া উঠিল।

সকলে বরকন্যাকে সমাদর করিয়া সিংহাসনে লইয়া বসাইল। রাজপুত্রকে সকলে মিলি রাজ্যে অভিষেক করিল।

সমুদ্রপারে দুঃখিনী দুয়ারাণী সোণার তরীতে চড়িয়া পুত্রের নবরাজ্যে আগমন করিলেন।

ছবির দল হঠাৎ মানুষ হইয়া উঠিয়াছে! এখন আর পূর্ব্বের মত সেই অবিচ্ছিন্ন শান্তি এবং অপরিবর্ত্তনীয় গাম্ভীর্য্য নাই। সংসারপ্রবাহ আপনার সুখ দুঃখ রাগ দ্বেষ বিপদ সম্পদ লইয়া এই নবীন রাজার নব রাজ্যকে পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। এখন কেহ ভাল, কেহ মন্দ, কাহারো আনন্দ, কাহারো বিষাদ—এখন সকলে মানুষ। এখন সকলে অলঙ্ঘ্য

বিধানমতে নিরীহ না হইয়া নিজের ইচ্ছামতে সাধু এবং অসাধু।

একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প।

গল্প বলিতে হইবে? কিন্তু আর ত পারি না। এখন এই পরিশ্রান্ত অক্ষম ব্যক্তিটিকে ছুটি দিতে হইবে।

এ পদ আমাকে কে দিল বলা কঠিন। ক্রমে ক্রমে একে একে তোমরা পাঁচজন আসিয়া আমার চারিদিকে কখন্ জড় হইলে, এবং কেন যে তোমরা আমাকে এত অনুগ্রহ করিলে এবং আমার কাছে এত প্রত্যাশা করিলে, তাহা বলা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। অবশ্যই সে তোমাদের নিজগুণে; শুভাদৃষ্টক্রমে আমার প্রতি সহসা তোমাদের অনুগ্রহ উদয় হইয়াছিল। এবং যাহাতে সে অনুগ্রহ রক্ষা হয় সাধ্যমত আমার সে চেষ্টার ত্রুটি নাই।

কিন্তু পাঁচজনের অব্যক্ত অনির্দ্দিষ্ট সম্মতিক্রমে যে কার্য্যভার আমার প্রতি অর্পিত হইয়া পড়িয়াছে আমি তাহার যোগ্য নহি। ক্ষমতা আছে কি না আছে তাহা লইয়া বিনয় বা অহঙ্কার করিতে চাহি না কিন্তু প্রধান কারণ এই যে, বিধাতা আমাকে নির্জ্জনচর জীবরূপেই গঠিত করিয়াছিলেন, খ্যাতি যশ জনতার উপযোগী করিয়া আমার গাত্রে কঠিন চর্ম্মাবরণ দিয়া দেন নাই; তাঁহার এই বিধান ছিল যে, যদি তুমি আত্মরক্ষা করিতে চাও ত একটু নিরালার মধ্যে বাস করিয়ো। চিত্তও সেই নিরালা বাসস্থানটুকুর জন্য সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত হইয়া আছে। কিন্তু পিতামহ অদৃষ্ট পরিহাস করিয়াই হোক্ অথবা ভুল বুঝিয়াই হোক্, আমাকে একটি বিপুল জনসমাজের মধ্যে উত্তীর্ণ করিয়া এক্ষণে মুখে কাপড় দিয়া হাস্য করিতেছেন, আমি তাঁহার সেই হাস্যে যোগ দিবার চেষ্টা করিতেছি কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছি না।

পলায়ন করাও আমার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয় না। সৈন্যদলের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছে যাহারা স্বভাবতই যুদ্ধের অপেক্ষা শান্তির মধ্যেই অধিকতর স্ফূর্ত্তি পাইতে পারিত কিন্তু যখন সে নিজের এবং পরের ভ্রমক্রমে যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তখন হঠাৎ দল ভাঙ্গিয়া পলায়ন করা তাহাকে শোভা পায় না। অদৃষ্ট সুবিবেচনা পূর্ব্বক প্রাণিগণকে যথাযোগ্য কর্ম্মে নিয়োগ করেন না, কিন্তু তথাপি নিযুক্ত কার্য্য দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত সম্পন্ন করা মানুষের কর্ত্তব্য।

তোমরা আবশ্যক বোধ করিলে আমার নিকট আসিয়া থাক, এবং সম্মান দেখাইতেও ত্রুটি কর না। আবশ্যক অতীত হইয়া গেলে সেবকাধমের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া কিছু আত্মগৌরব অনুভব করিবারও চেষ্টা করিয়া থাক। পৃথিবীতে সাধারণতঃ ইহাই স্বাভাবিক এবং এই কারণেই 'সাধারণ' নামক একটি অকৃতজ্ঞ অব্যবস্থিতচিত্ত রাজাকে তাহার অনুচরবর্গ সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে না। কিন্তু অনুগ্রহ নিগ্রহের দিকে তাকাইলে সকল সময় কাজ করা হইয়া উঠে না। নিরপেক্ষ হইয়া কাজ না করিলে কাজের গৌরব আর থাকে না।

অতএব যদি কিছু শুনিতে ইচ্ছা করিয়া আসিয়া থাক ত কিছু শুনাইব। শ্রান্তি মানিব না এবং উৎসাহেরও প্রত্যাশা করিব না।

Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

আজ কিন্তু অতি ক্ষুদ্র এবং পৃথিবীর অত্যন্ত পুরাতন একটি গল্প মনে পড়িতেছে; মনোহর না হইলেও সংক্ষেপবশতঃ শুনিতে ধৈর্য্যচ্যুতি না হইবার সম্ভাবনা।

পৃথিবীতে একটি মহানদীর তীরে একটি মহারণ্য ছিল। সেই অরণ্যে এবং সেই নদী-তীরে একটি কাঠঠোক্‌রা এবং একটি কাদা-খোঁচা পক্ষী বাস করিত।

ধরাতলে কীট যখন সুলভ ছিল তখন ক্ষুধা নিবৃত্তিপূর্ব্বক সন্তুষ্টচিত্তে উভয়ে ধরাধামের যশঃকীর্ত্তন করিয়া পুষ্ট কলেবরে বিচরণ করিত।

কালক্রমে দৈবযোগে পৃথিবীতে কীট দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল।

তখন নদীতীরস্থ কাদাখোঁচা শাখাসীন কাঠঠোক্‌রাকে কহিল, "ভাই কাঠঠোক্‌রা, বাহির হইতে অনেকের নিকট এই পৃথিবী নবীন শ্যামল সুন্দর বলিয়া মনে হয় কিন্তু আমি বলিতেছি ইহা আদ্যোপান্ত জীর্ণ।"

শাখাসীন কাঠঠোক্‌রা নদীতটস্থ কাদা-খোঁচাকে কহিল, "ভাই কাদাখোঁচা, অনেকে এই অরণ্যকে সতেজ শোভন বলিয়া বিশ্বাস করে কিন্তু আমি বলিতেছি ইহা একেবারে অন্তঃসারবিহীন।"—

তখন উভয়ে মিলিয়া তাহাই প্রমাণ করিয়া দিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। কাদাখোঁচা নদীতীরে লম্ফ দিয়া পৃথিবীর কোমল কর্দ্দমে অনবরতই চঞ্চু বিদ্ধ করিয়া বসুন্ধরার জীর্ণতা নির্দ্দেশ করিতে লাগিল এবং কাঠঠোক্‌রা বনস্পতির কঠিন শাখায় বারংবার চঞ্চু আঘাত করিয়া অরণ্যের অন্তঃশূন্যতা প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইল।

বিধিবিড়ম্বনায় উক্ত দুই অধ্যবসায়ী পক্ষী সঙ্গীতবিদ্যায় বঞ্চিত। অতএব কোকিল যখন ধরাতলে নব নব বসন্ত সমাগম পঞ্চমস্বরে ঘোষণা করিতে লাগিল, এবং শ্যামা যখন অরণ্যে নব নব প্রভাতোদয় কীর্ত্তন করিতে নিযুক্ত রহিল, তখন এই দুই ক্ষুধিত অসন্তুষ্ট মূক পক্ষী অশান্ত উৎসাহে আপন প্রতিজ্ঞা পালন করিতে লাগিল।

এ গল্প তোমাদের ভাল লাগিল না? ভাল লাগিবার কথা নহে। কিন্তু ইহার সর্ব্বাপেক্ষা মহৎগুণ এই যে, পাঁচ সাত পারাগ্রাফেই সম্পূর্ণ।

এ গল্পটা যে পুরাতন তাহাও তোমাদের মনে হইতেছেনা? তাহার কারণ পৃথিবীর ভাগ্যদোষে এ গল্প অতি পুরাতন হইয়াও চির-কাল নূতন রহিয়া গেল। বহুদিন হইতেই অকৃতজ্ঞ কাঠঠোক্‌রা পৃথিবীর দৃঢ় কঠিন অমর মহত্ত্বের উপর ঠক্‌ঠক্‌ শব্দে চঞ্চুপাত করিতেছে এবং কাদাখোঁচা পৃথিবীর সরস উর্ব্বর কোমল-ত্বের মধ্যে খচখচ শব্দে চঞ্চু বিদ্ধ করিতেছে আজও তাহার শেষ হইল না, মনের আক্ষেপ এখনও রহিয়া গেল।

গল্পটার মধ্যে সুখদুঃখের কথা কি আছে জিজ্ঞাসা করিতেছ? ইহার মধ্যে দুঃখের কথাও আছে সুখের কথাও আছে। দুঃখের কথা এই যে, পৃথিবী যতই উদার এবং অরণ্য যতই মহৎ হউক্‌ ক্ষুদ্র চঞ্চু আপনার উপযুক্ত খাদ্য না পাইবামাত্র তাহাদিগকে আঘাত করিয়া আসিতেছে। এবং সুখের বিষয় এই যে, তথাপি শত সহস্র বৎসর পৃথিবী নবীন এবং অরণ্য শ্যামল রহিয়াছে। যদি কেহ মরে ত সে ঐ দুটি বিদ্বেষবিষজর্জ্জর হতভাগ্য বিহঙ্গ, এবং জগতে কেহ সে সংবাদ জানিতেও পায় না।

তোমরা এ গল্পের মধ্যে মাথামুণ্ডু অর্থ কি আছে কিছু বুঝিতে পার নাই? তাৎপর্য্য

বিশেষ কিছুই জটিল নহে, হয় ত কিঞ্চিৎ বয়স প্রাপ্ত হইলেই বুঝিতে পারিবে।

যাহাই হউক সর্ব্বসুদ্ধ জিনিষটি তোমাদের উপযুক্ত হয় নাই? তাহার ত কোন সন্দেহ-মাত্র নাই।

ঘাটের কথা।

পাষাণে ঘটনা যদি অঙ্কিত হইত, তবে কতদিনকার কত কথা আমার সোপানে সোপানে পাঠ করিতে পারিতে। পুরাতন কথা যদি শুনিতে চাও, তবে আমার এই ধাপে বইস; মনোযোগ দিয়া জলকল্লোলে কাণ পাতিয়া থাক, বহুদিনকার কত বিস্মৃত কথা শুনিতে পাইবে।

আমার আরেকদিনের কথা মনে পড়িতেছে। সেও ঠিক এইরূপ দিন। আশ্বিন মাস পড়িতে আর দুই চারি দিন বাকী আছে। ভোরের বেলায় অতি ঈষৎ মধুর নবীন শীতের বাতাস নিদ্রোত্থিতের দেহে নূতন প্রাণ আনিয়া দিতেছে। তরুপল্লব অম্‌নি একটু একটু শিহরিয়া উঠিতেছে।

ভরা গঙ্গা। আমার চারিটিমাত্র ধাপ জলের উপরে জাগিয়া আছে। জলের সঙ্গে স্থলের সঙ্গে যেন গলাগলি। তীরে আম্র-কাননের নীচে যেখানে কচুবন জন্মিয়াছে, সেখান পর্য্যন্ত গঙ্গার জল গিয়াছে। নদীর ঐ বাঁকের কাছে তিনটে পুরাতন ইটের পাঁজা চারিদিকে জলের মধ্যে জাগিয়া রহিয়াছে। জেলেদের যে নৌকাগুলি ডাঙ্গায় বাবলা-গাছের গুঁড়ির সঙ্গে বাঁধা ছিল সেগুলি প্রভাতে জোয়ারের জলে ভাসিয়া উঠিয়া টলমল করিতেছে—দুরন্তযৌবন জোয়ারের জল রঙ্গ করিয়া তাহাদের দুই পাশে ছলছল আঘাত করিতেছে, তাহাদের কর্ণ ধরিয়া মধুর পরিহাসে নাড়া দিয়া যাইতেছে।

ভরা গঙ্গার উপরে শরৎ প্রভাতের যে রৌদ্র পড়িয়াছে, তাহার কাঁচা সোণার মত রং চাঁপা ফুলের মত রং। রৌদ্রের এমন রং, আর কোন সময়ে দেখা যায় না। চড়ার উপরে কাশবনের উপরে রৌদ্র পড়িয়াছে। এখনও কাশফুল সব ফুটে নাই, ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র।

রাম রাম বলিয়া মাঝিরা নৌকা খুলিয়া দিল। পাখীরা যেমন আলোতে পাখা মেলিয়া আনন্দে নীল আকাশে উড়িয়াছে ছোট ছোট নৌকাগুলি তেম্‌নি ছোট ছোট পাল ফুলাইয়া সূর্য্যকিরণে বাহির হইয়াছে। তাহাদের পাখী বলিয়া মনে হয়; তাহারা রাজহাঁসের মত জলে ভাসিতেছে, কিন্তু আনন্দে পাখাদুটি আকাশে ছড়াইয়া দিয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ঠিক নিয়মিত সময়ে কোশাকুশি লইয়া স্নান করিতে আসিয়াছেন। মেয়েরা দুই একজন করিয়া জল লইতে আসিয়াছে।

সে বড় বেশী দিনের কথা নহে। তোমাদের অনেক দিন বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু আমার মনে হইতেছে এই সে দিনের কথা। আমার দিনগুলি কি না গঙ্গার স্রোতের উপরে খেলাইতে খেলাইতে ভাসিয়া যায় বহুকাল ধরিয়া স্থিরভাবে তাহাই দেখিতেছি—এই জন্য সময় বড় দীর্ঘ বলিয়া মনে হয় না। আমার দিনের আলো রাত্রের ছায়া প্রতিদিন গঙ্গার উপরে পড়ে আবার প্রতিদিন গঙ্গার উপর হইতে মুছিয়া যায়, কোথাও তাহাদের

ছবি রাখিয়া যায় না। সেই জন্ত, যদিও আমাকে বৃদ্ধের মত দেখিতে হইয়াছে, আমার হৃদয় চিরকাল নবীন। বহুবৎসরের স্মৃতির শৈবালভারে আচ্ছন্ন হইয়া আমার সূর্য্যকিরণ মারা পড়ে নাই। দৈবাৎ একটা ছিন্ন শৈবাল ভাসিয়া আসিয়া গায়ে লাগিয়া থাকে আবার স্রোতে ভাসিয়া যায়। তাই বলিয়া যে কিছু নাই এমন বলিতে পারি না। যেখানে গঙ্গার স্রোত পৌঁছায় না, সেখানে আমার ছিদ্রে ছিদ্রে যে লতা গুল্ম শৈবাল জন্মিয়াছে, তাহারাই আমার পুরাতনের সাক্ষী, তাহারাই পুরাতন কালকে স্নেহপাশে বাঁধিয়া চিরদিন শ্যামল মধুর চিরদিন নূতন করিয়া রাখিয়াছে। গঙ্গা প্রতিদিন আমার কাছ হইতে এক এক ধাপ সরিয়া যাইতেছেন, আমিও এক এক ধাপ করিয়া পুরাতন হইতেছি।

চক্রবর্ত্তীদের বাড়ির ঐ যে বৃদ্ধা স্নান করিয়া নামাবলী গায়ে কাঁপিতে কাঁপিতে মালা জপিতে জপিতে বাড়ি ফিরিয়া যাইতেছেন উঁহার মাতামহী তখন এতটুকু ছিল। আমার মনে আছে তাহার এক খেলা ছিল, সে প্রত্যহ একটা ঘৃতকুমারীর পাতা গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিত। আমার দক্ষিণ বাহুর কাছে একটা পাকের মত ছিল, সেই খানে পাতাটা ক্রমাগত ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত, সে কলসী রাখিয়া দাঁড়াইয়া তাহাই দেখিত। যখন দেখিলাম কিছুদিন বাদে সেই মেয়েটিই আবার ডাগর হইয়া উঠিয়া তাহার নিজের একটি মেয়ে সঙ্গে লইয়া জল লইতে আসিল, সে মেয়েও আবার বড় হইল, বালিকারা জল ছুঁড়িয়া দুরন্তপনা করিলে তিনিও আবার তাহাদিগকে শাসন করিতেন ও ভদ্রোচিত ব্যবহার শিক্ষা দিতেন তখন আমার সেই ঘৃতকুমারীর নৌকা ভাসান মনে পড়িত ও বড় কৌতুক বোধ হইত।

যে কথাটা বলিব মনে করি সে আর আসে না। একটা কথা বলিতে বলিতে স্রোতে আর একটা কথা ভাসিয়া আসে। কথা আসে কথা যায় ধরিয়া রাখিতে পারি না। কেবল এক একটা কাহিনী সেই ঘৃতকুমারীর নৌকাগুলির মত পাকে পড়িয়া অবিশ্রাম ফিরিয়া ফিরিয়া আসে। তেমনি একটা কাহিনী তাহার পসরা লইয়া আজ আমার কাছে ফিরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে কখন্ ডোবে কখন্ ডোবে। পাতাটুকুরই মত সে অতি ছোট, তাহাতে বেশী কিছু নাই, দুটি খেলার ফুল আছে। তাহাকে ডুবিতে দেখিলে কোমলপ্রাণা বালিকা কেবল মাত্র একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ি ফিরিয়া যাইবে।

মন্দিরের পাশে যেখানে ঐ গোঁসাইদের গোয়াল ঘরের বেড়া দেখা যাইতেছে, ঐখানে একটা বাবলা গাছ ছিল। তাহারই তলায় সপ্তাহে একদিন করিয়া হাট বসিত। তখনও গোঁসাইরা এখানে বসতি করে নাই যেখানে তাহাদের চণ্ডীমণ্ডপ পড়িয়াছে, ঐখানে একটা গোলপাতার ছাউনি ছিল মাত্র।

এই যে অশথ গাছ আজ আমার পঞ্জরে পঞ্জরে বাহু প্রসারণ করিয়া সুবিকট সুদীর্ঘ কঠিন অঙ্গুলিজালের ন্যায় শিকড়গুলির দ্বারা আমার বিদীর্ণ পাষাণ প্রাণ মুঠা করিয়া রাখিয়াছে, এ তখন এতটুকু একটুখানি চারা ছিল মাত্র। কচি কচি পাতাগুলি লইয়া মাথা তুলিয়া উঠিতেছিল। রৌদ্র উঠিলে ইহার পাতার ছায়াগুলি আমার উপর সমস্ত দিন ধরিয়া খেলা করিত, ইহার নবীন শিকড়গুলি শিশুর অঙ্গুলির ন্যায় আমার বুকের কাছে কিল্‌কিল্ করিত মাত্র। কেহ ইহার একটি পাতা ছিঁড়িলে আমার ব্যথা বাজিত।

যদিও বয়স অনেক হইয়াছিল তবু তখনও

Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

আমি সিধা ছিলাম। আজ যেমন মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া অষ্টাবক্রের মত বাঁকিয়া চুরিয়া গিয়াছি, গভীর ত্রিবলিরেখার মত সহস্র জায়গায় ফাটল ধরিয়াছে, আমার গর্ভের মধ্যে বিশ্বের ভেক তাহাদের শীতকালের সুদীর্ঘ নিদ্রার আয়োজন করিতেছে, তখন আমার সে দশা ছিল না! কেবল আমার বামবাহুর বাহিরের দিকে দুইখানি ইঁটের অভাব ছিল, সেই গর্ত্তটির মধ্যে একটা ফিঙ্গে বাসা করিয়াছিল। ভোরের বেলায় যখন সে উসুখুসু করিয়া জাগিয়া উঠিত মৎস্যপুচ্ছের ন্যায় তাহার যোড়াপুচ্ছ দুই চারিবার দ্রুত নাচাইয়া শিষ দিয়া আকাশে উড়িয়া যাইত, তখন জানিতাম, কুসুমের ঘাটে আসিবার সময় হইয়াছে।

যে মেয়েটির কথা বলিতেছি ঘাটের অন্যান্য মেয়েরা তাহাকে কুসুম বলিয়া ডাকিত। বোধ করি কুসুমই তাহার নাম হইবে। জলের উপরে যখন কুসুমের ছোট ছায়াটি পড়িত, তখন আমার সাধ যাইত সে ছায়াটি যদি ধরিয়া রাখিতে পারি। সে ছায়াটি যদি আমার পাষাণে বাঁধিয়া রাখিতে পারি; এমনি তাহার একটি মাধুরী ছিল। সে যখন আমার পাষাণের উপরে পা ফেলিত, ও তাহার চারগাছি মল বাজিতে থাকিত, তখন আমার শৈবালগুল্মগুলি যেন পুলকিত হইয়া উঠিত। কুসুম যে খুব বেশী খেলা করিত বা গল্প করিত, বা হাসিতামাসা করিত, তাহা নহে, তথাপি, আশ্চর্য্য এই, তাহার যত সঙ্গিনী এমন আর কাহারও নয়। যত দুরন্ত মেয়েদের তাহাকে নহিলে চলিত না। কেহ তাহাকে বলিত কুসি, কেহ তাহাকে বলিত খুসি, কেহ তাহাকে বলিত রাকুসি। তাহার মা তাহাকে বলিত কুসমি। যখন্ তখন্ দেখিতাম কুসুম জলের ধারে বসিয়া আছে। জলের সঙ্গে তাহার হৃদয়ের সঙ্গে বিশেষ যেন কি মিল ছিল। সে জল ভারি ভাল বাসিত।

কিছুদিন পরে আর কুসুমকে দেখিতে পাই না। ভুবন আর স্বর্ণ ঘাটে আসিয়া কাঁদিত। শুনিলাম নাকি তাহাদের কুসীমুসীরাকুসীকে শ্বশুরবাড়ি লইয়া গিয়াছে। শুনিলাম, যেখানে তাহাকে লইয়া গেছে, সেখানে নাকি গঙ্গা নাই। সেখানে আবার কা'রা সব নূতন লোক, নূতন ঘরবাড়ি, নূতন পথঘাট। জলের পদ্মটিকে কে যেন ডাঙ্গায় রোপণ করিতে লইয়া গেছে।

ক্রমে কুসুমের কথা এক রকম ভুলিয়া গেছি। এক বৎসর হইয়া গেছে। ঘাটের মেয়েরা কুসুমের গল্পও বড় করে না। একদিন সন্ধ্যার সময়ে বহুকালের পরিচিত পায়ের স্পর্শে সহসা যেন চমক লাগিল। মনে হইল যেন কুসুমের পা। তাহাই বটে, কিন্তু সে পায়ে আর মল বাজিতেছে না। সে পায়ের সে সঙ্গীত নাই। কুসুমের পায়ের স্পর্শ ও মলের শব্দ চিরকাল একত্র অনুভব করিয়া আসিতেছি—আজ সহসা সেই মলের শব্দটি না শুনিতে পাইয়া সন্ধ্যাবেলাকার জলের কল্লোল কেমন বিষণ্ণ শুনাইতে লাগিল, আম্রবনের মধ্যে পাতা ঝর্‌ঝর্ করিয়া বাতাস কেমন হাহা করিয়া উঠিল।

কুসুম বিধবা হইয়াছে। শুনিলাম তাহার স্বামী বিদেশে চাকরী করিত; দুই একদিন ছাড়া স্বামীর সহিত সাক্ষাৎই হয় নাই। পত্রযোগে বৈধব্যের সংবাদ পাইয়া আট বৎসর বয়সে মাথার সিন্দুর মুছিয়া গায়ের গহনা ফেলিয়া আবার তাহার দেশে সেই গঙ্গার ধারে ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু, তাহার সঙ্গিনীদেরও বড় কেহ নাই! ভুবন স্বর্ণ অমলা শ্বশুরঘর করিতে গিয়াছে। কেবল শরৎ আছে, কিন্তু শুনিতেছি

অগ্রহায়ণ মাসে তাহারও বিবাহ হইয়া যাইবে। কুসুম নিতান্ত একলা পড়িয়াছে। কিন্তু, সে যখন দুটি হাঁটুর উপরে মাথা রাখিয়া চুপ করিয়া আমার ধাপে বসিয়া থাকিত, তখন আমার মনে হইত যেন নদীর ঢেউগুলি সবাই মিলিয়া হাত তুলিয়া তাহাকে কুসীখুসীরাকুসী বলিয়া ডাকাডাকি করিত।

বর্ষার আরম্ভে গঙ্গা যেমন প্রতিদিন দেখিতে দেখিতে ভরিয়া উঠে, কুসুম তেমনি দেখিতে দেখিতে প্রতিদিন সৌন্দর্য্যে যৌবনে ভরিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু তাহার মলিন বসন, করুণ মুখ, শান্ত স্বভাবে তাহার যৌবনের উপর এমন একটি ছায়াময় আবরণ রচনা করিয়া দিয়াছিল যে, সে যৌবন সে বিকশিত রূপ সাধারণের চখে পড়িত না। কুসুম যে বড় হইয়াছে এ যেন কেহ দেখিতে পাইত না। আমি ত পাইতাম না। আমি কুসুমকে সেই বালিকাটির চেয়ে বড় কখন দেখি নাই। তাহার মল ছিল না বটে, কিন্তু সে যখনি চলিত আমি সেই মলের শব্দ শুনিতে পাইতাম। এমনি করিয়া দশবৎসর কখন্ কাটিয়া গেল গাঁয়ের লোকেরা কেহ যেন জানিতেও পারিল না।

এই আজ যেমন দেখিতেছি, সে বৎসরেও ভাদ্র মাসের শেষাশেষি এমনি এক দিন আসিয়াছিল। তোমাদের প্রপিতামহীরা সে দিন সকালে উঠিয়া এমনিতর মধুর সূর্য্যের আলো দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহারা যখন এতখানি ঘোমটা টানিয়া কলসী তুলিয়া লইয়া আমার উপরে প্রভাতের আলো আরো আলোকময় করিবার জন্য গাছপালার মধ্য দিয়া গ্রামের উচুনিচু রাস্তার ভিতর দিয়া গল্প করিতে করিতে চলিয়া আসিতেন, তখন তোমাদের সম্ভাবনাও তাঁহাদের মনের একপার্শ্বে উদিত হইত না। তোমরা যেমন ঠিক মনে করিতে পার না, তোমাদের দিদিমারাও সত্য সত্যই একদিন খেলা করিয়া বেড়াইতেন, আজিকার দিন যেমন সত্য যেমন জীবন্ত সেদিনও ঠিক তেমনি সত্য ছিল, তোমাদের মত তরুণ হৃদয়খানি লইয়া সুখে দুঃখে তাঁহারা তোমাদেরি মত টলমল করিয়া দুলিয়াছেন, তেমনি আজিকার এই শরতের দিন,—তাঁহারাহীন, তাঁহাদের সুখ দুঃখের স্মৃতিলেশমাত্রহীন আজিকার এই শরতের সূর্য্যকরোজ্জ্বল আনন্দচ্ছবি তাঁহাদের কল্পনার নিকটে তদপেক্ষাও অগোচর ছিল।

সেই দিন ভোর হইতে প্রথম উত্তরের বাতাস অল্প অল্প করিয়া বহিতে আরম্ভ করিয়া ফুটন্ত বাবলা ফুলগুলি আমার উপরে এক আধটা উড়াইয়া ফেলিতেছিল। আমার পাষাণের উপরে একটু একটু শিশিরের রেখা পড়িয়া ছিল। সেই দিন সকালে কোথা হইতে গৌরতনু সৌম্যোজ্জ্বলমুখচ্ছবি দীর্ঘকায় এক নবীন সন্ন্যাসী আসিয়া আমার সম্মুখস্থ ঐ শিব-মন্দিরে আশ্রয় লইলেন। সন্ন্যাসীর আগমন-বার্ত্তা গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। মেয়েরা কলসী রাখিয়া বাবাঠাকুরকে প্রণাম করিবার জন্য মন্দিরে গিয়া ভিড় করিল।

ভিড় প্রতিদিন বাড়িতে লাগিল। একে সন্ন্যাসী, তাহাতে অনুপম রূপ, তাহাতে তিনি কাহাকেও অবহেলা করিতেন না, ছেলেদের কোলে লইয়া বসাইতেন, জননীদিগকে ঘর-কন্নার কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। নারী সমাজে অল্প কালের মধ্যেই তাঁহার অত্যন্ত প্রতিপত্তি হইল। তাঁহার কাছে পুরুষও বিস্তর আসিত। কোন দিন ভাগবত পাঠ করিতেন কোন দিন ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যা করিতেন, কোন দিন মন্দিরে বসিয়া নানা শাস্ত্র লইয়া আন্দোলন

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

করিতেন। তাঁহার নিকটে কেহ উপদেশ লইতে আসিত, কেহ মন্ত্র লইতে আসিত। কেহ রোগের ওষধ জানিতে আসিত,—আহা, কি রূপ! মনে হয় যেন মহাদেব সশরীরে তাঁহার মন্দিরে আসিয়া অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

যখন সন্ন্যাসী প্রতিদিন প্রত্যুষে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শুকতারাকে সম্মুখে রাখিয়া গঙ্গার জলে নিমগ্ন করিয়া ধীরগম্ভীর স্বরে সন্ধ্যাবন্দনা করিতেন, তখন আমি জলের কল্লোল শুনিতে পাইতাম না। তাঁহার সেই কণ্ঠস্বর শুনিতে শুনিতে প্রতিদিন গঙ্গার পূর্ব্ব উপকূলের আকাশ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত, মেঘের ধারে ধারে অরুণ রঙের রেখা পড়িত, অন্ধকার যেন বিকাশোন্মুখ কুঁড়ির আবরণ-পটের মত ফাটিয়া চারিদিকে নামিয়া পড়িত ও আকাশ সরোবরে উষা-কুসুমের লাল আভা অল্প অল্প করিয়া বাহির হইয়া থাকিত। ক্রমে গাছের প্রান্তগুলি আকাশে ফুটিতে থাকিত, বাতাস জাগিত,আকাশের বর্ণ শুভ্র হইয়া আসিত, অবশেষে নেপথ্য হইতে বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরাল হইতে প্রাতঃস্নাত বিমল সূর্য্য ধীরে ধীরে সোপানে সোপানে আকাশে উত্থান করিতে থাকিত। আমার মনে হইত যে, এই মহাপুরুষ গঙ্গার জলে দাঁড়াইয়া পূর্ব্বের দিকে চাহিয়া যে এক মহামন্ত্র পাঠ করেন তাহারই এক একটি করিয়া শব্দ উচ্চারিত হইতে থাকে নিশীথিনীর কুহক ভাঙ্গিয়া যায়, চন্দ্র তারা পশ্চিমে নামিয়া পড়ে, সূর্য্য পূর্ব্বাকাশে উঠিতে থাকে,জগতের দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এ কে মায়াবী! স্নান করিয়া যখন সন্ন্যাসী হোমশিখার ন্যায় তাঁহার দীর্ঘ শুভ্র পুণ্যতনু লইয়া জল হইতে উঠিতেন,তাঁহার জটাজুট হইতে জল ঝরিয়া পড়িত,তখন নবীন সূর্য্যকিরণ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে পড়িয়া প্রতিফলিত হইতে থাকিত।

এমন আরও কয়েক মাস কাটিয়া গেল। চৈত্রমাসে সূর্য্যগ্রহণের সময় বিস্তর লোক গঙ্গাস্নানে আসিল। বাব্‌লা তলায় মস্ত হাট বসিল। এই উপলক্ষে সন্ন্যাসীকে দেখিবার জন্যও লোক সমাগম হইল। যে গ্রামে কুসুমের শ্বশুড়বাড়ি সেখান হইতেও অনেকগুলি মেয়ে আসিয়াছিল।

সকালে আমার ধাপে বসিয়া সন্ন্যাসী জপ করিতেছিলেন,তাঁহাকে দেখিয়াই সহসা একজন মেয়ে আরেক জনের গা টিপিয়া বলিয়া উঠিল "ওলো এ যে আমাদের কুসুমের স্বামী!

আর একজন দুই আঙ্গুলে ঘোমটা কিছু ফাঁক করিয়া ধরিয়া বলিয়া উঠিল—ওমা তাইত গা, "এ যে আমাদের চাটুয্যেদের বাড়ির ছোট দাদা বাবু।" আর একজন ঘোমটার বড় ঘটা করিত না, সে কহিল—"আহা, তেম্‌নি কপাল তেমনি নাক, তেমনি চোক্।"

আর একজন সন্ন্যাসীর দিকে মনোযোগ না করিয়া নিশ্বাস ফেলিয়া কলসী দিয়া জল ঠেলিয়া বলিল, "আহা, সে কি আর আছে! সে কি আর আস্‌বে! কুসুমের কি তেমনি কপাল!"

তখন কেহ কহিল "তার এত দাড়ি ছিল না।"

কেহ বলিল "সে এমন একহারা ছিল না।"

কেহ কহিল—"সে যেন এতটা লম্বা নয়।"

এরূপে এই কথাটার একরূপ নিষ্পত্তি হইয়া গেল, আর উঠিতে পাইল না।

গ্রামের আর সকলেই সন্ন্যাসীকে দেখিয়াছিল, কেবল কুসুম দেখে নাই। অধিক লোক সমাগম হওয়াতে কুসুম আমার কাছে আসা একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছিল। একদিন সন্ধ্যাবেলা পূর্ণিমাতিথিতে চাঁদ উঠিতে দেখিয়া বুঝি আমাদের পুরাতন সম্বন্ধ তাহার মনে পড়িল।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

তখন ঘাটে আর কেহ লোক ছিল না। ঝি ঝি পোকা ঝিঁ ঝি করিতেছিল। মন্দিরের কাঁশর ঘণ্টা বাজা এই কিছুক্ষণ হইল শেষ হইয়া গেল—তাহার শেষ শব্দতরঙ্গ ক্ষীণতর হইয়া পরপারের ছায়াময় বনশ্রেণীর মধ্যে ছায়ার মত মিলাইয়া গেছে। পরিপূর্ণ জ্যোৎস্না। জোয়ারের জল ছল্‌ছল্ করিতেছে। আমার উপরে ছায়াটি ফেলিয়া কুসুম বসিয়া আছে। বাতাস বড় ছিল না, গাছপালা নিস্তব্ধ। কুসুমের সম্মুখে গঙ্গার বক্ষে অবারিত প্রসারিত জ্যোৎস্না—কুসুমের পশ্চাতে আশেপাশে ঝোপে ঝাপে গাছে পালায়, মন্দিরের ছায়ায়, ভাঙ্গাঘরের ভিত্তিতে পুষ্করিণীর ধারে, তালবনে অন্ধকার গা ঢাকা দিয়া মুখে মুড়ি দিয়া বসিয়া আছে। ছাতিম গাছের শাখায় বাদুড় ঝুলিতেছে। মন্দিরের চূড়ায় বসিয়া পেচক কাঁদিয়া উঠিতেছে। লোকালয়ের কাছে শৃগালের ঊর্দ্ধচীৎকারধ্বনি উঠিল ও থামিয়া গেল।

সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে মন্দিরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। ঘাটে আসিয়া দুই এক সোপান নামিয়া একাকিনী রমণীকে দেখিয়া ফিরিয়া যাইবেন মনে করিতেছেন—এমন সময়ে সহসা কুসুম মুখ তুলিয়া পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল।

তাহার মাথার উপর হইতে কাপড় পড়িয়া গেল। ঊর্দ্ধমুখ ফুটন্ত ফুলের উপরে যেমন জ্যোৎস্না পড়ে, মুখ তুলিতেই কুসুমের মুখের উপরে তেম্‌নি জ্যোৎস্না পড়িল। সেই মুহূর্ত্তেই উভয়ের দেখা হইল। যেন চেনা শোনা হইল। মনে হইল যেন পূর্ব্বজন্মের পরিচয় ছিল। মুহূর্ত্তের জন্য উভয়ের চিত্রার্পিতের মত ভাব দেখিয়া, আমার উপরে জ্যোৎস্নালোকে উভয়ের যে ছায়া পড়িয়াছিল সেই ছায়ায় ছায়ায় ক্ষণেকের জন্য স্থিরভাবে একত্র মিলন দেখিয়া আমার এইরূপ মনে হইল—ইহা আমার কল্পনাও হইতে পারে।

মাথার উপর দিয়া পেচক ডাকিয়া চলিয়া গেল। শব্দে সচকিত হইয়া, আত্মসম্বরণ করিয়া কুসুম মাথার কাপড় তুলিয়া দিল। উঠিয়া সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে লুটাইয়া প্রণাম করিল।

সন্ন্যাসী আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার নাম কি।

কুসুম কহিল—"আমার নাম কুসুম।"

সে রাত্রে আর কোন কথা হইল না। কুসুমের ঘর খুব কাছেই ছিল, কুসুম ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। সে রাত্রে সন্ন্যাসী অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আমার সোপানে বসিয়াছিলেন। অবশেষে যখন পূর্ব্বের চাঁদ পশ্চিমে আসিল, সন্ন্যাসীর পশ্চাতের ছায়া সম্মুখে আসিয়া পড়িল, তখন তিনি উঠিয়া মন্দিরে গিয়া প্রবেশ করিলেন।

তাহার পরদিন হইতে আমি দেখিতাম কুসুম প্রত্যহ আসিয়া সন্ন্যাসীর পদধূলি লইয়া যাইত। সন্ন্যাসী যখন শাস্ত্রব্যাখ্যা করিতেন তখন সে একধারে দাঁড়াইয়া শুনিত। সন্ন্যাসী প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপন করিয়া কুসুমকে ডাকিয়া তাহাকে ধর্ম্মের কথা বলিতেন। সব কথা সে কি বুঝিতে পারিত! কিন্তু অত্যন্ত মনোযোগের সহিত সে চুপ করিয়া বসিয়া শুনিত—সে বুঝিতে চেষ্টা করিত। সন্ন্যাসী তাহাকে যেমন উপদেশ করিতেন সে অবিকল তাহাই পালন করিত। প্রত্যহ সে মন্দিরের কাজ করিত—দেবসেবায় আলস্য করিত না—পূজার ফুল তুলিত—গঙ্গা হইতে জল তুলিয়া মন্দির ধৌত করিত।

সন্ন্যাসী তাহাকে যে সকল কথা বলিয়া

Digitized by Google Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

দিতেন, আমার সোপানে বসিয়া সে তাহাই ভাবিত। ধীরে ধীরে তাহার যেন দৃষ্টি প্রসারিত হইয়া গেল হৃদয় উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল সে যাহা দেখে নাই তাহা দেখিতে লাগিল, যাহা শোনে নাই তাহা শুনিতে লাগিল। তাহার প্রশান্ত মুখে যে একটি ম্লান ছায়া ছিল, তাহা দূর হইয়া গেল, শিশির ধৌত পূজার ফুলের মত তাহাকে পবিত্র দেখাইতে লাগিল—এমন কি, সে যখন ভক্তিভরে প্রভাতে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে লুটাইয়া পড়িত, তখন তাহাকে দেবতার নিকটে উৎসর্গীকৃত ফুলের মতই দেখাইত। একটি সুবিমল প্রফুল্লতা তাহার সর্ব্বশরীর আলো করিয়া তুলিল।

শীতকালের এই অবসান সময়ে শীতের বাতাস বয়, আবার এক একদিন সন্ধ্যাবেলায় সহসা দক্ষিণ হইতে বসন্তের বাতাস দিতে থাকে। আকাশে হিমের ভাব একেবারে দূর হইয়া যায়—অনেক দিন পরে গ্রামের মধ্যে বাঁশি বাজিয়া উঠে, গানের শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। মাঝিরা স্রোতে নৌকা ভাসাইয়া দাঁড় বন্ধ করিয়া শ্যামের গান গাহিতে থাকে! শাখা হইতে শাখান্তরে পাখীরা সহসা পরম উল্লাসে উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে আরম্ভ করে। সময়টা এইরূপ আসিয়াছে।

বসন্তের বাতাস লাগিয়া আমার পাষাণ হৃদয়ের মধ্যে অল্পে অল্পে যেন যৌবনের সঞ্চার হইতেছে; আমার প্রাণের ভিতরকার সেই নবযৌবনোচ্ছ্বাস আকর্ষণ করিয়াই যেন আমার লতাগুল্ম গুলি দেখিতে দেখিতে ফুলে ফুলে একেবারে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। এ সময়ে কুসুমকে আর দেখিতে পাই না। কিছু দিন হইতে সে আর মন্দিরেও আসে না, ঘাটেও আসে না, সন্ন্যাসীর কাছে তাহাকে আর দেখা যায় না।

ইতিমধ্যে কি হইল আমি কিছুই জানিতে পারি নাই। কিছুকাল পরে একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমারই সোপানে সন্ন্যাসীর সহিত কুসুমের সাক্ষাৎ হইল।

কুসুম মুখ নত করিয়া কহিল "প্রভু, আমাকে কি ডাকিতে পাঠাইয়াছেন?"

হাঁ; তোমাকে দেখিতে পাই না কেন? "আজ কাল দেবসেবায় তোমার এত অবহেলা কেন!"

কুসুম চুপ করিয়া রহিল।

"আমার কাছে তোমার মনের কথা প্রকাশ করিয়া বল।" কুসুম ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া কহিল —"প্রভু, আমি পাপীয়সী সেই জন্যই এ অবহেলা!"

সন্ন্যাসী অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিলেন, "কুসুম, তোমার হৃদয়ে অশান্তি উপস্থিত হইয়াছে, আমি তাহা বুঝিতে পারিয়াছি।"

কুসুম একটু যেন চমকিয়া উঠিল—সে হয় ত মনে করিল, সন্ন্যাসী কতটা না জানি বুঝিয়াছেন! তাহার চোখ অল্পে অল্পে জলে ভরিয়া আসিল—সে সেইখানে বসিয়া পড়িল; মুখে আঁচল ঢাকিয়া সোপানে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল!

সন্ন্যাসী কিছু দূরে সরিয়া গিয়া কহিলেন, তোমার অশান্তির কথা আমাকে সমস্ত ব্যক্ত করিয়া বল আমি তোমাকে শান্তির পথ দেখাইয়া দিব!"

কুসুম অটল ভক্তির স্বরে কহিল, কিন্তু মাঝে মাঝে থামিল, মাঝে মাঝে কথা বাধিয়া গেল—"আপনি আদেশ করেন ত অবশ্য বলিব। তবে, আমি ভাল করিয়া বলিতে পারিব না, কিন্তু আপনি বোধ করি মনে মনে সকলই জানিতেছেন। প্রভু আমি এক জনকে দেবতার মত ভক্তি করিতাম, আমি তাহাকে পূজা

করিতাম, সেই আনন্দে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখিলাম যেন তিনি আমার হৃদয়ের স্বামী, কোথায় যেন একটি বকুল বনে বসিয়া তাঁহার বামহস্তে আমার দক্ষিণ হস্ত লইয়া আমাকে তিনি প্রেমের কথা বলিতেছেন। এ ঘটনা আমার কিছুই অসম্ভব কিছুই আশ্চর্য্য মনে হইল না। স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, তবু স্বপ্নের ঘোর ভাঙ্গিল না। তাহার পরদিন যখন তাহাকে দেখিলাম আর পূর্ব্বের মত দেখিলাম না। মনে সেই স্বপ্নের ছবিই উদয় হইতে লাগিল। ভয়ে দূরে পলাইলাম কিন্তু সে ছবি আমার সঙ্গে সঙ্গে রহিল। সেই অবধি আমার হৃদয়ের অশান্তি আর দূর হয় না;—আমার সমস্ত অন্ধকার হইয়া গেছে!"

যখন কুসুম অশ্রু মুছিয়া মুছিয়া এই কথা গুলি বলিতেছিল, তখন আমি অনুভব করিতেছিলাম সন্ন্যাসী সবলে তাঁহার দক্ষিণ পদতল দিয়া আমার পাষাণ চাপিয়াছিলেন।

কুসুমের কথা শেষ হইলে সন্ন্যাসী কহিলেন, "যাহাকে স্বপ্ন দেখিয়াছ, সে কে বলিতে হইবে!"

কুসুম যোড়হাতে কহিল, "তাহা বলিতে পারিব না।" সন্ন্যাসী কহিলেন "তোমার মঙ্গলের জন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি, সে কে স্পষ্ট করিয়া বল!

কুসুম সবলে নিজের কোমল হাত দুটি পীড়ন করিয়া হাতযোড় করিয়া বলিল, "নিতান্ত সে কি বলিতেই হইবে।"

সন্ন্যাসী কহিলেন "হাঁ বলিতেই হইবে!"

কুসুম তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, প্রভু, সে তুমি!"

যেমনি তাহার নিজের কথা তাহার নিজের কাণে গিয়া পৌঁছিল, অমনি সে মূর্চ্ছিত হইয়া আমার কঠিন কোলে পড়িয়া গেল। সন্ন্যাসী প্রস্তরের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া রহিলেন।

যখন মূর্চ্ছা ভাঙ্গিয়া কুসুম উঠিয়া বসিল, তখন সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে কহিলেন—"তুমি আমার সকল কথাই পালন করিয়াছ; আর একটি কথা বলিব পালন করিতে হইবে। আমি আজই এখান হইতে চলিলাম, আমার সঙ্গে তোমার দেখা না হয়। আমাকে তোমার ভুলিতে হইবে। বল, এই সাধনা করিবে।" কুসুম উঠিয়া দাঁড়াইয়া সন্ন্যাসীর মুখের পানে চাহিয়া ধীর স্বরে কহিল "প্রভু তাহাই হইবে!"

সন্ন্যাসী কহিলেন—"তবে আমি চলিলাম।"

কুসুম আর কিছু না বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল, তাঁহার পায়ের ধূলা মাথায় তুলিয়া লইল। সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন।

কুসুম কহিল "তিনি আদেশ করিয়া গিয়াছেন তাঁহাকে ভুলিতে হইবে।" বলিয়া ধীরে ধীরে গঙ্গার জলে নামিল।

এতটুকু বেলা হইতে সে এই জলের ধারে কাটাইয়াছে, শ্রান্তির সময়ে এ জল যদি তাহাকে হাত বাড়াইয়া কোলে করিয়া না লইবে, তবে আর কে লইবে! চাঁদ অস্ত গেল, রাত্রি ঘোর অন্ধকার হইল। জলের শব্দ শুনিতে পাইলাম, আর কিছু দেখিতে পাইলাম না। অন্ধকারে বাতাস হুহু করিতে লাগিল; পাছে তিলমাত্র কিছু দেখা যায় বলিয়া সে যেন ফুঁ দিয়া আকাশের তারাগুলিকে নিবাইয়া দিতে চায়!

আমার কোলে যে খেলা করিত সে আজ তাহার খেলা সমাপন করিয়া আমার কোল হইতে কোথায় সরিয়া গেল জানিতে পারিলাম না।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

রাজপথের কথা।

আমি রাজপথ। অহল্যা যেমন মুনির শাপে পাষাণ হইয়া পড়িয়াছিল, আমিও যেন তেমনি কাহার শাপে চিরনিদ্রিত সুদীর্ঘ অজগর সর্পের ন্যায় অরণ্য পর্ব্বতের মধ্য দিয়া, বৃক্ষশ্রেণীর ছায়া দিয়া, সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরের বক্ষের উপর দিয়া, দেশদেশান্তর বেষ্টন করিয়া বহুদিন ধরিয়া জড়শয়নে শয়ান রহিয়াছি। অসীম ধৈর্য্যের সহিত ধূলায় লুটাইয়া শাপান্ত কালের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আছি। আমি চিরদিন স্থির অবিচল, চিরদিন একইভাবে শুইয়া আছি, কিন্তু তবুও আমার এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্রাম নাই। এতটুকু বিশ্রাম নাই যে, আমার এই কঠিন শুষ্ক শয্যার উপরে একটি মাত্র কচি স্নিগ্ধশ্যামল ঘাস উঠাইতে পারি; এতটুকু সময় নাই যে আমার শিয়রের কাছে অতি ক্ষুদ্র একটি নীলবর্ণের বনফুল ফুটাইতে পারি! কথা কহিতে পারি না, অথচ অন্ধভাবে সকলি অনুভব করিতেছি। রাত্রিদিন পদশব্দ; কেবলি পদশব্দ। আমার এই গভীর জড়নিদ্রার মধ্যে লক্ষ লক্ষ চরণের শব্দ অহর্নিশি দুঃস্বপ্নের ন্যায় আবর্ত্তিত হইতেছে। আমি চরণের স্পর্শে হৃদয় পাঠ করিতে পারি। আমি বুঝিতে পারি, কে গৃহে যাইতেছে, কে বিদেশে যাইতেছে, কে কাজে যাইতেছে, কে বিশ্রামে যাইতেছে, কে উৎসবে যাইতেছে, কে শ্মশানে যাইতেছে। যাহার সুখের সংসার আছে, স্নেহের ছায়া আছে, সে প্রতি পদক্ষেপে সুখের ছবি আঁকিয়া আঁকিয়া চলে; সে প্রতি পদক্ষেপে মাটিতে আশার বীজ রোপিয়া রোপিয়া যায়, মনে হয় যেখানে যেখানে তাহার পা পড়িয়াছে, সেখানে যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে একেকটি করিয়া লতা অঙ্কুরিত পুষ্পিত হইয়া উঠিবে। যাহার গৃহ নাই আশ্রয় নাই, তাহার পদক্ষেপের মধ্যে আশা নাই অর্থ নাই, তাহার পদক্ষেপের দক্ষিণ নাই বাম নাই, তাহার চরণ যেন বলিতে থাকে, আমি চলিই বা কেন থামিই বা কেন, তাহার পদক্ষেপে আমার শুষ্কধূলি যেন আরও শুকাইয়া যায়।

পৃথিবীর কোন কাহিনী আমি সম্পূর্ণ শুনিতে পাই না। আজ শতশত বৎসর ধরিয়া আমি কত লক্ষ লোকের কত হাসি কত গান কত কথা শুনিয়া আসিতেছি; কিন্তু কেবল খানিকটা মাত্র শুনিতে পাই। বাকিটুকু শুনিবার জন্য যখন আমি কাণ পাতিয়া থাকি, তখন দেখি সে লোক আর নাই। এমন কত বৎসরের কত ভাঙ্গা কথা ভাঙ্গা গান আমার ধূলির সহিত ধূলি হইয়া গেছে, আমার ধূলির সহিত উড়িয়া বেড়ায়, তাহা কি কেহ জানিতে পায়! ঐ শুন, একজন গাহিল, "তারে বলি বলি আর বলা হল না"— আহা, একটু দাঁড়াও, গানটা শেষ করিয়া যাও, সব কথাটা শুনি! কই আর দাঁড়াইল! গাহিতে গাহিতে কোথায় চলিয়া গেল, শেষটা শোনা গেল না। ঐ একটি মাত্র পদ অর্দ্ধেক রাত্রি ধরিয়া আমার কাণে ধ্বনিত হইতে থাকিবে। মনে মনে ভাবিব, ও কে গেল! কোথায় যাইতেছে না জানি! যে কথাটা বলা হইল না, তাহাই কি আবার বলিতে যাইতেছে! এবার যখন পথে আবার দেখা হইবে, সে যখন মুখ তুলিয়া ইহার মুখের দিকে চাহিবে, তখন বলি বলি করিয়া আবার যদি বলা না হয়! তখন নত শির করিয়া মুখ ফিরাইয়া অতি ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিবার

Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634 / Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

সময় আবার যদি গায় "তারে বলি বলি আর বলা হল না।"

সমাপ্তি ও স্থায়িত্ব হয়ত কোথাও আছে, কিন্তু আমিত দেখিতে পাই না। একটি চরণ-চিহ্নও ত আমি বেশীক্ষণ ধরিয়া রাখিতে পারি না। অবিশ্রাম চিহ্ন পড়িতেছে, আবার নূতন পদ আসিয়া অন্য পদের চিহ্ন মুছিয়া যাইতেছে। যে চলিয়া যায় সে ত পশ্চাতে কিছু রাখিয়া যায় না, যদি তাহার মাথার বোঝা হইতে কিছু পড়িয়া যায় সহস্র চরণের তলে অবিশ্রাম দলিত হইয়া কিছুক্ষণেই তাহা ধূলিতে মিশাইয়া যায়। তবে এখানেও দেখিয়াছি বটে, কোন কোন মহাজনের পুণ্য-স্তূপের মধ্য হইতে এমন সকল অমর বীজ পড়িয়া গেছে, যাহা ধূলিতে পড়িয়া অঙ্কুরিত ও বর্দ্ধিত হইয়া আমার পার্শ্বে স্থায়ীরূপে বিরাজ করিতেছে, এবং নূতন পথিকদিগকে ছায়া দান করিতেছে।

আমি কাহারও লক্ষ্য নহি, আমি সকলের উপায় মাত্র। আমি কাহারও গৃহ নহি, আমি সকলকে গৃহে লইয়া যাই। আমার অহরহ এই শোক, আমাতে কেহ চরণ রাখে না, আমার উপরে কেহ দাঁড়াইতে চাহে না। যাহা-দের গৃহ সুদূরে অবস্থিত, তাহারা আমাকেই অভিশাপ দেয়, আমি যে পরম ধৈর্য্যে তাহা-দিগকে গৃহের দ্বার পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিই তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা কই পাই। গৃহে গিয়া বিরাম, গৃহে গিয়া আনন্দ, গৃহে গিয়া সুখ-সম্মিলন, আর আমার উপরে কেবল শ্রান্তির ভার, কেবল অনিচ্ছাকৃত শ্রম, কেবল বিচ্ছেদ। কেবল কি সুদূর হইতে, গৃহবাতায়ন হইতে মধুর হাস্যলহরী পাখা তুলিয়া সূর্য্যালোকে বাহির হইয়া আমার কাছে আসিবামাত্র সচকিতে শূন্যে মিলাইয়া যাইবে! গৃহের সেই আনন্দের কণা আমি একটুখানি পাইব না!

কখন কখন তাহাও পাই। বালক বালি-কারা হাসিতে হাসিতে কলরব করিতে করিতে আমার কাছে আসিয়া খেলা করে। তাহাদের গৃহের আনন্দ তাহারা পথে লইয়া আসে। তাহাদের পিতার আশীর্ব্বাদ মাতার স্নেহ গৃহ হইতে বাহির হইয়া পথের মধ্যে আসিয়াও যেন গৃহ রচনা করিয়া দেয়! আমার ধূলিতে তাহারা স্নেহ দিয়া যায়! আমার ধূলিকে তাহারা রাশীকৃত করে, ও তাহাদের ছোট ছোট হাতগুলি দিয়া সেই স্তূপকে মৃদু মৃদু আঘাত করিয়া পরম স্নেহে ঘুম পাড়াইতে চায়। বিমল হৃদয় লইয়া বসিয়া বসিয়া তাহার সহিত কথা কয়। হায় হায়, এত স্নেহ পাইয়াও সে তাহার উত্তর দিতে পারে না!

ছোট ছোট কোমল পা-গুলি যখন আমার উপর দিয়া চলিয়া যায়, তখন আপনাকে বড় কঠিন বলিয়া মনে হয়; মনে হয় উহাদের পায়ে বাজিতেছে! কুসুমের দলের ন্যায় কোমল হইতে সাধ যায়! রাধিকা বলিয়া-ছেন—

"যাঁহা যাঁহা অরুণ-চরণ চলি যাতা,
তাঁহা তাঁহা ধরণী হই এ মঝু গাতা!"

অরুণ চরণগুলি এমন কঠিন ধরণীর উপরে চলে কেন! কিন্তু তা' যদি না চলিত, তবে বোধ করি কোথাও শ্যামল তৃণ জন্মিত না!

প্রতিদিন যাহারা নিয়মিত আমার উপরে চলে, তাহাদিগকে আমি বিশেষরূপে চিনি। তাহারা জানে না তাহাদের জন্য আমি প্রতীক্ষা করিয়া থাকি! আমি মনে মনে তাহাদের মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া লইয়াছি। বহু দিন হইল, এমনি একজন কে তাহার কোমল চরণ দুখানি লইয়া প্রতিদিন অপরাহ্নে বহুদূর হইতে আসিত

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

—ছোট দুটি নূপুর রুণুঝুনু করিয়া তাহার পায়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বাজিত। বুঝি তাহার ঠোঁট দুটি কথা কহিবার ঠোঁট নহে, বুঝি তাহার বড় বড় চোখ দুটি সন্ধ্যার আকাশের মত বড় ম্লান ভাবে মুখের দিকে চাহিয়া থাকিত। যেখানে ঐ বাঁধান বটগাছের বামদিকে আমার একটি শাখা লোকালয়ের দিকে চলিয়া গেছে, সেখানে সে শ্রান্তদেহে গাছের তলায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিত। আর এক জন কে দিনের কাজ সমাপন করিয়া অন্য মনে গান গাহিতে গাহিতে সেই সময়ে লোকালয়ের দিকে চলিয়া যাইত। সে বোধ করি, কোন দিকে চাহিত না, কোনখানে দাঁড়াইত না—হয় ত বা আকাশের তারার দিকে চাহিত, তাহার গৃহের দ্বারে গিয়া পূরবী গান সমাপ্ত করিত। সে চলিয়া গেলে বালিকা শ্রান্তপদে আবার যে পথ দিয়া আসিয়াছিল, সেই পথে ফিরিয়া যাইত। বালিকা যখন ফিরিত তখন জানিতাম অন্ধকার হইয়া আসিয়াছে; সন্ধ্যার অন্ধকার-হিম-স্পর্শ সর্ব্বাঙ্গে অনুভব করিতে পারিতাম। তখন গোধূলির কাকের ডাক একেবারে থামিয়া যাইত; পথিকেরা আর বড় কেহ চলিত না। সন্ধ্যার বাতাসে থাকিয়া থাকিয়া বাঁশবন ঝর্‌ঝর্ ঝর্‌ঝর্ শব্দ করিয়া উঠিত। এমন কতদিন, এমন প্রতিদিন, সে ধীরে ধীরে আসিত ধীরে ধীরে যাইত। একদিন ফাল্গুন মাসের শেষাশেষি অপরাহ্ণে যখন বিস্তর আম্রমুকুলের কেশর বাতাসে ঝরিয়া পড়িতেছে—তখন আর একজন যে আসে সে আর আসিল না। সে দিন অনেক রাত্রে বালিকা বাড়িতে ফিরিয়া গেল। যেমন মাঝে মাঝে গাছ হইতে শুষ্ক পাতা ঝরিয়া পড়িতেছিল, তেমনি মাঝে মাঝে দুই এক ফোঁটা অশ্রুজল আমার নীরস তপ্ত ধূলির উপরে পড়িয়া মিলাইতেছিল। আবার তাহার পরদিন অপরাহ্ণে বালিকা সেইখানে সেই তরুতলে আসিয়া দাঁড়াইল কিন্তু সে দিনও আর একজন আসিল না। আবার রাত্রে সে ধীরে ধীরে বাড়িমুখে ফিরিল। কিছু দূরে গিয়া আর সে চলিতে পারিল না। আমার উপরে ধূলির উপরে লুটাইয়া পড়িল। দুই বাহুতে মুখ ঢাকিয়া বুক ফাটিয়া কাঁদিতে লাগিল। কে গো মা, আজি এই বিজন রাত্রে আমার বক্ষেও কি কেহ আশ্রয় লইতে আসে! তুই যাহার কাছ হইতে ফিরিয়া আসিলি সে কি আমার চেয়েও কঠিন! তুই যাহাকে ডাকিয়া যাহার সাড়া পাইলি না সে কি আমার চেয়েও মূক! তুই যাহার মুখের পানে চাহিলি সে কি আমার চেয়েও অন্ধ! বালিকা উঠিল, দাঁড়াইল, চোখ মুছিল—পথ ছাড়িয়া পার্শ্ববর্ত্তী বনের মধ্যে চলিয়া গেল। হয় ত সে গৃহে ফিরিয়া গেল, হয়ত এখনো সে প্রতিদিন শান্তমুখে গৃহের কাজ করে—হয় ত সে কাহাকেও কোন দুঃখের কথা বলে না; কেবল এক এক দিন সন্ধ্যাবেলায় গৃহের অঙ্গনে চাঁদের আলোতে পা ছড়াইয়া বসিয়া থাকে, কেহ ডাকিলেই আবার তখনই চমকিয়া উঠিয়া ঘরে চলিয়া যায়। কিন্তু তাহার পরদিন হইতে আজ পর্য্যন্তও আমি আর তাহার চরণস্পর্শ অনুভব করি নাই।

এমন কত পদশব্দ নীরব হইয়া গেছে, আমি কি এত মনে করিয়া রাখিতে পারি কেবল সেই পায়ের করুণ নূপুরধ্বনি এখনও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। কিন্তু আমার কি আর একদণ্ড শোক করিবার অবসর আছে! শোক কাহার জন্য করিব! এমন কত আসে কত যায়!

কি প্রখর রৌদ্র! উহু-হুহু! এক একবার

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

নিশ্বাস ফেলিতেছি আর তপ্তধূলা সুনীল আকাশ ধূসর করিয়া উড়িয়া যাইতেছে। ধনী দরিদ্র, সুখী দুঃখী, জরা যৌবনে, হাসি-কান্না, জন্ম মৃত্যু সমস্তই আমার উপর দিয়া একই নিশ্বাসে ধূলির স্রোতের মত উড়িয়া চলিয়াছে। এই জন্য পথের হাসিও নাই কান্নাও নাই। গৃহই অতীতের জন্য শোক করে, বর্ত্তমানের জন্য ভাবে, ভবিষ্যতের আশা-পথ চাহিয়া থাকে। কিন্তু পথ প্রতি বর্ত্তমান নিমেষের শত সহস্র নূতন অভ্যাগতকে লইয়াই ব্যস্ত। এমন স্থানে নিজের পদগৌরবের প্রতি বিশ্বাস করিয়া অত্যন্ত সদর্পে পদক্ষেপ করিয়া কে নিজের চির-চরণ-চিহ্ন রাখিয়া যাইতে প্রয়াস পাইতেছে! এখানকার বাতাসে যে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া যাইতেছে, তুমি চলিয়া গেলে কি, তাহারা তোমার পশ্চাতে পড়িয়া তোমার জন্য বিলাপ করিতে থাকিবে, নূতন অতিথিদের চক্ষে অশ্রু আকর্ষণ করিয়া আনিবে? বাতাসের উপরে বাতাস কি স্থায়ী হয়? না না বৃথা চেষ্টা! আমি কিছুই পড়িয়া থাকিতে দিই না, হাসিও না, কান্নাও না। আমিই কেবল পড়িয়া আছি।

—:*:—

রীতিমত নভেল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—•:*:•—

"আল্লা হো আক্‌বর্" শব্দে রণভূমি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। একদিকে তিন সহস্র যবন সেনা, অন্যদিকে তিন সহস্র আর্য্য সৈন্য। বন্যার মধ্যে একাকী অশ্বত্থ বৃক্ষের মত হিন্দু-বীরগণ সমস্ত রাত্রি এবং সমস্ত দিন যুদ্ধ করিয়া অটল দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু এইবার ভাঙ্গিয়া পড়িবে তাহার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। এবং সেই সঙ্গে ভারতের জয়ধ্বজা ভূমিসাৎ হইবে, এবং আজিকার ঐ অস্তাচলবর্ত্তী সহস্ররশ্মির সহিত হিন্দুস্থানের গৌরবসূর্য্য চিরদিনের মত অস্তমিত হইবে।

হর হর বোম্ বোম্! পাঠক, বলিতে পার, কে ঐ দৃপ্ত যুবা পঁয়ত্রিশ জন মাত্র অনুচর লইয়া মুক্ত অসি হস্তে অশ্বারোহণে ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর করনিক্ষিপ্ত দীপ্ত বজ্রের ন্যায় শক্রসৈন্যের উপরে আসিয়া পতিত হইল! বলিতে পার, কাহার প্রতাপে এই অগণিত যবন সৈন্য প্রচণ্ড বাত্যাহত অরণ্যানীর ন্যায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। কাহার বজ্রমন্দ্রিত "হর হর বোম্ বোম্" শব্দে তিন লক্ষ ম্লেচ্ছকণ্ঠের "আল্লা হো আক্‌বর" ধ্বনি নিমগ্ন হইয়া গেল, কাহার উদ্যত অসির সম্মুখে ব্যাঘ্র-আক্রান্ত মেষযূথের ন্যায় শক্রসৈন্য মুহূর্ত্তের মধ্যে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়নপর হইল! বলিতে পার, সেদিনকার আর্য্যস্থানের সূর্য্যদেব সহস্র রক্তকরস্পর্শে কাহার রক্তাক্ততরবারীকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অস্তাচলে বিশ্রাম করিতে গেলেন! বলিতে পার কি পাঠক?

ইনিই সেই ললিত সিংহ। কাঞ্চীর সেনাপতি। ভারতইতিহাসের ধ্রুব নক্ষত্র।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

আজ কাঞ্চীনগরে কিসের এত উৎসব? পাঠক জান কি? হর্ম্ম্যশিখরে জয়ধ্বজা কেন এত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে? কেবল কি বায়ুভরে না আনন্দভরে? দ্বারে দ্বারে কদলীতরু ও মঙ্গল ঘট, গৃহে গৃহে শঙ্খধ্বনি, পথে পথে দীপমালা। পুরপ্রাচীরের উপর লোকে লোকারণ্য। নগরের লোক কাহার জন্য এমন উৎসুক হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। সহসা পুরুষকণ্ঠের জয়ধ্বনি এবং বামাকণ্ঠের হুলুধ্বনি একত্র মিশ্রিত হইয়া অভ্রভেদ করিয়া নির্ণিমেষ নক্ষত্রলোকের দিকে উত্থিত হইল। নক্ষত্রশ্রেণী বায়ুব্যাহত দীপমালার ন্যায় কাঁপিতে লাগিল।

ঐ যে প্রমত্ত তুরঙ্গমের উপর আরোহণ করিয়া বীরবর পুরদ্বারে প্রবেশ করিতেছে, উঁহাকে চিনিয়াছ কি? ইনিই আমাদের সেই পূর্ব্বপরিচিত ললিত সিংহ, কাঞ্চীর সেনাপতি। শত্রু নিধন করিয়া স্বীয় প্রভু কাঞ্চীরাজপদতলে শত্রুরক্তাঙ্কিত খড়্গ উপহার দিতে আসিয়াছেন। তাই এত উৎসব।

কিন্তু এত যে জয়ধ্বনি, সেনাপতির সে দিকে কর্ণপাত নাই, গবাক্ষ হইতে পুরললনাগণ এত যে পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন সেদিকে তাঁহার দৃক্‌পাত নাই। অরণ্যপথ দিয়া যখন তৃষ্ণাতুর পথিক সরোবরের দিকে ধাবিত হয় তখন শুষ্ক পত্ররাশি তাঁহার মাথার উপর ঝরিতে থাকিলে তিনি কি ভ্রূক্ষেপ করেন? অধীরচিত্ত ললিত সিংহের নিকট এই অজস্র সম্মান সেই শুষ্ক পত্রের ন্যায় নীরস, লঘু ও অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হইল।

অবশেষে অশ্ব যখন অন্তঃপুরপ্রাসাদের সম্মুখে গিয়া উপস্থিত হইল, তখন মুহূর্ত্তের জন্য সেনাপতি তাহার বল্গা আকর্ষণ করিলেন, অশ্ব মুহূর্ত্তের জন্য স্তব্ধ হইল, মুহূর্ত্তের জন্য ললিত সিংহ একবার প্রাসাদবাতায়নে তৃষিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, মুহূর্ত্তের জন্য দেখিতে পাইলেন, দুইটি লজ্জানত নেত্র একবার চকিতের মত তাঁহার মুখের উপর পড়িল এবং দুইটি অনিন্দিত বাহু হইতে একটি পুষ্পমালা খসিয়া তাঁহার সম্মুখে ভূতলে পতিত হইল। তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে নামিয়া সেই মালা কিরীটচূড়ায় তুলিয়া লইলেন এবং আর একবার কৃতার্থ দৃষ্টিতে ঊর্দ্ধে চাহিলেন। তখন দ্বার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, দীপ নির্ব্বাপিত।

—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—*—

সহস্র শত্রুর নিকট যে অবিচলিত, দুইটি চকিত হরিণনেত্রের নিকট সে পরাভূত! সেনাপতি বহুকাল ধৈর্য্যকে পাষাণদুর্গের মত হৃদয়ে রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন গতকল্য সন্ধ্যাকালে দুটি কালো চোখের সলজ্জ সসম্ভ্রম দৃষ্টি সেই দুর্গের ভিত্তিতে গিয়া আঘাত করিয়াছে এবং এতকালের ধৈর্য্য মুহূর্ত্তে ভূমিসাৎ হইয়া গেছে! কিন্তু ছিছি সেনাপতি, তাই বলিয়া কি সন্ধ্যার অন্ধকারে চোরের মত রাজান্তঃপুরের উদ্যানপ্রাচীর লঙ্ঘন করিতে হয়! তুমিই না ভুবনবিজয়ী বীরপুরুষ!

কিন্তু যে উপন্যাস লেখে, তাহার কোথাও বাধা নাই; দ্বারীরাও দ্বারবোধ করে না, অসূর্য্যম্পশ্যরূপা রমণীরাও আপত্তি প্রকাশ করে না। অতএব এই সুরম্য বসন্তসন্ধ্যার দক্ষিণবায়ুবীজিত রাজান্তঃপুরের নিভৃত উদ্যানে একবার

প্রবেশ করা যাক্—হে পাঠিকা, তোমরাও আইস, এবং পাঠকগণ, ইচ্ছা করিলে তোমরাও অনুবর্ত্তী হইতে পার আমি অভয়দান করিতেছি।

একবার চাহিয়া দেখ, বকুলতলে তৃণশয্যায় সন্ধ্যাতারার প্রতিমার মত ঐ রমণী কে? হে পাঠক, হে পাঠিকা তোমরা উঁহাকে জান কি? অমন্ রূপ কোথাও দেখিয়াছ? রূপের কি কখন বর্ণনা করা যায়? ভাষা কি কখনও কোন মন্ত্রবলে এমন জীবন, যৌবন এবং লাবণ্যে ভরিয়া উঠিতে পারে! হে পাঠক! তোমার যদি দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ হয় তবে স্ত্রীর মুখ স্মরণ কর! হে রূপসি পাঠিকা, যে যুবতীকে দেখিয়া তুমি সঙ্গিনীকে বলিয়াছ "ইহাকে কি এমন ভাল দেখিতে ভাই! হোক্ সুন্দরী কিন্তু ভাই তেমন শ্রী নাই" তাহার মুখ মনে কর, ঐ তরুতলবর্ত্তিনী রাজকুমারীর সহিত তাহার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য উপলব্ধি করিবে। পাঠক এবং পাঠিকা, এবার চিনিলে কি? উনিই রাজকন্যা বিদ্যুন্মালা।

রাজকুমারী কোলের উপর ফুল রাখিয়া নতমুখে মালা গাঁথিতেছেন। গাঁথিতে গাঁথিতে এক একবার অঙ্গুলি আপনার সুকুমার কার্য্যে শৈথিল্য করিতেছে, উদাসীন দৃষ্টি কোন্ এক অতিদূরবর্ত্তী চিন্তারাজ্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। রাজকুমারী কি ভাবিতেছেন?

কিন্তু হে পাঠক, সে প্রশ্নের উত্তর আমি দিব না। কুমারীর নিভৃত হৃদয়মন্দিরের মধ্যে আজি এই নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় কোন্ মর্ত্ত্যদেবতার আরতি হইতেছে, অপবিত্র কৌতূহল লইয়া সেখানে প্রবেশ করিতে পারিব না। ঐ দেখ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পূজার সুগন্ধি ধূপধূমের ন্যায় সন্ধ্যার বাতাসে মিশাইয়া গেল এবং দুই ফোঁটা অশ্রুজল দুইটি সুকোমল কুসুমকোরকের মত অজ্ঞাত দেবতার চরণের উদ্দেশে খসিয়া পড়িল।

এমন সময়ে পশ্চাৎ হইতে একটি পুরুষের কণ্ঠ গভীর আবেগভরে কম্পিত রুদ্ধ স্বরে বলিয়া উঠিল "রাজকুমারি!"

রাজকন্যা সহসা ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। চারিদিক হইতে প্রহরী ছুটিয়া আসিয়া অপরাধীকে বন্দী করিল। রাজকন্যা তখন পুনরায় সসংজ্ঞ হইয়া দেখিলেন সেনাপতি বন্দী হইয়াছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এ অপরাধে প্রাণদণ্ড বিধান। কিন্তু পূর্ব্বোপকার স্মরণ করিয়া রাজা তাঁহাকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলেন। সেনাপতি মনে মনে কহিলেন "দেবি, তোমার নেত্রও যখন প্রতারণা করিতে পারে, তখন সত্য পৃথিবীতে কোথাও নাই। আজ হইতে আমি মানবের শত্রু।" একটি বৃহৎ দস্যুদলের অধিপতি হইয়া ললিত সিংহ অরণ্যে বাস করিতে লাগিলেন।

হে পাঠক, তোমার আমার মত লোক এরূপ ঘটনায় কি করিত? নিশ্চয়, যেখানে নির্ব্বাসিত হইত সেখানে আর একটা চাক্‌রীর চেষ্টা দেখিত, কিংবা একটা নূতন খবরের কাগজ বাহির করিত। কিছু কষ্ট হইত সন্দেহ নাই—সে অন্নাভাবে। কিন্তু সেনাপতির মত মহৎলোক, যাহারা উপন্যাসে সুলভ এবং পৃথিবীতে দুর্লভ, তাহারা চাকরীও করে না, খবরের কাগজও চালায় না। তাহারা যখন সুখে থাকে, তখন এক নিঃশ্বাসে নিখিল জগতের উপকার করে এবং মনোবাঞ্ছা তিলমাত্র ব্যর্থ হইলেই আরক্তলোচনে বলে, "রাক্ষসী পৃথিবী, পিশাচ সমাজ, তোদের বুকে

পা দিয়া আমি ইহার প্রতিশোধ লইব” বলিয়া তৎক্ষণাৎ দস্যুব্যবসায় আরম্ভ করে, এইরূপ ইংর জিকবো পড়া যায় এবং অবশ্যই এ প্রথা রাজপুতদের মধ্যে প্রচলিত ছিল।

দস্যুর উপদ্রবে দেশের লোক ত্রস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু এই অসামান্য দস্যুরা অনাথের সহায়, দরিদ্রের বন্ধু, দুর্ব্বলের আশ্রয়, কেবল ধনী, উচ্চকুলজাত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং রাজকর্ম্মচারীদের পক্ষে কালান্তক যম।

ঘোর অরণ্য। সূর্য্য অস্ত প্রায়। কিন্তু বনচ্ছায়ায় অকাল রাত্রির আবির্ভাব হইয়াছে। তরুণ যুবক অপরিচিত পথে একাকী চলিতেছে। সুকুমার শরীর পথশ্রমে ক্লান্ত, কিন্তু তথাপি অধ্যবসায়ের বিরাম নাই। কটিদেশে যে তরবারী বদ্ধ রহিয়াছে তাহারই ভার দুঃসহ বোধ হইতেছে। অরণ্যে লেশমাত্র শব্দ হইলেই ভয়প্রবণ হৃদয় হরিণের মত চকিত হইয়া উঠিতেছে। কিন্তু তথাপি এই আসন্ন রাত্রি এবং অজ্ঞাত অরণ্যের মধ্যে দৃঢ় সংকল্পের সহিত অগ্রসর হইতেছে।

দস্যুরা আসিয়া দস্যুপতিকে সংবাদ দিল, “মহারাজ, বৃহৎ শীকার মিলিয়াছে। মাথায় মুকুট, রাজবেশ, কটিদেশে তরবারী।”

দস্যুপতি কহিলেন “তবে এ শীকার আমার। তোরা এখানেই থাক্!”

পথিক চলিতে চলিতে সহসা একবার শুষ্ক পত্রের খস্ খস্ শব্দ শুনিতে পাইল। উৎকণ্ঠিত হইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিল।

সহসা বুকের মাঝখানে তীর আসিয়া বিঁধিল, পান্থ “মা” বলিয়া ভূতলে পড়িয়া গেল।

দস্যুপতি নিকটে আসিয়া জানু পাতিয়া নত হইয়া আহতের মুখের দিকে নিরীক্ষণ করিলেন। ভূতলশায়ী পথিক দস্যুর হাত ধরিয়া কেবল একবার মৃদুস্বরে কহিল “ললিত!”

মুহূর্ত্তে দস্যুর হৃদয় যেন সহস্র খণ্ডে ভাঙ্গিয়া এক চীৎকার শব্দ বাহির হইল “রাজকুমারি!”

দস্যুরা আসিয়া দেখিল শীকার এবং শিকারী উভয়েই অন্তিম আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া মৃত পড়িয়া আছে।

রাজকুমারী একদিন সন্ধ্যাকালে তাঁহার অন্তঃপুরের উদ্যানে অজ্ঞানে ললিতের উপর রাজদণ্ড নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, ললিত আর একদিন সন্ধ্যাকালে অরণ্যের মধ্যে অজ্ঞানে রাজকন্যার প্রতি শরনিক্ষেপ করিল। সংসারের বাহিরে যদি কোথাও মিলন হইয়া থাকে ত আজ উভয়ের অপরাধ উভয়ে বোধ করি মার্জ্জনা করিয়াছে।

সমাপ্তি।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অপূর্ব্বকৃষ্ণ বি, এ পাস্ করিয়া কলিকাতা হইতে দেশে ফিরিয়া আসিতেছেন।

নদীটি ক্ষুদ্র। বর্ষা অন্তে প্রায় শুকাইয়া যায়। এখন শ্রাবণের শেষে জলে ভরিয়া উঠিয়া একেবারে গ্রামের বেড়া ও বাঁশঝাড়ের তলদেশ চুম্বন করিয়া চলিয়াছে।

বহুদিন ঘন বর্ষার পরে আজ মেঘমুক্ত আকাশে রৌদ্র দেখা দিয়াছে।

নৌকায় আসীন অপূর্ব্বকৃষ্ণের মনের ভিতরকার এক খানি ছবি যদি দেখিতে পাই-

তাম তবে দেখিতাম সেখানেও এই যুবকের মানস-নদী নববর্ষায় কূলে কূলে ভরিয়া আলোকে জল্জল্ এবং বাতাসে ছল্ছল্ করিয়া উঠিতেছিল।

নৌকা যথাস্থানে ঘাটে আসিয়া লাগিল। নদীতীর হইতে অপূর্ব্বদের বাড়ির পাকা ছাদ গাছের অন্তরাল দিয়া দেখা যাইতেছে। অপূর্ব্বের আগমন সংবাদ বাড়ির কেহ জানিত না, সেই জন্ত ঘাটে লোক আসে নাই। মাঝি ব্যাগ লইতে উদ্যত হইলে অপূর্ব্ব তাহাকে নিবারণ করিয়া নিজেই ব্যাগ হাতে লইয়া আনন্দভরে তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িল।

নামিবামাত্র, তীরে ছিল পিছল, ব্যাগ্-সমেত অপূর্ব্ব কাদায় পড়িয়া গেল। যেমন পড়া, অমনি কোথা হইতে এক সুমিষ্ট উচ্চ-কণ্ঠে তরল হাস্যলহরী উচ্ছ্বসিত হইয়া নিকট-বর্ত্তী অশথগাছের পাখীগুলিকে সচকিত করিয়া দিল।

অপূর্ব্ব অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া তাড়াতাড়ি আত্মসম্বরণ করিয়া চাহিয়া দেখিল। দেখিল, তীরে মহাজনের নৌকা হইতে নূতন ইট রাশীকৃত করিয়া নামাইয়া রাখা হইয়াছে, তাহারই উপরে বসিয়া একটি মেয়ে হাস্যবেগে এখনি শতধা হইয়া যাইবে এমনি মনে হইতেছে।

অপূর্ব্ব চিনিতে পারিল তাহাদেরই নূতন প্রতিবেশিনীর মেয়ে মৃণ্ময়ী। দূরে বড় নদীর ধারে ইহাদের বাড়ি ছিল, সেখানে নদীর ভাঙ্গনে দেশ ত্যাগ করিয়া বছর দুই তিন হইল এই গ্রামে আসিয়া বাস করিতেছে।

এই মেয়েটির অখ্যাতির কথা অনেক শুনিতে পাওয়া যায়। পুরুষ গ্রামবাসীরা স্নেহ-ভরে ইহাকে পাগ্‌লি বলে কিন্তু গ্রামের গৃহি-ণীরা ইহার উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবে সর্ব্বদা ভীত চিন্তিত শঙ্কান্বিত। গ্রামের যত ছেলেদের সহিত ইহার খেলা; সমবয়সী মেয়েদের প্রতি অবজ্ঞার সীমা নাই। শিশুরাজ্যে এই মেয়েটি একটি ছোটখাটো বর্গির উপদ্রব বলিলেই হয়।

বাপের আদরের মেয়ে কিনা সেই জন্ত ইহার এতটা দুর্দ্দান্ত প্রতাপ। এই সম্বন্ধে বন্ধুদের নিকট মৃণ্ময়ীর মা স্বামীর বিরুদ্ধে সর্ব্বদা অভিযোগ করিতে ছাড়িত না, অথচ, বাপ ইহাকে ভালবাসে, বাপ কাছে থাকিলে মৃণ্ময়ীর চোখের অশ্রুবিন্দু তাহার অন্তরে বড়ই বাজিত ইহাই মনে করিয়া প্রবাসী স্বামীকে স্মরণ-পূর্ব্বক মৃণ্ময়ীর মা মেয়েকে কিছুতেই কাঁদাইতে পারিত না।

মৃণ্ময়ী দেখিতে শ্যামবর্ণ। ছোট কোঁকড়া চুল পিঠ পর্য্যন্ত পড়িয়াছে। ঠিক যেন বালকের মত মুখের ভাব। মস্ত মস্ত দুটি কালো চক্ষুতে না আছে লজ্জা, না আছে ভয়, না আছে হাবভাবলীলার লেশমাত্র। শরীর দীর্ঘ পরিপুষ্ট সুস্থ সবল, কিন্তু তাহার বয়স অধিক কি অল্প সে প্রশ্ন কাহারও মনে উদয় হয় না; যদি হইত, তবে এখনো অবিবাহিত আছে বলিয়া লোকে তাহার পিতামাতাকে নিন্দা করিত। গ্রামের বিদেশী জমিদারের নৌকা কালক্রমে যেদিন ঘাটে আসিয়া লাগে সেদিন গ্রামের লোকেরা সম্ভ্রমে শশব্যস্ত হইয়া উঠে, ঘাটের মেয়েদের মুখরঙ্গভূমিতে অকস্মাৎ নাসাগ্রভাগ পর্য্যন্ত যবনিকা পতন হয়, কিন্তু মৃণ্ময়ী কোথা হইতে একটা উলঙ্গ শিশুকে কোলে লইয়া কোঁকড়া চুলগুলি পিঠে দোলাইয়া ছুটিয়া ঘাটে আসিয়া উপস্থিত। যে দেশে ব্যাধ নাই বিপদ নাই সেই দেশের হরিণ শিশুর মত নির্ভীক কৌতূহলে দাঁড়াইয়া চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে থাকে, অবশেষে আপন দলের বালক-সঙ্গীদের নিকট ফিরিয়া গিয়া

এই নবাগত প্রাণীর আচারব্যবহার সম্বন্ধে বিস্তর-বাহুল্য বর্ণনা করে।

আমাদের অপূর্ব্ব ইতিপূর্ব্বে ছুটি উপলক্ষে বাড়ি আসিয়া এই বন্ধনবিহীন বালিকাটিকে দুই চারিবার দেখিয়াছে এবং অবকাশের সময় এমন কি অনবকাশের সময়ও ইহার সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছে। পৃথিবীতে অনেক মুখ চোখে পড়ে কিন্তু এক একটি মুখ বলাকহা নাই একেবারে মনের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হয়। সে কেবল সৌন্দর্য্যের জন্য নহে, আর একটা কি গুণ আছে। সে গুণটি বোধ করি স্বচ্ছতা। অধিকাংশ মুখের মধ্যেই মনুষ্যপ্রকৃতিটি আপনাকে অপরিস্ফুটরূপে প্রকাশ করিতে পারে না; যে মুখে সেই অন্তরগুহাবাসী রহস্যময় লোকটি অবাধে বাহির হইয়া দেখা দেয়, সে মুখ সহস্রের মধ্যে চোখে পড়ে এবং এক পলকে মনে মুদ্রিত হইয়া যায়। এই বালিকার মুখে চক্ষে একটি দুরন্ত অবাধ্য নারীপ্রকৃতি উন্মুক্ত বেগবান্ অরণ্যমৃগের মত সর্ব্বদা দেখা দেয়, খেলা করে, সেইজন্য এই জীবনচঞ্চল মুখখানি একবার দেখিলে আর সহজে ভোলা যায় না।

পাঠকদিগকে বলা বাহুল্য মৃণ্ময়ীর কৌতুক হাস্যধ্বনি যতই সুমিষ্ট হউক্ দুর্ভাগা অপূর্ব্বের পক্ষে কিঞ্চিৎ ক্লেশদায়ক হইয়াছিল। সে তাড়াতাড়ি মাঝির হাতে ব্যাগ সমর্পণ করিয়া রক্তিমমুখে দ্রুতবেগে গৃহ অভিমুখে চলিতে লাগিল।

আয়োজনটি অতি সুন্দর হইয়াছিল। নদীর তীর, গাছের ছায়া, পাখীর গান, প্রভাতের রৌদ্র, কুড়ি বৎসর বয়স; অবশ্য ইটের স্তূপটা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে, কিন্তু যে ব্যক্তি তাহার উপর বসিয়াছিল সে এই শুষ্ক কঠিন আসনের প্রতিও একটি মনোরম শ্রী বিস্তার করিয়াছিল। হায়, এমন দৃশ্যের মধ্যে প্রথম পদক্ষেপমাত্রেই যে, সমস্ত কবিত্ব প্রহসনে পরিণত হয় ইহা অপেক্ষা অদৃষ্টের নিষ্ঠুরতা আর কি হইতে পারে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সেই ইষ্টকশিখর হইতে প্রবহমাণ হাস্যধ্বনি শুনিতে শুনিতে চাদরে ও ব্যাগে কাদা মাখিয়া গাছের ছায়া দিয়া অপূর্ব্ব বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল।

অকস্মাৎ পুত্রের আগমনে তাহার বিধবা মাতা পুলকিত হইয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ ক্ষীর দধি রুইমাছের সন্ধানে দূরে নিকটে লোক দৌড়িল এবং পাড়া প্রতিবেশীর মধ্যেও একটা আন্দোলন উপস্থিত হইল।

আহারান্তে মা অপূর্ব্বর বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। অপূর্ব্ব সে জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। কারণ, প্রস্তাব অনেক পূর্ব্বেই ছিল কিন্তু পুত্র নব্যতন্ত্রের নূতন ধুয়া ধরিয়া জেদ করিয়া বসিয়াছিল যে, বি, এ, পাস না করিয়া বিবাহ করিব না। এতকাল জননী সেই জন্য অপেক্ষা করিয়াছিলেন অতএব এখন আর কোনরূপ ওজর করা মিথ্যা। অপূর্ব্ব কহিল, আগে পাত্রী দেখা হউক তাহার পর স্থির হইবে। মা কহিলেন, পাত্রী দেখা হইয়াছে, সে জন্য তোকে ভাবিতে হইবে না। অপূর্ব্ব ঐ ভাবনাটা নিজে ভাবিতে প্রস্তুত হইল এবং কহিল মেয়ে না দেখিয়া বিবাহ করিতে পারিবে না। মা ভাবিলেন এমন সৃষ্টিছাড়া কথা কখনো শোনা যায় নাই, কিন্তু সম্মত হইলেন।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

সে রাত্রে অপূর্ব্ব প্রদীপ নিবাইয়া বিছানায় শয়ন করিলে পর বর্ষানিশীথের সমস্ত শব্দ এবং সমস্ত নিস্তব্ধতার পরপ্রান্ত হইতে বিজন বিনিদ্র শয্যায় একটি উচ্ছ্বসিত উচ্চ মধুর কণ্ঠের হাস্যধ্বনি তাহার কানে আসিয়া ক্রমাগত বাজিতে লাগিল। মন নিজেকে কেবলি এই বলিয়া পীড়া দিতে লাগিল যে, সকালবেলাকার সেই পদস্খলনটা যেন কোন একটা উপায়ে সংশোধন করিয়া লওয়া উচিত। বালিকা জানিল না যে, আমি অপূর্ব্বকৃষ্ণ অনেক বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছি, কলিকাতায় বহুকাল যাপন করিয়া আসিয়াছি, দৈবাৎ পিছলে পা দিয়া কাদার উপর পড়িয়া গেলেও আমি উপহাস্য উপেক্ষণীয় একজন যে-সে গ্রাম্য যুবক নহি।

পরদিন অপূর্ব্ব কনে দেখিতে যাইবে। অধিক দূর নহে পাড়াতেই তাহাদের বাড়ি। একটু বিশেষ যত্নপূর্ব্বক সাজ করিল। ধুতি চাদর ছাড়িয়া সিল্কের চাপকান জোব্বা, মাথায় একটা গোলাকার পাগ্‌ড়ি এবং বার্ণিশকরা নূতন একযোড়া জুতা পায়ে দিয়া সিল্কের ছাতা হস্তে সে প্রাতঃকালে বাহির হইল।

সম্ভাবিত শ্বশুরবাড়িতে পদার্পণ করিবামাত্র মহাসমারোহ সমাদরের ঘটা পড়িয়া গেল। অবশেষে যথাকালে কম্পিত হৃদয় মেয়েটিকে ঝাড়িয়া মুছিয়া রঙ করিয়া খোপায় রাঙতা জড়াইয়া একখানি পাতলা রঙীন কাপড়ে মুড়িয়া বরের সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করা হইল। সে এক কোণে নীরবে মাথা প্রায় হাঁটুর কাছে ঠেকাইয়া বসিয়া রহিল এবং এক প্রৌঢ়া দাসী তাহাকে সাহস দিবার জন্য পশ্চাতে উপস্থিত রহিল। কনের এক বালক ভাই তাহাদের ধ্যে এই এক নূতন অনধিকারলোকটির পাগ্‌ড়ি ঘড়ির চেন এবং নবোদ্গত শ্মশ্রু একমনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অপূর্ব্ব কিয়ৎকাল গোঁফে তা দিয়া অবশেষে গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি পড়? বসনভূষণাচ্ছন্ন লজ্জাস্তূপের নিকট হইতে তাহার কোন উত্তর পাওয়া গেল না। দুই তিনবার প্রশ্ন এবং প্রৌঢ়া দাসীর নিকট হইতে পৃষ্ঠদেশে বিস্তর উৎসাহজনক করতাড়নের পর বালিকা মৃদুস্বরে এক নিশ্বাসে অত্যন্ত দ্রুত বলিয়া গেল, চারুপাঠ দ্বিতীয় ভাগ, ব্যাকরণসার প্রথম ভাগ, ভূগোলবিবরণ, পাটিগণিত, ভারতবর্ষের ইতিহাস। এমন সময় বহির্দ্দেশে একটা অশান্ত গতির ধুপধাপ শব্দ শোনা গেল এবং মুহূর্ত্তের মধ্যে দৌড়িয়া হাঁপাইয়া পিঠের চুল দোলাইয়া মৃণ্ময়ী ঘরে আসিয়া প্রবেশ করিল। অপূর্ব্বকৃষ্ণের প্রতি দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়া একবারে কনের ভাই রাখালের হাত ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল। রাখাল তখন আপন পর্য্যবেক্ষণ শক্তির চর্চ্চায় একান্তমনে নিযুক্ত ছিল, সে কিছুতেই উঠিতে চাহিল না। দাসীটি তাহার সংযত কণ্ঠস্বরের মৃদুতা রক্ষার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া যথাসাধ্য তীব্রভাবে মৃণ্ময়ীকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিল। অপূর্ব্বকৃষ্ণ আপনার সমস্ত গাম্ভীর্য্য এবং গৌরব একত্র করিয়া পাগ্‌ড়িপরা মস্তকে অভ্রভেদী হইয়া বসিয়া রহিল এবং পেটের কাছে ঘড়ির চেন নাড়িতে লাগিল। অবশেষে সঙ্গীটিকে কিছুতেই বিচলিত করিতে না পারিয়া তাহার পিঠে একটা সশব্দ চপেটাঘাত করিয়া এবং চট্ করিয়া কনের মাথার ঘোমটা টানিয়া খুলিয়া দিয়া ঝড়ের মত মৃণ্ময়ী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। দাসীটি গুমরিয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল এবং ভগ্নীর অকস্মাৎ অবগুণ্ঠন মোচনে রাখাল খিল্ খিল্ শব্দে হাসিতে আরম্ভ করিল। নিজের পৃষ্ঠের প্রবল চপেটাঘাতটি সে অন্যায় প্রাপ্য মনে

Digitized by Google　　Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

করিল না; কারণ, এরূপ দেনা পাওনা তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বদাই চলিতেছে। এমন কি, পূর্ব্বে মৃণ্ময়ীর চুল কাঁধ ছাড়াইয়া পিঠের মাঝামাঝি আসিয়া পড়িত; রাখালই একদিন হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে আসিয়া তাহার ঝুঁটির মধ্যে কাঁচি চালাইয়া দেয়। মৃণ্ময়ী তখন অত্যন্ত রাগ করিয়া তাহার হাত হইতে কাঁচিটি কাড়িয়া লইয়া নিজের অবশিষ্ট পশ্চাতের চুল ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে নির্দ্দয়ভাবে কাটিয়া ফেলিল, তাহার কোঁকড়া চুলের স্তবকগুলি শাখাচ্যুত কালো আঙুরের স্তূপের মত গুচ্ছ গুচ্ছ মাটিতে পড়িয়া গেল। উভয়ের মধ্যে এইরূপ শাসনপ্রণালী প্রচলিত ছিল।

অতঃপর এই নীরব পরীক্ষা-সভা আর অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না। পিণ্ডাকার কন্যাটি কোন মতে পুনশ্চ দীর্ঘাকার হইয়া দাসী সহকারে অন্তঃপুরে চলিয়া গেল। অপূর্ব্ব পরম গম্ভীরভাবে বিরল গুম্ফরেখায় তা দিতে দিতে উঠিয়া ঘরের বাহিরে যাইতে উদ্যত হইল। দ্বারের নিকটে গিয়া দেখে বার্ণিশ-করা নূতন জুতাযোড়াটি যেখানে ছিল সেখানে নাই এবং কোথায় আছে তাহা বহুচেষ্টায় অবধারণ করা গেল না।

বাড়ির লোক সকলেই বিষম বিব্রত হইয়া উঠিল এবং অপরাধীর উদ্দেশে গালি ও ভর্ৎসনা অজস্র বর্ষিত হইতে লাগিল। অনেক খোঁজ করিয়া অবশেষে অনন্যোপায় হইয়া বাড়ির কর্ত্তার পুরাতন ছিন্ন ঢিলা চটিযোড়াটা পরিয়া প্যাণ্টলুন চাপকান পাগ্‌ড়ি সমেত সুসজ্জিত অপূর্ব্ব কর্দ্দমাক্ত গ্রামপথে অত্যন্ত সাবধানে চলিতে লাগিল।

পুষ্করিণীর ধারে নির্জ্জন পথপ্রান্তে আবার হঠাৎ সেই উচ্চকণ্ঠের অজস্র হাস্যকলোচ্ছ্বাস। যেন তরুপল্লবের মধ্য হইতে কৌতুকপ্রিয়া বনদেবী অপূর্ব্বর ঐ অসঙ্গত চটিজুতাযোড়ার দিকে চাহিয়া হঠাৎ আর হাসি ধারণ করিয়া রাখিতে পারিল না।

অপূর্ব্ব অপ্রতিভভাবে থমকিয়া দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতেছে এমন সময় ঘন বন হইতে বাহির হইয়া একটি নির্লজ্জ অপরাধিনী তাঁহার সম্মুখে নূতন জুতাযোড়াটা রাখিয়াই পলায়নোদ্যত হইল। অপূর্ব্ব দ্রুতবেগে দুই হাত ধরিয়া তাহাকে বন্দী করিয়া ফেলিল।

মৃণ্ময়ী আঁকিয়া বাঁকিয়া হাত ছাড়াইয়া পালাইবার চেষ্টা করিল কিন্তু পারিল না। কোঁকড়া চুলে বেষ্টিত তাহার পরিপুষ্ট সহাস্য দুষ্ট মুখখানির উপরে শাখান্তরালচ্যুত সূর্য্যকিরণ আসিয়া পড়িল। রৌদ্রোজ্জ্বল নির্ম্মল চঞ্চল নির্ঝরিণীর দিকে অবনত হইয়া কৌতূহলী পথিক যেমন নিবিষ্ট দৃষ্টিতে তাহার তলদেশ দেখিতে থাকে অপূর্ব্ব তেমনি করিয়া গভীর গম্ভীর নেত্রে মৃণ্ময়ীর ঊর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত মুখের উপর তড়িত্তরল দুটি চক্ষুর মধ্যে, চাহিয়া দেখিল এবং অত্যন্ত ধীরে ধীরে মুষ্টি শিথিল করিয়া যেন যথাকর্ত্তব্য অসম্পন্ন রাখিয়া বন্দিনীকে ছাড়িয়া দিল। অপূর্ব্ব যদি রাগ করিয়া মৃণ্ময়ীকে ধরিয়া মারিত তাহা হইলে সে কিছুই আশ্চর্য্য হইত না, কিন্তু নির্জ্জন পথের মধ্যে এই অপরূপ নীরব শাস্তির সে কোন অর্থ বুঝিতে পারিল না।

নৃত্যময়ী প্রকৃতির নূপুরনিক্কণের ন্যায় চঞ্চল হাস্যধ্বনিটি সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া বাজিতে লাগিল। এবং চিন্তানিমগ্ন অপূর্ব্বকৃষ্ণ অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—:**:—

অপূর্ব্ব সমস্তদিন নানা ছুতা করিয়া অন্তঃপুরে মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল না। বাহিরে নিমন্ত্রণ ছিল খাইয়া আসিল। অপূর্ব্বর মত এমন একজন কৃতবিদ্য গম্ভীর ভাবুক লোক একটি সামান্য অশিক্ষিতা বালিকার কাছে আপনার লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করিবার, আপনার আপনার আন্তরিক মাহাত্ম্যের পরিপূর্ণ পরিচয় দিবার জন্য কেন যে এতটা বেশী উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিবে তাহা বুঝা কঠিন। একটি পাড়াগাঁয়ের চঞ্চল মেয়ে তাঁহাকে সামান্য লোক মনে করিলই বা! সে যদি মুহূর্ত্তকালের জন্য তাঁহাকে হাস্যাস্পদ করিয়া তার পর তাঁহার অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া রাখাল নামক একটি নির্ব্বোধ নিরক্ষর বালকের সহিত খেলা করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করে তাহাতেই বা তাঁহার ক্ষতি কি? তাহার কাছে প্রমাণ করিবার আবশ্যক কি যে, তিনি বিশ্বদীপ নামক মাসিক পত্রে গ্রন্থ সমালোচনা করিয়া থাকেন, এবং তাঁহার তোরঙ্গের মধ্যে এসেন্স্‌ জুতা, রুবিনির ক্যাম্ফর, রঙীন চিঠির কাগজ এবং "হার্ম্মোনিয়ম্‌ শিক্ষা" বহির সঙ্গে একখানি পরিপূর্ণ খাতা নিশীথের গর্ভে ভাবী উষার ন্যায় প্রকাশের প্রতীক্ষায় রহিয়াছে? কিন্তু মনকে বুঝানো কঠিন এবং এই পল্লিবাসিনী চঞ্চলা মেয়েটির কাছে শ্রীযুক্ত অপূর্ব্বকৃষ্ণ রায় বি, এ, কিছুতেই পরাভব স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহে।

সন্ধ্যার সময়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলে মা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন রে অপু, মেয়ে কেমন দেখ্‌লি? পছন্দ হয় ত?

অপূর্ব্ব কিঞ্চিৎ অপ্রতিভভাবে কহিল, মেয়ে দেখেছি মা, ওর মধ্যে একটিকে আমার পছন্দ হয়েচে।

মা আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন, তুই আবার ক'টি মেয়ে দেখ্‌লি?

অবশেষে অনেক ইতস্ততর পর প্রকাশ পাইল প্রতিবেশিনী শরতের মেয়ে মৃণ্ময়ীকে তাঁহার ছেলে পছন্দ করিয়াছে! এত লেখাপড়া শিখিয়া এম্‌নি ছেলের পছন্দ!

প্রথমে অপূর্ব্বর পক্ষে অনেকটা পরিমাণ লজ্জা ছিল, অবশেষে মা যখন প্রবল আপত্তি করিতে লাগিলেন তখন তাহার লজ্জা ভাঙ্গিয়া গেল। সে রোখের মাথায় বলিয়া বসিল মৃণ্ময়ীকে ছাড়া আর কাহাকেও বিবাহ করিব না। অন্য জড়পুত্তলী মেয়েটিকে সে যতই কল্পনা করিতে লাগিল ততই বিবাহ সম্বন্ধে তাহার বিষম বিতৃষ্ণার উদ্রেক হইল।

দুই তিনদিন উভয়পক্ষে মান অভিমান অনাহার অনিদ্রার পর অপূর্ব্বই জয়ী হইল। মা মনকে বোঝাইলেন যে, মৃণ্ময়ী ছেলেমানুষ এবং মৃণ্ময়ীর মা উপযুক্ত শিক্ষাদানে অসমর্থ; বিবাহের পর তাঁহার হাতে পড়িলেই তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইবে। এবং ক্রমশঃ ইহাও বিশ্বাস করিলেন যে, মৃণ্ময়ীর মুখখানি সুন্দর। কিন্তু তখনি আবার তাহার খর্ব্ব কেশরাশি তাঁহার কল্পনাপথে উদিত হইয়া হৃদয় নৈরাশ্যে পূর্ণ করিতে লাগিল তথাপি আশা করিলেন দৃঢ় করিয়া চুল বাঁধিয়া এবং জব্‌জবে করিয়া তেল লেপিয়া কালে এ ত্রুটিও সংশোধন হইতে পারিবে।

পাড়ার লোকে সকলেই অপূর্ব্বর এই পছন্দটিকে অপূর্ব্ব পছন্দ বলিয়া নামকরণ করিল। পাগ্‌লী মৃণ্ময়ীকে অনেকেই ভালবাসিত কিন্তু তাই বলিয়া নিজের পুত্রের বিবাহযোগ্যা বলিয়া কেহ মনে করিত না।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

মৃণ্ময়ীর বাপ ঈশান মজুমদারকে যথাকালে সংবাদ দেওয়া হইল। সে কোন একটি ষ্টীমার কোম্পানির কেরাণীরূপে দূরে নদীতীরবর্ত্তী একটি ক্ষুদ্র ষ্টেশনে একটি ছোট টীনের ছাদ-বিশিষ্ট কুটিরে মাল ওঠানো নাবানো এবং টিকিট বিক্রয় কার্য্যে নিযুক্ত ছিল।

তাহার মৃণ্ময়ীর বিবাহ প্রস্তাবে দুই চক্ষু বহিয়া জল পড়িতে লাগিল। তাহার মধ্যে কতখানি দুঃখ এবং কতখানি আনন্দ ছিল পরিমাণ করিয়া বলিবার কোন উপায় নাই।

কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ঈশান হেড অফি-সের সাহেবের নিকট ছুটি প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত দিল। সাহেব উপলক্ষটা নিতান্তই তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ছুটি নামঞ্জুর করিয়া দিলেন। তখন, পূজার সময় একসপ্তাহ ছুটি পাইবার সম্ভাবনা জানাইয়া সে পর্য্যন্ত বিবাহ স্থগিত রাখিবার জন্য দেশে চিঠি লিখিয়া দিল, কিন্তু অপূর্ব্বর মা কহিল, এই মাসে দিন ভাল আছে আর বিলম্ব করিতে পারিব না।

উভয়তই প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইলে পর ব্যথিত হৃদয়ে ঈশান আর কোন আপত্তি না করিয়া পূর্ব্বমত মাল ওজন এবং টিকিট বিক্রয় করিতে লাগিল।

অতঃপর মৃণ্ময়ীর মা এবং পল্লির যত বর্ষীয়সীগণ সকলে মিলিয়া ভাবী কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মৃণ্ময়ীকে অহর্নিশি উপদেশ দিতে লাগিল। ক্রীড়াসক্তি, দ্রুতগমন, উচ্চহাস্য, বালকদিগের সহিত আলাপ এবং ক্ষুধা অনুসারে ভোজন সম্বন্ধে সকলেই নিষেধ-পরামর্শ দিয়া বিবাহ-টাকে বিভীষিকারূপে প্রতিপন্ন করিতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইল। উৎকণ্ঠিত শঙ্কিতহৃদয় মৃণ্ময়ী মনে করিল তাহার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অবসানে ফাঁসির হুকুম হইয়াছে।

সে দুষ্ট পোনি ঘোড়ার মত ঘাড় বাঁকাইয়া পিছু হটিয়া বলিয়া বসিল, আমি বিবাহ করিব না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

কিন্তু তথাপি বিবাহ করিতে হইল।

তার পরে শিক্ষা আরম্ভ হইল। এক রাত্রির মধ্যে মৃণ্ময়ীর সমস্ত পৃথিবী অপূর্ব্বর মার অন্তঃপুরে আসিয়া আবদ্ধ হইয়া গেল!

শাশুড়ী সংশোধনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। অত্যন্ত কঠিন মুখ করিয়া কহিলেন, দেখ বাছা, তুমি কিছু আর কচি খুঁকি নও, আমাদের ঘরে অমন বেহায়াপনা করিলে চলিবে না।

শাশুড়ী যে ভাবে বলিলেন মৃণ্ময়ী সে ভাবে কথাটা গ্রহণ করিল না। সে ভাবিল এঘরে যদি না চলে তবে বুঝি অন্যত্র যাইতে হইবে। অপরাহ্নে তাহাকে আর দেখা গেল না। কোথায় গেল কোথায় গেল খোঁজ পড়িল। অবশেষে বিশ্বাসঘাতক রাখাল তাহাকে তাহার গোপন স্থান হইতে ধরাইয়া দিল। সে বট-তলায় রাধাকান্ত ঠাকুরের পরিত্যক্ত ভাঙ্গা রথের মধ্যে গিয়া বসিয়াছিল।

শাশুড়ী, মা এবং পাড়ার সমস্ত হিতৈষিণী-গণ মৃণ্ময়ীকে যেরূপ লাঞ্ছনা করিল তাহা পাঠক-গণ এবং পাঠিকাগণ সহজেই কল্পনা করিতে পারিবেন!

রাত্রে ঘন মেঘ করিয়া ঝুপ্ ঝুপ্ শব্দে বৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল। অপূর্ব্বকৃষ্ণ বিছানার মধ্যে অতি ধীরে ধীরে মৃণ্ময়ীর নিকট ঈষৎ অগ্রসর হইয়া তাহার কাণে কাণে মৃদুস্বরে কহিল, "মৃণ্ময়ী তুমি আমাকে ভালবাস না?"

মৃণ্ময়ী সতেজে বলিয়া উঠিল, "না! আমি তোমাকে কখনই ভাল বাসব না।" তাহার

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

যত রাগ এবং যত শাস্তিবিধান সমস্তই পুঞ্জীভূত বজ্রের ন্যায় অপূর্ব্বর মাথার উপর নিক্ষেপ করিল।

অপূর্ব্ব ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিল, "কেন আমি তোমার কাছে কি দোষ করেছি?" মৃণ্ময়ী কহিল, "তুমি আমাকে বিয়ে করলে কেন?"

এ অপরাধের সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দেওয়া কঠিন। কিন্তু অপূর্ব্ব মনে মনে কহিল, যেমন করিয়া হউক এই দুর্বাধ্য মনটিকে বশ করিতে হইবে।

পরদিন শাশুড়ী মৃণ্ময়ীর বিদ্রোহী ভাবের সমস্ত লক্ষণ দেখিয়া তাহাকে ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিল। সে নূতন পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর মত প্রথম অনেকক্ষণ ঘরের মধ্যে ধড় ফড় করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অবশেষে কোথাও পালাইবার কোন পথ না দেখিয়া নিষ্ফল ক্রোধে বিছানার চাদরখানা দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া কুটি কুটি করিয়া ফেলিল—এবং মাটির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া মনে মনে বাবাকে ডাকিতে ডাকিতে কাঁদিতে লাগিল।

এমন সময়ে ধীরে ধীরে কে তাহার পাশে আসিয়া বসিল। সস্নেহে তাহার ধূলিলুণ্ঠিত চুলগুলি কপোলের উপর হইতে তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিল। মৃণ্ময়ী সবেগে মাথা নাড়িয়া তাহার হাত সরাইয়া দিল। অপূর্ব্ব কানের কাছে মুখ নত করিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "আমি লুকিয়ে দরজা খুলে দিয়েছি। এস আমরা খিড়কির বাগানে পালিয়ে যাই।" মৃণ্ময়ী প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া সতেজে সরোদনে কহিল, "না।" অপূর্ব্ব তাহার চিবুক ধরিয়া মুখ তুলিয়া দিবার চেষ্টা করিয়া কহিল, "একবার দেখ কে এসেছে!" রাখাল ভূপতিত মৃণ্ময়ীর দিকে চাহিয়া হতবুদ্ধির ন্যায় দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ছিল। মৃণ্ময়ী মুখ না তুলিয়া অপূর্ব্বর হাত ঠেলিয়া দিল। অপূর্ব্ব কহিল, "রাখাল তোমার সঙ্গে খেলা করতে এসেচে, খেলতে যাবে?" সে বিরক্তি-উচ্ছ্বসিত স্বরে কহিল, "না।" রাখালও সুবিধা নয় বুঝিয়া কোন মতে ঘর হইতে পালাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। অপূর্ব্ব চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। মৃণ্ময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িল, তখন অপূর্ব্ব পা টিপিয়া বাহির হইয়া দ্বারে শিকল দিয়া চলিয়া গেল।

তাহার পর দিন মৃণ্ময়ী বাপের কাছ হইতে এক পত্র পাইল। তিনি তাঁহার প্রাণপ্রতিমা মৃণ্ময়ীর বিবাহের সময় উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই বলিয়া বিলাপ করিয়া নব-দম্পত্তিকে অন্তরের আশীর্ব্বাদ পাঠাইয়াছেন।

মৃণ্ময়ী শাশুড়ীকে গিয়া কহিল, "আমি বাবার কাছে যাব।" শাশুড়ী অকস্মাৎ এই অসম্ভব প্রার্থনায় তাহাকে ভৎর্সনা করিয়া উঠিলেন। "কোথায় ওর বাপ থাকে তার ঠিকানা নেই, বলে বাপের কাছে যাব! অনাসৃষ্ট আবদার!" সে উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল। আপনার ঘরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া নিতান্ত হতাশ্বাস ব্যক্তি যেমন করিয়া দেবতার কাছে প্রার্থনা করে তেমনি করিয়া বলিতে লাগিল, "বাবা, আমাকে তুমি নিয়ে যাও! এখানে আমার কেউ নেই! এখানে থাকলে আমি বাঁচব না।"

গভীর রাত্রে তাহার স্বামী নিদ্রিত হইলে ধীরে ধীরে দ্বার খুলিয়া মৃণ্ময়ী গৃহের বাহির হইল যদিও এক একবার মেঘ করিয়া আসিতেছিল তথাপি জ্যোৎস্না-রাত্রে পথ দেখিবার মত আলোক যথেষ্ট ছিল। বাপের কাছে যাইতে হইলে কোন্ পথ অবলম্বন করিতে হইবে মৃণ্ময়ী তাহার কিছুই জানিত না। কেবল তাহার মনের বিশ্বাস ছিল যে পথ দিয়া

Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

ডাকের পত্রবাহক "রানার"গণ চলে সেই পথ দিয়া পৃথিবীর সমস্ত ঠিকানায় যাওয়া যায়। মৃণ্ময়ী সেই ডাকের পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল। চলিতে চলিতে শরীর শ্রান্ত হইয়া আসিল রাত্রিও প্রায় শেষ হইল। বনের মধ্যে যখন উস্‌খুস্‌ করিয়া অনিশ্চিন্ত সুরে ছুটো একটা পাখী ডাকিবার উপক্রম করিতেছে অথচ নিঃসংশয়ে সময় নির্ণয় করিতে না পারিয়া ইতস্ততঃ করিতেছে তখন মৃণ্ময়ী পথের শেষে নদীর ধারে একটা বৃহৎ বাজারের মত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। অতঃপর কোন্‌দিকে যাইতে হইবে ভাবিতেছে এমন সময় পরিচিত ঝম্‌ঝম্‌ শব্দ শুনিতে পাইল। চিঠির থলে কাঁধে করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ডাকের রানার আসিয়া উপস্থিত হইল। মৃণ্ময়ী তাড়াতাড়ি তাহার কাছে গিয়া কাতর শ্রান্তস্বরে কহিল, "কুশীগঞ্জে আমি বাবার কাছে যাব, আমাকে তুমি সঙ্গে নিয়ে চল না!" সে কহিল "কুশীগঞ্জ কোথায় আমি জানিনে।" এই বলিয়া ঘাটে বাঁধা ডাক-নৌকার মাঝিকে জাগাইয়া দিয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। তাহার দয়া করিবার বা প্রশ্ন করিবার সময় নাই।

দেখিতে দেখিতে ঘাট এবং বাজার সজাগ হইয়া উঠিল। মৃণ্ময়ী ঘাটে নামিয়া একজন মাঝিকে ডাকিয়া কহিল, "মাঝি, আমাকে কুশীগঞ্জে নিয়ে যাবে?" মাঝি তাহার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই পাশের নৌকা হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "আরে কেও? মিনু মা তুমি এখানে কোথা থেকে?" মৃণ্ময়ী উচ্ছ্বসিত ব্যগ্রতার সহিত বলিয়া উঠিল, "বনমালী, আমি কুশীগঞ্জে বাবার কাছে যাব, আমাকে তোর নৌকায় নিয়ে চল্‌।" বনমালী তাহাদের গ্রামের মাঝি; সে এই উচ্ছৃঙ্খল-প্রকৃতি বালিকাটিকে বিলক্ষণ চিনিত, সে কহিল "বাবার কাছে যাবে? সেত বেশ কথা! চল আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্চি।" মৃণ্ময়ী নৌকায় উঠিল।

মাঝি নৌকা ছাড়িয়া দিল। মেঘ করিয়া মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল। ভাদ্রমাসের পূর্ণ নদী ফুলিয়া ফুলিয়া নৌকা দোলাইতে লাগিল, মৃণ্ময়ীর সমস্ত শরীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া আসিল; অঞ্চল পাতিয়া সে নৌকার মধ্যে শয়ন করিল, এবং দুরন্ত বালিকা নদী-দোলায় প্রকৃতির স্নেহপালিত শান্ত শিশুটির মত অকাতরে ঘুমাইতে লাগিল।

জাগিয়া উঠিয়া দেখিল, সে তাহার শ্বশুর বাড়িতে খাটে শুইয়া আছে। তাহাকে জাগ্রৎ দেখিয়া ঝি বকিতে আরম্ভ করিল। ঝির কণ্ঠস্বরে শাশুড়ী আসিয়া অত্যন্ত কঠিন কঠিন করিয়া বলিতে লাগিলেন। মৃণ্ময়ী বিস্ফারিত নেত্রে নীরবে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। অবশেষে তিনি যখন তাহার বাপের শিক্ষাদোষের উপর কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, তখন মৃণ্ময়ী দ্রুতপদে পাশের ঘরে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে শিকল বন্ধ করিয়া দিল।

অপূর্ব্ব লজ্জার মাথা খাইয়া মাকে আসিয়া বলিল, "মা বৌকে দুই একদিনের জন্যে একবার বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে দোষ কি?"

মা অপূর্ব্বকে ন ভূত ন ভবিষ্যতি ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন, এবং দেশে এত মেয়ে থাকিতে বাছিয়া বাছিয়া এই অস্থিদাহকারী দস্যু-মেয়েকে ঘরে আনার জন্য তাহাকে যথেষ্ট গঞ্জনা করিলেন।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b0003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—*—

সে দিন সমস্ত দিন বাহিরে ঝড়বৃষ্টি এবং ঘরের মধ্যেও অনুরূপ দুর্য্যোগ চলিতে লাগিল।

তাহার পরদিন গভীর রাত্রে অপূর্ব্ব মৃন্ময়ীকে ধীরে ধীরে জাগ্রৎ করিয়া কহিল, "মৃন্ময়ী, তোমার বাবার কাছে যাবে ?"

মৃন্ময়ী সবেগে অপূর্ব্বর হাত চাপিয়া ধরিয়া সচকিত হইয়া কহিল "যাব।"

অপূর্ব্ব চুপিচুপি কহিল, "তবে এস আমরা দুজনে আস্তে আস্তে পালিয়ে যাই। আমি ঘাটে নৌকা ঠিক করে' রেখেছি।"

মৃন্ময়ী অত্যন্ত সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে একবার স্বামীর মুখের দিকে চাহিল। তাহার পর তাড়াতাড়ি উঠিয়া কাপড় ছাড়িয়া বাহির হইবার জন্য প্রস্তুত হইল। অপূর্ব্ব তাহার মাতার চিন্তা দূর করিবার জন্য একখানি পত্র রাখিয়া দিয়া দুইজনে বাহির হইল।

মৃন্ময়ী সেই অন্ধকার রাত্রে জনশূন্য নিস্তব্ধ নির্জ্জন গ্রামপথে এই প্রথম, স্বেচ্ছায় আন্তরিক নির্ভরের সহিত স্বামীর হাত ধরিল ; তাহার হৃদয়ের আনন্দ-উদ্বেগ সেই সুকোমল স্পর্শযোগে তাহার স্বামীর শিরার মধ্যে সঞ্চারিত হইতে লাগিল।

নৌকা সেই রাত্রেই ছাড়িয়া দিল। অশান্ত হর্ষোচ্ছ্বাস সত্বেও অনতিবিলম্বেই মৃন্ময়ী ঘুমাইয়া পড়িল। পরদিন কি মুক্তি, কি আনন্দ! দুইধারে কত গ্রাম, বাজার, শস্যক্ষেত্র, বন, দুইধারে কত নৌকা যাতায়াত করিতেছে। মৃন্ময়ী প্রত্যেক তুচ্ছ বিষয়ে স্বামীকে সহস্রবার করিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিল। ঐ নৌকায় কি আছে, উহারা কোথা হইতে আসিতেছে, এই জায়গার নাম কি এমন সকল প্রশ্ন যাহার উত্তর অপূর্ব্ব কোন কলেজের বহিতে পায় নাই এবং যাহা তাহার কলিকাতার অভিজ্ঞতায় কুলাইয়া উঠে না। বন্ধুগণ শুনিয়া লজ্জিত হইবেন, অপূর্ব্ব এই সকল প্রশ্নের প্রত্যেকটারই উত্তর করিয়াছিল এবং অধিকাংশ উত্তরের সহিত সত্যের ঐক্য হয় নাই। যথা, সে তিলের নৌকাকে তিসির নৌকা, পাঁচবেড়েকে রায়নগর এবং মুন্সেফের আদালতকে জমিদারী কাছারি বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত বোধ করে নাই। এবং এই সমস্ত ভ্রান্ত উত্তরে বিশ্বস্তহৃদয় প্রশ্নকারিণীর সন্তোষের তিলমাত্র ব্যাঘাত জন্মায় নাই।

পরদিন সন্ধ্যাবেলায় নৌকা কুশীগঞ্জে গিয়া পৌঁছিল। টিনের ঘরে একখানি ময়লা চৌকা কাচের লণ্ঠনে তেলের বাতি জ্বালাইয়া ছোট ডেস্কের উপর একখানি চামড়ায় বাঁধা মস্ত খাতা রাখিয়া গা-খোলা ঈশানচন্দ্র টুলের উপর বসিয়া হিসাব লিখিতেছিলেন। এমন সময় নবদম্পতি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মৃন্ময়ী ডাকিল, "বাবা!" সে ঘরে এমন কণ্ঠধ্বনি এমন করিয়া কখনো ধ্বনিত হয় নাই।

ঈশানের চোখ দিয়া দরদর্ করিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। সে কি বলিবে কি করিবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। তাহার মেয়ে এবং জামাই যেন সাম্রাজ্যের যুবরাজ এবং যুবরাজমহিষী ; এই সমস্ত পাটের বস্তার মধ্যে তাহাদের উপযুক্ত সিংহাসন কেমন করিয়া নির্ম্মিত হইতে পারে ইহাই যেন তাহার দিশাহারা বুদ্ধি ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না।

তাহার পর আহারের ব্যাপার—সেও এক চিন্তা। দরিদ্র কেরাণী নিজ হস্তে ডাল ভাতে ভাত পাক করিয়া খায়—আজ এই এমন আনন্দের দিনে সে কি করিবেকি খাওয়াইবে! মৃন্ময়ী কহিল, "বাবা আজ আমরা সকলে

মিলিয়া রাঁধিব।" অপূর্ব্ব এই প্রস্তাবে সাতিশয় উৎসাহ প্রকাশ করিল।

ঘরের মধ্যে স্থানাভাব, লোকাভাব, অন্নাভাব, কিন্তু ক্ষুদ্র ছিদ্র হইতে ফোয়ারা যেমন চতুর্গুণ বেগে উত্থিত হয় তেমনি দারিদ্র্যের সঙ্কীর্ণ মুখ হইতে আনন্দ পরিপূর্ণ ধারায় উচ্ছ্বসিত হইতে লাগিল।

এমনি করিয়া তিন দিন কাটিল। দুই বেলা নিয়মিত ষ্টীমার আসিয়া লাগে, কত লোক কত কোলাহল; সন্ধ্যাবেলায় নদীতীর একেবারে নির্জ্জন হইয়া যায়, তখন কি অবাধ স্বাধীনতা! এবং তিন জনে মিলিয়া নানা প্রকার যোগাড় করিয়া, ভুল করিয়া, এক করিতে আরেক করিয়া তুলিয়া রাঁধা-বাড়া। তাহার পরে মৃণ্ময়ী বলয়ঝঙ্কৃত স্নেহহস্তের পরিবেশনে শ্বশুর জামাতার একত্রে আহার, এবং গৃহিণীপনার সহস্র ত্রুটি প্রদর্শনপূর্ব্বক মৃণ্ময়ীকে পরিহাস ও তাহা লইয়া বালিকার আনন্দকলহ এবং মৌখিক অভিমান।

অবশেষে অপূর্ব্ব জানাইল আর অধিক দিন থাকা উচিত হয় না। মৃণ্ময়ী করুণস্বরে আরও কিছু দিন সময় প্রার্থনা করিল। ঈশান কহিল কাজ নাই।

বিদায়ের দিন কন্যাকে বুকের কাছে টানিয়া তাহার মাথায় হাত রাখিয়া অশ্রুগদ্গদকণ্ঠে ঈশান কহিল, "মা, তুমি শ্বশুরঘর উজ্জ্বল করিয়া লক্ষ্মী হইয়া থাকিয়ো। কেহ যেন আমার মীনুর কোন দোষ না ধরিতে পারে!"

মৃণ্ময়ী কাঁদিতে কাঁদিতে স্বামীর সহিত বিদায় হইল। এবং ঈশান সেই দ্বিগুণ নিরানন্দ সঙ্কীর্ণ ঘরের মধ্যে ফিরিয়া গিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস নিয়মিত মাল ওজন করিতে লাগিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এই অপরাধীযুগল গৃহে ফিরিয়া আসিলে মা অত্যন্ত গম্ভীরভাবে রহিলেন, কোন কথাই কহিলেন না। কাহারও ব্যবহারের প্রতি এমন কোন দোষারোপ করিলেন না যাহা সে ক্ষালন করিবার চেষ্টা করিতে পারে। এই নীরব অভিযোগ এই নিস্তব্ধ অভিমান লৌহভারের মত সমস্ত ঘরকন্নার উপর অটলভাবে চাপিয়া রহিল।

অবশেষে অসহ্য হইয়া উঠিলে অপূর্ব্ব আসিয়া কহিল, "মা, কালেজ খুলেচে এখন আমাকে আইন পড়তে যেতে হবে।"

মা উদাসীন ভাবে কহিলেন "বৌয়ের কি করবে?"

অপূর্ব্ব কহিল "বৌ এখানেই থাক্!"

মা কহিলেন "না বাপু, কাজ নাই। তুমি তাকে তোমার সঙ্গেই নিয়ে যাও।" সচরাচর মা অপূর্ব্বকে তুই সম্ভাষণ করিয়া থাকেন।

অপূর্ব্ব অভিমানক্ষুণ্ণস্বরে কহিল "আচ্ছা!"

কলিকাতা যাইবার আয়োজন পড়িয়া গেল। যাইবার আগের রাত্রে অপূর্ব্ব বিছানায় আসিয়া দেখিল মৃণ্ময়ী কাঁদিতেছে।

হঠাৎ তাহার মনে আঘাত লাগিল। বিষণ্ণ কণ্ঠে কহিল "মৃণ্ময়ী, আমার সঙ্গে কলকাতায় যেতে তোমার ইচ্ছে করচে না?"

মৃণ্ময়ী কহিল—"না।"

অপূর্ব্ব জিজ্ঞাসা করিল "তুমি আমাকে ভালবাস না?"

এ প্রশ্নের কোন উত্তর পাইল না। অনেক সময় এই প্রশ্নটির উত্তর অতিশয় সহজ কিন্তু আবার এক এক সময় ইহার মধ্যে মনস্তত্ত্বঘটিত এত জটিলতার সংস্রব থাকে যে, বালিকার

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

নিকট হইতে তাহার উত্তর প্রত্যাশা করা যায় না।

অপূর্ব্ব প্রশ্ন করিল "রাখালকে ছেড়ে যেতে তোমার মন কেমন কর্‌চে ?"

মৃণ্ময়ী অনায়াসে উত্তর করিল "হাঁ।"

বালক রাখালের প্রতি এই বি, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণ কৃতবিদ্য যুবকের সূচির মত অতি সূক্ষ্ম অথচ অতি সুতীক্ষ্ণ ঈর্ষ্যার উদয় হইল। কহিল "আমি অনেক কাল আর বাড়ি আস্‌তে পাব না।" এই সংবাদ সম্বন্ধে মৃণ্ময়ীর কোন বক্তব্য ছিল না। "বোধ হয় দু-বৎসর কিংবা তারো বেশী হতে পারে।" মৃণ্ময়ী আদেশ করিল "তুমি ফিরে আস্‌বার সময় রাখালের জন্যে একটা তিনমুখো রাজাসের ছুরি কিনে নিয়ে এসো।"

অপূর্ব্ব শয়ান অবস্থা হইতে ঈষৎ উত্থিত হইয়া কহিল "তুমি তা হলে এইখানেই থাক্‌বে ?"

মৃণ্ময়ী কহিল "হাঁ, আমি মায়ের কাছে গিয়ে থাক্‌ব !"

অপূর্ব্ব নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল "আচ্ছা, তাই থেকো ! যত দিন না তুমি আমাকে আস্‌বার জন্যে চিঠি লিখ্‌বে, আমি আস্‌ব না। খুব খুসি হলে ?"

মৃণ্ময়ী এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বাহুল্য বোধ করিয়া ঘুমাইতে লাগিল, কিন্তু অপূর্ব্বর ঘুম হইল না। বালিশ উঁচু করিয়া ঠেসান দিয়া বসিয়া রহিল।

অনেক রাত্রে হঠাৎ চাঁদ উঠিয়া চাঁদের আলো বিছানার উপর আসিয়া পড়িল। অপূর্ব্ব সেই আলোকে মৃণ্ময়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল। চাহিয়া চাহিয়া মনে হইল যেন রাজকন্যাকে কে রূপার কাঠি ছোঁয়াইয়া অচেতন করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। একবার কেবল সোণার কাঠি পাইলেই এই নিদ্রিত আত্মাটিকে জাগাইয়া তুলিয়া মালা বদল করিয়া লওয়া যায়। রূপার কাঠি হাস্য, আর সোণার কাঠি অশ্রুজল।

ভোরের বেলায় অপূর্ব্ব মৃণ্ময়ীকে জাগাইয়া দিল—কহিল, "মৃণ্ময়ী আমার যাইবার সময় হইয়াছে। চল তোমাকে তোমার মার বাড়ি রাখিয়া আসি।"—

মৃণ্ময়ী শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে অপূর্ব্ব তাহার দুটি হাত ধরিয়া কহিল, "এখন আমার একটি প্রার্থনা আছে। আমি অনেক সময় তোমার অনেক সাহায্য করিয়াছি আজ যাইবার সময় তাহার একটি পুরস্কার দিবে ?

মৃণ্ময়ী বিস্মিত হইয়া কহিল, "কি ?"

অপূর্ব্ব কহিল, "তুমি ইচ্ছা করিয়া ভাল বাসিয়া আমাকে একটি চুম্বন দাও।"

অপূর্ব্বর এই অদ্ভুত প্রার্থনা এবং গম্ভীর মুখভাব দেখিয়া মৃণ্ময়ী হাসিয়া উঠিল। হাস্য সম্বরণ করিয়া মুখ বাড়াইয়া চুম্বন করিতে উদ্যত হইল—কাছাকাছি গিয়া আর পারিল না, খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল—এমন দুইবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে নিরস্ত হইয়া মুখে কাপড় দিয়া হাসিতে লাগিল। শাসনচ্ছলে অপূর্ব্ব তাহার কর্ণমূল ধরিয়া নাড়িয়া দিল।

অপূর্ব্বর বড় কঠিন পণ। দস্যুবৃত্তি করিয়া কাড়িয়া লুঠিয়া লওয়া সে আত্মাবমাননা মনে করে। সে দেবতার ন্যায় সগৌরবে থাকিয়া স্বেচ্ছানীত উপহার চায়, নিজের হাত দিয়া কিছুই তুলিয়া লইবে না। অত্যধিক হৃদয়-রস-লালসায় হৃদয়ের সংযোগ ব্যতীত কোন সামগ্রীই তাহার মুখে রুচে না।

মৃণ্ময়ী আর হাসিল না। তাহাকে প্রত্যুষের আলোকে নির্জ্জন পথ দিয়া তাহার মার বাড়ি রাখিয়া অপূর্ব্ব গৃহে আসিয়া মাতাকে কহিল, "ভাবিয়া দেখিলাম, বৌকে আমার সঙ্গে কলি-

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

কাতায় লইয়া গেলে আমার পড়াশুনার ব্যাঘাত হইবে, সেখানে উঁহারও কেহ সঙ্গিনী নাই। তুমি ত তাহাকে এ বাড়িতে রাখিতে চাও না আমি তাই তাহার মার বাড়িতেই রাখিয়া আসিলাম।”

সুগভীর অভিমানের মধ্যে মাতাপুত্রের বিচ্ছেদ হইল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—*—

মার বাড়িতে আসিয়া মৃণ্ময়ী দেখিল কিছুতেই আর মন লাগিতেছে না! সে বাড়ির আগাগোড়া যেন বদল হইয়া গেছে। সময় আর কাটে না। কি করিবে কোথায় যাইবে কাহার সহিত দেখা করিবে ভাবিয়া পাইল না।

মৃণ্ময়ীর হঠাৎ মনে হইল যেন সমস্ত গৃহে এবং সমস্ত গ্রামে কেহ লোক নাই। যেন মধ্যাহ্নে সূর্য্যগ্রহণ হইল। কিছুতেই বুঝিতে পারিল না, আজ কলিকাতায় চলিয়া যাইবার জন্য এত প্রাণপণ ইচ্ছা করিতেছে কাল রাত্রে এই ইচ্ছা কোথায় ছিল! কাল সে জানিত না যে, জীবনের যে অংশ পরিহার করিয়া যাইবার জন্য এত মন-কেমন করিতেছিল তৎপূর্ব্বেই তাহার সম্পূর্ণ স্বাদ পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। গাছের পক্বপত্রের ন্যায় আজ সেই বৃন্তচ্যুত অতীত জীবনটাকে ইচ্ছাপূর্ব্বক অনায়াসে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিল।

গল্পে শুনা যায়, নিপুণ অস্ত্রকার এমন সূক্ষ্ম তরবারী নির্ম্মাণ করিতে পারে যে, তদ্দ্বারা মানুষকে দ্বিখণ্ড করিলেও সে জানিতে পারে না, অবশেষে নাড়া দিলে দুই অর্দ্ধখণ্ড ভিন্ন হইয়া যায়। বিধাতার তরবারী সেইরূপ সূক্ষ্ম, কখন্ তিনি মৃণ্ময়ীর বাল্য ও যৌবনের মাঝখানে আঘাত করিয়াছিলেন সে জানিতে পারে নাই; আজ কেমন করিয়া নাড়া পাইয়া বাল্য-অংশ যৌবন হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িল এবং মৃণ্ময়ী বিস্মিত হইয়া ব্যথিত হইয়া চাহিয়া রহিল।

মাতৃগৃহে তাহার সেই পুরাতন শয়ন-গৃহকে আর আপনার বলিয়া মনে হইল না, সেখানে যে থাকিত সে হঠাৎ আর নাই। এখন হৃদয়ের সমস্ত স্মৃতি সেই আর একটা বাড়ি আর একটা ঘর আর একটা শয্যার কাছে গুন্‌গুন্ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

মৃণ্ময়ীকে আর কেহ বাহিরে দেখিতে পাইল না। তাহার হাস্যধ্বনি আর শুনা যায় না। রাখাল তাহাকে দেখিলে ভয় করে। খেলার কথা মনেও আসে না।

মৃণ্ময়ী মাকে বলিল, “মা আমাকে শ্বশুরবাড়ি রেখে আয়।”

এদিকে, বিদায়কালীন পুত্রের বিষণ্ণমুখ স্মরণ করিয়া অপূর্ব্বর মার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। সে যে রাগ করিয়া বৌকে বেহানের বাড়ি রাখিয়া আসিয়াছে ইহা তাঁহার মনে বড়ই বিঁধিতে লাগিল।

হেনকালে একদিন মাথায় কাপড় দিয়া মৃণ্ময়ী ম্লানমুখে শাশুড়ীর পায়ের কাছে পড়িয়া প্রণাম করিল। শাশুড়ী তৎক্ষণাৎ ছলছলনেত্রে তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। মুহূর্ত্তের মধ্যে উভয়ের মিলন হইয়া গেল। শাশুড়ী বধূর মুখের দিকে চাহিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। সে মৃণ্ময়ী আর নাই। এমন পরিবর্ত্তন সাধারণতঃ সকলের সম্ভব নহে। বৃহৎ পরিবর্ত্তনের জন্য বৃহৎ বলের আবশ্যক।

শাশুড়ী স্থির করিয়াছিলেন, মৃণ্ময়ীর দোষগুলির একটি একটি করিয়া সংশোধন করিবেন;

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

কিন্তু আর একজন অদৃশ্য সংশোধনকর্ত্তা একটি অজ্ঞাত সংক্ষেপ উপায় অবলম্বন করিয়া মৃণ্ময়ীকে যেন নূতন জন্মপরিগ্রহ করাইয়া দিলেন।

এখন শাশুড়ীকেও মৃণ্ময়ী বুঝিতে পারিল, শাশুড়ীও মৃণ্ময়ীকে চিনিতে পারিলেন; তরুর সহিত শাখাপ্রশাখার যেরূপ মিল, সমস্ত ঘরকন্না তেমনি পরস্পর অখণ্ডসম্মিলিত হইয়া গেল।

এই যে একটি গম্ভীর স্নিগ্ধ বিশাল রমণী-প্রকৃতি মৃণ্ময়ীর সমস্ত শরীরে ও সমস্ত অন্তরে রেখায় রেখায় ভরিয়া ভরিয়া উঠিল ইহাতে তাহাকে যেন বেদনা দিতে লাগিল। প্রথম আষাঢ়ের শ্যামসজল নব মেঘের মত তাহার হৃদয়ে একটি অশ্রুপূর্ণ বিস্তীর্ণ অভিমানের সঞ্চার হইল। সেই অভিমান তাহার চোখের ছায়াময় সুদীর্ঘ পল্লবের উপর আর একটি গভীরতর ছায়া নিক্ষেপ করিল। সে মনে মনে বলিতে লাগিল, আমি আমাকে বুঝিতে পারি নাই বলিয়া তুমি আমাকে বুঝিলে না কেন? তুমি আমাকে শাস্তি দিলে না কেন? তোমার ইচ্ছানুসারে আমাকে চালনা করাইলে না কেন? আমি রাক্ষসী যখন তোমার সঙ্গে কলিকাতায় যাইতে চাহিলাম না, তুমি আমাকে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া গেলে না কেন? তুমি আমার কথা শুনিলে কেন, আমার অনুরোধ মানিলে কেন, আমার অবাধ্যতা সহিলে কেন?

তাহার পর, অপূর্ব্ব যেদিন প্রভাতে পুষ্করিণীতীরের নির্জ্জন পথে তাহাকে বন্দী করিয়া কিছু না বলিয়া একবার কেবল তাহার মুখের দিকে চাহিয়াছিল সেই পুষ্করিণী সেই পথ সেই তরুতল সেই প্রভাতের রৌদ্র এবং সেই হৃদয়ভারাবনত গভীর দৃষ্টি তাহার মনে পড়িল এবং হঠাৎ সে তাহার সমস্ত অর্থ বুঝিতে পারিল। তাহার পর, সেই বিদায়ের দিনের যে চুম্বন অপূর্ব্বর মুখের দিকে অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল, সেই অসম্পূর্ণ চুম্বন এখন মরুমরীচিকাভিমুখী তৃষার্ত্ত পাখীর ন্যায় ক্রমাগত সেই অতীত অবসরের দিকে ধাবিত হইতে লাগিল কিছুতেই তাহার আর পিপাসা মিটিল না। এখন থাকিয়া থাকিয়া মনে কেবল উদয় হয়, আহা, অমুক সময়টিতে যদি এমন করিতাম, অমুক প্রশ্নের যদি এই উত্তর দিতাম, তখন যদি এমন হইত!

অপূর্ব্বর মনে এই বলিয়া ক্ষোভ জন্মিয়াছিল যে, মৃণ্ময়ী আমার সম্পূর্ণ পরিচয় পায় নাই; মৃণ্ময়ীও আজ বসিয়া বসিয়া ভাবে, তিনি আমাকে কি মনে করিলেন, কি বুঝিয়া গেলেন! অপূর্ব্ব তাহাকে যে দুরন্ত চপল অবিবেচক নির্ব্বোধ বালিকা বলিয়া জানিল, পরিপূর্ণ হৃদয়ামৃতধারায় প্রেমপিপাসা মিটাইতে সক্ষম রমণী বলিয়া পরিচয় পাইল না ইহাতেই সে পরিতাপে লজ্জায় ধিক্কারে পীড়িত হইতে লাগিল। চুম্বনের এবং সোহাগের সে ঋণগুলি অপূর্ব্বর মাথার বালিশের উপর পরিশোধ করিতে লাগিল। এমনিভাবে কত দিন কাটিল।

অপূর্ব্ব বলিয়া গিয়াছিল, তুমি চিঠি না লিখিলে আমি বাড়ি ফিরিব না। মৃণ্ময়ী তাহাই স্মরণ করিয়া একদিন ঘরে দ্বাররুদ্ধ করিয়া চিঠি লিখিতে বসিল। অপূর্ব্ব তাহাকে যে সোণালি পাড়-দেওয়া রঙীন্ কাগজ দিয়াছিল তাহাই বাহির করিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিল। খুব যত্ন করিয়া ধরিয়া লাইন বাঁকা করিয়া অঙ্গুলিতে কালি মাখিয়া অক্ষর ছোট বড় করিয়া উপরে কোন সম্বোধন না করিয়া একেবারে লিখিল—তুমি আমাকে চিঠি লেখ না কেন। তুমি কেমন আছ আর তুমি বাড়ি

এস। আর কি বলিবার আছে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। আসল বক্তব্য কথা সব গুলিই বলা হইয়া গেল বটে, কিন্তু মনুষ্যসমাজে মনের ভাব আর একটু বাহুল্য করিয়া প্রকাশ করা আবশ্যক। মৃণ্ময়ীও তাহা বুঝিল; এই জন্য আরো অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া আর কয়েকটি নূতন কথা যোগ করিয়া দিল—এইবার তুমি আমাকে চিঠি লিখো, আর কেমন আছ লিখো, আর বাড়ি এস, মা ভাল আছেন, বিশু পুঁটি ভাল আছে, কাল আমাদের কালোগরুর বাছুর হয়েছে।—এই বলিয়া চিঠি শেষ করিল। চিঠি লেফাফায় মুড়িয়া প্রত্যেক অক্ষরটির উপর একটি ফোঁটা করিয়া মনের ভালবাসা দিয়া লিখিল শ্রীযুক্ত বাবু অপূর্ব্বকৃষ্ণ রায়। ভালবাসা যতই দিক, তবু লাইন সোজা, অক্ষর সুছাঁদ এবং বানান শুদ্ধ হইল না।

লেফাফায় নামটুকু ব্যতীত যে কিছু লেখা আবশ্যক মৃণ্ময়ীর তাহা জানা ছিল না। পাছে শাশুড়ী অথবা আর কাহারও দৃষ্টিপথে পড়ে সেই লজ্জায় চিঠিখানি একটি বিশ্বস্ত দাসীর হাত দিয়া ডাকে পাঠাইয়া দিল।

বলা বাহুল্য, এ পত্রের কোন ফল হইল না, অপূর্ব্ব বাড়ি আসিল না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

মা দেখিলেন ছুটি হইল তবু অপূর্ব্ব বাড়ি আসিল না। মনে করিলেন এখনো সে তাঁহার উপর রাগ করিয়া আছে।

মৃণ্ময়ীও স্থির করিল অপূর্ব্ব তাহার উপর বিরক্ত হইয়া আছে। তখন আপনার চিঠি-র কথা স্মরণ করিয়া সে লজ্জায় মরিয়া যাইতে লাগিল। সে চিঠিখানা যে কত তুচ্ছ, তাহাতে যে কোন কথাই লেখা হয় নাই, তাহার মনের ভাব যে কিছুই প্রকাশ হয় নাই, সেটা পাঠ করিয়া অপূর্ব্ব যে মৃণ্ময়ীকে আরো ছেলেমানুষ মনে করিতেছে, মনে মনে আরো অবজ্ঞা করিতেছে, ইহা ভাবিয়া সে শরবিদ্ধের ন্যায় অন্তরে অন্তরে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। দাসীকে বারবার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সে চিঠিখানা তুই কি ডাকে দিয়ে এসেছিস্?" দাসী তাহাকে সহস্রবার আশ্বাস দিয়া কহিল "হাঁগো, আমি নিজের হাতে বাক্সের মধ্যে ফেলে দিয়েছি। বাবু সে এত দিনে কোন্ কালে পেয়েছে।"

অবশেষে অপূর্ব্বর মা একদিন মৃণ্ময়ীকে ডাকিয়া কহিলেন, "বৌমা, অপু অনেক দিন ত বাড়ি এল না, তাই মনে করচি একবার কলকাতায় গিয়ে তাকে দেখে' আসি গে। তুমি সঙ্গে যাবে?" মৃণ্ময়ী সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িল এবং ঘরের মধ্যে আসিয়া দ্বাররুদ্ধ করিয়া বিছানার উপর পড়িয়া বালিশখানা বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া হাসিয়া নড়িয়া চড়িয়া মনের আবেগ উন্মুক্ত করিয়া দিল; তাহার পর ক্রমে গম্ভীর হইয়া বিষণ্ণ হইয়া আশঙ্কায় পরিপূর্ণ হইয়া বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

অপূর্ব্বকে কোন খবর না দিয়া এই দুটি অনুতপ্তা রমণী তাহার প্রসন্নতা ভিক্ষা করিবার জন্য কলিকাতায় যাত্রা করিল। অপূর্ব্বর মা সেখানে তাঁহার জামাইবাড়িতে গিয়া উঠিলেন।

সে দিন মৃণ্ময়ীর পত্রের প্রত্যাশায় নিরাশ হইয়া সন্ধ্যাবেলায় অপূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া নিজেই তাহাকে পত্র লিখিতে বসিয়াছে। কোন কথাই পছন্দমত হইতেছে না। এমন একটা সম্বোধন খুঁজিতেছে যাহাতে ভালবাসাও

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

প্রকাশ হয় অথচ অভিমানও ব্যক্ত করে ; কথা না পাইয়া মাতৃভাষার উপর অশ্রদ্ধা দৃঢ়তর হইতেছে। এমন সময় ভগ্নীপতির নিকট হইতে পত্র পাইল, মা আসিয়াছেন, শীঘ্র আসিবে এবং রাত্রে এইখানেই আহারাদি করিবে। সংবাদ সমস্ত ভাল।—শেষ আশ্বাসসত্বেও অপূর্ব্ব অমঙ্গলশঙ্কায় বিমর্ষ হইয়া উঠিল। অবিলম্বে ভগ্নীর বাড়ি গিয়া উপস্থিত হইল।

সাক্ষাৎমাত্রই মাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মা, সব ভাল ত?" মা কহিলেন, "সব ভাল। তুই ছুটিতে বাড়ি গেলি না, তাই আমি তোকে নিতে এসেচি।"

অপূর্ব্ব কহিল, সে জন্ত এত কষ্ট করিয়া আসিবার কি আবশ্যক ছিল ; আইন পরীক্ষার পড়াশুনা ইত্যাদি ইত্যাদি।

আহারের সময় ভগ্নী জিজ্ঞাসা করিল, দাদা এবার বৌকে তোমার সঙ্গে আন্‌লে না কেন?

দাদা গম্ভীরভাবে কহিতে লাগিল—আইনের পড়াশুনা ইত্যাদি।

ভগ্নীপতি হাসিয়া কহিল—ও সমস্ত মিথ্যা ওজর! আমাদের ভয়ে আন্‌তে সাহস হয় না!

ভগ্নী কহিল, ভয়ঙ্কর লোকটাই বটে! ছেলেমানুষ হঠাৎ দেখ্‌লে আচম্‌কা আঁৎকে উঠ্‌তে পারে!

এই ভাবে হাস্য পরিহাস চলিতে লাগিল, কিন্তু অপূর্ব্ব অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া রহিল। কোন কথা তাহার ভাল লাগিতেছিল না। তাহার মনে হইতেছিল, সেই যখন মা কলিকাতায় আসিলেন তখন মৃন্ময়ী ইচ্ছা করিলে অনায়াসে তাহার সহিত আসিতে পারিত। বোধ হয় মা তাহাকে সঙ্গে আনিবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন কিন্তু সে সম্মত হয় নাই। এ সম্বন্ধে সঙ্কোচবশতঃ মাকে কোন প্রশ্ন করিতে পারিল না—সমস্ত মানবজীবন এবং বিশ্বরচনাটা আগাগোড়া ভ্রান্তিসঙ্কুল বলিয়া বোধ হইল।

আহারান্তে প্রবলবেগে বাতাস উঠিয়া বিষম বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

ভগ্নী কহিল, দাদা, আজ আমাদের এখানেই থেকে যাও।

দাদা কহিল, না বাড়ি যেতে হবে ; কাজ আছে।

ভগ্নীপতি কহিল, রাত্রে তোমার আবার এত কাজ কিসের? এখানে একরাত্রি থেকে গেলে তোমার ত কারো কাছে জবাবদিহি করতে হবে না, তোমার ভাবনা কি?

অনেক পীড়াপীড়ির পর বিস্তর অনিচ্ছাসত্বে অপূর্ব্ব সে রাত্রি থাকিয়া যাইতে সম্মত হইল।

ভগ্নী কহিল, দাদা তোমাকে শ্রান্ত দেখাচ্চে তুমি আর দেরি কোরো না, চল শুতে চল।

অপূর্ব্বরও সেই ইচ্ছা। শয্যাতলে অন্ধকারের মধ্যে একলা হইতে পারিলে বাঁচে, কথার উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে ভাল লাগিতেছে না।

শয়নগৃহের দ্বারে আসিয়া দেখিল ঘর অন্ধকার। ভগ্নী কহিল, বাতাসে আলো নিবে গেছে দেখ্‌চি, তা আলো এনে দেব কি দাদা?

অপূর্ব্ব কহিল, না দরকার নেই, আমি রাত্রে আলো রাখিনে।

ভগ্নী চলিয়া গেলে অপূর্ব্ব অন্ধকারে সাবধানে খাটের অভিমুখে গেল।

খাটে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইতেছে এমন সময় হঠাৎ বলয়নিক্কণশব্দে একটি সুকোমল বাহুপাশ তাহাকে সুকঠিন বন্ধনে বাঁধিয়া ফেলিল এবং একটি পুষ্পপুটতুল্য ওষ্ঠাধর দস্যুর

মত আসিয়া পড়িয়া অবিরল অশ্রুজলসিক্ত আবেগপূর্ণ চুম্বনে তাহাকে বিস্ময় প্রকাশের অবসর দিল না। অপূর্ব্ব প্রথমে চমকিয়া উঠিল তাহার পর বুঝিতে পারিল অনেক দিনের একটি হাস্যবাধায় অসম্পন্ন চেষ্টা আজ অশ্রুজলধারায় সমাপ্ত হইল।

উপহার।

শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী।

শ্রীচরণেষু।

দিদি,

তোমার স্নেহের কোলে আমার স্নেহের ধন
করিনু অর্পণ।
বিমল প্রশান্ত মুখে ফুটিবে স্নেহের হাস
দেখিবারে আশ।
সুদূর প্রবাস হতে আজি বহু দিন পরে
আসিতেছ ঘরে,
দুয়ারে দাঁড়ায়ে আছি উপহার ল'য়ে করে
সমর্পণ তরে।
কাছে থাকি দূরে থাকি, দেখ আর নাই দেখ,
শুধু স্নেহ দাও;
স্নেহ ক'রে ভাল থাক', স্নেহ দিতে ভাল বাস'
কিছু নাহি চাও।
দূরে থেকে কাছে থাক,' আপনি হৃদয় তাহা
জানিতে পায়।
সুদূর প্রবাস হ'তে স্নেহের বাতাস এসে
লাগে যেন গায়।
এত আছে, এত দাও, কথাটি নাহিক কও,
—স্নেহ-পারাবার,—
প্রভাত শিশির সম নীরবে পরাণে মম
ঝরে স্নেহ ধার।
তব স্নেহ চারি পাশে কেবল নীরবে ভাসে
সৌরভের প্রায়,
নীরবে বিমল হাসি, ঊষার কিরণ রাশি,
প্রাণেরে জাগায়।

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

RETURN TO → **CIRCULATION DEPARTMENT**
202 Main Library 642-3403

LOAN PERIOD 1 HOME USE	2	3
4	5	6

ALL BOOKS MAY BE RECALLED AFTER 7 DAYS
1-month loans may be renewed by calling 642-3405
6-month loans may be recharged by bringing books to Circulation Desk
Renewals and recharges may be made 4 days prior to due date

DUE AS STAMPED BELOW

REC. CIR. AUG 27 '79		
FEB 7 1981	AUG 2 1987	
March 7 1981	DEC 16 1994	
	OCT 12 '94	
REC CIR MAR 2 '81		
NOV 17 1984	AUTO DISC CIRC OCT 17 '94	
Dec 17 1984	SENT ON ILL	
	JUN 21 2001	
	U. C. BERKELEY	
REC. CIR. FEB 19 '85		
APR 31 1987	NOV 15 2007	
AUTO DISC AUG 07 1987		

FORM NO. DD 6, 40m, 6'76
UNIVERSITY OF CALIFORNIA, BERKELEY
BERKELEY, CA 94720

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA

Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

852319

UNIVERSITY OF CALIFORNIA LIBRARY

U.C. BERKELEY LIBRARIES

B003023634

Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google

Digitized by Google

Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google
Digitized by Google
Original from
UNIVERSITY OF CALIFORNIA

Digitized by Google
Original from UNIVERSITY OF CALIFORNIA
Generated for Mahir Abrar Morshed (University of Illinois at Urbana-Champaign) on 2019-05-15 06:53 GMT / http://hdl.handle.net/2027/uc1.b003023634
Public Domain in the United States, Google-digitized / http://www.hathitrust.org/access_use#pd-us-google